সেই নিমন্ত্রণ শ্রবণ করত আমিও স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া গান করিতে করিতে যজ্ঞে গমন করিলাম। তাদৃশ অবমাননা বুঝিতে পারিয়া, বিশ্বস্রষ্টৃগণ আপন আপন তেজোবলে আমাকে অভিশাপ করিলেন। কহিলেন, তুই আমাদিগকে অবহেলা করিলি; অতএব শ্রীভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রযোনিতে জন্ম-গ্রহণ কর। তৎপরে আমি দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলাম। কিন্তু শূদ্র হইয়াও ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণের সেবা ও আনুগত্য নিবন্ধন অবশেষে ব্রহ্মার পুত্র হইলাম।

(রাজন্!) পাপনাশন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম তোমার নিকট এই বর্ণন করিলাম। গৃহস্থ এই ধর্ম্ম আচরণ করিয়া অবশ্যই সন্ন্যাসীদিগের পদবী প্রাপ্ত হইতে পারেন।

(কৌন্তেয়!) পৃথিবীতে তোমাদিগের ভাগ্যই অধিক। লোকপাবন মুনিগণ তোমাদিগের ভবনে পদার্পণ করেন। আর, তোমাদিগের ভবনে দুর্জ্ঞেয়, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম মনুষ্যরূপ ধারণ করত বাস করিতেছেন। অহো! মহৎব্যক্তিগণের অন্বেষণীয়, মোক্ষসুখের অনুভবস্বরূপ সেই ব্রহ্ম তোমাদিগের প্রিয়, বন্ধু, মাতুলপুত্র, আত্মা, পূজনীয়, বিধিদর্শক ও গুরু!

মহাদেব ও ব্রহ্মা যাহার রূপ মনেও যথার্থতঃ নিরূপণ করিতে সমর্থ হন না, সেই এই ভক্তের অধীশ্বর মৌন, ভক্তি ও চিত্তশান্তিদ্বারা পূজিত হইয়া প্রসন্ন হউন।

শুকদেব কহিলেন, ভরতশ্রেষ্ঠ দেবর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং প্রেমে বিহ্বল হইয়া ঋষিকে ও কৃষ্ণকে পূজা করিলেন। ঋষি পূজিত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিয়া প্রস্থান করিলেন। কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির

অদ্বৈত।” আর, আপনার, জায়ার, পুত্রাদির এবং অন্যান্য যাবতীয় দেহীর অর্থ ও কাম একই; এইরূপ আলোচনার নাম “দ্রব্যের অদ্বৈত।”[১]

রাজন্! যে ব্যক্তির যে দ্রব্য যে উপায়ে যে স্থানে যাহা হইতে লইবার নিষেধ নাই, আপদ্‌কাল উপস্থিত না হইলে তিনি সেই দ্রব্য দ্বারাই কার্য্যকলাপ সম্পাদন করিবেন; অন্যবিধ দ্রব্যে কার্য্য করিতে কখন চেষ্টা করিবেন না।

মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণভক্ত ব্যক্তি নিজের এই সকল এবং অন্যান্য বেদোক্ত, কার্য্য সাধন করত গৃহস্থাশ্রমেও অবস্থিতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গতি লাভ করিবেন।

নরদেব! তোমরা যে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সহায়ে মনুষ্য ও দেবগণের দুরুল্লঙ্ঘ্য বিপদ্ সকল হইতে মুক্তি পাইয়াছ, এবং যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া তুমি দিগ্‌গজদিগকেও জয় করিয়া অশেষ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছ, তাঁহাকেই, যত পার, ভক্তি কর।

অতীত মহাকল্পে আমি উপবর্হণ নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিলাম। সমুদায় গন্ধর্ব্বই আমাকে মান্য করিত। রূপ, সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য ও সৌগন্ধ্য গুণ থাকাতে আমি দেখিতে অতিশয় মনোহর ছিলাম। স্ত্রীগণ আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। আমি মত্ত হইয়া অন্তঃপুরসম্ভোগেই লুব্ধ থাকিতাম।

একদিন দেবতাদিগের যজ্ঞে হরিগাথা গান করিবার নিমিত্ত বিশ্বস্রষ্টৃগণ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

---

[১] আত্মার অদ্বৈত ইহা দ্বারাই কথিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! হরির পাপনাশন ও পবিত্র গজেন্দ্রমোচনরূপ কর্ম্ম তোমার নিকট এই কহিলাম; এক্ষণে রৈবত মন্বন্তর শ্রবণ কর। পঞ্চম মনুর নাম রৈবত; তিনি তামস (চতুর্থ) মনুর সহোদর ভ্রাতা। অর্জ্জুন, বলি ও বিন্ধ্যাদি নামে তাঁহার কয় পুত্র। এই মন্বন্তরে বিভুনামক ইন্দ্র; ভূতরয় প্রভৃতি দেবতা এবং হিরণ্যরোম, বেদশিরা, ঊর্দ্ধবাহু প্রভৃতি ঋষি। স্বয়ং ভগবান্ এই মন্বন্তরে শুভ্রের পত্নী বিকুণ্ঠার গর্ভে শুভ্রের ঔরসে বৈকুণ্ঠবাসী সুরগণের সহিত আপন অংশে বৈকুণ্ঠ নামে উৎপন্ন হন। লক্ষ্মীদেবী প্রার্থনা করাতে বৈকুণ্ঠ তাঁহার প্রিয় সাধন করিবার নিমিত্ত বৈকুণ্ঠলোক নির্ম্মাণ করেন। লোকালোকবাসী সকলেই বৈকুণ্ঠকে নমস্কার করিয়া থাকে। এই বৈকুণ্ঠের প্রভাব এবং পরম-অভ্যুদয়শালী গুণ-গ্রাম (যৎকিঞ্চিৎ) বর্ণন করিয়াছি। কিন্তু যিনি বিষ্ণুর যাবতীয় গুণ বর্ণন করিতে উদ্যত হন, তিনি পৃথিবীর ধূলিকণাও গণনা করিতে পারেন।

ষষ্ঠ মনুর নাম চাক্ষুস; ইনি চক্ষুর পুত্র। পুরু, পুরুষ, সুদ্যুম্ন প্রভৃতি ইহাঁর কয় পুত্র। এই মন্বন্তরে মন্ত্রদ্রুম নামে ইন্দ্র; আপ্যাদিনামে দেবতা এবং হর্য্যস্মৎ ও বীরকপ্রভৃতি ঋষি। চাক্ষুস মন্বন্তরে জগতীনাথ ভগবান্ বৈরাজের পত্নী

দেবসম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে অংশে অবতীর্ণ জলগর্ভে কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠে করিয়া ঘূর্ণায়মান মন্দার পর্ব্বত করত জলনিধি মন্থন করিয়া দেবতাদিগকে সুধা পরি করেন।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! যাহার নিমিত্ত, যে কার এবং যে প্রকারে ক্ষীরসাগর মন্থন ও কূর্ম্মরূপে মন্দার পর্ব্ব ধারণ করিয়াছিলেন, যেরূপে দেবতারা অমৃত প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন এবং তাহা হইতে যে অন্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, আপনি তাহা উল্লেখ করুন। ভগবানের এই কর্ম্ম অতি অদ্ভুত। আমার মন অনেকদিবসাবধি তাপে তপ্ত হইয়া আসিয়াছে; অতএব ভক্তের পতি ভগবানের মহিমা যতই কহিতেছেন, কিছুতেই পরিতৃপ্তি হইতেছেন।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজগণ! রাজা দ্বৈপায়নতনয় শুক-দেবকে এইরূপ জিজ্ঞাসা, করিলে পর, ঋষি হরির বীর্য্যের প্রশংসা করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন।

শুকদেব কহিলেন, নিশিতাস্ত্র অসুরগণ যুদ্ধস্থলে দেবতা-দিগকে সংহার করিতে লাগিলেন এবং অনেকানেক অমর প্রাণশূন্য হইয়া পতিত হইলেন; আর গাত্রোৎথান করিলেন না। রাজন্! এইরূপে দুর্ব্বাসার শাপে[১] ইন্দ্রপ্রভৃতি লোক-ত্রয় শ্রীভ্রষ্ট হইলেন; যজ্ঞাদিকার্য্য আর হইতে পারিল না।

---

১ এক দিন দুর্ব্বাসা পথিমধ্যে, ইন্দ্রকে গমন করিতে দেখিয়া আপনার কণ্ঠ হইতে মালা খুলিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। পুরন্দর ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে অগ্রাহ্য করিয়া ঐ মালা ঐরাবতের দুই কুম্ভে স্থাপন করিলেন। ঐরাবতও মত্ত ছিল, কুম্ভ হইতে লইয়া পদদ্বারা মালা মর্দ্দন করিল। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্ব্বাসা ইন্দ্রকে অভিশাপ করিলেন, তোমার ও ত্রিলোকের শ্রী ভ্রষ্ট হউক্।

ইন্দ্র ও বরুণাদি দেবগণ যখন এই সকল দুর্ঘটনা শ্রবণ করিলেন, তখন পরস্পর মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিয়াও কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে সকলেই সুমেরুর শিখরদেশে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া পরমেষ্ঠীকে প্রণাম করত সমুদায় নিবেদন করিলেন। ভগবান্ কমলযোনি ইন্দ্রাদিকে সারহীন ও প্রভাহীন; লোকদিগকে সাতিশয় দুরবস্থাগ্রস্ত এবং অসুরদিগকে সবল ও হৃষ্টপুষ্ট দর্শন করিয়া স্থির মনে পরম পুরুষকে ভাবনা করত ফুল্লবদন হইয়া দেবতাদিগকে কহিলেন;—আমি, ভব, তোমরা ও অসুরগণ এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ও স্বেদজ; সকলেই যাঁহার অবতারের[১] অংশের[২] অংশ[৩] দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছি, আইস সকলেই তাঁহার শরণ লই। যাঁহার বধ্যও নাই, রক্ষণীয়ও নাই, উপেক্ষণীয়ও নাই, আদরণীয়ও নাই; তথাপি যিনি কাল অনুসারে সৃষ্টি ও সংহারের রজঃ, সত্ব ও তমোগুণ ধারণ করেন, তিনি দেহীর মঙ্গলের নিমিত্ত এক্ষণে সত্বগুণ অবলম্বন করিয়া আছেন; এই তাঁহার পালনসময়। আর, তিনি দেবতাদিগকে ভাল বাসেন। অতএব, চল, আমরা তাঁহার শরণ লই। জগদ্গুরু আমাদিগের মঙ্গল করিবেন; আমরা তাঁহার আপনার।

শুকদেব কহিলেন, হে শত্রুদমন! বিধাতা দেবতাদিগকে এই কথা কহিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে অন্ধকারের অপর পারবর্ত্তী সাক্ষাৎ ভগবান্ অজিতের ধামে গমন করিলেন। সেই স্থানে প্রভু ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া অদৃষ্টস্বরূপ, অথচ

---

১ পুরুষাবতার। ২ ব্রহ্মা। ৩ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি।

শ্রুতপূর্ব্ব পরম পুরুষের বৈদিক বাক্যে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (কহিলেন,) আমরা পূজনীয় দেবকে নমস্কার করি; তিনি দেবের শ্রেষ্ঠ; (কারণ) তিনি আদ্য, অনন্ত, বিকারহীন ও সত্যস্বরূপ এবং সর্ব্বান্তর্যামী, উপাধিহীন, অচিন্ত্য ও বাক্যের অবিষয়। মনের অপেক্ষাও তাঁহার বেগ অধিক।

আর, তিনি প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে জ্ঞাত আছেন। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকল তাঁহার আভাস। (কিন্তু) তিনি নিদ্রিত (অজ্ঞানাচ্ছন্ন) নহেন। কারণ তাঁহার শরীর নাই। তিনি জীবের পক্ষপাতী অবিদ্যা ও বিদ্যার সহিত সম্পৃক্ত নহেন। তাঁহার ক্ষয় নাই। তিন তিন যুগেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আমরা তাঁহার শরণ লইলাম।

জীবের দেহ চক্রস্বরূপ; মায়া ইহাকে ভ্রমণ করাইতেছে। মন ইহার প্রধান উপাদান, এবং দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ ইহার অর। ইহার বেগ অতি দ্রুত। ত্রিগুণ ইহার নাভি। বিদ্যুতের ন্যায় ইহার গতি চঞ্চল। অষ্ট প্রকৃতি ইহার নেমি। পণ্ডিতেরা যে সত্যস্বরূপকে এই চক্রের অক্ষ কহিয়া থাকেন, আমরা তাঁহার শরণ লই।

যিনি জীবের পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন, অথচ জ্ঞান যাঁহার একমাত্র স্বরূপ; যিনি প্রকৃতির দূরবর্ত্তী; যিনি অদৃশ্য; যিনি অব্যক্ত; যাঁহার অন্ত নাই, পার নাই, অতএব ধীর ব্যক্তি সকল যোগরূপ সাধন দ্বারা যাঁহার উপাসনা করেন; যাহার লোকমোহিনী মায়ার পার গমন করিতে কেহই সমর্থ নহে; যাঁহাকে আত্মা বলিয়া কেহই জ্ঞাত নহে; যিনি মায়া ও মায়াগুণ সকল জয় করিয়াছেন; যিনি পরম ঈশ্বর

এবং যিনি সর্ব্বত্রই সমভাবে বিচরণ করেন; আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি।

এই সকল ঋষি এবং এই সকল দেবতা আমরা তাঁহার প্রিয়তম তনু সত্ত্ব দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছি। আর, তাঁহার সূক্ষ্মা গতি বাহ্যে এবং অভ্যন্তরেও প্রকাশিত রহিয়াছে, তথাপিও যখন আমরা ঐ গতি জানিতে পারিতেছি না, তখন অসুরাদি অপরাপর জীবেরা কিরূপে জানিতে পারিবে তাহারা ত রজ এবং তমোগুণ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।

চতুর্ব্বিধ প্রাণী এই যে পৃথিবীতে বসতি করিতেছে, এই পৃথিবীকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই পৃথিবীই যাঁহার দুই পদ, সেই স্বাধীন, মহা-পুরুষ, মহা-বিভূতিশালী ব্রহ্ম আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

লোক এবং লোকপালগণ যে জল হইতে উৎপন্ন হন, যে জল দ্বারা বৃদ্ধি পান ও যে জল দ্বারা জীবিত থাকেন, সেই উদার-শক্তি-সম্পন্ন জল যাঁহার রেতঃ, সেই মহা-বিভূতিশালী আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

যে চন্দ্র দেবতাদিগের খাদ্য, বল ও পরমায়ু; যিনি বৃক্ষ সকলের ঈশ্বর ও প্রজাগণের জন্মদাতা; সেই চন্দ্র যাঁহার মন, সেই মহা-বিভূতিশালী আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

ক্রিয়াকাণ্ডের নিমিত্ত যে অগ্নির উৎপত্তি হয়; যে অগ্নি হইতে ধন উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে অগ্নি উদরমধ্যে থাকিয়া অন্ন পরিপাক করেন; সেই অগ্নি যাঁহার মুখ, সেই মহাবিভূতি-শালী আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

যে সূর্য্য অর্চ্চিরাদি দেবমার্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; যিনি

বেদময়; যিনি ব্রহ্মার বাসস্থান; যিনি মুক্তির দ্বার এবং যিনি অমৃত ও মৃত্যুরূপী; সেই সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, সেই মহা-বিভূতিশালী আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

যে বায়ু চরাচরের প্রাণ, বল, উৎসাহ ও বিক্রম, এবং আমরা রাজচক্রবর্ত্তীর ন্যায় যে বায়ুর আনুগত্য করিতেছি, সেই বায়ু যাঁহার প্রাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহা-বিভূতিশালী আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

যে পুরুষের শ্রোত্র হইতে দশ দিক্; হৃদয় হইতে দেহগত ছিদ্রসমূহ এবং নাভি হইতে দশ প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের আশ্রয়ীভূত আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি-শালী আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

যাঁহার বল হইতে মহেন্দ্রের, প্রসাদ হইতে দেবতাগণের, ক্রোধ হইতে গিরিশের, বুদ্ধি হইতে বিরিঞ্চির, দেহগত ছিদ্র সকল হইতে বেদ ও ঋষিগণের এবং মেঢ্র হইতে প্রজা-পতির উদ্ভব হইয়াছে, সেই মহাবিভূতিশালী আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

যাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে লক্ষ্মী, ছায়া হইতে পিতৃগণ, স্তন হইতে ধর্ম্ম, পৃষ্ঠ হইতে অধর্ম্ম, মস্তক হইতে স্বর্গ এবং বিহার হইতে অপ্সরোগণ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই মহাবিভূতিশালী আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ও গোপনীয় বেদ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় ও বল, ঊরুদ্বয় হইতে বৈশ্য ও নৈপুণ্য এবং পদ হইতে শুশ্রূষা বৃত্তি ও শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই মহাবিভূতিশালী আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

যাঁহার অধর হইতে লোভ, উত্তরোষ্ঠ হইতে প্রীতি, নাসিকা হইতে দ্যুতি, স্পর্শ হইতে পশুদিগের হিতসাধক কাম, ভ্রূযুগল হইতে যম এবং পক্ষ্ম হইতে কাল উদ্‌ভূত হইয়াছে, সেই মহাবিভূতিশালী আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

ভূতবর্গ, কাল, কর্ম্ম, গুণ ও সংসারপ্রপঞ্চ, পণ্ডিতেরাই এই সকলকে নিরাকরণ করিতে পারেন; অতএব এই সকল দুর্ব্বি, ভাব্য। বিদ্বজ্জনেরা এই সলকে যাঁহার অহিতকারিণী মায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই মহাবিভূতিশালী আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

ভগবানের শক্তি প্রশান্ত। স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়া তাঁহার আত্মা চরিতার্থ হইয়াছে; অথচ তিনি দর্শনাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা মায়াজন্য গুণসমূহে আসক্ত নহেন। তাঁহার লীলা বায়ুর লীলা-সদৃশ; তাঁহাকে নমস্কার।

ভগবন্! যেরূপে আমাদিগের চক্ষুর পথবর্ত্তী হয়, সেইরূপে আপনার সত্ত্বময় আত্মা ও সহাস বদন প্রদর্শন করুন। আমরা বিপদে পতিত হইয়া দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। বিভো! আমরা যে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ নহি, আপনি সময়ে সময়ে স্বেচ্ছাক্রমে প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি সকল ধারণ করিয়া নিজেই সে সকল নিষ্পাদন করিতেছেন। বিষয়াসক্ত দেহী যে সকল কর্ম্ম করেন, সে সকল কর্ম্মে কষ্ট অধিক, কিন্তু ফল সামান্য; কোথাও বা কোন ফলই উৎপন্ন হয় না; কিন্তু যে সকল কর্ম্ম আপনাতে সমর্পিত হয়, সে সকল কর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসমূহের ন্যায় নিষ্ফল হয় না।

কর্ম্ম যদি অল্পও হয়, কিন্তু যদি ঈশ্বরে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে উহাই শ্রম সফল করে; ঈশ্বর পুরুষের আত্মা, প্রিয় ও হিতকারক। যেরূপ বৃক্ষের মূল সেক করিলে স্কন্ধ এবং শাখাসকলেরও সেচন করা হয়, সেইরূপ বিষ্ণুর আরাধনা করিলেই সমস্ত ভূতের এবং আপনারও আরাধনা করা হয়।

ভগবন্! আপনি অনন্ত; আপনার স্বভাব ও কর্ম্ম সকল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আপনি গুণহীন ও গুণের ঈশ্বর। সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া আছেন। এক্ষণে আমরা আপনাকে নমস্কার করি।

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ভগবানের স্তব-নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! দেবগণ এইরূপ স্তব করিলে পর, ভগবান্ হরি তাঁহাদিগের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। সহস্র সূর্য্যোদয় হইলে যেরূপ প্রভা আবিষ্কৃত হয়, তাঁহার দেহ হইতে সেইরূপ কান্তি বহির্গত হইল। তাহাতে হঠাৎ দেবতাদিগের চক্ষু বিকল হইয়া গেল; সুতরাং তাঁহারা আকাশ, দিক্, পৃথিবী, অন্য কি আপনাদিগকেও দেখিতে পাইলেন না; ঈশ্বরকে যে দেখিতে পাইবেন না, তাহাতে আর কথা কি?

(অনন্তর) ভগবান্ ব্রহ্মা ও শিব তাঁহার মরকতশ্যাম

নির্ম্মল মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাহাতে দুইচক্ষু পদ্মগর্ভের ন্যায় রক্তপ্রভা বিস্তার করিতেছে। তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ কৌশেয় বসন সুন্দর সুপ্রসন্ন অঙ্গসকল বেষ্টন করিয়া বিচালিত হইতেছে। মুখ অতি মনোরম; ভ্রূযুগল লোভনীয়। উৎকৃষ্ট মণিদ্বারা খচিত কিরীট ও দুই কেয়ুর অলঙ্কারশোভা সম্পাদন করিতেছে। দুই কর্ণাভরণ বিলম্বিত হইয়া দুই কপোলের শোভা করিয়াছে। তাহাতে মুখপদ্মও সুশ্রী হইয়াছে। কাঞ্চীদাম, বলয়, হার ও নুপুরে দেহ সুসজ্জিত হইয়া আছে। কৌস্তুভ কণ্ঠের অলঙ্কার হইয়াছে। বনমালার সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী আলিঙ্গন করিয়া আছেন। সুদর্শনাদি অস্ত্রসকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া ঐ ভগবন্মূর্ত্তির স্তব করিতেছে।

এতাদৃশ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মা ও শিব দেবগণের সহিত সর্ব্বাঙ্গে ভূমিতে অবনত হইয়া পরম পুরুষের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, (ভগবন্!) আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। আপনি গুণহীন; (সুতরাং) আপনার জন্ম, স্থিতি ও লয় নাই। (অতএব) আপনি মুক্তিসুখের সাগরস্বরূপ। (তথাপি) অণুরও অণু; (অতি সূক্ষ্ম)। (বস্তুতঃ) আপনার মূর্ত্তির ইয়ত্তা নাই। আপনার প্রভাব ভাবনা করা দুঃসাধ্য।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে বিধাতঃ! যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন, তান্ত্রিক ও বৈদিক যোগ দ্বারা আপনার এই রূপের পূজা করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। বিশ্ব এই মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে; অতএব আমি ইহাতে আপনাদিগকে এবং ত্রিলোককে দর্শন করিতেছি। আপনি স্বাধীন; অতীত, বর্ত্তমান ও

ভবিষ্যৎ, সকলই আপনাতে অবস্থিত। যেরূপ মৃত্তিকা ঘটের আদি, মধ্য ও অন্ত; সেইরূপ আপনি এই জগতের আদি, অন্ত ও মধ্য; (কারণ) আপনি প্রকৃতিরও শ্রেষ্ঠ। আত্মাশ্রয়িণী স্বাধীনা মায়া দ্বারা বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়া আপনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। বিবেকী, শাস্ত্রজ্ঞ যতি-গণ গুণের পরিণামেও মনোদ্বারা আপনাকে নির্গুণস্বরূপ দর্শন করেন। যেরূপ কাষ্ঠে অগ্নি; গাভীতে ঘৃত; পৃথিবীতে জল ও অন্ন এবং উদ্যমে জীবিকা নিহিত আছে এবং যেরূপ মনুষ্যেরা বিশেষ বিশেষ উপায় দ্বারা কাষ্ঠাদি হইতে অগ্নি প্রভৃতি লাভ করে, পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন সেইরূপ আপনি গুণসকলে অবস্থিতি করিতেছেন; বুদ্ধিরূপ উপায় দ্বারা তাঁহারা আপনাকে গুণগণ হইতে প্রাপ্তও হইয়া থাকেন। হে নাথ! হে পদ্মনাভ! আপনি আমাদিগের চিরকালের প্রার্থিত বস্তু। সেই আপনি এক্ষণে আবির্ভূত হইলেন, দেখিয়া, যেরূপ গঙ্গাজলদর্শনে দবাগ্নিতপ্ত গজপতিসকল সুস্থ হয়; সেইরূপ আমরা সকলেই তৃপ্ত হইলাম। যাবতীয় লোকপালের সহিত আমরা যে কারণে আপনার পাদমূলে আগমন করি-য়াছি, এক্ষণে আপনি তাহা সাধন করুন। আপনি বাহ্য ও অন্তরাত্মা এবং সকলের সাক্ষী; আপনাকে জানাইবার কি আছে? যেরূপ অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ সকল উদ্গত হয়, সেই-রূপ আমি, গিরিশ, দেবগণ ও দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, সকলে পৃথক্ পৃথক্ আপনা হইতে প্রকাশ পাইতেছি; অত-এব আমরা আপনাদিগের কি মঙ্গল জানিতে পারি? সুতরাং আপনি নিজেই দেব ও দ্বিজদিগকে উপায় উপদেশ করুন।

শুকদেব কহিলেন, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ এইপ্রকারে স্তব করত ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক যোড়করে দণ্ডায়মান রহিলেন; ভগবান্ তাঁহাদিগের যথার্থ হৃদ্গত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন। সুরেশ্বর একাকী ঈশ্বর বটেন; কিন্তু সেই সুরকার্য্যে সমুদ্রমথনাদি দ্বারা ক্রীড়া করিতে অভিলাষ করিয়া অমরদিগকে কহিলেন;—অহে ব্রহ্মন্! অহে শম্ভো! অহে দেবগণ! অহে গন্ধর্ব্বগণ! যাহাতে তোমাদিগের মঙ্গল হইবে, কহিতেছি, সকলে মনোযোগপূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। যাও, যত দিন তোমরা আপনাদিগের উন্নতি না করিতে পার, তত দিনের জন্য দানব ও দৈত্যগণের সহিত সন্ধি কর। শুক্রাচার্য্য এক্ষণে তাহাদিগের প্রতি অনুকূল হইয়াছেন। যখন কার্য্যসিদ্ধি গুরুতর হইয়া উঠে, তখন শত্রুদিগের সহিতও সন্ধি করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধি করত সর্প ও মূষিকের ন্যায় অবস্থিতি করিবে। শীঘ্র অমৃত উৎপাদন করিতে চেষ্টা কর; মৃত্যুগ্রস্ত প্রাণী অমৃত পান করিয়া অমর হয়। ক্ষীরোদসাগরে যাবতীয় লতা ওষধি নিক্ষেপ করত মন্দার পর্ব্বতকে মন্থানদণ্ড, বাসুকিকে রজ্জু এবং আমাকে সহায় করিয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্থন কর। তাহা হইতে দৈত্যদিগের ক্লেশ এবং তোমাদিগের শুভ ফল উৎপন্ন হইবে। হে দেবগণ! অসুরেরা যাহা ইচ্ছা করিবে, তোমরা তাহাই অনুমোদন করিবে। যে কোন প্রয়োজন হউক্ না কেন, সন্ধি দ্বারা যেরূপ সুসিদ্ধ হয়, বিগ্রহ দ্বারা কখনই সেরূপ হয় না। সাগর হইতে যে কালকূট বিষ উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতে ভয় পাইবে না এবং অন্যান্য

যে সকল বস্তু উদ্ভূত হইবে, সে সকলে কখন লোভ, অভিলাষ বা (অভিলাষের অসিদ্ধি নিবন্ধন) ক্রোধ, করিবে না।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! যথেচ্ছগামী, পুরুষোত্তম ভগবান্ ঈশ্বর এই আজ্ঞা করিয়া দেবতাদিগের সমক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। (অনন্তর) তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ব্রহ্মা ও গিরিশ আপন আপন ধামে এবং দেবগণ বলির নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা যুদ্ধসজ্জায় আগমন করেন নাই; তথাপি তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াই বলির যোদ্ধৃগণ অস্তে ব্যস্তে যুদ্ধার্থ উদ্যত হইল; কিন্তু প্রশংসনীয় বলি তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। কোন্ কাল সন্ধির এবং কোন্ কাল বিগ্রহের উপযুক্ত, তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন।

সর্ব্বজয়ী বিরোচননন্দন চতুর্দ্দিকে অসুরসেনাপতি কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং পরম শোভায় শোভিত হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। দেবগণ (ক্রমে) তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। মহামতি পুরন্দর মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া, ভগবান্ পুরুষোত্তম যাহা যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন, সমুদায় উল্লেখ করিলেন। বলির, শম্বর ও অরিষ্টনেমি প্রভৃতি সভাস্থলোপবিষ্ট অসুরপতিদিগের এবং ত্রিপুরবাসী সকলেরই সে সমুদায় মনে লাগিল।

হে শত্রুতাপন! অনন্তর অসুর ও সুরগণ সন্ধি করত পরস্পর মিত্র হইয়া অমৃতোৎপাদনের নিমিত্ত অত্যন্ত উদ্যম করিতে লাগিলেন। পরিঘার ন্যায় সুদীর্ঘ-বাহু, বলদর্পিত, সমর্থ দানব ও দেবগণ অবশেষে বলপূর্ব্বক মন্দার পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া শব্দ করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে লইয়া চলিলেন।

কিন্তু বহু দূর ভার বহন করিয়া ইন্দ্র ও বলি প্রভৃতি সকলে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং ক্লান্তি বশতঃ বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পথিমধ্যে পর্ব্বতকে পরিত্যাগ করিলেন। কনকাচল সেই স্থানেই পতিত হইয়া মহাভারে অনেকানেক দেব ও দানবদিগকে চূর্ণ করিল। গরুড়বাহন ভগবান্ তাঁহাদিগকে-সেইপ্রকারে ভগ্নবাহু, ভগ্নকন্ধর, সুতরাং (ভগ্নমন) জানিতে পারিয়া সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন; এবং অসুর ও সুরগণ গিরিপাত দ্বারা পিষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া কটাক্ষ দ্বারা তাঁহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ ও ব্রণহীন হইয়া উত্থিত হইলেন। (ভগবান্) অবশেষে অবলীলাক্রমে এক হস্তে করিয়া পর্ব্বতকে গরুড়ের পৃষ্ঠে উত্তোলন করত যাবতীয় দেবগণে পরিবৃত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পতত্রিশ্রেষ্ঠ গরুড় সেই স্থানে স্কন্ধ হইতে অচলকে অবতারণ করিয়া জলসমীপে স্থাপন করত নারায়ণের আজ্ঞা পাইয়া প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! "তোমাকেও অংশ দিব" এই কথা কহিয়া দেবগণ নাগরাজ বাসুকিকে রজ্জু করত সেই পর্ব্বত বেষ্টন করিলেন এবং উদ্যুক্ত হইয়া অমৃতের নিমিত্ত মন্থন আরম্ভ করিয়া দিলেন। হরি অগ্রে, তৎপরে দেবতারা ধারণ করিলেন। কিন্তু দৈত্যপতিগণ মহাপুরুষের

তাদৃশ আচরণ অনুমোদন করিল না। (কহিল;) আমরা বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকি; শাস্ত্রও শিক্ষা করিয়াছি; আমাদিগের জন্মকর্ম্মও প্রশস্ত। অতএব আমরা সর্পের লাঙ্গূল ধারণ করিব না। উহা অমঙ্গল। এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাবে রহিল। দেখিয়া পুরুষোত্তম হাস্য করত অমরগণের সহিত অগ্রভাগ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ ভাগ ধারণ করিলেন।

হরি এই রূপে স্থান বিভাগ করিয়া দিলে, কশ্যপনন্দন (দানব) গণ সাতিশয় উদ্‌যুক্ত হইয়া অমৃতের নিমিত্ত জলনিধি মন্থন করিতে লাগিল। হে পাণ্ডুনন্দন! সাগর মথিত হইতে লাগিল; কিন্তু মন্দার পর্ব্বতের কোন আধার ছিল না; অতএব, যদিও বলশালী (দেব ও অসুর সকলে) ধারণ করিয়াছিলেন, তথাপি গিরি অতিশয় গুরুতাপ্রযুক্ত বসিয়া গেল। বলবান্ দৈব এইরূপে পৌরুষ নাশ করিলেন, দেখিয়া দেবাসুরের মন খিন্ন হইল; এবং মুখকান্তি ম্লান হইয়া আসিল। ঈশ্বরের বীর্য্য অনন্ত এবং তাঁহার অভিসন্ধি অব্যর্থ। তিনি বিঘ্নেশ কর্ত্তৃক বিরচিত বিঘ্ন দর্শন করত অদ্‌ভুত ও বৃহৎ কচ্ছপ শরীর ধারণ করিয়া জলগর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক গিরিকে উদ্ধার করিলেন। কুলাচল উৎথিত হইল, দেখিয়া সুর ও অসুরগণ পুনর্ব্বার মন্থন করিতে উদ্যত হইল। কূর্ম্মরূপী ভগবান্ একটী দ্বীপের ন্যায় লক্ষযোজনবিস্তৃত পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়া রহিলেন। রাজন্! প্রধান প্রধান সুরগণ কর্ত্তৃক বাহুবীর্য্য দ্বারা চালিত, (সুতরাং) ভ্রাম্যমাণ গিরিরাজকে পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়া অপ্রমেয় আদিকচ্ছপ কণ্ডূয়নসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

হরি যেরূপ কূর্ম্মরূপে জলগর্ভে প্রবেশ করিয়া মন্দার ধারণ করিলেন, সেইরূপ অসুরাকারে অসুরগণের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের বলবীর্য্য বৃদ্ধি করিলেন; দেবাকারে দেবতাদিগের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিলেন; অবোধরূপে অনন্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহারও বলবীর্য্য বৃদ্ধি করিলেন এবং সহস্র বাহু প্রকাশ করত হস্ত দ্বারা গিরিরাজ মন্দারের উপরিভাগ ধারণ করত গগনমণ্ডলে অপর এক গিরিরাজের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গিরিশপ্রভৃতি সকলে স্তব করত তাঁহার উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হরি উপরে, নিম্নে, পর্ব্বতে, বাসুকিতে এবং আপনাদিগেতে প্রবেশ করাতে, মদমত্ত অসুর ও সুরগণ অধিকতর বলসম্পন্ন হইয়া সমুদ্র মন্থন করত (জলবিহারী) মকর কুম্ভীরাদি হিংস্র জন্তুদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন। (অনন্তর) নাগরাজের সহস্র কঠোর দৃষ্টি, মুখ ও শ্বাস হইতে অগ্নি ও ধূম নির্গত হইল; পৌলোম, কালেয় এবং ইল্বল প্রভৃতি অসুরগণ তাহাতে দাবাগ্নিদগ্ধ শরল বৃক্ষের ন্যায় হতপ্রভ হইয়া উঠিল। শ্বাসাগ্নিশিখায় দেবতাদিগেরও প্রভা মলিন এবং বস্ত্র, মালা, শ্রেষ্ঠ কঞ্চুক ও আনন ধূম্রবর্ণ হইল; কিন্তু ভগবানের বশবর্ত্তী মেঘসকল তাঁহাদিগের উপর বারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল এবং বায়ু সমুদ্রোর্ম্মি-সঙ্গমে সুশীতল হইয়া বহিতে লাগিল। মথিত হওয়াতে সমুদ্রের মীন, মকর, সর্প ও কচ্ছপ চঞ্চল এবং তিমি, হস্তী, গ্রাহ ও তিমিঙ্গিল কুল আকুল হইয়াছিল; এক্ষণে সেই সমুদ্র হইতে সর্ব্বাগ্রে অতিতীক্ষ্ণ হলাহল

নামে বিষ উত্থান করিল। ঐ প্রখরবেগ, অপ্রতিকার্য্য বিষ উপরে, নিম্নে এবং সর্ব্ব দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল; অতএব অসহ্য হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া প্রজাকুল ও প্রজাপতিগণ সদাশিবের শরণ গ্রহণ করিতে ধাবিত হইলেন; কারণ অন্য কেহই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা (কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,) দেবশ্রেষ্ঠ ত্রিলোকীর উৎপত্তির নিমিত্ত দেবীর সহিত ঐ অচলে উপবেশন করিয়া মুনিগণের মুক্তির নিমিত্ত তাঁহাদিগেরই মনোমত তপস্যা আচরণ করিতেছেন। দেখিয়া স্তুতিবাক্য উচ্চারণ-পূর্ব্বক সকলে প্রণাম করিলেন।

প্রজাপতিগণ কহিলেন, হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে ভূতাত্মন্! হে ভূতভাবন! আমরা আপনার শরণ লইলাম। আপনি আমাদিগকে ত্রৈলোক্য-দহন-সমর্থ বিষ হইতে পরিত্রাণ করুন। আপনি সর্ব্বজগতের বন্ধন ও মুক্তির কর্ত্তা, গুরু এবং পীড়িত ব্যক্তির দুঃখহারী। এই কারণেই পণ্ডিতেরা আপনার অর্চ্চনা করেন। হে ভূমন্! হে বিভো! স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানরূপী আপনি যখন স্বকীয়গুণশক্তিদ্বারা এই জগতের উৎপাদন, পালন ও সংহার করিতে ইচ্ছা করেন, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবনাম ধারণ করেন। আপনি পরম গোপনীয় ব্রহ্ম; দেবতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আপনি জগদীশ্বর ও আত্মা; নানা শক্তি দ্বারা জগৎরূপে প্রকাশ পান। আপনি বেদের প্রভব, জগতের আদি ও আত্মা। আপনার গুণ সকল প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও দ্রব্যের কারণ। আপনি স্বভাব; আপনি কাল; আপনি

সঙ্কল্প এবং আপনি সত্য ও ঋতনামক ধর্ম্ম। ত্রিগুণাত্মক যে প্রধান পদার্থ, আপনাকেই তাহার আশ্রয় কহে। হে লোক-প্রভব! সর্ব্বদেবময় অগ্নি আপনার মুখ; পৃথিবী আপনার পদপঙ্কজ; কাল আপনার গতি; দিক্‌সকল আপনার দুই কর্ণ; বরুণ আপনার রসনা; আকাশ আপনার নাভি; বায়ু আপনার নিশ্বাস; সূর্য্য আপনার চক্ষু এবং জল আপনার শুক্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আপনার আত্মা উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট জীবাত্মগণের আশ্রয়। হে ভগবন্! হে বেদত্রয়াত্মন্! চন্দ্র আপনার মন, স্বর্গ আপনার মস্তক, সমুদ্রসকল আপনার কুক্ষি, গিরিসকল আপনার অস্থি, যাবতীয় ওষধি ও লতা আপনার রোমরাজি, সাক্ষাৎ বেদসকল আপনার সপ্ত ধাতু এবং ধর্ম্ম আপনার হৃদয়। হে ঈশ্বর! যে পঞ্চ উপনিষদ্ হইতে অষ্টত্রিংশৎমন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পঞ্চ উপনিষদ আপনার মুখ; আর, সাক্ষাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ প্রসিদ্ধ শিবনামক পরমাত্ম-তত্ত্ব আপনার উপরত অবস্থা। অধর্ম্মের যে সকল তরঙ্গ (দম্ভ-লোভাদি) দ্বারা ধ্বংস হয়, সে সকল আপনার ছায়া এবং সত্ত্ব, রজ ও তমঃ আপনার তিন চক্ষু। আপনি শাস্ত্রকর্ত্তা; সাংখ্য আপনার আত্মা; আর, বেদ আপনার দৃষ্টি। হে গিরিশ! আপনার পরম জ্যোতিঃ অখিল লোকপাল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা সুরেন্দ্র, কাঁহারাও জ্ঞেয় নহে। উহাতে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সদ্ভাব নাই। উহা দেহহীন ব্রহ্ম। আপনি কাম, যজ্ঞ, ত্রিপুর ও কালকূট[১] প্রভৃতি অনেক হিংস্রক বস্তু ও ব্যক্তিকে

---

১ মহাদেব কালকূট অবশ্যই পান করিবেন। অতএব ভবিষ্যতের অবশ্য ভাবিতা হেতু এস্থলে কালকূটপান যেন শেষই হইয়াছে, এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল।

সংহার করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে আপনার প্রশংসা নাই; কারণ, আপনার বিরচিত এই বিশ্ব প্রলয়কালে আপনারই নেত্রসম্ভূত অগ্নির স্ফুলিঙ্গশিখায় যে কোন্ দিক্ দিয়া দগ্ধ হইয়া যায়, আপনি তাহা জানিতেও পারেন না। বিশ্বের হিতোপদেষ্টা আত্মারাম (সাধুগণ) আপনার চরণযুগল চিন্তা করেন। তথাপি আপনি তপস্যা দ্বারা তাপিত হইতেছেন। অতএব যাহারা, উমার সহিত বাস করিতে দেখিয়া, আপনাকে কামী এবং শ্মশানে ভ্রমণ করিতে দর্শন করিয়া, ক্রূর ও হিংস্রক মনে করে, তাহারা নির্লজ্জ। তাহারা কি আপনার লীলা জানিতে পারিয়াছে? আপনি সদসৎরূপী, শ্রেষ্ঠ এবং অতি মহৎ। ব্রহ্মাদিও আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন না; স্তব করিতে তাঁহাদিগের কি শক্তি আছে? আমরা তাঁহাদিগের সৃষ্টির মধ্যে আধুনিক; অতএব আমরাই বা কিরূপে আপনার স্তব করিব? তবে আপন আপন শক্তি অনুসারে যৎকিঞ্চিৎমাত্র করিলাম। হে মহেশ্বর! আমরা ইহা অপেক্ষা আপনার অপর উৎকৃষ্ট রূপ দর্শন করিলাম না। (কিন্তু এই রূপ দেখিয়াই চরিতার্থ হইলাম।) আপনার কর্ম্মসকল ব্যক্তই আছে; কেবল লোকের রক্ষার নিমিত্তই আপনার স্বরূপ ব্যক্ত হইয়া থাকে।

শুকদেব কহিলেন, সর্ব্ব প্রাণীর মিত্র মহাদেব প্রজাগণের সেই বিপদ্ দর্শন করত দয়াবশে সমধিক ব্যথিত হইয়া প্রিয়া সতীকে কহিলেন, আহা; ভবানি! চাহিয়া দেখ, ক্ষীরোদমথন হইতে সমুদ্ভূত কালকূট হইতে প্রজাদিগের কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে! ইহারা প্রাণরক্ষার নিমিত্ত একান্ত সমুৎসুক

হইয়াছে; ইহাদিগকে অভয় দান করা আমার কর্ত্তব্য; পীড়িত ব্যক্তিকে পালন করাই প্রভুর কার্য্য; আর, সাধুরা ক্ষণভঙ্গুর প্রাণ দ্বারা প্রাণীদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। প্রাণী সকল দৈবী মায়ায় মুগ্ধ; পরস্পর পরস্পরের হিংসা করে; ভদ্রে! যে ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতি কৃপা প্রকাশ করেন, সর্ব্বাত্মা হরি সেই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হন। ভগবান্ হরি সন্তুষ্ট হইলে, আমি চরাচরের সহিত সন্তুষ্ট হই। অতএব এই গরল পান করি; আমার প্রজাগণের মঙ্গল হউক্।'

বিশ্বভাবন ভগবান্ ভবানীকে এই কথা কহিয়া সেই গরল পান করিতে আরম্ভ করিলেন। পার্ব্বতী তাঁহার প্রভাব অবগত ছিলেন; অতএব তাহাতে সম্মতি দান করিলেন। ভূতভাবন মহাদেব দয়া করিয়া সর্ব্বতোবিসর্পি সেই হালাহল বিষ করতলে করিয়া সমস্ত ভক্ষণ করিলেন। জলের দোষস্বরূপ বিষ মহাদেবেও আপন বীর্য্য প্রকাশ করিল; কারণ, তাঁহার গলদেশ নীলবর্ণ করিয়া তুলিল। কিন্তু ঐ নীল বর্ণ কৃপালু দেবের ভূষণ হইল। সাধু জনেরা প্রায় লোকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন। অন্যের দুঃখে দুঃখিত হওয়াই অখিলাত্মা পুরুষের উৎকৃষ্ট আরাধনা।

কৃপালু দেবদেব শম্ভুর সেই কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া দাক্ষায়ণী প্রজা, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রশংসা করিলেন।

হস্তে করিয়া পান করিতে করিতে যে যৎকিঞ্চিৎ বিষ পতিত হইয়াছিল, বৃশ্চিক, বিষলতা ও অন্যান্য দন্দশূকগণ সেইটুকুমাত্র গ্রহণ করিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, বৃষভবাহন গরল পান করিলে পর দেব ও দানবগণ আহ্লাদিত হইয়া বলপূর্ব্বক সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিল। সেই মন্থন হইতে সুরভি উৎপন্ন হইলেন। রাজন্! ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ব্রহ্মলোকের পথপ্রাপক-যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় পবিত্র ঘৃতের নিমিত্ত সেই অগ্নিহোত্রীকে গ্রহণ করিলেন। তাহার পর চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা নামে উদ্‌ভূত হইল। বলি সেই অশ্বে স্পৃহা করিলেন। নারায়ণ পূর্ব্বে নিবারণ করাতে ইন্দ্র উহাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন না। অনন্তর ঐরাবত নামে বারণেন্দ্র নির্গত হইল। (চন্দ্র-পাণ্ডর) ঐরাবত শৃঙ্গতুল্য চারি দন্ত দ্বারা ভগবান্ হরের কৈলাসশোভা হরণ করিতেছিল। রাজন্! তাহার পর ঐরাবণ প্রভৃতি অষ্ট দিগ্‌গজ এবং অভ্রমুপ্রভৃতি অষ্ট করিণী উৎপন্ন হইল। অবশেষে মহোদধি হইতে পদ্মরাগ কৌস্তুভ নামে মণি উৎথিত হইল; হরি বক্ষঃস্থলের অলঙ্কার করিবার নিমিত্ত সেই মণিগ্রহণে স্পৃহা করিলেন। তাহার পর দেবলোকের ভূষণস্বরূপ পারিজাত উদ্ভূত হইল। পৃথিবীতে আপনি যেরূপ যাচকের অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন, পারিজাত (স্বর্গে) সেইরূপ নিরন্তর অর্থিগণের অভিলাষ চরিতার্থ করে। ক্রমে, কণ্ঠদেশে পদকধারি, সুন্দর বস্ত্রে আবৃতগাত্র অপ্সরোগণ

উৎপন্ন হইল। মনোহর গতি, লীলা ও বিলোকন দ্বারা তাহারা স্বর্গবাসীদিগের আসক্তি উৎপাদন করে। চরমে কান্তি দ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া ভগবৎপরায়ণদা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী, সুদামা পর্ব্বতের একদেশজাত তড়িম্মালার ন্যায়, আবির্ভূত হইলেন। তাহার রূপ, ঔদার্য্য, যৌবন, বর্ণ ও মহিমায় চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে সুর, অসুর ও মনুষ্য, সকলেই তাঁহাতে অভিলাষী হইলেন। মহেন্দ্র তাঁহাকে অত্যাশ্চর্য্য আসন আনিয়া দিলেন এবং প্রধান প্রধান নদী সকল মূর্ত্তিমতী হইয়া স্বর্ণময় কুম্ভে করিয়া পবিত্র জল আনিয়া অর্পণ করিলেন। (এইরূপ) পৃথিবী অভিষেচনসাধন যাবতীয় ওষধি, গোগণ পঞ্চগব্য এবং বসন্ত, চৈত্র ও বৈশাখের সমস্ত ফলপুষ্প প্রদান করিলেন। (অনন্তর) ঋষিগণ যথাবিধানে অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ মঙ্গল পাঠ করিতে লাগিল; নটী সকল নৃত্য ও গান করিতে আরম্ভ করিল এবং মেঘ সকল মৃদঙ্গ, পণব, মুরজ, গোমুখ, আনক, শঙ্খ, বেণু ও বীণা প্রভৃতি উচ্চরাবি বাদ্যযন্ত্র বাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার পর দিগগজেরা স্বর্ণকুম্ভ দ্বারা পদ্মহস্তা লক্ষ্মী দেবীকে অভিষেক করিতে আরম্ভ করিল; ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। সমুদ্র দুই খানি পীতবর্ণ কৌশেয় বসন; বরুণ মধুমত্তভ্রমরকুলে পরিব্যাপ্ত পুষ্পদাম, প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা নানাবিধ ভূষণ, সরস্বতী হার, ব্রহ্মা পদ্ম এবং নাগগণ দুই খান কুণ্ডল আনিয়া (রমাকে) অর্পণ করিলেন।

অনন্তর মাঙ্গলিক বেশভূষা করিয়া দেবী হস্তে এক গাছী মালা লইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ মালায় উপবেশন

করিয়া ভ্রমরগণ গান করিতেছিল। দেবীর কপোলস্থলে দুইখানি সুন্দর কুণ্ডল দুলিতেছিল এবং তিনি লজ্জা বশে হাস্য করিতেছিলেন ; তাহাতে তাঁহার বদন অতিসুন্দর হইয়াছিল। কৃশোদরী যে কুঙ্কুমমৃক্ষিত কুচযুগল ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার দুইটীই পরস্পর সমান ; মধ্যভাগে অবকাশ ছিল না। (পদে) নূপুরের মনোহর শব্দ হইতেছিল। (কমল-বাসিনী) স্বর্ণলতিকার ন্যায় শোভা ধারণ করত এই (ভাবে) ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে আপনার নিত্যসদ্‌গুণযুত, নিত্য আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, অসুর, যক্ষ, চারণ ও ত্রিলোকবাসী (অন্যান্য) জীবগণের মধ্যে কোথাও তাদৃশ আশ্রয় দেখিতে পাইলেন না। যাঁহাতে তপস্যা আছে ; হয়ত তাঁহার ক্রোধজয় নহে।[১] কাঁহারও জ্ঞান আছে, কিন্তু তিনি সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই।[২] কাঁহাতে মহত্ত্ব আছে ; কিন্তু কামজয় নাই।[৩] যিনি পরের অপেক্ষা করেন ; তিনি কি ঈশ্বর?[৪] কাঁহাতে ধর্ম্ম আছে, কিন্তু ভূতের সহিত সৌহৃদ্য নাই।[৫] কেহ দান করিয়া থাকেন, কিন্তু মুক্তির নিমিত্ত নহে।[৬] কাঁহারও বল আছে, কিন্তু কালের বেগ হইতে নিষ্কৃতি নাই।[৭] কেহ গুণসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কোন সহচরের সহিত ভ্রমণ করেন না।[৮] কাঁহারও দীর্ঘ পরমায়ু আছে, কিন্তু শীল ও মঙ্গল

---

১ দুর্ব্বাসা প্রভৃতি। ২ বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি।
৩ ব্রহ্মা ও চন্দ্র প্রভৃতি। ৪ ইন্দ্র প্রভৃতি। ৫ পরশুরাম প্রভৃতি।
৬ শিবিরাজা প্রভৃতি। ৭ কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি। ৮ সনকাদি।

নাই।[১] কাঁহারও শীল এবং মঙ্গল, উভয়ই আছে, কিন্তু পরমায়ুর স্থৈর্য্য নাই।[২] কাঁহারও শীল ও মঙ্গল এবং দীর্ঘ পরমায়ু, সকলই আছে; কিন্তু তিনি নিজে অমঙ্গল;[৩] আর, কেহ নির্দ্দোষ, কিন্তু আমাকে প্রার্থনা করেন না।[৪]

রমা দেবী এইরূপ বিচার করিয়া মুকুন্দকেই বররূপে বরণ করিলেন। কারণ, (দেখিলেন,) নিত্যসদ্‌গুণ সকল ধারণ করাতে এবং অন্যের অপেক্ষা না করাতে, মুকুন্দই সর্ব্বোত্তম। প্রাকৃতিক গুণ তাঁহার নিকটেও যাইতে পারে না; অতএব তিনি অভীপ্সিত। আর, নিরপেক্ষ হইলেও (অণিমাদি) সমুদায় গুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে।

(যাহা হউক) লক্ষ্মী নারায়ণের স্কন্ধদেশে মনোহর পদ্মমাল্য সমর্পণ পূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া সলজ্জহাসজন্য বিস্ফারিত লোচন দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থলে আপন আবাস লাভ করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি যে মাল্য অর্পণ করিলেন, মধুব্রতকুল তাহার অভ্যন্তরে গান করিতেছিল। (মহারাজ!) ত্রিজগতের জনক নারায়ণ আপন বক্ষঃস্থলকে বিশিষ্ট-বিভব-শালিনী ত্রিজগজ্জননী সেই লক্ষ্মী দেবীর বাসস্থান করিয়া দিলেন। দেবী সেই স্থানে স্থিরভাবে অবস্থিতি করত সকরুণ দৃষ্টিক্ষেপ দ্বারা আপন প্রজাদিগকে এবং ত্রিলোক ও লোকপতিদিগকে বর্দ্ধিত করিলেন। তখন সস্ত্রীক দেবানুচরেরা নৃত্য ও গান করিতে আরম্ভ করিল। সেই উপলক্ষে শঙ্খ, তূর্য্য ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য-

---

১ মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি। ২ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি।
৩ শ্রীরুদ্র। ৪ নারায়ণ: (নিষ্কাম)।

যন্ত্রের শব্দ পৃথক্ পৃথক্ শ্রুত হইতে লাগিল। ব্রহ্মা, রুদ্র ও অঙ্গিরা প্রভৃতি যাবতীয় বিশ্বস্রষ্টৃগণ পুষ্পবর্ষণ করত বিষ্ণুপ্রতিপাদক যথার্থমন্ত্রে বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীর দৃষ্টিক্ষেপে দেবগণ এবং প্রজাপতি ও প্রজাগণ শীলাদিসদ্গুণসম্পন্ন হইয়া সাতিশয় নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু, রাজন্! কমলা উপেক্ষা করাতে দৈত্য ও দানবদিগের বল, উদ্যোগ ও লজ্জা নষ্ট হইল; এবং তাহারা লোভী হইয়া উঠিল।

অনন্তর এক কমলনয়না কন্যা উদ্ভূত হইলেন; তাঁহার নাম বারুণী। হরির অনুমতিক্রমে অসুরেরা উহাঁকে গ্রহণ করিল।

মহারাজ! তাহার পর কশ্যপনন্দনগণ অমৃতের অভিলাষ করিয়া সাগর মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই মন্থনে এক পরমাশ্চর্য্য পুরুষ অমৃতপূর্ণ কলস লইয়া উৎথিত হইলেন। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড দীর্ঘ ও স্থূল, গ্রীবা কম্বুসদৃশ, চক্ষু রক্তবর্ণ, বর্ণ শ্যাম, বয়স্ যৌবন এবং বক্ষঃস্থল প্রশস্ত। তিনি মাল্য, পীতবসন, সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার এবং সুসম্মার্জ্জিত মণিকুণ্ডল ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কেশের অন্তভাগও চিক্কণ এবং আকুঞ্চিত। তিনি স্ত্রীগণের প্রার্থনীয় এবং সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী। বলয় তাঁহার ভূষা সম্পাদন করিতেছিল। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর অংশের অংশ হইতে উদ্ভূত। তাঁহার নাম ধন্বন্তরি। তিনি আয়ুর্ব্বেদদর্শী এবং যজ্ঞের ভাগভোজী।

অসুরেরা সকল বস্তুতেই লোভ করিতেছিল; এক্ষণে

অমৃতপূর্ণ কলস ও ধন্বন্তরিকে অবলোকন করিয়া, সকলে বল-পূর্ব্বক কলস হরণ করিল।

অসুরেরা সেই অমৃতকলস হরণ করিল, দেখিয়া খিন্নমনা হইয়া দেবগণ হরির শরণ লইলেন। ভৃত্যের অভিলাষ-পূরক ভগবান্ দেবগণের এইরূপ দীনতাদর্শনে কহিলেন, তোমরা খিন্ন হইও না। নিজমায়া দ্বারা দৈত্যদিগের মধ্যে পরস্পর কলহ উৎপাদন করিয়া, তোমাদিগের কার্য্য সাধন করিব।

প্রভো! দৈত্যরা লোভী; "আমি পূর্ব্বে;" "আমি পূর্ব্বে" "তুমি নহ" "তুমি নহ" এই বলিয়া তাহাদিগের পরস্পরের কলহ উৎপন্ন হইল। (দুর্ব্বলেরা কহিল,) দেবতারাও সমান পরিশ্রম করিয়াছে; অতএব সত্রযজ্ঞের ন্যায় তাহারা ইহা-তেও আপনাদিগের ভাগ পাইতে পারে। এই সনাতন ধর্ম্ম।

রাজন্! দুর্ব্বল দানবগণ এইরূপে মাৎসর্য্যে পরিপূরিত হইয়া, যে সকল প্রবল স্বপক্ষ দৈত্য অমৃতকলস গ্রহণ করি-য়াছিল, তাহাঁদিগকে বারংবার প্রতিষেধ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সর্ব্বোপায়বেত্তা ঈশ্বর অনির্দ্দেশ্য, পরমাদ্ভুত স্ত্রীরূপ ধারণ করিলেন। ঐ রূপের বর্ণ উৎপলের ন্যায় শ্যাম ও দর্শ-নীয়; সমুদায় অবয়বগুলি সুন্দর; কর্ণ দুইখানি পরস্পর সমান ও আভরণে ভূষিত; কপোলযুগল মনোহর এবং নাসি-কাটি উন্নত; নব যৌবন দ্বারা স্তনযুগলের বৃত্ত নিঃশেষে বৃদ্ধি পাইয়াছিল: সেই ভারে উদর কৃশ হইয়া পড়িয়াছিল। মুখের আমোদে আসক্ত হইয়া অলিকুল ঝঙ্কার দিতেছিল; তজ্জন্য নয়নযুগল চঞ্চল হইয়াছিল। সুন্দর কেশপাশে প্রস্ফুটিত

প্রফুল্ল মল্লিকার মালা বেষ্টিত ছিল। সুন্দর-গ্রীবা-শোভিত কণ্ঠে আভরণ দুলিতেছিল। মনোহর বাহু বলয়ে ভূষিত হইয়াছিল। নির্ম্মল বস্ত্রে বেষ্টিত নিতম্বস্বরূপ দ্বীপে কাঞ্চী শোভা পাইতেছিল। তাহার শোভায় সুন্দর চারি চরণ-যুগলের নূপুর সমধিক বিলাস করিতেছিল। সলজ্জহাস-জন্য বিচলিত ভ্রূলতার সহিত যে দৃষ্টিপাত হইতেছিল, মোহিনীরূপ তাহাতে বারংবার দৈত্যপতিদিগের অন্তঃকরণে কাম উদ্দীপন করিতেছিল।

• ভগবানের মোহিনীমূর্ত্তি-ধারণ-নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, অসুরগণ সৌহৃদ্য পরিত্যাগ এবং দস্যুধর্ম্ম অবলম্বন করত পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে অমৃতপাত্র হরণ ও ক্ষেপণ করিতেছিল; ইতিমধ্যে দেখিতে পাইল, মোহিনী আগমন করিতেছেন। (দেখিয়া) মুগ্ধচেতা হইয়া, অহো; ইহার কি রূপ! কি কান্তি! কি নূতন বয়স্! এই কথা কহিতে কহিতে নিকটে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে পদ্মপলাশাক্ষি! তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার উদ্দেশ্য বা কি? হে বামোরু! তুমি কাহার স্ত্রী? বল, বল, আমাদিগের মন যেন মন্থন করিতেছ। আমরা নিশ্চয়ই জানিতেছি, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেব, দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ এবং লোকপালগণও এপর্য্যন্ত

তোমাকে স্পর্শও করে নাই। সুভ্রু! দয়ালু বিধাতা কি দেহিগণের ইন্দ্রিয়বর্গ ও মনের প্রীতি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন? নিশ্চয় তাহাই হইবে। অতএব তুমি আমাদিগের মঙ্গল বিধান কর। ভামিনি! আমরা জ্ঞাতিসকলে এক বস্তু লইয়া পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করত বৈরী হইয়া উঠিয়াছি। আমরা সকলেই কশ্যপের পুত্র; (সুতরাং) ভ্রাতা; সকলেরই পৌরুষ প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ন্যায্য মত আমাদিগের মধ্যে (এই বস্তু) ভাগ করিয়া দেও, যাহাতে আমাদিগের বিবাদ না হয়।

দৈত্যগণ এই কথা কহিলে পর, মায়ামোহিনীরূপী হরি হাস্য করত মনোহর কটাক্ষে অবলোকন করিয়া এই কথা কহিলেন।

ভগবান্ কহিলেন, হে কশ্যপনন্দনগণ! তোমরা আমার অনুসরণ করিতেছ কেন? আমি পুংশ্চলী। পণ্ডিতেরা কখন কামিনীকে বিশ্বাস করেন না। হে দেবশত্রুগণ! কুক্কুর ও স্বৈরিণীকামিণীগণ নূতন নূতন অন্বেষণ করে। অতএব তাহাদিগের সখ্য অনিত্য।

শুকদেব কহিলেন, মোহিনীর সশ্লেষ বাক্যে অসুরগণের মন আশ্বস্ত হইল। তখন তাহারা হৃদ্গত ভাববশতঃ গম্ভীর রূপে হাস্য করিয়া তাঁহাকে অমৃতপাত্র সমর্পণ করিলেন। হরি অমৃতপাত্র গ্রহণ করিয়া ঈষৎ-হাস্য-সুশোভিত বাক্যে কহিলেন, আমি ভালই করি, আর, মন্দই করি, যদি তোমরা সকলেই সম্মতি দেও, তাহা হইলেই আমি তোমাদিগকে এই সুধা ভাগ করিয়া দিতে পারি।

"এই কথার এই ভাব" অসুরেরা তাহা জানিত না। প্রধান প্রধান অসুরগণ মোহিনীর পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীকার করিল, তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাই হইবেক। অনন্তর উপবাস করিয়া স্নান করিল। (স্নান করিয়া) অগ্নিতে ঘৃত হোম করিল। পশ্চাৎ ব্রাহ্মণেরা স্বস্ত্যয়ন করিলে পর, গোব্রাহ্মণকে নমস্কার করত ভূষিত হইয়া এবং আপন আপন প্রীতি অনুসারে নূতন বা পুরাতন বসন পরিধান করিয়া, দানবগণ কুশার উপর উপবেশন করিল। কুশাগুলি পূর্ব্বাগ্র করিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল।

হে নরেন্দ্র! ধূপগন্ধে আমোদিত এবং মাল্য ও দীপে সুশোভিত গৃহে দেব ও দানবগণ উপবেশন করিলে পর, সেই কুম্ভস্তনী, মদবিহ্বলাক্ষী, করভোরু মোহিনী অমৃতকলস হস্তে করিয়া, মনোহর-দুকূল-বেষ্টিত শ্রোণীতটের ভারে মন্দ মন্দ পদক্ষেপ এবং কনকনূপুরের শব্দে যেন গান, করিতে করিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি লক্ষ্মীর সহচরী; নাম পরদেবতা। তাঁহার দুইখানি কুণ্ডল স্বর্ণে বিনির্ম্মিত; এবং কর্ণ, নাসিকা, কপোল ও বদন সুন্দর। স্তনপট্টিকার অন্ত-ভাগ খসিয়া পড়িতেছিল। অসুরগণ, মুহুর্মুহুঃ দর্শন করত তাঁহার উদ্গত-হাস্য-সহকৃত দর্শনে মুগ্ধ হইল।

সর্পদিগকে ক্ষীরদানের ন্যায়, অসুরদিগকে সুধা দান অতি অকর্ত্তব্য; কারণ, তাহারা স্বভাবতঃ ক্রূর। অচ্যুত এই বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে সুধা পরিবেশন করিলেন না। জগৎপতি দেব ও অসুরের দুই পঙ্ক্তি রচনা করিয়া, আপন আপন পঙ্ক্তিতে উভয় দলকে উপবেশন করাইলেন। অন-

সুর কলস হস্তে করিয়া বহুমানসংবলিত বাক্য দ্বারা দৈত্য-দিগকে বঞ্চনা করিয়া দূরোপবিষ্ট দেবতাদিগকে জরা-মৃত্যুহরা সুধা পান করাইতে লাগিলেন। রাজন্! অসুরেরা নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করত তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিল। স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিতে তাহাদিগের ইচ্ছাও ছিল না; কারণ, তাঁহার প্রতি তাহাদিগের স্নেহ জন্মিয়াছিল। প্রণয়ও অতিশয় বদ্ধমূল হইয়াছিল। অতএব, পাছে প্রণয় ভগ্ন হইয়া যায়, এই ভয়ে ভীত হইয়া বহুমানসংবলিত বাক্যে বদ্ধ হইয়া তাঁহারা মোহিনীকে কোন রূঢ় কথাই কহিল না।

রাহু দেবচিহ্ন ধারণ করত প্রচ্ছন্নভাবে দেবসভায় প্রবেশ করিয়া সুধা পান করিতেছিল। চন্দ্র ও সূর্য্য তাহাকে দেখা-ইয়া দিলেন। হরি সেই অমৃতপানকালেই ক্ষুরধার চক্র দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। ছিন্নমস্তক কলেবর অমৃতের সহিত স্পৃষ্ট না হইয়া পতিত হইল। কিন্তু মস্তক অমর হইল।[১] ব্রহ্মা উহাকে গ্রহ করিয়া দিলেন। বৈরবুদ্ধিতে ঐ গ্রহ পর্ব্বে পর্ব্বে চন্দ্রসূর্য্যের প্রতি ধাবিত হয়।

(রাজন্!) দেবতারা নিঃশেষে অমৃত পান করিয়াছেন, এমন সময় লোকভাবন ভগবান্ হরি আপন রূপ গ্রহণ করি-লেন। অসুরেরা দর্শন করিতে লাগিল।

দেব ও অসুর, উভয়েরই দেশ, কাল, হেতু, অর্থ, কর্ম্ম, ও বুদ্ধি একই ছিল; কিন্তু ফল ভিন্ন হইল। দেবগণ ভগবানের পাদপদ্মরজঃ আশ্রয় করিয়াছিলেন; অবশ্যই অমৃতরূপ

---

১ কারণ, অমৃতের সহিত স্পৃষ্ট হইয়াছিল।

ফল লাভ করিলেন; অসুরেরা করে নাই, সুতরাং প্রাপ্তও হইল না।

মনুষ্যগণ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ভাবিয়া প্রাণ, ধন, কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা দেহ ও পুত্রাদির নিমিত্ত যাহা কিছু করে, সে সমুদায়ই ব্যর্থ। কিন্তু যদি এক ভাবিয়া সেই সকল অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারাই মঙ্গল হয়। বৃক্ষের মূল সেক করিলে সমুদায় শাখাপ্রশাখাও সেক করা হয়।

অমৃত-পরিবেশন-নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! দৈত্যদানবগণ যত্নশীল এবং কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল; কিন্তু নারায়ণপরাঙ্মুখ বলিয়া অমৃত প্রাপ্ত হইল না। হরি অমৃত উৎপাদন করত আপনার অনুগত দেবতাদিগকে পান করাইয়া গরুড়ে আরোহণ করত প্রস্থান করিলেন; সর্ব্বপ্রাণী চাহিয়া রহিল।

(এদিকে) সপত্নদিগের পরম সিদ্ধি দর্শন করিয়া অসুরেরা সহ্য করিতে পারিল না; অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন করিয়া দেবতাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। সুধা পান করিয়া নারায়ণপদাশ্রয়ী দেবগণের বল বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহারা শস্ত্র লইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমুদ্রের তীরে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহার নাম দেবাসুরের যুদ্ধ। উহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, রোমাঞ্চ হয়।

ঐ যুদ্ধে ক্রুদ্ধমনাঃ শক্রগণ পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করত বিবিধ অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ, ভেরী ও ডমরির এবং শব্দায়মান হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। সমরে রথী রথীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত এবং গজ গজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাজন্! উভয় সেনার মধ্যে কেহ উষ্ট্রে, কেহ গজে, কেহ গর্দ্দভে, কেহ গৌরমুখে, কেহ ভল্লুকে, কেহ দ্বীপিতে, কেহ সিংহে, কেহ গৃধ্রে, কেহ কঙ্কে, কেহ বকে, কেহ শ্যেনে, কেহ ভাসে, কেহ তিমিঙ্গিলে, কেহ শরভে, কেহ মহিষে, কেহ গণ্ডারে, কেহ গাভীতে, কেহ বৃষে, কেহ গবয়ে, কেহ অরুণে, কেহ শৃগালে, কেহ ইন্দুরে, কেহ কৃকলাশে, কেহ শশকে, কেহ মনুষ্যে, কেহ ছাগে, কেহ কৃষ্ণসারে, কেহ হংসে, কেহ শূকরে, কেহ কেহ বা অন্যান্য-প্রকার বিকৃতমূর্ত্তি জল ও স্থলবিহারী পক্ষীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করত পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইল। দেব ও দানববীরগণের দুই দল সেনা নানাবিধ ধ্বজপট, শুভ্র ও নির্ম্মল চামর, মহামূল্য হীরকদণ্ড, ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত ব্যজন, চামর, বায়ুচালিত উষ্ণীশ ও উত্তরীয়, শক্তি, বর্ম্ম, ভূষণ, সূর্য্য-রশ্মিসংযোগে সাতিশয়-দীপ্তিশালি নানাবিধ নির্ম্মল অস্ত্র, এবং যোদ্ধগণের শ্রেণী দ্বারা মকরকুম্ভীরাদিহিংস্রজন্তু-সমাকুল দুই জলনিধির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বিভো! বৈহায়স নামে কামগামী একখানি অপ্রতর্ক্য ও অচিন্তনীয় রথ ছিল; ময় সমুদায় আশ্চর্য্য বস্তু দ্বারা ঐ খানি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। উহা কখন দৃষ্ট, কখন বা অদৃষ্ট হইত।

এক্ষণে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রীই উহার উপর আয়োজিত হইয়াছিল। অসুরদিগের সেনাপতি বিরোচন-নন্দন বলি যুদ্ধস্থলে ঐ রথের শিখরদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার দুই পার্শ্বে ব্যজন আন্দোলিত ও মস্তকোপরি আতপত্র ধৃত হইল। তাহাতে তিনি উদয়াচলের শিখরারূঢ় তারাপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। নমুচি, শম্বর, বাণ, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, দ্বিমূর্দ্ধা, কালনাভ, প্রহেতি, হেতি, ইল্বল, শকুনি, ভূতসন্তাপ, বজ্রদংষ্ট্র, বিরোচন, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, কপিল, মেঘদুন্দুভি, তারক, শক্রজিৎ, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, উৎকল, অরিষ্ট, রিষ্টনেমি, ত্রিপুরাধিপতি ময় এবং পৌলোম, কালেয় ও নিবাতকবচাদি অন্যান্য অসুরসেনাপতিগণ রথে করিয়া তাঁহার সর্ব্বদিকে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ইহারা সকলেই অনেক বার যুদ্ধস্থলে দেবতাদিগকে জয় করিয়াছিল। এক্ষণে অমৃতের অংশ না পাইয়া কেবল ক্লেশভাগী হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চরাবী শঙ্খ সকল বাদন করিল। যেরূপ দিবাকর প্রস্রবণস্রাবী উদয়গিরিতে আরোহণ করেন, সেইরূপ স্বপ্রকাশ পুরন্দর দিগ্‌বারণ ঐরাবতে আরোহণ করত আকাশে অবস্থিতি করিতেছিলেন; শত্রুদিগের দর্প দেখিয়া তিনি সাতিশয় কুপিত হইলেন। বায়ু, অগ্নি ও বরুণাদি লোকপাল দেবগণ বিবিধ বাহনে আরোহণ করত, নানাপ্রকার ধ্বজ ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া স্ব স্ব সহচরবর্গের সহিত দেবরাজের সর্ব্বদিকে বেষ্টন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দেবদানবগণ পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়া পরস্পর পরস্পরের নাম ধারণ

করত পরস্পরকে আহ্বান ও তিরস্কার করত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইন্দ্র বলির সহিত, গুহ তারকের সহিত, বরুণ হেতির সহিত, মিত্র প্রহেতির সহিত, যম কালনাভের সহিত, বিশ্বকর্ম্মা ময়ের সহিত, ত্বষ্টা শম্বরের সহিত, সবিতা বিরোচনের সহিত, অপরাজিত নমুচির সহিত, দুই অশ্বিনীকুমার বৃষপর্ব্বার সহিত, একাকী সূর্য্য বলির বাণপ্রভৃতি একশত পুত্রগণের সহিত, চন্দ্র রাহুর সহিত, বায়ু পুলোমার সহিত, বেগবতী ভদ্রকালী দেবী শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত, বৃষাকপি জম্ভের সহিত, বিভাবসু মহিষের সহিত, ব্রহ্মার পুত্রগণ ইল্বল ও বাতাপির সহিত, কামদেব দুর্দ্ধর্ষের সহিত, মাতৃগণ উৎকলের সহিত, বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্যের সহিত, শনি নরকের সহিত, মরুদ্গণ নিবাতকবচদিগের সহিত, বসুগণ কালকেয়দিগের সহিত, বিশ্বদেবগণ পৌলোমগণের সহিত এবং রুদ্রগণ ক্রোধবশদিগের সহিত, যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অসুর ও দেবেন্দ্রগণ এই প্রকারে দ্বন্দ্বযুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করত জয়লাভবাসনায় তীক্ষ্ণ বাণ, খড়্গ ও তোমর দ্বারা বলপূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন এবং ভুষুণ্ডি, চক্র, গদা, ঋষ্টি, পট্টিশ, শক্তি, উল্মুক, প্রাস, পরশু, নিস্ত্রিংশ, ভল্ল, পরিঘ, মুদ্গর ও ভিন্দিপাল দ্বারা পরস্পরের মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। গজ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতির এবং অন্যান্য বাহন ও তাহাদিগের আরোহিগণের কাহারও মস্তক, কাহারও বাহু, কাহারও ঊরু, কাহারও গ্রীবা, কাহারও বা পদ ছিন্ন হইল। এইরূপ বিবিধ প্রকারে খণ্ডিত হইয়া তাহারা পতিত

হইল এবং তাহাদিগের ধ্বজ, ধনু, কবচ ও ভূষণ সকল ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। দেবদানবগণের পাদপ্রহারে এবং রথচক্রের আঘাতে চূর্ণীকৃত রণভুমি হইতে ভীষণ ধূলিপটল উত্থিত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল, আকাশ ও সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদন করিল; কিন্তু পরক্ষণেই রণভূমি রুধিরধারায় সিক্ত হওয়াতে নিবৃত্ত হইল।

অসংখ্য মুণ্ড ছিন্ন হইয়া পতিত হইল। ঐ সকল মুণ্ডের কুণ্ডল সকল ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল; চক্ষু তদবস্থায়ও ক্রোধে আরক্ত এবং অধর দন্তে দষ্ট হইয়া রহিল। অনেকানেক আভরণভূষিত, মহাভুজ পতিত হইয়াও অস্ত্র ধারণ করিয়া রহিল এবং করভ-সদৃশ অগণন উরুও কর্ত্তিত হইয়া পতিত হইল। রণভূমি সেই সকলে বিশেষরূপে ব্যাপ্ত হইয়া শোভা ধারণ করিল। অনন্তর অসংখ্য কবন্ধ উৎথিত হইল। তাহারা ভূমিপতিত আপন আপন মস্তকস্থিত চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করত অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন করিয়া যুদ্ধস্থলে সৈনিকদিগের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল।

অবশেষে বলি মহেন্দ্রের প্রতি দশ, ঐরাবতের প্রতি তিন, চারি অশ্বের প্রতি চারি, এবং হস্তিপকের প্রতি এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষিপ্রবিক্রম পুরন্দর হাসিতে হাসিতে তাবৎসংখ্যক শাণিত ভল্ল দ্বারা আপাতমার্গেই সমুদায় বাণ ছেদন করিলেন। উহারা লক্ষ্যে পতিত হইতে পারিল না; অসহিষ্ণুস্বভাব বলি তাঁহার এই প্রশংসনীয় কার্য্য দর্শন করত শক্তি গ্রহণ করিলেন। মহতী উল্কার ন্যায় আভা-শালিনী শক্তি তাঁহার হস্তে থাকিয়া জ্বলিতে লাগিল। দেব-রাজ, হস্তে থাকিতে থাকিতেই, উহাকে ছেদন করিলেন। (অসুররাজ) তাহার পর এক এক করিয়া শূল, প্রাস, তোমর ও

ঋষ্টি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তিনি যে যে অস্ত্র লইলেন, ক্ষমতাশালী পুরন্দর সে সমস্তই ছেদন করিলেন। অনন্তর অসুর অন্তর্হিত হইয়া আসুরী মায়া সৃষ্টি করিলেন। প্রভো! তখন প্রথমতঃ দেবসৈন্যের প্রতি এক পর্ব্বত প্রকাশ পাইল। তাহা হইতে অসংখ্য বৃক্ষ দাবাগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল এবং টঙ্কের[১] ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্র শিলা সকল ভ্রষ্ট হইয়া শত্রুসৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিল। তাহার পর মহাসর্প, দন্দশূক ও বৃশ্চিকগণ এবং সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণ উৎপন্ন হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী সকল উদ্‌ভূত হইয়া মর্দ্দন করিতে লাগিল। প্রভো! অনন্তর "মার" "কাট" শব্দে শূল হস্তে করিয়া বিবস্ত্রা রাক্ষসী ও রাক্ষস সকল উত্থান করিল। আকাশমণ্ডলে পরুষরাবী নিবিড় মেঘ সকল বাতাঘাতজন্য শব্দ করিতে করিতে অঙ্গার বর্ষণ করিতে লাগিল। দৈত্য মহৎ অগ্নি সৃষ্টি করিল। অগ্নি অতিপ্রচণ্ড সম্বর্ত্তকের (প্রলয়াগ্নির) ন্যায় (জ্বলিতে লাগিল;) এবং বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া অমরসৈন্য দাহ করিতে আরম্ভ করিল। প্রচণ্ড-বায়ু-জন্য তরঙ্গের আবর্ত্তে ভীমরূপী পয়োনিধি উদ্বেল হইয়া সর্ব্বদিকেই দৃষ্ট হইতে লাগিল।

অদৃশ্য-সঞ্চারী, মহামায়ী দৈত্যগণ রণস্থলে এইপ্রকার বিবিধ মায়া সৃষ্টি করিলে পর, অমরসৈনিকেরা খিন্ন হইলেন।

রাজন্! ইন্দ্রাদি দেবগণ যখন কোন প্রতিবিধান স্থির করিতে পারিলেন না, তখন ভগবান্‌কে ধ্যান করিলেন। ধ্যান করিবামাত্র বিশ্বভাবন ভগবান্ সেই স্থানে আবির্ভূত হই-

---

১ অস্ত্রবিশেষ; যদ্দ্বারা পাষাণ কর্ত্তন করা যায়।

লেন। অনন্তর সকলে দেখিতে পাইলেন পীতবাসা, নবপদ্ম-লোচন গরুড়ের স্কন্ধদেশে পাদপল্লব স্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার হস্তে অষ্টবিধ অস্ত্র রহিয়াছে এবং অঙ্গসমূহে লক্ষ্মী, কৌস্তুভ, অমূল্য কিরীট ও কুণ্ডল দীপ্তি বিস্তার করিতেছে।

মহাশয়! যেরূপ জাগরণ উপস্থিত হইলে স্বপ্নাবস্থা দূর হয়, সেইরূপ পূজনীয় সেই হরি রণস্থলে প্রবেশ করিলে পর তাঁহার মহিমায় অসুরদিগের কূটমন্ত্রাদিপ্রয়োগজন্যা মায়া নাশ পাইল। হরিকে স্মরণ করিলে সর্ব্ব বিপদ্ নষ্ট হয়।

রাজন্! অনন্তর (দেবগণের ভাগ্যবলে) সিংহবাহন নেমি শূল ঘূর্ণন করিয়া যুদ্ধস্থলে গরুড়কে আঘাত করিল। ত্রিলোক-নাথ গরুড়ের মস্তকোপরি পতিত সেই শূল অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারাই বাহনের সহিত শত্রুকে সংহার করি-লেন। হরির চক্রে অতিবল মালী এবং সুমালী ছিন্নমস্তক হইয়া যুদ্ধস্থলে পতিত হইল; মাল্যবান্ তাহার পরেও তাঁহার নিকটে আগমন করত যেমন কঠিন গদাদ্বারা পন্ন-গেন্দ্র (গরুড়কে) আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, অমনি আদিপুরুষ চক্রদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।

দেবাসুরের সংগ্রাম নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, শক্র ও সমীরণাদি দেবগণ পরমপুরুষের পরম দয়ায় চেতনা লাভ করত, পূর্ব্বে যাহারা যুদ্ধস্থলে তাঁহাদিগকে প্রহার করিয়া ছিল, তাহাদিগকে অত্যন্ত আঘাত করিতে লাগিলেন। ভগবান্ পুরন্দর বিরোচননন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া (বলির) প্রতি যখন বজ্র উত্তোলন করিলেন, তখন প্রজাগণ হাহাকার করিতে লাগিল। বজ্রধারী যুদ্ধস্থলে বিচরণকারী, সুশিক্ষিত, মনস্বী, সম্মুখবর্ত্তী সেই বলিকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, মূঢ়! আমরা মায়ার অধীশ্বর; তুই কপটজীবীর ন্যায় আমাদিগকে মায়া দ্বারা জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্! কপটজীবী চক্ষু রোধ করত বশীভূত করিয়া বালকদিগের ধন অপহরণ করে! যাহারা মায়া দ্বারা স্বর্গে আরোহণ, বা স্বর্গ অতিক্রম[১], করিতে বাসনা করে, তাহারা দস্যু ও নির্ব্বোধ; তাহারা পূর্ব্বে যে পদে অধিরূঢ় ছিল; আমি তাহাদিগকে তদপেক্ষাও অধঃস্থাপিত পদে নিক্ষেপ করি। তুই দুষ্ট মায়াবী; অতএব, মন্দবুদ্ধে! শতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা আমি তোর মস্তক ছেদন করিব। জ্ঞাতিগণের সহিত আলাপ করিয়া ল।

বলি কহিলেন, যাঁহারা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগের কর্ম্ম কালের অধীন। কীর্ত্তি, জয়, পরাজয় ও মৃত্যু যোদ্ধামাত্রেরই ক্রমান্বয়ে ঘটিয়াই থাকে। অতএব বীরগণ জগৎকে

---

১ অর্থাৎ, মূর্ত্তিলাভ করিতে।

কালের বশীভূত বলিয়া থাকেন ; সুতরাং (জয়পরাজয়জন্য) আনন্দ বা শোক করেন না। তোরা এ বিষয়ে অজ্ঞ। তোদের বাক্য মর্ম্মস্থানে আঘাত করিতেছে বটে ; কিন্তু তোরা জয়-পরাজয় বিষয়ে আপনাদিগকে কর্ত্তা জ্ঞান করিস ; অতএব তোদের জন্য সচ্ছন্দে শোক করা যায় ; আমি তোদের বাক্য গ্রাহ্য করি না।

শুকদেব কহিলেন, বীরমর্দ্দন বীর ইন্দ্রকে এই রূপে তিরস্কার দ্বারা আঘাত করিয়া আকর্ণাকৃষ্ট নারাচ দ্বারা পুনর্ব্বার আঘাত করিলেন। যথার্থবাদী শক্র এই প্রকারে তিরস্কার করিলেন ; দেব পুরন্দর অঙ্কুশাহত দ্বীপের ন্যায় তাঁহার সেই তিরস্কার সহ্য না করিয়া, শত্রুমর্দ্দন, অব্যর্থ বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। শত্রু ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় বিমানের সহিত পতিত হইলেন।

জম্ভ নামে অসুর বলির সখা ও হিতকারী ছিল। সে সখাকে পতিত হইতে দর্শন করিয়া মৃত অবস্থায়ও সৌহৃদ্য আচরণ করত অগ্রবর্ত্তী হইল। মহাবল সিংহবাহনে নিকট-বর্ত্তী হইয়া বেগে গদা উত্তোলন করত ইন্দ্রের ও ঐরাবতের স্কন্ধসন্ধিতে আঘাত করিল। হস্তী গদার প্রহারে একান্ত বিহ্বল হইয়া জানুদ্বয় পাতিয়া ভূমিতে পতিত হইল এবং নিতান্ত কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল।

অনন্তর মাতলি সহস্র-অশ্বযোজিত এক রথ আনয়ন করি-লেন। পুরন্দর হস্তী ত্যাগ করিয়া সেই রথে আরোহণ করিলেন। দানবশ্রেষ্ঠ জম্ভ মাতলির সেই কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া জ্বলন্ত শূল দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। মাতলি

বলপূর্ব্বক সুদুঃসহ যাতনা সহ্য করিয়া রহিলেন। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্র দ্বারা জম্ভের মস্তক ছেদন করিলেন।

"জম্ভ পতিত হইয়াছে," নারদ ঋষির মুখে এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নমুচি, বল ও পাক প্রভৃতি তাহার জ্ঞাতিগণ সত্বর যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করত পরুষ বাক্যে ইন্দ্রকে পীড়ন করিয়া, যেরূপ মেঘসকল পর্ব্বতের উপর ধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ তাঁহার সর্ব্বস্থানে শরক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। লঘুহস্ত বল দেবরাজের সহস্র অশ্বকে সহস্র বাণ দ্বারা এক কালেই বিদ্ধ করিল। পাক একবারমাত্র সন্ধান ও মোচন করিয়া দুই বাণ দ্বারা নিম্নভাগে রথ এবং উপরিভাগে মাতলি, উভয়কেই পৃথক্ পৃথক্ ভেদ করিলেন; সুতরাং রণস্থলে সেই এক অদ্ভুত হইয়া উঠিল। নমুচিও যুদ্ধস্থলে স্বর্ণপুঙ্খ, পঞ্চদশ মহৎ বাণ-দ্বারা ইন্দ্রকে আঘাত করিয়া জলপূর্ণ জলদের ন্যায় শব্দ করিল। যেরূপ মেঘপুঞ্জ বর্ষাকালীন সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ অসুরগণ সর্ব্বদিক্ হইতে বাণজাল নিক্ষেপ করিয়া রথ ও সারথির সহিত দেবরাজকে ঢাকিয়া ফেলিল। শত্রু-সৈন্যের মধ্যবর্ত্তী দেব ও দেবানুচরগণ তাঁহার অদর্শনে সাতিশয় বিহ্বল ও নায়কহীন হইয়া, অর্ণবগর্ভস্থ ভগ্নপোত বনিক্-বৃন্দের ন্যায়, চীৎকার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সহস্রলোচন অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত বাণ-নির্ম্মিত পঞ্জর হইতে নির্গত হইয়া, রাত্রির অবসানে মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, আপন তেজোদ্বারা দিঙ্মণ্ডল, আকাশ ও পৃথিবীকে বিকসিত করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। রাজন্! যুদ্ধস্থলে শত্রুগণ সেনা মর্দ্দন করিতেছে, দেখিয়া বজ্রধর দেব তাহাদিগকে

সংহার করিবার নিমিত্ত অষ্টধার বজ্র উত্তোলন করিলেন; এবং, পরিদর্শক জ্ঞাতিগণের ভয়োৎপাদন করিয়া, তদ্দ্বারাই বল ও পাকের মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন। তাহাদিগের বধ দর্শন করিয়া নমুচি শোকে, রোষে ও ক্রোধে পরিপূরিত হইয়া ইন্দ্রকে সংহার করিবার জন্য অতিশয় উদ্যম করিতে লাগিল। অনন্তর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রস্তরসদৃশ সুকঠিন, ঘণ্টাযুক্ত, স্বর্ণভূষণালঙ্কৃত, লৌহময় শূল গ্রহণ করত "হত হইলি," বলিয়া তর্জ্জন করিতে করিতে ধাবিত হইল এবং মৃগরাজের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া দেবরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহাবেগশালী সেই শূল গগনতলে উৎথিত হইল; ইন্দ্র বাণ দ্বারা উহাকে সহস্র খণ্ডে ছেদন করিলেন। রাজন্! ত্রিদশপতি অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া, মস্তক কর্ত্তন করিবার মানসে, তাহার গ্রীবাদেশে আঘাত করিলেন।

দেবরাজ বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু বজ্র প্রভাবশালী হইয়াও নমুচির ত্বক্‌মাত্রও ছেদন সমর্থ হইল না। অতিবীর্য্যশালী বৃত্রাসুরের ছেদনসাধন বজ্র নমুচির গ্রীবাত্বকের নিকট অবমানিত হইল; সেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া উঠিল। নমুচি হইতে ইন্দ্রের ভয় জন্মিল; কারণ, বজ্র তাহাতে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিল না। (তিনি ভাবিতে লাগিলেন,) দৈবযোগে এ কি ঘটিয়া উঠিল; দেখিয়া লোকের বুদ্ধি লোপ পাইল! পর্ব্বত সকল পক্ষবলে ভূমিতে পতিত হইতে আরম্ভ করিলে পর, যখন তাহাদিগের অতিভার বশতঃ প্রজাক্ষয় উপস্থিত হয়, আমি তখন যে বজ্র দ্বারা তাহাদিগের পক্ষ ছেদ করিয়াছিলাম; বিশ্বকর্ম্মা তপস্যার

সারভাগ লইয়া যে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যে বজ্র বৃত্রের প্রাণসংহার করিয়াছিল; এবং, কোন অস্ত্রই যাহাদিগের ত্বক্‌ও ছেদন করিতে পারে নাই, যে বজ্র তাদৃশ অনেকানেক অন্যান্য মহাবলদিগকেও নিপাত করিয়াছিল; আমি সেই বজ্রকে ক্ষুদ্র অসুরে নিক্ষেপ করিলাম; তথাপি প্রতিহত হইল! আর ইহাকে গ্রহণ করিব না; এ সামান্য দণ্ডমাত্র! ব্রহ্মতেজ বটে, কিন্তু প্রয়োজন সাধন করিতে সমর্থ হইল না।

ইন্দ্র এইপ্রকারে খেদ করিতেছেন, এই সময় দৈবী বাণী তাঁহাকে কহিল, এই দানব শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দ্বারা হত হইবে না। আমি ইহাকে বর দিয়াছি;—"শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তুতে তোমার মৃত্যু হইবে না।" অতএব, পুরন্দর! শত্রু সংহার করিবার অন্য কোন উপায় উদ্‌ভাবন করুন।

এই দৈবী বাণী শ্রবণ করত ইন্দ্র বিলক্ষণ মনোযোগপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলেন, ফেন উভয়াত্মক; (আর্দ্রও নহে শুষ্কও নহে।) তখন, না আর্দ্র, না শুষ্ক ফেন দ্বারা নমুচির মস্তক ছেদন করিলেন। দেবগণ বিভুর উপময় মাল্য বর্ষণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন; বিশ্বাবসু ও পরাবসু নামে দুই গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ গান করিতে আরম্ভ করিলেন; দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; এবং নর্ত্তকী সকল আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

যেরূপ কেশরীসকল মৃগযূথ সংহার করে, সেইরূপ বায়ু, অগ্নি ও বরুণ প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণও প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরদিগকে নিপাত করিলেন।

রাজন্! ব্রহ্মা নারদকে দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। দেবর্ষি দানবদিগের সংহার দর্শন করিয়া দেবতা-

দিগকে বারণ করিলেন। কহিলেন, নারায়ণের বাহুবল আশ্রয় করিয়া আপনারা অমৃত প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং লক্ষ্মীর দৃষ্টিতে সকলে বৃদ্ধি পাইয়াছেন; অতএব যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হউন।

শুকদেব কহিলেন, মুনির বচন মান্য করিয়া সকলে ক্রোধ-বেগ সংবরণ করত স্বর্গে গমন করিলেন; অনুচরেরা গুণ গান করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যে সকল দানব যুদ্ধস্থলে অবশিষ্ট ছিল, তাহারা নারদের আজ্ঞাক্রমে মৃত বলিকে লইয়া অস্তাচলে প্রস্থান করিল। (তাহাদের মধ্যে) যাহাদিগের অবয়ব নষ্ট হয় নাই এবং যাহাদিগের কন্ধরা বর্ত্তমান ছিল, শুক্রাচার্য্য সেই স্থানে তাহাদিগকে সঞ্জীবনী নামক স্বীয় বিদ্যা দ্বারা জীবিত করিলেন। শুক্রের করস্পর্শে বলির ইন্দ্রিয় ও স্মৃতিশক্তি ফিরিয়া আসিল। তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু লোকযাত্রা বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন; অতএব তজ্জন্য খিন্ন হইলেন না।

দেবাসুরের যুদ্ধসমাপ্তি-নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, হরি মোহিনীরূপে দানবদিগকে মোহিত করিয়া দেবতাদিগকে অমৃত পান করাইয়াছেন, এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বৃষভবাহন গিরিশ বৃষে আরোহণ করত দেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সর্ব্বভূতগণের সহিত, যে স্থানে মধুসূদন

অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। ভগবান্ আদরপূর্ব্বক তাঁহাকে ও উমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মহাদেব প্রতিপূজা করিয়া উপবেশন করত বিশ্রাম দূর করিয়া কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগদ্ব্যাপিন্! হে জগদীশ! হে জগন্ময়! আপনি সমস্ত পদার্থের আত্মা, কারণ ও ঈশ্বর। যে সত্য ও চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বের আদি, মধ্য ও অন্ত হয়, কিন্তু যাঁহার নিজের আদি, মধ্য ও অন্ত নাই; যিনি দৃশ্য; যিনি দ্রষ্টা; যিনি ভোজ্য, যিনি ভোক্তা; আপনি সেই ব্রহ্ম। সুখত্যাগী, শ্রেয়স্কাম মুনিগণ ইহ ও পর কালে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আপনারই চরণপদ্ম উপাসনা করেন। আপনি গুণহীন, শোকহীন, নিত্য, আনন্দমাত্র, নির্ব্বিকার, সুখস্বরূপ, পূর্ণ ব্রহ্ম। আপনা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই; কিন্তু আপনি সর্ব্বাতিরিক্ত; বিশ্বের এবং বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের কারণ; এবং আত্মার ঈশ্বর। বিশ্ব আপনার অপেক্ষা করে; অতএব আপনি নিরপেক্ষ। যেরূপ একমাত্র স্বর্ণকুণ্ডলাদি অলঙ্কারে পরিণত হইয়া দুই হয়; সেইরূপ পরমকারণরূপী একমাত্র আপনিও কার্য্যকারণরূপে পরিণত হইয়া ভিন্ন হন; বাস্তবিক আপনার ভেদ নাই! আপনি উপাধিশূন্যই বটেন; কিন্তু গুণের সহিত আপনার সম্বন্ধ আছে, এই কারণে অজ্ঞ মনুষ্যেরা আপনার ভেদ কল্পনা করিয়াছে। কেহ কেহ (বৈদান্তিকেরা) আপনাকে ব্রহ্ম; কেহ কেহ (মীমাংসকেরা) ধর্ম্ম; কেহ কেহ (সাংখ্যেরা) প্রকৃতি পুরুষ হইতে ভিন্ন পরম পুরুষ পরমেশ্বর; কেহ কেহ (পাঞ্চরাত্রেরা) নব-

শক্তিযুক্ত[১] শ্রেষ্ঠ; আর কেহ কেহ (পাতঞ্জলেরা) স্বাধীন ও অনশ্বর মহাপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ব্রহ্মা ও মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ এবং আমি; আমরা সত্ত্ব দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছি, তথাপি আপনার সৃষ্টি বুঝিতে পারিতেছি না; কারণ, আপনার মায়ায় আমাদিগের চিত্ত মোহিত হইয়াছে; অতএব দৈত্যগণ ও মনুষ্যাদি (জীবগণ) কিরূপে জানিতে পারিবে; রজ ও তমঃ হইতে তাহাদিগের বৃত্তি ও উৎপত্তি উৎপন্ন হইয়াছে? যেরূপ বায়ু আকাশ ও চরাচরনামক যাবতীয় শরীর ব্যাপিয়া আছে; সেইরূপ আপনি প্রাণিগণের চেষ্টার, এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের এবং সংসার, বন্ধন ও মোক্ষের আত্মা; আর, জ্ঞানময়; অতএব সকলই অবগত আছেন। আপনি গুণগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যে যে অবতার স্বীকার করিয়াছেন, সমুদায়ই দর্শন করিয়াছি। অতএব, যে নারীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাও দেখিতে ইচ্ছা করি। যে রূপ দ্বারা দৈত্যদিগকে মোহিত করিয়া দেবতাদিগকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন, সেই রূপ দেখিবার নিমিত্ত আমরা আগমন করিয়াছি, অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন, শূলপাণি এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর, ভগবান্ বিষ্ণু হৃদ্গতভাবজন্য গম্ভীররূপে হাস্য করিয়া গিরিশকে প্রত্যুত্তর করিলেন;—অমৃতপাত্র অপহৃত হইলে পর দেখিলাম, স্ত্রীমূর্ত্তি দ্বারাই সুরগণের কার্য্য সিদ্ধ হইবে। অতএব দৈত্যদিগের কৌতূহল উৎপাদন করিবার নিমিত্ত আমি

১ যোগের সময় ভগবান্ বিষ্ণুকে নবশক্তিসমন্বিত ভাবনা করিতে হয়। নবশক্তি যথা—বিমলা, উৎকর্ষণী, জ্ঞানা ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা, ও অনুগ্রা। নারদপঞ্চরাত্র, তৃতীয়রাত্র, ২ অধ্যায়।

স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলাম। হে সুরসত্তম! আপনার দর্শন করিতে অভিলাষ হইয়াছে; অতএব আমি আপনাকে ঐ রূপ প্রদর্শন করিব। উহা হইতে কামের উদ্ভব হয়; সেই জন্য কামিগণ উহার যথেষ্ট আদর করে।

শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ এই কথা কহিয়া সেই স্থান হইতেই অন্তর্হিত হইলেন। মহাদেব উমার সহিত অবস্থিতি করিয়া চতুর্দ্দিকে চক্ষু বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে দেখিতে পাইলেন, বিবিধ পুষ্প ও রক্ত পল্লবে বিভূষিত দ্রুমের উপবনে এক সুন্দরী কামিনী কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। তাঁহার দুকূলাচ্ছাদিত নিতম্বদেশে মেখলা বেষ্টিত রহিয়াছে। (কন্দুক উৎক্ষেপ ও ধারণ করিবার নিমিত্ত) ভামিনী উন্নত ও অবনত হইতেছেন; তাহাতে তাঁহার স্তনযুগল কম্পিত হইতেছে। তাদৃশ স্তনযুগলের এবং উৎকৃষ্ট মালার ও উরুদেশের ভারে প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার মধ্যদেশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। (সুন্দরী এই ভাবে) চলিতে চলিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পাদপ্রবাল চালন করিতেছেন। কন্দুক নানা দিকে ভ্রমণ করিতেছে; সেই হেতু তাঁহার সুদীর্ঘ নয়নের তারক চঞ্চল হইয়াছে। সুন্দর কর্ণযুগলে দুই খানি কুণ্ডল শোভা পাইতেছে; তদ্দ্বারা কপোলদ্বয়ের কান্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাদৃশ কপোলদ্বয় এবং কৃষ্ণবর্ণ অলকজাল দ্বারা মুখমণ্ডল মণ্ডিত হইয়াছে। দুকূল ও কবরী শ্লথ হইয়া পড়িতেছে; (বিনোদিনী) মনোহর বাম হস্তে সেই দুকূল ও কবরী ধারণ এবং অপর হস্তে কন্দুক তাড়ন, করত নিজমায়া বিস্তার করিয়া জগৎ মোহিত করিতেছেন।

এই প্রকারে কন্দুক ক্রীড়া করিতে করিতে যে লজ্জা জন্মিয়াছিল, মোহিনী সেই লজ্জাবশতঃ হাস্য করিয়া কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতেছিলেন। মহাদেব তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার তাদৃশ কটাক্ষে হতবুদ্ধি হইলেন। তিনি কামিনীকে দর্শন করিতে লাগিলেন; কামিনীও তাঁহার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে বিহ্বল হইয়া (বৃষভবাহন) আপনাকে, পার্শ্বস্থিতা উমাকে এবং প্রমথদিগকে জানিতে পারিলেন না। অনন্তর কন্দুক একবার হস্তাগ্র হইতে দূরে গমন করিল; ভামিনী ধারণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন; অমনি বায়ু তাঁহার বসন ও কাঞ্চীদাম হরণ করিল। মহেশ্বর চাহিয়া ছিলেন; অতএব ঐ ব্যাপার দর্শন করিলেন।

রুচিরাপাঙ্গী, মনোরমা সুন্দরী বক্র নয়নে দর্শন করিতেছিলেন; ভব দেখিয়া তাঁহাতে অভিলাষী হইলেন। সীমন্তিনী তাঁহার বিজ্ঞান হরণ করিলেন। দেব তাঁহার দর্শনজন্য কামে বিহ্বল হইয়া, ভবানীর সমক্ষেও লজ্জা পরিত্যাগ করত, তাঁহার নিকটে গমন করিলেন।

কামিনী উলঙ্গ ছিলেন; অতএব মহাদেবকে আগমন করিতে দেখিয়া, সাতিশয় লজ্জিত হইয়া, হাসিতে হাসিতে বৃক্ষগণের অন্তরাল দিয়া পলাইতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ ভবের ইন্দ্রিয়বর্গ উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং তিনি কামের বশীভূত হইয়াছিলেন। অতএব, যেরূপ যূথপতি করিণীর পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেইরূপ ললনার অনুগমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতিবেগে অনুগমন করিয়া (অবশেষে) তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন; এবং তাঁহার ইচ্ছা নাই দেখিয়া, কবরী

ধারণ করত নিকটে আকর্ষণ করিয়া বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। যেরূপ করী করিণীকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ ভগবান্ আলিঙ্গন করিলে পর, বামা ইতস্ততঃ বিচলিত হইতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার কেশপাশ আলুলায়িত হইয়া পড়িল। রাজন্! (অনন্তর) দেবশ্রেষ্ঠের বাহুদ্বয়ের মধ্য হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া নারায়ণবিনির্ম্মিতা বিশালনিতম্বিনী মায়া ধাবিত হইলেন। কাম যেন বৈরনিবন্ধনই গিরিশকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনিও (কামের বশবর্ত্তী হইয়া) অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবানের পদবী অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুসরণ করিতে করিতে, ঋতুমতী হস্তিনীর অনুগামী হস্তীর ন্যায়, সেই অমোঘবীর্য্যের বীর্য্য স্খলিত হইল। রাজন্! মহাত্মা রুদ্রের বীর্য্য যে যে স্থানে পতিত হইল, সেই সেই স্থানই রুদ্র ও স্বর্ণের ভূমি হইল। নদী, সরোবর, শৈল, বন, উপবন এবং যে কোন স্থানে ঋষিরা বাস করিতেন, মহাদেব সে সমুদায় স্থানেই গমন করিলেন।

হে রাজশ্রেষ্ঠ! রেতঃ স্খলিত হইলে পর, পার্ব্বতীনাথ বুঝিতে পারিলেন, দৈবী মায়া তাঁহাকে জড়ীভূত করিয়াছে। অতএব মোহ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তিনি জগদাত্মা, অপরিজ্ঞেয়-বীর্য্য নারায়ণের মাহাত্ম্য অবগত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার মায়া দ্বারা জড়ীভূত হওয়াকে আশ্চর্য্য বোধ করিলেন না।

(মহাদেব) লজ্জিত বা অপ্রস্তুত হইলেন না, দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মধুসূদন আপনার পুরুষদেহ গ্রহণ করিয়া কহিলেন; হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার স্ত্রীরূপিণী মায়ায়

আপন ইচ্ছায় মোহিত হইয়াও যে আপন প্রকৃতি লাভ করত সুস্থির হইলেন, ইহা ভাগ্যের কথা ; আপনি ভিন্ন কোন্ পুরুষ এক বার বিশেষরূপে আসক্ত হইয়া, নানা হাবভাবের সৃষ্টিকর্ত্রী, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের দুষ্পরিহার্য্যা, মদীয়া মায়াকে এক বারে পরিত্যাগ করিতে পারে ? অতএব মায়া আপনাকে অভিভূত করিতে পারিবে না ; রজঃ আদি অংশদ্বারা সৃষ্ট্যাদির কারণীভূত, কালরূপী আমারই অধীন হইয়া থাকিবে।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! শ্রীবৎসচিহ্ন ভগবান্ এই-প্রকারে প্রশংসা ও সম্মান করিলে পর, (বৃষভবাহন) তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রমথগণের সহিত আপন ভবনে গমন করিলেন।

হে ভরতনন্দন! অনন্তর ভব আত্মার অশংভূতা সেই মায়ার বিষয়ে ঋষিদিগের পূজনীয়া ভবানীকে প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! পরমদেবতা, জন্মরহিত পরপুরুষের মায়া দর্শন করিলে? আমি সমস্ত কপটের অধীশ্বর হইয়াও ঐ মায়ায় মোহিত হইলাম ; অতএব, যাহারা স্বাধীন নহে, তাহারা যে তাহার বশীভূত হইবে, তাহাতে আর কথা কি? আমি সহস্র বৎসরের পর যোগ হইতে নিবৃত্ত হইলে, তুমি আমাকে যে পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তিনিই সাক্ষাৎ সেই পুরুষ। কাল বা বেদ তাঁহার নির্ণয় করিতে পারে না।

শুকদেব কহিলেন, বৎস! যে শার্ঙ্গধন্বা সমুদ্রমন্থনকালে পৃষ্ঠে করিয়া মহাচল ধারণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার বিক্রম তোমার নিকট এই বর্ণন করিলাম। যিনি বারংবার ইহা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করেন, তাঁহার উদ্যম কখন ভগ্ন হয় না ;

কারণ, পবিত্রকীর্ত্তির গুণানুকীর্ত্তন সংসারের সকল পরিশ্রমই নাশ করে। দেবগণ অসতের অপ্রাপ্য, ভক্তিলভ্য চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া যিনি মোহিনীবেশে অসুরদিগকে মোহিত করিয়া তাঁহাদিগকে সমুদ্রমথনোদ্ভূত অমৃত পান করাইয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি অনুগতের অভিলাষ পূর্ণ করেন।

হরমোহন-নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, সূর্য্যের পুত্র মনু শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত। ইনি সপ্তম; এক্ষণে বর্ত্তমান। ইহাঁর পুত্রদিগের নাম শ্রবণ কর। ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট, বারুণ, পৃষধ্র ও বসুমান্। হে শত্রুতাপন! বৈবস্বত মনুর এই দশ পুত্র।

(এই মন্বন্তরে) আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীর দুই কুমার ও ঋভুগণ দেবতা; পুরন্দর ইন্দ্র এবং কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ; এই সাত ঋষি। ইহাতেও কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে ভগবানের বামন রূপে জন্ম হইয়াছিল। বামন আদিত্যগণের কনিষ্ঠ।

আমি সংক্ষেপে তোমাকে সপ্ত মন্বন্তর কহিলাম; এক্ষণে কয় ভবিষ্যৎ মন্বন্তর কহিব। ঐ সকল মন্বন্তর বিষ্ণুর শক্তিতে পরিব্যাপ্ত।

বিবস্বানের দুই ভার্য্যা ; নাম সংজ্ঞা ও ছায়া । উভয়েই বিশ্বকর্ম্মার দুহিতা রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে তোমাকে ইহাঁদিগের কথা কহিয়াছি । কেহ কেহ বলেন, বিবস্বানের তৃতীয় ভার্য্যার নাম বড়বা । (কিন্তু আমি বলি, বড়বা সংজ্ঞারই আর এক নাম ।) সংজ্ঞার তিন সন্তান ;—যম, যমুনা ও শ্রাদ্ধদেব । ছায়ার পুত্রগণের নাম শ্রবণ কর । (তাঁহার) সাবর্ণি নামে এক পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা । তপতী শম্বরণের পত্নী হইয়াছিলেন । শনি (ছায়ার) তৃতীয় পুত্র । অশ্বিনযুগল বড়-বার তনয় ।

অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি মনু হইবেন । রাজন্! নির্ম্মোক ও বিরজস্ক প্রভৃতি সাবর্ণির কয় পুত্র । এই মন্বন্তরে সুতপা, বিরজা ও অমৃতপ্রভা দেবতা । বিরোচননন্দন তাঁহাদিগের ইন্দ্র হইবেন । হরি ত্রিপাদপরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিলে পর তাঁহাকে এই পৃথিবী দান করিয়াছিলেন বলিয়া যে ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন, বলি সেই ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিয়া, পশ্চাৎ সিদ্ধ হইবেন । ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া এই বলিকে এক্ষণে সুতলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ; বিরোচনন্দন স্বর্গের অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর সেই স্থানে ইন্দ্রের ন্যায় বসতি করিতেছেন ।

গালব, দীপ্তিমান্, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আমাদিগের পিতা ভগবান্ বেদব্যাস ; এই সাত জন (অষ্টম মন্বরে) ঋষি হইবেন । ইহাঁরা এক্ষণে আপন আপন আশ্রমে যোগসাধন করত অবস্থিতি করিতেছেন ।

(সাবর্ণি মন্বন্তরে) ভগবান্ দেবগুহ্যের ঔরসে সরস্বতীর গর্ভে সার্ব্বভৌম নামে উৎপন্ন হইবেন । ক্ষমতাশালী সার্ব্ব-

ভৌম পুরন্দর হইতে বলপূর্ব্বক অধিকার অপহরণ করিয়া বলিকে দান করিবেন।

দক্ষসাবর্ণি নবম মনু। তিনি বরুণের পুত্র। রাজন্! ভূতকেতু ও দীপ্তিকেতু প্রভৃতি তাঁহার কয় পুত্র। এই মন্বন্তরে পার ও মরীচিগর্ভ প্রভৃতি দেবতা; অদ্ভুত নামে ইন্দ্র এবং দ্যুতিমান্ প্রভৃতি ঋষি হইবেন।

(দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরে) ভগবান্ আয়ুষ্মানের ঔরসে অম্বুধারার গর্ভে ঋষভ নামে অবতীর্ণ হইবেন। ঋষভ ত্রিলোকী উপার্জ্জন করিয়া অদ্ভুতকে ভোগ করাইবেন।

ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু। তিনি উপশ্লোকের পুত্র। ভূরিষেণ প্রভৃতি তাঁহার পুত্র। এই মন্বন্তরে হবিষ্মান্, সুকৃত, সত্য, জয় ও মূর্ত্তি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ঋষি; সুবাসন ও অবিরুদ্ধ প্রভৃতি দেবতা এবং শম্ভু তাঁহাদিগের ইন্দ্র।

(ব্রহ্মসাবর্ণি মন্বন্তরে) ভগবান্ বিশ্বস্রষ্টার গৃহে বিসূচীর গর্ভে বিষ্বক্সেন নামে অংশাংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শম্ভুর সহিত সখ্য করিবেন।

আত্মতত্ত্ববেত্তা সাবর্ণি একাদশ মনু। তাঁহার সত্যধর্ম্ম প্রভৃতি দশ পুত্র হইবে।

এই মন্বন্তরে বিহঙ্গম, কালগম ও নির্ব্বাণরুচি প্রভৃতি দেবতা এবং বৈধৃত তাঁহাদিগের ইন্দ্র হইবেন; আর, ধর্ম্মসেতু হরির অংশে আর্য্যকের ঔরসে বৈধৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিলোক পালন করিবেন।

রাজন্! রুদ্রসাবর্ণি দ্বাদশ মনু হইবেন। দেববান্, উপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি তাঁহার পুত্র।

এই মন্বন্তরে গন্ধধামা ইন্দ্র; হরিতাদি দেবতা; এবং তপোমূর্ত্তি, তপস্বী ও অগ্নীধ্রক প্রভৃতি ঋষি হইবেন। আর, হরির অংশ সুধামা সত্যসহার ঔরসে সূনৃতার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া এই মন্বন্তরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।

আত্মতত্ত্ববেত্তা দেবসাবর্ণি ত্রয়োদশ মনু হইবেন। চিত্রসেন ও বিচিত্র প্রভৃতি দেবসাবর্ণির পুত্র।

এই মন্বন্তরে সুকর্ম্মা ও সুত্রামা প্রভৃতি নামে দেবতা; দিবস্পতি নামে ইন্দ্র; এবং নির্ম্মোক ও তত্ত্বদর্শনাদি নামে ঋষি হইবেন। আর, হরির অংশ যোগেশ্বর দেবহোত্রের ঔরসে বৃহতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের সহকারী হইবেন।

ইন্দ্রসাবর্ণি চতুর্দ্দশ মনু হইবেন। উরু, গম্ভীর ও ব্রধ্ন প্রভৃতি তাঁহার পুত্র।

(এই মন্বন্তরে) পবিত্র ও চাক্ষুস প্রভৃতি দেবতা; শুচি ইন্দ্র এবং অগ্নিবাহু, শুচি, শুদ্ধ ও মাগধাদি ঋষি।

হরি ইন্দ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে সত্রায়ণের ঔরসে বিনতার গর্ভে বৃহদ্‌ভানু নামে অবতীর্ণ হইয়া মহারাজের কর্ত্তব্য ক্রিয়া সকল প্রচার করিবেন।

রাজন্! ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যকালের চতুর্দ্দশ মনু তোমার নিকট এই বর্ণন করিলাম। এই চতুর্দ্দশ মনু সহস্রযুগ ভোগ করিবেন। ঐ সহস্রযুগে এক কল্প হইবে।

মন্বন্তর-বর্ণন-নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রাজা কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বোক্ত মন্বন্তরাদি সকলের ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে যিনি যে কার্যে প্রবৃত্ত হন্, আপনি আমার নিকট তাহা উল্লেখ করুন।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! মনুগণ, মনুপুত্রগণ, মুনিগণ, ইন্দ্রগণ ও দেবগণ; সকলেই নারায়ণের আজ্ঞানুবর্ত্তী। যে যজ্ঞাদি ভগবদবতারের এবং মনু প্রভৃতির কথা কহিয়াছি, তাঁহারা সকলেই ভগবানের আদেশক্রমে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। চারি যুগের অবসানে কালক্রমে শ্রুতিসকল বিলুপ্ত হইলে পর, ঋষিগণ তপোবলে উহাদিগকে পুনর্ব্বার দর্শন করেন। শ্রুতিগণ হইতে সনাতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে।

রাজন্! তাহার পর মনুগণ নারায়ণের আজ্ঞা পাইয়া উদ্‌যুক্ত হইয়া আপন আপন কালে বিস্তারপূর্ব্বক চতুষ্পাদ ধর্ম্ম প্রচার করেন। মনুর পুত্রগণ এবং স্বর্গ ও পৃথিবী প্রভৃতির কর্ম্ম-লিপ্ত অধিবাসীদিগের সহিত যজ্ঞভোজী দেবগণ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রজা পালন করেন।

ইন্দ্র ভগবদ্দত্ত বিশাল ত্রৈলোক্য ভোগ করত ত্রিলোক পালন এবং পৃথিবীতে প্রচুর বর্ষণ করেন। হরি যুগে যুগে (সনকাদি) সিদ্ধরূপ ধারণ করিয়া জ্ঞান, (যাজ্ঞবল্ক্যাদি) ঋষিরূপ ধারণ করিয়া কর্ম্ম এবং (দত্তাত্রেয়াদি) যোগেশ্বর রূপ ধারণ করিয়া যোগ, উপদেশ করেন। মরীচ্যাদি রূপে সৃষ্টি করেন;

রাজরূপে দস্যু সংহার করেন; আর, সকলের ভয়শান্তির নিমিত্ত কালরূপে শীতোষ্ণাদি বিবিধ গুণ ধারণ করেন। নাম ও রূপময়ী মায়া দ্বারা বিমোহিত এই নরগণ নানাশাস্ত্রে তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকে; কিন্তু দেখিতে পায় না।

কল্প ও বিকল্পের পরিমাণ এই কহিলাম। পুরাবৃত্ত-বেত্তারা ইহার মধ্যেই চতুর্দ্দশ মন্বন্তর নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

রাজা কহিলেন, হরি ঈশ্বর হইয়াও কি নিমিত্ত দীনের ন্যায় বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন? প্রার্থিত প্রাপ্ত হইয়াই বা কি কারণে তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন? এই বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। পূর্ণ ঈশ্বরের যাচ্ঞা; আর, নির্দ্দোষীর বন্ধন; এই দুই বিষয়ে আমাদিগের মহৎ কৌতূহল রহিয়াছে।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! ইন্দ্র শ্রী ও প্রাণ হরণ করিলে পর, ভৃগুগণ পুনর্ব্বার জীবন দান করিলেন বলিয়া মহাত্মা, (ভৃগুকুল-)শিষ্য বলি ধন দান করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগের আশ্রয় লইলেন। মহাপ্রভাব ব্রাহ্মণ ভৃগুগণ ত্রিলোকবিজিগীষু বলিকে বিধিপূর্ব্বক মহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করাইলেন। সেই যজ্ঞে অগ্নিতে

ঘৃত হোম করিলে পর, তাহা হইতে স্বর্ণফলক-নির্ম্মিত একখানি রথ, ইন্দ্রের অশ্বতুল্য হরিদ্বর্ণ কয়েকটী অশ্ব, সিংহশোভিত ধ্বজ, কনকনির্ম্মিত ধনু, অক্ষয় তুণীরদ্বয় এবং দিব্য কবচ উৎথিত হইল। পিতামহ (প্রহ্লাদ) বলিকে একগাছি অম্লান-পুষ্পমালা এবং শুক্রে একটী শঙ্খ প্রদান করিলেন।

ব্রাহ্মণেরা এই রূপে যুদ্ধসাধনে সজ্জিত করিয়া স্বস্ত্যয়ন করিলে পর, বিরোচননন্দন তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করত প্রণাম করিয়া, (পশ্চাৎ) সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রহ্লাদকে নমস্কার করিলেন। অনন্তর মহারথ গলদেশে ভৃগুদত্ত মালা ধারণ করত দিব্য রথে আরোহণ করিয়া কবচ পরিধান এবং ধনু, খড়্গ ও তুণীর গ্রহণ করিলেন। স্বর্ণনির্ম্মিত অঙ্গদে দুই বাহু দীপ্তি পাইতে লাগিল এবং মকরকুণ্ডলের প্রভা বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। (অসুররাজ) রথে আরোহণ করিয়া, গৃহোপরি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐশ্বর্য্য, বল ও শ্রীতে তাঁহারই সমকক্ষ তাঁহার যূথপতিগণ দৃষ্টি দ্বারা যেন আকাশ-মণ্ডল পান এবং দিঙ্মণ্ডল দাহ করিতে করিতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। (এইরূপে) বেষ্টিত হইয়া মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া বিভু স্বর্গ ও পৃথিবী কম্পিত করিয়া সমধিক-সমৃদ্ধি-সম্পন্না ইন্দ্রপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সুন্দর নন্দনাদি উপবন থাকাতে, ইন্দ্রপুরী অতি-মনোহারিণী। ঐ উপবনসমূহে যে সকল দেবপাদপ আছে, তাহাদিগের শাখা প্রবাল, ফল ও পুষ্পের গুরু ভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। বিহঙ্গমিথুন তাহাতে বসিয়া শব্দ এবং ভ্রমরকুল গান করিতেছে। সেই স্থানে হংস, সারস, চক্রবাক্

ও কারণ্ডবকুলে সমাকীর্ণ অনেকানেক সরোবর আছে; সুর-ভোগ্যা প্রমদা সকল সেই সরোবরসমূহে ক্রীড়া করিয়া থাকে। দেবী আকাশগঙ্গা পরিখা হইয়া ঐ পুরীকে বেষ্টন করিয়া আছেন। চতুর্দ্দিকে অগ্নিবর্ণ প্রাচীরও আছে। ঐ প্রাচীরের উপরিভাগে উন্নত যুদ্ধস্থান সকল বিরচিত হইয়াছে। পুর-দ্বারের কবাটসকল স্বর্ণে নির্ম্মিত এবং গোপুরসমুদয় স্ফটিকে বিরচিত। রাজমার্গগুলি পরস্পর উত্তম রূপে বিভক্ত। বিশ্বকর্ম্মা ঐ পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহাতে কত কত উপ-বেশনস্থান, অঙ্গন ও উপমার্গ অসংখ্য বিমান, চতুষ্পথ এবং বজ্র ও বিদ্রুমনির্ম্মিত বেদী আছে। উহার নারীগণের যৌবন ও সৌকুমার্য্য চিরস্থায়ি; তাঁহারা নির্ম্মল বসন পরি-ধান করত সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া প্রভা দ্বারা অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকেন। বায়ু ঐ পুরীতে সুরকামিনীগণের কেশভ্রষ্ট নবকহ্লারমালার গন্ধ গ্রহণ করিয়া প্রবাহিত হন। স্বর্ণময় গবাক্ষ সকল হইতে যে পাণ্ডরবর্ণ, অগুরুগন্ধি ধূমজাল নির্গত হয়, পথ সকল তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে; সুর-প্রিয়াগণ সেই পথ দিয়া অভিসার করেন। মুক্তাবিতান, মণিময় ও স্বর্ণময় ধ্বজদণ্ড এবং বিবিধ পতাকাশোভিত বিমা-নের অগ্রভাগ সকল পুরীকে ব্যাপিয়া আছে। ময়ূর, পারা-বত ও ভৃঙ্গকুল পুরীমধ্যে শব্দ করিতেছে। বৈমা-নিকের স্ত্রীসকল মধুরস্বরে গান করিয়া পুরীর পবিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। মৃদঙ্গ, শঙ্খ, আণক ও দুন্দুভির শব্দে; তালে তালে বীণা, মুরজ ও এরণ্ডনির্ম্মিত বেণুর রবে এবং গন্ধর্ব্বগণের নৃত্য, বাদ্য ও গীতে নগরী মনোহারিণী হইয়াছে। উহার

এমনই প্রভা, যে তদ্দ্বারা সাক্ষাৎ প্রভার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে জয় করিয়াছে। অধার্ম্মিক, খল, প্রাণিহিংসক, শঠ, অভিমানী, কামী বা লুব্ধ ব্যক্তি ঐ পুরীতে গমন করিতে পারে না। যাঁহা-দিগের অধর্ম্ম নাই, খলতা নাই, প্রাণিহিংসা নাই, শঠতা নাই, অভিমান নাই, কাম নাই, লোভ নাই, তাঁহারাই যাইতে পারেন।

(রাজন্!) সেনাপতি সেই (বলি) দেবতাদিগের পূর্ব্বোক্ত রাজধানীকে সৈন্য দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বহির্ভাগে অবস্থিতি করত আচার্য্যদত্ত, উচ্চরাবী শঙ্খ বাদন করিলেন। ইন্দ্রের কামিনীগণ সেই শব্দে ভীত হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্র বলির সেই পরম উদ্যম জানিতে পারিয়া সমুদায় দেবগণে পরিবৃত হইয়া বৃহস্পতিকে কহিলেন, ভগবন্! (দেখিতেছি; আমাদিগের পূর্ব্বশত্রু বলির উদ্যম অতি মহৎ। বোধ হয়, ইহা সহ্য করা দুঃসাধ্য। কি কারণে ইহার তেজ এতাদৃশ বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল? কোন ব্যক্তি কোন স্থান হইতে ইহাকে দূর করিতে সমর্থ নহে। এ যেন মুখের দ্বারা এই বিশ্ব পান ও দশ দিক্ লেহন, এবং চক্ষুর্দ্বারা দিক্ দাহ করত প্রলয়াগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়াছে। যে কারণে আমার শত্রু এতাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে; এবং যাহা হইতে ইহার এই ইন্দ্রিয়বল, দেহবল, পরাক্রম ও এই উদ্যম হইয়াছে, আপনি তাহা উল্লেখ করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ইন্দ্র! যে কারণে তোমার এই শত্রুর উন্নতি হইয়াছে, আমি তাহা জ্ঞাত আছি। ব্রহ্মবাদী ভৃগুগণ ইহাতে তেজ সঞ্চয় করিয়াছেন। বলশালী বলিকে জয় করিতে,

হরি ভিন্ন, তোমার বা তোমার ন্যায় অন্য কোন ব্যক্তির সামর্থ্য নাই। ব্রহ্মতেজ ইহার বৃদ্ধিসাধন করিয়াছে। কেহই ইহাকে জয় করিতে পারিবে না। যেরূপ লোক কৃতান্তের অভিমুখে থাকিতে পারে না, সেইরূপ ইহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তোমরা সকলে স্বর্গালয় পরিত্যাগ করিয়া লুকাইয়া থাক এবং যত কালে শত্রুর প্রভাব ক্ষয় না হয়, তত কাল প্রতীক্ষা কর। এক্ষণে ইহার বিক্রম বৃদ্ধি পাইয়া উঠিয়াছে; ব্রহ্মতেজ হেতু উত্তরোত্তর ফল অধিকই হইবে। কিন্তু অবশেষে ঐ ব্রাহ্মণেরই অবমাননা করিয়া এ ফলসিদ্ধির সহিত নাশ পাইবে।

কার্য্যদর্শী গুরু সুমন্ত্রণা দ্বারা এই প্রকারে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিলে, কামরূপী দেবতাবৃন্দ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দেবগণ অদর্শন হইলে পর, বিরোচননন্দন বলি স্বর্গের রাজধানী অধিকার করিয়া ত্রিলোক বশীভূত করিলেন।

শিষ্যবৎসল ভৃগুগণ বিশ্বজয়ী, অনুগত বলিকে একশত অশ্বমেধ করাইলেন। মহামনাঃ সেই শতাশ্বমেধের প্রভাবে দিঙ্‌মণ্ডলে ত্রিভুবনবিশ্রুত কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন এবং আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিয়া ব্রাহ্মণপ্রদত্ত সুসম্পন্ন লক্ষ্মী সম্ভোগ করিতে থাকিলেন।

বলির স্বর্গবিজয়-নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

পুত্রগণ এইরূপে অদর্শন এবং স্বর্গরাজ্য দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অপহৃত, হইলে, দেবমাতা অদিতি অনাথার ন্যায় পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ভগবান্ কশ্যপ অনেক দিনের পর সমাধি হইতে বিরত হইয়া তাঁহার নিরুৎসব, নিরানন্দ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! প্রজাপতি আসন গ্রহণ করত যথাবিধি পূজিত হইয়া পত্নীকে দীনবদনা দর্শন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! এক্ষণে লোকে ব্রাহ্মণের, ধর্ম্মের বা মৃত্যুর ইচ্ছানুবর্ত্তী মনুষ্যগণের ত অমঙ্গল ঘটে নাই? হে গৃহিণি! গৃহিগণ যোগী না হইয়াও, যে গৃহে বাস করত যোগফল লাভ করেন, সেই গৃহে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের কি কোন অকুশল ঘটিয়াছে? কোন দিন কি অতিথি গৃহে আসিয়াছিলেন; সেই সময় কি তুমি কুটুম্বের শুশ্রূষায় ব্যগ্র ছিলে; প্রত্যুৎথান দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা করিতে পার নাই; তাঁহারা কি পূজা না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন? অতিথিগণ যে সকল গৃহে সলিল দ্বারাও পূজা না পাইয়া ফিরিয়া যান, সে সকল গৃহ শৃগালরাজের গর্ত্তসদৃশই বটে। হে সতি! হে ভদ্রে! আমি প্রবাসে ছিলাম; সুতরাং তোমার বুদ্ধি উদ্বিগ্ন থাকিত; সেই জন্য তুমি কি কোন দিন যথাকালে অগ্নিতে ঘৃত হোম করিতে পার নাই? গৃহস্থ ব্যক্তি অগ্নির পূজা করিয়া কামপ্রদ লোকসকল লাভ করে; ব্রাহ্মণ এবং

অগ্নি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুর মুখ। মনস্বিনি! তোমার পুত্রগণের কুশল ত? আমি বিবিধ চিহ্ন দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি, তোমার মন অসুস্থ রহিয়াছে।

অদিতি কহিলেন, ব্রহ্মন্! গো, দ্বিজ ও এই লোক; সকলেরই মঙ্গল। হে গৃহস্থ! আমার এই গৃহও বিশেষরূপে ত্রিবর্গ উৎপাদন করিতেছে। দ্বিজ! আমি আপনাকে চিন্তা করিয়াথাকি; অতএব, অগ্নি, অতিথি, ভৃত্য ও ভিক্ষুক এবং যাহারা বলি প্রার্থনা করে; ইঁহাদিগের মধ্যে কাঁহারও প্রতি কোন ত্রুটি হয় নাই। ভগবন্! আপনি প্রজাপতি; আমাকে ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া থাকেন; আমার কোন্ মানসিক অভি-লাষ পূর্ণ না হইবে?

হে মরীচিনন্দন! সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণসেবী এই সকল প্রজা আপনারই মন ও শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; অত-এব আপনার নিকট দেবতা প্রভৃতি সকলেই সমান বটেন; কিন্তু মহেশ্বর ব্যক্তি ভক্তকে অধিকতর ভাল বাসেন। অতএব, হে সুব্রত! হে নাথ! মঙ্গল চিন্তা করুন। আমি আপনাকে ভজনা করিয়া থাকি। সপত্নীর পুত্রগণ আমাদিগের শ্রী ও স্থান অপহরণ করিয়াছে। প্রভো! আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। শত্রুগণ আমাকে বিবাসিত করিয়াছে; অতএব আমি দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। প্রবল (অরাতিবৃন্দ) আমার ঐশ্বর্য্য, শ্রী, যশঃ ও অধিকার হরণ করিয়াছে। হে সাধো! আমার পুত্রগণ যাহাতে পুনর্ব্বার ঐ সকল প্রাপ্ত হন, আপনি বুদ্ধি-বলে সেই কল্যাণ বিধান করুন। যাঁহারা কল্যাণ করিতে পারেন, আপনি তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শুকদেব কহিলেন, অদিতি এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর, প্রজাপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, অহো; বিষ্ণুমায়ার কি বল! জগৎ স্নেহে বদ্ধ! আত্মা ভিন্ন ভৌতিক দেহই বা কোথায়, আর প্রকৃতিভিন্ন আত্মাই বা কোথায়? কে কার পতি! কে কার পুত্র! কে কার আত্মীয়! মোহই এই সকল বুদ্ধির কারণ। ভগবান্, জনার্দ্দন, বাসুদেব পুরুষের শরণাগত হও। তিনি সকলের অন্তর্যামী ও জগতের গুরু। সেই হরিই তোমার মঙ্গল করিবেন। দীনের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট দয়া। আমি বোধ করি, ভগবানের সেবাই অমোঘা; অন্যের সেবা করিলে কোন ফল ফলে না।

অদিতি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি কি উপায়ে জগদ্গুরুকে উপাসনা করিব? যাহাতে সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ আমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন, তাহা উল্লেখ করুন। আমি পুত্রগণের সহিত কষ্ট পাইতেছি; যেরূপ বিধানে আরাধনা করিলে, দেব আমার প্রতি শীঘ্র প্রসন্ন হইবেন, আপনি (তাহাও আজ্ঞা করুন)।

কশ্যপ কহিলেন, আমি পুত্রপ্রার্থী হইয়া ভগবান্ কমলযোনিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাকে যে হরির তুষ্টিসাধক ব্রত উপদেশ করিয়াছিলেন, তোমাকে তাহা কহিতেছি। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশ দিন পয়োব্রত ধারণ করত পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া পদ্মলোচনের অর্চ্চনা করিতে হইবে। যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যায় বরাহোদ্ধৃত মৃত্তিকা লেপন করিয়া স্নান করিবে এবং স্রোতে দণ্ডায়মান হইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে;—"হে দেবি! আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া, বরাহ তোমাকে রসা-

তল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন; তোমাকে নমস্কার; আমার পাপ নাশ কর।” ব্রতাচারীকে নিত্তনৈমিত্তিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করত সমাহিত হইয়া দেবকে প্রতিমায়, হোমবেদীতে, সূর্য্যে, জলে, অগ্নিতে অথবা গুরুতে অর্চ্চনা করিবে।

“ভগবন্! আপনাকে নমস্কার; আপনি আরাধ্য পুরুষ ও সাক্ষী; সর্ব্বভূত আপনাতে বাস করিতেছে; এবং আপনি সকলের অন্তঃকরণে দীপ্তি পাইতেছেন।

“আপনি অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম; চতুর্ব্বিংশতি তত্ব অবগত আছেন; সাংখ্য আপনা হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; আপনাকে নমস্কার। ফলদাতা, যজ্ঞরূপী আপনার দুই মস্তক, তিন পাদ, চারি শৃঙ্গ ও সাত হস্ত। বেদবিদ্যা আপনার আত্মা; আপনাকে নমস্কার।

“আপনি রুদ্ররূপী, শিবরূপী, শক্তিধর, সর্ব্ববিদ্যার অধিপতি এবং ভূতগণের অধীশ্বর; আপনাকে নমস্কার।

“আপনি ব্রহ্মরূপী, প্রাণ, জগতের আত্মা এবং যোগের হেতু। যোগৈশ্বর্য্যে আপনার শরীর। আপনাকে নমস্কার। আপনি আদিদেব, সাক্ষিস্বরূপ, নারায়ণ, নরঋষি ও হরি। আপনাকে নমস্কার।

“আপনার শরীর মরকতের ন্যায় শ্যাম; আপনি লক্ষ্মীকে লাভ করিয়াছেন। সূর্য্যাদি আপনার অংশ। আপনি পীতবসন পরিধান করেন। আপনাকে নমস্কার।

“আপনি মনুষ্যের সমুদায় অভিলষিত প্রদান করেন। আপনি পূজনীয় ও বরপ্রদাতাদিগের শ্রেষ্ঠ। অতএব পণ্ডিতেরা মঙ্গলপ্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার চরণরেণু উপাসনা করেন।

"দেবগণ ও লক্ষ্মী, পাদপদ্মযুগলের সৌগন্ধ্যে লোভ করিয়াই যেন, যাঁহার চিত্তভুষ্টি সম্পাদন করেন, সেই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

এই কয় মন্ত্রে হৃষীকেশকে আবাহনপূর্ব্বক সভাজন করিয়া শ্রদ্ধার সহিত পাদ্য ও আচমনীয় দিয়া পূজা করিবে। বিভুকে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া দুগ্ধে স্নান করাইয়া পশ্চাৎ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, পাদ্য, আচমনীয় এবং ধূপাদি দিয়া পূজা করিবে। সম্পত্তি থাকিলে, দুগ্ধপক্ক শালীধান্যের নৈবেদ্য করিয়া, তাহাতে গুড় ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, নিবেদন করত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হোম করিবে। নিবেদিত সামগ্রী ভগবদ্ভক্তকে দান করিবে; অথবা স্বয়ং ভোজন করিবে। আচমনীয় জল উৎসর্গ করত অর্চ্চনা করিয়া তাম্বূল নিবেদন করিবে। একশত অষ্ট বার জপ করিবে। স্তুতিবাক্যে প্রভুর স্তব করিবে। প্রদক্ষিণ করিয়া আহ্লাদের সহিত ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। শেষে নির্ম্মাল্য মস্তকে করিয়া দেবকে বিসর্জ্জন করিবে। দুইয়ের অন্যূন ব্রাহ্মণদিগকে যথাযোগ্য পায়স আহার করাইবে। ব্রাহ্মণেরা পূজিত হইয়া আজ্ঞা করিলে পর, বন্ধুগণের সহিত শেষভাগ ভোজন করিবে। অনন্তর ব্রহ্মচারী হইয়া সেই রাত্রি যাপন করিবে। প্রভাত হইলে, প্রথম দিন যথোক্ত বিধানে স্নান করত পবিত্র ও সমাধিস্থ হইয়া, (বিভুকে) স্নান করাইয়া অর্চ্চনা করিবে। যত দিন ব্রত-সমাপ্তি না হয়, তত দিন দুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করত বিষ্ণুপূজায় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই ব্রত আচরণ

করিবে। পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, সেই রূপে অগ্নিতে হোম করিবে এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। এই প্রকারে নিত্য নিত্য হরির আরাধনা, হোম ও পূজা করিয়া এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দ্বাদশ দিবস, অর্থাৎ প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত, পয়োব্রত আচরণ করিবে। ব্রহ্মচর্য্য আচরণ, (শয্যা পরিত্যাগ করিয়া) নিম্নে শয়ন, এবং ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে। অসদ্ আলাপ এবং উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট যাবতীয় ভোগ পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বভূতের অহিংসক এবং বাসুদেব-পরায়ণ হইয়া ত্রয়োদশী দিবসে পঞ্চামৃত দিয়া বিধিবিজ্ঞ (ব্রাহ্মণ) দিগের দ্বারা শাস্ত্রোক্ত বিধানে বিষ্ণুকে স্নান করাইবে। অর্থকাপট্য পরিহার করিয়া পূজা করিবে। দুগ্ধে চরু পাক করিয়া পশুদিগের দেহস্থিত বিষ্ণুকে অর্পণ করত সমাহিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পুরুষের অর্চ্চনা করিবে। যাহাতে পুরুষের তুষ্টি হয়, তাদৃশ গুণশালি নৈবেদ্যও নিবেদন করিবে। জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্যকে এবং ঋত্বিক্‌দিগকেও পরিতোষ করিবে। জানিবে, তাঁহা হইলেই হরির আরাধনা করা হইবে। হে শুচিস্মিতে! আচার্য্য ও ঋত্বিক্‌দিগকে এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল ব্রাহ্মণ সেই স্থানে আগমন করিবেন, তাঁহাদিগকেও যথাশক্তি গুণশালি উত্তম অন্ন আহার করাইবে। যাঁহার যত প্রাপ্য, তদনুসারে গুরু ও ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণা দান করিবে। এতদ্ভিন্ন, যাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইবে, চণ্ডাল ব্যতীত, তাহাদিগের মধ্যে সকলকেই অন্নাদি দান করিয়া তুষ্ট করিবে। দীন, অন্ধ ও দরিদ্র প্রভৃতি সকলে উদর পূরিয়া ভোজন করিলে পর, বন্ধু-

গণের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে। জানিতে হইবে, ঐরূপ আচরণ করিলেই বিষ্ণুকে তুষ্ট করা হইবে। নৃত্য, বাদ্য ও গীত; স্তুতি ও স্বস্তিবাচন এবং ভগবদ্বিষয়িণী কথা দ্বারা ভগবানের পূজা করাইবে।

ইহারই নাম পয়োব্রত। এই ব্রতে হরিকে উত্তম রূপে আরাধনা করা হয়। পিতামহ এই ব্রত কহিয়াছিলেন; আমি তোমাকে কহিলাম। হে মহাভাগে! তুমি এই ব্রত উত্তম রূপে আচরণ করিয়া শুদ্ধভাবে ভজনীয়, অব্যয় (পুরুষকে) মনে মনে ভজনা কর। ইহারই নাম সর্ব্ব যজ্ঞ; ইহারই নাম সর্ব্ব ব্রত; ইহারই নাম তপস্যার সার; ইহারই নাম ঈশ্বরের তৃপ্তি-সাধন। যে সকল নিয়ম, সংযম, দান ও ব্রতে অধো-ক্ষজ ভগবান্ সন্তুষ্ট হন্, সেই সকলেরই নাম যথার্থ নিয়ম; যথার্থ সংযম; যথার্থ দান এবং যথার্থ ব্রত। অতএব, ভদ্রে! উত্তম রূপে সংযত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই ব্রত আচরণ কর। ভগবান্ তুষ্ট হইয়া শীঘ্র তোমার অভীষ্ট সম্পাদন করিবেন।

পয়োব্রত-কথন-নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! দিতি নিজ স্বামী কশ্যপের নিকট এইপ্রকার উপদেশ পাইয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বাদশ দিবস এই ব্রত আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক বুদ্ধিতে মহাপুরুষ ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে করিতে বুদ্ধিকে

সারথি করত মনোদ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্ট-অশ্বদিগকে সংযত এবং একাগ্র-বুদ্ধি-দ্বারা মনকে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে স্থাপন, করিয়া পয়োব্রত আচরণ করিতে লাগিলেন। তাত! অদিতি এইরূপ ব্রত আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পীতবাসা, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাধর, ভগবান্ আদিপুরুষ তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। (দেবমাতা) তাঁহাকে নয়নের পথবর্ত্তী দর্শন করিয়া অস্তে ব্যস্তে আদর পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করত প্রেমে বিহ্বল হইয়া দেহের অধিকাংশ দণ্ডের ন্যায় আয়ত করিয়া প্রণাম করিলেন। (অনন্তর) গাত্রোত্থান করত কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; স্তব করিতে সমর্থ হইলেন না; নিস্তব্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কারণ, তাঁহার চক্ষুর্যুগল আনন্দজলে ব্যাকুল এবং গাত্র পুলকে পরিব্যাপ্ত, হইয়া উঠিল; নারায়ণকে দর্শন করিয়া যে নিরতিশয় আনন্দ জন্মিল, সেই আনন্দে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অদিতি চক্ষুর্দ্বারা যেন পান করত রমাপতি, যজ্ঞপতি, জগৎপতিকে দর্শন করিতে করিতে (অবশেষে) প্রীতিজন্য গদ্‌গদ্ বাক্যে আস্তে আস্তে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

অদিতি কহিলেন, হে যজ্ঞেশ্বর! হে যজ্ঞপুরুষ! হে অচ্যুত! হে আদ্য! আমাদিগের মঙ্গল করুন। ভগবন্! আপনি দীননাথ। আপনার চরণ ও কীর্ত্তি পবিত্রতা সম্পাদন করে। আপনার নাম শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হয়। শরণাগত লোকদিগের বিপদ্‌নাশ করিবার নিমিত্ত আপনার উদয় হয়। হরে! আপনি মহৎ; বিশ্ব আপনার স্বরূপ। বিশ্বের উৎপত্তি,

স্থিতি ও ধ্বংস আপনা হইতে হইয়া থাকে। আপনি স্বেচ্ছানুসারে মায়াগুণ গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বরূপ পরিত্যাগ করেন না। যে পূর্ণজ্ঞান নিত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াই রহিয়াছে, আপনি তদ্দ্বারা অন্ধকারকে আপনা হইতে দূরে নিঃসারণ করেন। আপনাকে নমস্কার। হে অনন্ত! আপনি তুষ্ট হইলে, (ব্রহ্মার ন্যায়) দীর্ঘ পরমায়ু, প্রার্থনীয় দেহ, অতুল ঐশ্বর্য্য, স্বর্গ, পৃথিবী, পাতাল, অণিমাদি যাবতীয় যোগগুণ, এবং নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান, সকলই উৎপাদান করেন; শত্রুজয়প্রভৃতি (সামান্য) মঙ্গলের কথা আর কি কহিব?

শুকদেব কহিলেন, রাজন, ভরতনন্দন! অদিতি এইরূপ স্তব করিলে পর, পদ্মলোচন, সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণবেত্তা ভগবান্ এই কথা কহিলেন।

ভগবান্ কহিলেন, হে দেবমাতঃ! শত্রুগণ সৌভাগ্যলক্ষ্মী অপহরণ করিয়া আপনার পুত্রদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে নির্ব্বাসন করিয়াছে। তাঁহাদিগের জন্য আপনি অনেক দিন অবধি যে ইচ্ছা করিতেছেন, আমি তাহা জ্ঞাত আছি। আপনার ইচ্ছা, আপনার পুত্রগণ যুদ্ধস্থলে দুর্দ্দম অসুরশ্রেষ্ঠদিগকে জয় করিয়া পুনর্ব্বার সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রাপ্ত হন; আপনি তাঁহাদিগের সহিত একত্রে বাস করেন। আপনি অভিলাষ করেন, আপনার ইন্দ্রপ্রভৃতি তনয়েরা শত্রুদিগকে সংহার করিলে পর তাহাদিগের পত্নীগণ আসিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করে; আপনি দর্শন করেন। আপনি মানস করিতেছেন যে, আপনার পুত্রগণ উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হইয়া শত্রুদিগের হস্ত হইতে যশঃ ও লক্ষ্মী পুনর্ব্বার উপার্জ্জন করিয়া

স্বর্গপুরে ক্রীড়া করেন, আপনি অবলোকন কবেন। (কিন্তু) দেবি! আমার বোধ হইতেছে, এক্ষণে আপনি অসুরযুথ-পতিদিগকে পরাজয় করিতে পারিবেন না; কাল যাঁহাদিগের অনুকূল, সেই সকল ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন; সে স্থলে বিক্রম শুভ সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে না। দেবি! আপনি পয়োব্রত আচরণ করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন; অতএব আমাকে উপায় চিন্তা করিতেই হইবে। আমার অর্চ্চনা ব্যর্থ হওয়া উচিত হয় না; কারণ, উহা শ্রদ্ধানুরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে। আপনি পুত্ররক্ষণের নিমিত্ত পয়োব্রতদ্বারা আমার যথোচিত পূজা করিয়াছেন। আমি কশ্যপের তপস্যায় অধিষ্ঠান করত স্বীয় অংশে আপনার পুত্র হইয়া, আপনার সন্তানদিগকে রক্ষা করিব। ভদ্রে! নিষ্পাপ পতি প্রজাপতির নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে ভজনা করুন; (ভজনকালে) ভাবনা করিবেন, যেন আমি এই রূপে তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছি। ইহার পর যাহা হইবে, তাহা আপনাকে কোন প্রকারে কহিব না। উহা দেবতাদিগের গোপনীয় প্রয়োজন। দেবি! দেবতাদিগের গোপনীয় কার্য্য যত গুপ্ত হইবে, ততই উত্তম রূপে সিদ্ধ হইবে।

শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ এই কথা কহিয়া সেই স্থান হইতেই অন্তর্হিত হইলেন। অদিতি আপনার গর্ভে প্রভু হরির দুর্ল্লভ জন্ম লাভ করত কৃতার্থ হইয়া পরম ভক্তি সহকারে পতিকে ভজনা করিতে লাগিলেন। অব্যর্থদৃষ্টি তদীয় স্বামী কশ্যপ সমাধিযোগে বুঝিতে পারিলেন, হরির অংশ তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছে। রাজন্! যেরূপ বায়ু কাষ্ঠে

অগ্নি আধান করে, সেইরূপ প্রজাপতি মনঃস্থির করত, বহু কাল হইতে তপস্যা দ্বারা যে বীর্য্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, অদিতির গর্ভে সেই বীর্য্য স্থাপন করিলেন।[১] সনাতন ভগবান্ অদিতির গর্ভে অধিষ্ঠান করিয়াছেন, জানিতে পারিয়া, ব্রহ্মা গোপনীয় নাম দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, ভগবন্! আপনার কীর্ত্তি অতি বিশাল; বিক্রমও অতি মহৎ; আপনার জয় হউক্। আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মণ্যদেব; আপনাকে নমস্কার। আপনি যুগত্রয়রূপী; আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। যিনি পূর্ব্বে পৃশ্নির গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; বেদসকল যাঁহার গর্ভে অবস্থিতি করে; যিনি বিধাতা; লোকত্রয় যাঁহার নাভিস্থল এবং যিনি ত্রিলোকের উপরিভাগে বাস করেন; আপনি সেই বিষ্ণু; আপনাকে নমস্কার। আপনি ভুবনের আদি, অন্ত ও মধ্য; পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, আপনি অনন্তশক্তিশালী পুরুষ। যেরূপ গভীর আবর্ত্ত জলপতিত তৃণাদি আকর্ষণ করে, সেইরূপ কালরূপী ঈশ্বর আপনি এই বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। স্থাবর, জঙ্গম, প্রজা এবং প্রজাপতিগণ আপনা হইতে উৎপন্ন হন। দেব! জল-মগ্ন ব্যক্তির পক্ষে নৌকার ন্যায়, আপনি স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণের একমাত্র আশ্রয়।

ভগবানের জন্মগ্রহণ-নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

[১] যেরূপ বায়ু সর্ব্বত্র সমান হইয়াও ঘর্ষণদ্বারা বনবৃক্ষে অগ্নি উৎপাদন করে; সেইরূপ কশ্যপ, সকল পুত্রের প্রতি সমভাব হইয়াও অদিতির গর্ভে অসুর-পক্ষ-নাশক বীর্য্য আধান করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, ব্রহ্মা এই রূপে কর্ম্ম ও প্রভাব কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, জন্মমৃত্যুহীন, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী, পীতবাসা, পদ্ম-সদৃশ-দীর্ঘ-লোচন পুরুষ অদিতির গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার বর্ণ বিশুদ্ধ শ্যাম; বদন-লক্ষ্মী মকর-কুণ্ডলের প্রভায় উল্লাস করিতেছিলেন। (বিবিধ অঙ্গে) বলয়, অঙ্গদ, কিরীট, কাঞ্চীদাম এবং মনোহর নূপুর দীপ্তি বিস্তার করিতেছিল। গলদেশে যে স্বকীয় বনমালা বেষ্টিত ছিল। মধুব্রত-কুল তাহার অভ্যন্তরে গান করিতে-ছিল। হরি তাদৃশ মালা ধারণ করিয়া বিরাজ করিতে-ছিলেন। কণ্ঠে কৌস্তুভ দুলিতেছিল। (ভগবান্ এই রূপে আবির্ভূত হইয়া) আপন দীপ্তি দ্বারা প্রজাপতির গৃহান্ধকার নাশ করিলেন।

তাঁহার জন্মসময়ে দিক ও সরোবর সকল প্রসন্ন হইল; প্রজাবর্গ হৃষ্ট হইল; ঋতুসকল আপন আপন গুণপ্রকাশ করিল; এবং স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দেবগণ, গোগণ, দ্বিজ-গণ ও পর্ব্বতগণ সকলেই আনন্দিত হইলেন।

ভগবান্ ভাদ্র মাসের শুক্লদ্বাদশী দিবসে অভিজিৎ[১] মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ দিবস চন্দ্র শ্রবণা-নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন। অন্যান্য সমুদায় নক্ষত্র এবং গ্রহগণও জন্মমুহূর্ত্তে শুভশংসী ছিলেন। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন,

---

১ শ্রবণা-নক্ষত্রের প্রথম অংশ।

যে দ্বাদশীতে হরির জন্ম হইয়াছিল, সে দ্বাদশী দিবাভাগেই পড়িয়াছিল। তখন, সূর্য্য দিবার মধ্যভাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। উহার নাম বিজয়া দ্বাদশী।

(যাহা হউক্, তাহার জন্ম হইবামাত্র) শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব, আণক এবং অন্যান্য বিবিধপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ও তূরীর মহান্ শব্দ উত্থিত হইল। অপ্সরোগণ আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল; গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে আরম্ভ করিল এবং দেব, মনু, পিতৃ, অগ্নি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিম্পুরুষ, কিন্নর, চারণ, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, সুপর্ণ, ভুজঙ্গম, ও দেবানুচরগণ উচ্চৈস্বরে স্তুতিপাঠ, গান ও নৃত্য করিতে করিতে কশ্যপের আশ্রমে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

"পরম পুরুষ স্বকীয় যোগমায়ায় দেহ ধারণ করিয়া আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন" দর্শন করত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অদিতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কশ্যপও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া "জয়" শব্দ উচ্চারণ করিলেন।

অব্যক্তজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের চেষ্টা অদ্ভুত; তিনি যে দীপ্তি, ভূষণ ও অস্ত্র দ্বারা স্পষ্টপ্রকাশমান শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে, নটের ন্যায়, সেই শরীর দ্বারাই বামন ব্রাহ্মণকুমারের রূপ গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ সেই ব্রাহ্মণকুমারকে বামনরূপী দর্শন করত আনন্দিত হইয়া প্রজাপতিকে লইয়া তাঁহার জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করাইলেন।

বামনের উপনয়নকালে সূর্য্য স্বয়ং সাবিত্রীপাঠ করিলেন; আর, বৃহস্পতি তাঁহাকে ব্রহ্মসূত্র, এবং কশ্যপ মেখলা, দান

করিলেন। রাজন্! পৃথিবী অক্ষয় জগৎপতিকে কৃষ্ণসার চর্ম্ম, বনস্পতি চন্দ্র দণ্ড, মাতা কৌপীন বসন, স্বর্গ ছত্র, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ কুশ, এবং সরস্বতী অক্ষমালা, অর্পণ করিলেন। বামন এইরূপে উপনীত হইলে পর, যক্ষরাজ তাঁহাকে ভিক্ষাপাত্র এবং সাক্ষাৎ ভগবতী অম্বিকা উমা সতী ভিক্ষা দান করিলেন।

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণতনয় এইপ্রকারে (ব্রাহ্মণোচিত) সমুদায় সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা সভা অতিক্রম করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বিভু (অবশেষে) প্রজ্বলিত, স্থাপিত বহ্নির চতুর্দ্দিক্ সম্মার্জ্জন করিয়া কুশা বিস্তার করত অর্চ্চনা করিয়া উহাতে সমিধ্ হোম করিলেন। অনন্তর শুনিতে পাইলেন, ভৃগুগণ অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করাইয়াছেন; বলি সেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন। শুনিয়া সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। সমুদায় বলই তাঁহাতে সঞ্চিত; অতএব গমন-কালে প্রতিপদক্ষেপে পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া চলিলেন।

নর্ম্মদা নদীর উত্তর তটে ভৃগুকচ্ছ নামক ক্ষেত্রে বলির যে সকল পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বামনকে দেখিয়া বোধ করিলেন, যেন নিকটে সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। রাজন্! ঐ সকল পুরোহিত, যজমান এবং সদস্যগণ বামনের তেজে হতপ্রভ হইয়া ভাবিতে লাগি-লেন, সূর্য্য কি যজ্ঞ দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিতেন? অগ্নি কি আসিতেছেন? সনৎকুমার কি সম্মুখীন হইতেছেন?

ভৃগুগণ শিষ্যবর্গের সহিত এইরূপ বামনকে নানাপ্রকার তর্ক করিতেছেন, ইতিমধ্যে ভগবান্ দণ্ড ও ছত্র এবং জল-

পূর্ণ কমণ্ডলু, ধারণ করত অশ্বমেধমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। মায়াবামনরূপী হরির কটিদেশ মুঞ্জনির্ম্মিত মেখলায় বেষ্টিত; উত্তরীয় যজ্ঞোপবীত ও কৃষ্ণাজিন; মস্তকে জটাভার; দেহ খর্ব্ব; বর্ণ ব্রাহ্মণ। তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভৃগুগণ তাঁহার তেজে অভিভূত হইয়া শিষ্য ও অগ্নিগণের সহিত গাত্রোত্থান করত অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। যজমান বলি দর্শনীয়, মনোরম, রূপের অনুরূপ-অবয়ব-ধারী বামনকে দর্শন করত প্রীত হইয়া আসন দান করিলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বন্দনা করত পাদদ্বয় প্রক্ষালন করাইয়া সঙ্গহীন, মনোরম ভগবান্‌কে পূজা করিলেন। (বিরোচননন্দন) ধর্ম্ম অবগত ছিলেন; বামনের কুলপাপনাশন, সুমঙ্গল পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন; দেবদেব, চন্দ্রশেখর গিরিশ পরম ভক্তি সহকারে ঐ পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।

বলি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আসিতে ত কোন কষ্ট হয় নাই? আপনাকে নমস্কার। আজ্ঞা করুন আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? আর্য্য! বোধ হইতেছে, আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষিদিগের তপস্যা; মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। অদ্য আমাদিগের পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইলেন; অদ্য আমাদিগের কুল পবিত্র হইল; অদ্য এই যজ্ঞ সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইল; কারণ, অদ্য আপনি আমাদিগের ভবনে পদার্পণ করিলেন। হে দ্বিজনন্দন! অদ্য আমার অগ্নি সকলকে যথাবিধি হোম করা হইল; আপনার পাদোকস্পর্শে আমার পাপ নষ্ট হইল এবং আপনার ক্ষুদ্রপদস্পর্শে অদ্য এই ভূমিও পবিত্র হইল। হে ব্রাহ্মণকুমার! আপনি যাহা যাহা বাঞ্ছা করেন, আমার নিকট তাহা

তাহাই গ্রহণ করুন ; বোধ হইতেছে, আপনি যাচঞা করিতে আসিয়াছেন । ভূমি, স্বর্ণ, গুণসম্পন্ন বাসস্থান, মিষ্টান্ন, ব্রাহ্মণ-তনয়া, সমৃদ্ধ গ্রাম, অশ্ব, গজ বা রথ ; হে পূজ্যতম ! ইহার মধ্যে যাহা ইচ্ছা করেন, আমার নিকট তাহাই গ্রহণ করুন ।

বলি ও বামনের কথোপকথন আরম্ভ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ঊনবিংশ অধ্যায় ।

শুকদেব কহিলেন, বিরোচননন্দনের এই ধর্ম্মানুযায়ি সত্য বাক্য শ্রবণ করত সন্তুষ্ট হইয়া, ভগবান্ প্রশংসা করিয়া এই কথা কহিলেন ।

ভগবান্ কহিলেন, পারলৌকিক ধর্ম্মে কুলবৃদ্ধ, শান্ত পিতামহ (প্রহ্লাদ) তোমার নিদর্শন ; অতএব হে রাজন্ ! তুমি যে এই সত্য বাক্য কহিলে, ইহা ধর্ম্মযুক্ত এবং তোমার কুলের উচিত। এই বাক্য তোমার যশঃবৃদ্ধি করিতেছে । এই কুলে এরূপ নিঃসত্ত্ব বা কৃপণ ব্যক্তি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি ব্রাহ্মণকে দান করিতে অস্বীকার বা “দান করিব” বলিয়া দান না, করিয়াছেন । মহারাজ ! তোমাদিগের কুলে এরূপ পুরুষ নাই, যাঁহারা দানকালে অথবা যুদ্ধসময়ে অর্থী কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পরাঙ্মুখ হইয়াছেন । প্রহ্লাদ বিমলা কীর্ত্তি বিস্তার করত আকাশমণ্ডলে তারাপতির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন । তোমাদিগের এই বংশে হিরণ্যাক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়া গদা

ধারণ করত একাকী দিগ্‌বিজয় করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন; কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাপ্ত হন নাই। বিষ্ণু যখন পৃথিবী উদ্ধার করেন, হিরণ্যাক্ষ তখন্ তাঁহার নিকট গমন করেন। নারায়ণ অতিকষ্টে তাঁহাকে জয় করিয়া তাঁহার প্রচুর বীর্য্য স্মরণ করত আপনাকে জয়ী বলিয়া শ্লাঘা করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু সহোদরের বধবার্ত্তা শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃহন্তাকে সংহার করিবার নিমিত্ত হরির আলয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। মায়াবিশ্রেষ্ঠ, কালজ্ঞ বিষ্ণু, কৃতান্তের ন্যায় শূলপাণি সেই কশিপুকে আগমন করিতে দর্শন করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, আমি যে যে স্থানে গমন করিতেছি. প্রাণীর মৃত্যুর ন্যায়, এই অসুর সেই সেই স্থানেই অনুসরণ করিতেছে। অতএব আমি ইহার হৃদয়ে প্রবেশ করি, এক্ষণে ইহার দৃষ্টি বহির্ভাগে প্রযুক্ত রহিয়াছে। দেবনাথ এইরূপ স্থির করিয়া নাসারন্ধ্র দিয়া অভিমুখপাতী শত্রুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। (প্রবেশকালে) শ্বাসমারুতে তাঁহার সূক্ষ্মদেহ অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বীর (কশিপু) বিষ্ণুকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার শূন্য নিকেতনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং অন্বেষণ করিয়া পৃথিবী, স্বর্গ, দিঙ্‌মণ্ডল, আকাশ ও সমুদ্র সকল পর্য্যটন করিলেন; কিন্তু কোন স্থানেই দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে না পাইয়া কহিলেন, আমি এই জগৎ অন্বেষণ করিলাম; নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পুরুষ যে স্থান হইতে আর ফিরিয়া আইসে না আমার ভ্রাতৃহন্তা সেই স্থানে গমন করিয়াছে।

(মহারাজ!) ইহ কালে দেহীর শক্রতা মৃত্যু পর্য্যন্ত এইরূপই প্রবল থাকে; কারণ, ক্রোধ অজ্ঞান হইতে উদ্‌ভূত এবং অহঙ্কার দ্বারা বর্দ্ধিত, হয়।

প্রহ্লাদের পুত্র তোমার পিতা দ্বিজবৎসল ছিলেন; অত-এব, "দেবগণ দ্বিজবেশ ধারণ করত আমার শক্র হইয়া আসি-য়াছেন" ইহা জানিতে পারিয়াও, তাঁহারা প্রার্থনা করিলে পর, তাঁহাদিগকে আপনার পরমায়ু প্রদান করিয়াছিলেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ, প্রাচীন বীরগণ এবং অন্যান্য দিগন্তধাবনী-কীর্ত্তিশালী ব্যক্তিগণ যেসকল ধর্ম্ম আচরণ করিয়া গিয়াছেন, তুমিও সেই সকল অনুষ্ঠান করিতেছ। যাঁহারা অভিলষিত দান করেন; তুমি তাঁহাদিগের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। অতএব, দৈত্যেন্দ্র! তোমার নিকট আমার পদের ত্রিপদপরিমিত অল্পমাত্র ভূমি যাচ্ঞা করি; তুমি দাতা ও জগতের ঈশ্বর; তোমার নিকট অন্য কিছু প্রার্থনা করি না। যাবন্মাত্রে প্রয়োজন, বিদ্বান্ ব্যক্তি তাবন্মাত্র প্রতিগ্রহ করিলে পাপভাগী হন না।

বলি কহিলেন, অহো! ব্রাহ্মণকুমার! আপনার বাক্য বৃদ্ধের ন্যায়, কিন্তু আপনি বালক; অতএব আপনার বুদ্ধি মূঢ়; কারণ, আপনি স্বার্থ বুঝিতে পারিতেছেন না। আমি লোকত্রয়ের একমাত্র অধীশ্বর; একটা দ্বীপ দান করিতে পারি; আপনি এমনই অবোধ যে, আমাকে বাক্যদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া ত্রিপাদপরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিতেছেন। আমাকে সন্তুষ্ট করিয়া পুরুষের আর অন্যের নিকট প্রার্থনা করা উচিত হয় না। অতএব, ব্রাহ্মণতনয়! যত পরিমাণে আপনার যথেষ্ট

রূপে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন হইতে পারে, আপনি আমার নিকট ততপরিমাণ ভূমি প্রার্থনা করুন।

ভগবান্ কহিলেন, রাজন্! ত্রিলোকীমধ্যে যে কিছু অভীষ্ট বস্তু আছে, যাহার ইন্দ্রিয় বশীভূত নহে, সে সমুদায়ও তাহার আশা পূরণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমিতে সন্তুষ্ট হন না; নববর্ষবিশিষ্ট একটী দ্বীপও তাঁহার আশা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয় না; কারণ, তিনি সপ্ত প্রধান দ্বীপ আকাঙ্ক্ষা করেন। শুনাও গিয়াছে যে, বৈণ্য ও গদ প্রভৃতি রাজগণ সপ্ত দ্বীপের অধীশ্বর হইয়া যাবতীয় অর্থকাম ভোগ করিয়াও তৃষ্ণার পার গমন করিতে সমর্থ হন নাই। সন্তুষ্ট ব্যক্তি যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বস্তু ভোগ করত সুখে বাস করেন; কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ত্রিলোক প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হন না। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, অর্থ ও কাম বিষয়ে যে অসন্তোষ, তাহাই পুরুষের সংসারের কারণ; আর, যদৃচ্ছা-প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তোষ মুক্তির হেতু। ব্রাহ্মণ যদি যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত সামগ্রীতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার তেজ বৃদ্ধি পায়; আর অসন্তোষহেতু ব্রহ্মতেজঃ জলপতিত অগ্নির ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া যায়। অতএব, বরদশ্রেষ্ঠ! তোমার নিকট ত্রিপাদপরিমিত ভূমিই প্রার্থনা করি। আমি এতাবন্মাত্র প্রাপ্ত হইলেই চরিতার্থ বোধ করিব। যাবন্মাত্র সম্পত্তিতে আমার প্রয়োজন, ইহাই তাবন্মাত্র।

শুকদেব কহিলেন, অর্থী বামনদেব এই কথা কহিলে পর, বলি হাস্য করত, "এই গ্রহণ করুন" বলিয়া মহী দান করিবার নিমিত্ত জলপাত্র গ্রহণ করিলেন।

সর্ব্বজ্ঞবর শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুর উদ্দেশ্য অবগত ছিলেন; অতএব, শিষ্য অসুররাজ বিষ্ণুকে পৃথিবী দান করিতে উদ্যত হইলেন, দেখিয়া কহিতে লাগিলেন।

শুক্রাচার্য্য কহিলেন, হে বিরোচননন্দন! ইনি সাক্ষাৎ ভগবান্, অক্ষয় বিষ্ণু; দেবতাদিগের কার্য্যসাধক হইয়া কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তুমি বিপদ্ বুঝিতে পার নাই; সুতরাং ইহাঁকে দান করিতে স্বীকার করিয়াছ। আমার ভাল বোধ হইতেছে না; দৈত্যদিগের পক্ষে মহৎ অন্যায় হইয়া গেল। এই মায়াবামনরূপী হরি তোমার অধিকার, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, তেজ ও বিখ্যাত যশ অপহরণ করিয়া ইন্দ্রকে অর্পণ করিবেন। বিশ্বই ইহাঁর দেহ; ইনি তিন পদে তিন লোক আক্রমণ করিবেন। মূঢ়! সর্ব্বস্ব বিষ্ণুকে দান করিয়া কি লইয়া থাকিবে? বিভু এক পদে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ, আর, বিশাল দেহে আকাশ আক্রমণ করিবেন; তৃতীয় পদের গতি কি হইবে? তুমি "দিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; কিন্তু তখন দিবার আর কিছুই থাকিবে না; সুতরাং প্রতিজ্ঞা সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইয়া স্বীকৃত দান করিতে পারিবে না; অতএব, বোধ হইতেছে, তোমার নরকে বাস হইবে। যাঁহার উপার্জ্জনের উপায় থাকে, লোকে তিনিই দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও পূর্ত্তাদিকর্ম্ম করিতে পারেন; অতএব যে দান দ্বারা উপার্জ্জনোপায়ের নাশ হয় সে দানের প্রশংসা নাই। পুরুষ সম্পত্তি পাঁচ ভাগে বিভাগ করত ধর্ম্মের, যশের অর্থের কামের ও স্বজনের উদ্দেশে ব্যয় করিয়া, ইহ এবং পর, উভয় লোকেই সুখে কাল যাপন করেন। হে অসুরশ্রেষ্ঠ!

অনেকানেক শ্রুতিতেও এই বিষয়ে যাহা কথিত হইয়াছে, আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর। "দিব" এই যে স্বীকার, শ্রুতিতে ইহাকেই সত্য কহে। আর "দিব না" এই যে অস্বীকার, ইহারই নাম মিথ্যা। সত্যকে দেহরূপ বৃক্ষের পুষ্পফল বলিয়া জানিবে; কারণ, শ্রুতিতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। বৃক্ষ জীবিত না থাকিলে ঐ পুষ্পফল অবশ্যই নষ্ট হয়, (সুতরাং মিথ্যা দ্বারা শরীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য;) কারণ, মিথ্যা দেহের মূল। অতএব, যেরূপ মূল উৎপাটিত হইলে বৃক্ষ শীঘ্রই পতিত ও শুষ্ক হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তির মিথ্যা নাশ পায়, তাঁহার দেহ নিশ্চয়ই সত্বর শুষ্ক হইয়া যায়। পুরুষ যাহা কিছু "দান করিব" বলেন, তাহাই আর তাঁহার থাকে না; অতএব "দিব" এই শব্দটী অপূর্ণ; অর্থ লইয়া দূরে গমন করে। ভিক্ষুক যাহা কিছু প্রার্থনা করে, যে ব্যক্তি তাহাকে তাহাই দান করিতে স্বীকার করেন, তিনি নিজে ভোগ করিতে পান না; অতএব "দিব না" এই শব্দটীই পূর্ণ; অন্যের বিষয় আপনার দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু "না, না" এই মিথ্যাবাক্য সর্ব্বদা কহিবে না; কারণ, যিনি সর্ব্বদা এই কথা কহেন, তিনি জীবন্মৃত। তাঁহার অপযশঃ হয়। স্ত্রীদিগের নিকট; পরিহাসচ্ছলে; বরের গুণানুকীর্ত্তনে; জীবিকা উপার্জ্জনের নিমিত্ত; প্রাণসঙ্কটে; গোব্রাহ্মণের হিতসাধনজন্য এবং কাহারও প্রাণহিংসাস্থলে মিথ্যা কহিলে নিন্দা নাই।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! গৃহপতি বলি কুলাচার্য্যের এই সকল কথা শ্রবণ করত ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি করিয়া শুক্রকে কহিলেন।

বলি কহিলেন, আপনি সত্যই কহিয়াছেন; যাহাতে কখন অর্থ, কাম, যশঃ বা জীবনোপায়ের ব্যাঘাত হয় না, গৃহস্থের সেই ধর্ম্ম বটে। কিন্তু আমি প্রহ্লাদের পৌত্র; "দিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; এক্ষণে ধনলোভে সামান্য বঞ্চকের ন্যায় কি প্রকারে ব্রাহ্মণকে; "দিব না" বলি।

মিথ্যার ন্যায় অধর্ম্ম আর নাই। পৃথিবী কহিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি নিরন্তর মিথ্যা কথা কহে, সেই ব্যক্তিকে ভিন্ন, বোধ করি, আমি সকলই বহন করিতে পারি। ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করিতে আমার যেরূপ ভয় হয়, নরক, দরিদ্রতা, স্থানভ্রংশ, কিংবা মৃত্যু হইতেও সেরূপ হয় না। পুরুষ পরলোকে গমন করিলে ইহলোকের পৃথিবী প্রভৃতি যে যে বস্তু তাঁহাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে, সেই সেই বস্তুর তাবন্মাত্র দান করিয়া কি ফল, যাবন্মাত্রে ব্রাহ্মণের সন্তোষ না জন্মে? দধ্যঙ্ও শিবি প্রভৃতি সাধু সকল দুস্ত্যজ প্রাণ দান করিয়াও জীবের মঙ্গল করিয়া গিয়াছেন; অতএব পৃথিবী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে বিচার কি? যুদ্ধে অপরাঙমুখ যে সকল

দৈত্যেন্দ্রগণ এই পৃথিবী ভোগ করিয়া গিয়াছেন, কাল তাঁহা-দিগের ভোগ গ্রাস করিয়াছে ; কিন্তু তাঁহারা পৃথিবীতে যে যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা কবলিত করিতে পারে নাই। বিপ্রর্ষে! প্রতিযোদ্ধার প্রার্থনানুসারে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এরূপ ব্যক্তি অনেক পাওয়া যায় ; কিন্তু অর্থী উপস্থিত হইলে তাঁহাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ধনদান করেন, এরূপ মনুষ্য সেপ্রকার সুলভ নহে। যেরূপ সেরূপ অর্থীর প্রার্থিত পূরণ করিয়া দরিদ্র হওয়া দয়াশীল মনস্বী ব্যক্তির শোভা ; আপনাদিগের ন্যায় বেদবেত্তাদিগকে দান করিয়া দরিদ্র হওয়ার কথা আর কি কহিব ? অতএব এই নবোপনীত ব্রাহ্মণকুমার যাহা প্রার্থনা করিতেছেন, আমি ইহাঁকে তাহা দান করি। সুপণ্ডিত আপনারা বেদবিহিত বিধানে যজ্ঞ ও ক্রতু দ্বারা যাঁহার যাগ করেন, ইনি যদি সেই বিষ্ণু হন, তাহা হইলে, বরদান করিতেই আসুন, আর শত্রু হইয়াই আসুন, মুনে ! আমি ইহাঁকে প্রার্থিত পৃথিবী দান করিব। আমি নিরপরাধী ; যদি ইনি অধর্ম্মপূর্ব্বক আমাকে বন্ধন করিয়া শত্রুতাচরণ করেন, তথাপি আমি ইহাঁর হিংসা করিব না ; কারণ, ইনি ভীরুস্বভাব ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করি-য়াছেন। এই উত্তমশ্লোক যদি (স্বীয়) যশঃ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে আমাকে যুদ্ধে জয় করিয়া এই পৃথিবী-গ্রহণ, অথবা মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া শয়ন, করিবেন।

শুকদেব কহিলেন, শিষ্য এইরূপ অশ্রদ্ধা করিয়া আজ্ঞা প্রতিপালন না করাতে গুরু দৈবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ মনস্বীকে অভিশাপ করিলেন। (কহিলেন,)

তুই অজ্ঞ; অথচ আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া তোর দৃঢ় প্রত্যয় রহিয়াছে। আমরা উপেক্ষা করিয়াছি বলিয়া তুই গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিস। আমার শাসন অতিক্রম করিলি। অতএব শীঘ্র শ্রীভ্রষ্ট হইবি।

নিজগুরু এইরূপ অভিশাপ করিলেন; মহাত্মা তথাপি সত্য হইতে বিচলিত না হইয়া বামনকে পূজা করত জলস্পর্শ-পূর্ব্বক পৃথিবী দান করিলেন। সেই সময় তাঁহার মহিষী বিন্ধ্যাবলি মুক্তাভরণে ভূষিত হইয়া পাদপ্রক্ষালনোপযোগি জলে পরিপূর্ণ স্বর্ণ-কলস লইয়া আগমন করিলেন। যজমান আনন্দপূর্ব্বক স্বয়ং বামনের সুন্দর পাদ-যুগল ক্ষালন করিয়া, সেই বিশ্বপাবন পাদপ্রক্ষালন-জল মস্তকে ধারণ করিলেন। এই সময় স্বর্গে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ, আনন্দিত হইয়া (বলির) পূর্ব্বোক্ত অকপট কার্য্যের প্রশংসা করিতে করিতে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র দুন্দুভি বারংবার বাজিতে লাগিল, এবং "এই মনস্বী বলি সুদুষ্কর কার্য্য করিলেন; কারণ, জানিতে পারিয়াও, শত্রুকে ত্রিজগৎ দান করিলেন;" এই বলিয়া গন্ধর্ব্ব ও কিম্পুরুষগণ গান করিতে আরম্ভ করিল।

(ইতিমধ্যে) অনন্তশক্তিসম্পন্ন হরির সেই বামনরূপ অদ্ভুতাকারে বর্দ্ধিত হইল। ত্রিগুণ ঐ রূপের অন্তর্গত; সুতরাং পৃথিবী, আকাশ, দিঙ্মণ্ডল, স্বর্গ, পাতালাদি ভূবিবর ও সমুদ্র এবং পশু, পক্ষী, নর, দেব ও ঋষিগণ; সকলেই ঐ রূপে অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। বলি এবং তাঁহার ঋত্বিক্, আচার্য্য ও সদস্যগণ মহাবিভূতির অধীশ্বর সেই

হরির গুণাত্মক দেহে এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব এবং ভূত, ইন্দ্রিয়, বিষয়, চিত্ত ও জীবকে দর্শন করিলেন। রাজন্! ইন্দ্রের সেনাই যাঁহার সেনা, সেই বীর বলি পর পুরুষ, বিশ্বমূর্ত্তি, বিভু, বিশালবিক্রমশালী মুরারির পাদতলে রসাতল; পাদদ্বয়ে পৃথিবী, জঙ্ঘাযুগলে পর্ব্বতনিকর; জানুতে পতত্রিসঙ্ঘ, উরুদ্বয়ে মরুদ্গণ, বসনে সন্ধ্যা, গুহ্যে প্রজাপতিগণ, জঘনস্থলে আত্মপ্রভৃতি অসুরগণ, নাভিদেশে আকাশ, কুক্ষিস্থলে সপ্ত সাগর, বক্ষঃস্থলে নক্ষত্রবৃন্দ, হৃদয়ে ধর্ম্ম, স্তনদ্বয়ে ঋত ও সত্য, মনে চন্দ্র, বক্ষঃস্থলে পদ্মহস্তা লক্ষ্মী, কণ্ঠে সাম ও যাবতীয় শব্দ, বাহুচতুষ্টয়ে ইন্দ্র প্রভৃতি যাবতীয় দেবতা, কর্ণযুগলে দিঙ্‌মণ্ডল, মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘমালা, নাসিকায় বায়ু, দুই চক্ষে সূর্য্য, বদনে অগ্নি, বচনে বেদসকল, রসনায় বরুণ, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে নিষেধ এবং পক্ষ্মে বিধিকে দর্শন করিলেন। আর, পরম পুরুষের ললাটে ক্রোধ, অধরে লোভ, স্পর্শে কাম, শুক্রে জল, পৃষ্ঠে অধর্ম্ম, পাদবিক্ষেপে যজ্ঞ, ছায়াতে মৃত্যু, হাস্যে মায়া, লোমে ওষধিজাতি, নাড়ীতে নদী, নখে শিলা, বুদ্ধিতে ব্রহ্মা, দেব ও ঋষিগণ এবং ইন্দ্রিয় ও গাত্রে যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম প্রাণীকে দেখিতে পাইলেন। মহারাজ! অসুরেরা সর্ব্বাত্মা (ভগবানে) এই ভুবন নিরীক্ষণ করিয়া, সকলেই হতজ্ঞান হইল। সুনন্দপ্রভৃতি পার্ষদ ও লোকপালগণ অসহ্যতেজ সুদর্শন চক্র, মেঘের ন্যায় শব্দকারী শৃঙ্গনির্ম্মিত ধনু, প্রলয়জলদসদৃশ শব্দায়মান পাঞ্চজন্য শঙ্খ; বেগবতী কৌমোদকী গদা, বিদ্যাধর-নামক শতচন্দ্রক-শোভিত খড়্গ এবং অক্ষয়বাণপূরিত তূণযুগলের অধী-

শ্বর হরিকে স্তব করিতে লাগিলেন। রাজন্! বিশালবিক্রম হরি স্ফূর্ত্তিমৎ কিরীট, অঙ্গদ ও মকরকুণ্ডল, উৎকৃষ্ট রত্ন শ্রীবৎস, মেখলা ও বস্ত্র, এবং মধুব্রত-কুল-সেবিত বনমালা ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ভগবান্ এক পদ দ্বারা বলির পৃথিবী, শরীরের দ্বারা আকাশ, এবং বাহু-চতুষ্টয়ের দ্বারা দিঙ্মণ্ডল, আক্রমণ করিলেন। অনন্তর যখন দ্বিতীয় পদ বিস্তার করিলেন, তখন স্বর্গ যহা হউক যৎকিঞ্চিৎ হইল; কিন্তু তৃতীয় পদের নিমিত্ত কিছুই অবশিষ্ট রহিল না; কারণ, বিপুলবিক্রমের পদ ক্রমে ক্রমে অহঃ, জন এবং তপো-লোক অতিক্রম করিয়া সত্যলোকে উপস্থিত হইল।

বিশ্বরূপ-দর্শন-নামক-বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, নারায়ণের পদ সত্য লোকে উপস্থিত হইল, দেখিয়া ব্রহ্মা (বলির যজ্ঞস্থলে) আগমন করিলেন; পদনখরূপ চন্দ্রের কিরণে তদীয় আলয়ের আভা তিরো-হিত হইল; তিনি স্বয়ংও আচ্ছন্ন হইলেন। মরীচি প্রভৃতি ঋষি, এবং সনন্দাদি মহাব্রতচারী যোগিগণও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। বেদ, উপবেদ, নিয়ম, যম, তর্ক, ইতিহাস, অঙ্গ, পুরাণ, এবং সংহিতা সকল বিষ্ণুকে নমস্কার করিলেন। যোগরূপ বায়ু সংযোগ হেতু প্রদীপিত জ্ঞানাগ্নি দ্বারা যে সকল ব্যক্তির কর্ম্মমল দগ্ধ হইয়াছিল এবং, যে লোক কর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জন করা যায় না, বিষ্ণুস্মরণপ্রভাবেই যাঁহারা সেই

ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে বন্দনা করিলেন।

অনন্তর বিশুদ্ধকীর্ত্তি ব্রহ্মা বিষ্ণুর ঊর্দ্ধীকৃত চরণে প্রক্ষালন জল অর্পণ করত পূজা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। পদ্মযোনি স্বয়ং ঐ বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। রাজন্! বিধাতার কমণ্ডলুজল বিশালবিক্রমের পাদ-প্রক্ষালন হেতু পবিত্র হইয়া আকাশগঙ্গায় পরিণত হইল। ঐ জল অদ্যাপি ভগবানের বিমলা কীর্ত্তির ন্যায় আকাশতলে পতিত হইতে হইতে ত্রিলোক পবিত্র করিতেছে।

ক্রমে বিষ্ণু আপন বিস্তার সঙ্কোচ করিয়া পুনর্ব্বার বামনরূপ ধারণ করিলেন। তখন ব্রহ্মাপ্রভৃতি লোকনাথগণ অনুচরবর্গের সহিত নিজ নিজ নাথ বিষ্ণুকে পূজোপহার প্রদান করিলেন; জল, পূজাসামগ্রী, মাল্য, দিব্য চন্দন ও লেপন, সুগন্ধি ধূপ ও দীপ, লাজ, অক্ষত, এবং ফল অর্পণ করিলেন। স্তব করিলেন; বীর্য্য, নাম ও মহিমা উল্লেখ করিয়া জয়শব্দ উচ্চারণ করিলেন; নৃত্য করিলেন; গান করিলেন; বিবিধ বাদ্য করিলেন এবং শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি করিলেন। মনের ন্যায় বেগশালী ভল্লূকরাজ জাম্ববান্ ভেরীর শব্দে দিকে দিকে বিজয়-মহোৎসব ঘোষণা করিয়া দিলেন।

ত্রিপাদযাচ্ঞাচ্ছলে যজ্ঞদীক্ষিত অধিপতির পৃথিবী অপহৃত হইল, দেখিয়া অসুরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিল, এ না ব্রাহ্মণদিগের বন্ধু, মায়াবিশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু; ব্রাহ্মণরূপে গুপ্ত হইয়া দেবকার্য্য সাধন করিতে বাসনা করিতেছে? এই

শত্রু ব্রাহ্মণ-তনয়ের রূপ ধারণ করত যাচ্ঞা করিয়া আমাদিগের স্বামীর সর্ব্বস্ব হরণ করিল; স্বামী নিরন্তর সত্যব্রত পালন করেন; মিথ্যা বলিতে ইহাঁর শক্তি নাই; বিশেষতঃ এক্ষণে যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া অগ্নিতে দণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছেন। ইনি ব্রাহ্মণদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং দয়ালুও বটেন। অতএব এই শত্রুকে সংহার করিলে আমাদিগের ধর্ম্ম আছে; তদ্দ্বারা স্বামীর সেবা করাও হইবে।

রাজন্! এই বলিয়া বলির অনুচর অসুর সকল বামনকে সংহার করিবার নিমিত্ত শূল ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিল এবং, বলির ইচ্ছা না থাকিলেও, ক্রুদ্ধ হইয়া ধাবিত হইল। মহারাজ! তাহাদিগকে অভিমুখে ধাবমান হইতে দেখিয়া বিষ্ণুর অনুচরগণ ঈষৎ হাস্য করত অস্ত্র উত্তোলন করিয়া প্রতিষেধ করিলেন। অযুতনাগতুল্য বলশালী নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিষ্বক্সেন, পক্ষিরাজ গরুড়, জয়ন্ত, শ্রুতদেব ও ভক্ত সুদন্ত প্রভৃতি সকলে অসুরসেনা সংহার করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুর অনুচরগণ আপনার অনুচরদিগকে সংহার করিতেছেন দেখিয়া, বলি শুক্রাচার্য্যের শাপ স্মরণ করত ক্রুদ্ধ দৈত্যদিগকে নিবারণ করিলেন;—হে বিপ্রচিত্তে! হে রাহো! হে নেমে! আমার বাক্য শ্রবণ কর; যুদ্ধ করিও না; নিবৃত্ত হও; এই কাল আমাদিগের ইষ্টসাধক নহে। যিনি সর্ব্বপ্রাণীর সুখদুঃখোৎপাদনের কর্ত্তা, হে দৈত্যগণ! কোন ব্যক্তি পৌরুষ দ্বারা তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন না। পূর্ব্বে যে ভগবান্ আমাদিগের মঙ্গলদাতা এবং দেবতাদিগের অমঙ্গলপ্রদাতা

হইয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে বিপরীত হইয়াছেন। বল, মন্ত্রী, বুদ্ধি, দুর্গ, মন্ত্র, ওষধি কিংবা সামাদি উপায়; মনুষ্য ইহার কোনটি দ্বারাই কালকে জয় করিতে পারে না। তোমরা হরির এই অনুচরদিগকে অনেক বার জয় করিয়াছিলে। এক্ষণে ইহারা দৈববলে বৃদ্ধি পাইয়া আমাদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া গর্জ্জন করিতেছে। যদি দৈব অনুকূল হন, তাহা হইলে, আমরা পুনর্ব্বার ইহাদিগকে জয় করিতে পারিব; অতএব এই যে কাল আমাদিগের অমঙ্গল প্রসব করিতেছে, ইহার অন্ত পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! বিষ্ণুর পার্ষদেরা যে সকল দৈত্যদানবগণের যূথপতিদিগকে নিঃসারণ করিতেছিলেম; তাহারা স্বামীর বাক্য শ্রবণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। অনন্তর পক্ষিরাজ গরুড় প্রভুর অভিপ্রায়[১] জানিতে পারিয়া যজ্ঞীয় সোমলতাপান-দিবসে বরুণপাশ দ্বারা বলিকে বন্ধন করিলেন। ক্ষমতাশালী বিষ্ণু অসুরপতিকে বন্ধন করিলে পর, আকাশ ও অন্তরীক্ষের সর্ব্ব দিকেই মহান্ হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। রাজন্! ভগবান্ বামন শ্রীভ্রষ্ট, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, উদারযশাঃ, বরুণপাশবদ্ধ বলিকে কহিলেন, হে অসুর! তুমি আমাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিয়াছ; আমি দুই পদে সমস্ত পৃথিবী আক্রমণ করিয়াছি; তৃতীয় পদ নির্দ্দেশ কর। যত দূর পর্য্যন্ত এই সূর্য্য কিরণ দান করেন, যত দূর পর্য্যন্ত চন্দ্র তারাগণের

---

[১] ভগবান্ সর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক বলির মমতা হরণ করিয়া এবং দেহ স্বীকার করত অহঙ্কার ত্যাগ করাইয়া পরম অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। বলির সমান সত্যপ্রতিজ্ঞ বা ধীর আর কেহই নাই; এই যশঃ খ্যাপন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে, কিঞ্চিৎ কষ্ট দেওয়াও ভগবানের ইচ্ছা।

সহিত আলোক বিস্তার করেন এবং যত দূর পর্য্যন্ত মেঘ সকল বর্ষণ করে, এই ত তোমার তত দূর পর্য্যন্ত পৃথিবী। আমি এক পদ দ্বারা ভূলোক; শরীর দ্বারা আকাশ ও দিক্ এবং দ্বিতীয় পদ দ্বারা তোমার স্বর্গলোক অধিকার করিলাম। তুমি দর্শন করিলে, আমি আত্মদ্বারা তোমার সর্ব্বস্ব লইলাম। তুমি প্রতিশ্রুত দান করিতে পারিলে না; সুতরাং তোমার নরকে বাস হওয়া উচিত। অতএব গুরুর অনুমতি লইয়া নরকে প্রবেশ কর। যিনি ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে প্রতিশ্রুত দান না করেন, তাঁহার মনোরথ নিষ্ফল হয়। স্বর্গ তাঁহার অধিক দূরে থাকে। তিনি অধঃপতিত হইতে থাকেন। তুমি আপনাকে ধনী বলিয়া জ্ঞান; আমাকে "দিব" বলিয়া বঞ্চনা করিলে। অতএব ছলের ফলস্বরূপ কয়েক বৎসর নরক ভোগ কর।

বলির বন্ধন-নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ বলিকে এই রূপে নিগ্রহ করিলেন; এবং তাঁহাকে সত্য হইতে চলিত হইতে হইল; কিন্তু তাঁহার হৃদয় ভগ্ন হইল না। তিনি আকুল বচনে কহিলেন, হে পবিত্রকীর্ত্তে! হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি যে বাক্য উচ্চারণ করিয়াছি, আপনি মনে করিতেছেন, তাহা মিথ্যা। ঐ বাক্য সফল করিব। উহা বঞ্চনাবাক্য হইবে না।

আপনি নিজ পদ আমার মস্তকে স্থাপন করুন। সাধুবাদ-ভ্রংশ হইতে আমার যত ভয়, নরক, পদচ্যুতি, পাশবন্ধন, দুরত্যয় দুঃখ, অর্থকষ্ট বা আপনার নিগ্রহ হইতেও তত নহে। যোগ্যতম ব্যক্তি যে দণ্ড করেন, বোধ হয়, পুরুষের সে দণ্ড অতিশয় প্রশংসনীয়; কারণ মাতা, পিতা, ভ্রাতা কিম্বা সুহৃদ্, ইহাঁরা কেহই দণ্ড দান করেন না। আপনি আপনাকে অসুরদিগের শত্রুস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক আপনি আমাদিগের পরম গুরু। আমরা নিরতিশয় গর্ব্বে অন্ধ হইয়া ছিলাম; আপনি আমাদিগকে অধঃপতিত করিয়া চক্ষু দান করিলেন। অহো! একান্ত যোগিগণ যে সিদ্ধি লাভ করেন, যাঁহার সহিত শত্রুতা করিয়া অনেকানেক অসুরেরা সেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই ভূরিকর্ম্মা আপনি আমার নিগ্রহ এবং বরুণপাশ দ্বারা আমাকে বন্ধন করিলেন; অতএব ইহাতে লজ্জিত হইয়া আমি ব্যথিত হই নাই। আপনার (অনুগত) জনেরা আমার পিতামহ প্রহ্লাদের প্রশংসা করেন। তাঁহার সাধুবাদ প্রকাশিত রহিয়াছে। আপনার বিপক্ষ তদীয় পিতা (হিরণ্যকশিপু) তাঁহাকে আপনার শত্রু হইতে আজ্ঞা করেন; তথাপি তিনি আপনারই আশ্রয় লন। "দেহে প্রয়োজন কি; আয়ুর শেষ হইলে দেহ অবশ্যই (আমাকে) পরিত্যাগ করিবে? স্বজনেই বা আবশ্যক কি, তাহাদিগের নামমাত্র স্বজন, বাস্তবিক তাহারা দস্যু; ধন অপহরণ করিয়া থাকে? ভার্য্যা লইয়াই কি হইবে; ভার্য্যা সংসারের কারণ? গৃহেরই বা ফল কি; গৃহে থাকিয়া কেবল আয়ু ক্ষয় করা যাইতে পারে?" হে সত্তম! আমার অগাধবুদ্ধি

পিতামহ মহাশয় এইপ্রকার স্থির করিয়া, যদি ও আপনি তাঁহার আত্মীয়দিগকে সংহার করিতেন, তথাপি স্বজন হইতে ভীত হইয়া আপনারই চরণপদ্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন। উহা আশ্রয় করিলে আর ভ্রষ্ট হইতে এবং কোথা হইতেও ভয় পাইতে, হয় না। আপনি আমারও শত্রু বটেন; কিন্তু দৈব হঠাৎ আমার সৌভাগ্য হরণ করিয়া আমাকে আপনার নিকট উপস্থিত করিল। সৌভাগ্যে বুদ্ধি জড়ীভূত হওয়াতে, পুরুষ জানিতে পারে না, যে এই জীবন অনিশ্চিত; কৃতান্তের নিকটেই রহিয়াছে।

শুকদেব কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বলি এইরূপ কহিতেছেন, ইতিমধ্যে ভগবৎপ্রিয় প্রহ্লাদ সেই স্থানে আগমন করিলেন; বোধ হইল, যেন পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলেন। ইন্দ্রের অধিকার-হর্ত্তা বলি শ্রীযুক্ত, পদ্মসদৃশদীর্ঘলোচন, উন্নতকায়, পীতবাসা, শ্যামবর্ণ, আজানুলম্বিতবাহু, সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ নিজ পিতামহকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু পাশে বদ্ধ থাকাতে পূর্ব্বের ন্যায় পূজোপহার আনিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারিলেন না; কেবল মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহার লোচনযুগল অশ্রুজলে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সাধুদিগের পতি হরি সেই স্থানে উপবেশন করিয়া আছেন; সুনন্দ ও নন্দাদি অনুচরগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন; দেখিয়া মহামনাঃ প্রহ্লাদ নিকটে গমন করত পুলকে ও অশ্রুজলে ব্যাকুল হইয়া ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন।

প্রহ্লাদ কহিলেন, (ভগবন্ !) আপনিই ইহাকে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ইন্দ্রপদ প্রদান করিয়াছিলেন; তাহাতে ইহার সেই-রূপ শোভাই হইয়াছিল; এক্ষণে আবার আপনিই তাহা হরণ করিলেন। বোধ হইতেছে, আপনি শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন; শ্রী আত্মবিস্মৃতি উৎপাদন করে। যে শ্রীতে বিদ্বান্ এবং সংযত ব্যক্তিও মুগ্ধ হন, সেই শ্রী থাকিতে কোন্ ব্যক্তি যথার্থস্বরূপে আত্মার তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন? আপনি ইহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন; আপনাকে নমস্কার; আপনি জগদীশ্বর নারায়ণ; সর্ব্বলোকের সাক্ষী।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! পদ্মযোনি ভগবান্ মধুসূদনকে কহিলেন, প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, ব্রহ্মবাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বলির সাধ্বী পত্নী পতিকে পাশবদ্ধ দর্শন করত ভয়ে বিহ্বল হইয়া উপেন্দ্রকে নমস্কার করিলেন; এবং অঞ্জলি করত অধোমুখী হইয়া কহিলেন, হে ঈশ্বর! আপনি ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত এই জগৎত্রয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন; আপনা ভিন্ন যাঁহারা ইহাতে আপনাদিগকে কর্ত্তা বোধ করেন, তাঁহারা দুষ্টবুদ্ধি। আপনি এই ত্রিজগতের কর্ত্তা, পালক ও সংহর্ত্তা। "আমি স্বতন্ত্র" পুরুষকে এই কথাটীমাত্রও আপনি দান করেন। অতএব অন্য ব্যক্তি আপনাকে কি দান করিতে ইচ্ছা করিবেন; তাঁহার কি লজ্জা হইবে না।[১]

[১] বিন্ধ্যাবলির কথার তাৎপর্য্য এই; আমি লোকত্রয় দান করিয়াছি; তৃতীয় পদের নিমিত্ত দেহ দান করিয়া প্রতিজ্ঞা পূরণ করিব; বলি এই কথা বলিয়া দেহে আপনার অধিকারিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব ইনি নির্লজ্জ ও দুর্বুদ্ধি; কারণ, আপনি সর্ব্বব্যাপী স্বামী, অতএব আপনি কেবল কৃপা করিয়া এই মন্দ-বুদ্ধিকে মোচন করিয়া পালন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভূতভাবন! হে ভূতনাথ! হে দেব-দেব! হে জগন্ময়! আপনি ইহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন; এক্ষণে ইহাকে মুক্ত করুন। নিগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া ইহার উচিত হয় না। এ স্থির মনে আপনাকে সমস্ত পৃথিবী দান করিয়াছে; কর্ম্ম দ্বারা যে সকল লোক উপার্জ্জন করিয়াছিল; সে সকলও অর্পণ করিয়াছে; তদ্ভিন্ন আত্মা এবং সর্ব্বস্ব নিবেদন করি-য়াছে। যে কোন ব্যক্তি সরল বুদ্ধিতে যে পদে জলমাত্র দান, এবং দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারাও পূজা, করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে, এই ব্যক্তি (সেই পদে) অকুণ্ঠিত চিত্তে ত্রিলোকী দান করিয়া কেনই মনো ব্যথা পাইবে?

ভগবান্ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করি, তাঁহার অর্থ অপহরণ করিয়া থাকি। পুরুষ অর্থগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া লোককে এবং আমাকে অবজ্ঞা করে। জীবাত্মা আপন কর্ম্মহেতু পরাধীন হইয়া নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অব-শেষে যখন নরযোনি প্রাপ্ত হয়; তখন যদি জন্ম, কর্ম্ম, যৌবন, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য বা ধনাদিজন্য গর্ব্বিত না হন, তাহা হইলে জানিবেন, তাঁহার প্রতি আমার অনুগ্রহ হইয়াছে। অহো; জন্মাদি অভিমানরূপ অনম্রতার কারণ; চারি দিকে যাবতীয় মঙ্গলেরই ব্যাঘাত করে! আমার সেবকেরা এই সকল দ্বারা মোহিত হন না। এই দৈত্যকুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন (বলি) অজয়া মায়াকে জয় করিয়াছেন; কষ্ট পাইয়াও মুগ্ধ হন নাই। বিত্তহীন হইয়াছেন; স্থানচ্যুত হইয়া ক্ষিপ্ত হইয়াছেন; শত্রু-কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়াছেন; জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়াছেন; (মদ্দত্ত) যাতনা ভোগ করিয়াছেন; গুরুকর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও

অভিশপ্ত হইয়াছেন; সত্যব্রত তথাপি সত্য পরিত্যাগ করেন নাই। আমি ছলে ধর্ম্ম কহিয়াছি; ইনি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব ইনি সত্যবাদী। যে স্থান দেবতাদিগেরও দুষ্প্রাপ্য, আমি ইহাঁকে সেই স্থান দান করিয়াছি। ইনি সাবর্ণি-মন্বন্তরের ইন্দ্র হইবেন। যত দিন ঐ মন্বন্তর না আসিতেছে, তত দিন বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত সুতলে বাস করুন। আমার দৃষ্টি থাকাতে, আধি, ব্যাধি, শ্রান্তি, তন্দ্রা, পরাভব, এবং ভৌতিক উৎপাত সকল সুতলবাসীদিগের প্রতি প্রভুতা প্রকাশ করিতে পারে না। অহে, ইন্দ্রের অধিকার-হারিন্, মহারাজ! জ্ঞাতি-গণের সহিত দেবগণের প্রার্থনীয় সুতলে গমন কর; তোমার মঙ্গল হউক; অন্যের কথা দূরে থাকুক্, লোকপালগণও তোমায় পরাজয় করিতে পারিবে না। যে সকল দৈত্য তোমার আজ্ঞা অতিক্রম করিবে, আমার চক্র তাহাদিগকে ছেদন করিবে। আমি তোমাকে অনুচর ও পরিচ্ছদের সহিত সর্ব্ব স্থান হইতে রক্ষা করিব। হে বীর! তুমি দেখিতে পাইবে, আমি সেই স্থানে সর্ব্বদাই উপস্থিত রহিয়াছি। দানব ও দৈত্যদিগের সাহচর্য্য হেতু তোমার যে আসুর স্বভাব উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্থানে আমার প্রভাব দেখিয়া তোমার ঐ স্বভাব তৎক্ষণাৎ কুণ্ঠিত হইয়া নষ্ট হইবে।

বলির বন্ধনমোচন-নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, পুরাতন পুরুষ এই কথা কহিলে পর, যাবতীয় সাধু জনের প্রশংসনীয় মহানুভাব বলি ভক্তিবশতঃ ব্যগ্র হইয়া অঞ্জলি রচনা করত গদ্‌গদ বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন। আনন্দাশ্রুধারায় (অসুররাজের) অক্ষিযুগল আকুল হইয়া উঠিল।

বলি কহিলেন, অহো; প্রণাম করিবার নিমিত্ত যে উদ্যম করা যায়, কেবল সেই উদ্যমই আপনার প্রপন্ন ভক্ত জনের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। আপনার যে অনুগ্রহ পূর্ব্বে লোকপাল দেবতারাও প্রাপ্ত হন নাই, অদ্য প্রণামোদ্যমে সেই অনুগ্রহ নিকৃষ্ট অসুরকে অর্পণ করিল।

শুকদেব কহিলেন, বন্ধনমুক্ত বলি এই কথা কহিয়া, অবশেষে ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও হরিকে নমস্কার করিয়া প্রীতমনে অসুরগণের সহিত সুতলে প্রবেশ করিলেন।

ভগবান্ এই রূপে ইন্দ্রকে স্বর্গ প্রত্যর্পণ করত অদিতির অভিলাষ পূর্ণ করিয়া সমস্ত জগৎ পালন করিয়াছিলেন।

বংশধর বলি প্রসাদ লাভ করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন, দেখিয়া ভক্তিপ্রবণ প্রহ্লাদ কহিলেন, বিশ্ব যাঁহাদিগকে বন্দনা করেন, তাঁহারা আপনার চরণ বন্দন করেন; এতাদৃশ আপনি যে অসুরদিগের দুর্গরক্ষক হইলেন, অন্যের কথা দূরে থাকুক, এ প্রসাদ কি ব্রহ্মা, কি লক্ষ্মী, কি মহাদেব, কেহই

লাভ করিতে পারেন না। হে শরণপ্রদ! ব্রহ্মা প্রভৃতি যাঁহার পাদপদ্মের মকরন্দ সেবা করিয়া বিভূতি ভোগ করেন, আমরা কিরূপে সেই আপনার দাক্ষিণ্যদৃষ্টির পথবর্ত্তী হইলাম; আমরা ত দুর্ব্বৃত্ত; খলযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আপনি সর্ব্বজ্ঞ; অপরিমিত যোগমায়ার লীলা দ্বারা ভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব আপনি সকলের আত্মা ও সমদর্শী। আর, কল্পতরুর ন্যায় আপনি সকলেরই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। তথাপি ভক্তের প্রতি আপনার পক্ষপাত আছে। আপনার এই বিষম স্বভাব অতি বিচিত্র।

ভগবান্ কহিলেন, বৎস প্রহ্লাদ! সুতলে গমন কর; তোমার মঙ্গল হউক্। আপন পৌত্রের সহিত আনন্দে কাল যাপন করত জ্ঞাতিগণের সুখ সাধন কর। দেখিতে পাইবে, আমি গদা হস্তে করিয়া সুতলে অবস্থিতি করিতেছি। আমাকে দেখিয়া যে আহ্লাদ জন্মিবে, তদ্দ্বারা তোমার কর্ম্মবন্ধন দগ্ধ হইয়া যাইবে।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! যাবতীয় অসুরের সেনাপতি, নির্ম্মলপ্রজ্ঞ, প্রহ্লাদ বলির সহিত অঞ্জলি বিরচনপূর্ব্বক "যে আজ্ঞা" বলিয়া ভগবানের আজ্ঞা মস্তকে গ্রহণ করত প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া মহাগর্ত্তে প্রবেশ করিলেন।

রাজন্! শুক্রাচার্য্য ব্রহ্মবাদীদিগের সভাস্থলে পুরোহিতগণের মধ্যে নিকটে উপবেশন করিয়াছিলেন। বলি পাতালে প্রবেশ করিলে পর, হরি তাঁহাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! যজ্ঞকারী শিষ্যের যে কিছু যজ্ঞছিদ্র জন্মিয়াছে, আপনি তাহা

অচ্ছিদ্র করুন। কর্ম্মে যে ছিদ্র জন্মিয়া থাকে, ব্রাহ্মণ কেবল দর্শন করিলেই, তাহা অচ্ছিদ্র হয়।

শুক্রাচার্য্য কহিলেন, আপনি যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞপুরুষ, ঈশ্বর। যিনি আপনাকে যাবতীয় বস্তু দান করিয়া পূজা করিলেন, তাঁহার কর্ম্মচ্ছিদ্র হইবার সম্ভাবনা কি? স্বরাদিভ্রংশ হইতে, ক্রমের বৈপরীত্য হইতে, দেশ হইতে, কাল হইতে, পাত্র হইতে এবং (দক্ষিণাদি) বস্তু হইতে যে কোন ছিদ্র উৎপন্ন হয়, আপনার গুণানুকীর্ত্তন সে সমুদায়ই অচ্ছিদ্র করে। তথাপি, হে ভূমন্! আপনি আজ্ঞা করিতেছেন, অতএব আপনার আজ্ঞা পালন করি। আপনার আজ্ঞা পালন করাই পুরুষের পরম মঙ্গল।

ভগবান্ শুক্রাচার্য্য হরির এই আজ্ঞা সম্পাদন করিতে স্বীকার করিয়া, বলির যে যজ্ঞচ্ছিদ্র জন্মিয়াছিল, বিপ্রর্ষিগণের সহিত তাহা অচ্ছিদ্র করিলেন।

মহারাজ! বামনরূপী হরি বলির নিকট এই রূপে পৃথিবী ভিক্ষা করিয়া, শত্রুগণ যাঁহার স্বর্গ অপহরণ করিয়াছিল, সেই ভ্রাতা ইন্দ্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা, দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, মনুগণ, দক্ষ ভৃগু ও অঙ্গিরা প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, সনৎকুমার ও মহাদেব; সকলে মিলিয়া কশ্যপ ও অদিতির আনন্দোৎ-পাদন এবং সর্ব্ব ভূতের মঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত বামনকে লোক ও লোকপালগণের অধিপতি করিয়া দিলেন;— যাবতীয় প্রাণীর সমৃদ্ধি-বর্দ্ধনের নিমিত্ত পালনদক্ষ উপেন্দ্রকে বেদের, দেবতাগণের, ধর্ম্মের, কীর্ত্তির, সম্পত্তির, মঙ্গলের, ব্রতের

এবং স্বর্গের ও মোক্ষের পালনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। রাজন্! সেই সময় সমস্ত প্রাণী নিরতিশয় আনন্দিত হইল।

অনন্তর ইন্দ্র ব্রহ্মার অনুমতি পাইয়া লোকপালগণে পরিবৃত হইয়া বিমানারোহণে বামনকে অগ্রে অগ্রে করিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। পুরন্দর ত্রিভুবন লাভ করিয়া উপেন্দ্রের ভুজবলে রক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ভয় দূর হইল। অতএব উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধির অধিপতি হইয়া আনন্দ অনুভব করিতে থাকিলেন।

মহারাজ! ব্রহ্মা, শিব, সনৎকুমার, ভৃগুপ্রভৃতি মুনিগণ, এবং সিদ্ধ ও বৈমানিকগণ, সকলে হরির পরমাদ্ভুত, সুমহৎ কার্য্য গান করিতে করিতে আপন আপন স্থানে গমন করিলেন; অদিতিরও প্রশংসা করিলেন।

হে কুলনন্দন! আমি তোমার নিকট বিশালবীর্য্য ভগবানের এই চরিত্র এই বর্ণন করিলাম; ইহা শ্রোতাদিগের পাপ নাশ করে। যে মর্ত্ত্য বিশালবীর্য্য ভগবানের যাবতীয় মহিমা উল্লেখ করিতে অভিলাষী হন, তিনি পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করিতে পারেন। মন্ত্রদর্শী ঋষি (বশিষ্ঠ) কহিয়াছেন, এরূপ কি কোন মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বা করিবেন, যিনি পূর্ণ পুরুষের মহিমার পার গমন করিতে সমর্থ হন? যিনি অদ্ভুতকর্ম্মা দেবদেব হরির এই অবতার-চরিত শ্রবণ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। দৈব, পিত্র্য বা মানুষিক কর্ম্ম করিবার সময় যদি এই চরিত কীর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়।

বামন-চরিত-সমাপ্ত-নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমরা অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবানের মায়া-মৎস্যাবতার-বিষয়িণী আদি কথা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। লোকে মৎস্যরূপ ঘৃণাকর এবং তমোগুণ-জন্য বলিয়া দুঃসহ। ঈশ্বর কর্ম্মগ্রস্ত জীবের ন্যায় কি কারণে এতাদৃশ মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন? ভগবন্! আপনি ঐ কারণ যথাবৎ বর্ণন করুন। পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের চরিত্র সকল লোকেরই সুখোৎপাদন করে।

সূত বলিলেন, বিষ্ণুভক্ত পরীক্ষিৎ এই কথা কহিলে পর বেদব্যাসতনয়, ভগবান্ মৎস্যরূপে যাহা আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শুকদেব কহিলেন, ঈশ্বর গো, বিপ্র, দেবতা, সাধু, ধর্ম্ম এবং অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্ত দেহ ধারণ করেন। তিনি বুদ্ধির গুণযোগে, বায়ুর ন্যায়, যাবতীয় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ভূতে ভ্রমণ করেন; কিন্তু তজ্জন্য স্বয়ং নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট হন না; কারণ, তাঁহার গুণ নাই।

রাজন্! অতীত কল্পের শেষে ব্রহ্মা নিদ্রা যান। সেই জন্য প্রলয় উপস্থিত হয়। সেই প্রলয়কালে ভূরাদি যাবতীয় লোক সমুদ্রজলে প্লাবিত হয়। কালবশে বিধাতা নিদ্রিত হইয়া শয়ন করিলে পর, বেদ সকল তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া নিকটে পতিত হইল; হয়গ্রীব সেই সকল বেদ হরণ করিল। ভগবান্ ঈশ্বর হরি দানবেন্দ্র হয়গ্রীবের সেই

চেষ্টিত জানিতে পারিয়া শফরীরূপ ধারণ করিলেন। ঐ সময় সত্যব্রত নামে কোন এক নারায়ণ-পরায়ণ মহর্ষি জলে উপ-বেশন করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। এই সত্যব্রতই এই কল্পে বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত হইয়া হরি কর্ত্তৃক মনুর পদে স্থাপিত হইয়াছেন।

সত্যব্রত এক দিন কৃতমালা নদীতে জলতর্পণ করিতেছেন; ইতিমধ্যে তাঁহার অঞ্জলিতে একটী শফরী উত্থিত হইল। হে ভরতনন্দন! দ্রবিড়েশ্বর সত্যব্রত অঞ্জলিস্থিতা শফরীকে জলের সহিত নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। শফরী সেই পরম-কারুণিক রাজাকে করুণা করিয়া কহিল, হে দীনবৎসল! আমি দুর্ব্বল; আমাদিগের জ্ঞাতিঘাতী মকরকুম্ভীরাদি হইতে ভয় পাইয়াছি; তথাপি আপনি আমাকে এই নদীজলে নিক্ষেপ করিতেছেন কেন?

সত্যব্রতেরই প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত নারা-য়ণ মৎস্যদেহ ধারণ করিয়াছেন; কিন্তু সত্যব্রত তাহা জানি-তেন না; অতএব শফরীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মনোযোগী হইলেন। দয়ালু রাজা তাহার অতিকাতর বাক্য শ্রবণ করত তাহাকে কলসের জলে স্থাপন করিয়া আশ্রমে লইয়া গেলেন।

শফরী এক রাত্রিতেই সেই কলসমধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল এবং আপন শরীরের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত স্থান না পাইয়া রাজাকে কহিল, আমি এই কলসমধ্যে সচ্ছন্দে বাস করিতে পারিব, এরূপ বোধ হইতেছে না; অতএব এক যথেষ্ট-বিস্তৃত স্থান নির্দ্দেশ করুন; যাহাতে আমি সুখে বাস করিতে পারি।

রাজা তাহাকে এই কলস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মণিকচ্ছ-১ জলে নিক্ষেপ করিলেন। সে তাহাতে মুহূর্ত্তমধ্যেই তিন হস্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল; (এবং কহিল,) রাজন্! এই মণিকচ্ছ-জল এরূপ পর্য্যাপ্ত নহে যে, আমি ইহাতে সুখে বাস করিতে পারি। অতএব আমাকে বিস্তৃত স্থান দান করুন; কারণ, আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি।

রাজন্! সেই মহীপতি সত্যব্রত মণিকচ্ছ হইতে তাহাকে গ্রহণ করিয়া সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। শফরী আপন দেহদ্বারা সেই সরোবর ব্যাপিয়া মহামৎস্যাকারে বর্দ্ধিত হইল; (এবং কহিল,) রাজন্! আমি সলিলবাসী; (কিন্তু) এই সরোবরসলিল আমায় সুখ দান করিতে পারিতেছে না। আপনি আমাকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছেন; অতএব আমাকে এরূপ কোন এক হ্রদে নিক্ষেপ করুন, যাহার জল শেষ না হয়।

শফরী এই কথা কহিলে পর, সত্যব্রত তাহাকে লইয়া এক এক করিয়া যাবতীয় অক্ষয়জল জলাশয়ে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সে এক এক করিয়া সমুদায়ই ব্যাপ্ত করিল। রাজা অবশেষে সেই মৎস্যকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত লইয়া গেলেন।

নৃপতি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন; এমত সময় শফরী কহিল, বীর! অধিক-বলশালী মৎস্যসকল আমাকে ভক্ষণ করিবে; অতএব এই সাগরজলে আমাকে নিক্ষেপ করা আপনার উচিত হয় না।

মধুরভাষী মৎস্য কর্ত্তৃক এইরূপে মোহিত হইয়া সত্যব্রত

---

১ জালা।

তাঁহাকে কহিলেন, আপনি কে! মৎস্যরূপে আমাদিগকে মোহিত করিতেছেন? আমরা এরূপ বীর্য্যশালী জলচর দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। আপনি এক দিনে শতযোজন-বিস্তৃত সরোবর ব্যাপ্ত করিলেন! আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান্, নারায়ণ, হরি; ভুতগণের মঙ্গল করিবার নিমিত্ত জলচররূপ ধারণ করিয়াছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনাকে নমস্কার; বিভো! আপনি স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়ের কর্ত্তা; আর, মাদৃশ বিপদ্‌গ্রস্ত ভক্ত জনের মুখ্য, আত্মা এবং আশ্রয়। আপনি লীলাচ্ছলে যে যে অবতার স্বীকার করেন, সে সমুদায়ই প্রাণিগণের সমৃদ্ধির কারণ। যে উদ্দেশে এই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। হে পদ্ম-লোচন! আপনি সকলের সুহৃৎ ও প্রিয় আত্মা; অতএব দেহাদিতে অভিমানবিশিষ্ট ইতর জনের চরণ-সেবার ন্যায় আপনার চরণসেবা ব্যর্থ হয় না; কারণ, আপনি আমাদিগকে এই অদ্ভুত শরীর প্রদর্শন করিলেন।

রাজা সত্যব্রত এই কথা কহিলে পর, যুগের অবসানে প্রলয়-সাগরে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত মৎস্যরূপধারী, ভক্ত-জনপ্রিয় জগৎপতি তাঁহার নিকটে আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন।

ভগবান্ কহিলেন, হে অরিন্দম! অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে ভূর্ভুবপ্রভৃতি ত্রৈলোক্য প্রলয়-জলধি-জলে নিমগ্ন হইবে। ত্রৈলোক্য প্রলয়জলে মগ্ন হইতে থাকিলে, আমি সেই সময় এক নৌকা প্রেরণ করিব; ঐ বিশালা নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। তুমি যাবতীয় ওষধি, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বীজ

এবং সমুদায় প্রাণী লইয়া সপ্তর্ষিগণের সহিত মহতী নৌকায় আরোহণ করিয়া ঋষিদিগেরই ব্রহ্মতেজোবলে আলোকহীন একমাত্র সাগরে সুস্থিরচিত্তে ভ্রমণ করিবে। যখন প্রচণ্ড বায়ু নৌকাকে আন্দোলিত করিবে, তখন আমি উপস্থিত হইব। তুমি মহাসর্প দ্বারা ঐ নৌকা আমার শৃঙ্গে বন্ধন করিবে। প্রভো! আমি ঋষিগণের এবং তোমার সহিত নৌকা আকর্ষণ করিয়া, যত কাল ব্রহ্মার নিশা শেষ না হয়, তত কাল সমুদ্রে বিচরণ করিব। "পরব্রহ্ম" এই নামে আমার যে মহিমা আছে, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে পর, আমি প্রসাদস্বরূপে ঐ মহিমা তোমার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া দিব; তুমি জানিতে পারিবে।

হরি রাজাকে এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজা, হরি যত দিন আজ্ঞা করিয়া গেলেন, তত দিন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। পূর্ব্বাগ্র করিয়া কুশা বিস্তার পূর্ব্বক পূর্ব্বোত্তরমুখে উপবেশন করত মৎস্যরূপী হরির পাদযুগল চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দৃষ্ট হইল, সমুদ্র ধারাবর্ষী মহামেঘ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়া বেলা অতিক্রম করত সর্ব্বদিকে পৃথিবী প্লাবিত করিল। ভগবান্ যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সত্যব্রত সেইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, এক নৌকা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা যাবতীয় ওষধি এবং লতা লইয়া ঋষিগণের সহিত ঐ নৌকায় আরোহণ করিলেন। মুনিগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, রাজন্! কেশবকে চিন্তা কর; তিনিই আমাদিগকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার এবং আমাদিগের মঙ্গল সাধন, করিবেন।

অনন্তর রাজা চিন্তা করিলে, মহাসাগরমধ্যে এক-শৃঙ্গধারী, অযুত-যোজনবিস্তৃত এক স্বর্ণময় মৎস্য আবির্ভূত হইলেন। নৃপতি সন্তুষ্ট হইয়া, হরি পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়া গিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ মৎস্যের শৃঙ্গে সর্পডোর দ্বারা নৌকা বন্ধন করিয়া, মধুসূদনের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজা কহিলেন, অনাদ্যা অবিদ্যায় যাঁহাদিগের আত্ম-জ্ঞান আচ্ছন্ন রহিয়াছে; সুতরাং অবিদ্যামূল সংসারপরিশ্রমে ক্লিষ্ট হইতেছেন; তাঁহারা এই সংসারে যাঁহার অনুগ্রহ হেতুকই আশ্রয় পাইয়া, যাঁহাকে প্রাপ্ত হন; আর, নিজ নিজ কর্ম্মে বদ্ধ এই যে অবোধ জনসমূহ কষ্ট লইয়া কর্ম্ম করিতেছে, ইহাঁরা যাঁহার সেবা করিয়া সুখেচ্ছা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, সেই সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ আপনি পরম গুরু হইয়া আমাদিগের হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করুন। যেরূপ রৌপ্য অগ্নি-সংস্পর্শে মল ত্যাগ এবং স্বকীয় বর্ণ লাভ, করে; সেইরূপ পুরুষ যাঁহার সেবা করিয়া আত্মার মলস্বরূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ এবং স্বরূপ উপার্জ্জন করে, সেই ঈশ্বর আপনি আমাদিগের গুরু হউন; কারণ, আপনি আমাদিগের গুরুর গুরু। অন্যান্য দেব ও গুরুজন সকলে একত্রিত হইয়া পুরুষকে যাঁহার প্রসাদের অযুত ভাগের লেষমাত্রও প্রদান করিতে সমর্থ হন না, আপনি সেই ঈশ্বর; আপনার শরণ লইলাম। অন্ধকে অন্ধের পথপ্রদর্শক করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তি অজ্ঞজনের গুরু হইয়া থাকে। কিন্তু আপনার জ্ঞান সূর্য্যপ্রকাশের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশমান; সুতরাং আপনি যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক; আমরা আত্মগতি জানিতে

ইচ্ছুক হইয়াছি; অতএব আপনাকে গুরু বরণ করিলাম। মনুষ্য মনুষ্যকে যে গতি উপদেশ করে, সে দূষিত। শিষ্য তদ্দ্বারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। কিন্তু আপনি অব্যয় জ্ঞান উপদেশ করেন; লোক সেই জ্ঞানযোগে নিশ্চয়ই নিজপদ লাভ করে। আপনি সর্ব্বলোকের মিত্র, প্রিয়, ঈশ্বর, আত্মা, গুরু, জ্ঞানএবং অভীপ্সিত সিদ্ধি; হৃদয়ে বাস করিতেছেন; কিন্তু লোকের বুদ্ধি অন্য দিকে প্রবণ; বিষয়াভিলাষ তাহা-দিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে; সুতরাং তাহারা আপনাকে জানিতে পারিতেছে না। আমি জ্ঞানলাভের নিমিত্ত তাদৃশ দেববর, বরেণ্য, ঈশ্বর আপনার শরণাগত হইলাম। ভগবন্! পরমার্থ-প্রকাশক বাক্য দ্বারা হৃদয়সম্ভূত গ্রন্থি (অহঙ্কারাদি) সকল ছেদন করুন। কোন্ পদ আমার আপনার, তাহাও উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক্।

শুকদেব কহিলেন, রাজা এই কথা কহিলে পর, আদিপুরুষ ভগবান্ মহাসাগরসলিলে মৎস্যরূপে বিহার করিতে করিতে রাজর্ষি সত্যব্রতকে তত্ত্ব কহিলেন। সাংখ্যযোগ ও ক্রিয়া-সমন্বিত দিব্য পুরাণসংহিতা[১] ব্যাখ্যা করিলেন; আত্মজ্ঞানও অশেষ প্রকারে উপদেশ করিলেন। নৃপতি ঋষিগণের সহিত নৌকাতে উপবেশন করিয়া ভগবানের মুখে সংশয়-হীন আত্মতত্ত্ব এবং সনাতন বেদ শ্রবণ করিলেন।

অনন্তর অতীত প্রলয়ের অবসান হইলে ব্রহ্মা গাত্রো-ত্থান করিলে পর, সেই হরি অসুর হয়গ্রীবকে সংহার করিয়া তাঁহাকে বেদ প্রত্যর্পণ করিলেন।

১ মৎস্যপুরাণ।

রাজা সত্যব্রত জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিষ্ণুর প্রসাদে এই কল্পে বৈবস্বত মনু হইয়াছিলেন।

যে ব্যক্তি রাজর্ষি সত্যব্রত এবং মায়ামৎস্যরূপী শার্ঙ্গ-ধন্বার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবেন, তিনিসমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

যে মনুষ্য প্রতিদিন হরির এই অবতার কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সমুদায় সংকল্প সিদ্ধ হয়; এবং তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মার শক্তি নিদ্রিত হইলে দানব তাঁহার মুখ হইতে বেদ হরণ করিয়া প্রস্থান করিলে পর, যিনি তাহাকে সংহার করত বেদ উদ্ধার করিয়া সত্যব্রত ও ঋষিদিগকে সনাতন বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন, আমি সেই অখিলকারণ, মায়া-মৎস্যকে নমস্কার করি।

মৎস্য-চরিত-কথন-নামক চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে

অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত।
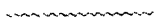
শ্রীমদ্ভাগবত।

নবম স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন, আপনি সমুদায় মন্বন্তর এবং সেই সকল মন্বন্তরে হরি যে বীর্য্য প্রকাশ ও কর্ম্ম, করিয়াছেন, বা করিবেন, আপনি কহিলেন; আমরা শ্রবণ করিলাম। সত্যব্রত নামে যে দ্রবিড়েশ্বর রাজর্ষি অতীত কল্পের শেষে নারায়ণের সেবা করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন; তিনিই বিবস্বানের পুত্র মনু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; আপনার মুখে ইহাও শুনিতে পাইলাম। লোকে কহিয়া থাকে, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজগণ ঐ সত্যব্রতের পুত্র। ব্রহ্মন্! আপনি তাঁহাদিগের বংশ ও চরিত্র পৃথক্ পৃথক্ বর্ণন করুন। হে মহাভাগ! আমরা নিরন্তর শ্রবণ করিতে অভিলাষী রহিয়াছি। যে সকল পুণ্যশ্লোকেরা হইয়া গিয়াছেন, হইবেন, বা বর্ত্তমান রহিয়াছেন, আপনি আমাদিগের নিকট তাঁহাদিগের সকলেরই বিক্রম কীর্ত্তন করুন।

সূত বলিলেন ব্রহ্মবাদী (ঋষিগণের) সভাস্থলে রাজা পরী-

ক্ষিৎ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর পরম-ধর্ম্ম-বেত্তা ভগবান্ শুক তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন।

শুক কহিলেন, হে শক্রতাপন! মানববংশ অনেকাংশে উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। বিস্তারপূর্ব্বক মানববংশ শত বৎসরেও বলিয়া উঠা দুঃসাধ্য। যে পরম পুরুষ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট যাবতীয় প্রাণীর আত্মা; কল্পের শেষে তিনিই এক-মাত্র ছিলেন; এই বিশ্বের অন্য কোন পদার্থই ছিল না। সেই পুরুষের নাভি হইতে একটি হিরণ্ময় পদ্মকোষ উদ্ভূত হয়; মহারাজ! চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সেই কোষে জন্মগ্রহণ করেন। মরীচি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হন। কশ্যপ মরীচি হইতে জন্ম লাভ করেন। কশ্যপের ঔরসে দক্ষনন্দিনী অদিতির গর্ব্ভে বিব-স্বান্ পুত্র জন্মেন। ভারত! শ্রাদ্ধদেব মনু বিবস্বানের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ব্ভে উৎপন্ন হন। ক্ষমতাশালী আত্মবান্ সেই শ্রাদ্ধ-দেব শ্রদ্ধার গর্ব্ভে দশ পুত্র উৎপাদন করেন;—ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্য্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষ, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ ও কবি।

ইতিপূর্ব্বে মনু যখন অপুত্র ছিলেন, তখন ক্ষমতাসম্পন্ন ভগবান্ বশিষ্ঠ পুত্রের নিমিত্ত মিত্রাবরুণের উদ্দেশে যাগ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে মনুর পত্নী শ্রদ্ধা পয়ো-ব্রত আচরণ করিয়া আগমন করত প্রণতিপূর্ব্বক হোতার নিকট কন্যা প্রার্থনা করেন। হোতা ঘৃত গ্রহণ করিলে পর "হোম কর" "যাগ কর" এই বলিয়া অধ্বর্য্যু আজ্ঞা করাতে, ব্রাহ্মণ মুখে বষট্কার উচ্চারণ করিয়া রাজ্ঞীর প্রার্থিত চিন্তা করিতে করিতে হোম করেন। হোতার এই ব্যভিচারে এক কন্যা জন্মেন; তাঁহার নাম ইলা।

মনু ঐ কন্যাকে দর্শন করত দুঃখিত হইয়া গুরুকে কহেন, ভগবন্! এ কি ঘটিল? আপনারা ব্রহ্মবাদী; আপনাদিগেরও কর্ম্ম বিপরীত হইল! অহো; কি কষ্ট! মন্ত্রের যেন এরূপ অন্যথা না ঘটে! আপনারা ব্রহ্মবাদী; তপস্যাযোগে আপনাদিগের পাপ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে; আপনারা নিযুক্ত হইয়াছেন; তথাপি, দেবগণের মধ্যে মিথ্যার প্রসরের ন্যায়, এই অভীষ্টের বৈফল্য কোথা হইতে উৎপন্ন হইল!

ভগবান্ বশিষ্ঠ তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া, হোতার ব্যতিক্রম বুঝিতে পারিয়া, রবিনন্দনকে কহেন, তোমার ব্যতিক্রম হেতু এই অভীষ্ট-বৈফল্য ঘটিয়াছে; তথাপি আমি আপন তেজোদ্বারা তোমাকে সৎপুত্রের পিতা করিব।

রাজন্! মহাযশাঃ এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়া ইলাকে পুরুষ করিবার বাসনায় ভগবান্ আদি পুরুষের স্তব করেন। ভগবান্ ঈশ্বর হরি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর দান করেন। তাহাতে ইলা সুদ্যুম্ন নামে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হন।

রাজন্! সুদ্যুম্ন একদিন কবচ পরিধান এবং মনোহর ধনুক ও অদ্ভুত বাণ গ্রহণ করত কতিপয় অমাত্যের সমভিব্যাহারে সিন্ধুদেশ-সম্ভূত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বনমধ্যে* মৃগয়া করিতে করিতে মৃগগণের অনুসরণক্রমে উত্তর দিকে গমন করিলেন এবং সুমেরুর পাদদেশস্থিত মনোহর অটবীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভগবান্ শিব ঐ অটবীতে বাস করত উমার সহিত বিহার করেন।

মহারাজ! এই শত্রুঘাতী সুদ্যুম্ন প্রবেশ করিবামাত্র

দেখিতে পাইলেন, তিনি স্ত্রী হইয়াছেন এবং তাঁহার ঘোটক ঘোটকী হইয়াছে। তাঁহার অনুচরেরাও আপন আপন লিঙ্গের বৈপরীত্য দর্শন করিয়া সকলেই ভগ্নমনা হইলেন; এবং পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই প্রদেশের এরূপ গুণ কেন? কেই বা এই প্রদেশকে এরূপ গুণ দান করিল? আপনি এই প্রশ্নের উত্তর করুন; আমাদিগের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।

শুকদেব কহিলেন, সুব্রত দেবর্ষিগণ এক দিন গিরিশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন; তাঁহাদিগের তেজে দিঙ্মণ্ডলের তিমির নষ্ট এবং অন্য বস্তুর প্রভা তিরোহিত হইল। (তৎকালে) অম্বিকা দেবী উলঙ্গ ছিলেন; ঋষিদিগকে উপস্থিত হইতে দর্শন করত অতিশয় লজ্জিত হইয়া স্বামীর ক্রোড় হইতে উৎথান করিয়া শীঘ্র নীবী বন্ধন করিলেন। ঋষিগণও ক্রীড়াসক্ত হরপার্ব্বতীর বিহারাভিনিবেশ বুঝিতে পারিয়া, নিবৃত্ত হইয়া, নরনারায়ণের আশ্রমে গমন করিলেন। ভগবান্ (বৃষভবাহন) প্রিয়ার প্রিয়সাধন করিবার নিমিত্ত এই কথা কহিলেন, যে কেহ এই স্থানে প্রবেশ করিবেন, তিনিই স্ত্রী হইবেন। সেই অবধি পুরুষেরা এই বনে প্রবেশ করেন না।

(যাহা হউক্) সুদ্যুম্ন অনুচরীগণের সহিত এক বন হইতে অন্য বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক দিন বুধ সেই বরাঙ্গনাকে স্ত্রীগণের সহিত আশ্রমসমীপে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অভিলাষী হইলেন। সেই সুভ্রুও চন্দ্রতনয়কে

পতি করিতে বাসনা করিলেন। বুধ তাঁহার গর্ভে পুরূরবা নামে পুত্র উৎপাদন করিলেন।

রাজন্! শুনিয়াছি মনুনন্দন সুদ্যুম্ন এইপ্রকারে স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া কুলাচার্য্য বশিষ্ঠকে স্মরণ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ সুদ্যুম্নের সেই দশা দর্শন করত সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে পুরুষ করিতে ইচ্ছা করিয়া শঙ্করের আরাধনা করেন। ভগবান্ তুষ্ট হইয়া ঋষির অভীষ্টসাধন, অথচ আপন বাক্যের যাথার্থ্য-রক্ষা, করিয়া কহেন, তোমার গোত্রজ সেই রাজা এক মাস পুরুষ, আর, এক মাস স্ত্রী থাকিবেন। তিনি এই ব্যবস্থানুসারে পৃথিবী শাসন করুন।

রাজা সুদ্যুম্ন আচার্য্যের অনুগ্রহে পূর্ব্বোক্ত-ব্যবস্থানুসারে পুরুষত্ব লাভ করিয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রজারা তাঁহাকে অভিনন্দন করে নাই।[১]

রাজন্! উৎকল, গয় ও বিমল নামে সুদ্যুম্নের তিন পুত্র জন্মে। উহাঁরা ধর্ম্মবৎসল; দক্ষিণাপথের রাজা হন।

অনন্তর কাল পরিণত হইলে ক্ষিতিপতি সদ্যুম্ন পুরূরবাকে পৃথিবী দান করিয়া বনে গমন করেন।

ইলার উপাখ্যাননামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ কারণ, স্ত্রীত্বহেতু লজ্জাবশতঃ মাস মাস লুকাইয়া থাকিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, পুত্র সুদ্যুম্ন বনে গমন করিলে পর, বৈবস্বত মনু পুত্র কামনা করিয়া শত বৎসর যমুনাতে তপস্যা করেন। অনন্তর প্রভু হরির যাগ করিয়া আত্মসদৃশ ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশ পুত্র লাভ করেন।

মনুতনয় পৃষধ্র গুরু কর্ত্তৃক গোরক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রাত্রিতে বীরাসনব্রত[১] আচরণ করত নিয়মধারণপূর্ব্বক গো-পালন করিতে প্রবৃত্ত হন। এক দিন রাত্রিতে বর্ষণ আরম্ভ হইল। সেই সময়ে ব্যাঘ্র আসিয়া গোষ্ঠে প্রবেশ করিল। গাভি সকল শয়ন করিয়াছিল; তৎক্ষণমাত্রে উত্থান করত ভীত হইয়া ব্রজের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বলবান্ (শার্দ্দূল) একটা গাভিকে ধারণ করিল। গাভি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পৃষধ্র তাহার আক্রন্দন শ্রবণ করিয়া খড়্গ গ্রহণ করত বেগে ধাবিত হইলেন। ঐ রাত্রিতে তারকাপুঞ্জও বিলুপ্ত হইয়াছিল। মনুতনয় না জানিয়া শার্দ্দূল মনে করিয়া কপিলার শিরশ্ছেদন করিলেন। খড়্গধারের আঘাতে ব্যাঘ্রেরও কর্ণ ছিন্ন হইল। তাহাতে সে সাতিশয় ভীত হইয়া পথিমধ্যে রক্তধারা বর্ষণ করিতে করিতে বহির্গত হইল। শত্রুসংহারী পৃষধ্র মনে করিলেন,

১ খড়্গ হস্তে করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণের নাম বীরাসনব্রত।

ব্যাঘ্র হত হইয়াছে; কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইলে দেখিতে পাইলেন, কপিলাকে সংহার করিয়াছেন। তাহাতে দুঃখিত হইলেন। তিনি ইচ্ছা করিয়া অপরাধ করেন নাই; (তথাপি) কুলাচার্য্য বশিষ্ঠ তাঁহাকে অভিশাপ করিলেন, তুই এই কার্য্যদোষে শূদ্র হইবি; নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় হইয়াও থাকিতে পারিবি না।

গুরু কর্তৃক এইপ্রকারে অভিশপ্ত হইয়া, মনুতনয় কৃতাঞ্জলিপুটে শাপ গ্রহণ করত ঊর্দ্ধরেতাঃ হইয়া মুনিগণের প্রিয় ব্রত ধারণ করিলেন। সর্ব্বাত্মা ভগবান্ নির্ম্মল পরপুরুষ বাসুদেবে ভক্তিপূর্ব্বক এক ভাবে মন নিযুক্ত করিলেন; সর্ব্ব ভূতের মিত্র হইলেন; সকলকেই সমান দর্শন করিতে লাগিলেন; সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন; শান্তচিত্ত হইলেন; ইন্দ্রিয় সংযত করিলেন; পরিজনশূন্য হইয়া যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; পরমাত্মায় আত্মসমর্পণ করিয়া জ্ঞানে পরিতৃপ্ত রহিলেন এবং সমাহিত হইলেন। (এইভাবে) জড়, বধির এবং অন্ধের ন্যায় হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

এইপ্রকারআচরণকারী পৃষধ্র এক দিন বনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। মুনি তদ্দ্বারা শরীর দাহ করিয়া পরব্রহ্ম লাভ করিলেন।

রাজন্! কবি (মনুর) কনিষ্ঠ পুত্র। এই শক্রতাপন বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া হৃদয়ে স্বপ্রকাশ পুরুষকে স্থাপন করত রাজ্যপরিত্যাগপূর্ব্বক বন্ধুগণের সহিত বাল্যবয়সেই বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

মনুপুত্র করূষ হইতে কারূষ নামে ধর্ম্মবৎসল, উত্তরাপথের অধিপতি ক্ষত্রিয়জাতিসকল উৎপন্ন হইয়াছেন। ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্ট-নামক ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হন। তাঁহারা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। নৃগের পুত্র সুমতি; সুমতির পুত্র ভূতজ্যোতি; ভূতজ্যোতির পুত্র বসু; বসুর পুত্র প্রতীক; প্রতীকের পুত্র ওঘবান্। ওঘবানের পুত্রের নামও ওঘবান্। ওঘবতী নামে তাঁহার এক কন্যাও হয়। সুদর্শন ওঘবতীকে বিবাহ করেন।

চিত্রসেন নরিষ্যন্তের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। ঋক্ষ চিত্রসেনের পুত্র। মীঢ়বান্ ঋক্ষ হইতে উৎপত্তি লাভ করেন। পূর্ণ মীঢ়বানের তনয়। তাঁহার তনয় ইন্দ্রসেন। ইন্দ্রসেনের নন্দন বীতিহোত্র। বীতিহোত্রের পুত্র সত্যশ্রবা; সত্যশ্রবার পুত্র উরুশ্রবা; উরুশ্রবার পুত্র দেবদত্ত। ভগবান্ অগ্নি স্বয়ং দেবদত্তের পুত্র অগ্নিবেশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নিবেশ্য কাণীন এবং জাতুকর্ণ-নামক মহর্ষি, বলিয়া বিখ্যাত হন। রাজন্! এই অগ্নিবেশ্য হইতে আগ্নিবেশ্যায়ন নামে ব্রহ্মকুল উৎপন্ন হয়। নরিষ্যন্তের বংশ বলিলাম; অতঃপর দিষ্টের বংশ শ্রবণ কর।

দিষ্টের পুত্র অন্য এক নাভাগ। তিনি কর্ম্মবশে বৈশ্যতা প্রাপ্ত হন। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, তাঁহার পুত্র ভলন্দন; ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রীতি; বৎসপ্রীতির পুত্র প্রাংশু; প্রাংশুর পুত্র প্রমতি; প্রমতির পুত্র খনিত্র; খনিত্রের পুত্র চাক্ষুষ; চাক্ষুষের পুত্র বিবিংশতি; বিবিংশতির পুত্র রম্ভ; রম্ভের পুত্র ধার্ম্মিক খনীনেত্র। মহারাজ! রাজা করন্ধম এই

খনীনেত্রের পুত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র অবিক্ষিৎ। অঙ্গিরার তনয় মহাযোগী সংবর্ত্ত যাঁহাকে যজ্ঞ করাইয়াছিলেন, সেই চক্রবর্ত্তী মরুত্ত এই অবিক্ষিতের আত্মজ। মরুত্তের যজ্ঞ যে প্রকার, সেপ্রকার যজ্ঞ আর কুত্রাপি হয় নাই। এই যজ্ঞের যে কিছু পাত্রাদি আবশ্যক, সকলই স্বর্ণে নির্ম্মিত হওয়াতে অতিশয় শোভনীয় হইয়াছিল। ইহাতে ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া এবং দ্বিজগণ দক্ষিণা পাইয়া, আনন্দিত হইয়াছিলেন। আর, মরুদ্গণ এই যজ্ঞে পরিবেষ্টা এবং বিশ্বেদেবগণ সভাসদ হইয়াছিলেন।

মরুত্তের পুত্র দম; দমের পুত্র রাজবর্দ্ধন; রাজবর্দ্ধনের পুত্র সুধৃতি; সুধৃতির পুত্র নর; নরের পুত্র কেবল; কেবলের পুত্র ধুন্ধুমান্; ধুন্ধুমানের পুত্র বেগবান্, বেগবানের পুত্র বুধ; বুধের পুত্র মহীপতি তৃণবিন্দু। প্রধান অপ্সরা দেবী অলম্বুষা ভজনীয়-গুণগ্রামের আবাসভূত এই তৃণবিন্দুকে ভজনা করেন। তাঁহার গর্ভে তৃণবিন্দুর কয় পুত্র এবং ইলবিলা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। যোগেশ্বর বিশ্রবা ঋষি পিতার নিকট উৎকৃষ্ট বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া ইলবিলার গর্ভে কুবেরকে উৎপাদন করেন।

বিশাল, শূন্যবন্ধু এবং ধূম্রকেতু, তৃণবিন্দুর এই কয় পুত্র। ইহাঁদিগের মধ্যে বিশাল বংশধর রাজা। তিনি বৈশালী নামে নগরী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র হেমচন্দ্র। ধূম্রাক্ষ হেমচন্দ্রের আত্মজ। ধুম্রাক্ষের পুত্র সংযম। সংযমের পুত্র কৃশাশ্ব ও দেবজ। কৃশাশ্বের ঔরসে সোমদত্ত উৎপন্ন হন। সোমদত্ত অনেকানেক অশ্বমেধ দ্বারা যজ্ঞপতি পুরুষের যাগ

করিয়া, যোগেশ্বরেরা যে গতি অবলম্বন করেন, সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সুমতি। জনমেজয় সুমতির আত্মজ।

বিশালের বংশসম্ভূত এই সকল রাজা। ইহাঁরা তৃণবিন্দুর যশোধর।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

শুক কহিলেন, মনুনন্দন রাজা শর্য্যাতি বেদের তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে, দ্বিতীয় দিবসে যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা উপদেশ করেন। সুকন্যা নামে তাঁহার এক কমললোচনা কন্যা জন্মিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার সহিত বনে গমন করিয়া চ্যবন মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। বালা সখীগণ-সমভিব্যাহারে বনমধ্যে পাদপ সকল অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, এক বল্মীক-রন্ধ্র হইতে খদ্যোতের ন্যায় দুই জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। রাজনন্দিনীর বালিকা-স্বভাব; যেন দৈব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই কণ্টক দ্বারা সেই দুই জ্যোতিঃ বিদ্ধ করিলেন। পর ক্ষণেই রুধির ধারা বহির্ভাগে প্রবাহিত হইয়া আসিল। অমনি সৈনিকগণের মলমূত্র রুদ্ধ হইল।

রাজর্ষি সেই ব্যাপার নিরীক্ষণ করত বিস্মিত হইয়া সহচরদিগকে কহিলেন, তোমরা ত ভৃগুনন্দনের কোন অপ-

কার কর নাই? স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আমাদিগের কেহ তাঁহার আশ্রম দূষিত করিয়াছে।

সুকন্যা ভীত হইয়া কহিলেন, আমি কিঞ্চিৎ অপরাধ করিয়াছি; না জানিয়া কণ্টক দ্বারা দুইটী জ্যোতিঃ বিদ্ধ করিয়াছি।

শর্য্যাতি দুহিতার সেই বাক্য শ্রবণ করত ভীত হইয়া বল্মীকগর্ভস্থিত মুনিকে অল্পে অল্পে প্রসাদন করিলেন; এবং মুনির অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এইরূপে বিসাদ হইতে মুক্ত হইয়া মুনিকে আমন্ত্রণ করিয়া, সাবধানে আপন নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সুকন্যা লোকের মন বুঝিতে পারিতেন। পরমকোপন-স্বভাব চ্যবনকে স্বামী লাভ করিয়া সাবধানে বাঞ্ছিত সম্পাদন করত তাঁহাকে তুষ্ট করিতে থাকিলেন।

কিছু কাল অতীত হইলে অশ্বিনীর তনয়যুগল আশ্রমে আগমন করিলেন। চ্যবন তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে স্বর্বৈদ্যযুগল! আপনারা যজ্ঞে সোম-পান করিতে পান না; আমি আপনাদিগকে সোমপাত্র অর্পণ করিব। প্রমদারা যে বয়স্ ও রূপ কামনা করেন, আপনারা আমাকে সেই বয়স্ ও রূপ দান করুন।

দুই বৈদ্যশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের বাক্য গ্রাহ্য করিয়া কহিলেন, তাহাই হউক্। আপনি সিদ্ধনির্ম্মিত এই হ্রদে মগ্ন হউন। এই বলিয়া জরাগ্রস্ত, শিরাব্যাপ্তকলেবর, বলিত ও পলিত বৃদ্ধকে লইয়া হ্রদে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর কামিনীকুলের লোভনীয়, হৃষ্ট, পুষ্ট তিন পুরুষ

উৎথান করিলেন। তিন জনেরই রূপ তুল্য। তিন জনেই পদ্মমালা, কুণ্ডল ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া ছিলেন।

সুন্দরী তুল্যরূপ, সূর্য্যকান্তি সেই তিন পুরুষকে দর্শন করিয়া, কিনি আপনার পতি, চিনিতে পারিলেন না। সাধ্বী অশ্বিনযুগলের শরণাগত হইলেন। স্বর্বৈদ্যেরা তাঁহার পাতিব্রত্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে পতি দেখাইয়া দিয়া ঋষিকে আমন্ত্রণ করিয়া বিমানারোহণে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর শর্য্যাতি যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া চ্যবনের আশ্রমে গমন করত দেখিলেন, দুহিতার পার্শ্বে এক সূর্য্যকান্তি পুরুষ উপবেশন করিয়া আছেন।

অবশেষে কন্যা আসিয়া পাদবন্দন করিলেন। রাজা কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ না করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি এ কি করিতে আরব্ধ হইয়াছ! লোকনমস্কৃত চ্যবন মুনি তোমার স্বামী; তুমি তাঁহাকে বঞ্চনা করিতেছ? রে অসতি! তিনি জরাগ্রস্ত বলিয়া, দেখিতেছি এই পথিককে উপপতি ভজনা করিতেছ! তুমি সাধুদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তোমার মতি এপ্রকার বিপরীত হইয়া কিপ্রকারে অবসন্ন হইল? ইহাতে যে কুলের দোষ হয়। তোমার লজ্জা নাই; তুমি জারকে ভজনা করিয়া পিতার ও পতির কুল অধঃপাতিত করিতেছ।

পিতা এই কথা কহিলে পর, বিশদহাসা লজ্জিত হইয়া কহিলেন, পিতঃ! ইনি তোমার জামাতা ভৃগুনন্দন। (এই বলিয়া ভামিনী) যে রূপে স্বামীর রূপ ও যৌবন লাভ হইয়াছে, পিতার নিকট সমুদায় নিবেদন করিলেন। রাজা

বিস্মিত এবং সাতিশয় প্রীত হইয়া তনয়াকে আলিঙ্গন করিলেন।

চ্যবন বীর শর্য্যাতিকে যাগ করাইয়া আপন তেজে সোমপানের অনধিকারী অশ্বিনযুগলকে সোমপাত্র দান করিলেন। ইন্দ্রের ক্রোধ ক্ষণমাত্রেই উৎপন্ন হয়; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত বজ্র গ্রহণ করিলেন। ভৃগুনন্দন, তিনি যে বাহুতে বজ্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বাহু রোধ করিলেন। অনন্তর সকলে অশ্বিনযুগলের সোমপাত্রপ্রাপ্তি অনুমোদন করিলেন। স্বর্বৈদ্য বলিয়া তাঁহারা পূর্ব্বে সোমাহুতি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

শর্য্যাতির তিন পুত্র হইয়াছিল। তাঁহাদিগের নাম উত্তানবর্হি, আনর্ত্ত ও ভূরিষেণ। আনর্ত্তের ঔরসে রেবত উৎপন্ন হন। হে শত্রুদমন! রেবত সমুদ্রের মধ্যে কুশস্থলী নামে নগরী নির্ম্মাণ করত বসতি করিয়া আনর্ত্ত প্রভৃতি দেশ শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার এক শত শ্রেষ্ঠ পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠের নাম ককুদ্মি। ককুদ্মি আপন তনয়া রেবতীকে লইয়া, কিনি কন্যার বর হইবেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত অপরোক্ষ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। তৎকালে সাম গান হইতেছিল। অতএব রাজা অবসর না পাইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। অনন্তর সঙ্গীত শেষ হইলে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মাকে আপনার অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আহা, রাজন্! তুমি যাঁহাদিগকে মনস্থ করিয়াছিলে, কাল তাঁহাদিগের সকলকেই সংহার করিয়াছে। তাঁহাদিগের পুত্রপৌত্র এবং দৌহিত্র-

দিগের বংশও শুনিতে পাই না। সপ্তবিংশতি চতুর্যুগে বিভক্ত কাল অতীত হইয়াছে। অতএব, রাজন্! দেবদেবের অংশ মহাবল যে বলদেব রহিয়াছেন, যাও, সেই নররত্নকে এই কন্যারত্ন সম্প্রদান কর। যাঁহাকে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে পুণ্য হয়, সেই ভূতভাবন ভগবান্ পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত আপন অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

রাজা এই আজ্ঞা পাইয়া, ব্রহ্মাকে অভিনন্দন করত বলশালী বলদেবকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া আপনার নগরে আগমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার ভ্রাতৃগণ যক্ষভয়ে নগরী পরিত্যাগ করিয়া নানা দিকে বসতি করিতেছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, নভগের পুত্র নাভাগ। নভগ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহুকাল গুরুকুলে বাস করেন; (এই কারণে তিনি ব্রহ্মচারী হইয়াছেন, ভাবিয়া) তাঁহার ভ্রাতৃগণ সমুদায় দায় ভাগ করিয়া লন। (অনন্তর যখন তিনি প্রত্যাগমন করিয়া ভাগ প্রার্থনা করিলেন,) তখন তাঁহারা পিতাকে তাঁহার ভাগ স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

(নভগ কহিলেন,) হে ভ্রাতৃগণ! আমার ভাগে কি অর্পণ করিয়াছেন? (ভ্রাতৃগণ উত্তর করিলেন,) তোমার ভাগে পিতাকে রাখিলাম। (নভগ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,)

পিতঃ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ আমার ভাগে আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন। (পিতা কহিলেন,) পুত্র! তাহাদিগের কথায় শ্রদ্ধা করিও না। (আমি ধনের ন্যায়, তোমার ভোগসাধন হইতে পারি না।) এই সকল অঙ্গিরা ঋষিগণ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অদ্য ষষ্ঠ দিন। ষষ্ঠ দিনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পাদন করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। বৎস! তাঁহাদিগের মেধা অতি উত্তম বটে; তথাপি তাঁহারা (সূক্তবিশেষ বিস্মৃত হইয়া) কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইতেছেন না। (যাও,) তুমি তাঁহাদিগকে বিশ্বেদেবসম্বন্ধীয় দুইটী সূক্ত পাঠ করাও। তাঁহারা যখন স্বর্গে গমন করিবেন, তখন যজ্ঞের অবশেষিত ধন তোমাকে দান করিয়া যাইবেন। অতএব তাঁহাদিগের নিকটে গমন কর। নভগ (পিতা যেরূপ কহিলেন,) সেইরূপ করিলেন। তাঁহারাও যজ্ঞাবশিষ্ট ধন তাঁহাকে প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তিনি ধন গ্রহণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে এক কৃষ্ণকলেবর পুরুষ উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া কহিলেন, যজ্ঞভূমিস্থিত এই ধন আমার। মনুনন্দন উত্তর করিলেন, ঋষিগণ আমাকে ইহা দান করিয়া গেলেন; অতএব এই ধন আমার। শ্রীরুদ্র কহিলেন, আমাদিগের দুই জনের এই বিবাদবিষয়ে তোমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা হউক্। নভগ তদনুসারে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। (মনু উত্তর করিলেন,) যজ্ঞভূমিতে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, দক্ষযজ্ঞে ঋষিগণ সে সমুদায় রুদ্রকে ভাগস্বরূপে অর্পণ করিয়াছিলেন। অতএব সমস্ত সেই দেবেরই প্রাপ্য। নভগ মহাদেবকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন,

ঈশ্বর! যজ্ঞভূমিপতিত সমুদায় ধনই আপনার; আমার পিতা এই কথা কহিলেন। ব্রহ্মন্! আমি মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করত আপনার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি। (রুদ্র কহিলেন) যাহা ধর্ম্ম, তোমার পিতা তাহাই কহিয়াছেন; তুমিও সত্য কথা কহিলে; অতএব তোমাকে সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান দান করিলাম; তুমি মন্ত্রদর্শী। ঋষিগণ যজ্ঞাবশিষ্ট যে মদীয় বিত্ত তোমাকে দান করিয়া গিয়াছেন, তুমি তাহা গ্রহণ কর।

ধর্ম্মবৎসল ভগবান্ রুদ্র এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যিনি মনোযোগপূর্ব্বক সায়ং ও প্রাতঃকালে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ হন এবং আত্মগতি লাভ করেন।

নাভাগ হইতে অম্বরীষ জন্মগ্রহণ করেন। অম্বরীষ মহা-ভাগবত এবং পুণ্যবান্ ছিলেন। ব্রহ্মশাপ কোথাও প্রতিহত হয় না; কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! দুরত্যয় ব্রহ্মদণ্ড সেই যে রাজর্ষির প্রতি প্রক্ষিপ্ত হইয়া আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই, আমরা তাঁহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

শুকদেব কহিলেন, মহাভাগ অম্বরীষ লোকে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, অক্ষয় লক্ষ্মী, এবং নিরুপম ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ভাবনা করিলেন;—যদিও এই সকল মনুষ্যের দুর্লভ বটে, তথাপি স্বপ্নের ন্যায় (তুচ্ছ); কারণ, বিষয়ী বিভবকে নশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়াও তদ্দ্বারা মুগ্ধ হন। (রাজা) বাসুদেবে এবং বাসুদেবভক্ত জনে, ভক্তিমান্ হইলেন। ঐ

ভক্তি এই বিশ্বকে লোষ্ট্র স্বরূপ বোধ করায়। যেরূপে পবিত্র-কীর্ত্তির ভক্তের প্রতি আসক্তি জন্মে, নরপতি সেইরূপে মনকে কৃষ্ণের পদারবিন্দে; বাক্যকে বৈকুণ্ঠনাথের গুণানুবর্ণনে; করযুগলকে হরির মন্দির-মার্জ্জনাদি কার্য্যে; কর্ণকে অচ্যুতের সৎকথা শ্রবণে; চক্ষুর্দ্বয়কে, যে গৃহে মুকুন্দের চিহ্ন স্থাপিত আছে, সেই গৃহ দর্শনে; অঙ্গসঙ্গমকে তদীয় ভৃত্যগণের গাত্র-স্পর্শে; ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে, তাঁহার পাদপঙ্কজসঙ্গমে তুলসীর যে সুগন্ধ উৎপন্ন হয়, সেই সুগন্ধে; রসনাকে তন্নিবেদিত অন্নাদিতে; পাদযুগলকে, হরি যে ক্ষেত্র ও স্থানে বসতি করেন, সেই ক্ষেত্র ও স্থানগমনে; এবং মস্তককে হৃষীকেশের পাদবন্দনে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। মুকুন্দ অনুগ্রহ করিয়া যাহা অর্পণ করেন, তাহা গ্রহণ করিতে হয়, এই বলিয়াই স্রক্‌চন্দনাদি সেবা করিতে লাগিলেন; বিষয়েচ্ছায় বিষয় ভোগ করিলেন না।

"সর্ব্বত্রই আত্মা আছেন," এই ভাবিয়া রাজা, সদাসর্ব্বদা যে ক্রিয়াকলাপ করিতে লাগিলেন, সে সমুদায় যজ্ঞেশ্বর অধোক্ষজ ভগবানে সমর্পণ করত ভাগবত ব্রাহ্মণগণের নিকট শিক্ষা পাইয়া এই পৃথিবী শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। যে জলহীন প্রদেশে সরস্বতীর স্রোত প্রতিকূল, সেই প্রদেশে বশিষ্ঠ, অসিত এবং গোতমাদি হেতু হইয়া শত শত অশ্বমেধ বিস্তার করিলেন। নৃপতি তদ্দ্বারা যজ্ঞাধিপতির অর্চ্চনা করিলেন। মহাবিভূতি দ্বারা ঐ সকল যজ্ঞের যাবতীয় অঙ্গ সুসমৃদ্ধ হইয়াছিল। দক্ষিণাও যথেষ্ট দান করা হইয়াছিল। আর, মহারাজের ঐ সকল যজ্ঞে সদস্য ও ঋত্বিক্‌গণ (সুন্দর

বসন ও দিব্য অলঙ্কার পরিধান করিয়াছিলেন); আশ্চর্য্য-দর্শনে সমুৎসুক হওয়াতে তাঁহাদিগের চক্ষুরও নিমেষ ছিল না; অতএব তাঁহারা দেবতাদিগের সমতুল হইয়াছিলেন। ভূপতির প্রজাগণ উত্তমশ্লোকের চরিত্র শ্রবণ ও গান করিয়া দেবগণের মনোরম স্বর্গ প্রার্থনা করেন নাই; কারণ, যাঁহারা হৃদয়ে মুকুন্দকে দর্শন করেন, স্বরূপসুখ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত, সুতরাং সিদ্ধগণেরও দুর্ল্লভ, বিষয় সকল তাঁহাদিগের আনন্দ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না।

(যাহা হউক্) রাজা এইপ্রকারে ভক্তিযোগ এবং তপস্যা-সংবলিত স্বধর্ম্ম দ্বারা হরির তুষ্টি উৎপাদন করিতে করিতে অল্পে অল্পে সমুদায় কামই পরিত্যাগ করিলেন। গৃহ, দারা, পুত্র ও বন্ধু এবং হস্তী, উৎকৃষ্ট রথ, অশ্ব, অক্ষয় রত্ন, আভরণ, বস্ত্র ও অনন্ত ধনাগার, সকলেই উপেক্ষা করিলেন। হরি একান্তভক্তিভাবে সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তের রক্ষাসাধন, শত্রু-সৈন্যের ভয়াবহ চক্র তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। বীর কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিতে অভিলাষী হইয়া স্বসমানচরিত্রা মহিষীর সহিত এক বৎসর দ্বাদশী ব্রত ধারণ করিলেন। ব্রতের অব-সানে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া স্নান করত এক দিন কালিন্দীর তীরস্থিত মধুবনে হরিকে অর্চ্চনা করিলেন। যাবতীয় উপচার দিয়া মহাভিষেক বিধান দ্বারা কেশবকে অভিষেক করাইয়া মনোবৃত্তি তাঁহাতে নিবিষ্ট করিয়া বস্ত্র, আভরণ, গন্ধ, মাল্য ও উপকরণ দ্বারা পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণ এবং মহাভাগ সিদ্ধার্থদিগেরও অর্চ্চনা করিলেন। সাধু ব্রাহ্মণদিগের গৃহে ষষ্টি কোটি গাভি পাঠাইয়া দিলেন। ঐ সকল গাভীর শৃঙ্গ

স্বর্ণে ও খুর রৌপ্যে মণ্ডিত; এবং (গাত্র) সুন্দর বসনে বেষ্টিত। সকল গাভিই দুগ্ধবতী, রূপবতী, সচ্চরিত্রা এবং অল্পবয়স্কা। সকলেরই বৎস এবং (সমভিব্যাহারে) নানাবিধ উপকরণ ছিল।

(রাজা এতাদৃশ ষষ্টি কোটি গাভি ব্রাহ্মণ-ভবনে প্রেরণ করিয়া) অগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে গুণবৎ, স্বাদু অন্ন ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া (পশ্চাৎ) পারণের উপক্রম করিলেন। এই সময়ে ভগবান্ সাক্ষাৎ দুর্ব্বাসা আসিয়া তাঁহার অতিথি হইলেন। ভূপতি প্রত্যুত্থান, আসন-দান ও উপহার দ্বারা সেই অথিতির পূজা করত পাদমূলে পতিত হইয়া ভোজনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ঋষি তাঁহার সেই প্রার্থনা অনুমোদন করিয়া নৈয়মিক মাধ্যাহ্নি-কাদি কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত গমন করত কালিন্দীর পবিত্র সলিলে গায়ত্রী ধ্যান করিতে করিতে নিমগ্ন হইলেন।

(এ দিকে) দ্বাদশী অর্দ্ধ-মুহূর্ত্ত-মাত্র অবশিষ্ট। এই ধর্ম্মসঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া ধর্ম্মজ্ঞ রাজা ব্রাহ্মণদিগের সহিত পারণ-বিষয়ে পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (কহিলেন,) ব্রাহ্মণকে অবহেলা করাও দোষ; দ্বাদশীতে পারণ না করাও দোষ। (এক্ষণে) কি করিলে আমার মঙ্গল হয় এবং অধর্ম্ম আমাকে স্পর্শ না করে? এক কাজ করি; জলমাত্র পান করিয়া পারণ করি। ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন, জলপান ভোজনও বটে, উপবাসও বটে।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই রাজা এই বলিয়া মনে মনে কেশবকে চিন্তা করিয়া জলপান করত ব্রাহ্মণ (দুর্ব্বাসার) আগমনেরই

প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে দুর্ব্বাসা নৈয়মিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া যমুনাকূল হইতে আগমন করিলেন। রাজা তাঁহার স্তব করিলেন। তিনি জ্ঞানবলে রাজার আচরণ জানিতে পারিলেন। ক্রোধে তাঁহার গাত্র কম্পিত হইতে লাগিল এবং মুখমণ্ডল ভ্রুকুটী দ্বারা কুটিল হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছিলেন। নৃপতি করযোড় করিয়া রহিয়াছিলেন। ঋষি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, অহো; দেখ, দেখ, এই ঐশ্বর্য্যমত্ত নৃশংসের ধর্ম্মভ্রম দেখ! এ বিষ্ণুর অভক্ত; আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করে! আমি অতিথি আগমন করিলাম; তুই অতিথি করিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করত ভোজন না করাইয়া ভোজন করিলি! তোকে ইহার ফল প্রদর্শন করিব। এই বলিয়া ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া জটা উৎপাটন করত কালানলসদৃশী কৃত্যা[১] নির্ম্মাণ করিলেন এবং ঐ কৃত্যাকে তাঁহার প্রতি প্রেরণ করিলেন। প্রজ্বলিত কৃত্যা অসি হস্তে করিয়া পাদ দ্বারা পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে আসিতে লাগিলেন; রাজা দেখিয়াও আপন আসন হইতে চলিত হইলেন না। মহাত্মা পুরুষ ভৃত্যরক্ষার নিমিত্ত যে চক্রকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যেরূপ অগ্নি ক্রুদ্ধ সর্পকে দাহ করে, সেইরূপ সেই চক্র সেই কৃত্যাকে দাহ করিল। দুর্ব্বাসা সেই চক্রকে আপনার দিকে ধাবিত এবং আপন আয়াস ব্যর্থ, হইতে দর্শন করত ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার বাসনায় নানা দিকে ধাবিত হইলেন। যেরূপ উদ্গতশিখ দাবাগ্নি সর্পের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ ভগবানের চক্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

১ অভিচার ক্রিয়া হইতে সমুৎপন্ন দেববিশেষ।

ধাবিত হইল। মুনি চক্রকে এইপ্রকারে পৃষ্ঠভাগে আগমন করিতে দেখিয়া, সুমেরুর গুহায় প্রবেশ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন। দশ দিক্, আকাশ, পৃথিবী, (পাতালাদি) যাবতীয় ভূবিবর, সমুদ্রসকল, সমস্ত লোক, লোকপালগণ এবং স্বর্গ, সর্ব্ব স্থানেই গমন করিলেন; কিন্তু যে যে স্থানে গমন করেন, সেই সেই স্থানেই দেখিতে পান, দুষ্প্রাধর্ষ সুদর্শন ধাবিত হইতেছে। চঞ্চলচিত্ত ঋষি শরণ অন্বেষণ করিয়া যখন কোন স্থানেই অবলম্বন পাইলেন না, তখন দেব বিরিঞ্চির নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে বিধাতঃ! হে আত্মযোনে! হরির চক্র হইতে আমাকে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, দ্বিপরার্দ্ধনামক কালে ক্রীড়ার শেষ হইলে, যে কালাত্মা দাহ করিতে ইচ্ছা করিলে পর, বিশ্বের সহিত আমার এই বাসস্থান ভ্রূভঙ্গিমাত্রে তিরোহিত হইয়া যাইবে; আর, আমি, মহাদেব, দক্ষ এবং ভৃগুপ্রভৃতি প্রজেশগণ, ভূতেশগণ ও দেবেশগণ; আমরা সকলে যাঁহার আজ্ঞা পাইয়া, যাহাতে লোকের মঙ্গল হয়, তদনুসারে সেই আজ্ঞা মস্তকে বহন করিতেছি, তুমি তাঁহার ভক্তের হিংসা করিয়াছ; অতএব তোমাকে রক্ষা করিতে আমার সামর্থ্য নাই।

বিষ্ণুচক্র দ্বারা প্রতাপিত দুর্ব্বাসা বিরিঞ্চির নিকট এই-প্রকারে প্রত্যাখ্যাত হইয়া কৈলাসবাসী মহাদেবের নিকট গমন করত শরণ প্রার্থনা করিলেন।

শঙ্কর কহিলেন, বৎস! তিনি মহৎ; আমরা তাঁহার উপর প্রভুতা প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা ব্রহ্মারূপী-জীবগণের উপাধিভূত এই যে পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ

করিতেছি, এতাদৃশ সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড এবং অপরাপর ব্রহ্মাণ্ডও যে পরমেশ্বরে কালবশে উৎপন্ন ও বিলীন হইতেছে; আর, আমি, সনৎকুমার, নারদ, ভগবান্ ব্রহ্মা, যাঁহার অন্তরের অন্ধকার দূর হইয়াছে সেই কপিল, দেবল, ধর্ম্ম, আসুরি এবং মরীচি প্রভৃতি অন্যান্য সিদ্ধেশ্বরগণ; আমরা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যাঁহার মায়া জানিতে পারিতেছি না, ইহা সেই বিশ্বেশ্বরের শস্ত্র। ইহাকে সহ্য করিতে পারি না; (অতএব) তাঁহারই শরণ লও। তিনিই তোমার মঙ্গল করিবেন।

দুর্ব্বাসা নিরাশ হইয়া অবশেষে ভগবানের বৈকুণ্ঠনামক বাসস্থানে গমন করিলেন। শ্রীনিবাস লক্ষ্মীর সহিত ঐ বৈকুণ্ঠে বাস করেন। ঋষি নারায়ণের শস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া কহিলেন, হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে সাধুজনের অভীপ্সিত! হে প্রভো! হে বিশ্বভাবন! আমি অপরাধ করিয়াছি; আমাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার অপার অনুভাব জানিতে না পারিয়া আপনার প্রিয় জনের দুঃখ উৎপাদন করিয়াছি। হে বিধাতঃ! আমায় নিষ্কৃতি দান করুন। নারকী ব্যক্তিও আপনার নাম উচ্চারণ করিয়া মুক্ত হয়।[১]

ভগবান্ কহিলেন, হে দ্বিজ! আমি ভক্তের অধীন; সুতরাং আমাকে পরাধীন বলিলেই হয়। আমি ভক্ত জনকে ভাল বাসি; (অতএব) সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার

[১] অতএব, আপনার ভক্তের হিংসা করিয়াছি বলিয়া আমার নিষ্কৃতি নাই, এ কথা হইতে পারে না।

করিয়াছেন। আমি যাঁহাদিগের পরম গতি; ব্রহ্মন্! সেই সকল সাধু ভক্ত জন ব্যতিরেকে আমি আমার আপনাকে এবং সম্পূর্ণ লক্ষ্মীকে স্পৃহা করি না। যাঁহারা পত্নী, গৃহ, পুত্র, আত্মা, প্রাণ, ধন এবং ইহ ও পর লোক পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লইয়াছেন, আমি কি রূপে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি? যেরূপ সৎপত্নী সৎপতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ সমদর্শী সাধুগণ আমাতে হৃদয় বন্ধন করিয়া আমাকে স্ববশে আনয়ন করেন। তাঁহারা আমার সেবা করিয়া আমার সহিত এক লোকে বাস প্রভৃতি পদার্থচতুষ্টয়[১] লাভ করেন; কিন্তু তাহার কোনটীতে অভিলাষী হন না। সেবা করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকেন। অতএব কাল যে সকল পদার্থ লোপ করে, তাঁহারা যে তাহাতে ইচ্ছুক হইবেন না, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি? সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুদিগের হৃদয়; তাঁহারা আমাকে ভিন্ন অন্য কিছুই জানেন না; আমিও তাঁহাদিগকে ভিন্ন অল্পমাত্রও অবগত নহি। যাঁহা হইতে তোমার এই নাশশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, শীঘ্র তাঁহারই নিকট গমন কর। তেজ সাধু জনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে, প্রযোক্তারই অনর্থ ঘটায়। তপস্যা ও বিদ্যা, এই দুই ব্রাহ্মণগণের মুক্তিপ্রদ বটে; কিন্তু যে কর্ত্তা দুর্ব্বিনীত, এই দুই তাঁহার নরক উৎপাদন করে। অতএব, ব্রহ্মন্! গমন কর; তোমার মঙ্গল হউক্। নাভাগের তনয় মহাভাগ রাজার

---

১ পঞ্চপ্রকার মুক্তির মধ্যে চারি প্রকার মুক্তি;—(ক) এক লোকে বাস (সালোক্য); (খ) এক সঙ্গে বাস (সাযুজ্য); (গ) একরূপ হওয়া (সারূপ্য); সহচর হওয়া (সার্ষ্টি)।

নিকট গমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর; তাঁহা হইতেই তোমার মঙ্গল হইবে।

অম্বরীষ-চরিত-নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, চক্রতাপিত দুর্ব্বাসা ভগবানের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া অম্বরীষের নিকট গমন করত দুঃখিত হইয়া তাঁহার পাদযুগল গ্রহণ করিলেন। রাজা ঋষির সেই উদ্যম দেখিয়া এবং (তিনি) পাদস্পর্শ করাতে লজ্জিত ও কৃপায় নিরতিশয় পীড়িত হইয়া, হরির সেই অস্ত্রের স্তব করিতে লাগিলেন;—তুমি অগ্নি; তুমি ভগবান্ সূর্য্য; তুমি তারাপতি চন্দ্র; তুমি জল; তুমি ক্ষিতি; তুমি আকাশ; তুমি বায়ু; তুমি তন্মাত্র এবং তুমিই ইন্দ্রিয়বর্গ।[১] হে সুদর্শন! হে সহস্রার![২] হে অচ্যুতপ্রিয়! হে সর্ব্বাস্ত্রঘাতিন্! তোমাকে নমস্কার। হে পৃথিবীপতে! তুমি ব্রাহ্মণের শরণ হও। তুমি ধর্ম্ম, তুমি অমৃত; তুমি সত্য, তুমি ঋত; তুমি যজ্ঞ, তুমি সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা; তুমি লোকপাল, তুমি সর্ব্বাত্মা এবং তুমি ঈশ্বরের পরম সামর্থ্য।[৩] হে সুনাভ![৪] তুমি সমস্ত ধর্ম্মের সেতু; (সুতরাং) অধর্ম্মশীল

---

১ অর্থাৎ, তোমার শক্তি দ্বারাই অগ্নি প্রভৃতি আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করে।

২ যাহার আর (পাখি) সহস্র।

৩ অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের রক্ষা তোমার উচিতই কর্ম্ম। আর, এই যে সকল তোমার স্তুতি করিলাম, ইহাতে অত্যুক্তিও নাই। পুনশ্চ, সুদর্শন শব্দের অর্থ;—ভগবানের শোভন দর্শন;—তাহা হইতে সকল উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তুমি সর্ব্বাত্মা।

৪ যাহার নাভি (চক্রের মধ্যভাগ) সুন্দর।

অসুরগণের ধূমকেতুস্বরূপ। তুমি ত্রৈলোক্য পালন করিয়া থাক। তোমার তেজঃ বিশুদ্ধ এবং বেগ মনের বেগসদৃশ। (অতএব) তোমার কর্ম্ম অদ্‌ভুত। তোমাকে কেবল নমস্কার করি। তোমার ধর্ম্মময় তেজো দ্বারা অন্ধকার এবং (সূর্য্যাদিজ্যোতিঃ-পদার্থের) প্রকাশ ও মহাত্মাদিগের দৃষ্টি নষ্ট হইয়া থাকে। হে গাম্পাতে! তোমার মহিমা দুরত্যয়; এই উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট সৎ ও অসৎ তোমা কর্ত্তৃকই প্রকাশিত হইয়া থাকে। যুদ্ধস্থলে নারায়ণ যখন তোমাকে নিক্ষেপ করেন, তখন তুমি অজিত দৈত্যদানবদিগের সেনামধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা-দিগের বাহু, উদর, ঊরু, পদ ও গ্রীবা নিরন্তর ছেদন করত প্রকাশ পাইয়া থাক। হে জগত্ত্রাণ! গদাধর এতাদৃশ সর্ব্বসহ তোমাকে খলের দণ্ড করিতেই নিযুক্ত করিয়াছেন। (অতএব) আমাদিগের কুলের ভাগ্যলাভ হইতে পারে, এই নিমিত্ত তুমি ব্রাহ্মণের মঙ্গল কর; উহাই আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে। যদি দান করিয়া থাকি, যদি যজ্ঞ করিয়া থাকি, যদি স্বধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, আর, যদি ব্রাহ্মণ আমাদিগের কুলের দেবতা হন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণের বিপদ্ দূর হউক।[১] যদি এক এবং সর্ব্বভূতের আত্মা বলিয়া সর্ব্বগুণের আশ্রয় ভগবান্ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাকেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের বিপদ্ দূর হউক্।

শুকদেব কহিলেন, বিষ্ণুচক্র সুদর্শন চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণকে দাহ করিতেছিল; রাজা এইপ্রকারে স্তব করিলে পর তাঁহার প্রার্থনায় শান্ত হইল।

---

১ অর্থাৎ, এই সমুদায় পুণ্য অর্পণ করিয়াও যদি ব্রাহ্মণের রক্ষা হয়, হউক্।

দুর্ব্বাসা অস্ত্রাগ্নিতাপ হইতে মুক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ করত পরম আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক রাজাকে প্রশংসা করিলেন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, অহো; অদ্য আমি নারায়ণের দাসগণের মহত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিলাম। রাজন্! আপনি অপকারকারীরও মঙ্গল চেষ্টা করিলেন! যাঁহারা ভক্তের প্রভু ভগবান্ হরিকে বশীভূত করিয়াছেন, সেই সকল সাধুজন কি না করিতে পারেন, কাহাকেই বা পরিত্যাগ করেন? যে পবিত্র-নামার নামশ্রবণমাত্রেই পুরুষ নির্ম্মল হয়, তাঁহার দাসগণের কি অবশিষ্ট থাকে? রাজন্! আপনার অন্তঃকরণ অতিশয় দয়ালু। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন; কারণ আমার অপরাধ পশ্চাৎ করিয়া, আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন।

(শুক কহিলেন,) রাজা তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন; আহার করেন নাই। (এক্ষণে) তাঁহার পাদযুগল ধারণ করত তাঁহাকে প্রসাদন করিয়া ভোজন করাইলেন। তিনি আদরপূর্ব্বক উপনীত, সর্ব্বকামসম্পন্ন আতিথ্য-সামগ্রী আহার করত পরিতৃপ্ত হইয়া সাদরে রাজাকে কহিলেন, "ভোজন করুন;" আপনি ভগবদ্ভক্ত। আপনাকে দর্শন; আপনার সহিত আলাপ এবং যাঁহাতে আত্মস্মরণ হয়, তাদৃশ আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট ও অনুগৃহীত হইলাম। আপনার এই বিশুদ্ধ কর্ম্ম সুরকামিনীগণ বারংবার গান করিতেছে। এই পৃথিবীও আপনার পরম পবিত্র কীর্ত্তি ঘোষণা করিবেন।

শুক কহিলেন, দুর্ব্বাসা পরিতোষিত হইয়া এইপ্রকারে প্রশংসা করত রাজাকে বলিয়া আকাশপথে কারণহীন[১]

---

১ নিত্য।

ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। মুনি (সেই যে সুদর্শন-তাড়িত হইয়া) গমন করিয়াছিলেন, সম্বৎসরের মধ্যে আর প্রত্যাগমন করেন নাই। রাজা তাঁহার দর্শন প্রতীক্ষা করত তাবৎকাল জলমাত্র ভক্ষণ করিয়াছিলেন। (এক্ষণে) দুর্ব্বাসা প্রস্থান করিলে পর, অম্বরীষ, ব্রাহ্মণগণ (অগ্রে) ভোজন করাতে যে সকল ভক্ষ্যসামগ্রী অতি পবিত্র হইয়াছিল, সেই সকল আহার করিলেন। তিনি ঋষির বিপদ্ ও মুক্তি এবং আপনার (ধৈর্য্যাদিরূপ) প্রভাব চিন্তা করিয়া, সকলই নারায়ণের প্রভাব বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এতাদৃশ বিবিধ-গুণশালী সেই রাজা (অম্বরীষ) ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করত পরমাত্মা ব্রহ্ম বাসুদেবে ভক্তি বন্ধন করিলেন। বাসুদেবে ভক্তি হওয়াতে ব্রহ্মপদ প্রভৃতি যাবতীয় ভোগকেই নরকতুল্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

শুক কহিলেন, অনন্তর অম্বরীষ আত্মসমচরিত্র তনয়দিগকে রাজ্য অর্পণ করত ধীর হইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। (তৎকালে) আত্মা বাসুদেবে মন ধারণ করাতে তাঁহার গুণপ্রবাহ ধ্বংস হইয়াছিল।

যিনি অম্বরীষ রাজার এই পবিত্র চরিত কীর্ত্তন ও ধ্যান করিবেন, তিনি ভগবানের ভক্ত হইবেন। যাঁহারা মহাত্মা অম্বরীষের চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহারা বিষ্ণুর প্রসাদে ভক্তিহেতু মুক্তি লাভ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে অম্বরীষোপাখ্যান সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শুক কহিলেন, অম্বরীষের তিন পুত্র;—বিরূপ, কেতুমান্ ও শম্ভু। বিরূপ হইতে পৃষদশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র রথীতর। রথীতর নিঃসন্তান। অঙ্গিরা সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া তাঁহার ভার্য্যার গর্ভে ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন কতকগুলি পুত্র উৎপাদন করেন। এই সকল পুত্র (রথীতরের) ক্ষেত্রে উৎপন্ন হওয়াতে (রথীতর গোত্র হইয়াও, অঙ্গিরার বীর্য্যপ্রসূত বলিয়া) আঙ্গিরস গোত্র বলিয়াও জ্ঞাত হইয়াছেন। ইহাঁরা ক্ষেত্রজ ব্রাহ্মণ; (অতএব) রথীতরের অন্যান্য সন্তানদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মনু এক সময় (নাসিকা দ্বারা) ক্ষুৎকার[১] করাতে, তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে ইক্ষ্বাকু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার একশত পুত্র। তন্মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ডক, ইহাঁরা জ্যেষ্ঠ। সেই একশত পুত্রের পঞ্চবিংশতি জন আর্য্যাবর্ত্তের[২] অগ্রভাগের দিকে[৩] রাজা হন। এইরূপ পশ্চাৎ ভাগেও পঞ্চবিংশতি জন আধিপত্য করেন। মধ্যভাগে তিন জন জ্যেষ্ঠ রাজত্ব করেন। অবশিষ্ট সকলে অন্যান্য দিকের রাজা হন।

---

১ "ক্ষুৎ" "ক্ষুৎ" শব্দ।

২ হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যভাগবর্ত্তী ভূমি।

৩ সমুদ্র পর্য্যন্ত।

এক দিন ইক্ষ্বাকু অষ্টকাশ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পুত্র (বিকুক্ষিকে) আজ্ঞা করিলেন, বিকুক্ষে! শীঘ্র যাও, পবিত্র মাংস আনয়ন কর। বিকুক্ষি "যে আজ্ঞা" বলিয়া বনে গমন করত ক্রিয়ার উপযোগী পশু সংহার করিয়া শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। বীর (এই অবস্থায়) বিস্মৃত হইয়া (হত পশুর মধ্য হইতে) একটা শশক লইয়া আহার করিলেন। অবশিষ্টগুলি আনিয়া পিতাকে অর্পণ করিলেন।

(অনন্তর) অম্বরীষ শ্রাদ্ধসংস্কার আরম্ভ করিতে অনুমতি করিলে, তাঁহার গুরু (বশিষ্ঠ) কহিলেন, এ মাংস দূষিত; ইহাতে কার্য্য হইবে না।

রাজা গুরুর মুখে পুত্রের সেই কার্য্য শ্রবণ করিয়া, রোষ-বশতঃ সদাচারপরিত্যাগী পুত্রকে দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিলেন। (অনন্তর) উপদেষ্টা ব্রাহ্মণের (বশিষ্ঠের) সহিত আত্মজ্ঞান-বিষয়ক কথোপকথন করিলেন। (পশ্চাৎ) যোগী হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করত যোগ দ্বারাই, যাহা পরম তত্ত্ব, তাহা প্রাপ্ত হইলেন।

পিতা পরলোক প্রস্থান করিলে পর, বিকুক্ষি প্রত্যাগমন করিয়া, শশাদ নামে বিখ্যাত হইয়া, এই পৃথিবী শাসন এবং হরির উদ্দেশে যজ্ঞ করিলেন। তাঁহার পুত্র পুরঞ্জয়; তাঁহাকে ইন্দ্রবাহ এবং ককুৎস্থও কহিয়া থাকে। এই কয় নাম কর্ম্ম-হেতু উৎপন্ন হয়। সেই সকল কর্ম্ম শ্রবণ কর।

দানবদিগের সহিত দেবগণের বিশ্ববিলোপী সংগ্রাম হয়। দেবতারা দৈত্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বীর (পুরঞ্জয়কে) সহায় বরণ করেন। বিশ্বাত্মা প্রভু দেবদেব বিষ্ণু আজ্ঞা করেন

বলিয়া ইন্দ্র মহাবৃষ হইয়া এই পুরঞ্জয়ের বহনকার্য্যে ব্রতী হন। পুরঞ্জয় কবচ পরিধানপূর্ব্বক দিব্য ধনু ও শাণিত শর সকল গ্রহণ করত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সেই বৃষে আরোহণ করিয়া ককুদে[১] অবস্থিতি করেন; সকলে তাঁহার স্তব করিতে থাকেন। (অনন্তর তিনি) মহাত্মা পুরুষ বিষ্ণুর তেজে বর্দ্ধিত হইয়া পশ্চিম দিক্ দিয়া দেবতাদিগের দ্বারা দৈত্যদিগের পুরী রোধ করেন। তাহাদিগের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হয়; উহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। যে সকল দানব যুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে ভল্লদ্বারা যমদর্শন করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হন্যমান দৈত্যগণ প্রলয়াগ্নির ন্যায় অতিপ্রখর তদীয় বাণপাতের অভিমুখ বর্জ্জন করিয়া আপন আপন আলয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ধাবিত হইয়াছিল। রাজর্ষি তাহাদিগের পুর, যাবতীয় সম্পত্তি এবং স্ত্রী হরণ করিয়া বজ্রপাণিকে প্রত্যর্পণ করেন। এই কর্ম্মহেতু ঐ তিন নামে[২] কথিত হইয়া থাকেন।

পুরঞ্জয়ের যে পুত্র হয়, তাঁহার নাম অনেনা। পৃথু তাঁহার পুত্র। পৃথুর পুত্র বিশ্বগন্ধি; বিশ্বগন্ধির পুত্র চন্দ্র; চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব; যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত। শ্রাবস্ত শ্রাবস্তী নামে পুরী নির্ম্মাণ করেন। শ্রাবস্তের নন্দন বৃহদশ্ব। বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব। এই কুবলয়াশ্ব একবিংশতি সহস্র পুত্রের সমভিব্যাহারে উতঙ্কের প্রিয়সাধনের নিমিত্ত ধুন্ধুনামক অসু-

১ বৃষের ঝুঁট।

২ দৈত্যগণের পুর জয় করিয়াছিলেন বলিয়া "পুরঞ্জয়;" ইন্দ্র তাঁহার বাহন হইয়াছিলেন বলিয়া "ইন্দ্রবাহ;" এবং বৃষের ককুদে অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া "ককুৎস্থ," এই তিন নাম প্রাপ্ত হন।

রকে সংহার করেন ; এই কারণে ইহাঁর "ধুন্ধুমার" নাম হয়। ভারত! ধুন্ধুমারের পূর্ব্বোক্ত সকল পুত্রই ধুন্ধুর মুখাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হন ; কেবল তিন জন মাত্র অবশিষ্ট থাকেন ;—দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব। দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব ; হর্য্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ ; নিকুম্ভের পুত্র বহুলাশ্ব ; বহুলাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব ; কৃশাশ্বের পুত্র সেনজিৎ ; সেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্ব নিঃসন্তান হইয়া বনে গমন করেন। (গমন করিয়া) একশত ভার্য্যার সহিত বিষণ্ণভাবে (কাল যাপন করেন)। (তদ্দর্শনে) ঋষিগণ ইহাঁর প্রতি কৃপা করিয়া অতিসাবধানপূর্ব্বক ইন্দ্র-দৈবত যাগ আরম্ভ করেন। রাজন্! আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর;—রাজা রাত্রিকালে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সেই যজ্ঞগৃহে প্রবিষ্ট হন ; এবং সেই সকল ঋষিদিগকে নিদ্রাগত দর্শন করিয়া স্বয়ং মন্ত্রপূত জল পান করেন। প্রভো! অনন্তর তাঁহারা গাত্রোৎথান করত কলসে জল নাই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, এ কাহার কর্ম্ম? পুংসবন জল কে পান করিল? "রাজাই ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া পান করিয়াছেন," (অবশেষে) ইহা জানিতে পারিয়া বিপ্রগণ ঈশ্বরকে নমস্কার করিয়া কহেন ;—অহো, দৈব বলই মহৎ!

অনন্তর কাল উপস্থিত হইলে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া এক চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত তনয় উৎপন্ন হন। (বিপ্রগণ দুঃখিত হইয়া কহেন,) আহা, এই বালক অতিশয় রোদন করিতেছে! কাহার স্তন পান করিবে? ইন্দ্র কহেন, বৎস! আমাকে পান করিবে ; রোদন করিও না। (দেবরাজ) এই বলিয়া তাঁহাকে তর্জ্জনী অর্পণ করেন।

ব্রাহ্মণ ও দেবতার প্রসাদে মান্ধাতার পিতা যুবনাশ্বের প্রাণত্যাগ হয় নাই। তিনি কিছু কাল পরে সেই স্থানেই তপস্যা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন।

রাজন্! রাবণাদি দস্যুগণ এই মান্ধাতা হইতে ভয় পাইয়া কম্পিত হইত; এই কারণে ইন্দ্র ইহাঁর নাম "ত্রসদস্যু" রাখেন। চক্রবর্ত্তী, ক্ষমতাশালী, যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতা অক্ষয় তেজোদ্বারা একাকী সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। তিনি আত্মজ্ঞানী ছিলেন বটে; তথাপি যজ্ঞে নারায়ণকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; দেব নারায়ণ সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বাত্মক ও অতীন্দ্রিয়; দ্রব্য, মন্ত্র, বিধি, যজ্ঞ, যজমান, ঋত্বিক্গণ, দেশ ও কাল, সকলই তাঁহার স্বরূপ। যে স্থান হইতে সূর্য্য উদিত হন এবং যে স্থানে অস্ত যান; সেই দুই স্থানের মধ্যে যত প্রদেশ আছে, সমুদায়ই যুবনাশ্বনন্দন মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রাজা (মান্ধাতা) শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও যোগী মুচুকুন্দকে উৎপাদন করেন। ইহাঁদিগের পঞ্চাশৎ ভগিনী সৌভরিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ (সৌভরি) যমুনার জলগর্ভে পরম তপস্যা আচরণ করিতে করিতে এক দিন এক সঙ্গমনিরত মৎস্যরাজের সুখ দর্শন করত ইচ্ছুক হইয়া রাজা (মান্ধাতার) নিকট এক কন্যা প্রার্থনা করেন। রাজা কহেন, কন্যাগণ স্বয়ম্বরা হউন্। সেই স্বয়ংবরে যে আপনাকে কামনা করিবে, আপনি তাহাকেই গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আমার অমত নাই।

(রাজার এই কথা শুনিয়া) দ্বিজ বিবেচনা করেন, আমি

বৃদ্ধ। বলী ও পলিত আমার গাত্র আক্রমণ করিয়াছে। আমার মস্তক নিরন্তর কম্পিত হইতেছে। আমি (তাপস ;) সুতরাং গ্রাহ্যও নহি। অতএব আমি স্ত্রীদিগের অপ্রিয়। এই ভাবিয়াই রাজা আমাকে এই কথা কহিলেন। (যাহা হউক,) আমি এরূপ যত্ন করিব, যাহাতে, রাজকন্যাদিগের কথা দূরে থাকুক, আপনাকে দেবকন্যাদিগেরও প্রার্থনীয় করিতে পারি।" ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণ এই বলিয়া এইরূপ অনুষ্ঠান করিলেন।

অনন্তর প্রতীহারী মুনিকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করাইলে, পঞ্চাশৎ রাজকন্যা সেই একমাত্র মুনিকে বরণ করিলেন। তাঁহার জন্য তাঁহারা সৌহৃদ্য পরিত্যাগ করিয়া বিষম কলহেও প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেই তদ্গতচিত্ত হইয়া (পরস্পর পরস্পরকে কহিতে লাগিলেন,)—ইনি আমারই যোগ্য পাত্র, তোমাদিগের নহে।

মন্ত্রসামর্থ্যসম্পন্ন সৌভরি দুরন্ত-তপস্যার সমৃদ্ধি হেতুক মহামুল্যপরিচ্ছদপূরিত গৃহ এবং উপবনস্থা, নির্ম্মলতোয়া, পদ্মবনাচ্ছাদিতা সরসী সকলে বিহার করিয়াছিলেন। সেই সকল গৃহে তিনি মহামুল্য শয্যায় শয়ন, মহামুল্য আসনে উপবেশন ও মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কার পরিধান এবং স্নান করিয়া গাত্রে চন্দনলেপন ও মাল্য ধারণ করিয়া মহামূল্য খাদ্য সামগ্রী আহার করিতেন। পরিচারক এবং পরিচারিকাগণও উত্তম অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। পক্ষী, ভৃঙ্গ ও বন্দিগণ তন্মধ্যে নিরন্তর গান করিত। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি, চক্রবর্ত্তীর সৌভাগ্যশালী মান্ধাতা

তাঁহার গৃহস্থাশ্রম দর্শন করত আশ্চর্য্য হইয়া গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সৌভরি এই রূপে গৃহস্থাশ্রমে বিবিধ সুখে বিষয় সকল উপভোগ করিয়া, অগ্নি যেরূপ ঘৃতবিন্দুতে উপরত হন না, সেইরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করেন নাই। বিবিধ মন্ত্রের অধিস্বামী এক দিন উপবেশন করত অপনার মৎস্যসঙ্গমজনিত তপোভ্রংশ অনুভব করিয়াছিলেন। (কহিয়াছিলেন,) অহো, আমি তপস্বী, সাধু ও ব্রতাচারী ছিলাম; আমার কি সর্ব্বনাশ হইল দেখ! আমি জলমধ্যে বহুকালে যে তপস্যা সাধন করিয়াছিলাম, জলচরের সঙ্গহেতু তাহা ধ্বংস করিলাম। মুমুক্ষু ব্যক্তি মৈথুনধর্ম্মাক্রান্ত জীবগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। সর্ব্বপ্রযত্নে ইন্দ্রিয়দিগকে বহির্গমন করিতে দিবেন না। নির্জ্জনে একাকী বিচরণ এবং অনন্ত ঈশ্বরে চিত্ত যোগ, করিবেন। আর, যদি সঙ্গ করিতেই হয়, তাহা হইলে, ঈশ্বর যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, যে সকল সাধু সেই ধর্ম্মকেই পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগের সহিতই করিবেন। জলমধ্যে আমি একমাত্র তপস্বী ছিলাম। মৎস্যের সহিত মেলন হেতু পঞ্চাশৎ হই[১]; এক্ষণে পঞ্চ সহস্র[২] হইয়াছি। মায়াগুণ আমার বুদ্ধি হরণ করিয়াছে; বিষয়কেই পুরুষার্থ বলিয়া বোধ করিতেছি; ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম্মবিষয়ক মনোরথ সকলের পারগমন করিতে সমর্থ হইতেছি না।

গৃহে কাল যাপন করত এই রূপে বিরক্ত হইয়া সৌভরি

---

১ মৎস্যের মৈথুনসুখ দর্শন করত পঞ্চাশৎ ভার্য্যা করিয়া পঞ্চাশৎ হই।
২ এক্ষণে প্রত্যেকের শত পুত্র হওয়াতে পঞ্চসহস্র হইয়াছি।

স্থানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করত বনে গমন করিয়াছিলেন। পতিদেবতা পত্নী সকলও তাঁহার অনুগামিনী হন। আত্ম-জ্ঞানী সেই স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়া অগ্নিত্রয়ের সহিতই পরমাত্মায় আত্মা যোগ করেন। মহারাজ! তাঁহার পত্নীগণ আপনাদিগের পতির ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি দর্শন করিয়া, যেরূপ শিখা সকল নির্ব্বাপিত অগ্নির অনুগমন করে, সেইরূপ স্বামীর প্রভাবেই স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন।

সৌভরির উপাখ্যান নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

শুক কহিলেন, যিনি মান্ধাতার পুত্রগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনি অম্বরীষ নামে বিখ্যাত। তাঁহার পিতামহ যুবনাশ্ব তাঁহাকে পুত্রস্বরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রও যুবনাশ্ব। হারীত এই যুবনাশ্বের নন্দন। ইহাঁরা মান্ধাতার গোত্রের শ্রেষ্ঠ।

সর্পগণ আপনাদিগের ভগিনী নর্ম্মদাকে পুরুকুৎসকে সম্প্রদান করেন। সেই নর্ম্মদা ভুজগেন্দ্রের নিয়োগ বশতঃ পুরুকুৎসকে রসাতলে লইয়া যান। বিষ্ণুশক্তিধর পুরুকুৎস সেই স্থানে বধযোগ্য গন্ধর্ব্বদিগকে বধ করেন। সর্পগণ তাঁহাকে বর দান করেন যে, যাঁহারা নর্ম্মদার পুরুকুৎসকে রসাতলে আনয়ন প্রভৃতি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদিগের সর্পভয় থাকিবে না।

পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু। ত্রসদস্যু অনরণ্যের পিতা।

হর্য্যশ্ব অনরণ্যের পুত্র। তাঁহার পুত্র প্রারুণ; প্রারুণের পুত্র ত্রিবন্ধন। সত্যব্রত ত্রিবন্ধনের তনয়। তাঁহার তনয় ত্রিশঙ্কু[১] নামে বিখ্যাত। ত্রিশঙ্কু পিতার শাপবশতঃ চণ্ডাল হন।[২] কিন্তু কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের তেজে সশরীরে স্বর্গে যান; তাঁহাকে অদ্যাবধিও আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতারা তাঁহাকে অধঃশিরা করিয়া পাতিত করিয়াছিলেন; সেই বিশ্বামিত্রই বলপূর্ব্বক তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন।

ত্রিশঙ্কুর তনয় হরিশ্চন্দ্র। এই হরিশ্চন্দ্রের নিমিত্ত পক্ষি-যোনি প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ বহু বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করেন।[৩]

হরিশ্চন্দ্র অপুত্রতানিবন্ধন দুঃখিত হইয়া নারদের উপ-দেশক্রমে বরুণের শরণ লইয়া প্রার্থনা করেন, প্রভো! আমার একটী পুত্র হউক। মহারাজ! যদি আমার বীর পুত্র হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকেই বলি দিয়া আপনার যজ্ঞ করিব।

বরুণ "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলেন। হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে একটী পুত্র জন্মিল। বরুণ কহিলেন, রাজন্! এই পুত্রকে বলি দিয়া আমার যজ্ঞ কর। রাজা কহিলেন,

---

১ তাঁহার তিনটি শঙ্কুর (শল্যের) ন্যায় পীড়াদায়ক দুঃখ ছিল; এই কারণে তাঁহার নাম ত্রিশঙ্কু। তিন দুঃখ:—(১) পিতার অসন্তোষোৎপাদন;—(২) গুরুর দুগ্ধবতী ধেনু বধ করণ;—(৩) যে মাংস যজ্ঞের নিমিত্ত সংস্কৃত হয় নাই, সেই মাংস ভক্ষণ।

২ পরিণীয়মান বিপ্রকন্যাহরণ করাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন।

৩ বিশ্বামিত্র রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণাচ্ছলে হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাঁহাকে কষ্ট দেন। ইহা শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ তাঁহাকে শাপ দেন, তুমি আড়ী (পক্ষিবিশেষ) হও। বিশ্বামিত্রও তাঁহাকে প্রতিশাপ দেন,—তুমি বক হও।

যখন পশুর দশ দিন বহির্গত হইবে, তখনই এ পবিত্র হইবে। দশ দিন বহির্গত হইলে বরুণ আসিয়া কহিলেন, আমার যাগ কর। রাজা কহিলেন, যখন পশুর দন্ত নির্গত হইবে, তখন এ পবিত্র হইবে। (কিছু দিন পরে) বরুণ কহিলেন, দন্ত উদ্গত হইয়াছে, আমার যাগ কর। রাজা কহিলেন, যখন ইহার দন্ত পতিত হইবে, তখন এ পবিত্র হইবে। (পরে) বরুণ কহিলেন, আমার পশুর দন্ত পতিত হইয়াছে; যাগ কর। রাজা কহিলেন, যখন পশুর পুনর্ব্বার দন্ত উদ্গত হইবে, তখন এ পবিত্র হইবে। (পশ্চাৎ) বরুণ কহিলেন, দন্ত পুনর্ব্বার জন্মিয়াছে; যাগ কর। রাজা কহিলেন, হে বরুণদেব! যখন এ বর্ম্ম পরিধান করিতে সমর্থ হইবে, তখন পবিত্র হইবে।

পুত্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ স্নেহে বদ্ধ হইয়া হরিশ্চন্দ্র বঞ্চনা করত যে যে কাল উল্লেখ করিতে লাগিলেন, বরুণদেব সেই সেই কালেরই প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

রোহিত পিতার সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিতে পারিয়া প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধনু হস্তে করিয়া বনে গমন করিলেন।

(অনন্তর) বরুণ হরিশ্চন্দ্রকে আক্রমণ করিলেন; যাহাতে তাঁহার উদর স্ফীত হইয়া উঠিল। রোহিত পিতার এই অবস্থা শ্রবণ করিয়া গ্রামে আসিতে উদ্যুক্ত হইলেন; ইন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। আজ্ঞা করিলেন, তীর্থক্ষেত্র সেবন করত পৃথিবী পর্য্যটন করা পুণ্যজনক। রোহিতও এক বৎসর অরণ্যে বাস করিলেন। এই রূপ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্ষেও পুরন্দর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে আগমন করিয়া নিবারণ করিলেন। ষষ্ঠ বর্ষও সেই বনমধ্যে বাস করিয়া রোহিত

নগরে আগমন-কালীন অজীগর্ত্তের নিকট তাঁহার মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া পিতাকে পশুরূপে প্রদান করত নমস্কার করিলেন।

মহৎ ব্যক্তিগণ যাঁহার কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই মহাযশাঃ হরিশ্চন্দ্র অবশেষে পুরুষের মাংস দ্বারা বরুণাদি দেবতাদিগের যাগ করিলেন; বরুণ তাঁহার উদর মোচন করিলেন। এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা; আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জমদগ্নি অধ্বর্য্যু; বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং অযাস্য মুনি উদ্গাতা হইয়াছিলেন।

ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে স্বর্ণময় রথ প্রদান করিয়াছিলেন। শুনঃশেফের মাহাত্ম্য ইহার পর বর্ণন করিব।

বিশ্বামিত্র সভার্য্য হরিশ্চন্দ্রের সত্য, সার ও ধৈর্য্য নিরীক্ষণ করত সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অখণ্ডিত গতি[১] দান করিয়াছিলেন। (রাজা) মনকে পৃথিবীর সহিত, পৃথিবীকে জলের সহিত, জলকে তেজের সহিত, তেজকে বায়ুর সহিত, বায়ুকে আকাশের সহিত, আকাশকে ভূতগণের সহিত এবং ভূতগণকে মহত্তত্ত্বের সহিত এক করিয়াছিলেন। (পশ্চাৎ) সেই মহত্তত্ত্বে (বিষয়াকার পরিত্যাগ করত) জ্ঞানাংশকে (আত্মস্বরূপে) ভাবনা করিয়া তদ্দ্বারা (আত্মার আবরক) অজ্ঞানকে দাহ করেন। (দাহ করিয়া) নির্ব্বাণ-সুখানুভব দ্বারা সেই জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করত অনির্দ্দেশ্য ও অপ্রতর্ক্য স্বরূপে অবস্থিত হন।

হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ জ্ঞান।

অষ্টম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, রোহিতের পুত্র হরিত। হরিতের পুত্র চম্প। চম্প চম্পাপুরী নির্ম্মাণ করেন। চম্পের পুত্র সুদেব; সুদেবের পুত্র বিজয়; বিজয়ের পুত্র ভরুক; ভরুকের পুত্র বৃক; বৃকের পুত্র বাহুক। শত্রুগণ পৃথিবী অপহরণ করাতে রাজা বাহুক ভার্য্যার সহিত বনে গমন করেন। (অনন্তর) বৃদ্ধ হইয়া যখন পঞ্চত্ব লাভ করেন, তখন তাঁহার মহিষী তাঁহার অনুগমন করিতে উদ্যুক্ত হন; কিন্তু ঔর্ব্ব ঋষি তাঁহাকে সসত্ত্বা দেখিয়া নিবারণ করেন। তাঁহার সপত্নীগণ তাহা জানিতে পারিয়া হিংসা করিয়া তাঁহাকে বিষ দান করেন। (কুমার) সেই গরের (বিষের) সহিতই জন্ম গ্রহণ করিয়া মহাযশাঃ সগর নামে বিখ্যাত হন। সগর চক্রবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ সাগর (খনন) করিয়াছেন। সগর গুরু (ঔর্ব্বের) বাক্যানুসারে তালজঙ্ঘ, যবন, শক, হৈহয় ও বর্ব্বর জাতিদিগকে সংহার না করিয়া তাহাদিগের বেশ বিকৃত করিয়াছিলেন। কাহাদিকে মুণ্ডিত (অথচ) শ্মশ্রুধর; কাহাদিগকে মুক্তকেশ, (অথচ) অর্দ্ধমুণ্ডিত; কাহাদিগকে অন্তর্ব্বাসবিহীন; কাহাদিগকে বা বহির্ব্বাসহীন করিয়াছিলেন।

এই সগর রাজা ঔর্ব্বোপদিষ্ট উপায় দ্বারা সর্ব্ববেদময়, সর্ব্বদেবাত্মক, আত্মা, ঈশ্বর হরিকে অশ্বমেধ দ্বারা অর্চ্চনা

করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি যে অশ্ব পরিত্যাগ করেন, ইন্দ্র উহাকে হরণ করিয়াছিলেন। সুমতির[১] দর্পিত পুত্রগণ পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করত অশ্ব অন্বেষণ করিতে করিতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ খনন করেন। অনন্তর উত্তরপূর্ব্বদিকে কপিলের সন্নিকটে অশ্ব দেখিতে পান। দেখিতে পাইয়া কহেন, এই অশ্বাপহারক চোর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছে; ইহাকে বধ কর; বধ কর।

ষষ্টিসহস্র সগরসন্তান এই বলিয়া যখন অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন করত তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন, তখন মুনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। অমনি সগরতনয়েরা ক্ষণমাত্রেই ভস্মসাৎ হইলেন। ইন্দ্রচিত্ত মোহিত করাতে তাঁহারা মহতের অপমান করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র সগরের পুত্রগণ কপিল মুনির কোপে নষ্ট হইয়াছিলেন, এ কথা সাধুর কথা নহে; কারণ, সত্ব গুণ তাঁহার আশ্রয়; তাঁহার আত্মা জগতের শুদ্ধি সাধন করে; অতএব তাঁহাতে তমোগুণ কিরূপে সম্ভাবিত হইবে? আকাশে পার্থিব ধুলি কি প্রকারে থাকিতে পারে? আর, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ যে তরণী দ্বারা এই দুরত্যয় সংসারার্ণব ও মৃত্যুপথ অতিক্রম করেন, যিনি ইহ লোকে সেই দৃঢ় সাংখ্যময়ী তরণী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই পরাত্মভূত, সর্ব্বজ্ঞের "ইনি শত্রু" "ইনি মিত্র" এপ্রকার বুদ্ধিই বা কিরূপে হইতে পারে?

(সগর) রাজার যে পুত্র অসমঞ্জস নামে কথিত হইয়া থাকেন, তিনি কেশিনীর গর্ভসম্ভূত। তাঁহার পুত্র অংশুমান্।

১ সগরের দুই স্ত্রী;—সুমতি ও কেশিনী।

অসমঞ্জস আপনাকে অযোগ্যাচারী প্রদর্শন করিতেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে যোগী ছিলেন; সঙ্গহেতু যোগ হইতে ভ্রষ্ট হন। এক্ষণে জাতিস্মর হইয়া লোকে গর্হিত আচরণ এবং জ্ঞাতিগণের বিপ্রিয় সাধন, করত লোকদিগকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন। কতকগুলি বালক ক্রীড়া করিতে ছিল। (এক দিন) সেই সকল বালককে লইয়া সরযূর জলে নিক্ষেপ করিলেন।

এইরূপ আচরণ করাতে, পিতা তাঁহার প্রতি স্নেহ-শূন্য হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন অসমঞ্জস যোগৈশ্বর্য্যবলে সেই সকল বালককে প্রদর্শন করিয়া প্রস্থান করিলেন। অযোধ্যাবাসী সকল বালকদিগকে পুনর্ব্বার আগমন করিতে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। রাজাও অনুতাপ করিলেন।

মহীপতি আজ্ঞা করাতে অংশুমান্ অশ্বের অন্বেষণ করিতে, যে পথ পিতৃব্যগণের খাতের দিকে গমন করিয়াছে, সেই পথে প্রস্থান করিলেন। দেখিলেন, ভস্মের নিকট অশ্ব রহিয়াছে। মহাত্মা (অংশুমান্) সেই স্থানে কপিল নামক অধোক্ষজ মুনিকে উপবিষ্ট দেখিয়া অঞ্জলি করত সমাহিত মনে স্তব করিতে লাগিলেন;—ব্রহ্মা সমাধি ও যুক্তি দ্বারা অদ্যাপি আপনাকে দেখিতে বা বুঝিতে পারেন নাই; কারণ, আপনি তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ (পরমেশ্বর); সুতরাং অর্ব্বাচীন আমরা কিরূপে দেখিতে বা বুঝিতে পারিব? যে সকল সৃষ্টি ব্রহ্মার মন, শরীর ও বুদ্ধি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, আমরা সেই সকল সৃষ্টির অন্তর্গত; তাহাতে আবার জ্ঞানহীন।

আপনি আমাদিগের স্ব স্ব হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন; দেহী আমরা আপনাদিগেতে আপনাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছি না; কারণ, আপনার মায়ায় আমাদিগের চিত্ত মোহিত হইয়া আছে। এই কারণে ত্রিগুণা (বুদ্ধিই) আমাদিগের নিকট প্রধান; সুতরাং আমাদিগের জ্ঞান কেবল বাহ্যিক; অতএব আমরা গুণ, অথবা অজ্ঞানই দর্শন করিয়া থাকি। এতাদৃশ আপনাকে আমি কিরূপেই বিচার করিয়া প্রতিপাদন করিব? আমি মূঢ়; আপনি শুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি। যাঁহাদিগের মায়াগুণজন্য ভেদজ্ঞান ও মোহ ধ্বংস পাইয়াছে, সেই সকল সনন্দাদি মুনিই আপনাকে চিন্তা করিতে পারেন। (অতএব,) হে প্রশান্ত! আমি আপনাকে কেবল নমস্কার করি; আপনি পুরাণ পুরুষ; মায়ার গুণসকল আপনার (বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি) কার্য্য এবং ব্রহ্মাদি আপনার রূপ। আপনি পুণ্য পাপ হইতে মুক্ত। জ্ঞান উপদেশ করিবার নিমিত্ত দেহ ধারণ করিয়াছেন। মায়াযোগে যে লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, কাম, লোভ, ঈর্ষা এবং মোহ দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত এই সকল (জীব) ইহাতে বাস্তবিক ভাবিয়া গৃহাদিতে ভ্রমণ করিতেছে। হে ভূতাত্মন্! অদ্য আপনাকে দর্শন করাতে আমাদিগের কাম, কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ীভূত দৃঢ় মোহপাশ ছিন্ন হইল।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! প্রভাব এইপ্রকারে কীর্ত্তিত হইলে, ভগবান্ কপিল মুনি অনুগ্রহ করিতে মনস্থ করিয়া অংশুমান্‌কে এই কথা কহিলেন।

ভগবান্ (কপিল) কহিলেন, বৎস! তোমার পিতামহের

যজ্ঞীয় পশু এই অশ্ব গ্রহণ কর। আর, তোমার এই সকল দগ্ধ পিতৃগণ, অন্য জল নহে, গঙ্গাজলই পাইবার যোগ্য।

অংশুমান্ মুনিকে প্রদক্ষিণ করত মস্তক দ্বারা নমস্কার করিয়া অশ্ব আনয়ন করিলেন। সগর সেই পশু দ্বারা যজ্ঞ-শেষ সমাপন করিলেন। (পরে) অংশুমান্‌কে রাজ্য অর্পণ করত নিস্পৃহ হইয়া ঔর্ব্বোপদিষ্ট উপায় দ্বারা উত্তম গতি লাভ করিলেন।

সগরোপাখ্যান নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, অংশুমান্ গঙ্গা আনয়ন করিবার আশয়ে অনেক কাল তপস্যা করিলেন; কিন্তু সমর্থ হইলেন না। শেষে কালক্রমে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র দিলীপও সেইরূপে অপারক হইয়া কালপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার তনয় ভগীরথ অতি মহৎ তপস্যা আচরণ করিলেন। দেবী (তাঁহার) নিকট আগমন করিয়া আপনাকে প্রদর্শন করত কহিলেন, আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে বর দান করিতে প্রস্তুত আছি। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া নমস্কার করত আপন অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন।

(গঙ্গা কহিলেন,) আমি যখন মহীতলে পতিত হইব, তখন কে আমার বেগ ধারণ করিবে? রাজন্! কেহ বেগ ধারণ না করিলে আমি ভূতল ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ

করিব। আর, আমি ভূতলে গমন করিব না; কারণ, মনুষ্যেরা আমাতে পাপ ক্ষালন করিবে; আমি যে সে পাপ কোথায় ক্ষালন করিব, রাজন্! সে বিষয় চিন্তা কর।

রাজা কহিলেন, লোক-পাবন, ব্রহ্ম-নিষ্ঠ, শান্ত, সন্ন্যাসী সাধুগণ অঙ্গসঙ্গ দ্বারা আপনার পাপ হরণ করিবেন; পাপনাশক হরি তাঁহাদিগের শরীরে অবস্থিতি করেন। যেরূপ শাটী সূত্রে ওতপ্রোত থাকে, সেইরূপ এই বিশ্ব যাঁহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে, সেই শরীরিগণের আত্মা রুদ্র আপনার বেগ ধারণ করিবেন।

ভগীরথ এই কথা কহিয়া তপস্যা দ্বারা দেব শিবের তুষ্টি উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজন্! আশুতোষ অল্পকালের মধ্যে তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইলেন। সর্ব্বলোকের হিতকারী শিব, রাজা যাহা প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে "তাহাই হউক্" বলিয়া ধীর ভাবে হরিপাদস্পর্শহেতুক পবিত্র-তোয়া গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিলেন।

রাজর্ষি ভগীরথ, যে স্থানে তাঁহার পিতৃগণের দেহ ভস্মীভূত হইয়া পতিত ছিল, ভুবন-পাবনীকে সেই স্থানে লইয়া গেলেন। তিনি বায়ুবেগ রথে গমন করিতে লাগিলেন; গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া চলিলেন। বহুদেশ পবিত্র করিয়া (সুরধুনী অবশেষে) সগরসন্তানদিগকে সেক করিলেন। ব্রাহ্মণকে দণ্ড করিয়া সগরতনয়েরা হত হইয়াছিলেন; তথাপি গঙ্গাজল কেবল দেহের ভস্মমাত্র স্পর্শ করাতেই তাঁহারা স্বর্গে গমন করিলেন। ভস্মীভূত সগরনন্দন-গণ অঙ্গ সঙ্গ দ্বারাই স্বর্গে প্রস্থান করিলেন; যাঁহারা নিয়ম

ধারণ করত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবীকে সেবা করেন, তাঁহাদিগের কথা আর কি কহিব! (ভারত!) এ স্থানে যাহা কহিলাম, সুরধুনী এই যে করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের নহে; তিনি ভবচ্ছেদ-কর্ত্তার অনন্ত চরণের জল হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। নির্ম্মল সাধুগণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই চরণে মনোনিবেশ করিয়া দুস্ত্যজ দেহ ত্যাগ করত তৎক্ষণমাত্রেই তাঁহার সহিত এক হন।

ভগীরথ হইতে শ্রুত জন্ম লাভ করেন। তাঁহার ঔরসে শ্রেষ্ঠ নাভ উৎপন্ন হন। তাঁহা হইতে সিন্ধুদ্বীপ; সিন্ধুদ্বীপ হইতে অযুতায়ু; অযুতায়ু হইতে নলের সখা ঋতুপর্ণের উদ্ভব হয়। ঋতুপর্ণ অক্ষবিদ্যা দান করিয়া নল হইতে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র সর্ব্বকাম; সর্ব্বকামের পুত্র সুদাস; সুদাসের পুত্র রাজা মদয়ন্তীপতি। তাঁহাকে মিত্রসহ, কখন বা কল্মাষপাদ কহিয়া থাকে। তিনি নিঃসন্তান; বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হইয়াছিলেন।

রাজা (পরীক্ষিৎ) কহিলেন, মহাত্মা সুদাসতনয়ের প্রতি কি কারণে গুরুর অভিশাপ হইয়াছিল, আমরা তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; যদি গোপনীয় কথা না হয়, বলিতে আজ্ঞা হউক্।

শুকদেব কহিলেন, সৌদাস মৃগয়ায় কোন মৃগ সংহার করিতে গিয়া এক রাক্ষসকে সংহার করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিলেন। সেই রাক্ষস প্রতিচিকীর্ষার নিমিত্ত "ইহাতে রাজার অনিষ্ট করিব" ভাবিয়া পাচকের রূপ ধারণ করত রাজার গৃহে আগমন করিল এবং গুরু এক দিন ভোজন

করিতে অভিলাষ করাতে তাঁহাকে নরমাংস আনিয়া দিল। ভগবান্ বশিষ্ঠ, যে মাংস পরিবেষণ করা হইতেছিল, সেই মাংসকে নরমাংস বলিয়া যথার্থ রূপে দেখিতে পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে শাপ দিলেন, তুমি নরমাংস ব্যবহার কর, এই কারণে রাক্ষস হইবে। সেই কর্ম্ম রাক্ষসে করিয়াছে, অবশেষে ইহা জানিতে পারিয়া, গুরু দ্বাদশবার্ষিক ব্রত আচরণ করিলেন। রাজাও অঞ্জলিতে জল লইয়া গুরুকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। (কিন্তু) মদয়ন্তী নিবারণ করাতে, দিঙ্মণ্ডল, আকাশ ও পৃথিবী, সমুদায় জীবগণে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, অবলোকন করিয়া, ভূপতি সেই তীক্ষ্ণ জল আপনার দুই পদে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে রাক্ষসতা প্রাপ্ত হইয়া পাদদেশে রাক্ষস হইলেন।

(কল্মাষপাদ এক দিন) দেখিতে পাইলেন, এক দ্বিজ-দম্পতী মৈথুনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ক্ষুধার্ত্ত (রাজা) তাঁহাদিগের মধ্যে বিপ্রকে ধারণ করিলেন। বিপ্রের পত্নী সঙ্গমে কৃতার্থ না হইয়া কহিলেন, আপনি রাক্ষস নহেন; ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের মধ্যে মহারথ; মদয়ন্তীর পতি এবং বীর; অধর্ম্ম করা আপনার উচিত নহে। আমার পতি ব্রাহ্মণ; সন্তানোৎপাদনে অভিলাষী; এখনও চরিতার্থ হন নাই; ইহাঁকে প্রত্যর্পণ করুন। রাজন্! এই যে মানব-দেহ, ইহাই পুরুষকে যাবতীয় ধর্ম্ম দান করে; অতএব বীর! দেহের নাশকে সকল অর্থেরই নাশ কহা যায়। এই ব্রাহ্মণ বিদ্বান্, তপস্বী, শীলসম্পন্ন ও গুণবান্। যিনি সকলের আত্মস্বরূপে সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে গুণগণ দ্বারা অন্তর্হিত রহিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ নামক

ব্রহ্মকে আরাধনা করিতে ইহাঁর ইচ্ছা আছে। ইনি ব্রহ্মর্ষির শ্রেষ্ঠ ; আপনি রাজর্ষির প্রধান। আপনার হস্তে ইহাঁর প্রাণ-নাশ হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ; পুত্রকে সংহার করা কি পিতার কর্ত্তব্য হয়? যাঁহাকে ব্যতীত আমি ক্ষণকাল জীবিত থাকিব না, যদি তাঁহাকে ভোজন করা আপনার নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে আমিও মৃতপ্রায় ; আমাকে অগ্রে ভক্ষণ করুন।

(দ্বিজপত্নী) এইরূপে অনাথের ন্যায় করুণবাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন ; শাপমোহিত সুদাসতনয় তাঁহার সমক্ষেই, যেরূপ ব্যাঘ্র পশুকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণকে আহার করিলেন। ব্রাহ্মণ গর্ভাধান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; রাক্ষস তাঁহাকে ভক্ষণ করিল, দেখিয়া ব্রাহ্মণী আপনার অবস্থা বিষয়ে শোক করিতে করিতে কুপিত হইয়া রাজাকে অভিশাপ করিলেন ;—রে পাপ! তুই মৈথুনসময়ে আমার স্বামীকে ভক্ষণ করিলি ; অতএব, রে অকৃতপ্রজ্ঞ! আমি বলিতেছি, তোরও মৈথুনহেতু মৃত্যু হইবে।

পতিলোক-পরায়ণা ব্রাহ্মণী এইরূপে মিত্রসহকে শাপ দিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে স্বামীর অস্থি সমর্পণ করিয়া তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বাদশ বর্ষের পর শাপ হইতে মুক্ত হইয়া কল্মাষপাদ মৈথুনে উদ্যত হইলেন। তাঁহার মহিষী ব্রাহ্মণীর শাপ জানিতে পারিয়া নিবারণ করিলেন। ইহার পর তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন, ততকাল স্ত্রীসঙ্গ-সুখ হইতে বর্জ্জিত হন। এই কর্ম্মদোষেই নিঃসন্তান হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ তাঁহার

অনুমতি পাইয়া মদয়ন্তীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন। মদয়ন্তী সাত বৎসর গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন ; তথাপি পুত্র জন্মে নাই। (অতএব বশিষ্ঠ) অশ্ম (প্রস্তর) দ্বারা তাঁহার গর্ভে আঘাত করেন। এই নিমিত্ত পুত্র অশ্মক নামে কথিত হইয়া থাকেন। অশ্মক হইতে বালিক জন্মগ্রহণ করেন। স্ত্রী সকল বালিককে রক্ষা করিয়াছিলেন ; এই কারণে তাঁহাকে নারীকবচ বলিয়া থাকে। ক্ষাত্রবংশ শেষ হইলে ইনিই ঐ বংশের মূল হইয়াছিলেন।

বালিক হইতে দশরথ ; দশরথ হইতে ঐড়বিড়ি ; ঐড়-বিড়ি হইতে রাজা বিশ্বসহ উৎপন্ন হন। চক্রবর্ত্তী খট্বাঙ্গ বিশ্বসহের পুত্র। এই দুর্জ্জয় খট্বাঙ্গ, দেবগণ প্রার্থনা করাতে, যুদ্ধে দৈত্যদিগকে বধ করিয়াছিলেন। দেবগণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহেন ; তিনি কহেন অগ্রে আমার পরমায়ু আর কত দিন আছে, আপনারা বলিয়া দিউন। দেবতারা বলেন, মুহূর্ত্তমাত্র। আয়ু মুহূর্ত্তমাত্র আছে, জানিতে পারিয়া, রাজা আপন নগরে প্রত্যাগমন করিয়া পরমেশ্বরে মন নিযুক্ত করেন। (কহেন) ;—কুলদৈবত ব্রাহ্মণ হইতে আমার প্রাণ, পুত্র, শ্রী, পৃথিবী, রাজ্য বা স্ত্রী অধিকতর প্রিয় নহে। ক্ষুদ্রবিষয়ে আমার বুদ্ধি নাই। বুদ্ধি অধর্ম্মেও কখন আসক্ত হয় না। উত্তমশ্লোক ভিন্ন অন্য কিছুই বাস্তবিক বলিয়া দর্শন করি নাই। ত্রিভুবনেশ্বর দেবতারা আমাকে কামবর দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমার চিন্তা ভূতভাবনেই নিরত ; অতএব আমি তাহা প্রার্থনা করি নাই। দেবতাদিগের ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি চঞ্চল ;

(এই কারণে) তাঁহারাও আপন আপন হৃদয়স্থিত, প্রিয়, নিত্য আত্মাকে জানিতে পারেন না ; অপরের কথা আর কি বলিব? অতএব স্বভাববশে আত্মাতে যে মায়ারচিত, গন্ধর্ব্বনগরসদৃশ গুণাসক্তি বদ্ধমূল হইয়াছে, উহাকে বিশ্ব-কর্ত্তার ভাবনাদ্বারা পরিহার করিয়া তাঁহারই শরণাগত হইব।

নারায়ণাধিষ্ঠিত বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া (দেহা-দিতে অভিমানরূপ) অজ্ঞান পরিত্যাগ করত অবশেষে আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। যিনি সূক্ষ্ম, অশূন্য, অথচ শূন্যরূপে কল্পিত পর ব্রহ্ম; ভক্তজন যাঁহাকে ভগবান্ বাসুদেব বলিয়া থাকেন ; তিনিই আপন স্বরূপ।

খট্বাঙ্গ-চরিত-নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! খট্বাঙ্গ হইতে দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহু হইতে বিখ্যাতযশাঃ রঘু ; রঘু হইতে অজ ; অজ হইতে দশরথ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দেবগণ প্রার্থনা করাতে সাক্ষাৎ ভগবান্ ব্রহ্মময় হরি অংশাংশে চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন, এই কয় নামে এই দশরথের পুত্র হন। রাজন্! সেই সীতাপতির চরিত্র তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন ; তুমি বারংবার তাহা শ্রবণ করিয়াছ।

খলরূপী বনের দাবাগ্নিস্বরূপ কোশলপতি রামচন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন। প্রিয়ার করস্পর্শেও যে পাদযুগলের ব্যথা জন্মিত, গুরুর নিমিত্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রাম তদ্দ্বারা বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন; (তৎকালে) বানরেন্দ্র (সুগ্রীব) এবং অনুজ (লক্ষ্মণ) তাঁহার পথশ্রম দূর করিতেন। শূর্পনখার বৈরূপ্য সম্পাদন করাতে (রাবণ) তাঁহার যে প্রিয়াবিরহ উৎপাদন করেন, তজ্জন্য রোষে তাঁহার যে ভ্রুকুটী হয়, তাহা দর্শন করিয়া সমুদ্র ভয় পান। (তৎপরে রঘুনাথ সমুদ্রকে সেই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া) সেতু বন্ধন করেন।

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের (সাহায্য) অপেক্ষা না করিয়াই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মারীচাদিকে নিপাত করেন; সীতার স্বয়ংবরগৃহে লোকবীরগণের সভাস্থলে বাল গজের ন্যায় লীলা প্রকাশ করিয়া, ত্রিশত বাহক যে শিবধনু আনয়ন করিয়াছিল, সেই ধনু গ্রহণ করিয়া জ্যারোপণ এবং আকর্ষণ করিয়া ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় অধ্যভাগে ভগ্ন করেন। পূর্ব্বে যিনি বক্ষঃস্থলে (স্থাপিত হইয়া) সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, সেই অনুরূপ শীল, বয়স্, অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপশালিনী লক্ষ্মীকে জয় করিয়া যখন পথে আগমন করেন, তখন যে ভৃগুপতি একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষাত্রবীজশূন্য করিয়াছিলেন, সেই পরশুরামের দর্প হরণ করেন। ভার্য্যার সহিত সত্যপাশবদ্ধ স্ত্রৈণ পিতারও আজ্ঞা মস্তকে গ্রহণ করেন। যেরূপ মুক্তসঙ্গ মুনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ রাজ্যলক্ষ্মী, প্রণয়ী মিত্রবর্গ এবং ভবন পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন।

অশুদ্ধমতি রাক্ষসভগিনীর রূপ বিকৃত করান। তাহার খর, ত্রিশির ও দূষণ প্রভৃতি বন্ধুদিগকে সংহার করেন। অসহ্য কোদণ্ড হস্তে করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করেন। সীতার কথা শ্রবণ করিয়া কামোদ্ভব হওয়াতে রাবণ যে মারীচকে প্রেরণ করেন, তাহার (স্বর্ণময়) অদ্ভুত শরীর দ্বারা বিমোহিত হইয়া আপন আশ্রম হইতে দূরে গমন করিয়া, যেরূপ শ্রীরুদ্র দক্ষকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাকে সংহার করেন। রাক্ষসাধম (রাবণ) বৃকের ন্যায় বিপিনমধ্যে অসাক্ষাতে বিদেহদুহিতাকে হরণ করিলে পর, প্রিয়াবিয়োগ হেতু অতিশয় দুঃখিত হইয়া "স্ত্রীসঙ্গীদিগের এই গতি হইয়া থাকে," এই জ্ঞাপন করত ভ্রাতার সহিত ভ্রমণ করেন। রঘুনাথ মনুষ্য ছিলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব তাঁহার চরণ বন্দনা করিতেন। তাঁহার নিমিত্ত যুদ্ধব্যাপারে প্রাণ নাশ হওয়াতে যাঁহার শাস্ত্রোক্ত অগ্নিকার্য্য হয় নাই, সেই জটায়ুকে দাহ করিয়া সীতাপতি কবন্ধকে সংহার করেন। বানরদিগের সহিত সখ্য করিয়া তাহাদিগের দ্বারা প্রিয়ার অবস্থার সংবাদ পাইয়া, বালি বিনষ্ট হইলে, বানররাজের সৈন্যের সহিত সমুদ্রতীরে উপনীত হন। তাঁহার রোষ-বিচালিত, বক্রীভূত কটাক্ষ নিক্ষেপ হেতু সমুদ্রের কুম্ভীর ও মকরকুল চঞ্চল হইয়া উঠে। সাগর ভয়ে স্তব করিতে করিতে মূর্ত্তিমান্ হইয়া মস্তকে পূজাসামগ্রী লইয়া তাঁহার পাদমূলে উপস্থিত হইয়া কহেন ;—হে ভূমন্! আমাদিগের বুদ্ধি জড় ; আমরা (এতাবৎকাল পর্য্যন্ত) নিশ্চয়ই সাক্ষীস্বরূপ আদিপুরুষ জগদীশ্বর আপনাকে জানিতে পারি নাই। (এক্ষণে জানিলাম)

যাঁহার (বশীভূত) সত্ত্বগুণ হইতে দেবগণ; রজোগুণ হইতে প্রজেশ্বরগণ এবং ক্রোধ হইতে ভূতপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, আপনি সেই গুণাধিপতি। যথেচ্ছ গমন করুন; বিশ্বশ্রবার পুরীষপ্রায় ত্রৈলোক্যের ভয়াবহ (রাবণকে) সংহার করুন; এবং পত্নী প্রাপ্ত হউন। হে বীর! (যদিও আমার জল আপনার প্রতিবন্ধক হইবে না, তথাপি) যশোবিস্তারের নিমিত্ত এই স্থানে সেতুবন্ধন করুন; দিগ্‌বিজয়ী নৃপতি সকল ঐ সেতুর নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার কীর্ত্তি গান করিবেন।

রঘুপতি (সাগরের বাক্য অভিনন্দন করত) কপীন্দ্রগণের কর দ্বারা কম্পিতশাখ শাখিকুলে পরিব্যাপ্ত বিবিধ গিরিশৃঙ্গ দ্বারা সাগরে সেতু বন্ধন করত সুগ্রীব, নীল ও হনুমান্ যাহার অধিনায়ক, সেই সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া বিভীষণের বুদ্ধিবলে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন; (সীতার অন্বেষণসময়ে হনুমান্ ইতিপূর্ব্বে ঐ পুরী দাহ করিয়াছিলেন; এক্ষণে) বানরেন্দ্রের সৈনিকগণ উহার বিহারস্থান; কোষ্ঠ,[১] ভাণ্ডার, দ্বার, পুরদ্বার, সভামণ্ডপ, বলভী[২] ও বিটঙ্ক[৩] আক্রমণ করিল এবং বেদিকা, ধ্বজ, হেমকলস ও চতুষ্পথ ভগ্ন করিল। তাহাতে পুরী গজকুলাক্রান্তা হ্রদিনীর ন্যায় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। রাক্ষসপতি তাহা দর্শন করিয়া নিকুম্ভ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সরান্তক ও নরান্তকাদি নিশাচর, এবং পুত্র ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, অতিকায় ও নিকম্প প্রভৃতি যাবতীয় অধীনস্থ ব্যক্তিকে, অবশেষে কুম্ভ-

---

১ ধান্যাগারাদি। ২ স্তম্ভের মস্তকস্থিত বৃহৎ কাষ্ঠ। পাড়। বাং।
৩ কপোত পালিকা। পায়রা থাকিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র গৃহ।

কর্ণকেও প্রেরণ করিলেন। অসি, শূল, শরাসন, প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি, শর, তোমর ও খড়্গ থাকাতে রাক্ষসের ঐ সেনামধ্যে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য! রামচন্দ্র সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, পবন-তনয়, গন্ধমাদন, নীল, অঙ্গদ, জাম্ববান্ ও পনসাদি কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া উহার প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। রঘুপতির অঙ্গদাদি সেনাপতিগণ হস্তী, পদাতিক, অশ্বারোহী ও যোধগণ দ্বারা বিরচিত রাক্ষসসেনার মধ্যে, যাহাতে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়, সেই রূপে পতিত হইয়া, সীতার ক্রোধ দ্বারা যাঁহার মঙ্গল নষ্ট হইয়াছিল, সেই রাবণ যাহাদিগের অধিপতি, সেই সকল রাক্ষসদিগকে বৃক্ষ, পর্ব্বত ও বাণ দ্বারা সংহার করিতে লাগিল। লঙ্কাধিপতি আপন সৈন্যের বিনাশ দর্শন করত রুষ্ট হইয়া পুষ্পকে আরোহণ করত রামের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। (রাম,) মাতলি যে দীপ্তিশালী স্বর্গীয় রথ আনয়ন করিয়াছিলেন, তদুপরি শোভা পাইতেছিলেন; নিশাচরনাথ শাণিত ক্ষুর দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিলেন। রঘুপতি কহিলেন;—রে রাক্ষসপুরীষ! তুই অসৎ; কুক্কুরের ন্যায় অসমক্ষে আমার পত্নী হরণ করিয়াছিস। তোর লজ্জা পলায়ন করিয়াছে; তুই নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছিস। যেরূপ অলঙ্ঘ্যবীর্য্য কাল অধর্ম্মকারীকে তাহার কর্ম্মের ফল দান করে, সেইরূপ আমি তোকে উহার প্রতিফল প্রদান করিব।

এই রূপে তিরস্কার করত (সীতানাথ) শরাসনে যে বাণ যোজনা করিয়াছিলেন, সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রতুল্য বাণ রাবণের হৃদয় ভেদ করিল। (লঙ্কাধিপতি) দশ মুখে রুধির বমন করিতে করিতে, ক্ষীণপুণ্য সুকৃতীর ন্যায়,

বিমান হইতে পতিত হইলেন; লোক সঙ্গে সঙ্গেই হা! হা! করিয়া উঠিল।

অনন্তর সহস্র সহস্র রাক্ষসী মন্দোদরীর সহিত লঙ্কা হইতে নির্গত হইয়া রোদন করিতে করিতে সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিল; এবং লক্ষ্মণের বাণ দ্বারা মর্দ্দিত স্ব স্ব বন্ধুদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আপনারা আপনাদিগকে আঘাত করত দুঃখিত হইয়া সুস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল;—হা লোক-পাল রাবণ! হা নাথ! আমরা মরিলাম; কাহার শরণ লইব? তুমি না থাকাতে শত্রুগণ লঙ্কার ক্লেশোৎপাদন করিতেছে। হে মহাভাগ! তুমি কামের বশবর্ত্তী হইয়া সীতার তেজঃ ও প্রভাব বুঝিতে পার নাই। তাঁহারই তেজঃ ও প্রভাব দ্বারা তোমার এই দশা হইয়াছে! হে কুলনন্দন! তুমি লঙ্কাকে ও আমাদিগকে বিধবা এবং নরকপ্রাপ্তির নিমিত্ত এই দেহকে গৃধ্রগণের ভক্ষ্য করিলে!

শুকদেব কহিলেন, কোশলাধিপতির অনুমতি পাইয়া বিভীষণ পিতৃযজ্ঞবিধি অনুসারে আত্মীয়গণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তাহার পর ভগবান্ অশোক-বনবাটিকায় শিংশপাবৃক্ষের মূলদেশে আপনার ক্ষীণা বিরহ-ব্যাধিকে দেখিতে পাইলেন। রামকে দেখিয়া যে আনন্দ জন্মিল, সীতার মুখপঙ্কজ তদ্দ্বারা প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। রাম তাদৃশী দীনভাবাপন্না প্রিয়তমাকে নিরীক্ষণ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। (অনন্তর) তাঁহাকে পুষ্পকে আরোহণ করাইয়া ভ্রাতৃদ্বয়[১] এবং হনুমানের সহিত আপনিও আরোহণ

[১] লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব।

করিলেন। চীরবাসা সন্ন্যাসীর ব্রতধারী ভগবান্ বিভীষণকে রাক্ষসগণের আধিপত্য, লঙ্কা এবং কল্পান্ত পরমায়ু দান করিয়া অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে লোকপালপ্রদত্ত কুসুমে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপৃত হইল, এবং শতধৃতি প্রভৃতি মুনিগণ আনন্দে তাঁহার চরিত গান করিতে লাগিলেন। ভ্রাতা লক্ষ্মণ বল্কল পরিধান করত জটিল ও স্থণ্ডিলশায়ী হইয়া গোমূত্রপক্ক যব ভক্ষণ পূর্ব্বক প্রাণ ধারণ করিতেছেন, শ্রবণ করিয়া পরমকারুণিক রঘুনাথ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিতেছেন, শুনিয়া ভরত নন্দিগ্রামস্থ আপন শিবির হইতে মস্তকে দুই পাদুকা লইয়া পৌরজন ও পুরোহিতগণের সহিত তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের শব্দ হইতে লাগিল এবং ব্রহ্মবাদী মুনিগণ ব্রহ্মশব্দে বেদ গান করিয়া চলিলেন। (সমভিব্যাহারে) স্বর্ণরসে সিক্তাগ্র পতাকা; স্বর্ণনির্ম্মিত, নানাবর্ণের ধ্বজা দ্বারা বিভূষিত, সদশ্বযুক্ত, রৌপ্যে আচ্ছাদিত রথ; স্বর্ণময়-বর্ম্মধারী সৈনিক; শ্রেণীবদ্ধ বারাঙ্গনা এবং পাদচারী ভৃত্য সকল গমন করিতে লাগিল। (ভরত) ছত্রচামরাদি রাজোচিত উপকরণ এবং উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট বিবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া (রামচন্দ্রের) পাদ-যুগলে গিয়া পতিত হইলেন। প্রেমে তাঁহার হৃদয় ও নয়ন আকুল হইয়া উঠিল। (তিনি) কৃতাঞ্জলিপুটে পাদুকাদ্বয় (রঘুপতির) সম্মুখে স্থাপন করিলেন। জলে তদীয় নয়ন পরিপূর্ণ হইল। তিনি সেই নয়নজলে স্নান করাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত (ভ্রাতাকে) আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন।

অবশেষে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ব্রাহ্মণ এবং

কুলবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে নমস্কার করিলেন। তাহার পর প্রজাবর্গ তাঁহাকে নমস্কার করিতে আরম্ভ করিল। উত্তরকোশলাবাসী যাবতীয় লোক, বহুকালের পর আপনাদিগের অধিস্বামীকে আগমন করিতে দেখিয়া, আনন্দসাগরে মগ্ন হইল এবং আপন আপন উত্তরীয় বসন কম্পিত করিয়া হর্ষে মালা বিকীরণ ও নৃত্য আরম্ভ করিল।

রাজন্! ভরত পাদুকাযুগল, বিভীষণ চামর, সুগ্রীব ব্যজন, পবনতনয় শ্বেত ছত্র, শত্রুঘ্ন শরাসন ও তূণীর, সীতা তীর্থ জলের কমণ্ডলু, অঙ্গদ খড়্গ এবং ঋক্ষরাজ কণকময় বর্ম্ম লইলেন। (এই প্রকারে সকলে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন।) যখন নারীগণ পুষ্পকারূঢ় রঘুপতির প্রশংসা এবং বন্দিগণ স্তব, করিতে লাগিল, তখন তাঁহার, গ্রহগণের সহিত সমুদিত নিশানাথের ন্যায়, শোভা হইল।

(যাহা হউক,) ভ্রাতা অভিনন্দন করিলে পর, রামচন্দ্র উৎসবপূর্ণ পুরীতে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রাজভবনে গমন করিয়া কেকয়ী প্রভৃতি গুরুপত্নীর, আপন জননীর এবং গুরুজনের পূজা করিলেন। পরে কনিষ্ঠ বয়স্যগণ পূজা করিলে, তাঁহাদিগেরও যথোচিত প্রতিপূজা করিলেন। সীতা এবং লক্ষ্মণও অবশেষে যথানিয়মে পূর্ব্বোক্ত গুরুজনের নিকট গমন করিলেন।

যেরূপ দেহ প্রাণ পাইলে উৎথান করে, সেইরূপ মাতৃগণ আপন আপন পুত্র পাইবামাত্র সহসা গাত্রোৎথান করত তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া নয়নজলে অভিষেক করাইয়া শোকসন্তাপ দূর করিলেন।

অনন্তর বশিষ্ঠ মুনি কুলবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া রামচন্দ্রের জটামোচন করাইয়া চতুঃসাগর প্রভৃতির জল দ্বারা, ইন্দ্রের ন্যায়, তাঁহার অভিষেককার্য্য সম্পাদন করিলেন। রাজন্! রামচন্দ্র এই প্রকারে মূর্দ্ধাভিষিক্ত হইয়া সুন্দর বসন পরিধান এবং মাল্য ও ভূষণ ধারণ করিয়া বস্ত্রালঙ্কারমণ্ডিত ভ্রাতৃগণ ও পত্নীর সহিত প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ভরত ক্রোধ-শান্তি করাইলে পর, প্রসন্ন হইয়া রাজসিংহাসন গ্রহণ করত স্বধর্ম্মনিরত প্রজাদিগকে পিতার ন্যায় পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রজারাও তাঁহাকে পিতার ন্যায় মান্য করিতে লাগিল।

সর্ব্বপ্রাণীর সুখসাধক, ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্র রাজা হইলে পর, যদিও তখন ত্রেতাযুগ চলিতেছিল, তথাপি সেই কাল সত্যকাল হইয়া উঠিল। বন, নদী, পর্ব্বত, বর্ষ, দ্বীপ ও সমুদ্র, সকলই প্রজাদিগের অভিলষিত প্রসব করিতে লাগিল। অধোক্ষজ রামচন্দ্রের রাজত্বসময়ে (রাজ্য-মধ্যে) আধি, ব্যাধি, জরা, শোক, দুঃখ, ভয়, গ্লানি বা ক্লান্তি, কিছুই রহিল না এবং, ইচ্ছা না করিলে, মৃত্যু কাহাকেও আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল না। (রাজন্!) রামচন্দ্র পবিত্র হইয়া একপত্নিকব্রত ধারণ করত, রাজর্ষিগণ এই রূপে আপন আপন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিবেন, এই শিক্ষা দিয়া স্বয়ং ঐ ধর্ম্ম আচরণ করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেন; বিনয়ে অবনত হইয়া প্রণয়, আনুগত্য, শীলতা, ভয় এবং লজ্জা সহকারে স্বামীর চিত্ত হরণ করিলেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, অনন্তর রামচন্দ্র আচার্য্যকে লইয়া উত্ত-মোত্তম যাগযজ্ঞ করত সর্ব্বদেবময় দেব আপনারই আরাধনা করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ শেষ হইলে হোতাকে পশ্চিম দিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক্, অধ্বর্য্যুকে পূর্ব্ব দিক্ এবং সামগাথককে উত্তর দিক্ দান করিলেন। ঐ সমস্ত দিকের মধ্যে যে সকল ভূমি ছিল, "এই সকল ভূমি ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য" এই মনে করিয়া একবারে স্পৃহা পরিত্যাগ করত সমুদায় আচার্য্যকে অর্পণ করিলেন। এই প্রকারে সমুদায় দান করাতে, তৎকালে তাঁহার বসন ও ভূষণমাত্র অবশিষ্ট রহিল। রাজমহিষী জানকীরও মাঙ্গল্য ভূষণাদি ভিন্ন আর কিছুই রহিল না।

ব্রহ্মণ্যদেব রামচন্দ্রের তাদৃশ বাৎসল্য দর্শন করিয়া সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আনন্দিত ও দুঃখিতচিত্ত হইলেন। তাঁহারা স্তব করিতে করিতে সেই সকল বস্তু প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! হে ভুবনেশ্বর! আপনি আমাদিগকে কি না দান করিয়াছেন; আমাদিগের হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বকীয় প্রভা দ্বারা আপনি আমাদিগের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন? রাম! আপনি ব্রহ্মণ্যদেব; আপনার মেধা কুণ্ঠিত হয় না। আমরা আপনাকে নমস্কার করি। ভগবন্! আপনি পবিত্রযশাঃ ব্যক্তিদিগের অগ্রগণ্য। মুনিগণও

আপন আপন হৃদয়-মধ্যে আপনার পাদযুগল স্থাপন করিয়া থাকেন।

(হে ভরতনন্দন!) কোন সময় রামচন্দ্র, তাঁহার প্রতি রাজ্যবাসী লোক কিরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, জানিবার বাসনায় রাত্রিতে ছদ্মবেশে লুক্কায়িত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি তাহার ভার্য্যাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছে, আমি তোকে ভরণ পোষণ করিব না; তুই দুষ্টা ও অসতী; পরের গৃহে গিয়া বাস করিস্। রামচন্দ্র স্ত্রৈণ; সেই জন্য সীতাকে পালন করিতেছেন। আমি রাম নহি। আর তোকে গ্রহণ করিব না।

এই কথা শ্রবণ করিয়া, অজ্ঞান, দুরারাধ্য,[১] বহুমুখ[২] লোক হইতে ভয় পাইয়া স্বামী পরিত্যাগ করিলে পর, জনকতনয়া গর্ভিণী অবস্থায় মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে গমন করিলেন। সময় পূর্ণ হইলে সেই স্থানে তাঁহার দুইটী যমজ পুত্র হইল। সেই দুই পুত্র কুশ ও লব, এই দুই নামে বিখ্যাত। মহর্ষি বাল্মীকি উহাদিগের জাতকর্ম্মাদি সমুদায় সংস্কার সম্পাদন করিলেন।

শুনা আছে লক্ষ্মণের দুই পুত্র;—অঙ্গদ ও চিত্রকেতু। ভরতও দুই সন্তান উৎপাদন করেন; একের নাম তক্ষ; দ্বিতীয়ের নাম পুষ্কল। শত্রুঘ্নেরও দুই সন্তান জন্মে। তাঁহাদিগের নাম সুবাহু ও শত্রুসেন।

এই সময়ে ভরত দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া কোটি কোটি

---

১ যাহাদিগকে তুষ্ট করা দুঃসাধ্য।

২ যাহারা একবার এক মুখে এক কথা আর বার অন্য মুখে আর এক কথা কহিয়া থাকে। অথবা যাহাদিগের প্রত্যেকের মত ভিন্ন ভিন্ন।

গন্ধর্ব্ব বিনাশ এবং তাহাদিগের ধনসম্পত্তি আনয়ন করিয়া রামকে অর্পণ, করেন। আর, শত্রুঘ্ন মধুপুত্র লবণ রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া মধুবনে মথুরা-নাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করেন।

স্বামী কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা জনকদুহিতা (কিছু দিন পরে) দুইটী পুত্রকে বাল্মীকির হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বীয় পতি রামচন্দ্রের চরণ চিন্তা করিতে করিতে পৃথিবীর গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করেন।

এই ঘটনার সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভগবান্ রামচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও এবং আপন বুদ্ধিবলে শোক সংবরণ করিতে চেষ্টা পাইয়াও প্রিয়তমার অতি প্রসিদ্ধ গুণ সকল স্মরণ করিয়া শোকাবেগ রোধ করিতে অসমর্থ হন। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর প্রণয় সর্ব্বত্রই এইরূপ ভয়দায়ক। ঈশ্বরদিগেরও যখন ভয়োৎপাদন করিল, তখন গৃহাসক্তচিত্ত সামান্য পুরুষদিগের আর কথা কি ?

(যাহা হউক্) তাহার পর প্রভু রামচন্দ্র ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অখণ্ড অগ্নিহোত্র করেন। অনন্তর, দণ্ডকারণ্যের কণ্টকে তাঁহার যে চরণকমল বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই চরণকমল স্মরণকারী ভক্তজনের হৃদয়-মধ্যে স্থাপন করিয়া নিজ ধামে গমন করেন।

(রাজন্)! সমুদ্র বন্ধন এবং অস্ত্র সমূহ দ্বারা রাক্ষস-বধ করাতে রামচন্দ্রের যশ নাই। যাঁহার প্রভাবের সমান বা অধিক নাই, বানরগণ শত্রুসংহারে তাঁহার কি সহায়তা করিবে ? দেবতারা প্রার্থনা করাতে ভগবান্ ক্রীড়া করিবার নিমিত্তই দেহ ধারণ করেন। অহো ! ঋষিগণ যে রঘুপতির

পাপনাশক ও দিগ্‌হস্তিগণের আচ্ছাদনবস্ত্রভূত নির্ম্মল যশ অদ্যাপিও রাজাদিগের সভায় সর্ব্বদা গান করিয়া থাকেন এবং দেবতা ও নরপতিগণ কিরীট দ্বারা যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন, তাঁহার শরণ লই। যে সকল অযোধ্যানিবাসী সেই রামচন্দ্রকে স্পর্শ বা দর্শন করিয়াছিলেন; যাঁহারা তাঁহাকে উপবেশন করাইয়াছিলেন; এবং যাঁহারা তাঁহার আনুগত্য করিয়াছিলেম; তাঁহারা সকলেই, যোগিগণ যে স্থানে গমন করেন, সেই স্থানে গমন করিয়াছেন। রাজন্! যে ব্যক্তি কর্ণযোগে রামচন্দ্রের এই আখ্যান ধারণ করেন, তিনি শান্ত হইয়া নিশ্চয়ই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

অনন্তর রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ রামচন্দ্র আপনি কিপ্রকার আচরণ করিয়াছিলেন? তাঁহার অংশস্বরূপ যে তিন ভ্রাতা, তিনি তাঁহাদিগের প্রতিই বা কিরূপ ব্যবহার করিতেন। আর, সাক্ষাৎপরমেশ্বররূপী রামচন্দ্রের প্রতি সেই ভ্রাতারা এবং প্রজাবর্গ ও পুরবাসিগণই বা কিপ্রকার আচরণ করিতেন?

শুকদেব কহিলেন, ত্রিভুবনের অধীশ্বর রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে আরোহণ করত ভ্রাতাদিগকে দিগ্বিজয় করিতে আজ্ঞা করেন। অনন্তর জ্ঞাতিদিগকে দর্শন দিয়া সহচরগণের সহিত পুরী নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। (তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইতে) অযোধ্যার পথ সকল সুগন্ধি সলিল ও হস্তিগণের মদজলে অভিষিক্ত থাকিত। বোধ হইত যেন নগরী স্বামীকে প্রত্যাগত হইতে দর্শন করিয়া অতিশয় মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। উহার প্রাসাদ, পুরদ্বার, সভা, পাষাণাদিবদ্ধ ও দেবালয়

প্রভৃতিতে স্বর্ণকলস সকল স্থাপিত থাকিত; তদ্দ্বারা এবং অসংখ্য পতাকাদ্বারা উহার ভূষা হইত। বৃন্তসহিত গুবাক, রম্ভা, সুন্দর বস্ত্রপট্টিকা, দর্পণ, বস্ত্র ও মাল্যাদি দ্বারা উহাতে মঙ্গলতোরণ রচিত হইত। রামচন্দ্র যে যে স্থানে গমন করিতেন, পুরবাসিগণ হস্তে উপায়ন লইয়া সেই সেই স্থানেই উপস্থিত হইতেন এবং এই বলিয়া আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিতেন;—হে দেব! পূর্ব্বে আপনি বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন; এক্ষণে ইহাকে পালন করুন।

রাজ্যবাসী প্রজাগণ বহুকালের পর আপনাদিগের অধিপতির আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করত দর্শন বাসনায় স্ত্রীপুরুষ সকলেই আপন আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাসাদোপরি আরোহণ এবং অপরিতৃপ্ত নয়নে পদ্মনয়ন রামচন্দ্রকে অবলোকন করত তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ, করিয়াছিল।

তাহার পর রামচন্দ্র যখন আপন ভবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন, যদিও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ নরপতিগণ পূর্ব্বে ভোগ করিয়াছিলেন, তথাপি ভবন অনন্ত রত্নাদির ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ এবং মহামূল্য পরিচ্ছদে উত্তমরূপে সমৃদ্ধ ছিল। উহার দেহলী[১] সকল বিদ্রুমে এবং স্তম্ভসকল বৈদূর্য্যে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। মরকতময় গৃহতল অতি স্বচ্ছ, এবং স্ফটিকরচিত ভিত্তি সকল প্রদীপ্ত ছিল। আর, উহা নানাবিধ পুষ্পমালা, পট্টিকা, বসন ও মণিগণের প্রভা, চৈতন্যসদৃশ সমুজ্জ্বল মুক্তাফল, মনোহর ভোগসাধন দ্রব্যজাতে সর্ব্বতোভাবে রমণীয় ছিল। সুগন্ধি

১ দাওয়া; রোয়াক; বা হাঁস্না। বাঃ।

ধূপ দীপ উহার সৌগন্ধ্য এবং পুষ্পালঙ্কার উহার শোভা সম্পাদন করিত। অলঙ্কারের অলঙ্কারভূত দেবতুল্য স্ত্রীপুরুষ উহাতে বসতি করিত। আত্মারাম রামচন্দ্র যদিও মুনিগণের অগ্রগণ্য ছিলেন, তথাপি সেই ভবনে আপনার নম্রপ্রকৃতি প্রিয়ার সহিত ক্রীড়া এবং অন্যের পীড়া উৎপাদন না করিয়া, সময়ানুসারে, বহুবৎসর অন্যান্য অভিলষিত সম্ভোগ, করিয়াছিলেন। মানবমাত্রেই সর্ব্বদা তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিত।

রামচরিত-সমাপ্তি-নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, রামতনয় কুশের অতিথি নামে যে পুত্র হয়, নিষধ তাঁহা হইতে জন্ম লাভ করেন। নিষধের পুত্র নভ; নভের পুত্র পুণ্ডরীক; পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা; ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবাণীক; দেবাণীকের পুত্র হীন; হীনের পুত্র পারিযাত্র; পারিযাত্রের পুত্র বলস্থল। সূর্য্যের অংশ বজ্রনাভ বলস্থল হইতে উৎপন্ন হন। উহাঁর পুত্র সুগণ; সুগণের পুত্র বিধৃতি। বিধৃতির ঔরসে হিরণ্যনাভের উৎপত্তি হয়। হিরণ্যনাভ জৈমিনীর শিষ্য ও যোগাচার্য্য ছিলেন। যে অধ্যাত্ম যোগে মহতী সিদ্ধি ও হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হয়, কৌশল্য যাজ্ঞবল্ক্য ইহাঁর নিকট সেই যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র পুষ্প; পুষ্প হইতে ধ্রুবসন্ধির জন্ম হয়। ধ্রুব-

সন্ধির পুত্র সুদর্শন; সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ; অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র। শীঘ্র হইতে মরুর উৎপত্তি হয়। মরু যোগে সিদ্ধ হইয়া কলাপ গ্রামে বাস করিতেছেন। কলিযুগের শেষে সূর্য্যবংশ বিনষ্ট হইলে, ইনি পুনর্ব্বার উহার প্রবর্ত্তন করিবেন। ইহাঁর পুত্র প্রসুশ্রুত; প্রসুশ্রুতের পুত্র সন্ধি; সন্ধির পুত্র অমর্ষণ; অমর্ষণের পুত্র মহস্বান্; মহস্বানের পুত্র বিশ্ববাহু; বিশ্ববাহুর পুত্র প্রসেনজিৎ। প্রসেনজিতের ঔরসে তক্ষক উৎপন্ন হন। তক্ষকের পুত্র বৃহদ্বল। তোমার পিতা (অভিমন্যু) বৃহদ্বলকে যুদ্ধে নিপাত করেন।

রাজন্! এই যে সকল ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজার নাম করিলাম, ইহারা অতীত হইয়াছেন। পরে যাঁহারা হইবেন, শ্রবণ কর। ইহার পর বৃহদ্বলের বৃহদ্রণ নামে পুত্র হইবে। তাঁহার পুত্র বৎসবৃদ্ধ। তিনি অতি মহৎ কার্য্যকলাপ নিষ্পাদন করিবেন। তাঁহার ঔরসে প্রতিব্যোম, প্রতিব্যোম হইতে ভানু; ভানু হইতে সেনাপতি দিবাকরের উৎপত্তি হইবে। দিবাকরের পুত্র সহদেব; সহদেবের পুত্র বীর বৃহদশ্ব; বৃহদশ্বের পুত্র ভানুমান্; ভানুমানের পুত্র প্রতীকাশ্ব। সুপ্রতীক প্রতীকাশ্ব হইতে জন্ম লাভ করিবেন। তদনন্তর মরুদেব; পশ্চাৎ সুনক্ষত্র; অবশেষে পুষ্কর উৎপন্ন হইবেন। পুষ্করের পুত্র অন্তরীক্ষ; অন্তরীক্ষের পুত্র সুতপা; সুতপার পুত্র অমিত্রজিৎ। অমিত্রজিৎ হইতে বৃহদ্রাজ; বৃহদ্রাজ হইতে বর্হি; বর্হি হইতে কৃতঞ্জয় উৎপন্ন হইবেন। কৃতঞ্জয়ের পুত্র রণঞ্জয়। সঞ্জয় রণঞ্জয় হইতে জন্ম লাভ করিবেন। সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য; শাক্যের পুত্র শুদ্ধোদ; শুদ্ধোদের পুত্র লাঙ্গল। লাঙ্গল হইতে

প্রসেনজিৎ ; প্রসেনজিৎ হইতে ক্ষুদ্রক ; ক্ষুদ্রক হইতে সুমিত্র উৎপন্ন হইবেন। ইহাঁরা বৃহদ্বলের বংশ। ইক্ষ্বাকু বংশ সুমিত্রান্ত হইবে ; কারণ সুমিত্র রাজা হইলে, কলিযুগে ঐ বংশের শেষ হইবে।

শ্রীরামের বংশকীর্ত্তন-নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, ইক্ষ্বাকুর নন্দন নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে ঋত্বিক্ বরণ করিলেন। মুনি কহিলেন, রাজন্! ইন্দ্র আমাকে অগ্রে বরণ করিয়াছেন ; তাঁহার যজ্ঞ সমাপন করিয়া যে পর্য্যন্ত না আগমন করি, সে পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর। নিমি কিছু বলিতে পারিলেন না। বশিষ্ঠও ইন্দ্রের যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। আত্মজ্ঞ নিমি পর ক্ষণেই বিবেচনা করিলেন, জীবন অতিশয় চঞ্চল। অতএব যে পর্য্যন্ত কুলগুরু আগমন না করেন, সে পর্য্যন্ত অন্য পুরোহিত দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

অনন্তর বশিষ্ঠ ঋষি ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন করিয়া নিমির গৃহে আগমন করিলেন। শিষ্যের অন্যায় দেখিয়া ঋষি কোপে শাপ দিলেন ;—পণ্ডিতাভিমানী এই নিমির দেহ পতিত হউক। কুলগুরু এই প্রকারে অধর্ম্মাচরণ করাতে, রাজাও তাঁহাকে প্রতিশাপ দিলেন, তুমি লোভের পরবশ হইয়া ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে না ; তোমারও দেহ পতিত হউক্।

এই বলিয়া (ভূপতি) নিজদেহ বিসর্জ্জন করিলেন। বশিষ্ঠ মিত্রাবরুণের যজ্ঞে উর্ব্বশীর গর্ভে উৎপন্ন হইলেন।[১] (যজ্ঞ করিতে করিতে নিমির দেহ পতিত হইলে,) মুনিগণ তদীয় দেহ গন্ধদ্রব্যমধ্যে স্থাপন করিলেন। অনন্তর যজ্ঞ শেষ হইলে সমাগত দেবতামণ্ডলীকে নিবেদন করিলেন, আপনারা যদি প্রসন্ন ও সমর্থ হন, তাহা হইলে, বলুন, নিমির এই দেহ জীবিত হউক। দেবতারা কহিলেন "তথাস্তু"। তাহাতে নিমি বলিয়া উঠিলেন, আমি যেন আর দেহে বদ্ধ না হই। হরির সেবক মুনিগণ বিয়োগভয়ে ভীত হইয়া কখনও দেহযোগ প্রার্থনা করেন না, (মুক্তির নিমিত্ত) ভগবানের পাদপদ্মই ভজনা করিয়া থাকেন। আর, মানবদেহ দুঃখ, শোক ও ভয় উৎপাদন করে; আমি পুনর্ব্বার সে দেহ ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না; কারণ, জলে মৎস্যের ন্যায়, সর্ব্বস্থানে দেহের নাশ সম্ভাবনা আছে।

দেবগণ কহিলেন, তবে এই নিমি দেহশূন্য হইয়াই দেহী সকলের লোচনে যথেচ্ছ বাস করুন। (রাজন্! উক্ত-বাক্যানুসারে) নিমি আত্মস্থ হইয়াছিলেন; নেত্রের উন্মেষ ও নিমেষ সময়ে উহার প্রবর্ত্তক বলিয়া জ্ঞাত হইতেন মাত্র।

মহর্ষিগণ বিবেচনা করিলেন, "যে রাজ্যে রাজা নাই, সে রাজ্যে প্রজাদিগের সর্ব্বদা ভয়ের সম্ভাবনা"। অতএব সকলে নিমির দেহ মন্থন করিলেন। তাহাতে কুমার উৎপন্ন

---

১ যজ্ঞ করিতে করিতে উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া মিত্রাবরুণের রেতঃ স্খলিত হইয়াছিল। সেই রেতঃ কলস মধ্যে স্থাপন করা হয়। বশিষ্ঠ তাহাতে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হন।

হইলেন। অসামান্য জন্মজন্য সন্তানের "জনক" এই নাম হইল; আর, বিদেহ হইতে জন্ম হওয়াতে, তাঁহার নাম বৈদেহ হয়। মিথিল তাঁহার আর একটী নাম। তিনি মথনে জন্মগ্রহণ, অথবা মিথিলা পুরী নির্ম্মাণ, করেন, এই দুয়ের এক কারণেই তাঁহার উক্ত নাম হইয়াছে।

রাজন্! জনকের পুত্র উদাবসু; উদাবসুর পুত্র নন্দি-বর্দ্ধন; নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র সুকেতু; সুকেতুর পুত্রে দেবরাত। বৃহদ্রথ দেবরাত হইতে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পুত্র মহা-বীর্য্য; মহাবীর্য্যের পুত্র সুধৃতি। ধৃষ্টকেতু সুধৃতির ঔরসে উৎপন্ন হন। হর্য্যশ্ব ধৃষ্টকেতুর পুত্র। তাঁহার পুত্র মরু; মরুর পুত্র প্রতীপ; প্রতীপের পুত্র কৃতরথ; কৃতরথের পুত্র দেবমীঢ়; দেবমীঢ়ের পুত্র বিশ্রুত; বিশ্রুতের পুত্র মহাধৃতি; মহাধৃতির পুত্র কৃতিরাত; কৃতিরাতের পুত্র মহারোমা; মহা-রোমার পুত্র স্বর্ণরোমা; স্বর্ণরোমার পুত্র হ্রস্বরোমা। শীর-ধ্বজ হ্রস্বরোমা হইতে জন্ম লন। রাজা হ্রস্বরোমা যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার শীরা[১] হইতে উহাঁর জন্ম হয়; (এই নিমিত্ত নাম শীরধ্বজ হইয়া-ছিল।) শীরধ্বজের পুত্র কুশধ্বজ; কুশধ্বজের পুত্র ধর্ম্মধ্বজ। ধর্ম্মধ্বজের দুই পুত্র;—কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ। কৃতধ্বজের ঔরসে কেশীধ্বজ এবং মিতধ্বজের ঔরসে খাণ্ডিক্য উৎপন্ন হন। রাজন্! কৃতধ্বজের পুত্র আত্মবিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া-ছিলেন। কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ খাণ্ডিক্য কেশীধ্বজ হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করেন। কেশীধ্বজের পুত্র ভানুমান্। ভানুমানের

১ লাঙ্গলপদ্ধতি।

পুত্র শতদ্যুম্ন; শতদ্যুম্নের পুত্র শুচি; শুচির পুত্র সনদ্বাজ। সনদ্বাজ ঊর্জ্জকেতুকে উৎপাদন করেন। ঊর্জ্জকেতুর পুত্র পুরুজিৎ; পুরুজিতের পুত্র অরিষ্টনেমি; অরিষ্টনেমির পুত্র শ্রুতায়ু; শ্রুতায়ুর পুত্র সুপার্শ্ব; সুপার্শ্বের পুত্র চিত্ররথ; চিত্ররথের পুত্র মিথিলাধিপতি ক্ষেমাধি; ক্ষেমাধির পুত্র সমরথ; সমরথের পুত্র সত্যরথ; সত্যরথের পুত্র উপগুরু। উপগুরু হইতে অগ্নির অংশে উপগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। উপগুপ্তের পুত্র বস্বনন্ত; বস্বনন্তের পুত্র যযুর্বান্; যযুর্বানের পুত্র সুভাষণ; সুভাষণের পুত্র শ্রুত; শ্রুতের পুত্র জয়; জয়ের পুত্র বিজয়; বিজয়ের পুত্র ঋত। ঋত হইতে শুনক উৎপন্ন হন। শুনকের পুত্র বীতহব্য; বীতহব্যের পুত্র ধৃতি; ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব; বহুলাশ্বের পুত্র সমধিক জিতেন্দ্রিয় কৃতি।

রাজন্! এই সকল মিথিলাদেশের রাজা। ইহাঁরা আত্ম-বিদ্যায় সুপণ্ডিত। (যাজ্ঞ্যবল্ক্যাদি) যোগেশ্বরদিগের প্রসাদে গৃহস্থ হইয়াও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বে বদ্ধ ছিলেন না।

সূর্য্যবংশকীর্ত্তনসমাপ্তি-নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, ইহার পর পাবন সোমবংশ শ্রবণ কর। ঐ বংশে পবিত্রকীর্ত্তি ঐল প্রভৃতি ভূপতি সকল কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। মহারাজ! সহস্রশীর্ষা পরম পুরুষ ভগবানের

নাভি-হ্রদ-পদ্ম হইতে যে বিধাতা উৎপন্ন হন, তাঁহার পুত্র অত্রি গুণে পিতার সমান হইয়াছিলেন। অত্রির লোচন হইতে অমৃতময় সোম নামে তনয় উৎপন্ন হন। ভগবান্ ব্রহ্মা সোমকে ব্রাহ্মণ, ওষধি ও নক্ষত্রগণের অধিপতি করিয়া দিলে, তিনি ত্রিভুবন জয় করিয়া, রাজসূয় যজ্ঞ করেন।

একদা সোম অহঙ্কারহেতু বল প্রকাশ করিয়া বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করিলেন। দেবগুরু সোমের নিকটে গিয়া পত্নী প্রত্যর্পণ করিতে বার বার প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু গর্ব্বে উন্মত্ত হওয়াতে সোম গুরুপত্নী প্রত্যর্পণ করিলেন না। তজ্জন্য দেব ও দানবদিগের কলহ উপস্থিত হইল। বৃহস্পতির উপর শুক্রাচার্য্যের দ্বেষভাব ছিল; এই কারণে তিনি ও তাঁহার শিষ্য অসুরগণ সোমের সপক্ষ হইলেন। ভগবান্ হর স্নেহ বশতঃ[1] সকল ভূতগণের সহিত নিজ গুরুপুত্র বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ইন্দ্রও সকল দেবের সহিত মিলিয়া আপনাদিগের গুরু বৃহস্পতির অনুগামী হইলেন। (পরে) ঘোরতর সমর আরম্ভ হইল। তাহাতে অনেক দানব ও দেব পতিত হইলেন।

অঙ্গিরা এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে পর বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা সোমকে ভৎ‌র্সনা করিয়া তারাকে তদীয় স্বামীর হস্তে দেওয়াইয়া দিলেন। স্বামী পত্নীর গর্ভসঞ্চার হইয়াছে জানিতে পারিয়া (কহিলেন);—রে দুর্ব্বুদ্ধি! অন্যে যে বীজ বপন করিয়াছে, তুই তাহা আমার ক্ষেত্র

---

[1] হর বৃহস্পতির পিতা অঙ্গিরার নিকট বিদ্যা পাইয়াছিলেন।

হইতে শীঘ্র পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর। তুই স্ত্রীজাতি; তোকে ভস্মসাৎ করিব না। আমি সন্তানই কামনা করিতেছি।

(স্বামী এই সকল কথা কহিলে,) তারা লজ্জিত হইয়া গর্ভ হইতে স্বর্ণপ্রভ কুমার পরিত্যাগ করিলেন। বৃহস্পতি এবং সোম উভয়েই কুমারের প্রতি অভিলাষী হইলেন। "এই বালক আমার; তোমার নহে;" এই বলিয়া উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হইল। দেব ও ঋষিগণ তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ("এ সন্তান কাঁহার?)" তারার লজ্জা হইয়াছিল; তিনি কিছুই বলিলেন না। বালক মিথ্যালজ্জায় ক্রুদ্ধ হইয়া মাতাকে কহিলেন, রে অসচ্চরিত্রে! কথা কহিতেছিস্ না কেন? শীঘ্র আমার নিকট আপন দোষ ব্যক্ত কর।" ব্রহ্মা তারাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া সান্ত্বনা করত জিজ্ঞাসা করিলেন, (এ পুত্র কাঁহার?) তারা মৃদুস্বরে কহিলেন, "সোমের"। অমনি চন্দ্র সেই পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। রাজন্! ব্রহ্মা ঐ বালকের গম্ভীর বুদ্ধি দর্শন করিয়া "বুধ" নাম রাখিলেন। নক্ষত্রপতি সোম সেই পুত্র হইতে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

বুধ হইতে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। এই পুরূরবাকে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। একদা দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রভবনে পুরূরবার রূপ, গুণ, ঔদার্য্য, শীলতা, ধন ও বিক্রম গান করিতেছিলেন; উর্ব্বশী তাহা শ্রবণ করিয়া কামশরে পীড়িত হইয়া ঐ রাজার নিকট আগমন করিলেন। মিত্রাবরুণের শাপে মানবী হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবাকে কন্দর্পের ন্যায়

স্বরূপ শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ করত ললনা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

রাজন্! উর্ব্বশীকে দেখিয়া পুরূরবার নয়ন আহ্লাদে বিকসিত হইল। রাজা পুলকিত হইয়া, সুমধুর বচনে তাঁহাকে কহিলেন, সুন্দরি! আসিতে ত কষ্ট হয় নাই? উপবেশন কর। বল, কি করিব? আমার সহিত বিহার কর। বহুবৎসর ধরিয়া আমাদিগের সুখে বিহার হউক।

উর্ব্বশী কহিলেন, হে সুন্দর! কাহার নয়ন ও মন তোমাতে আসক্ত না হইবে? তোমার বক্ষঃস্থলে স্থান লাভ করত বিহারাভিলাষিণী হইয়া, কেহই তথা হইতে অবরোহণ করিতে চাহে না। হে মানদ! এই দুইটী মেষ নিক্ষেপ-স্বরূপে রক্ষা কর। আমি তোমার সহিত বিহার করিব। যে পুরুষ শ্লাঘ্য, তিনিই রমণীদিগের বরণীয়; (অতএব, তুমি বিজাতীয় পুরুষ হইলেও তোমাকে বরণ করিতে দোষ নাই।) বীর! (আমি যত দিন তোমার নিকট থাকিব, তত দিন) ঘৃত আমার ভক্ষ্য হইবে; আর বিহার ভিন্ন অন্য সময়ে তোমাকে উলঙ্গ দেখিতে পারিব না।

মহামনা (পুরূরবা) "তাহাই হউক্" বলিয়া স্বীকার করিলেন। কহিলেন, সুন্দরি! তোমার আশ্চর্য্য রূপ; আচার্য্য ভাব; দর্শনমাত্রে মানবগণের মোহ হয়। তুমি স্বর্গবাসিনী দেবী; স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ; কোন্ মনুষ্য তোমাকে ভজনা না করিবেন?

(রাজন্! এই কথা কহিয়া) পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবা দেবতাদিগের বিহারস্থান চৈত্ররথ প্রভৃতিতে উর্ব্বশীর সহিত যথেচ্ছ

বিহার করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশী যথাযোগ্য অনুসারে ঐ কার্য্য সম্পাদন করাইতে লাগিলেন। তাঁহার গাত্রে পদ্ম-কেশরের ন্যায় সুগন্ধ বহিত। রাজা তাঁহার সহিত বিহার করত তাঁহার বদনসৌগন্ধ্যে প্রলোভিত হইয়া বহু দিন পরম আমোদে অতিবাহিত করিলেন।

(এ দিকে) দেবরাজ ইন্দ্র উর্ব্বশীকে না দেখিয়া গন্ধর্ব্ব-দিগকে আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন, (উর্ব্বশী কোথায় আছেন, শীঘ্র লইয়া আইস।) উর্ব্বশী না থাকাতে স্বর্গপুরী আমার ভাল লাগিতেছে না।

মধ্য রাত্রিতে যখন গাঢ় অন্ধকার হইল, তখন গন্ধর্ব্ব সকল মর্ত্তলোকে গমন করিয়া, তাঁহাদিগের জায়া উর্ব্বশী পুরূরবার নিকট যে দুইটী মেষ নিক্ষেপস্বরূপে রাখিয়াছিলেন, সেই দুইটী হরণ করিলেন। উর্ব্বশী সেই দুইটী মেষকে পুত্রের ন্যায় দর্শন করিতেন; (গন্ধর্ব্বগণ যখন তাহাদিগকে লইয়া যান,) তখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। উর্ব্বশী তাহা শ্রবণ করিয়া, কহিতে লাগিল, হা! আমি এই কুৎসিত স্বামীর হস্তে পড়িয়া মরিলাম; ইনি নপুংসক; আপনিই আপনাকে বীর বলিয়া অভিমান করেন। ইহাঁর প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমি নষ্ট হইলাম; এবং দস্যুগণ আমার পুত্রদিগকে হরণ করিল। অহো! যিনি নারীর ন্যায় ভীত হইয়া দিবারাত্র শয়ন করিয়া আছেন, তিনি আবার পুরুষ!

যেরূপ হস্তী অঙ্কুশে বিদ্ধ হয়, সেইরূপ রাজা উর্ব্বশীর এইপ্রকার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া সেই রাত্রিতেই নিস্ত্রিংশ

গ্রহণ করিয়া ক্রোধে উলঙ্গ হইয়া মেষাপহারকদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ সেই স্থানে মেষদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া বিশিষ্ট দ্যুতি ধারণ করত দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। রাজা দুইটী মেষশাবক লইয়া প্রত্যাগমন করিবার সময় উর্ব্বশী তাঁহাকে বিবস্ত্র দর্শন করিলেন। (হে কুরুপ্রধান! "বিহার ভিন্ন অন্য সময়ে বিবস্ত্র দেখিতে পারিব না" অপ্সরা এই নিয়ম করিয়াছিল। ঐ নিয়ম ভঙ্গ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল।) পুরূরবাও শয্যাতে পত্নীকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার চিত্ত উর্ব্বশীতেই বন্ধন করা ছিল; শোকপ্রকাশপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। (কিছু দিন পরে) কুরুক্ষেত্রে সরস্বতীর তীরে সেই অপ্সরাকে এবং তাঁহার পাঁচটী সখীকে দেখিতে পাইয়া প্রফুল্ল বদনে এই সুন্দর কথাগুলি কহিতে লাগিলেন,—অয়ি প্রিয়ে! দাঁড়াও, দাঁড়াও। অয়ি ঘোরে! ত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না। আমি তোমাকে এখনও সুস্থ করিতে পারি নাই। আইস, এক সঙ্গে বসিয়া কথা কহি। দেবি! আমার এই সুন্দর কলেবরকে তুমি দূরে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছ; (দেখ) ইহা এই স্থানে পতিত হয়; এবং তোমার প্রসাদের পাত্র না হওয়াতে, বৃক ও গৃধ্রগণ ইহাকে ভক্ষণ করে।

উর্ব্বশী কহিলেন, রাজন্! মরিও না; তুমি পুরুষ। এই সকল বৃক তোমাকে ভক্ষণ না করুক। বৃকের হৃদয়সদৃশ রমণী-দিগের সখ্য কোথাও বদ্ধ নহে। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ নির্দ্দয় ও ক্রূর; ক্ষমা করা তাহাদিগের প্রকৃতি নহে। ইষ্টলাভের

নিমিত্ত সাহস করিয়া থাকে। অল্প বিষয়ের জন্য বিশ্বস্ত পতির বা ভ্রাতার প্রাণ সংহার করে। যাহারা পুংশ্চলী, স্বেচ্ছাচার করিয়া বেড়ায়, তাহারা ত একবারে সখ্য বিসর্জ্জন দিয়াছে। নির্ব্বোধ পুরুষের নিকট মিথ্যা প্রণয় প্রদর্শন করত গোপনে সর্ব্বত্রই নূতন নূতন অভিলাষ করিয়া থাকে। রাজন্! বৎসরান্তে তুমি এক বার আমার সহিত বিহার করিতে পাইবে। তাহাতেই তোমার আর আর সন্তান জন্মিবে।

রাজন্! পুরূরবা ঐ অপ্সরাকে সসত্ত্বা দেখিয়া, তাহার বাক্য স্বীকার করত আপন নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। বৎসর শেষ হইলে পুনর্ব্বার উক্ত স্থানে গমন করিয়া উর্ব্বশীকে বীরপ্রসবিণী দর্শন করত আনন্দিত হইয়া তাঁহার সহিত এক রাত্রি বাস করিলেন। অনন্তর বিরহভয়ে রাজার অন্তঃকরণ আকুল হইল। উর্ব্বশী দীন নরপতিকে বিরহভয়ে কাতর হইতে দর্শন করিয়া কহিলেন, গন্ধর্ব্বদিগের অনুনয় কর; ইহাঁরা আমায় তোমাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(মহারাজ!) উর্ব্বশীর কথায় পুরূরবা গন্ধর্ব্বদিগের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহাতে তুষ্ট হইয়া তাঁহারা এক অগ্নিস্থালী প্রদান করিলেন।[১]

রাজা পুরূরবা সেই অগ্নিস্থালীকেই উর্ব্বশী ভাবিয়া উহার সহিত কতক দিন বনে বনে বিহার করিয়া বেড়াইলেন; কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি ঐ অগ্নিস্থালী বনমধ্যে রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করত নিত্য নিশিযোগে

---

১ তাহার তাৎপর্য্য এই যে ঐ অগ্নি দ্বারা কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্মযোগে রাজার উর্ব্বশীলাভ হইবে।

উহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে ত্রেতাযুগ প্রবৃত্তির সময় তাঁহার হৃদয়ে বেদ প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার অগ্নিস্থালীর নিকট গমন করিলেন ; দেখিলেন, শমী-বৃক্ষের কোটরে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়াছে। (অতএব উহার মধ্যে অগ্নি আছে, ইহা বিলক্ষণরূপে লক্ষ্য করিয়া) উর্ব্বশালোককামনায় সেই অশ্বত্থ দ্বারা দুইটী কাষ্ঠদণ্ডনির্ম্মাণ-পূর্ব্বক মন্ত্র অনুসারে নিম্নস্থ কাষ্ঠটীকে উর্ব্বশী, উপরিস্থ কাষ্ঠ-টীকে আত্মা এবং মধ্যস্থ কাষ্ঠটীকে পুত্র বোধ করিয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঘর্ষণ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল। অগ্নি হইতেই ভোগ্য ধন জন্মে। অগ্নি অবশেষে বেদবিদ্যা-বিহিত আধানসংস্কারমন্ত্র দ্বারা আহবনীয়াদি ত্রিরূপ হইলে পর, রাজা সেই ত্রিরূপ অগ্নিকে আপনার পুত্র[১] কল্পনা করিলেন এবং, উর্ব্বশী যে লোকে বাস করেন, সেই লোকে যাইতে বাসনা করিয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বদেবময় যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ হরির যজ্ঞ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! পূর্ব্বে সত্যযুগে সর্ব্বপ্রকার বাক্যের বীজস্বরূপ প্রণবই একমাত্র বেদ ;—নারায়ণই একমাত্র দেবতা ; (লৌকিক) অগ্নিই একমাত্র অগ্নি এবং (হংসই) একমাত্র বর্ণ ছিল ; পরে ত্রেতাযুগের প্রথমে পুরূরবা হইতে তিন বেদ উৎপন্ন হয়। ঐ রাজা অগ্নিরূপ পুত্র দ্বারা গন্ধর্ব্বলোক লাভ করেন।[২]

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ পুণ্যলোকপ্রাপকত্বহেতু।

২ ফলতঃ সত্যযুগে সকল ব্যক্তিই সত্ত্বগুণপ্রধান ছিলেন ; সুতরাং প্রায় সকলেই ধ্যানপর হইয়া কাল যাপন করিতেন। তাহার পর রজোগুণপ্রধান ত্রেতাযুগে বেদাদির বিভাগ দ্বারা কর্ম্মমার্গ প্রকাশিত হইয়াছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, উর্ব্বশীর গর্ভে ঐলের ছয়টী পুত্র হয়;—আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয় এবং জয়। তন্মধ্যে শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান্; সত্যায়ুর পুত্র শ্রুতঞ্জয়; রয়ের পুত্র এক; জয়ের পুত্র অমিত, এবং বিজয়ের পুত্র ভীম। ভীমের পুত্র কাঞ্চন; কাঞ্চনের পুত্র হোত্রক। যে জহ্নু এক গণ্ডূষে গঙ্গাপান করিয়াছিলেন, সেই জহ্নু এই হোত্রকের ঔরসে উৎপন্ন হন। জহ্নুর পুত্র পূরু; পূরুর পুত্র বলাক; বলাকের পুত্র অজক। অজক হইতে কুশ জন্ম গ্রহণ করেন। কুশের চারি সন্তান;—কুশাম্বু, তনয়, বসু এবং কুশনাভ। তন্মধ্যে কুশাম্বুর ঔরসে গাধি জন্ম লাভ করেন। গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা জন্মে। ঋচীক ব্রাহ্মণ গাধির নিকট ঐ কন্যা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। গাধি, ভার্গব কন্যার উপযুক্ত পাত্র নহেন, বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করেন, ব্রহ্মন্! যে অশ্বের দক্ষিণ বা বাম, এক কর্ণ শ্যামবর্ণ এবং জ্যোতিঃ চন্দ্রের তুল্য, আমার কন্যার শুল্ক-স্বরূপে তাদৃশ সহস্র অশ্ব প্রদান করুন। আমরা কুশিকবংশীয়।[১]

এই কথা শুনিয়া ঋচীক রাজার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বরুণের নিকট গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার সহস্র অশ্ব

---

[১] অর্থাৎ, এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে আমি অন্যায় যাচ্ঞা করিলাম। বরং সহস্র অশ্ব পর্য্যাপ্ত নহে।

আনয়ন করত প্রদান করিয়া উৎকৃষ্টবদনা সেই ললনার পাণি গ্রহণ করিলেন।

কিছু কাল পরে পুত্র কামনা করিয়া পত্নী ও শ্বশ্রু উভয়ে প্রার্থনা করাতে ঋচীক পত্নীর নিমিত্ত ব্রাহ্ম মন্ত্রে এবং শ্বশ্রুর নিমিত্ত ক্ষাত্র মন্ত্রে চরু পাক করিয়া স্নান করিতে গমন করিলেন। এই অবসরে মাতা, শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া,[১] প্রার্থনা করাতে সত্যবতী তাঁহাকে আপনার চরু অর্পণ করিয়া আপনি তাঁহার চরু ভোজন করিলেন।

ঋচীক এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পত্নীকে সম্বোধন করত কহিলেন, অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ। তোমার পুত্র ভীম-স্বভাব ক্ষত্রিয় এবং তোমার ভ্রাতা ব্রাহ্মণ হইবেন। সত্যবতী "তাহা না হউক" বলিয়া অনুনয় করিলে পর ভার্গব প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তবে তোমার পৌত্র ঘোরপ্রকৃতি ক্ষত্রিয় হইবেন।

রাজন্! অনন্তর সত্যবতীর জমদগ্নি নামে পুত্র হইল এবং সেই অবলা লোকপাবনী, মহাপুণ্যা, কৌশিকী নদী হইয়া রহিলেন।

ভার্গব জমদগ্নি রেণুর যে রেণুকা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে ঋষির বসুমৎ প্রভৃতি পুত্র জন্মে। তাঁহাদিগের যিনি কনিষ্ঠ হইয়া উৎপন্ন হন, তিনি রাম নামে বিখ্যাত; হৈহয়দিগের কুল নাশ করিয়াছিলেন।

---

১ কন্যার প্রতি স্বভাবতঃই জামাতার অধিক স্নেহ; অতএব জামাতা কন্যার নিমিত্ত যে চরু পাক করিয়া গেলেন তাহা অবশ্যই আমার চরু হইতে শ্রেষ্ঠ; এই ভাবিয়া।

তাঁহাকে বাসুদেবের অংশ কহিয়া থাকে। তিনি এই পৃথি-বীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন। ক্ষত্রিয়গণ রজঃ এবং তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হন, সুতরাং পৃথিবীর মহৎ ভার হইয়া উঠেন। অতএব তাঁহা-দিগের অপরাধ অল্প হইলেও রাম তাঁহাদিগকে সংহার করেন।

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন, অজিতাত্মা ক্ষত্রিয়গণ ভগবান্ (পরশুরামের) কি অপরাধ করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি বার বার ক্ষত্রিয়কুল নাশ করেন?

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, হৈহয়দিগের অধিপতি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন পরিচর্য্যা দ্বারা নারায়ণের অংশের অংশ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়া সহস্র বাহু; "শত্রুগণ তোমাকে পরাভব করিতে পারিবে না" এই বর; এবং অব্যাহত ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, প্রাণসামর্থ্য, শ্রী, তেজ, বীর্য্য, যশ, শারীর বল, যোগৈশ্বর্য্য ও, যাহাতে অণিমাদি গুণ সকল বর্ত্তমান আছে, সেই ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। (অতএব) পবনের ন্যায় যাবতীয় লোকে ভ্রমণ করিতেন; কেহই তাঁহার গতি রোধ করিতে পারিতেন না।

মদমত্ত অর্জ্জুন গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা লম্বিত করিয়া (এক দিন) স্ত্রীরত্নদিগের সহিত রেবার জলে ক্রীড়া করিতে করিতে বাহু দ্বারা নদীর স্রোত রোধ করেন। (রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মাহিষ্মতী পুরীর নিকট শিবির স্থাপন করিয়া ঐ নদীতে দেবপূজা করিতেছিলেন।) স্রোত প্রতিকূল হওয়াতে নদীর জলে তাঁহার শিবির প্লাবিত হইয়া যায়।

আপনাকে বীর বলিয়া দশাননের অভিমান ছিল; তিনি অর্জ্জুনের সেই বীর্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে গিয়া আক্রমণ করেন। হৈহয়পতি স্ত্রীদিগের সমক্ষে অবলীলাক্রমে তাঁহাকে ধারণ করিয়া আপন পুরী মাহিষ্মতীতে লইয়া গিয়া বানরের ন্যায় রুদ্ধ করিয়া রাখেন; পশ্চাৎ (অবজ্ঞা করিয়া) ছাড়িয়া দেন।

এই অর্জ্জুন কোন সময় বিজন বনমধ্যে মৃগয়া করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে জমদগ্নির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সেই তপোধন কামধেনুর সাহায্যে তাঁহাকে এবং তাঁহার সৈনিক, অমাত্য ও বাহন দিগকে আবশ্যক মত ভোজ্যপানীয়াদি দান করিয়া আতিথ্য করিলেন। সেই গোরত্নকে আপন ঐশ্বর্য্য অতিক্রম করিতে দেখিয়া রাজার এবং হৈহয়দিগের উহাতে অভিলাষ জন্মিল; অতএব ভূপতি মুনির আতিথ্যে সন্তুষ্ট হইলেন না। গর্ব্ব বশতঃ আপন অনুচরদিগকে আজ্ঞা করিলেন, ঋষির হোমধেনু হরণ কর। তাহারাও বৎসের সহিত ধেনুকে মাহিষ্মতীতে লইয়া গেল। ধেনু চীৎকার করিয়া চলিল।

রাজা আশ্রম হইতে নির্গত হইবার পরে পরশুরাম প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার সেই দৌরাত্ম্যের কথা শ্রবণ করিয়া আহত ফণির ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন। মৃগেন্দ্র যেরূপ যুথপতির দিকে ধাবিত হয়, দুর্দ্ধর্ষ সেইরূপ ভয়ানক পরশু, তূণ, ধনু ও বর্ম্ম লইয়া ধাবিত হইলেন। রাজা পুরীতে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, ধনুর্দ্ধর ভার্গবশ্রেষ্ঠ বেগে তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছেন। তাঁহার হস্তে

বাণ ও পরশু। বসন মৃগচর্ম্ম। সূর্য্যসঙ্কাশ জটাজাল (মস্তক) বেষ্টন করিয়া আছে। হৈহয়পতি তাঁহার বিরুদ্ধে হস্তী, রথ, অশ্ব, পদাতিক এবং গদা, অসি, বাণ, ঋষ্টি, শতঘ্নী ও শক্তির সহিত সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সেনা প্রেরণ করিলেন। ভগবান্ রাম একাকী সেই সমস্ত সেনা সংহার করিলেন। পরচক্রচ্ছেদক, মন ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্ (রাম) যে যে অংশে উপস্থিত হইয়া পরশু প্রহার করিতে লাগিলেন, সেই সেই অংশেই যোদ্ধৃগণ, কাহারও বাহু, কাহারও উরু, কাহারও বা গ্রীবা ছিন্ন হওয়াতে, পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের সারথি এবং বাহনসকলও বিনষ্ট হইল।

আপনার সৈনিকেরা রামের কুঠার ও বাণ দ্বারা ছিন্নবর্ম্ম, ছিন্নধ্বজ, ছিন্নধনু এবং ছিন্নদেহ হইয়া রুধিরসেকজন্য জাত-কর্দ্দমা রণভূমিতে পতিত হইল, দেখিয়া অর্জ্জুন ক্রোধভরে স্বয়ং আগমন করিলেন। আগমন করিয়া পঞ্চশত বাহুতে পঞ্চশত ধনুঃ ধারণ করত এককালেই সকলে বাণ সন্ধান করিয়া রামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্রধারীদিগের অগ্রগণ্য রাম একমাত্র ধনুতে শরসন্ধান করিয়াই ঐ সকল শর এক কালে ছেদন করিলেন। হৈহয় পুনর্ব্বার সহস্রহস্তে বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া যুদ্ধস্থলে দৌড়িয়া আসিতে লাগিলেন। রাম কঠোরধার কুঠারদ্বারা তাঁহার ফণিফণাসদৃশ সমুদায় বাহু ছেদন করিলেন। পরে, গিরি হইতে শৃঙ্গের ন্যায়, তাঁহার ছিন্নভুজ দেহ হইতে মস্তক হরণ করিলেন। পিতা নষ্ট হইলে তাঁহার অযুত পুত্র ভয়ে পলায়ন করিলেন।

পরবীরনাশক পরশুরাম বৎসের সহিত হোমধেনুকে উদ্ধার করিয়া আশ্রমে আসিয়া পিতাকে ঐ কাতর ধেনু অর্পণ এবং আপনার সেই কর্ম্ম পিতার ও ভ্রাতাদিগের নিকট উল্লেখ, করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া জমদগ্নি কহিলেন, রাম! রাম! মাহাবাহো! তুমি পাপ কর্ম্ম করিয়াছ; কারণ, সর্ব্ব-দেবময়, নরদেবকে অনর্থক সংহার করিয়াছ। বৎস! ক্ষমা গুণ থাকাতেই আমরা পূজ্য হইয়াছি। ক্ষমাগুণ থাকাতেই লোকগুরু দেব (পদ্মযোনি) পারমেষ্ঠ পদ লাভ করেন। ব্রাহ্মণের লক্ষ্মী, ক্ষমা থাকিলেই, সূর্য্যপ্রভার ন্যায়, শোভা পান। যাঁহারা ক্ষমা করেন, ভগবান্ ঈশ্বর হরি তাঁহাদিগের প্রতি শীঘ্র তুষ্ট হন। মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজার বধ ব্রহ্মবধের সমান। তুমি অচ্যুতে চিত্ত বন্ধন করিয়া তীর্থসেবা এবং যম ও নিয়মাদি দ্বারা ঐ পাপ নাশ কর।

পরশুরাম-চরিত নামক পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

শুক বলিলেন, হে কুরুনন্দন! পিতার শিক্ষা পাইয়া রাম "তাহাই করি" বলিয়া এক বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

এক দিন রেণুকা গঙ্গায় গিয়া দেখিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ পদ্মমালী অপ্সরোদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহার কিঞ্চিৎ স্পৃহা জন্মিল। ভামিনী জল

আনিবার নিমিত্ত নদীতে আসিয়া ক্রীড়ারত গন্ধর্ব্বকেই দেখিতে লাগিলেন; হোমবেলা অতীত হইয়া যায়, লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। (অনন্তর,) কাল অতীত হইয়া গিয়াছে দেখিতে পাইয়া, মুনি অভিশাপ করিবেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া আগমন করত কলস (মুনির) সম্মুখে রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। মুনি পত্নীর ব্যভিচার জানিতে পারিয়া কুপিত হইয়া কহিলেন, হে পুত্রগণ! এই পাপীয়সীকে বধ কর। কেহই তাহা করিলেন না। রাম পিতার আজ্ঞা পাইয়া মাতাকে এবং ভ্রাতাদিগকে সংহার করিলেন। তিনি মুনির এবং সমাধি ও তপস্যার প্রভাব অবগত ছিলেন। সত্যবতীনন্দন তুষ্ট হইয়া রামকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। রাম হত মাতা ও ভ্রাতাদিগের জীবন এবং তাঁহারা "আমরা মরিয়াছিলাম," ইহা স্মরণ করিতে না পারেন, এই দুই প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সুস্থশরীরে, যেন নিদ্রার অবসানে, সহসা উত্থিত হইলেন। পিতার প্রভাব জানিতেন বলিয়াই রাম বন্ধুবধ করিয়াছিলেন।

রাজন্! অর্জ্জুনের যে সকল পুত্র ছিলেন, তাঁহারা পিতার বধ স্মরণ করিয়া এবং রামের বীর্য্যে পরাভূত হইয়া কখন শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। এক দিন রাম ভ্রাতৃগণের সহিত আশ্রম হইতে বনে গমন করিলেন। এই ছিদ্র পাইয়া বৈরসাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহারা আশ্রমে আগমন করিলেন। দেখিলেন, মুনি অগ্নিগৃহে উপবেশন করিয়া ভগবান্ উত্তমশ্লোকে বুদ্ধি বন্ধন করিয়া আছেন।

পাপনিশ্চয় অর্জ্জুনতনয়গণ সেই মুনিকে সংহার করিলেন। রেণুকা অনেক বিনয় করিয়া (পতির) জীবন প্রার্থনা করিলেন। অতিনির্দ্দয় নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়গণ হাসিতে হাসিতে মস্তক ছেদন করিয়া লইয়া গেলেন। রেণুকা দুঃখ ও শোকভরে কাতর হইয়া আপন হস্তে আপনার বক্ষঃস্থল তাড়ন করিতে করিতে "হা রাম! হা রাম! হা বৎস!" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।[১] দূরস্থিত রাম সেই "হা রাম!" কাতর শব্দ শ্রবণ করিয়া সত্বর আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, পিতা হত হইয়াছেন। তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত দুঃখ, ক্রোধ, অমর্ষ, আর্ত্তি ও শোকভরে মোহিত হইয়া "হা তাত! হা ধর্ম্মিষ্ঠ! আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন," এইরূপ নানাবিধ বিলাপ করিয়া, পিতাকে ভ্রাতাদিগের নিকটে রাখিয়া স্বয়ং পরশু লইয়া ক্ষত্রিয়নাশ করিতে মনোযোগী হইলেন। রাজন্! ব্রহ্মঘ্নগণ বাস করিতেছিল বলিয়া মাহিষ্মতীর শ্রী নষ্ট হইয়াছিল; রাম সেই পুরীতে গমন করিয়া অর্জ্জুনতনয়গণের মস্তক দ্বারা এক মহাগিরি নির্ম্মাণ করিলেন। ক্ষত্রকুল অনিষ্টকর হওয়াতে পিতৃবধকে হেতু করিয়া তাহাদিগের শোণিতে ব্রহ্মদ্বেষীদিগের ভয়াবহা এক ভয়ানকনদী করিলেন। প্রভু একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সমন্তপঞ্চক প্রদেশে নয়টী শোণিত-সলিল হ্রদ নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর পিতার মস্তক তাঁহার দেহের সহিত যোগ করিয়া অগ্নিতে স্থাপন

---

১ রেণুকা "হা রাম!" বলিয়া একবিংশতি বার বক্ষঃস্থল তাড়ন করিয়াছিলেন; রাম এই জন্য একবিংশতি বার ক্ষত্রিয় বধ করেন।

করত যজ্ঞে সর্ব্বদেবময় দেব আত্মাকে আরাধনা করিলেন। হোতাকে পূর্ব্বদিক্; ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক্; অধ্বর্য্যুকে পশ্চিম দিক; উদ্গাতাকে উত্তর দিক; অন্যান্যকে মধ্যবর্ত্তিনী দিক্; কশ্যপকে মধ্যভাগ; উপদ্রষ্টাকে আর্য্যাবর্ত্ত; এবং সদস্যকে অবশিষ্ট দান করিলেন। তাহার পর যজ্ঞান্ত স্নান করত অশেষ পাপ ক্ষালন করিয়া মহানদী সরস্বতীর জলে মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। জমদগ্নি আপনার সংজ্ঞানরূপ দেহ লাভ করিয়া রামের নিকট পূজা পাইয়া ঋষিগণের মণ্ডলে গিয়া সপ্তম ঋষি হইলেন। রাজন্! কমললোচন জামদগ্ন্য ভগবান্ রামও আগামি মন্বন্তরে বেদ প্রচার করিবেন। তিনি দণ্ড পরিত্যাগ করত শান্তচিত্ত হইয়া অদ্যাপি মহেন্দ্র পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছেন; সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ তাঁহার চরিত্র গান করিয়া থাকে। বিশ্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর হরি এই রূপে ভৃগুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর অনেকানেক-রাজরূপ পরম ভার হরণ করিয়াছিলেন।

গাধির ঔরসে মহাতেজা, সমিদ্ধপাবক-সদৃশ (বিশ্বামিত্র) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ক্ষত্রিয়জাতি পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মতেজ লাভ করেন। রাজন্! বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র হয়। মধ্যমের নাম মধুচ্ছন্দা; তাঁহা হইতে সকলেই মধুচ্ছন্দা নামে কথিত হইয়া থাকেন।

বিশ্বামিত্র ভৃগুবংশীয় অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেফ অথবা দেবরাতকে পুত্র করিয়া আপন পুত্রদিগকে আজ্ঞা করেন, তোমরা ইহঁাকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় মান্য কর। যে ভৃগুবংশীয়

শ্রীমদ্ভাগবতের সূচী।

শুদ্ধিপত্র।

স্কন্ধ	অধ্যায়	পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	১১	৫৫	৪	'বিরোচনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া'	'ক্রুদ্ধ হইয়া বিরোচনন্দন'
ঐ	ঐ	ঐ	টীকা	'মূর্ত্তি লাভ'	'মুক্তি লাভ'

শুনঃশেফ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পশুরূপে বিক্রীত হন, তিনিই এই শুনঃশেফ; প্রজেশাদি দেবতাদিগের স্তব করিয়া পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। দেব যজ্ঞে দেবতারা তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, এই কারণে তিনি গাধির বংশে দেবরাত নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

মধুছন্দোদিগের মধ্যে যাঁহারা জ্যেষ্ঠ,[১] তাঁহারা বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা ভাল বোধ করেন নাই। মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ করেন, রে দুর্জ্জনগণ! তোমরা ম্লেচ্ছ হও।

অনন্তর মধ্যম মধুছন্দা কনিষ্ঠদিগের সহিত একবাক্য হইয়া কহেন, আপনি আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা তদনুরূপ কার্য্য করিব। এই কথা কহিয়া তাঁহারা মন্ত্রদর্শী শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ করেন; বলেন আমরা সকলে আপনার অনুগামী কনিষ্ঠ।

বিশ্বামিত্র পুত্রদিগকে কহেন, তোমরা যে আমার সম্মান রক্ষা করিয়া আমাকে পুত্রবান্[২] করিলে, এই কারণে তোমাদিগেরও বশীভূত পুত্র হইবে। হে কুশিকগণ! এই দেবরাত তোমাদিগেরই বংশীয়; তোমরা ইহাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী হও।

পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন অষ্টক, হারীত, জয়, ক্রতু ও মদপ্রভৃতি নামে বিশ্বামিত্রের আরও কয় পুত্র ছিলেন।

---

১ মধ্যম মধুছন্দা হইতে তাঁহাকে লইয়া ঊর্দ্ধ্ব ও নিম্ন দিকে পঞ্চাশ জন ক্রমশঃ জ্যেষ্ঠ মধুছন্দা ও কনিষ্ঠ মধুছন্দা নামে কথিত।

২ যে পুত্র কথা না রাখে, সে পুত্রই নহে।

কৌশিক গোত্র এই রূপে বিশ্বামিত্র হইতে অন্য প্রবর[১] প্রাপ্ত হয়। দেবরাতকে জ্যেষ্ঠ করাতেই ঐরূপ হইয়াছে।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, আয়ু নামে পুরূরবার যে পুত্র ছিলেন, তাঁহার পুত্র বীর্য্যশালী নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি, রাভ এবং অনেনা। হে রাজেন্দ্র! ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ শ্রবণ কর।

ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্রের তিন পুত্র হয়;—কাশ্য, কুশ ও গৃৎস্যমদ। গৃৎস্যমদ হইতে শুনক জন্ম লাভ করেন। এই শৌনকের পুত্র ঋগ্বেদবেত্তাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শৌনক মুনি।

কাশ্যের পুত্র কাশি; কাশির পুত্র রাষ্ট্র। রাষ্ট্র দীর্ঘতমার পিতা; এবং আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তক ধন্বন্তরি দীর্ঘতমার পুত্র। ধন্বন্তরি যজ্ঞভোজী নারায়ণের অংশ; স্মরণমাত্রে রোগ নাশ করেন। তাঁহার পুত্র কেতুমান্। কেতুমানের ভীমরথ নামে পুত্র জন্মে। ভীমরথের ঔরসে দিবোদাস উৎপন্ন হন। দিবোদাসের পুত্র দ্যুমান্ নামে কথিত হইয়া থাকেন। বৎস, প্রতর্দ্দন, শত্রুজিৎ, ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব, কেতুমানের আরও এই কয়েকটী নাম। তাঁহার অলর্ক প্রভৃতি অনেকগুলি পুত্র জন্মে। রাজন্! অলর্ক ভিন্ন অন্য কোন যুবা ষষ্টিসহস্র ষষ্টিশত বৎসর মেদিনী ভোগ করেন নাই। অলর্ক হইতে সন্ততি; সন্ততি হইতে সুনীথ; সুনীথ হইতে নিকেতন;

১ এক বংশের অন্তর্গত ক্ষুদ্র বংশ; বংশান্তর নহে।

নিকেতন হইতে ধর্ম্মকেতু; ধর্ম্মকেতু হইতে সত্যকেতু উৎপন্ন হন। সত্যকেতুর ঔরসে ধৃষ্টকেতু; ধৃষ্টকেতুর ঔরসে রাজা সুকুমার; সুকুমারের ঔরসে বীতিহোত্র; বীতিহোত্রের ঔরসে ভর্গ এবং ভর্গের ঔরসে ভার্গবভূমি উৎপন্ন হন। রাজন্! উপরে যাঁহাদিগের নাম করিলাম, এই সকল কাশিম্ন কুলে উৎপন্ন রাজগণ ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশীয়।

রাভের পুত্র রভস; রভসের পুত্র গম্ভীর; গম্ভীরের পুত্র অক্রিয়। এই গোত্রে ব্রহ্মবিদের জন্ম হয়। অতঃপর অনেনার বংশ শ্রবণ কর।

অনেনার পুত্র শুদ্ধ; শুদ্ধের পুত্র শুচি; শুচির পুত্র ধর্ম্মসারথি চিত্রকু। শান্তরজা চিত্রকু হইতে জন্ম লাভ করেন। তিনি জ্ঞানী, অতএব কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন; (সুতরাং সন্তান উৎপাদন করেন নাই।)

রজির অমিত-বলশালী পঞ্চশত পুত্র হইয়াছিল। রজি দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া দৈত্যদিগকে সংহার করত স্বর্গ উদ্ধার করিয়া ইন্দ্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র রজির চরণযুগল ধারণ করত স্বর্গ প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করেন; কারণ, তৎকালে প্রহ্লাদপ্রভৃতি শত্রু হইতে তাঁহার ভয় হইয়াছিল।

রজি কালগ্রাসে পতিত হইলে ইন্দ্র স্বর্গ যাচ্ঞা করিলেন; কিন্তু রজির পুত্রগণ প্রদান করিলেন না; যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৃহস্পতি হোম করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পুরন্দর মার্গভ্রংশিত রজিপুত্রদিগকে বধ করিলেন, কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিলেন না।

ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র কুশ হইতে প্রতি; প্রতি হইতে সঞ্জয় উৎপন্ন হন। সঞ্জয়ের পুত্র অজয়। তাঁহা হইতে কৃত জন্ম লাভ করেন। কৃতের পুত্র রাজা হর্য্যবল। তাঁহার পুত্র সহদেব; সহদেবের পুত্র হীন; হীনের পুত্র জয়সেন; জয়সেনের পুত্র সংকৃতি; সংকৃতির পুত্র জয়। জয় ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী ও মহাবীর ছিলেন।

এই সকল ক্ষত্রবৃদ্ধ-বংশ-সম্ভূত রাজা। নহুষ-বংশীয়দিগের (নাম) শ্রবণ কর।

আয়ুর বংশবর্ণন-নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, যেরূপ দেহীর ছয় ইন্দ্রিয়, সেইরূপ যতি, যযাতি, শর্য্যাতি, আয়তি, বিয়তি ও কৃতি, নহুষের এই ছয় পুত্র। যতি পিতৃ-দত্ত রাজ্য গ্রহণ করেন নাই; কারণ, তিনি উহার পরিণাম জানিতেন; পুরুষ রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে আত্মাকে ভুলিয়া যান।

ইন্দ্রাণীর অবমানা করাতে (অগস্ত্য-প্রভৃতি) ব্রাহ্মণগণ পিতাকে স্বর্গ হইতে পাতিত এবং অজগরে পরিণত করিলে পর যযাতি রাজা হন। (রাজা হইয়া) কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে চারি দিক্ শাসন করিতে আদেশ করেন এবং শুক্রাচার্য্য ও বৃষপর্ব্বার কন্যাকে বিবাহ করিয়া পৃথিবী পালন করিতে প্রবৃত্ত হন।

রাজা কহিলেন, ভগবান্ শুক্রাচার্য্য ব্রহ্মর্ষি; আর, যযাতি তাঁহা হইতে নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের প্রতিলোম বিবাহ কি রূপে হইয়াছিল ?

শুকদেব কহিলেন, এক দিন দানবরাজের শর্ম্মিষ্ঠা নামে কন্যা সহস্র সখীর ও গুরুকন্যা (দেবযানীর) সহিত অন্তঃপুরোদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন। উদ্যানে অসংখ্য পাদপ পুষ্পিত হইয়াছিল; এবং পদ্মপুলিনে অলিকুল মধুর স্বরে গান করিতেছিল। কমললোচনা ঐ সকল ললনা কূলে বস্ত্র রাখিয়া জলাশয়ে অবরোহণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি জলক্ষেপ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, ভগবান্ গিরিশ দেবীর সহিত বৃষে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছেন। (দেখিয়া) লজ্জিত হইয়া অস্তে ব্যস্তে তীরে উৎথান করিয়া সকলে বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা না জানিয়া আপনার ভাবিয়া গুরুকন্যার বস্ত্র পরিধান করিলেন। দেবযানী কুপিত হইয়া কহিলেন, অহো; এই দাসীর অযোগ্য কর্ম্ম দর্শন কর! যেরূপ কুক্কুরী যজ্ঞীয় ঘৃত ভক্ষণ করে, সেইরূপ, আমরা যে বসন পরিধান করি, এ সেই বসন পরিধান করিল! যাঁহারা তপোবলে এই সৃষ্টি করিয়াছেন; যাঁহারা পরম পুরুষের মুখ; যাঁহারা ইহ লোকে ব্রহ্ম ধারণ করিতেছেন; এবং যাঁহারা বেদমার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন; দেবশ্রেষ্ঠ লোকেশ্বরগণ এবং বিশ্বাত্মা, বিশ্বপাবন শ্রীনিবাস ভগবান্ও যাঁহাদিগের গুণগান ও সেবা করেন, আমরা সেই ব্রাহ্মণ; তাহাতে আবার ভৃগুকুলে উৎপন্ন হইয়াছি। ইহার পিতা অসুররাজ

আমাদিগের শিষ্য। যেরূপ শূদ্র বেদ ধারণ করে, সেইরূপ এই অসতী আমার পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিল!

গুরুপুত্রী এই রূপে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, শর্ম্মিষ্ঠা অবধীরিতা সর্পীর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অধরদংশনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, রে ভিক্ষুকি! আপন আচরণ না জানিয়া অনেক কথা কহিতেছিস্; কাকের ন্যায় আমাদিগের কুলের মুখ চাহিয়া রহিয়াছিস্ কেন?

শর্ম্মিষ্ঠা এইপ্রকার অত্যন্ত পরুষবাক্যে সতী আচার্য্য-সুতাকে তিরস্কার করিয়া, ক্রোধে তাঁহার বসন কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে কূপে নিক্ষেপ করিলেন।

শর্ম্মিষ্ঠা স্বগৃহে প্রস্থান করিলে পর, রাজা যযাতি মৃগয়া করিতে করিতে জলের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কূপের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন। রাজা দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া বস্ত্রহীনাকে আপনার উত্তরীয় বস্ত্র দান করিয়া হস্ত দ্বারা হস্ত-ধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিলেন। শুক্রতনয়া প্রেমপূরিত বাক্যে বীরকে কহিলেন, হে রাজন্! হে পরপুরঞ্জয়! আপনি আমার পাণি গ্রহণ করিলেন; অতএব আর যেন অন্যে গ্রহণ না করে; তুমিই আমাকে গ্রহণ করিয়াছ। বীর! আমাদিগের এই সম্বন্ধ মানুষের নহে, ঈশ্বরের কৃত। তাহা না হইলে, আমি কূপে পতিত হইয়াছিলাম, আপনার সহিত আমার দর্শন হইবে কেন? হে মহাবাহো! আমি পূর্ব্বে যে বৃহস্পতিনন্দন কচকে শাপ দিয়াছিলাম, তাঁহার শাপ-ক্রমে ব্রাহ্মণ আমার পাণিগ্রহীতা হইবেন না।

অশাস্ত্রীয়তাহেতু অনভিপ্রেত বটে; কিন্তু দৈব উপস্থিত

করিলেন; আর, তাঁহার প্রতি দেবযানীর মন হইয়াছে; ইহা বুঝিতে পারিয়া যযাতি শুক্রতনয়ার বাক্যে সম্মত হইলেন।

বীর রাজা প্রস্থান করিলে পর, দেবযানী ক্রন্দন করিতে করিতে পিতার নিকটে গমন করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা যাহা করিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন, সমুদায় নিবেদন করিলেন। ভগবান্ শুক্রচার্য্য খিন্নমনাঃ হইয়া পুরোহিতব্যবসায়ের নিন্দা এবং কপোতবৃত্তির[১] প্রশংসা করিতে করিতে কন্যা-সমভিব্যাহারে দৈত্যপুর হইতে প্রস্থান করিলেন।

বৃষপর্ব্বা জানিতেন, "শত্রুসৈন্যদিগকে পরাজয় করিতে হইবে" শুক্রের এরূপ অভিপ্রায় আছে। অতএব তিনি পথি-মধ্যে পাদতলে পতিত হইয়া গুরুর কোপশান্তি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ভৃগুনন্দনের ক্রোধ ক্ষণার্দ্ধমাত্র থাকিত; তিনি কহিলেন, রাজন্! ইহাঁর অভিলাষ পূর্ণ কর; আমি ইহাঁকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।

রাজা কহিলেন, "তাহাই করিব"। তখন দেবযানী আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। (কহিলেন,) পিতা আমাকে সম্প্রদান করিলে পর, আমি যে স্থানে যাইব, শর্ম্মিষ্ঠাকে তাহার সখীগণসমভিব্যাহারে আমার সহিত সেই স্থানেই যাইতে হইবে।

শুক্র চলিয়া গেলে আপনাদিগের সঙ্কট হইবে; এবং তাঁহার থাকিবার বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে; ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া পিতা (বৃষপর্ব্বা) দেবযানীকে অনুচরীদিগের সহিত

---

১ কপোতের ন্যায় খুঁটিয়া খাওয়া।

শর্ম্মিষ্ঠা প্রদান করিলেন। দৈত্যরাজদুহিতা সহস্র মহিলার সহিত দাসীর ন্যায় দেবযানীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

(অনন্তর) শুক্রাচার্য্য নহুষনন্দন যযাতিকে শর্ম্মিষ্ঠার সহিত কন্যা সম্প্রদান করিয়া কহিলেন, রাজন্! কখন শর্ম্মিষ্ঠার শয্যায় গমন করিবেন না।

মহারাজ! দেবযানী সুন্দর পুত্র লাভ করিয়াছেন, দেখিয়া সতী শর্ম্মিষ্ঠা এক দিন ঋতুকালে গোপনে সেই সখীর স্বামীকেই প্রার্থনা করিলেন। রাজনন্দিনী পুত্র উৎপাদন করিতে প্রার্থনা করিলেন; এবং তাহা ধর্ম্মসঙ্গতও বটে; ধর্ম্মজ্ঞ রাজা এই ভাবিয়া, যদিও শুক্রের বাক্য তাঁহার স্মরণ ছিল, তথাপি দৈবোপনত বলিয়াই যথাকালে তাঁহার সহবাস করিলেন।

দেবযানী যদু ও তুর্ব্বসুকে এবং বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু, অনু ও পূরুকে প্রসব করিয়াছিলেন।

স্বামী হইতে অসুরনন্দিনীর গর্ভ-সঞ্চার হইয়াছে, জানিতে পারিয়া মানিনী দেবযানী ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া পিতার গেহে যাত্রা করিলেন। কামী, অনুগত যযাতি নানাবিধ বাক্যে প্রিয়ার ক্রোধশান্তি করিতে চেষ্টা পাইলেন; পাদবন্দনাদিও করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

শুক্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি মিথ্যা পুরুষ; স্ত্রীকামী। রে মন্দ! রূপের বিকারকারিণী জরা তোমাকে আক্রমণ করুক।

যযাতি বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার দুহিতাকে সম্ভোগ করিয়া এপর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হই নাই। (শুক্র কহিলেন,)

যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, যিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে চাহিবেন, তুমি তাঁহার যৌবনের সহিত তোমার জরা বিনিময় করিতে পারিবে।

শুক্রাচার্য্য জরার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলে, যযাতি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কহিলেন, বৎস, যদো! তুমি এই জরা গ্রহণ এবং আমাকে তোমার যৌবন দান, কর। তোমার মাতামহ এই জরা করিয়া দিয়াছেন; (কিন্তু) আমি বিষয় ভোগ করিয়া তৃপ্ত হই নাই। তোমার যৌবন লইয়া কতিপয় বৎসর ভোগ করিব।

যদু কহিলেন, আপনি যৌবনকালে এই যে জরা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা লইয়া আমি জীবন ধারণ করিতে সাহস করি না। সামান্য সুখ সকল ভোগ না করিয়া পুরুষ ভোগ-স্পৃহা পরিত্যাগ করিতে পারে না।

পিতা প্রার্থনা করিলে তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু এবং অনুও ঐ প্রকারে অস্বীকার করিলেন; তাঁহারা ধর্ম্ম জানিতেন না; অনিত্য বস্তুকে নিত্য বোধ করিতেন।

(অনন্তর যযাতি) বয়সে কনিষ্ঠ, কিন্তু গুণে জ্যেষ্ঠ পূরুর মত জিজ্ঞাসা করিলেন; (কহিলেন,) বৎস! অগ্রজদিগের ন্যায় আমার প্রার্থনায় অস্বীকার করা তোমার উচিত হয় না।

পূরু কহিলেন, হে নরনাথ! যে পিতার প্রসাদে পরম পদ লাভ করা যায়, এবং যিনি দেহ উৎপাদন করিয়াছেন, লোকে কোন্ ব্যক্তি সেই পিতার প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হন। যিনি পিতার মন বুঝিয়া অভিলষিত সম্পাদন করেন, তিনি উত্তম; যিনি আজ্ঞা পাইয়া সম্পাদন করেন, তিনি মধ্যম;

যিনি অশ্রদ্ধা করিয়া করেন, তিনি অধম ; আর যিনি না করেন, তিনি পিতার বিষ্ঠাস্বরূপ ; (পুত্র নহেন।)

পুরু এই প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিয়া পিতার জরা গ্রহণ করিলেন। রাজা যযাতিও যাঁহার যৌবন লইয়া যথা-যোগ্যরূপে ভোগ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি সপ্তদ্বীপের অধিপতি ছিলেন ; ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য-সম্পন্ন হইয়া পিতার ন্যায় সম্যক্ রূপে প্রজা পালন করত প্রীতি অনুসারে বিষয় ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রেয়সী দেবযানীও প্রতিদিন নির্জ্জনে মন, বাক্য, দেহ এবং বস্তু দ্বারা (পরিচর্য্যা করত) প্রিয়ের প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন। রাজা ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা সর্ব্বদেবময়, সর্ব্ববেদময়, যজ্ঞপুরুষ হরির অর্চ্চনা করিতে থাকিলেন। আকাশে মেঘরাজির ন্যায় যাঁহাতে এই বিশ্ব রচিত হইয়া স্বপ্ন ও মায়া দ্বারা বিরচিত মনোরথের ন্যায় কখন প্রকাশ পাইতেছে, কখন বা লীন হইতেছে, প্রভু সেই হৃদয়শায়ী, বাসুদেব, সূক্ষ্মতম নারায়ণকে হৃদয়ে স্থাপন করত কোন মঙ্গল কামনা না করিয়া তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম এই প্রকারে মনঃপ্রভৃতি ছয় কুৎসিত ইন্দ্রিয় দ্বারা সহস্র বৎসর কামভোগ উপভোগ করিলেন। কিন্তু পরিতৃপ্ত হইলেন না।

যযাতির উপাখ্যান-আরম্ভ-নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, স্ত্রৈণ সেই যযাতি উক্তপ্রকারে ভোগ উপভোগ করিতে করিতে, আপনি যে নষ্ট হইতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া পরিতাপ করত প্রিয়াকে এই ইতিহাস কহিলেন;—হে ভৃগুনন্দিনি! এক ইতিহাস শ্রবণ কর; বনবাসী মুনিগণ আমাদিগের মত যে সকল গৃহবাসীর আচরণ দেখিয়া দুঃখিত হন, সেই সকল গৃহবাসীর চরিত ইহাতে বর্ণিত আছে।

এক ছাগ বনমধ্যে আপনার অভীষ্ট অন্বেষণ করিতে করিতে আপন কর্ম্মদোষে কূপে পতিতা এক ছাগীকে দেখিতে পায়। কামী ছাগ কি উপায়ে উহাকে উদ্ধার করিবে, ভাবিয়া শৃঙ্গাগ্র দ্বারা তট হইতে মৃত্তিকা খনন করত তীর্থ নির্ম্মাণ করে। সুন্দরনিতম্বিনী ছাগী কূপ হইতে উৎথান করিয়া সেই ছাগকেই কামনা করে। সেই স্থূলকায়, বহুল-শ্মশ্রু, রেতঃসেক্তা, মৈথুনাভিজ্ঞ, (অতএব) প্রিয়তম ছাগকে ঐ ছাগীর সহিত মিলিত হইতে দর্শন করিয়া কান্তের প্রতি অভিলাষবতী অন্যান্য ছাগীও তাহাকে প্রার্থনা করে। সেই একমাত্র ছাগপুরুষ অনেক ছাগীর আসক্তি বৃদ্ধি করত কামগ্রহে গ্রস্ত হইয়া বিহার করিতে প্রবৃত্ত হয়; আপনি যে কে, তাহা আর তাহার মনে থাকে না।

যে অজা কূপে পতিত হইয়া কষ্ট পাইয়াছিল, সে সেই ছাগকেই অন্য প্রেয়সী অজার সহিত বিহার করিতে দর্শন করে। অজের সেই কর্ম্ম তাহার অসহ্য হইয়া উঠে। সে সেই মিত্রবেশী, বাস্তবিক শত্রু, ক্ষণসৌহৃদ, কামী, ইন্দ্রিয়সুখ-সেবী (ছাগকে) পরিত্যাগ করিয়া অধিস্বামীর নিকট গমন করে। ছাগ স্ত্রৈণ ও (স্ত্রীর) অনুগত ছিল; নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ইড়রিড় শব্দে অনুনয় করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে থাকে; কিন্তু তাহার কোপ শান্তি করিতে অসমর্থ হয়।

অজার অধিস্বামী কোন এক ব্রাহ্মণ রোষহেতু অজের শৃঙ্গ ছেদ করেন; কিন্তু উপায়জ্ঞ প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত লম্বমান শৃঙ্গকে পুনর্ব্বার যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দেন। ভদ্রে! শৃঙ্গ লাভ করিয়া ছাগও কূপ-লব্ধ অজার সহিত বহুকাল অভিলষিত ভোগ করিয়াছে; কিন্তু অদ্যাপিও তৃপ্ত হইতেছে না।

হে সুভ্রু! এইরূপ দীন আমিও তোমার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া আপনাকে স্মরণ করিতে পারিতেছি না; তোমার মায়া আমাকে মোহিত করিয়াছে। অভিলাষ যাঁহার বুদ্ধি নাশ করে, পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, স্বর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, সকল একত্রিত হইয়াও তাঁহার মনঃপ্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না। ভোগেচ্ছা ভোগ্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কখনই শান্ত হয় না; বরং, ঘৃত পাইয়া অগ্নির ন্যায়, ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যখন পুরুষ সমদর্শী হইয়া সর্ব্বভূতে অমঙ্গল ভাব (রাগদ্বেষাদি) প্রকাশ না করেন, তখন তাঁহার

সর্ব্বদিক্ সুখময় হইয়া উঠে। দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিরা যাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না ; বয়স্ জীর্ণ হইলেও যে জীর্ণ হয় না ; যাঁহার মঙ্গলে বাসনা আছে, তিনি, যত শীঘ্র পারেন, সেই দুঃখবহুলা তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিবেন। মাতা, ভগিনী কিংবা দুহিতার সহিতও অপ্রশস্ত আসনে উপবেশন করিয়া থাকিবে না ; ইন্দ্রিয়সকল অতিশয় বলবান্ ; বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে। এক সহস্র বৎসর পূর্ণ হইল ; ইহার মধ্যে আমি অনুক্ষণ বিষয় সেবন করিয়াছি ; তথাপি ঐ সকলে তৃষ্ণা দিন দিনই বর্দ্ধিতই হইতেছে। অতএব আমি এই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করত ব্রহ্মে মন নিযুক্ত করিয়া দ্বন্দ্বশূন্য ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া মৃগগণের সহিত বিচরণ করিব। যিনি অসৎ বোধ করিয়া, দৃষ্টশ্রুত (বিষয়সমূহকে) চিন্তা কিংবা ভোগ না করেন ; এবং বিষয়ভোগে ও বিষয়চিন্তায় সংসারবন্ধন ও আত্মনাশ দেখিতে পান ; তিনিই বিদ্বান্ ও আত্মদর্শী।

নহুষনন্দন ভার্য্যাকে এই কথা কহিয়া পূরুকে তাঁহার যৌবন প্রত্যর্পণ করত স্পৃহাশূন্য হইয়া আপনার জরা গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণপূর্ব্বদিকে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণদিকে যদুকে, পশ্চিমদিকে তুর্ব্বসুকে ও উত্তর দিকে অনুকে রাজা করিয়া দিলেন; এবং মনুষ্যের মধ্যে পূজ্যতম পূরুকে সমুদায় ভূমণ্ডলের আধিপত্যে অভিষেক করিয়া তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃদিগকে তাঁহার বশে স্থাপন করত বনে গমন করিলেন। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া বিষয় ভোগ দ্বারা যে ষড়িন্দ্রিয়ের সেবা করিয়াছিলেন, জাত-পক্ষ পক্ষী যেরূপ নীড়

পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ক্ষণমধ্যেই সেই ষড়িন্দ্রিয় পরিত্যাগ করিলেন।[১]

রাজা বনমধ্যে সঙ্গপরিত্যাগ করত, আপনি কে, তাহা বুঝিতে পারিয়া ত্রিগুণময় উপাধি পরিত্যাগ করত তুষ্ট হইয়া নির্ম্মল পরব্রহ্ম বাসুদেবে ভাগবতী গতি লাভ করিলেন।

স্ত্রী পুরুষের স্নেহ-বৈক্লব্য বশতঃ পরিহাসচ্ছলে যে ইতিহাস উক্ত হইল, দেবযানী বুঝিতে পারিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহাকে মুক্তিমার্গে উৎসাহ দেওয়া হইল। প্রভো! ভৃগুনন্দিনী ঈশ্বরাধীন বন্ধুগণের আবাসকে, পথিকের পক্ষে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায়, মায়ারচিত বলিয়া জানিতে পারিয়া স্বপ্নতুল্য বোধে সর্ব্বত্র সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে মনোনিয়োগপূর্ব্বক আপনি উপাধি পরিত্যাগ করিলেন।

ভগবন্! আপনাকে নমস্কার; আপনি বাসুদেব, বিধাতা, শান্ত ও বৃহৎ; সর্ব্বভূতের শরীরে বাস করিতেছেন।

যযাতির উপাখ্যান-সমাপ্তি-নামক ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, হে ভরতনন্দন! এক্ষণে পুরুর বংশ বলিব; তুমি এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; অনেকানেক রাজর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষিও এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

---

১ অর্থাৎ, তাহাদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিলেন।

পূরু হইতে জনমেজয় জন্ম লাভ করেন। জনমেজয়ের পুত্র প্রচিন্বান্; প্রচিন্বানের পুত্র প্রবীর; প্রবীরের পুত্র মনস্যু; মনস্যুর পুত্র চারুপদ। চারুপদের সুদ্যু নামে পুত্র জন্মে। সুদ্যুর পুত্র বহুগব। সংযাতি বহুগব হইতে উৎপন্ন হন। সংযাতির পুত্র অহংযাতি। রৌদ্রাশ্ব অহংযাতির নন্দন। ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্র জন্মে;—ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু ও সর্ব্বকনিষ্ঠ বনেয়ু। যেরূপ ইন্দ্রিয় সকল জগদাত্মা মুখ্য (প্রাণের) বশীভূত, সেইরূপ ইহাঁরা (পিতার) বশীভূত ছিলেন। ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনাব। রাজন্! রন্তিনাবের তিন পুত্র;—সুমতি, ধ্রুব ও অপ্রতিরথ! কণ্ব অপ্রতিরথের পুত্র। তাঁহার পুত্র মেধাতিথি। মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন প্রভৃতি দ্বিজাতি সকল উৎপন্ন হন।

সুমতির পুত্র রেভি। পুরাবিত্তবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, দুষ্মন্ত রেভির তনয়।

দুষ্মন্ত মৃগয়ায় গমন করিয়া কণ্বের আশ্রমে প্রবেশ করত দেখিলেন, আশ্রমমধ্যে এক দেবমায়ার ন্যায় লক্ষ্মীসদৃশী মহিলা আপন প্রভা দ্বারা দিঙ্মণ্ডলের শোভা সম্পাদন করত উপবেশন করিয়া আছেন। দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; এবং তদ্দর্শন-জন্য আনন্দ হেতু পরিশ্রম পরিত্যাগ করত কতিপয় সৈনিক সমভিব্যাহারে (নিকটে গমন করিয়া) সুন্দরীর সহিত বাক্যালাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কামতাপিত হইয়া হাসিতে হাসিতে মিষ্টবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পদ্মপত্র-নয়নে! তুমি কে? হে হৃদয়গ্রাহিণি! তুমি কাহার?

নির্জ্জন বনে তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ? হে সুমধ্যমে! আমি তোমাকে ক্ষত্রিয়তনয়া বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি। পৌরবদিগের মন কখন অধর্ম্মে তুষ্ট হয় না।

শকুন্তলা কহিলেন, আমি বিশ্বামিত্রেরই কন্যা বটি; মেনকা আমাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া যান; ভগবান্ কণ্ব ইহা জ্ঞাত আছেন। বীর! আজ্ঞা করুন, আমরা আপনার কি করিব। হে পদ্মনয়ন! উপবেশন করুন; আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন; নীবার আছে, ভোজন করুন; এবং, যদি অভিরুচি হয়, এই স্থানে অবস্থিতি করুন।

দুষ্মন্ত কহিলেন, হে সুভ্রু! তুমি কুষিকবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, এরূপ বাক্য তোমার উপযুক্তই বটে। ক্ষত্রিয়দিগের কন্যা সকল আপনারাই আপনাদিগের উপযুক্ত পাত্র বরণ করেন।

শকুন্তলা কহিলেন, তাহাই করিলাম। তখন দেশ, কাল ও বিধানবেত্তা রাজা ধর্ম্ম অনুসারে গান্ধর্ব্ববিধিক্রমে শকুন্তলাকে বিবাহ করিলেন। অমোঘবীর্য্য রাজর্ষি মহিষীতে বীর্য্য স্থাপন করিয়া, প্রভাত হইলে, আপন নগরে চলিয়া গেলেন। কাল পূর্ণ হইলে শকুন্তলা সন্তান প্রসব করিলেন। কণ্ব বনমধ্যে কুমারের সমুচিত ক্রিয়া সকল সম্পাদন করিলেন। বালক বলপূর্ব্বক সিংহ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। প্রমদোত্তমা শকুন্তলা হরির অংশের অংশ হইতে সমুদ্ভূত সেই বিক্রমশালী বালককে লইয়া স্বামীর নিকট গমন করিলেন। যখন রাজা নির্দোষ ভার্য্যা ও পুত্রকে গ্রহণ করিলেন না, তখন আকাশে দৈববাণী হইল। সমুদায় জীবগণই ঐ

বাণী শ্রবণ করিল। (বাণী কহিল,) মাতা ভস্ত্রা[1] বিশেষ; পুত্র পিতারই; (কারণ) যিনি তাহাকে উৎপাদন করেন, তিনি সেই। হে দুষ্মন্ত! পুত্রকে ভরণ কর;[2] শকুন্তলাকে অগ্রাহ্য করিও না। রাজন্! পুত্র রেতঃসেক্তা পিতাকে যমক্ষয় নরক হইতে ত্রাণ করে; তুমি ইহার বীজসেক্তা; শকুন্তলা সত্য কথাই কহিয়াছেন।

(ভারত! এই কথা শুনিয়া দুষ্মন্ত স্ত্রীপুত্র গ্রহণ করিলেন।)

পিতা স্বর্গারোহণ করিলে পর, সেই বালক (ভরতও) মহাযশস্বী চক্রবর্ত্তী হইলেন। তিনি হরির অংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; (কারণ) তাঁহার দক্ষিণ হস্তে চক্রচিহ্ন এবং পাদদ্বয়ে পদ্মকোশচিহ্ন ছিল। ভূমণ্ডলে তাঁহার মহিমা গীত হইয়া থাকে। ক্ষমতাশালী চক্রবর্ত্তী মহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া গঙ্গার তীরে ক্রমান্বয়ে পঞ্চপঞ্চাশৎ পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। প্রভু মমতাতনয় (ভৃগুকে) পুরোহিত করিয়া যমুনার তীরেও ধনদান করত অষ্টসপ্ততি যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করিয়াছিলেন। দুষ্মন্তনন্দন ভরতের প্রকৃষ্ট গুণবৎ দেশে অগ্নিচয়ন হইয়াছিল। সেই অগ্নিচয়নে সহস্র ব্রাহ্মণ এক এক বদ্ধ[3] করিয়া গো ভাগ করিয়া লন। দুষ্মন্ততনয় ত্রয়স্ত্রিংশৎ-শত অশ্ব বন্ধন করত নৃপতিদিগকে বিস্মিত করিয়া দেবতাদিগের বৈভবকেও অতিক্রম করেন; কারণ, তিনি পূজ্য হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অক্ষার[4] কর্ম্মে শুক্লদন্তী, কৃষ্ণবর্ণ, চতুর্দ্দশ

---

১ চর্ম্মপাত্র। অর্থাৎ আধার মাত্র।

২ "ভরণ কর" এই দৈববাণী হইয়াছিল বলিয়া পুত্রের নাম "ভরত" হয়।

৩ ত্রয়োদশ সহস্র চতুরশীতি সংখ্যায় এক বদ্ধ হয়।

৪ কর্ম্মবিশেষ।

নিযুত গজ সর্ব্বপ্রকারে সুবর্ণে বেষ্টিত করিয়া দান করিয়াছিলেন। যেরূপ বাহু দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইরূপ পূর্ব্বের বা পরের কোন রাজাও মহাত্মা ভরতের কর্ম্ম প্রাপ্ত হনও নাই, হইবেনও না। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কিরাত, হূণ, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক, খশ, শক ও ব্রাহ্মণদিগের অহিতকারী ম্লেচ্ছ রাজাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। যে সকল বলবান্ দৈত্য পূর্ব্বে দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়া রসাতলাদি অধিকার করিয়াছিল; তাহারা যে সমুদায় দেবমহিলাকে পৃথিবীতে লইয়া যায়, রাজা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। স্বর্গ ও পৃথিবী তাঁহার প্রজাদিগের সমস্ত অভিলষিত প্রসব করিত। সপ্তবিংশতি-সহস্র বৎসর তাঁহার আজ্ঞা দিঙ্মণ্ডলে বিচরণ করিয়াছিল। সম্রাট্ (অবশেষে) লোকপাল-নামক ঐশ্বর্য্য, চক্রবর্ত্তীর লক্ষ্মী, অখণ্ডিত রাজ্য ও প্রাণ, সমুদায়কেই মিথ্যা ভাবিয়া উপরত হন।

রাজন্! ভরতের তিন পত্নী ছিলেন। তাঁহারা তিন জনেই বিদর্ভনন্দিনী। রাজা তিন জনকেই ভাল বাসিতেন। এক দিন রাজা বলেন, তাঁহাদিগের পুত্র তাঁহার অনুরূপ হয় নাই। তাহা শ্রবণ করিয়া, পাছে স্বামী তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে মহিষীরা আপন আপন সন্তানকে সংহার করেন। এইপ্রকারে বংশ ব্যর্থ হইলে, রাজা বংশের নিমিত্ত মরুৎযাগ ও সোমযাগ করেন; মরুদ্গণ "এই তোমার পুত্র" বলিয়া ভরদ্বাজকে অর্পণ করেন।

ভ্রাতৃপত্নী গর্ভিণী হইয়াছেন, এই অবস্থায় এক দিন বৃহস্পতি তাঁহাতে মৈথুন করিতে প্রবৃত্ত হন। গর্ভস্থ বালক

তাঁহাকে নিবারণ করে। বৃহস্পতি বালককে শাপ দিয়া বীর্য্য ত্যাগ করেন।[১] ভর্ত্তা পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া, মমতা ঐ (অন্য বীর্য্য-সম্ভূত) বালককে পরিত্যাগ করিতে উদ্‌যুক্ত হন। তখন দেবতারা বৃহস্পতির নাম উচ্চারণ করিয়া (বৃহস্পতি ও মমতার অপবাদবিষয়ক) এক শ্লোক গান করেন। (বৃহস্পতি মমতাকে) কহেন, মূঢ়ে! এ দুই ব্যক্তি হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে;[২] ইহাকে ভরণ কর্। মমতা কহেন, বৃহস্পতে! তুমি "দ্বাজকে" ভরণ কর। এই বলিয়া বিবাদ করিতে করিতে পিতা মাতা চলিয়া যান। এই কারণে এই সন্তানের নাম "ভরদ্বাজ" হয়।[৩]

দেবগণ পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে বিজ্ঞাপন করিলে পুত্রকে নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া মমতা পরিত্যাগ করেন। মরুদ্‌গণ গ্রহণ করেন। (অনন্তর) ভরতের বংশ ব্যর্থ হইলে তাঁহাকে ঐ পুত্র অর্পণ করেন।

পুরুবংশকীর্ত্তন-নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ কোন সময় বৃহস্পতি তাঁহার ভ্রাতা উতথ্যের গর্ভিণী পত্নী মমতাতে চুরি করিয়া মৈথুন করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি বীর্য্যসেক করিলে তাঁহা হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, গর্ভে তাহার স্থান হইবে না, এই ভাবিয়া গর্ভস্থ বালক আক্রোশপূর্ব্বক তাঁহাকে বারণ করে। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বৃহস্পতি বালককে শাপ দেন, তুই অন্ধ হ। গর্ভস্থ বালক বৃহস্পতির শাপে অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করত অন্ধতমা নামে বিখ্যাত হয়। বৃহস্পতি বীর্য্যসেক করিলে ঐ গর্ভস্থ বালক পার্ষ্ণির আঘাতে বীর্য্য বহির্ভাগে নিক্ষেপ করে। বীর্য্য ভূমিতে পতিত হইবামাত্র তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ এক কুমার উৎপন্ন হয়।

২ একের ক্ষেত্রজ; অন্যের বীর্য্যজ।

৩ "দ্বাজং ভর; দুই ব্যক্তি হইতে জাত পুত্রকে ভরণ কর" এই বলিয়া কলহ হয়। তাহাতেই নাম "ভরদ্বাজ" হয়।

একবিংশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, বিতথের[১] পুত্র মন্যু। মন্যুর পুত্র বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর ও গর্গ। নরের পুত্র সংকৃতি। হে পাণ্ডুনন্দন! সংকৃতির পুত্র গুরু ও রন্তিদেব। রন্তিদেবের মহিমা পৃথিবীতে ও স্বর্গে গীত হইয়া থাকে। তাঁহার ভোগ্য বস্তু আকাশ হইতে উপস্থিত হইত। তিনি ক্ষুধার্ত্ত থাকিলেও, যত বার প্রাপ্ত হইতেন, তত বার দান করিতেন। (একদা) কিছুই না থাকায় ধীর ভাবে কুটুম্বদিগের সহিত কষ্ট পাইতে লাগিলেন; অষ্টচত্বারিংশৎ দিবস বারিমাত্র পান না করিয়া অতিবাহিত হইল। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাঁহার গাত্রকম্প উপস্থিত হইল; এবং পরিবারেরা বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল। (অনন্তর ঊনপঞ্চাশৎ দিবসের) প্রাতঃকালে ঘৃত, পায়স, সংযাব[২] ও জল উপস্থিত হইল। রাজা যথাকালে ভোজন করিতে উদ্যোগ করিতেছেন, ইতিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার নিকট অতিথি হইলেন। ভূপতি সর্ব্বত্রই হরিকে দর্শন করিতেন; আদর করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহাকে অন্ন ভাগ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া প্রস্থান করিলেন। মহীপতি (অবশিষ্ট অন্ন) পরিবারদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া ভোজন করিতে উদ্যোগ করিতেছেন, ইতিমধ্যে এক শূদ্র

---

১ ভরতের বংশ "বিতথ" (ব্যর্থ) হইলে ভরদ্বাজকে অর্পণ করা হয়। এই নিমিত্ত তাঁহার "নাম বিতথ হয়। ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ হইলেও ভরতের দত্তক পুত্র হন। অতএব তাঁহা হইতেই ভরতবংশ প্রবর্ত্তিত হয়।

২ পিষ্টকবিশেষ।

আসিয়া তাঁহার অতিথি হইল। রাজা হরিকে স্মরণ করিয়া তাহাকে সেই বিভক্ত অন্নের অংশ দান করিলেন। শূদ্র চলিয়া গেল। অমনি একজন কতকগুলি কুক্কুর সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া তাঁহার অতিথি হইল। (কহিল) রাজন্! আমার এই কুক্কুরগণ ও আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; আমাকে আহার দান করুন। বিভু আদর করিয়া, সেই যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা দান করিয়া কুক্কুরদিগকে ও কুক্কুরপতিকে বহুমান সহকারে নমস্কার করিলেন।

একের তৃষ্ণা নিবারণ হইতে পারে, এতাবন্মাত্র পানীয় অবশিষ্ট রহিল। রাজা তাহাই পান করিতে উদ্যোগ করিতেছেন, অমনি এক পুক্কশ আসিয়া কহিল, এই অপবিত্রকে জল দান করুন। সে অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছিল; রাজা তাহার সেই করুণবাক্য শ্রবণ করিয়া দয়ায় নিরতিশয় কাতর হইয়া এই অমৃত বাক্য কহিলেন;—আমি ঈশ্বরের নিকট অষ্টসমৃদ্ধিসমন্বিত গতি বা মুক্তি কামনা করি না; (কেবল এই প্রার্থনা করি) যেন সমুদায় জীবের অন্তরে থাকিয়া দুঃখ ভোগ করি; জীবগণ তাহাতেই দুঃখশূন্য হয়। ক্ষুধা; তৃষ্ণা; শ্রম; গাত্রভ্রমি; দৈন্য; ক্লম; শোক; বিষাদ ও মোহ; জিজীবিষু, কাতর প্রাণীকে তাহার জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত জল দান করিয়া আমার এই সমুদায় নিবৃত্ত হইল।

স্বভাবতঃ-দয়ালু রাজা এই কথা কহিয়া পিপাসায় স্বয়ং মুমূর্ষু হইলেও অচঞ্চল চিত্তে পুক্কশকে পানীয় দান করিলেন। বিষ্ণুনির্ম্মিতা, অধীশ্বরী, ফলপ্রার্থীদিগের ফলদাত্রী মায়া[১]

[১] বিষ্ণুর মায়া ব্রহ্মাদি ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও পুক্কশাদির বেশ ধরিয়া তাঁহার বীর্য্যপরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হন।

সকল আপনাপনকে প্রদর্শন করিলেন। সঙ্গত্যাগী, বিগত-স্পৃহ সেই রাজা তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক মনকে কেবল বাসুদেবে নিযুক্ত রাখিলেন। (কিছুই প্রার্থনা করিলেন না।) রাজন্! গুণময়ী মায়া রন্তিদেবকে অন্য ফলের অপেক্ষা না করিয়া ঈশ্বরে চিত্তস্থাপন করিতে দেখিয়া স্বপ্নের ন্যায় আপনাতেই আপনি লীন হইল। যাঁহারা রন্তি-দেবের অনুচর ছিলেন সঙ্গজন্য অনুভব দ্বারা তাঁহারা সকলেই নারায়ণপরায়ণ যোগী হইলেন।

গর্গ হইতে শিনির উৎপত্তি হয়। শিনির পুত্র গার্গ্য। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়। মহাবীর্য্যের পুত্র দুরিত-ক্ষয়। দুরিতক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি। ইহাঁরা ক্ষত্রবংশে (জন্মগ্রহণ করিয়া) ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বৃহৎক্ষত্রের হস্তী নামে পুত্র জন্মে। হস্তী হস্তিনাপুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হস্তীর পুত্র অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। প্রিয়মেধাদি দ্বিজগণ অজমীঢ়ের পুত্র। বৃহদিষু নামে অজ-মীঢ়ের যে আর এক পুত্র হন, তাঁহার পুত্র বৃহদ্ধনু। বৃহদ্ধনুর পুত্র বৃহৎকায়। জয়দ্রথ এই বৃহৎকায়ের পুত্র হইয়াছিলেন। জয়দ্রথের পুত্র বিষদ; বিষদের পুত্র স্যেনজিৎ। স্যেন-জিতের পুত্র রুচিরাশ্ব; দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস। রুচিরাশ্বের পুত্র পার; পারের পুত্র পৃথুসেন। পারের যে নীপ নামে পুত্র, তাঁহার একশত পুত্র হয়। নীপ শুকের কন্যা সক্বত্বীর গর্ভে ব্রহ্মদত্তকে উৎপাদন করেন। যোগী ব্রহ্মদত্ত ভার্য্যা সরস্বতীর গর্ভে বিষক্ নামক পুত্রের জন্ম দান করেন। বিষক্-সেন জৈগীষব্যের উপদেশে যোগতন্ত্র সৃষ্টি করেন। বিষক্-

সেনের পুত্র উদক্সেন । উদক্সেনের ভল্লাট নামে পুত্র জন্মে। ইহাঁরা বৃহদিষুর সন্তান ।

দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর । যবীনরের পুত্র কৃতিমান্ । কৃতিমানের পুত্রের নাম সত্যধৃতি । সত্যধৃতির পুত্র দৃঢ়নেমি । দৃঢ়নেমি সুপার্শ্বের জন্মদাতা। সুপার্শ্ব হইতে সুমতি উৎপন্ন হন । সুমতির পুত্র সন্নতিমান্ । সন্নতিমানের ঔরসে কৃতী জন্মগ্রহণ করেন । কৃতী হিরণ্যনাভের নিকট যোগ প্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্য সামের ছয় সংহিতা পাঠ করিয়াছিলেন । তাঁহার পুত্র নীপ ; নীপের পুত্র উগ্রায়ুধ ; উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য ; ক্ষেম্যের পুত্র সুবীর ; সুবীরের পুত্র রিপুঞ্জয় । রিপুঞ্জয় হইতে বাহুরথ উৎপন্ন হন । পুরুমীঢ়ের সন্তান হয় নাই। নলিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের নীল নামে পুত্র জন্মে। নীলের পুত্র শান্তি। শান্তির পুত্র সুশান্তি । তাঁহার পুত্র পুরুজ। পুরুজ হইতে অর্ক উৎপন্ন হন । অর্কের পুত্র ভর্ম্ম্যাশ্ব । ভর্ম্ম্যাশ্বের পাঁচ পুত্র ; মুদ্গল, যবীনর, বৃহদ্বিশ্ব, কাম্পিল্ল ও সঞ্জয় । ভর্ম্ম্যাশ্ব কহিয়াছিলেন, আমার এই পুত্রগণ পঞ্চ প্রদেশের রক্ষায় সমর্থ। এই কারণে ঐ সকল প্রদেশের পঞ্চাল নাম হয় । মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য নামে ব্রাহ্মণ-গোত্র হইয়াছে ।

ভর্ম্ম্যাশ্বনন্দন মুদ্গলের ঔরসে এক মিথুন উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে পুরুষের নাম দিবোদাস এবং কন্যার নাম অহল্যা হয় । অহল্যার গর্ভে গোতমের ঔরসে শতানন্দ জন্ম লাভ করেন । শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি। সত্যধৃতি ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার পুত্র শরদ্বান্ । উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া শরদ্বানের রেতঃ স্খলিত হইয়া শরস্তম্বে পতিত হয় ।

সেই রেতঃ হইতে এক শুভ মিথুন উৎপন্ন হইয়াছিল। শান্তনু মৃগয়া করিতে করিতে সেই মিথুনকে দর্শন করিয়া কৃপাবশে গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে পুরুষের নাম কৃপ, আর কন্যার নাম কৃপী হয়। কৃপী দ্রোণের পত্নী।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

শুক বলিলেন, রাজন্! দিবোদাসের ঔরসে মিত্রায়ু জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র চ্যবন। চ্যবনের পুত্র সুদাস; সুদাসের পুত্র সহদেব; সহদেবের পুত্র সোমক। সোমক জন্তুর জন্মদাতা। সোমকের একশত পুত্র জন্মে; তাঁহাদিগের মধ্যে জন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং পৃষত সর্ব্বকনিষ্ঠ। সর্ব্ব-সম্পত্তি-সমন্বিত দ্রুপদ এই পৃষত হইতে জন্ম লাভ করেন। দ্রুপদ হইতে দ্রৌপদী উৎপন্ন হন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্রুপদের কয় পুত্র। ধৃষ্টদ্যুম্নের ঔরসে ধৃষ্টকেতু জন্ম লন। এই সকল ভর্ম্ম্যাশ্বের বংশীয় পাঞ্চালক।

ঋক্ষ নামে অজমীঢ়ের যে আর এক পুত্র হইয়াছিলেন, তাঁহার তনয় সংবরণ। সংবরণের ঔরসে সূর্য্যের নন্দিনী তপতীর গর্ভে কুরুক্ষেত্রের অধিপতি কুরু উৎপন্ন হন। পরীক্ষি, সুধনু, জহ্নু ও নিষধ, কুরুর এই কয় পুত্র। সুধনু হইতে সুহোত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সুহোত্রের পুত্র চ্যবন; চ্যবনের পুত্র কৃতী। কৃতীর পুত্র উপরিচর বসু। বসুর বৃহদ্রথ প্রভৃতি কয় পুত্র;—

(বৃহদ্রথ), কুশাম্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র, চেদিপ, ইত্যাদি। ইহাঁরা চেদিদিগের রাজা। বৃহদ্রথ হইতে কুশাগ্র উৎপন্ন হন। কুশাগ্রের পুত্র ঋষভ। ঋষভের পুত্র পুষ্পবান্। পুষ্পবানের পুত্র সত্যহিত। সত্যহিতের তনয় জহ্নু।

বৃহদ্রথের আর এক ভার্য্যার উদর হইতে তাঁহার ঔরসজাত দুইটী খণ্ড ভূমিষ্ঠ হয়। জননী ঐ দুই খণ্ড নিক্ষেপ করেন। জরা রাক্ষসী ক্রীড়া করিতে করিতে ঐ দুই খণ্ড লইয়া যোজনা করিয়া কহে "জীব" "জীব"। তাহাতেই সন্তানের নাম জরাসন্ধ হয়। জরাসন্ধ হইতে সহদেব উৎপন্ন হন। সহদেবের তনয় সোমাপি। সোমাপির ঔরসে শ্রুতশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। পরীক্ষির সন্তান হয় নাই। জহ্নুর তনয় সুরথ। সুরথ হইতে বিদূরথ এবং বিদূরথ হইতে সার্ব্বভৌম, উৎপন্ন হন। সার্ব্বভৌমের তনয় জয়সেন; জয়সেনের তনয় রাধিক। রাধিক হইতে অযুতায়ু উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহা হইতে অক্রোধ; অক্রোধ হইতে দেবাতিথি; দেবাতিথি হইতে ঋক্ষ; ঋক্ষ হইতে দিলীপ উৎপন্ন হন। দিলীপের তনয় প্রতীপ। প্রতীপের পুত্র দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। দেবাপি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন। শান্তনু রাজা হন। শান্তনু পূর্ব্বজন্মে[১] মহাভিষ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি যে কোন জীর্ণ ব্যক্তিকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতেন, তিনিই যৌবন ও পরম শান্তি লাভ করিতেন। এই কর্ম্মজন্য ইহাঁর নাম শান্তনু হয়। দেবতা শান্তনুর রাজ্যে

---

১ এ স্থলে "প্রাক্ মহাভিষসংজ্ঞিত" এই সংস্কৃত শব্দ আছে। স্বামী বলেন, প্রাক্‌শব্দের অর্থ "পূর্ব্বজন্ম"। কিন্তু "তাঁহার পশ্চাদুক্ত কার্য্য প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে" এই অর্থ করিলেই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত হয়।

এক বার দ্বাদশ বর্ষ বর্ষণ করিলেন না। ব্রাহ্মণগণ শান্তনুকে কহিলেন, আপনি অগ্রে পৃথিবী ভোগ করিতেছেন, অতএব আপনি পরিবেত্তা[১]। যদি নগর ও রাজ্যে বৃষ্টি কামনা করেন, তাহা হইলে অগ্রজকে রাজ্য দান করুন। ব্রাহ্মণগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা অগ্রজকে রাজা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। (কিন্তু) ইতিপূর্ব্বে শান্তনুর মন্ত্রী যে সকল ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন, তাঁহারা (পাষণ্ড-মতপোষক) বাক্যে দেবাপিকে বেদপথ হইতে বিভ্রংশিত করায় তিনি বেদের নিন্দা করিলেন। তাহার পর দেবতা শান্তনুর রাজ্যে বর্ষণ করিলেন।[২] দেবাপি যোগ অবলম্বন করত কলাপ গ্রামে বাস করিতেছেন। কলিতে চন্দ্রবংশ নষ্ট হইলে, ইনি সত্যযুগের আদিতে (ঐ বংশ) স্থাপন করিবেন।

বাহ্লীক হইতে সোমদত্ত উৎপন্ন হন। ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল সোমদত্তের পুত্র। গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ভীষ্ম নামে পুত্র হয়। ভীষ্ম সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ, মহাভাগবত, পণ্ডিত এবং সমুদায় বীরগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। অন্য কি, যুদ্ধে পরশুরামকেও তুষ্ট করিয়াছিলেন। দাসের কন্যার গর্ভে শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র হয়। চিত্রাঙ্গদ স্বসমাননামা (গন্ধর্ব্ব) কর্ত্তৃক নিহত হন। ঐ দাসকন্যার গর্ভে পরাশরের ঔরসে সাক্ষাৎ হরির অংশ

---

১ যিনি জ্যেষ্ঠের অগ্রে বিবাহ করেন, তাঁহাকে পরিবেত্তা কহে। এস্থলে পরিবেত্তা রূপকচ্ছলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২ দেবাপি বেদের নিন্দা করায় পতিত হইলেন; সুতরাং তাঁহার রাজ্যে অধিকার রহিল না। অতএব অগ্রজের অগ্রে রাজ্য ভোগ করিতেছেন বলিয়া আর শান্তনুর দোষ রহিল না। সুতরাং দেবতা বর্ষণ করিলেন।

বেদের সংগ্রহকর্ত্তা মুনি কৃষ্ণ উৎপন্ন হন। আমি উহাঁর নিকট এই ভাগবত সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছি। ভগবান্ বাদরায়ণ আপনার পৌলপ্রভৃতি শিষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া শান্ত পুত্র আমাকে এই পরম-গোপনীয় সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছেন। বিচিত্রবীর্য্য কাশিরাজের দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করেন। এই দুই কন্যাকে স্বয়ংবর হইতে বলপূর্ব্বক আনয়ন করা হইয়াছিল। বিচিত্রবীর্য্য এই দুই (পত্নীতে) আসক্ত হইয়া যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জননী অনুমতি করাতে বেদব্যাস নিঃসন্তান ভ্রাতার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরকে উৎপাদন করেন।

রাজন্! গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র জন্মে। উহাঁদিগের মধ্যে দুর্য্যোধন জ্যেষ্ঠ। দুঃশলা নামে এক কন্যাও হয়।

পাণ্ডু শাপ হেতু মৈথুন হইতে নিবারিত হন। তাঁহার পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের ঔরসে মহারথ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি তিন পুত্র জন্মে। অশ্বিনীকুমারদিগের ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব উৎপন্ন হন। দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চ হইতে তোমার পঞ্চ পিতৃগণ উৎপন্ন হন। যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য; বৃকোদর হইতে শ্রুতসেন, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি; নকুল হইতে শতানীক; আর সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের আরও পুত্র ছিল। যুধিষ্ঠিরের ঔরসে পৌরবীর গর্ভে দেবক এবং ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ ও কালীর গর্ভে সর্ব্বগত, উৎপন্ন হন। পর্ব্বততনয়া বিজয়া সহদেবের ঔরসে সুহোত্রকে

প্রসব করেন। নকুল করেণুমতীর গর্ভে নিরমিত্রকে উৎপাদন করেন। অর্জ্জুন উলুপীতে ইরাবান্ এবং মণিপুরপতির কন্যায় বভ্রুবাহনকে উৎপাদন করেন। বভ্রুবাহন পুত্রিকার পুত্র; অতএব মণিপূরাধিপতিরই পুত্র হন। সুভদ্রার গর্ভে তোমার পিতা, সমুদায়-অতিরথ-জেতা বীর অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ঔরসে তোমার জন্ম হইয়াছে। দ্রোণনন্দনের ব্রহ্মাস্ত্রাগ্নিদ্বারা কুরুকুল নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে, তুমি কৃষ্ণের প্রভাবে জীবন লইয়া যমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ। বৎস! তোমার এই সকল জনমেজয় প্রভৃতি তনয় হইয়াছে ;—(জনমেজয়,) শ্রুতসেন, ভীমসেন ও বীর্য্যবান্ উগ্রসেন। তুমি তক্ষক হইতে নিধন পাইয়াছ, জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া জনমেজয় সর্পযজ্ঞীয় অগ্নিতে সর্পদিগকে হোম করিবেন। কলষতনয় তুরকে পুরোহিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করত চতুর্দ্দিকে পৃথিবী জয় এবং অন্যান্য অনেক যজ্ঞ করিবেন। তাঁহার পুত্র শতানীক; যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বেদপাঠ করিয়া শৌনক হইতে পরম অস্ত্রজ্ঞান ও ক্রিয়াজ্ঞান লাভ করিবেন। তাঁহার পুত্র সহস্রানীক। তাহা হইতে অশ্বমেধজ উৎপন্ন হইবেন। তাঁহার পুত্র অসীমকৃষ্ণ। তাঁহার তনয় নেমিচক্র হস্তিনাপুর নদী দ্বারা নষ্ট হইলে, কৌশাম্বী নগরীতে সুখে বাস করিবেন। কথিত আছে, তাঁহার পুত্র উপ্ত; উপ্তের পুত্র চিত্ররথ; চিত্ররথের পুত্র শুচিরথ। তাহার তনয় বৃষ্টিমান্। তাঁহা হইতে মহীপতি সুষেণ উৎপন্ন হইবেন। তাঁহার পুত্র সুনীথ; সুনীথের পুত্র নৃচক্ষু; নৃচক্ষুর পুত্র সুখানল; সুখানলের পুত্র পরিপ্লব; পরিপ্লবের পুত্র

সুনয়; সুনয়ের পুত্র মেধাবী; মেধাবীর পুত্র নৃপঞ্জয়; নৃপঞ্জয়ের পুত্র দুর্ব্ব। দুর্ব্ব হইতে তিমি উৎপন্ন হইবেন। তিমির পুত্র বৃহদ্রথ; বৃহদ্রথের পুত্র সুদাস; সুদাসের পুত্র শতানীক। শতানীক হইতে দুর্দ্দমন উৎপন্ন হইবেন। তাঁহার পুত্র মহীনর। মহীনরের পুত্র দণ্ডপাণি; দণ্ডপাণির পুত্র নিমি। রাজা ক্ষেমক তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যোনিভূত, দেবর্ষিদিগের আদরণীয় বংশ ক্ষেমককে রাজা পাইয়া কলিযুগে নাশ পাইবে।

যাঁহারা মাগধরাজ হইবেন, ইহার পর তাঁহাদিগকে উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর।

সহদেবের[১] মার্জ্জারি নামে পুত্র হইবে। তাঁহার পুত্র শ্রুতশ্রবা। তাঁহা হইতে অযুতায়ু উৎপন্ন হইবেন। অযুতায়ুর পুত্র নিরমিত্র। নিরমিত্রের পুত্র সুনক্ষত্র হইতে বৃহৎসেন জন্ম লইবেন। বৃহৎসেনের পুত্র কর্ম্মজিৎ; কর্ম্মজিতের পুত্র সুতঞ্জয়; সুতঞ্জয়ের পুত্র বিপ্র; বিপ্রের পুত্র শুচি; শুচির পুত্র ক্ষেম; ক্ষেমের পুত্র সুব্রত; সুব্রতের পুত্র ধর্ম্মসূত্র; ধর্ম্মসূত্রের পুত্র সম; সমের পুত্র দৃঢ়সেন; দৃঢ়সেনের পুত্র সুমতি; সুমতির পুত্র সুবল। সুবল হইতে সুনীথ; সুনীথ হইতে সত্যজিৎ; সত্যজিৎ হইতে বিশ্বজিৎ; বিশ্বজিৎ হইতে রিপুঞ্জয় উৎপন্ন হইবেন।

বৃহদ্রথ-বংশীয় রাজগণ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিবেন।

শান্তনুর বংশ-বর্ণন-নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ জরাসন্ধের পুত্র পূর্ব্বোক্ত সহদেব।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, অনুর তিন পুত্র ;—সভানর, চক্ষু ও পরেক্ষু। সভানর হইতে কালনর উৎপন্ন হন। তাঁহা হইতে সৃঞ্জয় ; সৃঞ্জয় হইতে জনমেজয় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র মহাশাল ; মহাশালের পুত্র মহামনাঃ। মহামনার দুই পুত্র, ;—উশীনর ও তিতিক্ষু। শিবি, বর, কৃমি ও দক্ষ, উশীনরের এই চারি পুত্র। শিবির চারি পুত্র ;—বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র ও কেকয়। তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ। তাঁহার পুত্র হোম ; হোমের ; পুত্র সুতপা ; সুতপার পুত্র বলি। রাজা বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি এবং সুহ্ম, পুণ্ড্র ও ওড্র নামে কয় পুত্র হয়। তাঁহারা আপন আপন নামে পূর্ব্ব রাজ্যে রাজত্ব স্থাপন করেন। অঙ্গ হইতে খলপান জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহা হইতে দিবিরথ। দিবিরথের পুত্র ধর্ম্মরথ। তাঁহা হইতে চিত্ররথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। লোকে তাঁহাকে লোমপাদ বলিয়া জানিত। তাঁহার সখা দশরথ তাঁহাকে আপন কন্যা শান্তা দান করেন। হরিণীসুত ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তাকে বিবাহ করেন। দেবতা বর্ষণ না করাতে রামা সকল নাট্য, সংগীত, গীত, বাদিত্র, বিভ্রম, আলিঙ্গন ও সভাজন দ্বারা মোহিত করিয়া ইহাঁকে আনয়ন করে। ইনি অনপত্য রাজার নিমিত্ত

মরুত্বের যাগ করিয়া পুত্র দান করেন। নিঃসন্তান দশরথ তাহাতেই সন্তান প্রাপ্ত হন।

রোমপাদ হইতে চতুরঙ্গ উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র পৃথুলাক্ষ। পৃথুলাক্ষের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্ম্মা ও বৃহদ্ভানু। বৃহদ্রথ হইতে বৃহন্মনা জন্ম লাভ করেন। কথিত আছে, তাঁহা হইতে জয়দ্রথ উৎপন্ন হন। জয়দ্রথের ঔরসে সংভূতীর গর্ভে বিজয়ের উদ্ভব হয়। তাঁহা হইতে ধৃতি জন্ম লন। ধৃতি হইতে ধৃতব্রত। তাঁহার পুত্র সৎকর্ম্মা; সৎকর্ম্মার পুত্র অধিরথি। অধিরথি গঙ্গাতটে ক্রীড়া করিতে করিতে কুন্তী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত তাঁহার কানীন শিশু সন্তানকে মঞ্জুষার মধ্য হইতে প্রাপ্ত হন; এবং তাঁহার নিজের পুত্র না থাকাতে তাঁহাকেই পুত্র করেন। (ঐ পুত্র কর্ণ।) মহীপতি কর্ণের পুত্র বৃষসেন।

দ্রুহ্যুর পুত্র বভ্রু। তাঁহার পুত্র সেতু। সেতু হইতে আরব্ধ উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র গান্ধার। গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম; ধর্ম্মের পুত্র ধৃত; ধৃতের পুত্র দুর্ম্মদ। দুর্ম্মদ হইতে প্রচেতাঃ উৎপন্ন হন। প্রচেতার একশত পুত্র। তাঁহারা উত্তর দিক্ অধিকার করিয়া ম্লেচ্ছদিগের অধিপতি হন।

তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি। বহ্নির পুত্র ভর্গ; ভর্গের পুত্র ভানুমান্; ভানুমানের পুত্র ত্রিভানু; ত্রিভানুর পুত্র উদারবুদ্ধি করন্ধম। করন্ধমের পুত্র মরুত্ত। তিনি অপুত্র হইয়া পুরুবংশীয় দুষ্যন্তকে পুত্র করেন। রাজ্যকামুক দুষ্যন্ত পুনর্ব্বার আপন বংশ প্রাপ্ত হন।

হে নরশ্রেষ্ঠ! যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর মহাপবিত্র এবং মনুষ্যগণের সর্ব্বপাপনাশক বংশ বর্ণন করি। ভগবান্ পর-

মাত্মা মনুষ্য আকার ধারণ করিয়া যে বংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, মনুষ্য সেই যদুবংশ শ্রবণ করিয়া সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হন।

যদুর সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল ও রিপু, এই চারি পুত্র। তন্মধ্যে সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। মহাহয়, রেণুহয় ও হৈহয়, এই কয় শতজিতের পুত্র। ধর্ম্ম হৈহয়ের পুত্র। তাঁহার পুত্র নেত্র; নেত্রের পুত্র কুন্তি। কুন্তির পুত্র সোহাঞ্জি; সোহাঞ্জির পুত্র মহিষ্মান্; মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রসেন। ভদ্রসেনের পুত্র দুর্ম্মদ ও ধনক। ধনকের চারি পুত্র;—কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা ও কৃতৌজা। কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন সপ্তদ্বীপের ঈশ্বর হন। তিনি হরির অংশ দত্তাত্রেয় হইতে যোগের মহাগুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন নরপতি যজ্ঞে, দানে, তপস্যায়, যোগে, শাস্ত্রজ্ঞানে, বীর্য্যে বা দয়াদিতে কার্ত্তবীর্য্যের সমান হইতে পারিবেন না। ইনি বল এবং ধন ও বুদ্ধি নাশ না করিয়া পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর অক্ষয় ষড়িন্দ্রিয়বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহস্র পুত্রের মধ্যে পাঁচ জন মাত্র যুদ্ধে উদ্বৃত্ত থাকেন;—জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষসেণ, মধু ও ঊর্জ্জিত। জয়ধ্বজ হইতে তালজঙ্ঘ উৎপন্ন হন। তাঁহার একশত পুত্র হয়। ঐ পুত্র সকল তালজঙ্ঘ ক্ষত্রিয় নামে বিখ্যাত হন। তালজঙ্ঘগণ ঔর্ব্ব ঋষির তেজে নষ্ট হন।[১] বীতহোত্র তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ।

জ্ঞাত আছে, বৃষ্ণি মধুর পুত্র। মধুর একশত পুত্র হয়। বৃষ্ণি তাঁহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। রাজন্! এই কারণে

১ সগর রাজা ঔর্ব্ব ঋষির তেজঃপ্রভাবে তাঁহাদিগকে সংহার করেন।

মাধবগণ বৃষ্ণির নামে বৃষ্ণি, এবং যদুর নামে যাদব, এই দুই নাম পাইয়াছেন।

যদুর পুত্র ক্রোষ্টুর তনয় বৃজিনবান্। তাঁহার পুত্র স্বাহিত; তাঁহার পুত্র বৃহদ্গু; তাঁহার পুত্র চিত্ররথ। চিত্ররথের পুত্র মহাযোগী, মহাভাগ শশবিন্দু। তিনি চতুর্দ্দশ মহারত্নের[১] অধিকারী চক্রবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহাকে কেহ জয় করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার দশসহস্র পত্নী। মহাযশাঃ সেই সকল পত্নীর গর্ভে দশসহস্র লক্ষ পুত্র উৎপাদন করেন। সেই সকল পুত্রের ছয় জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন। সেই ছয় জনের মধ্যে পৃথুশ্রবার পুত্র ধর্ম্ম; ধর্ম্মের পুত্র উশনা। উশনা একশত অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রুচক। রুচকের পঞ্চ পুত্র হয়;—তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ কর;—পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেষু, পৃথু এবং জ্যামঘ। জ্যামঘের পত্নী শৈব্যা। তাঁহার সন্তান হয় নাই; তথাপি তিনি পত্নীর ভয়ে অন্য ভার্য্যা করিতে পারেন নাই। এক দিন তিনি ইন্দ্রভবন হইতে ভোজ্যা নামে এক কন্যা হরণ করিয়া আনিতেছিলেন; শৈব্যা সেই রথের উপর সেই কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীকে কহিলেন, বঞ্চক! রথের উপর আমি যে স্থানে বসিয়া থাকি, সেই স্থানে এ কাহাকে বসাইয়াছ? রাজা কহিলেন, তোমার স্নুষাকে (পুত্রবধূকে)। তাহাতে বিস্মিত হইয়া শৈব্যা স্বামীকে কহিলেন, আমি বন্ধ্যা; আমার সপত্নীও নাই; অতএব আমার স্নুষা কিরূপে সঙ্গত হয়? রাজা কহিলেন,

---

১ (১) গজ; (২) বাজী; (৩) রথ; (৪) স্ত্রী; (৫) বাণ; (৬) নিধি; (৭) মালা; (৮) বস্ত্র; (৯) দ্রুম; (১০) শক্তি; (১১) পাশ; (১২) মণি; (১৩) ছত্র; (১৪) বিমান। মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

রাজ্ঞি ! তুমি যে পুত্র প্রসব করিবে, ইনি তাহার পত্নী হইবেন। বিশ্বেদেব ও পিতৃগণ তাহা অনুমোদন করিলেন। তাহার পর শৈব্যা গর্ব্ভিণী হইলেন ; এবং যথাকালে এক শুভ কুমার প্রসব করিলেন। তিনি বিদর্ভ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। বিদর্ভ সতী স্নুষাকে বিবাহ করেন।

যদুবংশ-কথন-নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, বিদর্ভ সেই স্নুষার গর্ভে দুই পুত্র উৎপাদন করেন ;—কুশ ও ক্রথ। তাঁহার তৃতীয় পুত্র রোমপাদ। তাঁহার পুত্র বভ্রু। বভ্রু হইতে কৃতি উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র উশিক। তাঁহা হইতে চেদি ও চৈদ্যাদি রাজগণ উৎপন্ন হন। ক্রথের পুত্র কুন্তি ; তাঁহার পুত্র বৃষ্ণি। বৃষ্ণির পুত্র নির্ব্বৃতি। তাঁহা হইতে দশার্হ নামে পুত্র উৎপন্ন হন। দশার্হের পুত্র ব্যোম। ব্যোম হইতে জীমূত জন্মগ্রহণ করেন। জীমূতের পুত্র ভীমরথ। তাঁহা হইতে নবরথ উৎপন্ন হন। নবরথ হইতে দশরথ। দশরথ হইতে শকুনি। শকুনির পুত্র করম্ভি ; করম্ভির পুত্র দেবরাত। দেবরাত হইতে দেবক্ষত্র উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র মধু। মধুর পুত্র কুরুবশ। তাঁহা হইতে তনু জন্ম লাভ করেন। তনুর পুত্র পুরুহোত্র। তাঁহার পুত্র আয়ু। আয়ুর পুত্র সাত্বত। আর্য্য ! সাত্বতের সাত পুত্র ;—ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক ও মহাভোজ। ভজমানের এক পত্নীতে নিম্লোচি, কিঙ্কণ ও ধৃষ্টি ;

এবং আর এক পত্নীতে আর তিনটী পুত্র হয়; শেষ তিন পুত্রের নাম শতজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ।

দেবাবৃধের পুত্র বভ্রু। লোকে তাঁহাদিগের বিষয়ে এই দুই শ্লোক পাঠ করিয়া থাকে;—"তাঁহাদিগের কথা যেমন দূর হইতে শ্রবণ করিতেছি, তেমনিই নিকট হইতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছি। বভ্রু মনুষ্যদিগের শ্রেষ্ঠ; দেবাবৃধ দেবতাদিগের তুল্য। ষট্‌সহস্র এবং দ্বিসপ্ততিসংখ্যক পুরুষ বভ্রুর এবং দেবাবৃধেরও উপদেশে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মহাভোজ অতি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তাঁহার বংশে ভোজগণ উৎপন্ন হন। হে পরন্তপ! বৃষ্ণির পুত্র সুমিত্র ও যুধাজিৎ। যুধাজিতের পুত্র শিনি ও অনমিত্র। অনমিত্র হইতে নিম্ন জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নের দুই পুত্র হয়;—সত্রাজিৎ ও প্রসেন। অনমিত্রের আরও এক পুত্র ছিলেন; তাঁহারও নাম শিনি। তাঁহার পুত্র সত্যক। সত্যকের পুত্র যুযুধান। তাঁহার পুত্র জয়; জয়ের পুত্র কুণি। কুণির পুত্র যুগন্ধর। অনমিত্রের বৃষ্ণি নামে আর এক পুত্র ছিলেন; তাঁহার পুত্র সফল্ক ও চিত্ররথ। গান্দিনীর গর্ভে সফল্কের ঔরসে অক্রূর ভিন্ন দ্বাদশ বিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হন;—আসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুর, মৃদুরি, গিরি, ধর্ম্মবৃদ্ধ, সুকর্ম্মা, ক্ষত্রাপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদ ও প্রতিবাহু। সুচারা নামে তাঁহাদিগের এক ভগিনী। অক্রূরেরও দুই পুত্র;—দেববান্ ও উপদেব।

এইরূপ চিত্ররথেরও পৃথু ও বিদূরথ প্রভৃতি পুত্র জন্মে। বৃষ্ণিনন্দন অনেক।

কুকুর, ভজমান, শুচি ও কম্বলবর্হিষ; (এই চারি জন)

অন্ধকের সন্তান। কুকুরের পুত্র বৃষ্ণি; বৃষ্ণির পুত্র বিলোমা; বিলোমার পুত্র কপোতরোমা। কপোতরোমার পুত্র অনু। তুম্বুরু অনুর সখা ছিলেন। অনুর পুত্র অন্ধক; অন্ধকের পুত্র দুন্দুভি। তাঁহা হইতে অবিদ্যোত উৎপন্ন হন। অবিদ্যোতের পুত্র পুনর্ব্বসু। তাঁহার আহুক নামে পুত্র এবং আহুকী নামে কন্যা। আহুকের দুই পুত্র ;—দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের চারি পুত্র ;—দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেববর্দ্ধন। রাজন্! তাঁহাদিগের ধৃতদেবা প্রভৃতি সাত ভগিনী হয় ;—ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা ও দেবকী। বসুদেব সেই সাত জনকেই বিবাহ করেন।

কংস, সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহু, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি ও তুষ্টিমান্, ইহাঁরা উগ্রসেনের পুত্র। আর কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ ও রাষ্ট্রপালিকা, ইহাঁরা উগ্রসেনের কন্যা; বসুদেবের অনুজদিগের পত্নী হন।

(ভজমানের পুত্র) বিদূরথ হইতে শূর উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র ভজমান। ভজমানের পুত্র শিনি। শিনি হইতে স্বয়ং ভোজ উৎপন্ন হন। হৃদিক ভোজের পুত্র। হৃদিকের পুত্র দেবমীঢ়, শতধনু ও কৃতবর্ম্মা। বীর দেবমীঢ়ের মারিষা নামে পত্নী ছিলেন। তিনি তাঁহার গর্ভে দশ নিষ্পাপ পুত্র উৎপাদন করেন ;—বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবাঃ, সোমক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, সমীক, বৎসক ও বৃক। হরির প্রভাবের স্থানভূত বসুদেবের জন্ম-কালীন স্বর্গীয় দুন্দুভি ও আনক (ঢক্কা) বাজিয়াছিল; এই নিমিত্ত তাঁহাকে আনকদুন্দুভি বলিয়া থাকে। পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবা, এই

পঞ্চ কন্যা পূর্ব্বোক্ত বসুদেব প্রভৃতির ভগিনী। শূর আপনার পুত্রহীন সখা কুন্তিকে পৃথা সমর্পণ করিয়াছিলেন। পৃথা দুর্ব্বাসাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট দেবহূতি নামে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই বিদ্যার প্রভাব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি শুদ্ধ হইয়া সূর্য্যকে আহ্বান করেন। দেব তৎক্ষণমাত্রে উপস্থিত হন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া পৃথা বিস্মিতচিত্তে কহেন, আমি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বিদ্যা প্রয়োগ করিয়াছিলাম। দেব গমন করুন। আমাকে ক্ষমা করুন। সূর্য্য কহেন; দেবদর্শন ব্যর্থ হয় না। আমি তোমাতে সন্তান উৎপাদন করি। হে সুমধ্যমে! তোমার যোনি যাহাতে দূষিত না হয়, আমি তাহা করিয়া দিব। সূর্য্য এই কথা কহিয়া তাঁহার গর্ভাধান করিয়া প্রস্থান করেন। তৎক্ষণমাত্রে দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় কুমার উৎপন্ন হন। পৃথা লোকনিন্দায় ভীত হইয়া ঐ কুমারকে নদীর জলে নিক্ষেপ করেন। তোমার প্রপিতামহ সত্যবিক্রম পাণ্ডু পৃথাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

করুষনন্দন বৃদ্ধশর্ম্মা শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন। শ্রুতদেবার গর্ভে দৈত্য দণ্ডবক্র ঋষির শাপে জন্ম গ্রহণ করেন।

কৈকয় ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ করেন। সন্তর্দ্দন প্রভৃতি পঞ্চ কৈকয় তাঁহার পুত্র।

জয়সেন রাজাধিদেবীর গর্ভে বিন্দ ও অনুবিন্দকে উৎপাদন করেন।

চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র শিশুপাল। তাঁহার উৎপত্তি উল্লেখ করিয়াছি।

কংসার গর্ভে দেবভাগের চিত্রকেতু এবং বৃহদ্বল নামে পুত্র

জন্মে। কংসবতীর গর্ভে দেবশ্রবারও দুই পুত্র হয়;—সুবীর ও ইষুমান্। বক, সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ এই তিন জন কঙ্কের পুত্র কঙ্কার গর্ভে উৎপন্ন হন। সৃঞ্জয় রাষ্ট্রপালীর গর্ভে বৃষ ও দুর্ম্মর্ষণাদিকে; শ্যামক শূরভূর গর্ভে হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষকে; বৎসক মিশ্রকেশী অপ্সরার গর্ভে বৃক প্রভৃতিকে এবং বক দুর্ব্বাক্ষীর গর্ভে তক্ষ ও পুষ্করমালাদিকে উৎপাদন করেন। সুদামনী শমীকের ঔরসে সুমিত্র ও অর্জ্জুনপাল প্রভৃতিকে প্রসব করেন। আনক কর্ণিকার গর্ভে ঋতধাম ও জয়কে উৎপাদন করেন।

আনকদুন্দুভির পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা ও দেবকী প্রভৃতি কয় পত্নী ছিলেন। বসুদেব রোহিণীতে বল, গদ, সারণ, দুর্ম্মদ, বিপুল, ধ্রুব ও কৃতাদিকে উৎপাদন করেন। সুভদ্র, ভদ্রবাহু, দুর্ম্মদ, ভদ্র ও ভূত প্রভৃতি দ্বাদশ জন পৌরবীর পুত্র হইয়াছিলেন। নন্দ, উপনন্দ, কৃতক ও শূর প্রভৃতি মদিরার তনয়। ভদ্রা একমাত্র কুলনন্দন কেশীকে প্রসব করেন। রোচনার গর্ভে বসুদেবের ঔরসে হস্ত ও হেমাদি উৎপন্ন হন। ইলার গর্ভে বসুদেব উরু বল্কাদি যদুশ্রেষ্ঠদিগকে উৎপাদন করেন। তাঁহার ঔরসে ধৃতদেবার গর্ভে একমাত্র বিপৃষ্ঠ উৎপন্ন হন। রাজন্! প্রশম ও প্রথিত প্রভৃতি শান্তিদেবার তনয়। উপদেবার রাজন্য, কল্প ও বর্ষ প্রভৃতি দশ পুত্র। শ্রীদেবার গর্ভে বসুহংস ও সুবংশাদি নামে ছয় পুত্র জন্মে। দেবরক্ষিতা গদাদি নয় পুত্র লাভ করেন। যেরূপ সাক্ষাৎ ধর্ম্ম বসুদিগকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বসুদেব সহদেবাতেও ন্যায়প্রবর ও শ্রুতমুখ্যাদি নামে আট পুত্র উৎপাদন করেন।

(এতদ্ভিন্ন) বসুদেব দেবকীর গর্ভে উদার-বুদ্ধি-সম্পন্ন অষ্ট পুত্র উৎপাদন করেন;—কীর্ত্তি-মান্, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সংমর্দ্দন, ভদ্র ও সর্পরাজ সঙ্কর্ষণ। হরি আপন-ইচ্ছায় বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম পুত্র হন। রাজন্! তোমার পিতামহী মহা-ভাগা সুভদ্রাও বসুদেব এবং দেবকী হইতে উৎপন্ন হন। যখন যখন ধর্ম্মের ক্ষয় ও পাপের বৃদ্ধি হইয়া উঠে, তখন তখন ভগ-বান্ ঈশ্বর হরি তাঁহার আপনাকে সৃষ্টি করেন। রাজন্! ইনি ঈশ্বর, পরের দ্রষ্টা ও আত্মা; আপন মায়া ভিন্ন ইহাঁর জন্ম ও কর্ম্মের আর অন্য কারণ নাই। যাঁহার মায়াচেষ্টিত স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয় করিয়া থাকে; এবং উপাধির নিবৃত্তি করিয়া মোক্ষ দান করে বলিয়া জীবের প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ হইয়াছে; তাঁহার কর্ম্মাদির পরতন্ত্র হইয়া জন্ম কর্ম্ম স্বীকার করিবার সম্ভাবনা কি? নৃপচিহ্নধারী, অক্ষৌহিণীপতি অসুরগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত ইহাঁর চেষ্টা হয়। ভগবান্ মধুসূদন সঙ্কর্ষণকে সহায় করিয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সুরেশ্বরেরা মনোদ্বারাও সে সকল কর্ম্ম চিন্তা করিতে সমর্থ হন না। কলিতে যে সকল ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের দুঃখ, শোক, ও অজ্ঞান নাশ করিবে, এই জন্য ভগবান্ অতিশয় পবিত্র যশঃ খ্যাপন করিয়া গিয়া-ছেন। পুরুষ সাধুদিগের কর্ণের পীযূষস্বরূপ ঐ যশোরূপ পবিত্র জল একবার মাত্র পান করিয়াই কর্ম্মবাসনা দূর করিয়া থাকেন।[১] ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন ও দশার্হ; এবং

১ ঈশ্বর বাসনামতে ভূভার হরণ করিতে পারেন; তখন তাঁহার কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তর দান করিবার নিমিত্ত "কলিতে" ইত্যাদি "দূর করিয়া থাকেন।" এই পর্য্যন্ত বলা হইল।

কুরু, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডু প্রভৃতি সকলেই তাঁহার চেষ্টার নিরন্তর প্রশংসা করিতেন। তিনি স্নিগ্ধ হাস্য ও বিলোকন হেতু উদার বাক্য, বিক্রমলীলা এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মূর্ত্তি দ্বারা মনুষ্যদিগকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। (তাঁহার বদন কি সুন্দর ছিল!) মকরকুণ্ডল থাকাতে দুই খানি কর্ণের ও কপোলযুগলের কেমন শোভা হইত! উহাতে বিলাসহাস্য লাগিয়াই থাকিত; এবং উৎসব নিরন্তর বসতি করিত! আনন্দিত নরনারীগণ সেই বদন যতই নিরীক্ষণ করিতেন, তাঁহাদিগের দর্শন-বাসনা ততই বৃদ্ধি পাইত। তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া নিমি রাজার উপর ক্রুদ্ধ হইতেন।[১]

ভগবান্ জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রজে গমন করেন; তথায় ব্রজবাসীদিগের প্রয়োজন সাধনপূর্ব্বক শত্রুদিগকে সংহার করিয়া অবশেষে অনেকগুলি বিবাহ করেন। পুরুষ সেই সকল পত্নীর গর্ভে একশত পুত্র উৎপাদন করিয়া লোকমধ্যে আপনার বেদমার্গ প্রচার করত যজ্ঞে আপনাকে আরাধনা করেন।

তিনি কুরুদিগের মধ্যে সমুৎথিত কলহকে নিমিত্ত করিয়া পৃথিবীর গুরু ভার হরণ করত দৃষ্টি দ্বারা যুদ্ধে রাজগণের সেনা নাশ করত "অর্জ্জুনের জয়" এই ঘোষণা করিয়া উদ্ধবকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া আপন ধামে গমন করিয়াছিলেন্।

যদুবংশবর্ণন-নামক চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে

নবম স্কন্ধ সমাপ্ত।

---

১ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "নিমি রাজা চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষে বসতি করেন" দেবতারা পুনরুজ্জীবিত করিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন।

শ্রীমদ্ভাগবত।

দশম স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

ওং নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন, চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ যেরূপে বিস্তৃত হইয়াছে, আপনি তাহা কহিলেন ; উভয়বংশীয় রাজগণের পরমাশ্চর্য্য চরিত্রও বর্ণন করিলেন ; হে মুনিসত্তম! ধর্ম্মশীল যদুর বংশও বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন ; সেই বংশে অংশে[১] অবতীর্ণ বিষ্ণুর বীর্য্য উল্লেখ করুন। বিশ্বাত্মা ভূতভাবন ভগবান্ যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আপনি আমাদিগের নিকট সে সমুদায় বিস্তার করিয়া বর্ণন করুন। যাঁহাদিগের তৃষ্ণা নিবৃত্তি পাইয়াছে,[২] তাঁহারাও উত্তমশ্লোকের গুণ গান করিয়া থাকেন। উহা ভব-ব্যাধির ঔষধ ; এবং শ্রোত্রহর ও মনোহর।[৩] পশুঘাতী

১ লোকের যেরূপ প্রতীতি, সেই অনুসারে এই স্থলে 'অংশে' বলা হইয়াছে।

২ অর্থাৎ, যাঁহারা মুক্ত।

৩ সংসারে তিন প্রকার মনুষ্য ;—মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী। এই তিনপ্রকার লোকেরই এরূপ বুদ্ধি হইতে পারে না যে, কৃষ্ণচরিত যথেষ্ট শ্রবণ করিলাম, আর ভাল লাগে না। 'ভব-ব্যাধির ঔষধ' বলাতে কৃষ্ণচরিতকে মুমুক্ষুদিগের একমাত্র উপায় বলা হইয়াছে। 'শ্রোত্রহর' ও 'মনোহর' বলাতে উহাকে বিষয়ীদিগের পরম বিষয় বলা হইয়াছে। 'মুক্ত ব্যক্তিরা গান করিয়া থাকেন' ইহাতে তাঁহাদিগেরও প্রিয় বলা হইয়াছে।

ভিন্ন অন্য কোন্ পুরুষের উহাতে বিরক্তি হইতে পারে? অমরজেতৃ-ভীষ্মাদি-রূপ-তিমিঙ্গিল-সঙ্কুল কৌরব-সৈন্য-সাগর পার হওয়া সুকঠিন। আমার পিতামহগণ তাঁহার পাদ-দ্বয়কে পোত করিয়া গোবৎসপদের ন্যায় সেই সাগর অনায়াসে পার হইয়াছিলেন। কুরুপাণ্ডবদিগের সন্ততির বীজ-স্বরূপ আমার এই দেহ অস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে, যিনি শরণা-পন্না আমার মাতার গর্ভে অস্ত্র ধারণ করত প্রবেশ করিয়া ইহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, হে বিদ্বন্! আপনি সেই মায়া-মনুষ্যের বীর্য্যসকল বর্ণন করুন। তিনি পুরুষ এবং কালরূপে যাবতীয় দেহীর অভ্যন্তর ও বাহ্যে অবস্থিতি করত মুক্তি ও সংসার বিধান করিতেছেন। আপনি বলিলেন, দেব সঙ্কর্ষণ রোহিণীর গর্ভে রাম নামে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যদি দেহান্তর স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে তিনিই আবার দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন,ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ভগবান্ মুকুন্দ কি কারণে পিতার গৃহ হইতে ব্রজে গমন করিয়াছিলেন? ভক্তপতি জ্ঞাতিগণের সহিত কোথায় বা বসতি করিয়াছিলেন? কেশব ব্রজে বাস করত কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন? মাতার ভ্রাতা কংসকেই বা কেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বধ করিয়াছিলেন? মানুষদেহ ধারণ করিয়া বৃষ্ণি-গণের সহিত যদুপুরীতে কত বৎসর বাস করিয়াছিলেন? প্রভো! তাঁহার কয় পত্নী হইয়াছিল? হে মুনে! হে সর্ব্বজ্ঞ! এই সকল, এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য, বিস্তৃত কৃষ্ণচরিত আমার নিকট বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক্; শ্রবণ করিতে আমার শ্রদ্ধা রহিয়াছে। আপনার মুখ হইতে যে হরি-কথা-রূপ অমৃত

ক্ষরিত হইতেছে, আমি তাহা পান করিতেছি; তাহাতেই, যদিও আমি জলাহারমাত্রও পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাপি এই অতি দুঃসহ ক্ষুধা আমাকে পীড়ন করিতে সমর্থ হইতেছে না।

সূত কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন! এই সাধু কথা শ্রবণ করিয়া ভাগবত-প্রধান ভগবান্ ব্যাসনন্দন বিষ্ণুভক্ত পরীক্ষিতের প্রশংসা করিয়া কলি-কলুষ-নাশক কৃষ্ণচরিত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

শুক কহিলেন, হে রাজর্ষিসত্তম! তোমার বুদ্ধি উপযুক্ত বিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছে; কারণ, বাসুদেব-কথায় যার একান্ত রতি হইয়াছে। বাসুদেব-কথা-বিষয়ক প্রশ্ন তদীয় পাদোদকের ন্যায় তিন ব্যক্তিকে পবিত্র করে;—বক্তা প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতা।

পৃথিবী দর্পিত রাজরূপধারী দৈত্যগণের অযুতশত-সেনারূপ গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণ লইলেন। হে বিভো! তিনি গোবেশ ধারণ করিয়া অশ্রুব্যাপ্ত বদনে ক্লিষ্টভাবে করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে, ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় দুঃখ নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা তাহা শ্রবণ করিয়া ত্রিনয়ন-প্রভৃতি সমুদায় দেবতাকে সঙ্গে লইয়া ধরিত্রী-সমভিব্যাহারে ক্ষীরসাগরের উপকূলে গমন করিলেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সমাধি অবলম্বন করত, যে বেদমন্ত্রে নারায়ণের স্তব করিতে হয়, সেই মন্ত্রে জগন্নাথ, দেবদেব, ধর্ম্মপালক নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। সমাধি করিতে করিতে বিধাতা গগনোচ্চারিত বাক্য শ্রবণ করিয়া

দেবতাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! ভগবান্ যাহা কহিলেন, তোমরা আমার নিকট তাহা শীঘ্র শ্রবণ কর; শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে সেইরূপ অনুষ্ঠান কর। নিবেদন করিবার পূর্ব্বেই ভগবান্ পৃথিবীর দুঃখ জানিতে পারিয়াছেন। তোমরা আপন আপন অংশে যদুকুলে জন্ম গ্রহণ কর। ঈশ্বরের ঈশ্বর অবিলম্বেই আপনার কালশক্তি দ্বারা পৃথিবীর ভার নাশ করত ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেন। পরম পুরুষ ভগবান্ সাক্ষাৎ বসুদেবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার প্রিয় সাধন করিবার নিমিত্ত অমরকামিনীরা জন্ম গ্রহণ করুন। বাসুদেবের অংশ, সহস্রবদন, স্বপ্রকাশ অনন্ত দেব বাসুদেবের ইষ্ট-সাধনের নিমিত্ত অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিবেন। যে ভগ৲ বিষ্ণুমায়া জগৎ মোহিত করেন, তিনি প্রভুর আজ্ঞাক্রমে, কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত অংশে অবতীর্ণ হইবেন।

শুক কহিলেন, প্রজাপতি-পতি বিভু অমরদিগকে এই আদেশ করিয়া বিবিধ বাক্যে পৃথিবীকে আশ্বাস দান করত আপনার পরম ধামে গমন করিলেন।

(মহারাজ!) পূর্ব্বে যদুপতি শূরসেন মথুরাপুরীতে বাস করত মাথুর এবং শূরসেনদিগের অধিকারসকল ভোগ করিতেন। সেই হেতু মথুরা যদুবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী হয়। ভগবান্ হরি নিত্য মথুরায় অবস্থিতি করিতেছেন।

একদা সেই পুরীতে শূরনন্দন বসুদেব বিবাহ করিয়া স্বগৃহে যাত্রাকরিবার নিমিত্ত নবপরিণীতা দেবকীর সহিত রথে আরোহণ করিলেন। উগ্রসেন-নন্দন কংস ভগিনীকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে সুবর্ণময় একশত রথ সমভিব্যাহারে লইয়া স্বয়ং ভগি-

নীর রথের অশ্বদিগের রশ্মি ধারণ করিলেন। দুহিতৃ-বৎসল দেবক দুহিতাকে যানের সহিত স্বর্ণমালাধারী চারিশত গজ, সার্দ্ধ অযুত অশ্ব, এবং অষ্টাদশ শত রথ; আর সম্পূর্ণরূপে অলঙ্কৃত দুই শত দাসী, দান করিলেন। বৎস! বর ও বধূর প্রয়াণ-সময়ে দুন্দুভি, শঙ্খ, তূর্য্য ও মৃদঙ্গ সকল মাঙ্গল্য শব্দ করিতে লাগিল। পথিমধ্যে আকাশবাণী কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে অজ্ঞ! এই যাঁহাকে বহন করিতেছ, ইহাঁর অষ্টম-গর্ভ-জাত সন্তান তোমার প্রাণ সংহার করিবে। ভোজগণের কুলপাংসন, পাপ খল এই কথা শ্রবণ করত খড়্গ লইয়া ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যুক্ত হইয়া তাঁহার কেশ ধারণ করিল। মহাভাগ বসুদেব সেই নিন্দিত-কর্ম্মা, নির্লজ্জ নৃশংসকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, বীরগণ তোমার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকেন; তুমি ভোজবংশের যশোবর্দ্ধন। যিনি এতাদৃশ ব্যক্তি, তিনি বিবাহোৎসব-দিবসে কি করিয়া ভগিনীকে বধ করিবেন? বীর! জীবের মৃত্যু জন্মের সহিত জন্ম গ্রহণ করে; অদ্যই হউক, আর শত বৎসর পরেই হউক, মৃত্যু প্রাণীর নিশ্চিতই রহিয়াছে।[১] দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, পরবশ, কর্ম্মানুবর্ত্তী দেহী দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া প্রাক্তন শরীর ত্যাগ করে। যেরূপ পুরুষ গমনকালে এক পদ পৃথিবীতে স্থাপন করিয়া অপর পদে পৃথিবী পরিত্যাগ করে; যেরূপ জলৌকা এক তৃণ আশ্রয় করিয়া, পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে; সেইরূপ কর্ম্মমার্গ-প্রস্থিত পুরুষ এক দেহ ধারণ

---

১ অতএব মৃত্যু-ভয়ে পাপাচরণ করা উচিত হয় না। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু কিঞ্চিৎ বিলম্বে হউক, ইহা মনে করিয়াও পাপ করা উচিত নহে।

করিয়া পূর্ব্বদেহ বিসর্জ্জন করে।[১] যেরূপ কোন দেহ দর্শন বা শ্রবণ করিলে, মনোমধ্যে সেই দেহের সংস্কার জন্মে; পরে পুরুষ তাদৃশ মনোদ্বারা সেই দেহ ভাবনা করিতে করিতে স্বপ্নে, অথবা অভিলাষে মন নিমগ্ন হওয়াতে জাগ্রদবস্থাতেই মনে মনে দৃষ্ট বা শ্রুত দেহ প্রাপ্ত হইয়া (জাগ্রদবস্থার স্বাভাবিক) দেহ ভুলিয়া যায়; (সেইরূপ জীব দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে। দেহের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি-সময়ে) নানা-বিকারাত্মক মন ফলাভিমুখ কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া, মায়া কর্ত্তৃক নানা-দেহ-রূপে বিরচিত পঞ্চ মহাভূত-গণের মধ্যে যে যে দেহে সমধিক রূপে অভিনিবিষ্ট হয়; "সেই দেহই আমি" এই বোধ করিয়া জীব দেহ ও মনের সহিত সেই দেহে জন্ম গ্রহণ করে।[২] যেরূপ এই (চন্দ্রাদি) জ্যোতিঃপদার্থ জল ও তৈলাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বায়ুর বেগ (কম্পাদির) সহিত সংযুক্ত বলিয়া বোধ হয়; সেইরূপ পুরুষ আপন অবিদ্যা দ্বারা বিরচিত দেহসকলে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতেই মমতা করে।

অতএব, এতাদৃশ পুরুষ যদি আপনার মঙ্গল কামনা করেন, তাহা হইলে কাহারও হিংসা করিবেন না। কারণ, যিনি অন্যের হিংসা করেন, অন্য হইতে তাঁহারও হিংসা হইবার

---

১ যদি এই দেহ নষ্ট হইলে দেহান্তর-প্রাপ্তি না হইত, তাহা হইলেও পাপাচরণ করিতে পারিতে। কিন্তু দেহান্তরের উৎপত্তি নিশ্চিতই রহিয়াছে।

২ যে সকল কর্ম্ম করা যায়, সে সকল ত নানা-দেহোৎপত্তির কারণ; তবে জীবের নানা-দেহ-প্রাপ্তি না হইয়া কেন একমাত্র দেহ লাভ হয়? এস্থলে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল। আর, দেহ-প্রাপ্তি-বিষয়ে মনেরই কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হইতেছে; অতএব মনই জন্ম গ্রহণ করুক; আত্মা কেন জন্ম গ্রহণ করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তর 'সেই দেহই আমি, এইরূপ বোধকরিয়া' ইহাতেই দেওয়া হইল।

সম্ভাবনা আছে। তোমার এই কনিষ্ঠা ভগিনী বালিকা; নিতান্ত কাতরা; এবং (ভয়ে) কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় হইয়াছেন। তুমি দীনবৎসল; অতএব এই কল্যাণীকে সংহার করা তোমার উচিত হইতেছে না।

শুকদেব কহিলেন, হে কুরুনন্দন! বসুদেব এইরূপে মিত্রতা প্রয়োগ ও ভয় প্রদর্শন করিয়া উপদেশ দিলেন; কংস তথাপি নিবৃত্ত হইল না; কারণ, সে নিষ্ঠুর; তাহাতে আবার দৈত্যদিগের (পরামর্শের) অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। আনকদুন্দুভি তাহার সেই আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া, কিরূপে উপস্থিত কালের প্রতীকার করিবেন, তাহা চিন্তা করিয়া এই উদ্‌ভাবন করিলেন;—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপন বুদ্ধি, বল ও অভ্যুদয় অনুসারে, যাহাতে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন; যদি কিছুতেই নিবারণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার দোষ নাই। আমি মৃত্যুকে পুত্রসকল সমর্পণ করিয়া এই কাতরাকে উদ্ধার করি। আমার পুত্র যদি জন্মে, তাহা হইলেই ত দান করিতে হইবে। হয় ত তাহার মধ্যে ইহার মৃত্যুও হইতে পারে। আর, যদি নাই মরে; আমার পুত্রও ত ইহাকে বিনাশ করিতে পারে।[১] বিধাতা যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য। ("পুত্র দান করিব" বলিলে) এই উপস্থিত মৃত্যু আপাততঃ নিবৃত্ত হইতে পারে; কালান্তরে যদি পুনর্ব্বার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে আমার কোন দোষ হইবে না। যেরূপ অদৃষ্ট ভিন্ন

১ দৈববাণী আছে, দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান তোমাকে নাশ করিবে।

কাষ্ঠের অগ্নির সহিত সংযোগ ও বিয়োগের অন্য কারণ নাই;[১] সেইরূপ, দেহীরও দেহের সহিত সংযোগ এবং বিয়োগের (অন্য কারণ আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য)।

আপনার যতদূর জ্ঞান, তদনুসারে এইরূপ চিন্তা করিয়া শূর-নন্দন বহুমানপুরঃসর সেই পাপকে সমাদর করিলেন; এবং উৎফুল্লবদনে হাসিতে হাসিতে খিন্ন মনে সেই ক্রূর নির্লজ্জকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে সৌম্য! দৈববাণী যেরূপ কহিল, এই দেবকী হইতে তোমার সেরূপ ভয় নাই। ইহার পুত্রদিগকে তোমায় অর্পণ করিব; তাহাদিগের হইতেই ত তোমার ভয়?

শুকদেব কহিলেন, কংস তাঁহার বাক্যের যৌক্তিকতা বুঝিয়া সুহৃদ্‌বধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। বসুদেবও তাহার প্রতি প্রীত হইয়া হাসিতে হাসিতে গিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর কাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বদেবতাময়ী দেবকী বৎসর বৎসর এক একটী করিয়া অষ্ট পুত্র এবং এক কন্যা প্রসব করিলেন। আনকদুন্দুভি মিথ্যাভয়ে বিহ্বল হইয়া অতিকষ্টে কীর্ত্তিশালী প্রথম পুত্রটীকে কংসের হস্তে অর্পণ করিলেন। যাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞা সত্য, তাঁহারা কি না সহ্য করিতে পারেন?[২] যাঁহারা ভগবান্‌কেই তত্ত্ব বলিয়া জানেন, তাঁহারা কোন্ বস্তুর অপেক্ষা রাখেন? যাহাদিগের স্বভাব নিন্দিত,

---

১ যেমন;—অগ্নি বনে বৃক্ষ বা গ্রামে গৃহ দাহ করিতে করিতে নিকটস্থ বৃক্ষ বা গৃহ উল্লঙ্ঘন করিয়া দূরস্থ বৃক্ষ বা গৃহ দাহ করে।

২ বসুদেব পুত্র পালন-সুখাশা কি রূপে উপেক্ষা করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর।

তাহারা কি না করিতে পারে?[১] যাঁহারা হরিকে চিন্তা করেন, তাঁহারা কি না পরিত্যাগ করিতে পারেন?[২]

রাজন্! সমত্ব ও সত্যে শূর-নন্দনের এতাদৃশ আস্থা দর্শন করত, কংস সন্তুষ্ট হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, এই কুমারকে ফিরিয়া লইয়া যাও; ইহা হইতে আমার ভয় নাই। তোমাদিগের অষ্টম পুত্র হইতেই আমার মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আনকদুন্দুভি, "তাহাই করি," বলিয়া প্রস্থান করিলেন। (কিন্তু) তাহার সে বাক্যে তাঁহার বিশ্বাস হইল না; কারণ, সে অসৎ ও অজিতাত্মা।

হে ভারত! ব্রজবাসী নন্দপ্রভৃতি যাবতীয় গোপ; ঐ সকল গোপের পত্নী; বসুদেবপ্রভৃতি সমুদায় বৃষ্ণিবংশীয়; দেবকীপ্রভৃতি যদুকুলকামিনীগণ; বসুদেব ও নন্দকুলের জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃদ্; এবং যাঁহারা কংসের আনুগত্য করিতেন; তাঁহারা সকলেই দেবতা; ভগবান্ নারদ কংসকে এই কথা বলিয়া দিলেন। তিনি আরও প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, পৃথিবীর ভারভূত অসুরদিগের সংহারের উদ্যোগ হইতেছে।[৩]

"যদুগণ দেবতা; এবং বিষ্ণু তাহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত দেবকীর গর্ভে উৎপন্ন হইবেন;" এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া কংস, নারদ চলিয়া গেলে, বসুদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করত আপন গৃহে রাখিয়া, তাঁহাদিগের যেমন

---

১ 'আপনি লইয়া গেলে হয়ত কংস ইহাকে সংহার করিবে না; বসুদেব এই সাহসে দান করিয়াছিলেন;' যদি কেহ এই কথা কহে, তাহার উত্তর।

২ দেবকী কি রূপে পুত্র ত্যাগ করেন? তাহার উত্তর।

৩ কংস শান্তি অবলম্বন করিলে দেবকার্য্য সিদ্ধ হয় না; এই কারণে নারদ সমুদায় প্রকাশ করিয়া দিলেন।

পুত্র জন্মিতে লাগিল, অমনি বিষ্ণুবোধে এক একটী করিয়া সংহার করিতে আরম্ভ করিল। পৃথিবীতে যে সকল লুব্ধ রাজা আপন-প্রাণ-পরিতোষ করিতে ব্যগ্র, তাঁহারা অনেকেই মাতা, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও বয়স্যদিগকে বধ করে। পূর্ব্বে নিজে যখন এই পৃথিবীতে কালনেমি অসুররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তখন বিষ্ণু তাহাকে সংহার করিয়াছিলেন, ইহা জ্ঞাত থাকাতে, কংস যদুদিগের বিরোধী হইল। যদু, ভোজ ও অন্ধকদিগের অধিপতি পিতা উগ্রসেনকে বদ্ধ রাখিয়া মহাবল নিজে শূরসেনদিগের সমস্ত অধিকার ভোগ করিতে লাগিল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, বলবান্ কংস মগধবাসীদিগের সাহায্য গ্রহণ করত প্রলম্ব, বক, চানুর, তৃণাবর্ত্ত, অঘ, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশি, ধেনুক, বাণ, ভৌম এবং অন্যান্য অসুর-রাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া যদুদিগকে সংহার করিতে অরম্ভ করিল। তাঁহারা পীড়িত হইয়া কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ এবং কোশল রাজ্যে পলায়ন করিয়া রহিলেন। কতকগুলি জ্ঞাতি চিন্তানুবর্ত্তন করত কংসের সেবা করিতে লাগিলেন।

উগ্রসেন-নন্দন ছয় সন্তান নাশ করিলে পর, দেবকীর হর্ষ ও শোকজনক সপ্তম গর্ভ হইল। ঐ গর্ভ বিষ্ণুর অংশ, (পণ্ডি-

তেরা) উঁহাকে "অনন্ত" বলিয়া থাকেন। (যাহা হউক্) এ দিকে আপনি যাহাদিগের নাথ, সেই যদুগণ কংসের ভয়ে ভীত হইয়াছেন, জানিতে পারিয়া বিশ্বাত্মা ভগবান্ যোগমায়াকে আদেশ করিলেন, হে দেবি! হে ভদ্রে! গোপ ও গোগণে সুশোভিত ব্রজে গমন কর। নন্দগোকুলে বসুদেবের ভার্য্যা রোহিণী বাস করিতেছেন। বসুদেবের অন্যান্য পত্নীও কংসের ভয়ে ভীত হইয়া বিবরমধ্যে বসতি করিতেছেন। "অনন্ত" নামক মদীয় অংশ দেবকীর গর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন কর। শুভে! তাহার পর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্র হইব; এবং তুমি নন্দের পত্নী যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবে। মনুষ্যগণ তোমাকে সর্ব্ব কাম ও বরের অধীশ্বরী এবং সর্ব্ব কাম ও বরের প্রদাত্রী বলিয়া নানা উপহার ও বলি দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিবে। পৃথিবীতে তোমার নানা নামকরণ এবং স্থান-নির্দ্দেশ, করিবে; যেমন;—দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অম্বিকা। গর্ভ সঙ্কর্ষণ করিয়া লওয়াতে, পৃথিবীতে লোকে ঐ গর্ভসম্ভূত সন্তানকে সঙ্কর্ষণ, লোকের মনোরঞ্জন করাতে রাম, আর, বলের আধিক্য থাকাতে, বলভদ্র বলিবে।

ভগবানের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া, "তাহাই করিব" বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করত তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, মায়া পৃথিবীতে আসিয়া সেইরূপ করিলেন। যোগমায়া দেবকীর গর্ভ লইয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন করাতে, পৌরগণ,

"হায়; দেবকীর গর্ভ ভ্রষ্ট হইল!" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল।

ভক্তের অভয়-দাতা বিশ্বাত্মা ভগবান্‌ও পূর্ণরূপে বসুদেবের মনে অধিষ্ঠান করিলেন। বসুদেব পুরুষের শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া যাবতীয় ভূতের দুরাক্রম্য এবং দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর, যেরূপ পূর্ব্বদিক্‌ চন্দ্রকে ধারণ করেন, সেইরূপ প্রকটীভূত-শুদ্ধ-সত্বা দেবকী বসুদেব কর্ত্তৃক বেদ-দীক্ষা-যোগে সমর্পিত, জগতের মূর্ত্তিমান্‌ মঙ্গলস্বরূপ, স্বকীয়-অন্তঃকরণ-মধ্যে পূর্ব্ব হইতে বাসকারী সর্ব্বাত্মাকে মনো-দ্বারাই ধারণ করিলেন। যাঁহাতে সমস্ত জগৎ বাস করিতেছে, দেবী তাঁহার আবাস-স্থান হইলেন বটে, কিন্তু সর্ব্ব জনকে আনন্দিত করিতে পারিলেন না; (আপনিই আনন্দিত হই-লেন;) কারণ, যেরূপ অগ্নিশিখা (ঘটাদির মধ্যে), এবং সুন্দর-কথা জ্ঞান-খল[১] ব্যক্তির অভ্যন্তরে রুদ্ধ থাকে, সেইরূপ তিনি কংসের গৃহে কারাবদ্ধ ছিলেন। কংস সেই শুচিস্মিতাকে প্রভা দ্বারা ভুবন প্রকাশ করিতে দর্শন করিয়া কহিল, নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে, আমার প্রাণহর হরি গর্ভে অধিষ্ঠান করিয়াছেন; কারণ, আমার পুরমধ্যে ইহার এরূপ (শোভা) আর কখনও দেখা যায় নাই। এক্ষণে হরির প্রতি আমার শীঘ্র কি করা কর্ত্তব্য? পুরুষ প্রয়োজনের বশীভূত হইয়াও কখন বিক্রম নাশ করেন না।[২] দেবকীকে বধ করিলে স্ত্রীবধ,

---

১ যাহারা ঈর্ষাবশতঃ জ্ঞান প্রকাশ করে না।

২ আমার প্রাণ রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বটে; কিন্তু সে জন্য স্ত্রীবধাদি করিয়া বীর-খ্যাতি নষ্ট করিতে পারা যায় না।

ভগিনীবধ ও গর্ব্ভিণীবধ যশঃ, শ্রী এবং দিন দিন আয়ু ক্ষয়, করিবে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত হিংসা করিয়া জীবন ধারণ করে, সে জীবন্মৃত; যত দিন জীবিত থাকে, মনুষ্যসকল তত দিন দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাকে ধিক্‌কার দেয়; আর, মরিলে সে নিশ্চয়ই পাপীর নরকে গমন করে।

ক্ষমতাশালী কংস এই ঘোরতম চিন্তা হেতু স্ত্রীবধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া হরির প্রতি বৈরবন্ধন করত তাঁহার জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। উপবেশন, প্রবেশ, অবস্থিতি, ভোজন, ভ্রমণ ও শয়ন, সর্ব্ব সময়েই হৃষীকেশকে চিন্তা করত জগৎ তন্ময় দেখিতে লাগিল। ব্রহ্মা ও মহাদেব, নারদাদি মুনি এবং অনুচর দেবগণের সমভিব্যাহারে সেই স্থানে আগমন করিয়া বাক্য দ্বারা কামপ্রদের স্তব করিতে লাগিলেন;—আমরা আপনার শরণ লইলাম; আপনি যাহা মনে করেন তাহা সত্য; সত্য আপনাতে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি-সাধন, আপনি তিন কালে[১] সত্য;[২] সত্ত্যের[৩] কারণ; এবং সত্ত্যে অবস্থিতি করিতেছেন।[৪] আপনি সত্ত্যের সত্য।[৫] ঋত[৬] ও সত্য,[৭] আপনি এই দুইয়ের প্রবর্ত্তক। অতএব আপনি সত্যময়। এই দেহপ্রপঞ্চ আদিবৃক্ষ। ইহার আশ্রয় এক;[৮] ফল দুই;[৯] মূল তিন;[১০] রস চারি;[১১] জ্ঞানপ্রকার পাঁচ,[১২] স্বভাব ছয়;[১৩]

---

১ সৃষ্টির পূর্ব্বে, স্থিতি-সময়ে ও প্রলয়-কালে। ২ একভাবে বর্ত্তমান।
৩ পৃথিবীপ্রভৃতি পঞ্চ ভূতের। ৪ অন্তর্যামিরূপে এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে।
৫ অর্থাৎ, পঞ্চ ভূতের নাশ হইলেও আপনি অবশিষ্ট থাকেন।
৬ সত্য কথা। ৭ সমদর্শিতা। ৮ প্রকৃতি। ৯ সুখ ও দুঃখ।
১০ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ১১ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ১২ পঞ্চ ইন্দ্রিয়।
১৩ শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা।

ত্বক্ সাত ;[১] বিটপ আট ;[২] ছিদ্র নয় ;[৩] এবং পত্র দশ[৪]। দুইটী[৫] পক্ষী ইহাতে বসতি করিতেছে। একমাত্র আপনিই কার্য্যস্বরূপ এই বৃক্ষের উৎপত্তি-স্থান, লয়-স্থান ও পালন-কর্ত্তা। আপনার মায়ায় যাঁহাদিগের জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাঁহারা আপনাকেই নানারূপ দর্শন করেন ; যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা সেরূপ দর্শন করেন না। জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা আপনি চরাচর জীবের মঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত বারংবার সত্ত্বগুণময় বিবিধ রূপ ধারণ করেন ; ঐ সকল রূপ ধার্ম্মিকদিগের সুখ-সাধন, এবং খলদিগের নাশ, করে। হে পদ্মলোচন ! নির্ম্মল-স্বত্বনিষ্ঠ বিবেকী ব্যক্তি-সকল আপনাতে বিনিবেশিত চিত্তকে নিমিত্ত করিয়া মহৎ ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত ভবদীয় পাদরূপ তরণী আশ্রয় করত ভব-সাগরকে গোবৎস-পদ-স্থিত জলতুল্য তুচ্ছ বোধ করিয়া থাকেন।

হে স্বপ্রকাশ ! ভক্তগণের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন ; এবং তাঁহারা সর্ব্বভূতকেই অধিক ভাল বাসেন ; (অতএব) তাঁহারা নিজে অন্যের ভয়ানক ভবাব্ধি পার হইয়া ভবদীয়-পাদ-পোত এই স্থানেই রাখিয়া যান।[৬] হে জলজ-নয়ন ! আপনার ভক্ত ভিন্ন অন্যান্য যাঁহারা, মুক্ত হইয়াছি, মনে করেন, তাঁহারা কষ্টে যে পরম পদ লাভ করিয়াছেন, অবশেষে তাহা হইতে পতিত হন ; কারণ, আপনাতে ভক্তি না থাকাতে তাঁহাদিগের বুদ্ধি শুদ্ধ হয় নাই ; এবং তাঁহারা

---

১ ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র।

২ পঞ্চভূত ; এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। ৩ নব দ্বার।

৪ দশ প্রাণবায়ু। ৫ জীবাত্মা ; পরমাত্মা।

৬ আধুনিকেরা তদ্দ্বারাই পার হইতে পারিবেন।

আপনার চরণে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন। হে মাধব! যাঁহারা আপনার সেবক, তাঁহারা সেরূপে কখন পতিত হন না; তাঁহারা আপনাতে সখ্য বন্ধন করিয়াছেন। প্রভো! আপনা কর্তৃক রক্ষিত হইয়া তাঁহারা দেবতাদিগের মস্তকোপরি নির্ভয়ে ভ্রমণ করেন। আপনি লোকের পালনের নিমিত্ত কর্ম্ম-ফল জনক, বিশুদ্ধ, সত্ত্ব-মূর্ত্তি ধারণ করেন; জনগণ ঐ মূর্ত্তি-যোগে বেদ, ক্রিয়া, যোগ, তপস্যা ও সমাধি দ্বারা আপনার পূজা করিতে সমর্থ হয়। হে ধাতঃ! যদি স্বত্ব আপনার শরীর না হইত, তাহা হইলে, অজ্ঞান ও (অজ্ঞান-জন্য) ভেদের নাশসাধক বিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিত না; (কারণ) গুণ-সকলে যে প্রকাশ লক্ষিত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা আপনার কেবল অনুমানই করা যাইতে পারে; (আপনাকে সাক্ষাৎ করা যায় না;) (অনুমান এই রূপে করা যায়;)—"বুদ্ধ্যাদি গুণ জড়; জড়ের স্বতঃ প্রকাশ নাই; কিন্তু ইহাদিগেতে প্রকাশ হইতেছে; লক্ষিত অতএব এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকাশ আছে।" অথবা;—"বাহ্য-গুণ সকল প্রকাশ পাইতেছে; সুতরাং বুদ্ধিতে এক প্রমাতা অবস্থিতি করিতেছেন।"

দেব! আপনি (গুণকর্ম্মাদির) সাক্ষী; এবং মন ও বাক্য দ্বারা আপনার গতির অনুমান করা হয় মাত্র; অতএব আপনার নাম ও রূপ, গুণ, কর্ম্ম, বা জন্ম দ্বারা নিরূপণ করা যাইতে পারে না। তথাপি (সেবকেরা) উপাসনাদি কার্য্যে আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি আপনার মঙ্গলস্বরূপ নাম ও রূপ সকল শ্রবণ করেন, উচ্চারণ করেন, অন্যকে শ্রবণ করান, চিন্তা করেন, এবং আপনার পাদার-

বিন্দযুগলের সেবায় মনকে নিবিষ্ট করিয়া রাখেন, তাঁহাকে আর সংসারে থাকিতে হয় না। আহা, কি সুখের বিষয়; ঈশ্বর আপনার জন্মমাত্রেই আপনার পাদভূতা এই ধরিত্রীর ভার দূর হইল! অহো! কি মঙ্গলের বিষয়; আপনি কৃপা করিয়া আপনার ধ্বজবজ্রাদি-শুভ-লক্ষণ-সমন্বিত পাদ দ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গকে অঙ্কিত করিবেন; আমরা দর্শন করিব!

হে জন্ম-হীন! হে নিত্যমুক্ত! আপনার জন্মের কারণ ক্রীড়া ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। (জীবাত্মার) যে জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংস হইয়া থাকে, সেও ভবদ্বিষয়িণী অবিদ্যা কর্ত্তৃকই উৎপাদিত হয়। আপনি মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও পণ্ডিতে অবতীর্ণ হইয়া ভুবন ও আমাদিগকে পালন করিয়াছেন; হে ঈশ্বর! হে যদুশ্রেষ্ঠ! সেইরূপ এক্ষণেও পৃথিবীর ভার হরণ করুন; আমরা এই আপনাকে নমস্কার করিলাম।

মাতঃ! (দেবকি!) ভাগ্যক্রমে পরম পুরুষ ভগবান্ আমাদিগের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত পূর্ণরূপে তোমার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন; ভোজপতিকে আর ভয় করিও না; তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী; তোমার পুত্র যদুদিগের রক্ষাকর্ত্তা হইবেন। "এই;" যাঁহার রূপকে এরূপ বলা যাইতে পারে না, সেই পুরুষের এইরূপ স্তব করিয়া দেবগণ ব্রহ্মা ও মহাদেবকে অগ্রে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

শুক বলিলেন, অনন্তর যখন কাল সমুদায়-গুণ-সম্পন্ন এবং সাতিশয়-শোভন হইয়া উঠিল ;—যখন রোহিণী-নক্ষত্র উদিত ও তাহার সহিত অন্যান্য নক্ষত্র, গ্রহ ও তারকাসকল প্রসন্ন হইল ; যখন দিঙ্‌মণ্ডল নির্ম্মল হইল ; যখন আকাশে তারকা-সমূহ স্বচ্ছরূপে উদিত হইল ; যখন পৃথিবীর পুর, গ্রাম, ব্রজ ও আকরাদিতে যথেষ্ট মঙ্গল প্রবর্ত্তিত হইল ; যখন নদী-সকলের জল নির্ম্মল হইল ; যখন জলাশয়ের পদ্ম-জন্য শোভা হইল ; যখন বন-বৃক্ষগণের স্তবক প্রস্ফুটিত হইল, এবং তাহাতে পক্ষিকুল শব্দ করিতে লাগিল ; যখন বায়ু পবিত্র-গন্ধবাহী, পবিত্র এবং সুখস্পর্শ হইয়া বহিতে লাগিল ; যখন ব্রাহ্মণগণের অগ্নিসকল শান্তভাবে জ্বলিতে লাগিল ; যখন অসুরদ্বেষী সাধুদিগের মন সকল প্রসন্ন হইল ; যখন বিষ্ণুর জন্মসময় আসন্নপ্রায় দেখিয়া কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ গান, সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব, এবং বিদ্যাধরীসকল অপ্সরোদিগের সহিত একত্রিত হইয়া নৃত্য, করিতে লাগিল ; যখন দেব ও ঋষিগণ আনন্দিত হইয়া পুষ্প বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ; যখন ঘনতিমিরাবৃত নিশীথে জনার্দ্দন ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সাগরের সঙ্গে সঙ্গে মেঘসকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল ; তখন পূর্ব্বদিক্ হইতে পূর্ণিমা-শশধরের ন্যায়, দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভ হইতে সর্ব্বশরীরশায়ী বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন। বসুদেব

দেখিলেন, সেই বালক অদ্ভুত। তাঁহার নয়ন পদ্মের ন্যায়। চারিখানি বাহু। তাহাতে শঙ্খ ও গদাদি অস্ত্রসকল উত্তোলিত হইয়া রহিয়াছে। (বক্ষঃস্থলে) শ্রীবৎসচিহ্ন। গলদেশে কৌস্তুভ শোভা বিস্তার করিতেছে। পরিধান পীতাম্বর। বর্ণ নিবিড় নীরদের ন্যায় সুদৃশ্য। অপরিসীম কেশপাশ মহামূল্য বৈদূর্য্য, কিরীট ও কুণ্ডলের প্রভায় স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। অত্যুৎকৃষ্ট কাঞ্চী, অঙ্গদ ও কঙ্কণাদি অলঙ্কার শরীর-শোভা সম্পাদন করিতেছে।

তখন আনকদুন্দুভি বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে পুত্ররূপী হরিকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে ব্রাহ্মণদিগকে দশ সহস্র গো দান করিলেন। কৃষ্ণ জন্মিয়াছেন, এই আনন্দে তিনি অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। হে ভারত! অনন্তর তাঁহাকে পরমপুরুষরূপে স্থির করিয়া অবনতাঙ্গ, শুদ্ধমতি, কৃতাঞ্জলি এবং তাঁহার প্রভাবে নির্ভয় হইয়া আপন প্রভা দ্বারা সূতিকাগারের শোভা-সম্পাদনকারী সেই বালকের স্তব করিতে লাগিলেন।

বসুদেব কহিলেন, নিরবচ্ছিন্ন অনুভব ও আনন্দস্বরূপ, সকল বুদ্ধির সাক্ষী, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পুরুষ আপনাকে প্রত্যক্ষ জানিতে পারিলাম। এতাদৃশ আপনি নিজমায়া দ্বারা এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ ইহার অভ্যন্তরে (বাস্তবিক) প্রবেশ করেন না; প্রবিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। মহদাদি তত্ত্বসকল পৃথক্ থাকিয়া বিশিষ্ট কার্য্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না; এই কারণে ষোড়শ বিকারের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করে; উৎপাদন করিয়া উহার অভ্যন্তর-প্রবিষ্ট বলিয়া দৃষ্ট হয়; কিন্তু (বাস্তবিক) প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, ঐ সকল কারণ-

রূপে পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। এইরূপ আপনি, রূপাদি-জ্ঞান দ্বারা যাহাদিগের স্বরূপ অনুমান করিতে হয়, সেই সকল বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহাদিগের সহিত আপনার প্রত্যক্ষ হয় না। আর, আপনি সর্ব্বস্বরূপ; সকলের আত্মা; সর্ব্বব্যাপক; ও পরমার্থ বস্তু; অতএব, আবরক না থাকাতে, আপনার বাহ্য, বা অভ্যন্তর নাই। যে ব্যক্তি আত্মার দৃশ্য-গুণ (দেহাদিকে) বস্তু জ্ঞান করে, সে মূর্খ; কারণ, তাহার ভেদ জ্ঞান আছে; এবং, যে দেহাদিকে বিচার করিয়া দেখিলে কেবল বাক্য ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া সমঞ্জস হয় না; সুতরাং যাহা বাস্তবিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, সে সেই সকলকে বাস্তবিক বলিয়া স্বীকার করিতেছে। বিভো! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, আপনা হইতে এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে; অথচ আপনার গুণ নাই; বিকার নাই। অথবা, আপনি ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম; আপনাতে এ উভয়ের বিরোধ হইতে পারে না; আপনি গুণের আধার; গুণগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট্যাদি আপনাতে আরোপিত হইয়া থাকে।

এবম্প্রকার আপনি আপন মায়া দ্বারা ত্রিলোকের পালনের নিমিত্ত আপন শুক্ল বর্ণ; উৎপাদনের নিমিত্ত রজোগুণ-সংবর্দ্ধিত রক্ত বর্ণ; এবং লোকের ধ্বংসের নিমিত্ত তমোগুণ-যোগে কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিয়া থাকেন। হে অখিলেশ্বর! হে বিভো! আপনি, এই লোকের রক্ষার নিমিত্ত আমার গৃহে (কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিয়া) অবতীর্ণ হইলেন। (বুঝিলাম) ক্ষাত্রিয়-নামধারী কোটি কোটি অসুর-সৈন্য-পতি ইতস্ততঃ যে সকল সেনা চালন করিতেছে, আপনি সেই সকল সংহার

করিবেন। হে সুরেশ্বর! এই খল, আমার গৃহে আপনার জন্ম হইবে শ্রবণ করিয়া, আপনার অগ্রজদিগকে সংহার করিয়াছে। প্রহরিগণ আপনার জন্ম-সংবাদ তাহাকে সমর্পণ করিলে, সে শ্রবণ করিয়া অস্ত্র উত্তোলন করত এখনই আগমন করিবে।

শুকদেব কহিলেন, অনন্তর কংসভীতা দেবকী পুত্রের মহা-পুরুষ-লক্ষণ নিরীক্ষণ করত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন;—(বেদে) যে কোন এক আদ্য কারণ, সুতরাং অব্যক্ত; বৃহৎ; চেতন; নির্গুণ; নির্ব্বিকার; সত্তামাত্র; নির্বিরোধ; ও নিরীহ বস্তু উক্ত হইয়া থাকে, আপনি সাক্ষাৎ সেই বস্তু বিষ্ণু; বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়সমুহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। দ্বিপরার্দ্ধ-নামক কালের অবসানে লোক নষ্ট হইবার পর মহা-ভূত সকল আদিভূতে প্রবেশ করিলে; এবং ব্যক্ত (মহাভূত) প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হইলে, একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট থাকেন। তৎকালে আপনি ভাবিতে থাকেন;—"এই প্রধান আমাতে লীন হইয়া আছে; পুনর্ব্বার ইহাকে প্রকাশ করিতে হইবে।" নিমেষাদি বৎসর পর্য্যন্ত এই যে দ্বিপরার্দ্ধরূপ কালে বিশ্বের পরিবর্ত্তন হইতেছে, হে প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক! ইহাকে আপনার লীলা বলিয়া থাকে। এতাদৃশ অভয়স্থান আপনার শরণ লইলাম। মর্ত্তবাসী মৃত্যুরূপ সর্প হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করত যাবতীয় লোকের নিকটেই গমন করিয়াছিল; কিন্তু এরূপ এক ব্যক্তিকেও দেখিতে পায় নাই, যাঁহার ভয় ছিল না। অদ্য কোন এক ভাগ্যোদয়বলে আপনার পাদপদ্ম লাভ করত সুস্থ হইয়া শয়ন করিয়া আছে; মৃত্যু ইহা-দিগের নিকট হইতে পলায়ন করিতেছে। সেই আপনি

আমাদিগকে ত্রাণ করুন; আমরা উগ্রসেনের ভয়ানক পুত্র হইতে ভয় পাইয়াছি। আপনি ভৃত্যের ভয় নাশ করিয়া থাকেন। আর, আপনি আপনার এই ধ্যানযোগ্য ঐশ্বর-রূপ চর্ম্মচক্ষু ব্যক্তিদিগের প্রত্যক্ষগোচর করিবেন না। হে মধু-সূদন! আমার গর্ভে আপনার জন্ম হইয়াছে, এই পাপী যেন ইহা জানিতে না পারে; আমার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল; অতএব আপনার জন্যই কংস হইতে ভয় পাইতেছি। হে বিশ্বাত্মন্! আপনার এই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-সমন্বিত, চতুর্ভুজ, অলৌকিক রূপ উপসংহার করুন। মহাপুরুষ আপনি যখন প্রলয়ের অবসানে নিজ দেহে এই বিশ্ব ধারণ করেন, তখন বিশ্বের কোন বস্তুরই তথায় স্থানসঙ্কোচ হয় না; সেই আপনি যে আমার গর্ভে উৎপন্ন হইলেন, অহো; মনুষ্যলোকের নিকট ইহা উপহাসের স্থল।[১]

ভগবান্ বলিলেন, হে সতি! পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তোমার নাম পৃশ্নি ছিল। তৎকালে এই (বসুদেব) সুতপা নামে নিষ্পাপ প্রজাপতি ছিলেন। যখন ব্রহ্মা তোমাদিগের দুই জনকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আজ্ঞা করেন, তখন তোমরা ইন্দ্রিয় সমুদায় সংযত করিয়া তপস্যা আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হও;—বর্ষা, বাত, রৌদ্র, হিম, গ্রীষ্ম প্রভৃতি কালগুণসকল সহ্য কর; শ্বাস রোধ করিয়া মনোমল ধৌত কর; শীর্ণপত্র ও বায়ু ভক্ষণ কর; এবং আমার নিকট অভীষ্ট ফল লাভ করিতে

---

১ ইহা সম্ভব নহে; সুতরাং মনুষ্যেরা আমার এরূপ পুত্র দেখিয়া শ্লাঘা করা দূরে থাকুক, বরং উপহাস করিবে।

অভিলাষ করিয়া শান্ত চিত্তে আমার আরাধনা কর। ভদ্রে! আমাতে চিত্ত বন্ধন করত তোমরা এইরূপ পরম দুষ্কর তপস্যা করিতে থাকিলে দ্বাদশ সহস্র দিব্য বৎসর অতিবাহিত হয়। হে নিষ্পাপে! তখন তপস্যা, শ্রদ্ধা ও নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা অন্তঃকরণ-মধ্যে চিন্তিত হইয়া, বরদশ্রেষ্ঠ আমি তোমাদিগের উপর প্রসন্ন হই; এবং বর দান করিতে ইচ্ছা করিয়া এই শরীর ধারণ করতই প্রাদুর্ভূত হইয়া কহি, বর প্রার্থনা কর। এই কথায় তোমরা আমার সদৃশ পুত্র প্রার্থনা কর। তোমরা সামান্য বিষয় ভোগ কর নাই; এবং তোমাদিগের পুত্র হয় নাই; সুতরাং তোমরা আমার নিকটেও মুক্তি প্রার্থনা কর নাই; আমার মায়া তোমাদিগকে মোহিত করিয়া ছিল। আমি প্রস্থান করিলে পর, তোমরা মৎসদৃশ-পুত্ররূপ বর লাভ করত সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া সামান্য ভোগ উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হও। আমি লোকমধ্যে শীল, ঔদার্য্য ও গুণে আমার সমান অন্য ব্যক্তিকে দেখিতে না পাইয়া তোমার পুত্র হইয়া পৃশ্নিপুত্র নামে বিখ্যাত হই। পুনর্বার তোমাদিগেরই পুত্র হই;—কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি; এবং (ইন্দ্রের কনিষ্ঠ বলিয়া) উপেন্দ্র; আর, বামন বলিয়া বামন নামে বিখ্যাত হই। এই তৃতীয় জন্মেও সেই আমিই সেই দেহ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই তোমাদিগেরই পুত্র হইলাম। হে সতি! আমি এই যেপ্রকার কহিলাম, ইহা সত্য। পূর্ব্বে আমি এই রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, ইহা স্মরণ করিয়া দিবার নিমিত্ত তোমাদিগকে এইরূপ প্রদর্শন করিলাম। তাহা না হইলে মানবরূপ দেখিয়া

আমাকে চিনিতে পারা যাইত না। পুত্রভাবেই হউক, আর ব্রহ্মভাবেই হউক, তোমরা আমাকে অনুক্ষণ চিন্তা, এবং আমার প্রতি স্নেহ করিয়া মদীয়া উৎকৃষ্ট-গতি প্রাপ্ত হইবে।

ভগবান্ এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন; এবং মাতা পিতার সমক্ষেই তৎক্ষণাৎ সামান্য শিশু হইলেন। তাহার পর বসুদেব যখন ভগবানের আদেশ-ক্রমে পুত্রকে লইয়া সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গত হইতে উদ্‌যোগ করিলেন, তখন যোগমায়া জন্ম-রহিত হইয়াও নন্দজায়াকে নিমিত্তমাত্র করিয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেই মায়ার প্রভাবে দ্বারী ও পৌরজন সকলের সমুদায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি নষ্ট হইল; তাহারা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। দ্বার সকল বৃহৎ কবাট এবং লৌহময় অর্গল ও শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ ছিল; অতএব অতিক্রম করা অতিশয় দুরূহ ছিল বটে; কিন্তু বসুদেব কৃষ্ণকে লইয়া নিকটে উপস্থিত হইলে পর, যেরূপ রবির আগমনে অন্ধকার মুক্ত হয়, সেইরূপ আপনাপনিই মুক্ত হইয়া গেল। মেঘসকল অতি নিকটে গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তদেব ফণা দ্বারা বারি নিবারণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। মেঘ নিরন্তর বর্ষণ করাতে যমুনা গম্ভীর জলরাশির বেগজন্য ঊর্ম্মিমালায় ফেনিল এবং ভয়ানক আবর্ত্তসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু, যেরূপ সিন্ধু রামচন্দ্রকে পথ দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ (বসুদেবকে) পথ প্রদান করিল।

বসুদেব নন্দব্রজে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় গোপগণ নিদ্রায় একবারে অভিভূত হইয়াছে। (দেখিয়া)

শিশুকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করিয়া, তাঁহার কন্যাকে লইয়া, পুনর্ব্বার গৃহে আগমন করিলেন; এবং দেবকীর শয্যায় সেই কন্যাকে রক্ষা করিয়া, পাদদ্বয়ে লৌহশৃঙ্খল বন্ধন করত, পূর্ব্বের ন্যায় বদ্ধাবস্থায় রহিলেন।

যশোদা কেবল এইমাত্র জানিতে পারিয়াছিলেন, যে যাহা হউক, একটা জন্মিয়াছে; তিনি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, এবং নিদ্রাবশে তাঁহার স্মরণশক্তি নষ্ট হইয়াছিল; অতএব যাহা জন্মিয়াছিল, (তৎকালে) তাহার চিহ্ন স্থির করিতে পারেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, বহির্দ্বার, অন্তর্দ্বার, এবং পুরদ্বার, সকলই পূর্ব্বের ন্যায় বদ্ধ রহিল। অনন্তর বালকের রব শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল সকল উৎথিত হইল। তাহারা শীঘ্র গমন করিয়া ভোজরাজকে দেবকীর সেই অষ্টম প্রসব নিবেদন করিল; রাজা উহারই নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতীক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনি "এই আমার মৃত্যু;" এই ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া শীঘ্র শয্যা হইতে উৎথান করিয়া সত্বরে সূতিকাগৃহে গমন করিলেন। কেশপাশ মুক্ত হইয়া বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। সতী দুঃখিতা দেবকী নির্দয় ভ্রাতাকে কহিলেন, হে কল্যাণ! এ তোমার ভাগিনেয়ী;—স্ত্রী। ইহাকে

বধ করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না। ভ্রাতঃ! দৈবপ্রেরিত হইয়া পাবকতুল্য তুমি অনেকগুলি শিশু সংহার করিয়াছ। একটী আমাকে ভিক্ষা দাও। আমি ত তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী বটি; (তাহাতে আবার) পুত্র বিনষ্ট হওয়াতে, দুঃখিত হইয়াছি। প্রভো! মন্দভাগিনীকে শেষ সন্ততিটী দান করা তোমার উচিত হইতেছে।

শুকদেব কহিলেন, তনয়াকে আলিঙ্গন করিয়া নিতান্ত কাতরার ন্যায়[১] রোদন করিতে করিতে দেবকী প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; তথাপি খল তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া হস্ত হইতে কন্যা কাড়িয়া লইল। (কাড়িয়া লইয়া) তৎক্ষণমাত্রজাতা ভগিনী-সুতার চরণদ্বয় ধারণ করিয়া শিলাতলে নিক্ষেপ করিল;—স্বার্থ তাহার আত্মীয়স্নেহ উন্মূলন করিয়া ছিল।

(যাহা হউক্)সেই বিষ্ণুর অনুজা কংসের হস্ত হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া আকাশে গমন করত দেবী হইয়া দৃষ্ট হইতে লাগি-লেন। দেবীর ধৃতাস্ত্র অষ্ট ভুজ; এবং দেহ দিব্য মাল্য, বসন, লেপন ও রত্নাভরণে বিভূষিত। তিনি ধনুঃ, শূল, বাণ, চর্ম্ম, অসি, খড়্গ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়া ছিলেন, এবং সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিন্নর ও উরগগণ পূজোপহার দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিতে ছিল।

দেবী কহিলেন, রে মন্দ! আমাকে বধ করিয়া তোর কি হইবে? তোর পূর্ব্বশত্রু নাশকর্ত্তা কোথাও জন্ম গ্রহণ করিয়া-ছেন; অন্যান্য নির্দ্দোষ শিশুকে বৃথা বধ করিবি।

---

[১] বাস্তবিক কাতরা নহেন; কারণ, পুত্রকে অন্যত্র রাখিয়া আসা হইয়াছিল; এবং ঐ কন্যা যোগমায়া বলিয়া জানা হইয়াছিল।

ভগবতী মায়া দেবী কংসকে এই কথা কহিয়া পৃথিবীতে নানা স্থানে নানা নামে বিখ্যাত হইলেন।

কংস সেই মায়ার বাক্য শ্রবণ করত বিস্মিত হইয়া দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বিনীত হইয়া কহিল, ওগো ভগিনি! অহে ভগিনীপতি! তোমরা আমার আত্মীয়; কিন্তু, যেরূপ রাক্ষস শিশু সংহার করে, সেইরূপ পাপাত্মা আমি তোমাদিগের কতকগুলি পুত্র নাশ করিয়াছি; অতএব আমার দয়া, এবং জ্ঞাতি ও বান্ধব পরিত্যাগ করা হইয়াছে, আর, আমি খল। জানি না, আমায় কোন্ লোকে যাইতে হইবে; ব্রহ্মঘাতীর ন্যায় আমি জীবিত থাকিয়াও মরিয়া আছি। কেবল মানুষ নহে, দেবতারাও মিথ্যা কহিয়া থাকেন! দেবতাদিগের উপর বিশ্বাস করিয়াই আমি ভগিনীর পুত্র-দিগকে বিনাশ করিয়াছি। হে মহাভাগদ্বয়! পুত্রদিগের নিমিত্ত শোক করিও না। তাহারা আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছে। জন্তু সকল দৈবের অধীন; সর্ব্বদা একত্র থাকিতে পারে না। যেরূপ পৃথিবীতে পার্থিব ঘটাদিই উৎপন্ন ও তিরোহিত হয়, মৃত্তিকা অবিকৃতই থাকে; সেইরূপ দেহাদিই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, আত্মা (তদবস্থই আছেন;) উহাদিগের বিকার হইলে তাঁহার বিকার হয় না। যাঁহারা যথার্থ রূপে ইহা জ্ঞাত না আছেন, তাঁহাদিগেরই দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে; সেই বুদ্ধি হেতু ভেদজ্ঞান জন্মে; সেই ভেদজ্ঞান হইতে দেহের[১] সহিত যোগ ও বিয়োগ ঘটিয়া

---

১ পুত্রাদি দেহের সহিত।

থাকে; সেই দেহের সহিত যোগ ও বিয়োগ হইতে সংসার[১] প্রবর্ত্তিত হয়; (জ্ঞানোদয় না হইলে) সংসার নিবৃত্ত হয় না। অতএব, ভদ্রে! যদিও আমি তোমার সন্তানদিগকে সংহার করিয়াছি তথাপি তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করিও না। সকলেই পরবশ; আপন আপন কর্ম্ম ভোগ করিয়া থাকে। "আমি বধ করিব" এবং "আমাকে বধ করিবে" আত্মার প্রতি যত দিন দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ বোধ থাকে, তত দিন সে, দেহের নাশ হইলেই, "আমার নাশ হইল" ভাবিয়া পরের শত্রু হয়, ও পরকে আপনার শত্রু করে। তোমরা দুই জন সাধু; আত্মীয়জনের প্রতি তোমাদিগের স্নেহও আছে; আমার দৌরাত্ম্য ক্ষমা কর।

(কংস) এই কথা কহিয়া রোদন করিতে করিতে ভগিনী ও ভগিনীপতির পাদ ধারণ করিল। কন্যার বচনে বিশ্বাস হওয়াতে, সে দেবকী ও বসুদেবকে শৃঙ্খল হইতে মোচন করত, তাঁহাদের প্রতি তাহার যে সুহৃদ্‌ভাব ছিল, তাহা প্রদর্শন করিল। ভ্রাতা পরিতাপ করাতে, দেবকী তাহার প্রতি তাঁহার যে কোপ ছিল, তাহা শান্ত করিলেন। বসুদেবও রোষ পরিত্যাগ করত হাস্য করিয়া তাহাকে কহিলেন, দেহীদিগের পক্ষে যাহা বলিলেন, তাহা এইপ্রকারই বটে। অহংবুদ্ধি অজ্ঞান হইতেই জন্মিয়া থাকে; সেই অহংবুদ্ধি হইতে "নিজ" ও "পর" এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়; পৃথগ্‌দর্শী (জীবগণ) দেহকে নিমিত্ত করিয়া শোক, হর্ষ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ এবং

---

১ সুখদুঃখ।

গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের দেহ বিনাশ করে; ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না।

বসুদেব ও দেবকী প্রসন্ন হইয়া এই কথা কহিলে পর, কংস তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর সেই রাত্রি প্রভাত হইলে, কংস মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া, মায়া যাহা যাহা কহিয়া গিয়াছিলেন, সমুদায় তাহাদিগের নিকট উল্লেখ করিলেন। দেবতাদিগের প্রতি জাত-ক্রোধ, মুর্খ, দেব-শত্রু দানবগণ স্বামীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, হে ভোজেন্দ্র! যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে, যে সকল শিশুর দশ দিন বহির্গত হয় নাই, এবং যাহাদিগের দশ দিন বহির্গত হইয়াছে, পুর, নগর ও ব্রজাদিতে গমন করিয়া তাহাদিগের সকলকেই নাশ করিব; দেবতারা সমরভীরু; তোমার শরাসনের জ্যা-শব্দে তাহাদিগের মন নিরন্তর উদ্বিগ্ন রহিয়াছে; তাহারা যুদ্ধোদ্যম করিয়া কি করিবে? তুমি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা জীবিত-বাসনায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিল; কোন কোন দেব ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঞ্জলি করিয়াছিল; কেহ কেহ বা কচ্ছ ও শিখা মুক্ত করিয়া দিয়া বলিয়া ছিল, আমরা ভয় পাইয়াছি। তুমি আর তাহাদিগকে সংহার কর নাই; কারণ, তাহারা অস্ত্র-শস্ত্র ভুলিয়া গিয়াছিল; এবং অন্যমনস্ক ও বিমুখ হইয়াছিল, তাহাদিগের রথ ছিল না। শরাসন ভগ্ন হইয়াছিল। যুদ্ধ করিতে আর ইচ্ছা ছিল না। যে স্থানে ভয় নাই, দেবতারা সেই স্থানেই বীর। তাহারা যুদ্ধ ভিন্ন অন্য

স্থলেই আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে। তাহাদিগকে ভয় কি? নারায়ণ ত নির্জ্জনেই বাস করে; সে কি করিতে পারে? শম্ভু বনবাসী; তাহা হইতে কি হইবে? ইন্দ্রের বীর্য্য অতি অল্প; আর, ব্রহ্মা তপস্বী; তাহাদিগের সাধ্য কি?

(উদ্যম করিয়া দেবতারা কিছুই করিতে পারিবে না সত্য;) তথাপি তাহারা শত্রু; তাহাদিগকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। অতএব তাহাদিগের মূলোৎপাটন করিতে অনুচর আমাদিগকে নিযুক্ত করুন। দেহ-জাত রোগ রোগী কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া বদ্ধমূল হইলে, যেরূপ তাহার চিকিৎসা করা যায় না; যেরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ উপেক্ষিত হইলে আর তাহাদিগকে চালন করা যায় না; সেইরূপ প্রবল শত্রু বদ্ধমূল হইলে তাহাকে উৎপাটন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। যে স্থানে সনাতন ধর্ম্ম, বিষ্ণু সেই স্থানে বসতি করেন। বিষ্ণুই দেবতাদিগের মূল; আর, বেদ, ব্রাহ্মণ, গো, তপস্যা, যজ্ঞ এবং দক্ষিণা সেই ধর্ম্মের মূল। অতএব রাজন্! কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মবাদী, তপস্বী, যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণদিগকে এবং ঘৃতোৎপাদিনী গো সকলকে সংহার করা যাউক্। ব্রাহ্মণগণ, গোগণ, বেদচতুষ্টয়, তপস্যা, সত্য, দম, শম, শ্রদ্ধা, দয়া, ক্ষমা ও বিবিধ যজ্ঞ, এই সকল হরির দেহ। হরিই সকল দেবতার অধ্যক্ষ, অসুরদ্বেষী এবং অন্তর্যামী; হরিই হর ও বিরিঞ্চি প্রভৃতি যাবতীয় দেবতার মূল। ঋষিদিগকে বধ করাই হরিকে বধ করিবার উপায়।

কালপাশে আচ্ছন্ন, দুর্বুদ্ধি, অসুর কংস দুষ্ট মন্ত্রীদিগের সহিত এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া, ব্রহ্ম বধ করাই হিতসাধক বোধ

করিল; এবং হত্যাপ্রিয় কামরূপধারী অসুরদিগকে সাধু লোক হত্যা করিবার নিমিত্ত নানা দিকে গমন করিতে আজ্ঞা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তমোগুণাচ্ছন্নচেতা, রজঃপ্রকৃতি অসুরেরাও সাধুদিগের দ্বেষ করিতে লাগিল। তাহাদিগের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। মহতের অবমাননা পুরুষের আয়ু, লক্ষ্মী, যশঃ, ধর্ম্ম, সদ্‌গতি, মঙ্গল ও সমুদায় অভীষ্ট নাশ করে।

অসুরদিগের মন্ত্রণা-নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, পুত্র জন্মিলে মহাযশাঃ নন্দ আনন্দিত হইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিলেন; এবং স্নান করত পবিত্র ও অলঙ্কৃত হইয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করাইয়া বিধিপূর্ব্বক পুত্রের জাতকর্ম্ম এবং পিতৃপূজা ও দেবপূজা করাইলেন। বিপ্রদিগকে দুই নিযুত অলঙ্কৃত ধেনু, এবং রত্ন-রাশি ও স্বর্ণ-রস সিক্ত বস্ত্রদ্বারা আবৃত সপ্ত তিলপর্ব্বত দান করিলেন। কাল, স্নান, শৌচ, সংস্কার, তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও সন্তুষ্টি দ্বারা দ্রব্য সকল, আর, আত্মজ্ঞান দ্বারা আত্মা, শুদ্ধ হন।[১] (সে যাহা হউক;) বংশকীর্ত্তক

১ কাল দ্বারা ভূম্যাদি; স্নান দ্বারা দেহাদি; শৌচ দ্বারা অপবিত্র লেপনাদি; সংস্কার দ্বারা গর্ভাদি; তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি; যজ্ঞ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি; দান দ্বারা গোহিরণ্যাদি দ্রব্য; এবং সন্তুষ্টি দ্বারা মন, শুদ্ধ হয়।

বন্দী, পৌরাণিক ও ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিবাচন আরম্ভ করিয়া দিলেন; গায়কেরা গান করিতে লাগিল; এবং ভেরী ও দুন্দুভি সকল বারংবার বাজিতে লাগিল। ব্রজ বিচিত্র ধ্বজ, পতাকা, মালা, চেলপট্ট, পল্লব ও তোরণ দ্বারা ভূষিত, এবং উহার দ্বার, অজির ও গৃহাভ্যন্তর সকল মার্জ্জিত ও ধৌত, হইল। গাভী, বৃষ ও বৎস সকল তৈল ও হরিদ্রায় রঞ্জিত, এবং বিচিত্র ধাতু, ময়ূর-পুচ্ছের মালা, বস্ত্র ও কাঞ্চনদাম দ্বারা ভূষিত হইল। রাজন্! গোপসকল মহামূল্য বস্ত্র, আভরণ; কঞ্চুক ও উষ্ণীষে অলঙ্কৃত হইয়া হস্তে নানাবিধ উপহার লইয়া আসিতে লাগিল। যশোদার পুত্র জন্মিয়াছে, শুনিয়া গোপী সকল আনন্দিত হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার ও অঞ্জনাদি দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত করিল। পৃথুনিতম্বিনীদিগের মুখপদ্ম নবকুঙ্কুম-কিঞ্জল্ক দ্বারা শোভিত হইল। তাহারা পূজোপহার লইয়া সত্বরপদসঞ্চারে (নন্দের ভবনে) গমন করিতে আরম্ভ করিল। (গমনবেগে) তাহাদিগের কুচ কম্পিত হইতে থাকিল। সুমার্জ্জিত-মণি-কুণ্ডল-ধারিণী, পদককণ্ঠী, বিচিত্র-বসন-বেষ্টিতা, কঙ্কণভূষিতা গোপী সকল যখন নন্দের আলয়ে গমন করিতে লাগিল, তখন পথিমধ্যে তাহাদিগের কেশ-পাশ হইতে মাল্য বর্ষণ হইয়া চলিল; এবং কুণ্ডল, পয়োধর ও হার দুলিতে লাগিল; তাহাতে তাহাদিগের কি শোভাই হইল! তাহারা "চিরং জীব" বলিয়া বালককে আশীর্ব্বাদ করত লোকের গাত্রে হরিদ্রাচূর্ণ, তৈল ও জল সেক করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান আরম্ভ করিল। বিশ্বেশ্বর অনন্ত কৃষ্ণ নন্দের ব্রজে অবতীর্ণ হইলে, সেই মহোৎসবে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র

বাজিতে লাগিল। গোপসকল আনন্দিত হইয়া দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও বারি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে অভিষিক্ত, এবং নবনীত দ্বারা লিপ্ত করিয়া, পরস্পর পরস্পরকে ক্ষেপণ করিতে লাগিল। মহামনাঃ নন্দ তাহাদিগকে প্রসাদস্বরূপ বস্ত্র, অলঙ্কার ও গোধন দান করিলেন। পৌরাণিক, বংশ-কীর্ত্তক, বন্দী[১] এবং অন্যান্য বিদ্যোপজীবিগণ ও যাহারা উপ-স্থিত হইয়াছিল, তাহারা যাহা যাহা অভিলাষ করিল, বিশালচেতাঃ তাহা তাহা দান করি.। তাহাদিগেরও যথো-চিত পূজা করিলেন। মহাভাগা রোহিণী বিষ্ণুর আরাধনা, এবং আপন পুত্রের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত দিব্য বসন, মালা ও কণ্ঠাভরণে ভূষিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন; নন্দগোপ তাঁহার যথেষ্ট আদর করিলেন। রাজন্! সেই অবধি নন্দের ব্রজ সর্ব্বসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইল; এবং হরির বাস জন্য তাহার যে বিশেষগুণ উৎপন্ন হইল, তদ্দ্বারা লক্ষ্মীর ক্রীড়া ভূমি হইয়া উঠিল।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! নন্দ গোপীদিগকে গোকুলরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, কংসকে বার্ষিক কর দান করিবার নিমিত্ত, মথুরায় গমন করিলেন। সখা নন্দ আগমন করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, এবং তাঁহার রাজাকে কর দান করা হইয়াছে, জানিতে পারিয়া বসুদেব তাঁহার আবাসে গমন করিলেন। (নন্দ) তাঁহাকে দর্শন করিয়া, যেরূপ দেহ প্রাণ পাইলে উৎথিত হয়, সেইরূপ অস্তে ব্যস্তে উৎথান করিয়া প্রীত ও প্রেমে বিহ্বল হইয়া

---

১ স্তুতিপাঠকবিশেষ; তাহাদিগের বুদ্ধি অতি পরিষ্কার; প্রস্তাবের উপযুক্ত বলিতে পারে।

বাহুযুগল দ্বারা প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজন্! (বসু-দেব) পূজা পাইয়া উপবেশন করত শ্রান্তি দূর করিলেন এবং আদৃত হইয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করত, পুত্রদ্বয়ের প্রতি বুদ্ধি আসক্ত থাকাতে, এই কথা কহিলেন;—ভ্রাতঃ! তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ; এ পর্য্যন্ত তোমার পুত্র হয় নাই; পুত্রের আশাও পরিত্যাগ করিয়াছিলে; এক্ষণে যে তোমার পুত্র হইল, ইহা ভাগ্যের কথা। ভাগ্যক্রমে তোমার যেন পুনর্জ্জন্ম হইল; কারণ, তুমি সংসার-চক্রে অবস্থিতি করিয়া অদ্য দুর্লভ প্রিয়-দর্শন লাভ করিলে। আত্মীয়সকলের প্রত্যেকের কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন; (অতএব) স্রোতের বেগে বাহ্যমান তৃণ-কাষ্ঠাদির ন্যায় প্রিয়-জন-সকলের একত্র বাস ঘটিয়া উঠে না। তুমি বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া যে পশুচারণযোগ্য বৃহৎ বনে বাস করিতেছ, সে বনের ত কোন পীড়া উপস্থিত হয় নাই? তাহাতে বারি, তৃণ ও বৃক্ষ-লতাদি ত পর্য্যাপ্ত আছে? ভাই! আমার এক পুত্র তাহার জননীর সহিত তোমাদিগের ব্রজে অবস্থিতি করিতেছে; তোমরা তাহাকে পালন করিয়া থাক; সে তোমাকেই পিতা বলিয়া জানে। সে ত জীবিত আছে? যে ত্রিবর্গ আত্মীয়দিগের সুখ সম্পাদন করে, শাস্ত্রে সেই ত্রিবর্গই সাধ্য বলিয়া পুরুষের পক্ষে ব্যবস্থিত হইয়াছে। আত্মীয়গণ ক্লেশ পাইলে ত্রিবর্গের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

নন্দগোপ কহিলেন, অহো; কংস তোমার দেবকী-গর্ভ-জাত অনেক পুত্র বধ করিয়াছে! শেষে একটী মাত্র কনিষ্ঠা কন্যা অবশিষ্ট ছিল; সেও স্বর্গে গমন করিয়াছে!

অদৃষ্টেই লোকের সমাপ্তি হইয়া থাকে;[১] এবং অদৃষ্টই লোকের সর্ব্বস্ব। যে ব্যক্তি অদৃষ্টকে সুখদুঃখের কারণ বলিয়া জ্ঞাত আছেন, তাঁহাকে কাতর হইতে হয় না।

বসুদেব কহিলেন, তোমাদিগের বার্ষিক কর প্রদান করা হইয়াছে। আমাদিগের সহিতও সাক্ষাৎ হইল। আর অধিক দিন এ স্থানে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য নহে। গোকুলে অনেক উৎপাত আছে।

শূর-নন্দনের এই কথা শ্রবণ করিয়া নন্দাদি গোপ সকল তাঁহাকে বলিয়া বৃষ-বাহ্য-শকট-যোগে গোকুলে যাত্রা করিলেন।

বসুদেব ও নন্দের পরস্পর সাক্ষাৎকার নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, বসুদেব মিথ্যা কহেন না, পথিমধ্যে ইহা চিন্তা করিতে করিতে উৎপাত-পাতের আশঙ্কা হওয়াতে নন্দ হরির শরণাগত হইলেন। (বাস্তবিকও তৎকালে) কামচারিণী, বালকঘাতিনী, ঘোরা পূতনা কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বালক হত্যা করিবার নিমিত্ত পুর, গ্রাম ও ব্রজাদিতে বিচরণ করিতেছিল। কিন্তু শঙ্কমান নন্দগোপের প্রতি এই দৈববাণী হইল;—যে স্থানের (অধিবাসী সকল) আপন আপন কার্য্যসকলে ভক্তপতি ভগবানের রাক্ষসনাশক-

১ অর্থাৎ পুত্রাদিরূপ-সুখপ্রদ অদৃষ্টের শেষ হইলেই পুত্রাদি আর থাকে না।

নাম শ্রবণাদি না করে, সেই স্থানেই রাক্ষসের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে; (যে স্থানে তিনি সাক্ষাৎ বসতি করিতেছেন, সে স্থানে শঙ্কা কি ?)

কামচারিণী, খেচরী ঐ পূতনা এক সময় নন্দ গোকুলের নিকট উপস্থিত হইয়া মায়া দ্বারা আপনাকে উৎকৃষ্ট-কামিনী করিয়া উহাতে প্রবেশ করিল। কামিনীর ধম্মিল্ল মল্লিকা-পুষ্পে গ্রথিত। মধ্যটী এক দিকে বিশাল নিতম্ব এবং অন্য দিকে পীনোন্নত পয়োধর-যুগলে আক্রান্ত হইয়া কৃশ হইয়া আসিয়াছে। পরিধেয় বস্ত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট। কর্ণে ভূষণ পরিধান করা হইয়াছে। ভূষণের কান্তি দ্বারা কুণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সেই কুণ্ডলে মুখ খানি শোভিত হইয়াছে। হস্তে একটী পদ্ম রহিয়াছে। ভামিনী মনোহর হাস্য এবং কটাক্ষ বিক্ষেপ-সহকৃত অবলোকন দ্বারা ব্রজবাসীদিগের মন হরণ করিতেছিলেন। গোপীসকল তাঁহাকে দর্শন করিয়া মনে করিল, যেন লক্ষ্মী পতিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত শরীর ধারণ করিয়া আগমন করিতেছেন। (অতএব কেহ তাঁহাকে নিবারণ করিল না।)

বালকের গ্রহ (পূতনা) শিশু অন্বেষণ করত যদৃচ্ছাক্রমে নন্দের গৃহে বিচরণ করিতে করিতে শয্যার উপর বালককে দেখিতে পাইল। বালক অসাধুদিগের অন্ত-কারক; ভস্মাচ্ছাদিত পাবকের ন্যায় আপনার অসীম তেজঃ প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন।[১]

[১] অতএব বালক অসাধুর অন্ত-কারক হইলেও তাঁহাকে দেখিয়া পূতনার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল না।

চরাচরাত্মা ভগবান্ দেখিলেন, ললনা শিশুঘাতক গ্রহ। (দেখিয়া) চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। যেরূপ কোন ব্যক্তি না জানিয়া রজ্জুবোধে সর্প তুলিয়া লয়, সেইরূপ পূতনা অন্ত-হীন, (দুষ্টদিগের) অন্তককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। (মৃদু-চর্ম্মাদিনির্ম্মিত) কোষের অভ্যন্তর-নিহিত অসির ন্যায় পূতনার অন্তর তীক্ষ্ণ ছিল বটে, কিন্তু বাহ্যিক ব্যবহার (জননীর ব্যব-হারের ন্যায়) অতিশয় স্নেহময় ছিল। আর, তাহার আকৃতিও উৎকৃষ্ট-মহিলার আকৃতির ন্যায় দৃষ্ট হইতে ছিল। (অতএব) জননীদ্বয় গৃহের মধ্যে তাহাকে দর্শন করিয়া তাহার প্রভায় অভিভূত হইয়া তাহার দিকে কেবল চাহিয়া রহিলেন; নিবা-রণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর ঘোরা পূতনা সেই স্থানে শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া দুর্জ্জর-বিষ-পূরিত, জীবন-নাশক স্তন তাঁহার মুখে অর্পণ করিল। ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া করযুগল দ্বারা দৃঢ়-রূপে পেষণ করিয়া তাহার প্রাণের সহিত পান করিলেন। সমুদায় মর্ম্মস্থানে যাতনা উৎপন্ন হওয়াতে রাক্ষসী "ছাড়্" "ছাড়্" "আর নয়্" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত এবং নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া পড়িল। সে বারংবার হস্ত পদ বিক্ষেপ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার অতি-গভীর-বেগ-সম-ন্বিত চীৎকার-শব্দে পর্ব্বতগণের সহিত পৃথিবী ও গ্রহগণের সহিত আকাশ চালিত হইল; রসাতল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতি-ধ্বনিত হইল; এবং লোকসকল, বজ্রপাত হইল, মনে করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। রাজন্! এই রূপে স্তনে যাতনা হওয়াতে (রাক্ষসী) নিজরূপ ধারণ করত হতজীবন হইয়া কেশ, চরণ-

যুগল ও ভুজদ্বয় বিস্তৃত করিয়া, বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায়, গোষ্ঠে পতিত হইল। হে রাজেন্দ্র! তাহার দেহ পতিত হইয়াও ছয় ক্রোশের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় বৃক্ষ চূর্ণ করিল; অতএব তাহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়া উঠিল। দেহের দংষ্ট্রাগুলি ঈশার ন্যায় তীক্ষ্ণ। নাসারন্ধ্র গিরিগহ্বরে ন্যায়। স্তন দুইটী গণ্ডশৈলের সদৃশ। কেশগুলি রক্তবর্ণ ও প্রকীর্ণ। অক্ষিযুগল অন্ধকূপের ন্যায় গভীর। দুই পুলিনের ন্যায় দুই জঘন থাকাতে, উহাকে দেখিলে ভয় হয়। ভুজদ্বয় ও অঙ্‌ঘ্রি-যুগল যেন কয়েকটী বদ্ধ সেতু। উদর যেন জলশূন্য হ্রদ।

ইতিপূর্ব্বে ঐ রাক্ষসীর শব্দে গোপ ও গোপীগণের হৃদয়, কর্ণ ও মস্তক বিদীর্ণ হইয়াছিল; এক্ষণে তাহারা তাহার সেই দেহ দর্শন করিয়া ভীত হইল। বালক কিন্তু অকুতোভয়ে তাহার বক্ষঃস্থলে ক্রীড়া করিতেছিলেন। গোপীসকল আকুল হইয়া শীঘ্র আগমন করত তাঁহাকে তুলিয়া লইল। যশোদা ও রোহিণীর সহিত তাহারা সকলে গোপুচ্ছ-ভ্রমণাদি দ্বারা বালকের সর্ব্বপ্রকারে সুচারু রূপে রক্ষা বিধান করিল। প্রথমতঃ গোমূত্র, পশ্চাৎ গোধূলি দ্বারা বালককে স্নান করাইয়া (ললাটাদি) দ্বাদশ অঙ্গে (কেশবাদি) দ্বাদশ নাম দ্বারা রক্ষার অনুষ্ঠান করিল। গোপীসকল আচমন করিয়া প্রথমতঃ আপনাদিগের সর্ব্বাঙ্গে এবং দুই করে পৃথক্ পৃথক্ বীজন্যাস করিয়া, পরে বালকেরও অঙ্গাদিতে ঐপ্রকার করিল। (বলিল,) অজ তোমার অঙ্ঘ্রিযুগল, মণিমান্ তোমার জানুদ্বয়, যজ্ঞ তোমার ঊরুদ্বয়, অচ্যুত তোমার কটিতট, হয়গ্রীব তোমার জঠর, কেশব তোমার হৃদয়, ঈশ

তোমার বক্ষঃস্থল, সূর্য্য তোমার কণ্ঠ, বিষ্ণু তোমার ভুজ, উরুক্রম তোমার মুখ এবং ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষা করুন। চক্রধারী হরি তোমার অগ্রভাগে, গদাধারী হরি তোমার পশ্চাদ্ভাগে, ধনুর্দ্ধারী মধুসূদন এবং অসিধারী অজ তোমার দুই ভুজপার্শ্বে; শঙ্খধারী বিষ্ণু কোণ সকলে; উপেন্দ্র উপরিভাগে; তার্ক্ষ পৃথিবীর দিকে; এবং হলধর পুরুষ চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করুন। আর, হৃষীকেশ তোমার ইন্দ্রিয়সকল, নারায়ণ প্রাণ, শ্বেত-দ্বীপপতি চিত্ত, যোগেশ্বর মন, পৃশ্নিনন্দন বুদ্ধি, এবং পরম ভগবান্ তোমার আত্মা, রক্ষা করুন। তুমি যখন ক্রীড়া করিবে, তখন গোবিন্দ; যখন শয়ন করিয়া থাকিবে, তখন মাধব; যখন গমন করিবে, তখন বৈকুণ্ঠ; যখন উপবেশন করিয়া থাকিবে, তখন শ্রীপতি; এবং যখন ভোজন করিবে, তখন সমুদায় গ্রহের ভয়োৎপাদক যজ্ঞভুক্, তোমাকে রক্ষা করুন। ডাকিনী, রাক্ষসী ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি বালক-গ্রহ সকল; ভূত সকল; ভূত-মাতৃ সকল; পিশাচ সকল; যক্ষসকল; রাক্ষস সকল; বিনায়ক সকল; কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, ও পূতনা প্রভৃতি মাতৃকা সকল; দেহ ও প্রাণ নাশক অপস্মার ও উন্মাদ রোগ সকল; স্বপ্ন-দৃষ্ট মহৎ উৎপাত সকল; এবং বৃদ্ধ কালকগ্রহ সকল; যে যত আছে, সকলেই বিষ্ণুর নাম-উচ্চারণে ভীত হইয়া নষ্ট হউক্।

গোপীগণ স্নেহবদ্ধ হইয়া এইপ্রকার মঙ্গল বিধান করিলে পর, মাতা সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইলেন।

এই সময়ে নন্দাদি গোপ সকল মথুরা হইতে ব্রজে আগমন করিতেছিলেন। তাঁহারা পূতনার দেহ দর্শন করিয়া

বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, বসুদেব ঋষি বা যোগশ্বর হইয়াছেন; কারণ, তিনি যে উৎপাতের কথা কহিয়াছিলেন, তাহাই দেখা যাইতেছে।

অনন্তর সেই সকল ব্রজবাসী কুঠার দ্বারা কলেবর ছেদন করিয়া এক এক অবয়ব লইয়া দূরে দূরে নিক্ষেপ করত কাষ্ঠে বেষ্টন করিয়া দাহ করিল। দেহ যখন দগ্ধ হইতে লাগিল, তখন তাহা হইতে অগুরু সৌরভের ন্যায় সৌরভ-বিশিষ্ট ধূম নির্গত হইল। কৃষ্ণ পান করাতে তৎক্ষণমাত্রে উহার পাপ নষ্ট হইয়াছিল।

নর-শিশু-ঘাতিনী, পিশিতাসনা রাক্ষসী পূতনা হিংসা করিবার অভিপ্রায়ে স্তন পান করাইয়াও সদ্‌গতি লাভ করিল! অতএব যে সকল গোপিনীরা শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অনু-রক্ত হইয়া মাতার ন্যায় পরমাত্মা কৃষ্ণকে প্রিয়তম বস্তু দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কথা আর কি কহিব! যে দুই পদ ভক্তের হৃদয়ে স্থাপিত রহিয়াছে, এবং লোক বন্দিত (দেবতাদি) যে দুই পদ বন্দনা করিয়া থাকেন; ভগবান্ সেই দুই পদ দ্বারা অঙ্গ আক্রমণ করিয়া যাহার স্তন পান করিলেন, সে যখন রাক্ষসী হইয়াও জননীর গতি স্বর্গ লাভ করিল; তখন মুক্তি-প্রভৃতি-সমুদায়-পুরুষার্থ-প্রদাতা দেবকীনন্দন কৃষ্ণ যে সকল গাভীর ও মাতৃতুল্য গোপীদিগের পুত্র-স্নেহ-ক্ষরিত স্তন্য পান করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে উৎকৃষ্ট-গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর কথা কি? রাজন্! সেই সকল গোপী নিরন্তর কৃষ্ণকে পুত্ররূপে দর্শন করিত; অজ্ঞান-জন্য সংসার তাহাদিগের আর হইতে পারে না।

(যে সকল ব্রজবাসী ইতস্ততঃ গমন করিয়াছিল,) তাহারা চিতাধূমের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া, "এ কি! কোথা হইতে এরূপ সৌরভ আসিতেছে!" এই কথা কহিতে কহিতে ব্রজে আগমন করিতে লাগিল। ব্রজে গোপগণের মুখে, পূতনার আগমন হইতে যাবতীয় বৃত্তান্ত, তাহার নিধন, এবং বালকের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই, এই সকল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! উদারচেতাঃ নন্দ প্রবাস হইতে আগমন করত আপন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মস্তক আঘ্রাণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

যে মর্ত্তবাসী কৃষ্ণের এই পূতনামোক্ষণরূপ বাল-চরিত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন, তাঁহার কৃষ্ণে আসক্তি জন্মিবে।

পূতনা-বধ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

বিষ্ণুদত্ত (পরীক্ষিৎ) কহিলেন, ভগবান্ ঈশ্বর হরি, যে যে অবতার স্বীকার করিয়া যে যে কর্ম্ম করেন, প্রভো! সে সকলই আমাদিগের শ্রুতি-মনোহর ও হৃদয়-সন্তর্পণ। ঐ সকল কর্ম্ম শ্রবণ করিলে, তাঁহাতে যে অনাসক্তি আছে, তাহা দূরীভূত হয়; অচিরাৎ পুরুষের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়; হরিতে ভক্তি হয়; এবং হরিভক্ত জনের সহিত সখ্য হয়। যদি অনুগ্রহ হয়, তাহা হইলে ঐ সকল উল্লেখ করুন। কৃষ্ণ মনুষ্যলোকে

আগমন করত মনুষ্যের অনুকরণ করিয়া বাল্যকালে আরও অনেক অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

বেদব্যাস তনয় কহিলেন, কোন সময় বালকের অঙ্গ-পরিবর্ত্তন[১] উপলক্ষে অভিষেক-উৎসব আরম্ভ হইল। সেই দিনেই জন্মনক্ষত্রের যোগ হওয়াতে মহোৎসব হইয়া উঠিল। সেই মহোৎসবে যে সকল নারী একত্রিত হইল, সাধ্বী যশোদা তাহাদিগের মধ্যে বাদিত্র, গীত ও দ্বিজগণের মন্ত্র-বাচন দ্বারা পুত্রের অভিষেক করাইলেন। পুত্রের মজ্জনাদি সমাপন হইলে, এবং ব্রাহ্মণগণ অন্ন প্রভৃতি ভোজ্য, বসন, মালা ও অভীষ্ট ধেনু পাইয়া স্বস্ত্যয়ন করিলে, নন্দপত্নী দেখিলেন, তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিয়াছে; (অতএব) তাঁহাকে আস্তে আস্তে শয়ন করাইলেন। মনস্বিনীর মন অঙ্গ-পরিবর্ত্তনোৎসবে উৎসুক ছিল। অভ্যাগত ব্রজবাসীদিগের অভ্যর্থনায় ব্যাপৃত থাকাতে, তিনি, বালক যে রোদন করিতেছিলেন, তাহা শুনিতে পাইলেন না। বালক স্তন পান করিবার নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে দুই চরণ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। তিনি শকটের নিম্নে শয়ন করিয়া ছিলেন; শকট তাঁহার ক্ষুদ্র ও কোমল চরণ-যুগল দ্বারা আহত হইয়া উলটিয়া পড়িল। তাহাতে যে সকল নানারসে পরিপূর্ণ কাংস্যাদি-নির্ম্মিত পাত্র ছিল, সে সমুদায় ভগ্ন হইল। তাহার চক্র ও অক্ষ উলটিয়া পড়িল; এবং কূবর[২] ভগ্ন হইল। যশোদা, অঙ্গ-পরিবর্ত্তন-মহোৎসবে সমাগত ব্রজস্ত্রীগণ, এবং নন্দপ্রভৃতি গোপগণ, সকলে অদ্ভুত দর্শন করত ব্যাকুল হইয়া (কহিতে লাগিলেন,)

১ উলটিয়া পড়িতে আরম্ভ করা। ২ যোয়াল (বাং)।

শকট আপনাপনি কি রূপে উলটিয়া পড়িল? গোপ ও গোপী সকল বুদ্ধি দ্বারা কিছুই স্থির করিতে পারিল না, দেখিয়া বালকেরা তাহাদিগকে কহিল, বালক রোদন করিতে করিতে পাদ দ্বারা এই (শকট) পাতন করিয়াছেন। কিন্তু গোপ গোপী সকল, বালকের কথা বলিয়া, তাহাদিগের কথায় প্রত্যয় করিল না। তাহারা শিশুর অপ্রমেয় বলও জ্ঞাত ছিল না। যশোদা গ্রহের আশঙ্কা করিয়া, রোরুদ্যমান পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, বিপ্রের দ্বারা (রাক্ষসনামক) বেদমন্ত্রে তাঁহার স্বস্ত্যয়ন করাইয়া, স্তনপান করাইলেন। বলশালী গোপগণ পরিচ্ছদের সহিত বালককে পূর্ব্বের ন্যায় স্থাপন করিলে পর, ব্রাহ্মণেরা গ্রহাদির হোম করিয়া, দধি, অক্ষত, কুশা ও বারি দ্বারা তাঁহার মঙ্গল বিধান করিলেন। যাঁহারা অন্যের গুণে দোষ উদ্‌ঘাটন করেন না; মিথ্যা কহেন না; অহঙ্কার করেন না; ঈর্ষা করেন না; হিংসা করেন না; এবং যাঁহাদিগের অভিলাষ নাই; সেই সকল সত্যশীল ব্যক্তি যে আশীর্ব্বাদ করেন, তাহা কখনই বিফল হয় না; এই মনে করিয়া নন্দ গোপ সমাহিত হইয়া, বালককে আনয়ন করিয়া, ব্রাহ্মণের দ্বারা সাম, ঋক্ ও যজু দ্বারা সংস্কৃত, পবিত্র-ওষধি-সম্পৃক্ত জলে স্নান করাইলেন; এবং স্বস্ত্যয়ন ও হোম করাইয়া পুত্রের অভ্যুদয়-কামনায় ব্রাহ্মণদিগকে মহাগুণ অন্ন, এবং সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন গাভী, বস্ত্র, মাল্য, ও রত্নহার দান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বেদবেত্তা ও যোগী। তাঁহারা যে সকল আশীর্ব্বাদ করিলেন, সে সকল যে কখনই নিস্ফল হয় নাই, তাহাতে আর অন্যথা নাই।

একদা সতী যশোদা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছিলেন; ইতিমধ্যে তাঁহার পুত্রকে গিরিকুটের ন্যায় গুরু বোধ হইল; তিনি আর তাঁহাকে ক্রোড়ে রাখিতে পারিলেন না। গোপী ভারে পীড়িত ও বিস্মিত হইয়া পুত্রকে ভূমিতে রাখিয়া, জগতের মধ্যে যিনি মহাপুরুষ, তাঁহাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন; এবং (তাদৃশ[১]) অন্যান্য কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন। ইতিমধ্যে কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত, ঐ কংসেরই ভৃত্য তৃণাবর্ত্ত নামে দৈত্য চক্রবাক-রূপী হইয়া (ভূতলোপবিষ্ট) বালককে হরণ করিল। (অসুর) সুমহৎ ঘোর শব্দে দিক্ বিদিক্ নিনাদিত করিয়া ধূলি দ্বারা সমুদায় গোকুল আচ্ছাদন করত সকলের দৃষ্টি হরণ করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে গোষ্ঠ ধূলিতে ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। যশোদা যে স্থানে পুত্রকে স্থাপন করিয়াছিলেন, সে স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তৃণাবর্ত্ত-ক্ষিপ্ত করকা দ্বারা আহত হইয়া, কেহ আপনাকে বা অন্য ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল না। প্রখর বাত্যা-চক্র হইতে এই রূপে পাংশু বর্ষণ হইতে থাকিলে, অবলা মাতা পুত্রের পদবী অনুসরণ করিলেন; কিন্তু দেখিতে না পাইয়া মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া অতিকরুণস্বরে শোক করিতে লাগিলেন। (অনন্তর) বায়ুর পাংশু-বর্ষণ–বেগ শান্ত হইলে, গোপীগণ তাঁহার ক্রন্দন-শব্দ শ্রবণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ-মুখে সেই স্থানে (আগমন করিয়া,) নন্দ-নন্দনকে না দেখিয়া, মনে মনে অত্যন্ত তাপিত হইয়া, রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

[১] মহাপুরুষ-ধ্যানের ন্যায় অন্যান্য মাঙ্গলিক কর্ম্ম।

তৃণাবর্ত্ত বাত্যারূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিতেছিল; ক্রমে তাহার বেগ শান্ত হইয়া আসিল। সে আকাশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া, প্রভূত ভারে আক্রান্ত হওয়াতে, আর গমন করিতে পারিল না। অত্যন্ত গুরুতাহেতু বালককে পর্ব্বত-তুল্য বোধ করিতে লাগিল। বালক তাহার গলদেশ ধারণ করিয়াছিলেন; অতএব সে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু তিনি অদ্‌ভুত বালক; ত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না। গলদেশে গৃহীত হওয়াতে, দৈত্যের অঙ্গ সকল নিশ্চেষ্ট হইল; এবং লোচনদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল। সে অস্পষ্ট শব্দ করিতে করিতে জীবন-শূন্য হইয়া ব্রজে পতিত হইল। স্ত্রীসকল একত্রিত হইয়া রোদন করিতেছিল; তাহারা দেখিতে পাইল সেই ভয়ানক রাক্ষস রুদ্র-বাণ-ছিন্ন পুরের ন্যায় শিলাতলে পতিত হইল; এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল। কৃষ্ণ তাহার বক্ষঃস্থল অবলম্বন করিয়াছিলেন। রমণীগণ তাঁহাকে লইয়া মাতাকে অর্পণ করিল, এবং বিস্মিত হইল। রাক্ষস বালককে আকাশপথে লইয়া গিয়াছিল; তথাপি তিনি মৃত্যু-মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন; কোন আঘাতই হইল না। গোপী এবং নন্দপ্রভৃতি গোপগণ তাঁহাকে এতাদৃশ অবস্থায় পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। (কহিতে লাগিলেন,) অহো, কি আশ্চর্য্য; রাক্ষস বালককে হত্যা করিয়াছিল; তথাপি এ পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া আসিল! অথবা, হিংস্র খল ব্যক্তি আপন পাপেই মরিয়া থাকে; সর্ব্ব প্রাণীকে সমান দর্শন করাতে সাধু (কিন্তু) বিপদ্ হইতে মুক্ত হন। আমরা কি তপস্যা করিয়াছিলাম;

বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলাম, সরোবরাদি খনন করিয়া দিয়া ছিলাম; দান করিয়াছিলাম; না প্রাণীদিগের প্রতি সখ্যভাব প্রদর্শন করিয়াছিলাম; যে তাহারই প্রভাবে বালক মৃত হইয়াও ভাগ্যক্রমে পুনর্ব্বার স্বজনদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিল?

নন্দ গোপ বৃহদ্বনে বারংবার আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার বসুদেব-বাক্য যথার্থ বোধ করিলেন।

একদা নন্দ-কামিনী স্নেহে অভিষিক্ত হইয়া বালককে ক্রোড়ে লইয়া দুগ্ধ-স্রাবি স্তন পান করাইতে ছিলেন। বালক প্রকৃষ্ট রূপে স্তন পান করিলে পর, জননী তাঁহার সুন্দর-হাস-শোভি মুখে চুম্বনাদি করিতেছিলেন; ইতিমধ্যে তিনি জৃম্ভণ করিলে, (যশোদা মুখমধ্যে) এই সকল দর্শন করিলেন;—আকাশ, অন্তরীক্ষ, জ্যোতির্ম্মণ্ডল, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সাগর, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, বন, এবং স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী। রাজন্! হঠাৎ বিশ্ব দর্শন করিয়া, তাঁহার কম্প উপস্থিত হইল। মৃগশাবাক্ষী আশ্চর্য্য হইয়া নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

শকটভঞ্জন ও তৃণাবর্ত্তবধনামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

বেদব্যাস-তনয় কহিলেন, রাজন্! যদুদিগের পুরোহিত সুমহাতপা গর্গ বসুদেবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নন্দের ব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (নন্দ) তাঁহাকে দর্শন করত সাতিশয় আনন্দিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গাত্রোত্থান এবং বিষ্ণু-বুদ্ধিতে প্রণাম করিয়া পূজা করিলেন। ঋষি আতিথ্য লাভ করত সুখে উপবেশন করিলে পর, (গোপ) মিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে আনন্দিত করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহৎ ব্যক্তিরা যে আপন আপন আশ্রম হইতে বহির্গত হন, সে কেবল দীনচেতা, গৃহী নরগণের মঙ্গল সাধন করিবার নিমিত্ত, কখন অন্যথা নহে। জ্যোতির্গণের গতি-রোধক যে জ্যোতিঃশাস্ত্রে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান জন্মে; আপনি সাক্ষাৎ সেই জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; মনুষ্য ঐ শাস্ত্র দ্বারা কার্য্য কারণ জানিতে পারে। আপনি বেদবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠও বটেন। (অতএব) এই দুইটী বালকের সংস্কার করা আপনার উচিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ কেবল জন্মহেতুই যাবতীয় মনুষ্যের গুরু।

গর্গ কহিলেন, আমি যদুদিগের আচার্য্য বলিয়া পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই খ্যাত আছি। যদি তোমার পুত্রের সংস্কার করি, তাহা হইলে (কংস) মনে করিবে, ইনি দেবকীর পুত্র। তোমার ও বসুদেবের যে পরস্পর সখ্য আছে, পাপমতি কংস তাহা

জ্ঞাত আছে; এবং "দেবকীর অষ্টম সন্ততি কখন কন্যা হইতে পারে না;" দেবকী-দুহিতার এই বাক্য তাহার মনে জাগরুক রহিয়াছে; অতএব, পাছে সে আশঙ্কা করিয়া বালক বিনাশ করে, তাহা হইলে আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হইয়া যাইবে।

নন্দ কহিলেন, আপনি এই গোব্রজে গোপনে কেবল স্বস্তিবাচনটী করিয়া দ্বিজাতি-যোগ্য সংস্কার-সকল সম্পাদন করুন; আপনাকে কেহই, অন্য কি, আমাদিগের আত্মীয় কুটুম্বেরাও, দেখিতে পাইবে না।

শুকদেব কহিলেন, বিপ্র নিজে ঐ কার্য্য করিতেই আগমন করিয়াছিলেন; (এক্ষণে) এইরূপে প্রার্থিত হইয়া গুপ্তভাবে নির্জ্জনে দুই বালকের নাম-করণ করিলেন। (কহিলেন,) এই রোহিণীর পুত্র গুণ দ্বারা আত্মীয়দিগকে আনন্দিত করিতেছেন; অতএব ইহাঁর "রাম" এই নাম হইবে। ইহাঁর বলও অধিক; এই কারণে ইহাঁকে বল বলিয়াও জানিবে। ইনি (পরস্পরকে শিক্ষা দিয়া) যদুদিগের মধ্যে মেল করিয়া দিবেন; এই নিমিত্ত ইহাঁকে সঙ্কর্ষণ বলিয়াও ডাকিবে।

তোমার পুত্রটী যুগে যুগে দেহ ধারণ করেন। পূর্ব্বে ইহাঁর বর্ণ তিনপ্রকার হইয়াছিল;—শুক্ল, রক্ত ও পীত। এক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন; (অতএব ইহাঁর একটী নাম কৃষ্ণ হইবে।) হে শ্রীমন্! তোমার এই পুত্র পূর্ব্বে কখন বসুদেবের পুত্র হইয়াছিলেন; অতএব পণ্ডিতেরা ইহাঁকে বাসুদেব বলিবেন। তোমার পুত্রের গুণ ও কর্ম্মের উপযুক্ত বিস্তর নাম এবং রূপ আছে। আমি সে সমুদায় জ্ঞাত নহি। লোকেও

জ্ঞাত নহে। হে গোপ! এই গোকুলনন্দন তোমাদিগের মঙ্গল সাধন করিবেন; ইহাঁর সাহায্যে তোমরা সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবে। হে ব্রজপতে! পূর্ব্বে দস্যুগণ সাধুদিগের উপর উৎপাত করে, এবং অরাজক উপস্থিত হয়। (সেই অবস্থায়) ইনি তাঁহাদিগকে রক্ষা করাতে, তাঁহারা বৃদ্ধি পাইয়া, দস্যুদিগকে জয় করেন। যে সকল মনুষ্য এই মহা-ভাগকে ভাল বাসেন, যেরূপ অসুরেরা বিষ্ণুর অনুচরদিগকে পরাজয় করিতে পারে না, সেইরূপ শত্রুগণ তাঁহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হয় না। নন্দ! তোমার এই পুত্র গুণগ্রাম, শ্রী, কীর্ত্তি ও প্রভাবে নারায়ণের তুল্য; তুমি সাবধান হইয়া ইহাঁকে পালন কর।

(মহারাজ!) এইপ্রকার আদেশ করিয়া গর্গ আপন গৃহে প্রস্থান করিলেন। নন্দ আনন্দিত হইয়া আপনাকে সমুদায় মঙ্গলে পরিপূর্ণ বোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে কাল গত হইতে লাগিল। রাম এবং কেশব গোকুলমধ্যে জানু ও হস্ত-দ্বয় দ্বারা বিচরণ করত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন তাঁহারা পাদযুগল আকর্ষণ করত বেগে বিচরণ করিতেন, তখন কিঙ্কিণী-জালের অতিশয় শব্দ হইত; তাঁহারা সেই শব্দে আনন্দিত হইতেন। যেন মুগ্ধ হইয়া (ইতস্ততঃ বিচরণকারী) ব্রজবাসীদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেন; আবার যেন চিনিতে পারিয়া, আপনাদিগের মাতার নিকট ফিরিয়া আসিতেন। স্নেহে তাঁহাদিগের জননীদ্বয়ের স্তন ক্ষরিত হইত। তাঁহারা পঙ্করূপ অঙ্গরাগে সুন্দরমূর্ত্তি তাঁহাদিগের দুই জনকে বাহুযুগল দ্বারা তুলিয়া লইয়া স্তন পান করাইতেন;

এবং মুগ্ধ হইয়া শোভিত, স্বল্পদশন মুখ অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইতেন। ক্রমে তাঁহাদিগের বালক্রীড়া রমণীদিগের দর্শনীয় হইয়া উঠিলে পর যখন তাঁহারা গোবৎসের পুচ্ছ ধারণ করিতেন, বৎস সকল তাঁহাদিগের দুই জনকে আকর্ষণ করিয়া ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়াইত; তখন ব্রজকামিনীরা তাঁহাদিগকে দর্শন করত হাস্য ও আনন্দ প্রকাশ করিত। যখন দুই জননী ক্রীড়ারত, অতি-চপল আপন দুই বালককে শৃঙ্গী, অগ্নি, দংষ্ট্রী, সর্প, জল, পক্ষী ও কণ্টকাদি হইতে রক্ষা; এবং গৃহকর্ম্ম; এক কালে এই উভয় সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতেন না, তখন তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ অতিশয় চঞ্চল হইত; (কি করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পরিতেন না।)

হে রাজর্ষে! রাম-কৃষ্ণ অল্প কালের মধ্যেই জানু-ঘর্ষণ ব্যতীত বলপূর্ব্বক পাদ দ্বারা বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়া উঠিলেন। তাহার পর ভগবান্ কৃষ্ণ রাম ও ব্রজ-বালকদিগের সহিত ব্রজ-মহিলাগণের আনন্দ উৎপাদন করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। গোপী সকল কৃষ্ণের মনোহর বাল-চাপল্য দর্শন করত আগমন করিয়া তাঁহার মাতাকে শুনাইয়া কহিতে লাগিল;—(তোমার এই বালক) কখন অসময়ে বৎসদিগকে মুক্ত করিয়া দেয়; (তাহাতে) কেহ তিরস্কার করিলে হাসিতে থাকে। চৌরের উপায় অবলম্বন করত স্বাদু দধি দুগ্ধ হরণ করিয়া ভক্ষণ করে। ভক্ষণ করিয়া বানরদিগকে ভাগ করিয়া দেয়। বানরেরা ভক্ষণ না করিলে, ভাণ্ড ভঙ্গ করে। দ্রব্য না পাইলে গৃহস্থের প্রতি কুপিত হইয়া, তাহাদিগের শিশুগণকে কাঁদাইয়া চলিয়া যায়। যদি হস্ত

প্রসারণ করিয়া না পায়, তাহা হইলে পীঠ ও উদূখলাদি দ্বারা উপায় রচনা করে। শিক্যস্থ ভাণ্ডের মধ্যে যে দধি-দুগ্ধাদি থাকে, তাহা গ্রহণ করিতে মন হইলে, সেই সকল ভাণ্ডে ছিদ্র করে; ছিদ্র করিতে বিলক্ষণ পটু। একে (ইহার) অঙ্গ স্বভাবতঃ সমুজ্বল; তাহাতে আবার তাহাতে মনিগণ সংলগ্ন আছে; যখন গোপী সকল গৃহকার্য্যে ব্যগ্র থাকে, তখন এ অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করত, আপনার উক্তপ্রকার অঙ্গকে প্রদীপ করিয়া, প্রয়োজন সাধন করে। এইরূপ বিবিধ-প্রকার দুষ্টতা করে। সুমার্জ্জিত গৃহে পুরীষ পরিত্যাগ করে। চৌরের উপায় অবলম্বন করত কার্য্য করে। তোমার নিকট যেন সাধুর ন্যায় রহিয়াছে।

রমণীগণ কৃষ্ণের সভয়-নয়ন-শোভি শ্রীমুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া, এইরূপ গুণ ব্যাখ্যা করিলে, যশোদা হাসিতে লাগি-লেন। তিরস্কার করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

একদা রাম-প্রভৃতি গোপবালকেরা ক্রীড়া করিতে করিতে আসিয়া মাতা (যশোদাকে) নিবেদন করিল, "কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে।" হিতৈষিণী যশোদা হস্তদ্বয় ধারণ করত ভয়-চকিত-লোচন পুত্রকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, রে দুর্বিনীত! নির্জনে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছিস্ কেন? এই সকল ব্রজবালক এবং তোর জ্যেষ্ঠ রামও বলিতেছে।

(কৃষ্ণ কহিলেন,) মা! আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই; ইহারা সকলেই মিথ্যা কহিতেছে। সকলের সমক্ষেই আমার মুখ দর্শন কর; (দেখ) ইহাদিগের বাক্য সত্য কি না। যশোদা কহিলেন, তবে মুখ ব্যাদান কর্।

ভগবান্ হরি ক্রীড়াচ্ছলে মানুষ-বালকের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য নষ্ট হয় নাই। তিনি ঐ কথা শ্রবণ করিয়া মুখ ব্যাদান করিলে পর, যশোদা তন্মধ্যে স্থাবর; জঙ্গম; অন্তরীক্ষ; দিক্; পর্ব্বত, সমুদ্র ও দ্বীপগণের সহিত ভূগোলক; বায়ু,[১] অগ্নি,[২] চন্দ্র ও তারকামণ্ডলের সহিত জ্যোতিশ্চক্র; জল; তেজ; আকাশ; স্বর্গ; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল; ইন্দ্রিয়বর্গ; মন; শব্দাদি বিষয়; এবং গুণত্রয়; ইত্যাদি সমুদায় বিশ্ব দর্শন করিলেন। পুত্রের বিদারিত-বদন দেহের মধ্যে এক কালেই, যাহাতে জীব,[৩] কাল,[৪] স্বভাব,[৫] কর্ম্ম ও কর্ম্মজন্য সংস্কার দ্বারা চরাচর শরীর সকলের ভেদ হইতেছে, সেই বচিত্র বিশ্ব, এবং (এক পার্শ্বে) ব্রজ, আর আপনাকে দর্শন করিয়া (নন্দ-গেহিনীর) শঙ্কা হইল। তিনি কহিতে লাগিলেন, এ কি স্বপ্ন, না দৈবী মায়া? না আমার বুদ্ধির ব্যামোহ? অথবা আমার এই শিশু সন্তানেরই কোন স্বাভাবিক নিজ ঐশ্বর্য্য? (আমার পুত্রের ঐশ্বর্য্যই বটে।) অতএব চিত্ত, মন, কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা যে পদের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না; আর, (জগৎ) যে পদ আশ্রয় করিয়া আছে, এবং যে পদ দ্বারা, ও যে পদ হইতে, প্রকাশ পাইতেছে, আমি সেই নিরতিশয় দুর্ব্বোধ পদকে নমস্কার করি। আমি (যশোদা-নাম্নী গোপী;) এই (নন্দগোপ) আমার পতি; এই (কৃষ্ণ) আমার পুত্র; আমি ব্রজেশ্বরের যাবতীয় সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী;

---

১ প্রবহমান। ২ বিদ্যুৎ হইতে উৎপন্ন।
৩ গুণের ক্ষোভ সাধক। ৪ পরিণামহেতু। ৫ জন্মহেতু।

এবং এই গোপী, গোপ ও গোধন, সমস্তই আমার; এই সকল কুমতি যাঁহার মায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই আমার গতি হউন।

গোপিকা এইরূপ তত্ত্ব অবগত হইলে পর, সেই ঈশ্বর (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহার প্রতি পুত্র-স্নেহ-রূপিণী বৈষ্ণবী মায়া প্রয়োগ করিলেন। অমনি গোপীর আত্মজ্ঞান নষ্ট হইল। তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া হৃদয়মধ্যে স্থাপন করত, পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহে অচেতন হইলেন। বেদ, উপনিষদ্, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র, এবং ভক্তগণ[১] যে হরির মাহাত্ম্য গান করেন, যশোদা তাঁহাকে আপন পুত্র মনে করিলেন!

বিষ্ণুদত্ত (পরীক্ষিৎ) কহিলেন, ব্রহ্মন্! নন্দ, এবং হরি যাঁহার স্তন পান করিয়াছিলেন, সেই যশোদাই বা এরূপ কি মহা-ফলোৎপাদক মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যে, পণ্ডিতেরা কৃষ্ণের যে লোকের পাপনাশক উদার-বাল্য-লীলা অদ্যাপিও গান করিয়া থাকেন, কৃষ্ণের মাতা পিতা (বসুদেব দেবকীও) তাহা দর্শন করিতে পান নাই?

ব্যাসনন্দন কহিলেন, বসুগণের প্রধান দ্রোণনামক বসু ধরানাম্নী ভার্য্যার সহিত ব্রহ্মার আদেশসকল[২] প্রতিপালন করিতে উদ্যুক্ত হইয়া তাঁহাকে কহেন, আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে পর, লোক যে ভক্তি দ্বারা দুর্গতি হইতে উদ্ধার পায়, বিশ্বেশ্বর হরিতে আমাদিগের যেন সেই পরম

---

১ বেদে ইন্দ্র, উপনিষদে ব্রহ্ম, সাংখ্যে পুরুষ এবং যোগশাস্ত্রে পরমাত্মা বলিয়া হরির মাহাত্ম্য গীত হইয়া থাকে। আর, ভক্তগণ ভগবান্ বলিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য গান করেন।

২ গোপালনাদিরূপ।

ভক্তি হয়। ব্রহ্মা কহেন, "তথাস্তু"। এই কথা পাইয়া সেই দ্রোণ ব্রজে মহাযশাঃ নন্দ, আর সেই ধরা যশোদা নামে, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে ভরতনন্দন! সেই হেতু যাবতীয় গোপগোপীর মধ্যে ঐ দম্পতীরই পুত্ররূপী ভগবান্ জনার্দ্দনে অধিকতর ভক্তি হইয়াছিল।

বিভু কৃষ্ণ ব্রহ্মার আজ্ঞা সত্য করিবার নিমিত্ত, রামের সহিত ব্রজে বাস করিয়া, আপন লীলা দ্বারা তাঁহাদিগের দুই জনের আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন।

বাল্যলীলা নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

বেদব্যাস-তনয় কহিলেন, একদা গৃহের দাসী সকল কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকাতে, নন্দ-গেহিনী যশোদা আপনি দধি মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি এইমাত্র কৃষ্ণের যে যে বাল-চরিত কীর্ত্তন করিয়াছি, স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে, গোপী দধি-মন্থন-সময়ে সেই সকল গান করিতে লাগিলেন। সুভ্রু কটিদেশে সূত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া ক্ষৌম বসন পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার কুচযুগল কম্পিত এবং পুত্রস্নেহ হেতু তাহা হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত, হইতেছিল। রজ্জুর আকর্ষণ হেতু ক্লান্ত বাহুযুগলে কঙ্কণ, এবং (কর্ণে) কুণ্ডলদ্বয় দুলিতেছিল; বদন ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল; আর, কবরী হইতে মালতী ভ্রষ্ট হইতেছিল।

জননী (এই বেশে) দধি-মন্থন করিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে হরি স্তন পান করিতে অভিলাষী হইয়া, তাঁহার নিকট আগমন করত মন্থানদণ্ড ধারণ করিয়া তাঁহাকে মন্থন করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাতে তাঁহার আনন্দ জন্মিল। তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া, তাঁহার হাস্য বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে, স্নেহ বশতঃ দুগ্ধস্রাবি স্তন পান করাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চুল্লীর উপর যে দুগ্ধ রক্ষিত হইয়াছিল, (অতিতাপ হেতু) তাহা উচ্ছলিত হইয়া পড়িল। (তদ্দর্শনে যশোদা) কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া বেগে গমন করিলেন। স্তন পান করিয়া কৃষ্ণের তখনও তৃপ্তি হয় নাই। (অতএব) কুপিত হইলেন। দন্ত দ্বারা স্ফুরিত রক্তবর্ণ ওষ্ঠ দংশন করিয়া, তিনি কপট ক্রন্দন করিতে করিতে শিলাপুত্র[১] দ্বারা দধিভাণ্ড ভঙ্গ করিয়া (অবশেষে গৃহ-মধ্যে) প্রবেশ করত নির্জ্জনে নবনীত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। গোপী সুতপ্ত দুগ্ধ অবরোহণ করাইয়া, পুনর্ব্বার (দধি-মন্থন-স্থানে) প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দধিপাত্র ভগ্ন হইয়াছে। কৃষ্ণকেও সেই স্থানে দেখিতে পাইলেন না। অতএব নিজ পুত্রেরই কার্য্য নিশ্চয় করিয়া হাস্য করিলেন। (পরে গৃহের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন,) কৃষ্ণ উদূখল উলটাইয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া শিক্যস্থ নবনীত বানরকে দান করিতেছেন। চৌরকর্ম্ম করিতেছেন বলিয়া তাঁহার নয়ন চকিত হইয়াছে।

যশোদা দর্শন করিয়া মৃদুপদসঞ্চারে পুত্রের পশ্চাৎ ভাগে

১ নো'ড়া॥ বাং।

গিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ দেখিলেন, মাতা যষ্টি লইয়া উপস্থিত; অমনি যেন ভীত হইয়া, উদূখল হইতে অবরোহণ করিয়া, পলায়ন করিতে লাগিলেন। যোগীদিগের মন তপস্যা দ্বারা তদাকারে পরিণত, এবং প্রবেশ করিবার যোগ্য। তাহাও যাঁহাকে প্রাপ্ত হয় নাই, সুমধ্যমা যশোদা তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। বিচলিত বিশাল শ্রোণির ভারে তাঁহার গতি রোধ হইতে লাগিল। বেগবশে কম্পমান কেশবন্ধ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুষ্পসকল পুরোভাগে পড়িতে লাগিল; তিনি সেই সকল পুষ্পের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। জননী (এই ভাবে) অনুগমন করিয়া কৃষ্ণকে ধারণ করিলেন। দেখিলেন, অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কৃষ্ণ ক্রন্দন করিতেছেন। তিনি আপন হস্তে চক্ষুর্দ্বয় মর্দ্দন করিতেছেন; তাহাতে দুই চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে অঞ্জন লিপ্ত হইয়াছে। আর, চক্ষু ভয়ে বিহ্বল হইয়াছে। (অতএব জননী) হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া ভয় প্রদর্শন করত ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।[১] পুত্রের ভয় হইয়াছে, দেখিয়া পুত্রবৎসলা যষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে বন্ধন করিতে উদ্যোগ করিলেন। তিনি তাঁহার বীর্য্য জ্ঞাত ছিলেন না। যাঁহার অভ্যন্তর নাই, বাহ্য নাই, পূর্ব্ব নাই, পর নাই; যিনি জগতের পূর্ব্ব, পর ও বাহ্য; এবং যিনি জগন্ময়; গোপিকা অর্ভকরূপ ধারী সেই অব্যক্ত অধোক্ষজকে পুত্র মনে করিয়া সামান্য পুত্রের ন্যায় রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলেন! গোপিকা আপনার অপরাধী পুত্রকে যে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতেছিলেন, সেই রজ্জু

---

১ পুত্রের ভয় হইয়াছে দেখিয়া আর প্রহার করিলেন না।

দুই অঙ্গুল ন্যূন হইয়া পড়িল। (তদ্দর্শনে) তিনি তাহাতে অপর রজ্জু যোগ করিলেন। তাহাও যখন সেই পরিমাণে ন্যূন হইল, তখন তিনি তাহাতে আর এক রজ্জু বন্ধন করিলেন। তাহাও দুই অঙ্গুল ন্যূন হইল। অতএব তাহাতে বন্ধন করা হইল না। এই রূপে আপনার এবং গোপীগণের গৃহেও যাবতীয় রজ্জু ছিল, সমুদায় যোগ করিয়াও যখন বন্ধন করিতে পারিলেন না, তখন আশ্চর্য্য হইয়া লজ্জিত হইলেন; গোপীদিগেরও সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল। (বন্ধনপ্রয়াস হেতু) যশোদার গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; এবং কবরী হইতে মালা স্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কৃষ্ণ আপন জননীর পরিশ্রম দর্শন করত কৃপা করিয়া আপনি বদ্ধ হইলেন। হে পরীক্ষিৎ! হরি আত্মবশই বটেন; এবং, ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় পদার্থ তাঁহারই বশবর্ত্তী বটে; তথাপি, তিনি যে ভক্তের বশ, তাহা এই রূপে প্রদর্শন করিলেন। মুক্তিপ্রদ কৃষ্ণ হইতে গোপী যে প্রসাদ লাভ করিলেন, বিরিঞ্চি, হর বা অঙ্গাশ্রয়িণী লক্ষ্মীও তাহা প্রাপ্ত হন নাই। গোপিকা-নন্দন ভগবান্ এই পৃথিবীতে ভক্ত জনের যেরূপ সুলভ, আত্মভূত জ্ঞানীদিগেরও সেরূপ সুলভ নহেন।

(যাহা হউক) জননী গৃহকার্য্যে ব্যগ্র হইলে, দুইটী অর্জ্জুন-বৃক্ষের দিকে কৃষ্ণের দৃষ্টি পড়িল। ঐ দুই বৃক্ষ পূর্ব্বজন্মে কুবেরের দুই পুত্র ছিল। গর্ব্বিত হওয়াতে নারদের শাপহেতু বৃক্ষ হয়। নলকূবর ও মণিগ্রীব, তাহারা এই দুই নামে বিখ্যাত, এবং শ্রীমান্ ছিল।

কৃষ্ণের বন্ধন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

পরীক্ষিৎ কহিলেন, ভগবন্! সেই দুই ব্যক্তির এই শাপের কারণ উল্লেখ করুন। যে গর্হিত কর্ম্মে দেবর্ষির কোপ জন্মিয়াছিল, তাহাও বলুন।

শুক কহিলেন, কুবেরের দুই অতিগর্ব্বিত মদমত্ত তনয় রুদ্রের অনুচর হইয়া কৈলাস পর্ব্বতের মনোরম, পুষ্পিত উপবনে, এবং মন্দাকিনীতে, বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। বারুণী পান করাতে, তাহাদিগের চক্ষু মদে (নিরন্তর) ঘূর্ণিত থাকিত। তাহারা রমণীগণ সঙ্গে লইয়া গান করিত।

(এক দিন) তাহারা গঙ্গার পদ্মবন-শোভিত জলে অবগাহন করিয়া, যেরূপ করী করিণীদিগের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ যুবতীদিগের সহিত বিহার করিতে আরম্ভ করিল। হে কৌরব! এই সময় ভগবান্ দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে দর্শন করিয়া ক্ষিপ্ত বোধ করিলেন; কারণ, বিবস্ত্র গন্ধর্ব্বমহিলা সকল তাঁহাকে দর্শন করিয়া, পাছে শাপ দেন, এই ভয়ে অস্তে ব্যস্তে বস্ত্র পরিধান করিল; কিন্তু দুই গন্ধর্ব্ব সেরূপ করিল না; তাহারাও ঐপ্রকার উলঙ্গ ছিল। কুবেরের দুই পুত্র মদিরায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাদিগের চক্ষু ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ হইয়াছে, দেখিয়া (নারদ) কৃপা করিবার নিমিত্ত শাপ দিতে ইচ্ছা

করিয়া, এই কথা কহিলেন ;—ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব ভিন্ন, কি আভি-জাত্যাদি, কি রজোগুণের কার্য্য (হাস্যাদি,) অন্য কিছুতেই অভীষ্ট-বিষয়-ভোজী ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভ্রংশ করিতে পারে না। ঐশ্বর্য্য-মদে স্ত্রী, দ্যূত এবং মদ্য, (তিনই) আছে। ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব হওয়াতেই, অজিতাত্মা নির্দ্দয় ব্যক্তি সকল নশ্বর দেহকে অজর ও অমর বিবেচনা করিয়া পশুহত্যা করে। দেহ যদি রাজা নামেও জানিত হয়, তাহা হইলেও চরমে কৃমি,[১] বিষ্ঠা,[২] বা ভস্ম[৩] নাম প্রাপ্ত হইবে ; যে ব্যক্তি সেই দেহের নিমিত্ত প্রাণিহিংসা করে, সে কি আপনার প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়াছে ? দেহ কি অন্নদাতার ? না বীজসেক্তার ? না মাতার ? না মাতামহের ? না ক্রেতার ? না বলী ব্যক্তির ? না অগ্নির ? না কুক্কুরের ? যখন এইরূপ সন্দেহ, তখন ত দেহ সাধারণের ; অব্যক্ত বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার সেই অব্যক্ত বস্তুতেই লীন হইবে। অসৎ ব্যতীত, কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই দেহকে আত্মা ভাবিয়া প্রাণিহত্যা করিতে যাইবেন ? ঐশ্বর্য্যমদে যাঁহাদিগের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, দরিদ্রতাই তাহাদিগের উৎকৃষ্ট অঞ্জন।[৪] দরিদ্র আপনার সহিত তুলনা করিয়া সকল ব্যক্তিকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। যাঁহার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে, তিনি (মুখম্লান্যাদি) চিহ্ন দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, সকল ব্যক্তিরই দুঃখ সমান। অন্যে সেই ব্যথা পায়, তাহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। কিন্তু

১ যদি অমনি পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কৃমিতে পরিণত হয়।
২ কুক্কুরাদি কর্তৃক ভক্ষিত হইলে বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়।
৩ দগ্ধ হইলে ভস্ম হয়।
৪ অঞ্জন চক্ষুরোগের ঔষধ।

যাহার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই, তিনি সেরূপ করিতে পারেন না। যিনি দরিদ্র হন, তাঁহার "আমি" ও "আমার" এইরূপ গর্ব্ব দূর হয়। তিনি ইহ লোকে যাবতীয় গর্ব্ব হইতেই মুক্ত। যদৃচ্ছাক্রমে যে কষ্ট ভোগ করেন, সেই তাঁহার পরম তপস্যা। অন্নপ্রয়াসী দরিদ্রের দেহ ক্ষুধায় প্রত্যহ ক্ষীণ হইয়া আইসে; (সুতরাং) ইন্দ্রিয় সকল শুষ্ক হয়, এবং তৃষ্ণাও নিবৃত্তি পায়। সমদর্শী সাধুগণ দরিদ্রেরই সাহচর্য্য করেন। সাধুসঙ্গ পাইয়া দরিদ্র তৃষ্ণা পরিত্যাগ করেন; তাহার পর শীঘ্র সিদ্ধ হন। সমচিত্ত, মুকুন্দচরণাকাঙ্ক্ষী সাধু সকল ধন-গর্ব্বিত অসদাশ্রয় অসাধু লইয়া কি করিবেন? তাহারা ত তাঁহাদিগের উপেক্ষার পাত্র। অতএব আমি বারুণীমত্ত, ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে অন্ধীকৃত, স্ত্রৈণ্য, অজিতাত্মা এই দুই (গন্ধর্ব্বের) অজ্ঞানকৃত অহঙ্কার নাশ করিব। ইহারা লোকপালের পুত্র; কিন্তু অজ্ঞানে এমন ব্যাপ্ত হইয়াছে, এবং ইহাদিগের গর্ব্ব এমনই দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে যে, আপনারা যে উলঙ্গ হইয়া রহিয়াছে, ইহাদিগের সে জ্ঞানই নাই। সুতরাং ইহারা স্থাবর হইবার যোগ্য। স্থাবর হইলেও, ইহাদিগের স্মৃতি আমার প্রসাদে ও অনুগ্রহে নষ্ট না হউক। স্মৃতি নষ্ট না হইলে, ইহারা আর এরূপ হইতে পারিবে না।[১] এক শত দিব্য বৎসর অতীত হইলে, ইহারা বাসুদেবের সান্নিধ্য লাভ করত, পুনর্ব্বার স্বর্গে আসিয়া তদ্বিষয়িণী ভক্তি প্রাপ্ত হইবে।

শুকদেব কহিলেন, দেবর্ষি এই কথা কহিয়া নারায়ণধামে গমন করিলেন। নলকূবর ও মণিগ্রীব দুই যমলার্জ্জুন হইলেন।

১ কারণ, ভয় থাকিবে।

হরি ভাগবত-প্রধান ঋষির বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত, যে স্থানে ঐ দুই যমলার্জ্জুন ছিল, অল্পে অল্পে সেই স্থানে গমন করিলেন। "দেবর্ষি আমার প্রিয়তম; সেই দুই যমলার্জ্জুনও এই; অতএব, মহাত্মা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পাদন করিব;" এই মনে করিয়া কৃষ্ণ যমজ সেই দুই যমলার্জ্জুনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি স্বয়ং প্রবেশ করিবার পরেই উদূখলটা উলটাইয়া পড়িল। তাঁহার উদরে রজ্জু বন্ধ ছিল; সুতরাং উদূখল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল। তিনি বলপূর্ব্বক সেই উদূখল আকর্ষণ করিয়া, দুই বৃক্ষের মূল-বন্ধ উৎপাটন করিলেন। কৃষ্ণের বিক্রমে ঐ বৃক্ষদ্বয়ের স্কন্ধ, পত্র ও শাখাসমূহে সাতিশয় কম্প উপস্থিত হইল। ভয়ানক শব্দ করিয়া দুইটীই পতিত হইল।

(মহারাজ!) ঐ দুই বৃক্ষ হইতে অগ্নির ন্যায় দুই সিদ্ধ পুরুষ বহির্গত হইলেন; এবং উৎকৃষ্ট কান্তি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল বিকশিত করিয়া, নিকটে উপস্থিত হইয়া, মস্তক দ্বারা অখিল-লোক-নাথ কৃষ্ণকে প্রণাম করত, অঞ্জলি-বিরচনপূর্ব্বক নম্র হইয়া এই কথা কহিতে লাগিলেন;—হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! আপনি আদ্য, শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ব্রহ্ম। ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই বিশ্ব আপনার রূপ। একমাত্র আপনি সর্ব্বভূতের দেহ, প্রাণ, আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর। আপনি অব্যয়, ঈশ্বর, ভগবান্ বিষ্ণু; অতএব আপনিই কাল। রজঃ-সত্ত্ব-ও-তমোগুণময়ী প্রকৃতিও আপনি। মহান্‌ও আপনি। সর্ব্ব ক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যক্ষ পুরুষও আপনি। পরিদৃশ্যমান প্রাকৃত-গুণ-বিকার দ্বারা আপনি গ্রাহ্য নহেন; (জীবাদির) উৎপত্তির

পূর্ব্ব হইতে আপনার সত্ত্বা রহিয়াছে; অতএব দেহাদিতে আবৃত কোন্ জীব আপনাকে জানিতে পারিবে? আপনি ভগবান্, বাসুদেব, বিধাতা, ব্রহ্ম। আপনাকে নমস্কার করি। যে সকল গুণ আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়, সেই সকল গুণ আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। আপনার শরীর নাই বটে; কিন্তু যে সকল অতুল-আতিশয্য-সম্পন্ন বীর্য্য দেহীর পক্ষে অসম্ভব, সেই সকল বীর্য্য দর্শন করিয়া শরীরীদিগের মধ্যে আপনার অবতার জানিতে পারা যায়।[১] সমুদায়ের অধিপতি সেই আপনি, সর্ব্ব-লোকের উন্নতি ও বিভবের নিমিত্ত, এক্ষণে পুর্ণভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হে পরম-কল্যাণ! হে বিশ্বমঙ্গল! আপনাকে নমস্কার। আপনি বাসুদেব, শান্ত ও যদুপতি; আপনাকে নমস্কার। হে ভূমন্! আমরা আপনার অনুচরের ভৃত্য। ঋষির অনুগ্রহে আপনার দর্শন পাইলাম। আমাদিগের বাক্য আপনার গুণানুকথনে, কর্ণদ্বয় আপনার কথায়, হস্তযুগল আপনার সেবায়, মন আপনার দুই-চরণ-চিন্তনে, মস্তক আপনার আবাসভূত জগতের প্রণামে, এবং দৃষ্টি আপনার মূর্ত্তিভূত সাধুদিগের দর্শনে, যেন নিযুক্ত থাকে।

শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ গোকুলেশ্বর রজ্জু দ্বারা উদূখলে বদ্ধ ছিলেন; দুই গুহ্যক এই প্রকারে তাঁহার স্তব করিলে পর, হাস্যমুখে তাঁহাদিগের দুই ব্যক্তিকে কহিলেন, ঐশ্বর্য্য-মদে অন্ধীকৃত তোমাদিগের দুই ব্যক্তির প্রতি দয়ালু-

---

১ রাম কৃষ্ণাদির বীর্য্য সাধারণতঃ সকল দেহীর বীর্য্য হইতে অতিশয়; সুতরাং তাঁহারা প্রাকৃত দেহী নহেন; ভগবান্।

চেতাঃ ঋষি যে অধঃপাতনরূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্বেই তাহা জানিয়াছিলাম। যেরূপ সূর্য্যকে অবলোকন করিলে পুরুষের চক্ষুর বন্ধন থাকে না, সেইরূপ, যাঁহারা স্বধর্ম্মবর্ত্তী ও আত্মবেত্তা, সুতরাং যাঁহারা আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে আর সংসার-বন্ধন থাকিতে পারে না। অতএব, হে নলকূবর! তোমরা দুই জনে গৃহে গমন কর। আমার প্রিয় পাত্র হইলে। যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলে, আমাতে তোমাদিগের সেই প্রীতি জন্মিয়াছে; ইহা হইলে আর উৎপত্তি হয় না।

শুকদেব কহিলেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া দুই গন্ধর্ব্ব উদূখল-বদ্ধ কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ, পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও আমন্ত্রণ করিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন।

যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

বেদব্যাস-তনয় কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! পতনকালীন বৃক্ষ-যুগলের শব্দ শ্রবণ করত, বজ্রপাত হইল, এই আশঙ্কা করিয়া নন্দপ্রভৃতি গোপ সকল সেই স্থানে আগমন করিলেন। দেখিলেন, দুইটা যমলার্জ্জুন ভূমিতে পতিত হইয়া আছে। পতনের কারণ, উদূখলাকর্ষণকারী, রজ্জু-বদ্ধ নিজবালক সম্মুখে রহিয়াছিলেন; তথাপি তাঁহারা কারণ স্থির করিতে না পারিয়া, "এ কাহার কর্ম্ম?" "কি কারণ হইতে হইল?" "কি আশ্চর্য্য!" (এইরূপ কহিতে কহিতে,) উৎপাত মনে

করত ভীত হইয়া, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বালকেরা কহিল, কৃষ্ণ মধ্যভাগে প্রবেশ করত, বক্রীভূত উদূখল আকর্ষণ করিয়া, এই দুই বৃক্ষ ভগ্ন করিয়াছে। (কেবল এই নহে;) আমরা এই দুই বৃক্ষ হইতে দুই দিব্য পুরুষকেও (বহির্গত হইতে) দর্শন করিয়াছি।

বালক কৃষ্ণ সেই দুই বৃক্ষ উৎপাটন করিয়াছেন, ইহা সম্ভব হইতে পারে না, বলিয়া গোপগণ বালকদিগের কথায় বিশ্বাস করিল না। কাহারো কাহারো বা মনে, ("হইলেও হইতে পারে," এইরূপ) সন্দেহ হইল। নন্দ তাঁহার পুত্রকে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া উদূখল আকর্ষণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতে দেখিয়া হাস্য করত তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

বালক ভগবান্, কখন গোপীগণ কর্ত্তৃক (করতালাদি দ্বারা) প্রোৎসাহিত হইয়া নৃত্য করিতেন; কখন বা মুগ্ধভাবে দারুযন্ত্রের ন্যায় তাঁহাদিগের বশীভূত হইয়া গান করিতেন। "ঐ বস্তুটা আনয়ন কর" এইরূপ আজ্ঞা পাইলে (যেন আনিতে সামর্থ্য নাই, এই ভাব প্রকাশ করিয়া) পীঠ-উত্থাপন বা পাদুকাদি-ধারণ মাত্র করিতেন; না হয়, আত্মীয়দিগের হর্ষ উৎপাদন করত, (কেবল) হস্ত প্রসারণ করিতেন। যাঁহারা জানিতেন, বিধাতা ঈশ্বর এই রূপে তাঁহাদিগকে, তিনি যে ভৃত্যের বশীভূত, তাহা প্রদর্শন করিয়া বাল্য লীলা দ্বারা ব্রজের আনন্দ উৎপাদন করিতেন।

(একদা) "ফল ক্রয় করিবে" এই শব্দ শ্রবণ করিয়া সর্ব্বফলদাতা ফলার্থী হইয়া ধান্য গ্রহণ করত শীঘ্র গমন করিলেন। হস্ত হইতে ধান্য পড়িতে পড়িতে চলিল। ফল-

বিক্রয়িণী তাঁহার সেই দুই হস্ত যেমন ফলে পরিপূর্ণ করিয়া দিল, অমনি তাহার ভাণ্ড বিবিধ রত্নে পূর্ণ হইল।

(সে যাহা হউক্) কৃষ্ণ অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয় ভগ্ন করিবার পর এক দিন নদীর তীরে গমন করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বে যশোদা তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পুত্রদ্বয় ক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন, যখন তাঁহার আহ্বান শব্দ শুনিয়া আগমন করিলেন না, তখন পুত্রবৎসলা রোহিণী যশোদাকে প্রেরণ করিলেন। পুত্র অগ্রজ ও বালকদিগের সহিত বেলা অতিক্রম করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, দেখিয়া পুত্রস্নেহহেতু যশোদার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল। তিনি ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন, রে কৃষ্ণ! রে অরবিন্দনয়ন! রে বৎস! আয়, স্তন পান কর; আর ক্রীড়ায় কাজ নাই; ক্ষুধায় শ্রান্ত হইয়াছিস; ভোজন করিবি চল। বৎস, কুলনন্দন রাম! কনিষ্ঠকে লইয়া শীঘ্র আয়। কৃষ্ণ! কোন্ প্রাতঃকালে ভোজন করিয়া আসিয়াছিস্। (দেখিতেছি) ক্রীড়া করিয়া শ্রান্ত হইয়াছিস্। ব্রজপতি নন্দ ভোজন করিতে বসিয়া তোদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আয়, আমাদিগের অভীষ্ট সাধন করিবি। বালকগণ! তোরা আপন আপন গৃহে গমন কর। বৎস! তোর অঙ্গ ধূলায় ধূষরিত হইয়াছে; স্নান করিবি আয়। আজ তোর জন্মনক্ষত্র; পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে গো দান করিবি চল। দেখ, তোর বয়স্যদিগকে দেখ; উহাদিগের জননীরা উহাদিগকে স্নান করাইয়া উত্তম রূপে অলঙ্কৃত করিয়া দিয়াছে। তুইও স্নান করিয়া সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া এবং আহার করিয়া, ক্রীড়া করিবি।

রাজন্‌! স্নেহ-নিবদ্ধ-বুদ্ধি যশোদা অশেষ-শেখর অচ্যুতকে এই রূপে পুত্র মনে করিয়া হস্ত ধারণ করত রামের সহিত নিজগৃহে আনিয়া অবশেষে মাঙ্গল্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিলেন।

বৃহদ্বনমধ্যে অশেষ মহোৎপাত ঘটিয়া উঠিল, বুঝিতে পারিয়া নন্দপ্রভৃতি বৃদ্ধ গোপ সকল সভা করিয়া, কি কার্য্য করিলে গোকুলের মঙ্গল হইবে, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সভায় জ্ঞানে ও বয়সে বৃদ্ধ; দেশ, কাল ও কার্য্যের তত্বজ্ঞ; এবং রাম কৃষ্ণের মঙ্গল-সাধক উপনন্দ নামে গোপ কহিল, যদি গোকুলের হিত সাধন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাদিগের এই বন হইতে উঠিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। এই স্থানে ব্রজের নাশের হেতুভূত নানা মহা মহা উৎপাত ঘটিতেছে। এই বালক বালঘ্নী রাক্ষসীর হস্ত হইতে দৈবক্রমে মুক্তি পাইয়াছে। শকট যে ইহার উপর পতিত হয় নাই, সে নিশ্চয়ই হরির অনুগ্রহ। চক্রবাতরূপী দৈত্য ইহাকে আকাশমার্গে লইয়া বিপদে ফেলিয়াছিল; এ সেই শিলা তলে পতিত হয়; কেবল সুরেশ্বর ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন। বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এ বা অন্য কোন বালক যে মরে নাই, সে স্থলে কেবল নারায়ণ রক্ষা করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত ঔৎপাতিক অমঙ্গল ব্রজকে আক্রমণ না করে, তাহার মধ্যে, চল, আমরা বালকদিগকে লইয়া অনুচর সমভিব্যাহারে এ স্থান হইতে চলিয়া যাই। বৃন্দাবন নামে এক পবিত্র এবং পর্ব্বত, তৃণ ও লতায় সমাকীর্ণ বন আছে; তাহাতে নূতন নূতন অবান্তর বন সকল জন্মিয়াছে; পশুগণ তথায় সচ্ছন্দে চরিতে

পারিবে। গোপ, গোপী এবং গোগণও সুখে বসতি করিবে। যদি তোমাদিগের অভিরুচি হয়, তাহা হইলে, চল, অদ্যই সেই বনে যাওয়া যাউক্। শকট সকল যোজনা কর। বিলম্ব করিও না। গোধন অগ্রে অগ্রে চলুক।

এই কথা শ্রবণ করিয়া যাবতীয় গোপ একমত হইয়া "সাধু" "সাধু" বলিয়া আপন আপন শকটসমূহ যোজনা এবং তাহার উপর পরিচ্ছদ সকল স্থাপন, করত যাত্রা করিল। রাজন্! গোপ সকল অতি-প্রযত্ন-সহকারে শকটের উপর সমুদায় উপকরণ এবং বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীদিগকে আরোহণ করাইয়া, অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করত গোধন অগ্রে করিয়া শৃঙ্গ সকল বাদন ও তূর্য্যের শব্দ করিতে করিতে পুরোহিত সমভি-ব্যাহারে চারি দিক্ হইতে যাত্রা করিল। কুচ-সম্পৃক্ত কুঙ্কুম দ্বারা কান্তি-শালিনী, পদককণ্ঠী, সুন্দর-বসন বেষ্টিতা গোপী সকল রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণলীলা গান করিতে লাগিল। যশোদা এবং রোহিণীও এক রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণ-রামের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন; কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে তাঁহাদিগের ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল।

বৃন্দাবন সর্ব্ব কালেই সুখপ্রদান করিত; (গোপ সকল) প্রবেশ করিয়া শকট-পুঞ্জ দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করত সেই স্থানে গোকুলের বাসস্থান করিল। রাজন্! বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও যমুনাপুলিন দর্শন করিয়া রাম-কৃষ্ণের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল।

রাম-কৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে বাল্যলীলা এবং মধুর বাক্যে ব্রজবাসীদিগের আনন্দ উৎপাদন, করত, উপযুক্ত বয়স্ হইলে,

গো-চারণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। নানা ক্রীড়া এবং নানা পরিচ্ছদ ধারণ, করিয়া গোপালবালকদিগের সহিত বৃন্দাবনের সন্নিকটে বৎস চারণ করিতে লাগিলেন। কখন বেণু বাদন করেন; কখন (বিল্ব ও আমলক ফলাদিকে) ক্ষেপণ[১] করিয়া উৎক্ষেপণ করেন; কখন কিঙ্কিণীযুক্ত পাদ দ্বারা (ভূমি) তাড়ন করেন; কখন বৃষ হইয়া বৃষের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে কৃত্রিম বৃষ[২]দিগের সহিত পরস্পর যুদ্ধ করেন; কখন বা শব্দ দ্বারা বিবিধ জন্তুর অনুকরণ করেন। এই রূপে সামান্য বালকের ন্যায় দুই জনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এক দিন কৃষ্ণ ও বলদেব বয়স্যদিগের সহিত যমুনাতীরে আপন আপন বৎস সকল চারণ করিতেছেন, এই সময় তাঁহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত দৈত্য আগমন করিল। হরি সেই দৈত্যকে বৎস-রূপ ধারণ করত বৎসগণের মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া বলদেবকে দেখাইলেন; এবং, যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে অল্পে অল্পে তাহার নিকটে গমন করিলেন। অচ্যুত পশ্চাৎ ভাগের দুই পদের সহিত তাহাকে ধারণ করত ভ্রমণ করাইয়া কপিত্থবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে সংহার করিলেন; কপিত্থ সকল বৃহৎ শরীরের ভরে ভগ্ন হইল; অসুর সেই সকল বৃক্ষের সহিত পতিত হইল। বালকেরা তাহাকে দর্শন করিয়া "সাধু" "সাধু" বলিয়া উঠিল; এবং দেবগণ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্পরাশি বর্ষণ করিলেন।

---

১ লাটিম।

২ বৎসদিগের গাত্রে কম্বলাদি বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে বৃষ করিলেন।

সর্ব্বলোকের মুখ্য পালক রাম কৃষ্ণ গোপাল হইয়া প্রাতঃ-কালের ভোজ্যসামগ্রী সঙ্গে লইয়া গোবৎস সকল চারণ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। এক দিন সকল গোপাল আপন আপন বৎসদিগকে জল পান করাইবার নিমিত্ত জলাশয়ের নিকটে গমন করিয়া জল পান করাইয়া আপ-নারাও পান করিল। তাহারা দেখিল, সেই স্থানে বজ্র-ভগ্ন, ভূমিপতিত গিরিকূটের ন্যায় এক বৃহৎ প্রাণী উপবেশন করিয়া আছে। সে এক মহান্ অসুর; বকরূপ ধারণ করিয়া-ছিল। তীক্ষ্ণ-তুণ্ড, বলবান্ সেই বক বেগে আগমন করিয়া কৃষ্ণকে গ্রাস করিল। বক কৃষ্ণকে গ্রাস করিল, দেখিয়া রাম প্রভৃতি বালকেরা, প্রাণ বিনা ইন্দ্রিয়বর্গের ন্যায়, সকলে বিচেতন হইলেন। (এ দিকে কৃষ্ণ) অগ্নির ন্যায় গলদেশ দাহন করিতে লাগিলেন অনুভব করিয়া বক সেই জগদ্-গুরুর পিতা গোপের পুত্রকে তৎক্ষণাৎ উদ্গার করিল; এবং ক্রোধে তুণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া বধ করিবার নিমিত্ত পুন-র্ব্বার নিকটে আগমন করিল। সাধুদিগের গতি কৃষ্ণ দুই করে সম্মুখপাতী কংসসখ বকের দুই তুণ্ড ধারণ করিয়া স্বর্গবাসী-দিগের আনন্দ উৎপাদন করত অবলীলাক্রমে তাহাকে বিদারণ করিলেন; বালকেরা দর্শন করিল। তখন সুরলোক-বাসীরা বকারির উপর নন্দ-কাননের মল্লিকাদি বর্ষণ, এবং ঢক্কা, শঙ্খ ও বিবিধ স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তব, করিলেন। তাহা দর্শন করিয়া গোপাল-বালকেরা বিস্মিত হইল। রাম-প্রভৃতি বালকেরা বকের মুখ হইতে কৃষ্ণকে মুক্তি পাইতে দেখিয়া, ইন্দ্রিয়বর্গ যেরূপ স্বস্থান-প্রত্যাগত প্রাণ পাইয়া সুস্থ

হয়, সেইরূপ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সুখী হইল; (পরে) বৎস সকল একত্র করিয়া ব্রজে প্রত্যাগমন করত সেই বৃত্তান্ত উল্লেখ করিল। গোপগোপীসকল তাহা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল; এবং অত্যন্ত প্রীতি হেতু আদরে পূর্ণ হইয়া, কৃষ্ণ যেন পর লোক হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এই ভাবে উৎসুক হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল; তাহাদিগের নয়ন আর তৃপ্ত হইল না। (কহিতে লাগিল;) কি আশ্চর্য্য! আহা, এই বালকের কত মৃত্যুই উপস্থিত হইল! কিন্তু যাহা-দিগের হইতে পূর্ব্বে অন্যের ভয় হইয়াছিল; তাহাদিগেরই অনিষ্ট হইয়া গেল। ইহারা ঘোরদর্শন হইয়াও ত ইহাকে পরাজয় করিতে পারিল না; হিংসা করিতে ইহার নিকটে আসিয়া অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় আপনারাই তৎক্ষণমাত্রে নষ্ট হইল! কি আশ্চর্য্য; বেদবেত্তাদিগের বাক্য কখন মিথ্যা হয় না; ভগবান্ গর্গ যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপই ঘটিল!

নন্দ-প্রভৃতি গোপগণ এইপ্রকারে আনন্দ-প্রকাশ-পূর্ব্বক রাম-কৃষ্ণের কথা কহিয়া আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করত ভব-বেদনা জানিতে পারিলেন না।

বৎসাসুর-ও-বকাসুর-বধ-নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বেদব্যাস-তনয় কহিলেন, একদা হরি বনেতেই (প্রথম) ভোজন করিতে ইচ্ছা করিয়া, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত মনোহর শৃঙ্গ-রবে গোপালদিগের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বৎসদিগকে অগ্রে লইয়া ব্রজ হইতে নির্গত হইলেন। সহস্র সহস্র বালক সুন্দর শিক্য, বেত্র, শৃঙ্গ ও বেণু লইয়া আপন আপন সহস্রাধিক বৎস অগ্রে করিয়া আনন্দে সেই শৃঙ্গরবের সহিতই বহির্গত হইল। সকলে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য বৎসের সহিত আপন আপন বৎসদিগকে দলবদ্ধ করিয়া চারণ করত সেই সেই বনে বালক্রীড়া করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। তাহারা কাচ, মুক্তা, মণি ও স্বর্ণ দ্বারা ভূষিত ছিল; তথাপি ফল, প্রবাল, প্রবালস্তবক, পুষ্প, ময়ূরপিচ্ছ ও ধাতু দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত করিতে আরম্ভ করিল। পরস্পর পরস্পরের শিক্যাদি অপহরণ করিতে লাগিল; যেমন ঐ সকল বস্তু জ্ঞাত হইয়া পড়িল, অমনি দূরে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল; তত্রত্য বালকেরা হাসিতে হাসিতে দূর হইতে পুনর্ব্বার প্রদান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ যদি শোভা দর্শন করিবার নিমিত্ত দূরে গমন করিলেন, অমনি সকলে "আমি অগ্রে যাইব" "আমি অগ্রে যাইব" এই বলিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করত আমোদ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বেণু বাদন, কেহ কেহ শৃঙ্গ বাদন, কেহ কেহ ভৃঙ্গদিগের

সহিত গান, আর কেহ কেহ কোকিলগণের সহিত কূজন, করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ পক্ষীদিগের ছায়ার সহিত দৌড়িতে লাগিল; কেহ কেহ হংসগণের সহিত সুন্দররূপে চলিতে লাগিল; কেহ কেহ বকসমূহের সহিত উপবেশন করিয়া রহিল; কেহ কেহ ময়ূরবৃন্দের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল; কেহ কেহ (বৃক্ষশাখারূঢ়) বানরদিগের লাঙ্গূল ধরিয়া টানিতে লাগিল; কেহ তাহাদিগের সহিত বৃক্ষে আরোহণ করিল; কেহ কেহ বা তাহাদিগের সহিত (দন্তপ্রদর্শন ও ভ্রূবিজৃম্ভণ) প্রভৃতি মুখভঙ্গি করিতে লাগিল; কেহ কেহ তাহাদিগের সহিত এক শাখা হইতে অন্য শাখায় লম্ফ দিয়া বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল; আর কেহ বা স্রোতে অভিষিক্ত হইয়া ভেকগণের সহিত নদীসকল উল্লঙ্ঘন, প্রতিবিম্ব সকলকে উপহাস, এবং প্রতিধ্বনির প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। গোপবালকেরা পণ্ডিতদিগের ব্রহ্ম-ব্রহ্মসুখ-ও-অনুভবস্বরূপ; সেবকদিগের পরম দৈবত; এবং মায়ামোহিত (মনুষ্যদিগের) নরবালক (শ্রীকৃষ্ণের) সহিত এই প্রকারে ক্রীড়া করিতে লাগিল; (নিশ্চয়ই) তাহারা রাশি রাশি পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল। জিতাত্মা যোগী সকল বহু জন্ম কষ্ট করিয়াও যাঁহার পদধূলি প্রাপ্ত হন না, তিনি নিজে যাহাদিগের চক্ষুর গোচর হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, অহো, সেই সকল ব্রজবাসীর ভাগ্য আর কি অধিক বর্ণন করিব!

(সে যাহা হউক্, বালকেরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্রীড়া করিতেছিল,) ইতিমধ্যে অঘ নামে মহান্ অসুর তাহাদিগের

সুখক্রীড়া দেখিতে না পারিয়া, সেই স্থানে উপস্থিত হইল। দেবতারা অমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছিলেন; তাঁহারাও আপন আপন প্রাণ-রক্ষায় অভিলাষী হইয়া নিরন্তর অঘের ছিদ্র অন্বেষণ করিতেন। পূতনা ও বকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কংস-প্রেরিত অঘাসুর কৃষ্ণ-প্রভৃতি বালকদিগকে দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, এই আমার সোদরা এবং সোদরকে সংহার করিয়াছে; অতএব আমি দল-বল সহ ইহাকে সংহার করিব। এই সকল বালক তিলোদক রূপে[১] প্রদত্ত হইলে, ব্রজ-বাসী সকল মৃতের মতই হইবে; প্রাণ বহির্গত হইলে দেহে আর কি কার্য্য হইতে পারে? পুত্রই প্রাণীর প্রাণ।

খল (অসুর) এইরূপ চিন্তা করিয়া যোজন-বিস্তৃত বিশাল পর্ব্বতের ন্যায় স্থূল বৃহৎ আজগর দেহ ধারণ করত গুহার ন্যায় আনন ব্যাদান করত গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে পথিমধ্যে শয়ন করিয়া রহিল। তাহার নিম্নৌষ্ঠ পৃথিবী এবং উত্তরৌষ্ঠ মেঘ, স্পর্শ করিল। দুই সৃক্কণী দুই দরীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। দন্ত সকল গিরিশৃঙ্গের সাদৃশ্য ধারণ করিল। মুখাভ্যন্তর অন্ধকারতুল্য বোধ হইতে লাগিল। জিহ্বা পথের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া রহিল। শ্বাস তীক্ষ্ণ বায়ুর ন্যায় বহিতে আরম্ভ করিল এবং দৃষ্টি দাবাগ্নির ন্যায় উষ্ণস্পর্শ বোধ হইতে লাগিল।

তাহাকে দর্শন করিয়া বালকদিগের বৃন্দাবন-লক্ষ্মী বলিয়া ভ্রম হইল। সকলে লীলাচ্ছলে উহাকে ব্যাত্ত অজগর-বদনের সহিত উৎপ্রেক্ষা করিয়া (কহিতে লাগিল) বয়স্যগণ!

---

১ মৃতের আত্মীয়ের তর্পণের নিমিত্ত দেয়।

বল দেখি, আমাদিগের পুরোবর্ত্তী এই একটা প্রাণীর আকার আমাদিগকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত সর্পের ন্যায় বদন ব্যাদান করিয়াছে কি না? তাহাই বটে ; (ঐ দেখ) সূর্য্য-কিরণ-সংযোগে আরক্তিম জলধর উহার উত্তর, এবং ঐ জলধরের প্রতিচ্ছায়া দ্বারা অরুণীকৃত ভূমি উহার অধর, ওষ্ঠ স্বরূপ হইয়াছে। বাম ও দক্ষিণ ভাগের দুই গিরিদরী উহার দুই সৃক্কণীকে স্পর্দ্ধা করিতেছে ; এবং পর্ব্বতের এই সকল শৃঙ্গ উহার দংষ্ট্রার তুল্য হইয়াছে। বিস্তৃত দীর্ঘ পথ উহার রসনাকে স্পর্দ্ধা করিতেছে ; আর এই সকল পর্ব্বতশৃঙ্গের মধ্যগত অন্ধকার উহার আননাভ্যন্তরের সদৃশ হইয়াছে। দেখ দেখ, দাবাগ্নিতপ্ত প্রখর বায়ু উহার নিশ্বাসের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে ; এবং দাবদগ্ধ প্রাণীদিগের দুর্গন্ধ সর্প-শরীরের অন্তর্গত আমিষ-গন্ধের ন্যায় অনুভূত হইতেছে। এ কি আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারিবে? আমরা ত বিনষ্ট হই না। যদি এ সর্পই হয়, তাহা হইলে, বকাসুরের ন্যায়, কৃষ্ণের হস্তে এখনই নাশ পাইবে। এই বলিয়া সকলে বকরিপুর কমনীয় মুখ নিরীক্ষণ করত হাসিতে হাসিতে কর-তালি দিয়া ধাবিত হইল।

বালকেরা না জানিয়া এইপ্রকার যে সকল কথা কহিল, ভগবান্ তাহা শ্রবণ করত চিন্তা করিলেন, "বাস্তবিক সর্পদেহ-ধারী অসুর আমার আত্মীয়দিগের পক্ষে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে!" সর্ব্বভূতের হৃদয়-শায়ী এই যাথার্থ্য নিশ্চয় করিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিতে মনস্থ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে বালকেরা আপন আপন বৎস সকল লইয়া অসুরের উদরমধ্যে প্রবেশ করিল ; কিন্তু রাক্ষস তাহাদিগকে

গিলিয়া ফেলিল না; কারণ, সে আত্মীয়দিগের বিনাশ স্মরণ করিয়া, বকারির প্রবেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল। নিখিল-অভয়-প্রদাতা কৃষ্ণ সেই অন্যনাথ-হীন দীন বালকবৃন্দকে আপন কর হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মৃত্যুর জঠরাগ্নির গ্রাসস্বরূপ হইতে দেখিয়া "অদৃষ্ট ইহা ঘটাইয়াছে" মনে করিয়া বিস্মিত হইলেন। অনন্তর, "এ স্থলে কি কর্ত্তব্য? এই খলও মরিবে, অথচ বালকদিগেরও প্রাণনাশ হইবে না; এই দুই কার্য্য কিরূপে সিদ্ধ হইবে?" এই চিন্তা করিয়া (কর্ত্তব্য) স্থির করত, অশেষদর্শী হরি (সর্পের) বদনে প্রবেশ করিলেন। দেবতারা মেঘের অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা অমনি হা হা শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; আর, অঘাসুরের বান্ধব কংসপ্রভৃতি রাক্ষস সকল আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। অক্ষয় ভগবান্ কৃষ্ণ তাহা শ্রবণ করিয়া, ঐ যে সর্প তাঁহাদিগকে চূর্ণ করিবে মনে করিতেছিল, তাহার গলদেশে বালক ও বৎসগণের সহিত আপনাকে অতি বেগে বর্দ্ধিত করিলেন। তাহাতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ, এবং দুই চক্ষু বহির্গত, হইল। সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। অবিলম্বেই বায়ু, তাহার দেহমধ্যে রুদ্ধ হওয়াতে পূর্ণ হইয়া, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করত বহির্গত হইল। সেই বায়ুর সহিতই যাবতীয় ইন্দ্রিয় নির্গত হইলে পর, ভগবান্ মুকুন্দ, অমৃত দৃষ্টি দ্বারা পরলোকগত বৎস এবং বয়স্যদিগকে পুনর্ব্বার জীবিত করিয়া, তাহাদিগের সমভিব্যাহারে নির্গত হইলেন। স্থূল সর্প-শরীরের অভ্যন্তরস্থ, অদ্ভুত, মহৎ জ্যোতি আপন তেজে দশ দিক্ উজ্জ্বল করিয়া আকাশে অবস্থিতি করত ঈশ্বরের নির্গমন প্রতীক্ষা

করিতেছিল, (তিনি নির্গত হইবামাত্র) তাঁহাতে গিয়া প্রবেশ করিল; দেবতারা দর্শন করিলেন। অনন্তর দেববৃন্দ পুষ্প, অপ্সরোগণ সুন্দর নৃত্য, (গন্ধর্ব্বাদি) সুগায়ক সকল গীত, বিদ্যাধরেরা বাদ্য, বিপ্রগণ স্তব এবং গণ সকল জয়শব্দ দ্বারা আপনাদিগের কার্য্যসাধক (শ্রীকৃষ্ণের) পূজা করিলেন। বিবিধ-উৎসব-সম্পন্ন অদ্ভুত স্তব, সুন্দর বাদ্য, গীত ও জয় প্রভৃতি মঙ্গল শব্দ ব্রহ্মলোকের নিকট গিয়া উঠিল। ব্রহ্মা সেই শব্দ শ্রবণ করত শীঘ্র আগমন করিয়া, ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

রাজন্! বৃন্দাবন-মধ্যে অজগরের অদ্ভুত চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্রজবাসীদিগের ক্রীড়াগহ্বর হইয়াছিল। (আরও এক আশ্চর্য্য ঘটিয়াছিল;) হরি পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে অঘাসুররূপী মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধরণরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলেন; কিন্তু, যে ব্রজবালকেরা সেই কর্ম্ম দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, তাহারা,তিনি ষষ্ঠ বর্ষেপদার্পণ করিলে পর, ব্রজ-মধ্যে বলিয়াছিল, অদ্যই ঐ ব্যাপার ঘটিয়াছে।

অসতেরা কোন মতেই (ভগবানের) সমানরূপতা লাভ করিতে পারে না; অঘাসুরও যে অঙ্গ-স্পর্শ-হেতু পাপ হইতে মুক্ত হইয়া. সেই সমানরূপতা প্রাপ্ত হইল, মায়া-মনুষ্য-বালক, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের শ্রেষ্ঠ বিধাতার পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে; যাঁহার শ্রীমূর্ত্তির মনোময়ী প্রতিমা অন্তঃকরণ-মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভাগবতী গতি দান করিয়াছিল,[১] সেই নিত্য-আত্মসুখানুভব দ্বারা মায়ার

১ প্রহ্লাদাদির পক্ষে।

নিরাসকর্ত্তা (স্বয়ং অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন ;) অত-এব না হইবে কেন ?

সূত বলিলেন, দ্বিজগণ! যদু-কুল-দেবতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত (পরীক্ষিৎ) আত্মদাতার এইপ্রকার বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করত ব্যাসনন্দনকে ঐ পবিত্র চরিতই পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন ; হরি-চরিত-শ্রবণ তাঁহার মন বশ করিয়াছিল।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! কালান্তরে যে কর্ম্ম করা হই-য়াছে, সে কর্ম্ম কি করিয়া বর্ত্তমান-কালীন হইবে যে, হরি পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, বালকেরা সেই কর্ম্ম, তিনি ষষ্ঠ বর্ষে করিয়াছেন, বলিবে? হে মহা-যোগিন্! এই প্রশ্নের উত্তর করুন। গুরো! আমাদিগের অত্যন্ত কুতূহল জন্মিয়াছে। নিশ্চয়ই এ হরির মায়া; আর কিছুই নহে। গুরো! আমরা নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় জাতি বটি ; কিন্তু, সংসার-মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য ; কারণ, আপনার মুখ হইতে পবিত্র কৃষ্ণকথামৃত বারংবার পান করিতেছি।

সূত বলিলেন, হে ভাগবতশ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ! রাজা পরীক্ষিৎ আত্মবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া যে অনন্তকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, সেই অনন্ত যদিও বেদব্যাসতনয়ের যাবতীয় ইন্দ্রিয় অপহরণ করিলেন, তথাপি তিনি কষ্টে পুনর্ব্বার বাহ্য দৃষ্টি লাভ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন।

অঘাসুর-বধ-নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, হে মহাভাগ! হে ভাগবতশ্রেষ্ঠ! উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছ; তুমি ঈশ্বরের কথামৃত বার বার শ্রবণ করিয়াও প্রশ্ন দ্বারা উহাকে নূতন করিতেছ। অচ্যুত যে সকল সারগ্রাহী সাধুদিগের বাক্য, কর্ণ ও অন্তঃকরণ, তাঁহাদিগের এই স্বভাব যে, যেমন স্ত্রৈণদিগের মধ্যে নূতন নূতন স্ত্রী-বিষয়িণী কথা হয়, তেমনি তাঁহাদিগের মধ্যে নূতন নূতন অচ্যুতাশ্রয়িণী কথা হইয়া থাকে। রাজন্! মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর; গুপ্ত-বিষয় তোমাকে কহিতেছি; গুরুগণ প্রিয় শিষ্যকে গুপ্ত-বিষয়ও উপদেশ করিয়া গিয়াছেন।

অঘবদনরূপ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার পর, বৎসপাল-দিগকে সরসীপুলিনে লইয়া আসিয়া, ভগবান্ এই কথা কহিলেন;—আহা, বয়স্যগণ! এই পুলিন অতি মনোরম; আমাদিগের সহচরগণের যাবতীয় ক্রীড়াদ্রব্যই ইহাতে রহি-য়াছে; স্বচ্ছ বালুকা সকল অতি কোমল; বিকাসোন্মুখ সরো-বরের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অলি ও বিহঙ্গকুল জলে বসিয়া শব্দ করিতেছে; পুলিনব্যাপী এই সকল বৃক্ষ ঐ শব্দের প্রতিধ্বনি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। এই স্থানে সকলে ভোজন করা যাউক; বেলা অতিক্রান্ত হওয়াতে ক্ষুধায় কাতর হওয়া গিয়াছে। বৎসগণ জলপান করত নিকটে তৃণ ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করুক্।

বালকেরা "তাহাই হউক্" বলিয়া বৎসদিগকে হরিত

ত্বগে বন্ধন করিয়া, শিক্য সকল মোচন করত আনন্দপূর্ব্বক ভগবানের সহিত ভোজন করিতে লাগিল। প্রফুল্ল-নয়ন ব্রজবালকেরা বনমধ্যে কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে সারি সারি মুখা-মুখি উপবেশন করিয়া পদ্মকর্ণিকার চতুষ্পার্শ্বে পত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কেহ কেহ পুষ্প, কেহ কেহ পত্র, কেহ কেহ পল্লব, কেহ কেহ অঙ্কুর, কেহ কেহ ফল, কেহ কেহ শিক্য, কেহ কেহ ত্বক্, কেহ কেহ বা প্রস্তরের পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। সকলেই পরস্পর আপন আপন ভিন্ন ভিন্ন ভোজনরুচি প্রদর্শন করত হাসিয়া ও হাসাইয়া ঈশ্বরের সহিত ভোজন করিতে লাগিল। কৃষ্ণ যজ্ঞ-ভোজী হইয়াও, বালকের ন্যায় কেলি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, উদর ও বসনের মধ্যে বেণু, বাম কক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, বাম হস্তে খাদ্যসামগ্রীর গ্রাস, এবং অঙ্গুলি সকলে গ্রাসোচিত বিবিধ ফল, ধারণ করত, মধ্যভাগে (কর্ণিকার ন্যায়) অবস্থিতি পূর্ব্বক, আপন পরিহাস বাক্যে আপনার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট বন্ধু-দিগকে হাস্য করাইয়া, ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন; স্বর্গবাসী সকল দেখিতে লাগিলেন।

হে ভরতনন্দন! বৎসপালক (ব্রজবালকেরা) অচ্যুতের সহিত একাত্ম হইয়া এই রূপে ভোজন করিতেছেন, ইতিমধ্যে বৎসগণ তৃণে লোভ করিয়া দূরবর্ত্তি বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহাতে বালকেরা ভয়ে উদ্বিগ্ন হইল। কৃষ্ণ জগতের ভয়; তিনি মিত্রদিগকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিলেন, ভোজন হইতে বিরত হইও না, আমি তোমাদিগের বৎস-পাল আনিয়া দিব।

ভগবান্ কৃষ্ণ এই বলিয়া হস্তে খাদ্যগ্রাস লইয়া গিরি, দরী, কুঞ্জ ও গহ্বর সকলে আত্মীয়গণের বৎসদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে গমন করিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! পদ্মজনি ইতিপূর্ব্বে আকাশে অবস্থিতি করত কৃষ্ণের অঘাসুর হইতে বালকদিগকে উদ্ধার-করণ দর্শন করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন; তিনিই এই অবসর পাইয়া আগমন করত, মায়াবালকরূপী ঈশ্বরের অন্য এক মনোহর মহিমা দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া, তাঁহার বৎস ও বালকদিগকে লইয়া অন্য স্থানে রক্ষা করিয়া, অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর কৃষ্ণ বৎসদিগকে দেখিতে না পাইয়া পুলিনে প্রত্যাগমন করিলেন। সে স্থানেও বৎসপালদিগকে দেখিতে না পাইয়া, বিশ্ববেত্তা সহসা জানিতে পারিলেন, সকলই ব্রহ্মার কার্য্য। তখন গোপালবালকদিগের জননীগণ এবং ব্রহ্মা, উভয়েরই সন্তোষ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত,[১] বিশ্বকর্ত্তা ঈশ্বর আপনাকেই দুইরূপ করিলেন। যে বৎসের ও বৎসপালের যেরূপ ক্ষুদ্র-শরীর-প্রমাণ; যাহার যে পরিমাণে হস্ত ও পদাদি; যাহার যেরূপ যষ্টি, শৃঙ্গ, বেণুদল ও শিক্য; যাহার যেপ্রকার ভূষণ ও বসন; যাহার যেরূপ শীল, গুণ, নাম, আকৃতি ও বয়স; এবং যাহার যেরূপ আহারবিহারাদি; হরি সেইরূপ সর্ব্বরূপে প্রকাশ পাইয়া, "সর্ব্বজগৎ বিষ্ণুময়," এই বাক্য বস্তুতঃ সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। ভগবান্ আপনিই

১ যদি বালকদিগকে না আনিয়া চুপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহাদিগের মাতৃগণের শোক হইবে; আর, যদি আনয়ন করি, তাহা হইলে ব্রহ্মার মোহ হয় না; এই দুই ভাবিয়া আপনি দুইরূপ হইলেন।

প্রয়োজক হইয়া আত্মস্বরূপ বৎসপাল দ্বারা আত্মরূপবৎসদিগকে শাসন করত আপন বিহার দ্বারাই ক্রীড়া করিয়া চরিলেন। এইরূপ সর্ব্বাত্মা হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন। রাজন্! তিনি বিশেষ বিশেষ-গোপ-বালক-রূপী হইয়া ছিলেন; ব্রজে প্রবেশ করিয়া বিশেষ বিশেষ বৎসদিগকে পৃথক্ পৃথক্ লইয়া বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠে স্থাপন করত বিশেষ বিশেষ বালকের আলয়ে প্রবেশ করিলেন। বালকদিগের জননীরাও বেণুরব শ্রবণ করত, অস্তে ব্যস্তে উৎথান করিয়া, আপন আপন পুত্রবোধে পরব্রহ্মকে বাহুযুগল দ্বারা গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করত তুলিয়া লইয়া, স্নেহবশতঃ যে স্তনদুগ্ধ ক্ষরিতেছিল, সেই স্তনদুগ্ধরূপ অমৃত-সুস্বাদু মদ্য পান করাইলেন। রাজন্! যে কালে যে ক্রীড়া করিবার নিয়ম আছে, তদনুসারে এইরূপে সায়ং কালে আগমন করত, মাধব সুন্দর আচরণ দ্বারা জননীদিগকে আনন্দিত করিলে পর, তাঁহারা তাঁহাকে মর্দ্দন, মজ্জন, লেপন, অলঙ্কার-পরিধান, তিলক-ধারণ ও ভোজন করাইয়া এবং তাঁহার রক্ষা বিধান করিয়া লালন করিলেন।

অনন্তর গাভীসকলও শীঘ্র গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, হুঙ্কার শব্দে আপন আপন বৎসদিগকে একত্রিত করিয়া, বারংবার অবলেহন করিতে করিতে, উধঃক্ষরিত দুগ্ধ পান করাইতে লাগিল। পূর্ব্বেও কৃষ্ণের প্রতি গাভী এবং গোপীদিগের মাতৃভাব ছিল; তবে বিশেষের মধ্যে এই যে, এক্ষণে স্নেহ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। তখন হরিরও উহাদিগের প্রতি পুত্রভাব ছিল; তবে এক্ষণকার মত মায়া ছিল না।[১] পূর্ব্বে

১ অর্থাৎ, 'ইনি আমার মাতা; আমি ইহাঁর পুত্র' এ বোধ ছিল না।

কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের যেরূপ অধিক স্নেহ ছিল, এক্ষণে আপন আপন পুত্রের প্রতি সেইরূপ স্নেহ এক বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন অল্পে অল্পে অসীমরূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ এই রূপে বৎসপাল হইয়া, বৎস ও তাহাদিগের পালকগণের রূপ ধারণ করিয়া, আপনি আপনাকে পালন করত, বন ও গোষ্ঠে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর পূর্ণ হইতে পাঁচ বা ছয় দিন অবশিষ্ট আছে, এই সময়ে কৃষ্ণ এক দিন রামের সহিত বৎস চারণ করিতে করিতে বনে প্রবেশ করিলেন। অতি দূরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিখরদেশে গাভী সকল চরিতেছিল; তাহারা সেই স্থান হইতে দেখিতে পাইল, ব্রজের নিকটে তাহাদিগের বৎস সকল চরিতেছে। দেখিয়া আপনাদিগকে বিস্মৃত হইল। যাবতীয় গো স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া হুঙ্কার পরিত্যাগ করত রক্ষকদিগকে অগ্রাহ্য এবং দুর্গম মার্গ অতিক্রম, করিয়া বেগে ব্রজের নিকট আগমন করিল। (যুক্তপদে দৌড়িয়া আসিবার সময়) বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহাদিগের দুই পদ। সকলেই ককুৎভাগে গ্রীবা স্থাপন এবং মুখ ও পুচ্ছ ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ, করিয়া আসিতে লাগিল। গাভী[১] সকলের দুগ্ধ চতুর্দ্দিকে ক্ষরিত হইতে ছিল। তাহাদিগের পুনর্ব্বার বৎস জন্মিয়াছিল, তথাপি গোবর্দ্ধনের পাদদেশে বৎসদিগের সহিত মিলিত হইয়া, যেন গিলিয়া ফেলিল, এই রূপে অঙ্গ লেহন করত আপন আপন উধোনিঃসৃত দুগ্ধ পান করাইতে আরম্ভ করিল।

---

১ পূর্ব্বে 'গোসকল' বলাতে বৃষভাদিরও গ্রহণ হইয়াছে; অতএব বিশেষ করিয়া 'গাভীসকলের' বলা হইল।

গোপগণ ঐ গোসকলকে নিবারণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, তজ্জন্য লজ্জিত, ক্রুদ্ধ এবং দুর্গম পথ অতিক্রম করাতে ক্লিষ্ট, হইয়া আগমন করত বৎসগণের সহিত আপন আপন পুত্রদিগকে দেখিতে পাইল। পুত্রগণের দর্শনে যে প্রেমরস উৎপন্ন হইল, তাহাতে তাহাদিগের মন নিমগ্ন হইল; অনুরাগ জন্মিল; এবং ক্রোধ দূর হইল। তাহারা বালকদিগকে তুলিয়া লইয়া বাহু-যুগল দ্বারা আলিঙ্গন এবং মস্তক আঘ্রাণ, করত পরম আনন্দ লাভ করিল। বৃদ্ধ গোপ সকল বালকগণের আলিঙ্গনে সাতি-শয় মনস্তুষ্টি লাভ করিয়াছিল; পরে যদিও অতিকষ্টে অল্পে অল্পে আলিঙ্গন পরিত্যাগ করিল, তথাপি, মনে হওয়াতে, তাহাদিগের অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

যে সকল বালক স্তন পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগের উপরেও ব্রজবাসীদিগের প্রেমবৃদ্ধি অনুক্ষণ অধিক হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, তাহার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া, রাম চিন্তা করিতে লাগিলেন;—এ কি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বে কৃষ্ণের প্রতি যেরূপ প্রেম বৃদ্ধি পাইত, এক্ষণে আপন আপন পুত্র-দিগের প্রতি ব্রজবাসীদিগের সেইরূপ প্রেম বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? আমারও যে তাহাদিগের প্রতি স্নেহ হইতেছে! এ কি মায়া? কোথা হইতে আসিল? এ কি দৈবী, মানুষী না আসুরী মায়া? নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এ আমারই প্রভুর মায়া; আমায়ও যে মোহিত করিতেছে।

যদুনন্দন এই চিন্তা করিয়া জ্ঞানময় চক্ষুর্দ্বারা বৎস এবং সখা, সকলকেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ দর্শন করিলেন। (পরে কৃষ্ণকে

জিজ্ঞাসা করিলেন,) হে ঈশ্বর! আমি পূর্ব্বে জানিতাম, এই সকল বৎস ঋষিদিগের এবং এই সকল বৎসপাল দেবতাদিগের অংশ; (কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি,) তাহা নহে; বস্তু সকল ভেদের আশ্রয় হইলেও, সকলেই তোমাকেই বর্ত্তমান দেখিতেছি; অতএব তুমি কি করিয়া পৃথক্ পৃথক হইলে বল। এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, প্রভু সংক্ষেপতঃ সমুদায় ব্যক্ত করিলে পর, বলদেব জানিতে পারিলেন।

এই সময় ব্রহ্মা আসিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণ পূর্ব্বের ন্যায় অনুচরগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। ব্রহ্মা তাঁহার নিজের পরিমাণে এক-ত্রুটিমাত্র[১] পরিমিত কালের পর আগমন করিলেন; কিন্তু বালকেরা ও কৃষ্ণ সেই সময়ে এক বৎসর ক্রীড়া করিয়াছিলেন। (যাহা হউক্ পদ্মযোনি কৃষ্ণকে অনুরাগের সহিত ক্রীড়া করিতে দর্শন করিয়া, মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন,) গোকুলে যত বালক ও বৎস ছিল, সকলেই মদীয়-মায়া-শয্যায় শয়ন করিয়া আছে; এখনও পুনর্ব্বার উৎথান করে নাই; তবে এস্থানে এই সকল আবার আমার মায়ায় মোহিত ভিন্ন অন্য কে? বিষ্ণুর সহিত ঐ স্থানে যে ভত গুলিই এক বৎসর ধরিয়া ক্রীড়া করিতেছে!

এই সকল ভেদ বিষয়ে অনেক বার এইরূপ তর্ক করিয়া, ব্রহ্মা, কোন্ গুলি প্রকৃত, আর, কোন্ গুলি মিথ্যা, কোনপ্রকারেই স্থির করিতে পারিলেন না। অজ এই রূপে মোহশূন্য, বিশ্বমোহন বিষ্ণুকে মোহিত করিতে গিয়া,

---

১ ৩য় স্কন্ধ ৬৫ পৃষ্ঠার টীকা দেখ।

আপনার মায়া দ্বারা আপনিই মোহিত হইলেন। যেরূপ নীহার-জন্য অন্ধকার অন্ধকার রজনীতে স্বয়ং পৃথক্ আবরণ করিতে পারে না; (রজনীর অন্ধকারেই লীন হয়;) এবং যেরূপ খদ্যোত দিবসে স্বয়ং পৃথক্ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হয়, সেইরূপ, যে ব্যক্তি মহৎ ব্যক্তির প্রতি মায়া প্রয়োগ করেন, তাঁহার নীচ মায়া তাঁহার নিজেরই সামর্থ্য নাশ করে।

(মহারাজ! তদ্ভিন্ন অন্যও এক আশ্চর্য্য ঘটিল;) ব্রহ্মা দর্শন করিতে ছিলেন; ইতিমধ্যে সহসা তাঁহার নয়নগোচর হইল, কি বৎস, কি বৎসপাল, কি যষ্টিশৃঙ্গাদি, সকলই মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ; সকলেরই পরিধান পীত পট্টবস্ত্র; সকলেই চতুর্ভুজ, সকলেরই হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম; সকলেরই মস্তকে কিরীট; সকলেরই কর্ণে কুণ্ডল; সকলেরই গলায় হার ও বনমালা; সকলেরই বাহুতে শ্রীবৎসের প্রভাযুক্ত অঙ্গদ; সকলেরই হস্তে রত্ননির্ম্মিত কম্বু-সদৃশ কঙ্কণ, এবং সকলেই নূপুর, কটক, কটিসূত্র ও অঙ্গুরীয়ক ধারণ করত শোভা পাইতেছেন। বহুপুণ্য ব্যক্তি সকল যে কোমল নূতন তুলসীদল অর্পণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সকলেরই আপাদমস্তক সমুদায় গাত্র পূর্ণ হইয়া আছে। জ্যোৎস্নার ন্যায় ধবল হাস এবং অরুণবর্ণ কটাক্ষদৃষ্টি দ্বারা সকলেই যেন সত্ত্ব ও রজোগুণ দ্বারা ভক্তমনোরথের স্রষ্টা ও পালক হইয়া (দীপ্তি পাইতে-ছেন;) আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় চরাচর মূর্ত্তিমান্ হইয়া নৃত্যগীতাদি বিবিধ পূজাসাধন দ্বারা সকলেরই পৃথক্ উপাসনা করিতেছে। সকলেই অণিমাদি মহিমা, অজা প্রভৃতি

শক্তি, এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্ব দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। ভগবানের মায়ায় যে (অণিমাদির সহকারী) কাল, স্বভাব,[১] সংস্কার,[২] কাম, কর্ম্ম ও গুণ প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্য অধঃকৃত হইয়াছে, সেই কালাদি মূর্ত্তিমান্ হইয়া সকলেরই উপাসনা করিতেছে। সকলেরই সত্য, জ্ঞানরূপ, অনন্ত মূর্ত্তি বিজাতীয়-ভেদ-রহিত এবং সর্ব্বদা একরূপ। অতএব আত্মজ্ঞান যাঁহা-দিগের চক্ষু, ঐ সকল মূর্ত্তির ভূরি মাহাত্ম্য তাঁহাদিগেরও স্পর্শযোগ্য নহে।

(রাজন্!) যে পরব্রহ্মের দীপ্তিতে এই চরাচর সমুদায় বিশ্ব প্রকাশ পায়, ব্রহ্মা এই রূপে এক কালেই অখিল তন্ময় দর্শন করিলেন। দেখিয়া অজ অতি কৌতুকে উলটিয়া পড়ি-লেন; ঐ সকল মূর্ত্তির তেজে তাঁহার একাদশ ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ হওয়াতে, তিনি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন; বোধ হইল যেন, ব্রজাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সমীপে একখানি (চতুর্মুখী) কণকপ্রতিমা রহিয়াছে।

বাণীর অধীশ্বর, তর্কের অগোচর, অসাধারণ-মহিমা-সম্পন্ন, স্বপ্রকাশ, সুখস্বরূপ, জন্ম-রহিত, প্রকৃতির পর এবং "তাহা নহে" "তাহা নহে" এই প্রকারে যাবতীয় বস্তু নিষেধ করিয়া, বেদের উৎকৃষ্ট অংশ দ্বারা যাঁহার জ্ঞান জন্মে, সেই ব্রহ্মা "এ কি?" এই বলিয়া জ্ঞান-শূন্য, এবং অবশেষেও দর্শন করিতে অসমর্থ, হইলে পর, শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিয়া, যে মায়া জব-নিকা অদ্ভুত প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা সংহার করিলেন।

---

১ পরিণামের হেতু।
২ উদ্‌বোধক।

অনন্তর ব্রহ্মার বহির্দৃষ্টি-লাভ হইল; যেমন মৃত ব্যক্তি কখন গাত্রোৎথান করে, সেই রূপে তিনি গাত্রোৎথান করত অতিকষ্টে চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলন করিয়া আপনার সহিত এই জগৎ দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া চারি দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; ইতিমধ্যে জীবের আহারোৎপাদক-পাদপকুলে সমাকীর্ণ, বিবিধ অভীষ্ট দ্রব্যে চতুর্দ্দিকে পরিপূর্ণ বৃন্দাবন তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল। যাহাদিগের স্বভাব-জাত বৈর নিবারণ করিবার নহে, সেই সকল প্রাণী বৃন্দাবনে মিত্রের ন্যায় একত্র বাস করিতেছিল। আর, অচ্যুত বাস করাতে, ক্রোধ লোভাদি তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

পরমেষ্ঠী দেখিতে পাইলেন, সেই বৃন্দাবন-মধ্যে অদ্বয়, পর, অনন্ত, অগাধ-বোধ, এক ব্রহ্ম গোপ-বালকের নাট্য অবলম্বন করত, হস্তে খাদ্য সামগ্রীর গ্রাস লইয়া পূর্ব্বের ন্যায়ই ইতস্ততঃ বৎস এবং সখাদিগকে অন্বেষণ করিতেছেন।[১] দেখিয়া অপনার বাহন হইতে অবতরণ করত পৃথিবীতে কণক-দণ্ডের ন্যায় দেহ পাতিত করিয়া, চারি মুকুটের অগ্রভাগ দ্বারা পাদযুগলে নমস্কার করত আনন্দাশ্রুরূপ সুন্দর জলে অভিষেক করিলেন। কৃষ্ণের পূর্ব্বদৃষ্ট মহিমা যত বার স্মরণ হইতে লাগিল, তত বারই বার বার উৎথান করিয়া বারবার তাঁহার চরণে পতিত হইয়া অনেক ক্ষণ অবস্থিতি করিলেন।

---

১ তিনি অদ্বয়, অথচ বৎসদিগকে অন্বেষণ করিতেছিলেন; এক অথচ সখাদিগের অন্বেষণ করিতেছিলেন; অগাধ-বোধ, অথচ অন্বেষণ করিতেছিলেন; অনন্ত, অথচ চতুর্দিকে অন্বেষণ করিতেছিলেন; পর, অথচ শিশু; ব্রহ্ম, অথচ হস্তে খাদ্য সামগ্রীর গ্রাস; সুতরাং নাট্য ভিন্ন আর কি?

পরে অল্পে অল্পে উৎথান করিয়া লোচনদ্বয় মার্জ্জন করত কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া নত-কন্ধর, কৃতাঞ্জলি, বিনীত এবং সংযত-চিত্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গদ্‌গদ বাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মার মোহ-নাশ-করণ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে স্তুত্য! গোপনন্দন আপনাকে নমস্কার করি।[১] আপনার দেহ মেঘের এবং বসন বিদ্যুতের, ন্যায়। গুঞ্জা-নির্ম্মিত কর্ণ-ভূষণ এবং ময়ূরপুচ্ছে আপনার মুখ দীপ্তি পাইতেছে। গলদেশে বনমালা রহিয়াছে। খাদ্য সামগ্রীর গ্রাস, বেত্র, শৃঙ্গ ও বেণু, এই সকল চিহ্ন দ্বারা আপনার শোভা হইয়াছে। আপনার দুই খানি পদ কোমল। দেব! আপনার এই দেহ ভক্ত জনের ইচ্ছামত; আর, ইহা হইতে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশিত হইতেছে; অতএব ইহা সুলভ বটে; কিন্তু ভূতগণের দ্বারা নির্ম্মিত নহে, (শুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণ-জন্য;) সুতরাং নিয়ন্ত্রিত মনো দ্বারাও কেহ (ইহার) মহিমা জানিতে পারে না; অতএব আপনারই যে সাক্ষাৎ আত্মানুভবস্বরূপের মহিমা জানিতে পারিবে না, তাহা কি

---

১ নিজে যে অপরাধ করিয়াছেন, তজ্জন্য ভয়ে কম্প উপস্থিত হওয়াতে, ভগবানের মহিমা বুঝিতে না পারিয়া যেপ্রকার রূপ দেখিলেন, তাহা বর্ণন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

আর বলিতে হয়।[১] যাঁহারা জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অল্পমাত্রও প্রয়াস না করিয়া, স্বস্থানে অবস্থিতি[২] করত, সাধু-জন-কথিত, কর্ণ-গত ভবদীয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দেহ, বাক্য ও মনো দ্বারা উহার আদর করত কেবল জীবিত থাকেন,[৩] তাঁহারা ত্রিলোকের মধ্যে অজিত আপনাকে জয় করিতে পারেন।[৪] যেরূপ, যাহারা ক্ষুদ্র-প্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল-প্রমাণ, (অতএব ধান্যের ন্যায় পরিদৃশ্যমান;) তূষ সকল তাড়ন করে, তাহাদিগের কোন ফল লাভ হয় না, সেইরূপ যাঁহারা, যে ভক্তি হইতে মঙ্গল বহির্গত হয়, আপনাতে সেই ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভেই যত্ন করেন, তাঁহাদিগের ক্লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে।[৫] হে অপরিচ্ছিন্ন! হে অচ্যুত! এই পৃথিবীতে অনেকে প্রথমতঃ যোগী হইয়াও, পশ্চাৎ আপনাতে সমর্পিত চেষ্টা ও নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জিত, এবং আপনার কথা দ্বারা উপস্থাপিত, ভক্তি দ্বারাই আত্মাকে জানিতে পারিয়া আপনার উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন।[৬] হে ভূমন্! (কি সগুণ, কি অগুণ, আপনি উভয় প্রকারেই দুর্ব্বোধ বটেন;) তথাপি, যাঁহারা ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্তঃকরণমধ্যে রুদ্ধ রাখিয়াছেন,

---

১ "নমস্কার করি" বলিয়া কেবল স্বরূপ বর্ণন করিতেছ কেন? এই প্রশ্নের উত্তর "দেব হইতে" "হয়" পর্য্যন্ত।

২ অন্য কোথাও না যাইয়া। ৩ আর যদি কিছুও না করেন।

৪ তবে অজ্ঞ জনের সংসার উত্তীর্ণ হইবার উপায় কি? এই প্রশ্নের উত্তর 'যাহারা হইতে' 'পারে' পর্য্যন্ত।

৫ "ভক্তি বিনা কখন জ্ঞান সিদ্ধ হয় না" ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত 'যেরূপ' ইত্যাদি।

৬ ভক্তির দ্বারাই জ্ঞান, অন্যপ্রকারে নহে, ইহার প্রমাণস্বরূপ সদাচার প্রদর্শন করিতেছেন "হে অপরিচ্ছিন্ন" ইত্যাদি।

তাঁহারা বিশেষাকার-রহিত,[১] বিষয়-হীন,[২] স্বপ্রকাশ বলিয়া[৩] স্ফূর্ত্তিশালী, আত্মাকার-প্রাপ্ত অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার হইতে বরং অগুণ[৪] আপনার মহিমা কথঞ্চিৎ জানিতে পারেন। বোধ হয়, নিপুণ ব্যক্তি সকল বহু জন্মে পৃথিবীর পরমাণু, শূন্যের হিমকণা, বা গগনমণ্ডলের নক্ষত্রাদির কিরণের পরমাণুসকলও গণনা করিতে পারেন; কিন্তু তাদৃশ কোন্ ব্যক্তি এই বিশ্বের মঙ্গলের নিমিত্ত অবতীর্ণ, গুণের অধিষ্ঠাতা আপনার গুণগণ গণনা করিতেও[৫] সমর্থ হন? অতএব যিনি আদরপূর্ব্বক আপনার অনুগ্রহ প্রতীক্ষা করিয়া আত্মকৃত-কর্ম্ম-ফল উপভোগপূর্ব্বক অন্তঃকরণ, বাক্য ও দেহ দ্বারা আপনাকে নমস্কার করত জীবিত থাকেন, তিনিই মুক্তি-বিষয়ে দায়ভাগী[৬] হন।

---

১ অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারদ্বারা যে বস্তুতে পতিত হয়, সেই বস্তুর আকার ধারণ করে। আমাদের অন্তঃকরণ যখন যে বস্তুর আকার ধারণ করে, তখন সেই বস্তুর অনুভব হয়। যেমন সম্মুখে এই পুস্তক রহিয়াছে আমার অন্তঃকরণ নয়নেন্দ্রিয় দ্বারা পুস্তকে পতিত হইয়া পুস্তকাকার হইল। আত্মাও পুস্তক প্রত্যক্ষ করিলেন। এইরূপ স্মরণকালেও মনো দ্বারা অন্তঃকরণ সেই সেই আকার ধারণ করাতে, স্মৃতি হয়। যখন অন্তঃকরণের কোন বিশেষ আকার না থাকে, তখন কোন বাহ্য জ্ঞানই হয় না। সুতরাং এই অবস্থায় অন্তঃকরণ আত্মাকার প্রাপ্ত হইলে, আত্মজ্ঞান হয়। অতএব 'অন্তঃকরণ সবিকার; তাহার সাক্ষাৎকার হইলে আত্মার সাক্ষাৎকার কিরূপে হইল?' এরূপ সন্দেহ হইতে পারে না।

২ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাচটির নাম বিষয়। অন্তঃকরণ যখন এই পাঁচটি বিষয়ে লিপ্ত না রহিল, তখন তাদৃশ-অন্তঃকরণাকার আত্মা বৃত্তিবিষয়ই হইলেন; তাঁহাকে ফলবিষয় হইতে হইল না। সুতরাং 'আত্মা অন্তঃকরণ সাক্ষাৎকারের বিষয় হইলে, তাঁহার আত্মত্ব কিরূপে থাকে?' এরূপ সন্দেহ রহিল না।

৩ 'তবে প্রকাশ কিরূপে হয়?' ইহার উত্তর।

৪ আপনার গুণ অচিন্ত্য ও অনন্ত; অতএব সগুণ আপনার মহিমা জানা দুঃসাধ্য; কিন্তু গুণহীনের জ্ঞান কথঞ্চিৎ সম্ভব। এই অভিপ্রায়।

৫ 'এই গুলি' এইরূপ গণনা।

৬ যেরূপ জীবিত না থাকিলে দায়ে (পৈতৃক ধনে) অধিকার থাকে না, সেইরূপ ভক্তের জীবন ভিন্ন মুক্তিরও অন্য অধিকারোপায় নাই।

হে ঈশ্বর! আমার দৌর্জ্জন্য দর্শন করুন; আপনি অনন্ত, আদ্য, পরমাত্মা এবং মায়াজীবীদিগেরও বিমোহক; আমি আপনাতেও মায়া বিস্তার করিয়া নিজ ঐশ্বর্য্য দর্শন করিতে বাসনা করিয়াছিলাম! আমি কত টুকু (যে আপনাতে এরূপ করিতে পারিব?) (অগ্নি হইতে উৎপন্ন) শিখা অগ্নিতে (কিছুই নহে।) আমাকে ক্ষমা করুন; রজোগুণ হইতে আমার উৎপত্তি; অতএব না জানিয়া, "আমিই জগৎ-কর্ত্তা", এই গর্ব্বে আমার দুই চক্ষু অন্ধ হইয়াছিল; সুতরাং ভাবিয়াছিলাম, আপনি ভিন্ন অন্য ঈশ্বর আছেন। (এক্ষণে) "এ আমার ভৃত্য" এই ভাবিয়া (আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।) তমঃ, প্রকৃতি, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী দ্বারা ব্যাপ্ত, আমার নিজ পরিমাণে সপ্তবিতস্তি-মাত্র-পরিমিত এই ব্রহ্মাণ্ড আমার দেহ; কিন্তু আপনার রোম-বিবরসকল এতাদৃশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণুর গতায়াতের গবাক্ষ; অতএব আমি আপনার মহিমা জানিতে পারিব, ইহা কখন কোন রূপে সম্ভব হইতে পারে না। হে অজ! গর্ভস্থিত বালক যে পাদদ্বয় দ্বারা প্রহার করে, মাতা কি তাহাতে তাহার অপরাধ গ্রহণ করেন? স্থূল ও সূক্ষ্ম, কার্য্য-কারণ নামে কথিত এই সমুদায় পদার্থের মধ্যে কিছু কি আপনার উদরের বহির্ভাগে আছে?[১] ত্রিজগতের নাশ হইলে পর সমুদ্র সকল পরস্পর মিলিত হইলে, নারায়ণের উদরের নাভিপ্রদেশ হইতে ব্রহ্মা বহির্গত হইয়াছিলেন; এই

১ অতএব, যখন সকলই আপনার উদরে অবস্থিত, তখন আমিও সেই সকলের মধ্যে; অতএব মাতার ন্যায় আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

বাক্যটী সত্য বটে; তথাপি ঈশ্বর! আমি কি আপনা হইতে নির্গত হই নাই। আপনি সর্ব্ব দেহীর আত্মা এবং যাবতীয় লোকের সাক্ষী;[১] আপনি কি নারায়ণ নহেন? নর হইতে উৎপন্ন চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং জল যাঁহার আশ্রয় বলিয়া, যিনি নারায়ণ নামে বিখ্যাত, তিনিও আপনার অংশ। আশ্রয় হওয়া সত্য নহে, আপনারই মায়ামাত্র। "জগতের আশ্রয়-ভূত এই দেহ জলের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিল;" এই কথা যদি সত্য হইত, হে অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য! তাহা হইলে, তৎ-কালেই (কমলনাল-পথে জলের মধ্যে প্রবেশ করত শত বৎসর অন্বেষণ করিয়াও) দেখিতে পাই নাই কেন? অন্তঃকরণ-মধ্যেও দৃষ্ট হন নাই কেন? আবার সেই সময় তপস্যা করিবার পরেই পুনর্ব্বার নয়নগোচর হইয়াছিলেন কেন?[২] হে মায়া-বিনাশক! এই সমুদায় প্রপঞ্চ বাহিরে স্পষ্ট প্রকাশ পাই-তেছে বটে; তথাপি উদরমধ্যে জননীকে ইহা প্রদর্শন করিয়া আপনি এই অবতারেই মায়া প্রদর্শন করিলেন।[৩] যখন আপ-নার নিজের সহিত এই বিশ্ব, আপনার উদরে যেরূপ প্রকাশ পায়, বাহিরেও অবিকল সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে, তখন

---

১ যদি বলেন, তুমি নারায়ণের পুত্র, তবে কেন আমার নিকটে আসিয়াছ? তাহার উত্তর;—নারায়ণ আপনিই; নারায়ণ শব্দের অর্থ সর্ব্বলোকের আশ্রয়; আপনি সর্ব্বলোকের আশ্রয়; সুতরাং আপনি নারায়ণ।

২ অতএব মায়াই; সুতরাং, আপনি কোন বিশেষ প্রদেশে রহিয়াছেন, এ কথা সত্য নহে।

৩ যদি জলাদি প্রপঞ্চ সত্য হইত, তাহা হইলে আপনি জলাদিতে রহিয়াছেন, এরূপ বলিতে পারা যাইত; কিন্তু সে সকল যে সত্য নহে, মায়া; তাহা আপনিই প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই সমস্ত মায়া ব্যতীত আর কি হইতে পারে?[১] এখনই কি আপনি আমাকে দেখাইলেন না যে, আপনি ভিন্ন সমস্ত বিশ্বই মায়া? আপনি প্রথমে এক ছিলেন; পরে সমস্ত ব্রজবালক এবং বৎস হন; আমার সহিত সমস্ত তত্ত্বাদি তত-গুলি চতুর্ভুজের উপাসনা করে; তত গুলি ব্রহ্মাণ্ড হয়;[২] চরমে সেই অমিত, অদ্বয়, ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছেন![৩] আত্মা আপনি প্রকৃতিতে অবস্থিতি করত, যে সকল ব্যক্তি আপনার স্বরূপ অবগত নহে, তাহাদিগের পক্ষে নিজেই[৪] নিজমায়া বিস্তার করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন; যেমন;—জগতের সৃষ্টিতে আমি; পালনে আপনি; এবং সংহারে ত্রিলোচন।[৫] হে প্রভো! হে বিধাতঃ! হে ঈশ্বর! দেবতা, ঋষি, নর, তির্য্যক্‌জাতি এবং জলচর, ইহাদিগের মধ্যে জন্ম-হীন আপনার যে জন্ম হয়, সে কেবল অসাধুদিগের দুর্ম্মদ দমন এবং সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ, করিবার নিমিত্ত। হে ভূমন্!

---

১ যদি বলেন, বহির্ভাগের সৎপদার্থ আমার উদরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; তাহা নহে; কারণ নিজের প্রতিবিম্ব নিজের প্রতি প্রতিফলিত হইতে পারে না; দর্পণে অন্যান্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে; কিন্তু দর্পণের প্রতিবিম্ব দর্পণে পতিত হয় না। অতএব, যখন আপনার নিজের সহিত এই বিশ্ব আপনাতে দৃষ্ট হইতেছে, তখন সমস্তই অসৎ, মায়ামাত্র।

২ পূর্ব্বে এই ব্রহ্মাণ্ডদর্শনের কথা উক্ত হয় নাই; এক্ষণে হইল।

৩ কেবল জননীকে নহে, আমাকেও মায়া প্রদর্শন করিয়াছেন; এই অভি-প্রায়ে বলা হইল, 'এখনই কি ইত্যাদি' 'অবশিষ্ট রহিয়াছেন' পর্য্যন্ত।

৪ কাহারও অধীন হইয়া নহে।

৫ যদি বলেন, ব্রহ্মন্! আমি তোমাকে শুদ্ধ চৈতন্যই প্রদর্শন করিয়াছি; তুমি প্রপঞ্চের ন্যায় উহাকে মায়া বলিতেছ কেন? সত্য; কিন্তু আপনি অদ্বিতীয়; আপনাতে যে নানারূপ, সে গুণকৃত অবস্থার মৎস্যাদি অবতারের ন্যায় আপনার অধীন মায়া হইতেই হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে 'আত্মা আপনি' ইত্যাদি "ত্রিলোচন" পর্য্যন্ত।

হে ভগবন্! হে পরাত্মন্! হে যোগেশ্বর! ত্রিলোকীর মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কোথায় কোন্ প্রকারে কোন্ কালে আপনার কত লীলা জানিতে পারেন?[১] আপনি যোগ মায়া বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন।[২] অতএব এই অসৎস্বরূপ, স্বপ্ন-তুল্য, নিরস্ত-প্রকাশ অশেষ বিশ্ব নিত্য-সুখ এবং বোধ-স্বরূপ আপনাতে মায়া হইতে উৎপন্ন হইয়া, যদিও আপনাতেই নাশ পাইতেছে, তথাপি সৎ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।[৩] এক আপনিই সত্য; কারণ, আপনি আত্মা,[৪] এবং পুরুষ,[৫] সুতরাং সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের পূর্ব্বে বর্ত্তমান বলিয়া আদ্য[৬]। আর, আপনি নিত্য,[৭] এবং অনন্ত[৮] ও অদ্বয়[৯] বলিয়া পূর্ণ। আপনার সুখ নিরবচ্ছিন্ন। আপনার ক্ষয় নাই; বিনাশ নাই।[১০] আপনি স্বয়ং জ্যোতি-স্বরূপ, নির্ম্মল এবং উপাধি-হীন।[১১] যাঁহারা গুরুরূপী সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত, সুন্দর জ্ঞানচক্ষু-

---

১ যদি বলেন, যদি আমার স্বাতন্ত্র্য রহিল, তাহা হইলে নিন্দিত মৎস্যাদি জন্ম কেন হইবে? বামনাদি অবতারে ভিক্ষাই বা কেন করিব? এই অবতারেই বা কখন ভয়ে পলায়ন করিব কেন? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে, 'হে ভূমন্!' ইত্যাদি "পারেন" ইত্যন্ত।

২ অর্থাৎ, আপনার মায়াবৈভব চিন্তার বহির্ভূত।

৩ ভাল, অবতার সকলের মহিমা অচিন্ত্য হইল; অসৎ প্রপঞ্চকে সৎ বলিয়া প্রতীতি হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর "অতএব" ইত্যাদি "হইতেছে" ইত্যন্ত।

৪ দৃশ্যমাত্রই অসত্য; আত্মা দৃশ্য নহেন, সুতরাং সত্য।

৫ 'পূর্ব্বে আমিই বর্ত্তমান ছিলাম; অতএব পুরুষের পুরুষত্ব।' বেদ।

৬ কারণ। ৭ ইহা দ্বারা জন্মান্তরে অস্তিত্বরূপ বিকারেরও বারণ করা হইল।

৮ দেশ দ্বারা আপনার পরিচ্ছেদ হয় না।

৯ কাল দ্বারা আপনার পরিচ্ছেদ হয় না। বস্তু দ্বারাও আপনার পরিচ্ছেদ হয় না।

১০ 'আপনি পূর্ণ;' 'আপনার সুখ নিরবচ্ছিন্ন;' 'আপনার ক্ষয় নাই' 'বিনাশ নাই' এই চারিটি ধর্ম্ম বলাতে ক্রমে বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও বিনাশ বারণ করা হইল।

১১ 'আপনার বিনাশ নাই' এইটি প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত চারিপ্রকার ক্রিয়াফল নিবারণ করা হইতেছে। উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকৃতি ও সংস্কার এই চারি-

দ্বারা এবংবিধ ও যাবতীয় আত্মারই আত্ম-স্বরূপ আপনাকে মুখ্য আত্ম-স্বরূপ দর্শন করেন, তাঁহারা সংসার রূপ মিথ্যা-সাগর যেন উত্তীর্ণ হন। যেরূপ রজ্জুতে মহাসর্পের উৎপত্তি ও অপবাদ[১] হইয়া থাকে, সেইরূপ যাঁহারা আত্মাকেই আত্মা বলিয়া না জানেন, তাঁহাদিগের সমক্ষে সেই অজ্ঞান হইতে এই নিখিল প্রপঞ্চ প্রকাশিত হয়, আবার জ্ঞান হইলেই লয় পায়। ভববন্ধন, আর মোক্ষ; এই দুই অজ্ঞানের নাম; দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেরূপ সূর্য্যেতে রাত্রি বা দিন কিছুই নাই, সেইরূপ এই দুইটী সত্য ও প্রজ্ঞ পদার্থ হইতে ভিন্ন নহে। অহো, অজ্ঞ জনের কি অজ্ঞতা! আপনি আত্মা; আপনাকে আত্ম-ভিন্ন (দেহাদি); এবং দেহাদিকে আত্মা বোধ করিতেছে! আত্মাকে কি বাহিরে অন্বেষণ করিতে হয়! হে অনন্ত! সাধু সকল জড় পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া, দেহের মধ্যেই আত্মার অনুসন্ধান করেন।[২] নিকটে সর্প নাই বটে; তথাপি সর্পের অপবাদ না করিয়া কি ব্যক্তি সকল উহাকে রজ্জু বলিয়া জানিতে পারেন?[৩]

প্রকার ক্রিয়াফল। তাহার মধ্যে 'আদ্য' এই কথা বলাতেই উৎপত্তি নিবারন করা হইয়াছে। প্রাপ্তি দুই প্রকারে হইতে পারে; (১) ক্রিয়া দ্বারা; (২) জ্ঞান দ্বারা। "আত্মা" বলাতেই ক্রিয়া দ্বারা প্রাপ্তি বারণ করা হইয়াছে। কারণ আত্মা দর্শনাদির বিষয় নহেন। এক্ষণে 'স্বয়ং জ্যোতি' বলাতে জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্তিরও নিবারণ করা হইল। যেমন তুষাদির দূরীকরণ করাতে ধান্যাদির বিকার হয়, সেইরূপ উপাধি পরিত্যাগ দ্বারা বিকারের সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু উপাধি নাই, অতএব বিকারেরও অসম্ভাবতা। সংস্কারও দুইপ্রকারে হইতে পারে; (১) অতিশয় রূপে ধারণ দ্বারা; (২) মলাপকরণ দ্বারা। পূর্ণ বলাতে (১)র নিবারণ হইয়াছে। এক্ষণে নির্ম্মল বলাতে (২) রও নিবারণ করা হইল।

১ অস্বীকার।

২ যাঁহারা বিবেকী হন, তাঁহারা মুখ্যস্বরূপ আত্মারই অনুসন্ধান করেন।

৩ সতের জ্ঞান হইলেই হইল, অসতের অপবাদের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের

(মোক্ষ জ্ঞানমাত্র-সাধ্যই বটে ;) তথাপি, দেব ! যিনি আপনার পদাম্বুজ-যুগলের এক অংশেরও প্রসাদ-লেশ-মাত্র-লাভে অনুগৃহীত হইয়াছেন, তিনিই আপনার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন ; তদ্ভিন্ন অন্য, যে কেহ হউন না কেন, চির-কাল বিচার করিয়াও জানিতে সমর্থ হন না। অতএব, নাথ ! এই জন্মেই হউক, আর পশু-পক্ষী-প্রভৃতির মধ্যে অন্য কোন জন্মেই হউক, আমার যেন সেই মহৎ ভাগ্য হয়, যাহাতে আপনার জনগণের এক জন হইয়া আপনার পদ-পল্লব সেবা করিতে পারি। অহো, ব্রজের গাভী ও রমণীগণ অতি ধন্য ; বিভো ! আপনি বৎসতর ও পুত্ররূপে আনন্দে তাহাদিগের স্তন্যামৃত পান করিতেছেন ! যাবতীয় যজ্ঞও অদ্যাপি আপনার তৃপ্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই ! অহো, নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসীদিগের কি ভাগ্য ; কি ভাগ্য ; পরমানন্দস্বরূপ, পূর্ণ, সনাতন ব্রহ্ম আপনি তাঁহা-দিগের আত্মীয় ! হে অচ্যুত ! ইহাঁদিগের ভাগ্যের কথায় আর কাজ নাই ; শর্ব্ব (অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা,) একাদশ ইন্দ্রিয়াধি-ষ্ঠাতা, এবং আমি, আমরা এই সকল ব্রজবাসীদিগের ইন্দ্রিয়-রূপ পানপাত্র দ্বারা জন্মহীন আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ-রূপ আসব অনবরত পান করিতেছি, তাহাতেই আমাদিগের কি মহৎ ভাগ্যের উদয় হইয়াছে ![১] এই মনুষ্য লোকে,

---

উত্তরক্রমে বলা হইল, অসতের অপবাদ না করিলে অধিষ্ঠান কি বস্তু, তাহা জানা যায় না।

১ ইহা দ্বারা এই বলা হইতেছে, আমরা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা ; সুতরাং বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় দ্বারা এক এক ব্যক্তি কীর্ত্তি, সৌন্দর্য্য, সৌগন্ধ ইত্যাদি এক এক বস্তু মাত্র সেবন করিতেছি ; কিন্তু তাহাতেই আমাদিগের এত ভাগ্য ; অতএব ব্রজ-

তন্মধ্যে বনে, তন্মধ্যেও গোকুলে যে জন্ম, সেই পরম ভাগ্য; কারণ, (গোকুলে জন্ম হইলে) কোন না কোন গোকুলবাসীর পাদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত হওয়া যাইতে পারে। বেদ সকল অদ্যাপি যে মুকুন্দের পাদধূলি অন্বেষণ করিতেছে, সেই মুকুন্দই ব্রজবাসীদিগের নিখিল জীবিত। দেব! ভক্তের কেবল অনুকরণ মাত্র করিয়া, যখন পূতনা (বকাসুর ও অঘাসুর প্রভৃতি) আত্মীয়গণের সহিত আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন যে আপনি এই সকল ব্রজবাসীদিগকে সর্ব্বফলাত্মক আপনাকে ভিন্ন অন্য কি দান করিবেন, আমাদিগের চিত্ত সর্ব্বত্র বিচার করিয়া তাহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না; কারণ, আপনি ব্রজবাসীদিগের গৃহ, সম্পত্তি, বন্ধু, প্রিয়জন, পুত্র, প্রাণ ও অভিলাষের এক মাত্র উদ্দেশ্য[১]। হে কৃষ্ণ! লোক যত দিন আপনার না হয়, তত দিনই তাহাদিগের রাগাদি চৌর, গৃহ কারাগৃহ এবং মোহ পদশৃঙ্খলস্বরূপ হইয়া থাকে। বিভো! আপনি নিষ্প্রপঞ্চ হইয়াও বিপন্ন জনসমূহের আনন্দ-সন্দোহ বিস্তার করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতলে প্রপঞ্চের অনুকরণ করিতেছেন।[২] প্রভো! যাঁহারা জানেন তাঁহারা জানুন; আপনার বৈভব কিন্তু আমার মন, দেহ এবং বাক্যের বিষয় নহে। হে কৃষ্ণ! আজ্ঞা করুন, আমি গমন করি; আপনি সর্ব্বদর্শী; অতএব সকলই[৩] জানেন। আমি জগতের অধী-

বাসীরা যখন সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা এককালে সকলই সেবন করিতেছে, তখন ইহাদিগের ভাগ্যের কথা আর কি আছে?

১ যখন ব্রজবাসীরা আপনাকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করে, তখন তাহাদিগকে যে কি দান করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছি না।

২ কপট-পুত্রাদিরূপে তাদৃশ ভক্তির ঋণ পরিশোধ করা হয় না।

৩ আপনার নিজের মহিমা; এবং আমাদিগের অজ্ঞান ও বল প্রভৃতি।

শ্বর; অতএব এই জগৎ[১] আপনাতে অর্পণ করিলাম। হে শ্রীকৃষ্ণ! হে বৃষ্ণি-কুল-পদ্মের বিকাশকারিন্![২] হে পৃথিবী-দেব-দ্বিজ-ও-পশুরূপ সাগরের বৃদ্ধি-সাধক![৩] হে পাষণ্ড-ধর্ম্ম-রূপী নিশাকালীন অন্ধকারের উদ্ধার-কারিন্! হে পৃথিবী-নিবাসী রাক্ষসের নাশক! হে সূর্য্য প্রভৃতি সকলের পূজ্য![৪] যত দিন কল্প থাকিবে, আপনাকে তত দিন পর্য্যন্ত নমস্কার করিলাম।

শুকদেব কহিলেন, জগৎস্রষ্টা মহতের এইরূপ স্তব করত তিন বার প্রদক্ষিণ ও পাদযুগলে নমস্কার, করিয়া, অভিপ্রেত নিজধামে গমন করিলেন।

তাহার পর ভগবান্ আত্মযোনির অনুমতি লইয়া পূর্ব্বা-বস্থিত বৎস সকলকে আপনার পুলিনে আনয়ন করিলেন; পুলিন পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় সখিগণে পরিবৃত হইয়াছিল।

রাজন্! আপনাদিগের প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে যদিও বালকদিগের এক ক্ষণকে এক বৎসরের অধিক বোধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তথাপি তাহারা মায়ায় মুগ্ধ হওয়াতে, এক বৎসর অতীত হইলেও, ক্ষণার্দ্ধমাত্র বোধ করিল। যে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জগৎ ক্ষণে ক্ষণে আত্মাকে ভুলিয়া যায়, সংসারে সেই মায়ায় যাহাদিগের চিত্ত মোহিত হয়, তাহারা কি না ভুলিতে পারে?

সখা সকল কৃষ্ণকে কহিতেও লাগিল, তুমি ত বিলক্ষণ বেগে আগমন করিয়াছ! আমরা এক জনও গ্রাস ভক্ষণ

১ অর্থাৎ, আমার মমতাস্পদ শরীর। ২ হে সূর্য্যোপম। ৩ হে চন্দ্রোপম।
৪ সূর্য্যের উপমা ন্যূন; এই ভাবিয়া এই সম্বোধন।

করি নাই! এ দিকে আইস, ভোজন কর, বিলম্ব করিও না।

অনন্তর হৃষীকেশ হাস্য করত বালকদিগের সহিত ভোজন করিয়া অজগরের চর্ম্ম প্রদর্শন করিতে করিতে বন হইতে ব্রজে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে পবিত্র-কীর্ত্তি ব্রজ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার অঙ্গ সকল ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্প ও বনধাতু দ্বারা চিত্রিত ছিল। তিনি উচ্চরাবী বেণুদল ও শৃঙ্গের শব্দ জন্য উৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া আদরপুর্ব্বক বৎস-দিগকে আহ্বান করিতেছিলেন। তাঁহার দর্শন গোপীদিগের নয়নের উৎসব-স্বরূপ।

(রাজন্!) বালকেরা ব্রজমধ্যে বলিতে লাগিল, যশোদা ও নন্দের এই পুত্র অদ্য মহাসর্প সংহার করিয়াছে। আমরা ইহা হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! কৃষ্ণ পরের পুত্র; আপন আপন পুত্রদিগের প্রতি যে স্নেহ ছিল, তাঁহার প্রতি ব্রজবাসীদিগের তদপেক্ষাও অধিকতর এত স্নেহ কি প্রকারে হইয়াছিল; আপনি তাহা উল্লেখ করুন।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! আত্মাই যাবতীয় ভূতের প্রিয়; পুত্র-সম্পত্তি-প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় বস্তু আত্মার প্রিয় বলিয়াই প্রিয়। অতএব, রাজেন্দ্র! আপন আপন আত্মার প্রতি দেহীদিগের যেরূপ স্নেহ হয়, মমতাশ্রয়ী ধন পুত্র ও গৃহাদির প্রতি সেরূপ হয় না। হে ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ! যাঁহারা দেহকেই আত্মা বলেন, তাঁহাদিগেরও দেহ যেরূপ প্রিয়, দেহের অনুবর্ত্তী (পুত্রাদি) সেরূপ নহে। দেহ মমতার

পাত্র বটে; কিন্তু আত্মার ন্যায় প্রিয় নহে; (দেখ,) দেহ জীর্ণ হইতে থাকিলেও, জীবনের আশা বলবতী থাকে;[১] অতএব নিজের আত্মাই সর্ব্ব দেহীর প্রিয়তম; এই চরাচর জগৎ সমস্তই আত্মার নিমিত্ত। তুমি কৃষ্ণকে যাবতীয় আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে। তিনি জগতের হিতের নিমিত্ত মায়াযোগে এই পৃথিবীতে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পান। এই সংসারে যাঁহারা কৃষ্ণকেই বস্তু বলিয়া জানেন, তাঁহাদিগের সমক্ষে চরাচর সমস্তই ভগবদ্রূপ; তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নাই। যাবতীয় বস্তুর পরমার্থ কারণে অবস্থিত; কৃষ্ণ সেই কারণেরও কারণ; অতএব তদ্ভিন্ন অন্য কি বস্তু আছে, বল। মহৎ ব্যক্তিসকল পুণ্যযশাঃ মুরারির যে পাদপল্লবতরী পূজা করিয়া থাকেন, যাঁহারা সেই তরী আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহা-দিগের পক্ষে ভবসাগর গোবৎসপদের ন্যায়। তাঁহাদিগের পরমপদ (বৈকুণ্ঠ) লাভ হয়; বিপদের আশ্রয় (সংসার) তাঁহাদিগের আর হয় না।

হরি পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ষষ্ঠ বর্ষে কি রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছিল? রাজন্! তুমি আমাকে এই যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তোমার নিকট তাহা এই সমস্ত ব্যাখ্যা করিলাম।

মনুষ্য মুরারির বন্ধুগণের সহিত এই আচরণ, অঘাসুর-হনন, শাদ্বলে ভোজন, শুদ্ধ সত্বাত্মক (বৎস ও বৎসপালাদি)

---

১ অর্থাৎ, দেহ ধ্বংস হইবে, ইহা নিশ্চয় হইলেও তাহাতে যে মমতা দেখা যায়, সে মমতা আত্মার প্রতি হইয়া থাকে, ইহা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

রূপ, এবং ব্রহ্মকৃত স্তুতি, শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া সমুদায় পুরুষার্থ প্রাপ্ত হন।

রাম কৃষ্ণ এইরূপ সেতু বন্ধন এবং বালকদিগের সহিত উল্লম্ফন-প্রোল্লম্ফন প্রভৃতি লীলার আকর কৌমারলীলা দ্বারা ব্রজে কৌমার কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়া রামকৃষ্ণ ব্রজমধ্যে পশুপালদিগের আস্থাভাজন হইলেন;[১] এবং সখিগণসমভিব্যাহারে গোচারণ করত পাদস্পর্শ দ্বারা সর্ব্বদিকেই বৃন্দাবনকে পবিত্র করিতে লাগিলেন।

মাধব (এক দিন) ক্রীড়া করিতে অভিলাষী হইয়া বেণু বাদন করিতে করিতে পশুপাল অগ্রে লইয়া বলরামের সহিত সেই কুসুমাকর বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন; গোপগণ যশোগান করিতে করিতে তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। ভগবান্ দেখিলেন, বন মধুর-রাবী ভৃঙ্গ, মৃগ ও পক্ষিসমূহে সমাকীর্ণ; মহতের-মনঃসদৃশ-স্বচ্ছ-তোয়া-সরসী-বিহারী,[২] পদ্মগন্ধী[৩] বায়ু উহাকে সেবা করিতেছে। দেখিয়া বিহারে মন দিলেন।

আদিপুরুষ সেই বনমধ্যে দর্শন করিলেন, বনস্পতি সকল

---

১ অর্থাৎ, বয়ঃক্রমজন্য কিঞ্চিৎ বলাধিক্য প্রকাশ করিলেন।
২ ইহা দ্বারা শীতলতা কথিত হইল। ৩ ইহা দ্বারা মন্দতা সূচিত হইল।

গুরুতর-ফলপুষ্প-ভারে অবনত হইয়া অরুণ-পল্লব-কান্তির সহিত শাখাগ্র দ্বারা তদীয় পাদদ্বয় স্পর্শ করিতেছে। তাহাতে আনন্দিত হইয়া হাস্য করত অগ্রজকে কহিলেন, আশ্চর্য্য; দেববর! এই সকল বৃক্ষ ফলপুষ্পের উপকরণ লইয়া, যে পাপে ইহাদিগের বৃক্ষজন্ম হইয়াছে, সেই পাপ ক্ষয় করিবার নিমিত্ত, শাখাগ্র দ্বারা আপনার অমরার্চ্চিত পাদাম্বুজে নমস্কার করিতেছে! হে আদিপুরুষ! এই সকল ভ্রমর আপনার সর্ব্ব-লোক-পাবন যশঃ গান করিয়া, আপনি যে স্থানে যাইতেছেন, সেই স্থানেই যাইতেছে। হে অনন্ত! নিশ্চয় ইহারা আপনার সেবক সেই সকল ঋষিপ্রধান; আপনি বনমধ্যে গূঢ় ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, তথাপি ইহাঁরা আপনাকে ত্যাগ করিতেছেন না; আপনি ইহাঁদিগের আত্মদৈবত। হে পূজ্য! এই সকল বনবাসী ধন্য; আপনি ইহাঁদিগের গৃহে আগমন করিয়াছেন, (দেখিয়া) এই সকল ময়ূর আপনার নিকট নৃত্য করিতেছে এবং এই হরিণীগণ গোপীদিগের ন্যায় আনন্দে দৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়া, আর কোকিলকুল সূক্ত গান করিয়া, আপনার সন্তোষ উৎপাদন করিতেছে; সাধুদিগের স্বভাবই এই।[৪] অদ্য পৃথিবী, তৃণ ও গুল্মপুঞ্জ আপনার পাদ-স্পর্শ করিয়া, বৃক্ষ লতা সকল আপনার নখ দ্বারা ছিন্ন হইয়া, নদী, পর্ব্বত পক্ষী ও মৃগ সকল আপনার সদয় দৃষ্টি লাভ করিয়া, এবং, যাহাতে লক্ষ্মী স্পৃহা করেন, গোপী সকল আপনার সেই ভুজমধ্য প্রাপ্ত হইয়া, ধন্য হইল।

---

৪ আপনাদিগের যাহা কিছু আছে, মহৎ ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে সমস্ত দান করিয়া থাকেন।

শ্রীমান্ এই প্রকারে অনুচরগণের সমভিব্যাহারে আনন্দিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া বৃন্দাবনের মধ্যে পশু চারণ করত গিরি-নদীর তীরে বিহার করিতে লাগিলেন। কখন পথি-মধ্যে সহচরগণ চরিত্র গান করিতে থাকিলে, বলরামের সঙ্গে মদান্ধ অলিকুলের গানের সহিত গান করিতে আরম্ভ করিলেন; কখন মধুর বাক্যে জল্পনকারী শুকের সহিত কথা কহিতে থাকিলেন; কখন বা কোকিলের ধ্বনির সহিত মধুর ধ্বনি করিতে লাগিলেন; কখন কলহংসের মধুর নাদের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; কখন (বয়স্যদিগকে হাসাইয়া) ময়ূরের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন; কখন বা গো এবং গোপগণের মনোহারি গম্ভীর বাক্যে নাম ধরিয়া দূরগত পশু-দিগকে প্রীতি-সহকারে আহ্বান করিতে থাকিলেন। কখন চকোর, বক, চক্রবাক্, ভারদ্বাজ ও ময়ূরগণের অনুকরণ করিয়া শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন; কখন বা দেখাইতে লাগিলেন, যেন পশুদিগের মধ্যে ব্যাঘ্র ও সিংহ হইতে ভয় পাইয়াছেন। কখন ক্রীড়াশ্রান্ত বলরামকে গোপের ক্রোড়রূপ উপধানে শয়ন করাইয়া, নিজে পাদসংবাহনাদি দ্বারা সেবা করিয়া, তাঁহার শ্রম দূর করিলেন; কখন বা দুই ভ্রাতায় পরস্পর হস্ত ধারণ করত হাস্য করিতে করিতে নৃত্য, গীত, লম্ফ ও প্রোল্ল-ম্ফনাদি করিয়া, যে সকল বালক মল্লযুদ্ধ করিতেছিল, তাহা-দিগের প্রশংসা করিতে থাকিলেন। কখন নিযুদ্ধ[১]-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষের মূল দেশে গোপের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। মহারাজ! (সেই সময়) কোন কোন ধৌত-

১ পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া গদা প্রভৃতি দ্বারা সংগ্রাম।

গোপ বালক মহাত্মার পাদ সংবাহন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ বা ব্যজন দ্বারা বীজন করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা স্নেহাভিষিক্ত-চেতা হইয়া মৃদুস্বরে মহাত্মার অনুরূপ মনোমত গীত সকল গান করিতে থাকিল।

লক্ষ্মী যাঁহার পাদ-পল্লব সেবা করেন, সেই ঈশ্বর আপনার স্বরূপ গোপন করিয়া আপন মায়া দ্বারা ক্রীড়ায় গোপবালকের অনুকরণ করত সামান্য বালকদিগের সহিত সামান্য বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন; কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঈশ্বর-চেষ্টিতই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

রামকৃষ্ণের সখা শ্রীদামা নামে গোপাল এবং সুবল ও স্তোককৃষ্ণ[১] প্রভৃতি অন্যান্য গোপ সকল প্রণয় সহকারে এই কথা কহিল;—হে রাম! হে মহাবল রাম! হে দুষ্টদমন কৃষ্ণ! এ স্থান হইতে অতি নিকটে এক বন আছে; ঐ বন তালবৃক্ষের শ্রেণীতে ব্যাপ্ত। উহাতে অনেক ফল পড়িতেছে এবং পড়িয়াও আছে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুক ঐ সকল ফল রক্ষা করিতেছে। হে রাম! হে কৃষ্ণ! সে অতি-বীর্য্যশালী অসুর; গর্দ্দভের রূপ ধারণ করিয়া আছে। তাহার তুল্য বলশালী অন্যান্য জ্ঞাতিগণও তাহার সমভিব্যাহারে আছে। হে শত্রুঘ্ন! সে মনুষ্য আহার করে; সুতরাং সকল লোকেই তাহার ভয়ে ভীত; অতএব সে স্থানে যে সকল সুগন্ধি ফল রহিয়াছে, সে সকল এ পর্য্যন্ত কেহই ভোজন করিতে পারে নাই। এই দেখ সর্ব্বতঃ-প্রসারী সুগন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যাইতেছে; এই গন্ধে আমাদিগের চিত্ত ফলের প্রতি লোভী

১ কোন এক জন বালকের নাম।

হইয়াছে; কৃষ্ণ আমাদিগকে ঐ সকল ফল দান কর। রাম! অত্যন্ত বাঞ্ছা রহিয়াছে; যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, চল, গমন করা যাউক্।

প্রভু রাম-কৃষ্ণ মিত্রগণের এই বাক্য শ্রবণ করত তাঁহা-দিগের অভীষ্ট সাধন করিবার নিমিত্ত, হাসিতে হাসিতে গোপগণের সহিত তালবনে গমন করিলেন। প্রবেশ করিয়া, রাম মত্ত গজের ন্যায় বলপূর্ব্বক বাহু দ্বারা তাল-বৃক্ষ সকল কম্পিত করিয়া ফল পাতন করিতে লাগিলেন। ফল সকল পতিত হইবার সময় যে শব্দ হইতে লাগিল, গর্দ্দভরূপী অসুর সেই শব্দ শ্রবণ করত, পর্ব্বতের সহিত ভূতল কম্পিত করিয়া, দৌড়িয়া আসিল। আসিয়া, বলবান্ খল পশ্চাদ্‌ভাগের দুই পদ দ্বারা বলপূর্ব্বক রামের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া, গর্দ্দভের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে, চতুর্দ্দিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। রাজন্! ক্রুদ্ধ গর্দ্দভ, পুনর্ব্বার আগমন করত, সম্মুখভাগে অব-স্থিতি করিয়া, ক্রোধপূর্ব্বক বলরামের প্রতি পশ্চাৎ ভাগের দুই পদ প্রক্ষেপ করিল। রাম এক হস্তে তাহার দুই চরণ ধারণ করত ভ্রমণ করাইয়া, তাল-বৃক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; ভ্রমণ করানতেই তাহার জীবন ত্যাগ হইয়াছিল। মহৎ-শিরাঃ তালবৃক্ষ, গর্দ্দভ-শরীর দ্বারা আহত হইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে পার্শ্বস্থ বৃক্ষকে কম্পিত করিয়া ভগ্ন হইল; সেই পার্শ্বস্থ বৃক্ষ অপরকে, এবং সেই অপর বৃক্ষ অন্য একটাকে, কম্পিত করিল। বলদেব লীলাক্রমে গর্দ্দভের যে দেহ প্রক্ষেপ করিলেন, তদ্দ্বারা হতাহত হইয়া, যাবতীয় তাল বৃক্ষ মহাবাত্যায় চালিত হইয়াই যেন, কম্পিত হইতে লাগিল। মহারাজ! ভগবান্ জগদীশ্বর

অনন্তের এই কার্য্য আশ্চর্য্যের নহে; তন্তু-সমূহে বস্ত্রের ন্যায়, এই বিশ্ব তাঁহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে।

ধেনুকের জ্ঞাতি যে সকল অন্যান্য গর্দ্দভ ছিল, বান্ধব বিনষ্ট হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহারা কৃষ্ণ ও রামকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিল। রাজন্! তাহারা যেমন আসিতে লাগিল, রাম-কৃষ্ণ অমনি অবলীলাক্রমে এক এক করিয়া পশ্চাৎ চরণ ধারণ করত, সকলকে তালবৃক্ষগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বনভূমি ফলনিকর, অসংখ্য দৈত্য-শরীর এবং তালবৃক্ষের মস্তকে ব্যাপ্ত হইয়া, মেঘ-রাজি দ্বারা আচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল।

রাম-কৃষ্ণের সেই অদ্‌ভুত কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, দেবতা প্রভৃতি সকলে পুষ্প বর্ষণ, বাদ্য বাদন এবং স্তব, করিতে লাগিলেন। ধেনুকের মৃত্যু অবধি মনুষ্য সকল নির্ভয় হইয়া বনমধ্যে তালফল গ্রহণ, এবং পশুগণ তৃণ ভক্ষণ, করিতে লাগিল।

রাজন্! যাঁহার নামাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে পবিত্রতা জন্মে, সেই কমলপত্রাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ (অবশেষে) অগ্রজের সহিত ব্রজে প্রবেশ করিলেন; গোপগণ স্তব করিতে করিতে অনু-গমন করিল।

কৃষ্ণের গোধূলিমৃক্ষিত কেশপাশে ময়ূরপুচ্ছ এবং বন্য কুসুম বদ্ধ ছিল; তাঁহার লোচনদ্বয় অতি সুন্দর; তিনি মনোহর ভাবে হাস্য এবং বেণু বাদন, করিতেছিলেন। গোপগণ কীর্ত্তি গান করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গোপীদিগের

নয়ন উৎসুক ছিল। এক্ষণে সকলে সমবেত হইয়া নিকটে আগমন করিল। দিবসে কৃষ্ণের বিরহে যে তাপ জন্মিয়াছিল, ব্রজকামিনী সকল নয়নভৃঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণের মুখমধু পান করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিল। কৃষ্ণও তাহাদিগের সলজ্জ হাস্য-এবং-বিনয়-সহকৃত কটাক্ষবিক্ষেপরূপ পূজা গ্রহণ করিয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন।

পুত্রবৎসলা যশোদা এবং রোহিণী দুই পুত্র রাম ও কৃষ্ণকে অভিলাষ ও সময়ের সমুচিত উৎকৃষ্ট আশীর্ব্বাদ করিলেন। রামকৃষ্ণ ব্রজে মজ্জন ও উম্মর্দ্দনাদি দ্বারা পথশ্রান্তি দূর করত, সুন্দর বসন পরিধান পূর্ব্বক, দিব্য মাল্য ও গন্ধে ভূষিত হইয়া, জননীদ্বয় যে সুস্বাদু অন্ন আনিয়া দিলেন, তাঁহাদিগের আদরের সহিত তাহা আহার করিয়া, উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করত, সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

রাজন্! সেই ভগবান্ কৃষ্ণ এই রূপে বৃন্দাবনবিচরণে প্রবৃত্ত হইয়া, এক দিন বলরামকে না লইয়া সখিগণ সমভিব্যাহারে কালিন্দীর তীরে গমন করিলেন। (সেই স্থানে) গো এবং গোপগণ গ্রীষ্মে পীড়িত ও তৃষ্ণার্থ হইয়া কালিন্দীর বিষদূষিত জল পান করিল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দৈববশে চিত্ত মুগ্ধ হওয়াতে, সেই বিষজল পান করিয়া সকলে বিচেতন হইয়া জলের ধারে পতিত হইল। তিনি স্বয়ং যাহাদিগের নাথ, যোগেশ্বরের ঈশ্বর কৃষ্ণ, তাহাদিগকে তাদৃশ দশা প্রাপ্ত হইতে দর্শন করিয়া, অমৃত-বর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিলেন। তৎক্ষণমাত্রেই তাহাদিগের স্মৃতিশক্তি ফিরিয়া আসিল। রাজন্! তাহারা জলের সন্নিকট হইতে উত্থান করিয়া

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সকলে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল ; এবং মনে করিল, তাহারা যে বিষ পান করত পরলোক-গামী হইয়া পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করিল, সে গোবিন্দের অনুগ্রহদৃষ্টিতেই হইয়াছে।

ধেনুক-বধ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

বেদব্যাস-তনয় কহিলেন, কালীয় সর্প দ্বারা কালিন্দীর জল দূষিত হইয়াছে দেখিয়া, সর্ব্ব-শক্তিমান্ কৃষ্ণ উহার শুদ্ধি বিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া, ঐ সর্পকে উদ্‌বাস্তু করিলেন।

রাজা কহিলেন, ভগবান্ অগাধ জলের মধ্যে কিপ্রকারে সর্পের নিগ্রহ করিয়াছিলেন? সর্পও[১] যেরূপে বহু যুগ ব্যাপিয়া (জলমধ্যে) বাস করিয়াছিল, উল্লেখ করুন। ব্রহ্মন্! সর্ব্ব-ব্যাপী, স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বত্রবর্ত্তী সেই ভগবান্ গোপালন-বশে যে উদার কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই সকল কার্য্যরূপ অমৃত পান করিয়া কাহার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পাইতে পারে?

শুকদেব কহিলেন, কালিন্দীর মধ্যে কালীয়ের এক হ্রদ ছিল ; বিষাগ্নি-সংযোগে ঐ হ্রদের জল ফুটিতে থাকিত। পক্ষী সকল, উহার উপর দিয়া উড়িয়া যাইলে, উহাতে পতিত হইত। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, উহার তীরগত প্রাণীমাত্রেই

---

১ জলচর না হইয়াও।

বিষোদক-তরঙ্গ-স্পর্শি-জল-কণাযুক্ত বায়ুর স্পর্শে মরিয়া যাইত।

খলদিগকে দমন করিবার নিমিত্তই কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল; তিনি সেই ভীম-বেগ বিষ-বীর্য্য এবং তদ্দ্বারা নদীকে দূষিত, দর্শন করিয়া কদম্ব বৃক্ষে[১] আরোহণ করত দৃঢ় রূপে কাঞ্চী বন্ধন করিয়া বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক সেই অত্যুচ্চ বৃক্ষ হইতে বিষজলে পতিত হইলেন।

পুরুষশ্রেষ্ঠের পতনবেগে সর্পগণ ব্যাকুল হইল। সেই ব্যাকুলিত সর্পগণের বিষে কালীয় হ্রদের জলরাশি স্ফীত হইয়া উঠিল। হে ধীমন্! ঐ স্ফীত জলরাশির বিষকষায়িত ভয়ঙ্কর তরঙ্গ শত ধনু ব্যাপিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। রাজন্! করি-বর-তুল্য-বিক্রমশালী (শ্রীকৃষ্ণ) সেই হ্রদে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার ভুজদণ্ড দ্বারা জল ঘূর্ণিত হইতে থাকিল; ঐ জলের শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং নিজ ভবন আক্রান্ত হইল দেখিয়া, সর্প সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, নিকটে আগমন করিল; এবং সেই দর্শনীয়, সুকুমার, শ্রীবৎস-সংযুক্ত-পীত-বসনধারী, পদ্ম-গর্ভাভ-চরণ, নির্ভয়ে ক্রীড়া-কারী, হাস্য-শোভিত-বদন (নন্দনন্দনের) মর্ম্ম স্থানে ক্রোধপূর্ব্বক দংশন করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল।

শ্রীকৃষ্ণই যাহাদিগের প্রিয়, শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল সখা গোপাল তাঁহাতে আত্মা, আত্মীয়, প্রয়োজন, স্ত্রী ও অভিলাষ সমর্পণ করিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে সর্পদেহ দ্বারা বেষ্টিত

---

১ কদম্বের শ্রীকৃষ্ণচরণ-স্পর্শরূপ ভাবি সৌভাগ্য ছিল; এই জন্য উহা মরে নাই। কোন পুরাণে কহে, গরুড় অমৃত হরণ করিয়া ঐ বৃক্ষে বসিয়াছিলেন।

হইয়া নিশ্চেষ্ট হইতে দেখিয়া সাতিশয় কাতর হইল ; এবং দুঃখ, অনুতাপ ও ভয়ে জ্ঞান নষ্ট হওয়াতে, পতিত হইল। গাভী, বৃষ, বৎস ও বৎসতরী সকল নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া শোকসূচক শব্দ করিতে লাগিল ; এবং কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি প্রয়োগ করত ভীত হইয়া (এই ভাবে) দাঁড়াইয়া রহিল, যে দেখিয়া বোধ হইল, যেন ক্রন্দন করিতেছে।

এ দিকে ব্রজরে মধ্যে পৃথিবী, আকাশ ও আত্মাতে আসন্ন-ভয়-সূচক অতি-দারুণ ত্রিবিধ মহোৎপাত ঘটিতে লাগিল। সেই সকল দর্শন করিয়া, এবং কৃষ্ণ রামকে না লইয়া গোচারণ করিতে গমন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া, নন্দপ্রভৃতি গোপ সকল ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। গোপগণ কৃষ্ণের স্বরূপ অবগত ছিল না ; আর, কৃষ্ণই তাহাদিগের প্রাণ ও মন ছিলেন ; অতএব আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই দুর্নিমিত্ত দর্শন করত, কৃষ্ণের নিধন হইয়াছে ভাবিয়া, দুঃখ, শোক ও ভয়ে কাতর হইয়া, কৃষ্ণদর্শনবাসনায় দীনভাবে গোকুল হইতে নির্গত হইল। মধুকুলজাত ভগবান্ বলদেব তাহাদিগকে তাদৃশ কাতর হইতে দর্শন করিয়া হাস্য করিলেন ; কিছুই বলিলেন না ; কারণ, তিনি অনুজের প্রভাব অবগত ছিলেন।

গোপগোপী সকল প্রিয় কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে, যে সকল পদচিহ্ন ভগবান্‌কে জানাইয়া দিতেছিল, সেই সকল পদচিহ্ন দ্বারা সূচিত পথ ধরিয়া যমুনাতীরে গমন করিল। রাজন্! যেরূপ যোগী সকল বেদমার্গে বিশেষ বিশেষ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া পরম তত্ত্বের অন্বেষণ করেন, সেইরূপ গোপ-গোপী সকল, গোগণ যে পথে গমন করিয়াছে, সেই পথে

অন্যান্যের পদপঙ্‌ক্তির মধ্যে মধ্যে বিশেষ বিশেষ পদচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া, পদ্ম-যব-অঙ্কুশ-বজ্র-ও-ধ্বজ দ্বারা চিহ্নিত ভগবৎপদচিহ্ন সকল নিরীক্ষণ করিয়া গমন করিল। দূর হইতে হ্রদের মধ্যে কৃষ্ণকে ভুজঙ্গশরীর দ্বারা বেষ্টিত, জলাশয়ের তীরে গোপালদিগকে লুপ্ত-সংজ্ঞ, এবং চতুর্দ্দিকে পশুগণকে ক্রন্দন করিতে, দর্শন করিয়া দুঃখিত হইয়া একবারে মূর্চ্ছিত হইল। গোপীদিগের মন ভগবান্ অনন্তে অনুরক্ত ছিল; প্রিয়তম সর্পগ্রস্ত হইলে, তাঁহার সৌহৃদ, হাস্য, বিলোকন ও বাক্য স্মরণ করত নিরতিশয় দুঃখে তপ্ত হইয়া প্রিয়-বিরহিত ত্রিলোককে শূন্য বোধ করিতে লাগিল। কৃষ্ণজননী পুত্রের নিমিত্ত তাপিত হইয়াছিলেন। গোপী সকলেরও ব্যথা তাঁহার তুল্য হইয়াছিল; তাহারা নিকটে গমন করিয়া শোক করত ব্রজ-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সেই কথা কহিতে লাগিল; এবং কৃষ্ণে নয়ন অর্পণ করিয়া মৃতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। কৃষ্ণ নন্দাদি গোপ সকলের প্রাণ। তাঁহারা সরোবরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, দেখিয়া কৃষ্ণের প্রভাববেত্তা ভগবান্ বলরাম তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন।

কৃষ্ণ মানব স্বভাব অনুকরণ করিতেছিলেন। তিনি আপনাকে এতাদৃশ দর্শন করিয়া, এবং স্ত্রী ও বালক প্রভৃতি সমুদায় গোকুলবাসী তাঁহারই নিমিত্ত অতিশয় দুঃখিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, মুহূর্ত্ত কাল অবস্থিতি করত সর্পবন্ধন হইতে উত্থান করিলেন। হরির বৃদ্ধি-প্রাপ্ত শরীর দ্বারা নিজ শরীর ব্যথিত হওয়াতে, ভুজঙ্গ তাঁহাকে ত্যাগ করত ক্রুদ্ধ হইয়া ফণা সকল উত্তোলন করিয়া তাঁহার দিকে কেবল চাহিয়া

রহিল; এবং নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার নাসারন্ধ্র দিয়া বিষ বহির্গত হইতে থাকিল; চক্ষু সকল পাক-পাত্রের ন্যায় সন্তপ্ত হইল; এবং মুখসমূহে শিখাসমুহ সংলগ্ন হইল।

সর্প দ্বিশিখ জিহ্বা দ্বারা দুই সৃক্কণী লেহন, এবং অতি-ভয়ানক-বিষাগ্নি-সংযুক্ত দৃষ্টি ক্ষেপণ, করিতেছিল; কৃষ্ণ গরুড়ের ন্যায় ক্রীড়া করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন; সেও পলায়নের সুযোগ প্রতীক্ষা করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল।

এইরূপ পরিভ্রমণের দ্বারা তাহার বল হ্রাস হইয়া পড়িল; এবং স্কন্ধদ্বয় উন্নত হইয়া উঠিল। তখন অখিল কলার[১] আদ্য গুরু আদিপুরুষ তাহাকে আনত করিয়া, তাহার মস্তক-নিকরে আরোহণ করত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহার শিরোমণি-সমূহের সম্পর্কে তাঁহার পাদাম্বুজ অত্যন্ত অরুণ-বর্ণ হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণকে নৃত্য করিতে উদ্যত দেখিবামাত্র তদীয় গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, মুনি, চারণ ও দেববধূ সকল প্রীতিপূর্ব্বক মৃদঙ্গ, পণব ও আনকের বাদ্য, গীত, পুষ্পোপহার এবং প্রণতি সহকারে তাঁহার নিকট সহসা উপস্থিত হইলেন। রাজন্! ক্ষীণ-জীবন, তথাপি বেগে ভ্রমণ-কারী, একশত-প্রধান-মস্তক-ধারী ভুজঙ্গের যে যে মস্তক নত না হইল, খলের দণ্ডকর্ত্তা (নৃত্যচ্ছলে) পাদ-বিক্ষেপ দ্বারা সেই সেই মস্তক মর্দ্দন করিলেন; তাহাতে মুখ

১ নৃত্যবিশেষ। চঞ্চল মস্তকে কি প্রকারে নৃত্য করিলেন? এই সন্দেহের উত্তর দিবার নিমিত্ত বলা হইল, তিনি যাবতীয় নৃত্যের গুরু।

ও নাসিকাবিবর দ্বারা রুধির বমন করত সর্প একবারে বিচেতন হইয়া পড়িল। পুনর্ব্বার রোষপূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও নয়নসমূহ দ্বারা গরল উদ্‌গার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার মস্তকরাজির মধ্যে যে যে মস্তক উন্নত হইতে লাগিল, (হরি) নৃত্য করিতে করিতে পাদ দ্বারা সেই সেই মস্তক নামাইয়া কৃপাপূর্ব্বক তাহার হিত সাধন করিলেন। এই অবসরে (আনন্দিত গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলে অনন্ত-শরীর-শায়ী) নারায়ণের ন্যায় পুষ্প দ্বারা (নন্দনন্দনের) পূজা করিলেন।

রাজন্! কৃষ্ণের বিবিধপ্রকার তাণ্ডবে সর্পের সহস্র ফণা মর্দ্দিত এবং গাত্র ভগ্ন, হইয়া গেল। সে মুখরাজি দ্বারা রুধির বমন করত মনে মনে চরাচরগুরু পুরাণ পুরুষ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই শরণ লইল।

নিখিল জগৎ যাঁহার উদরে অবস্থিত, সর্প সেই যশোদা-তনয়ের অতিভারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং তদীয়-পার্ষ্ণি-প্রহারে তাহার ফণাছত্র সকল অত্যন্ত রুগ্ন হইয়াছে, দেখিয়া তাহার পত্নী সকল বিগলিতকেশা, আলুলায়িত-বসনা এবং দুঃখিতা হইয়া আদ্য পুরুষের নিকট উপস্থিত হইল। অতিবিহ্বল-চিত্তা সেই সকল সাধ্বী শিশুদিগকে অগ্রে লইয়া আগমন করত ভূমিতে[১] দেহ বিস্তার করিয়া ভূতপতিকে প্রণাম করিল; এবং পাপাত্মা স্বামীর মোক্ষ কামনা করিয়া আশ্রয়-প্রদের আশ্রয় লইল।

নাগপত্নী সকল কহিল, আপনি এই পাপের যে দণ্ড বিধান করিলেন, ইহা ন্যায়সঙ্গত হইল। খলের দণ্ড করিবার

১ সেই স্থানে। জলের নিম্নে বা তীরে।

নিমিত্তই আপনার অবতার হইয়াছে। সন্তান ও শত্রুর প্রতি আপনার সমান দৃষ্টি। আপনি ফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দণ্ড করিয়া থাকেন। আমাদিগের প্রতি নিশ্চয়ই অনুগ্রহ করা হইল; কারণ আপনি অসৎ ব্যক্তিদিগের প্রতি যে দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদিগের পাপ নাশ হইয়া থাকে, এই দেহীরও সর্প শরীর দেখা যাইতেছে;[১] অতএব আপনার ক্রোধও অনুগ্রহ বলিয়া আমাদিগের সম্মত। ইনি কি পূর্ব্ব জন্মে স্বয়ং অভিমানশূন্য, কিন্তু অন্যের মানদ, হইয়া সুচারুরূপে তপস্যা করিয়াছিলেন, না সর্ব্ব জনে দয়া করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যে আপনি সর্ব্ব জীবের জীবন-দাতা হইয়া ইহাঁর প্রতি তুষ্ট হইলেন? আপনার যে পাদরেণুর স্পর্শে অধিকার কামনা করিয়া, লক্ষ্মী স্ত্রী হইয়াও, সর্ব্বকাম পরিত্যাগ করত, ব্রত ধারণ করিয়া, বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই পাদরেণু-স্পর্শে ইহাঁর অধিকার কিসের প্রভাবে হইল, দেব! আমরা তাহা জানিতে পারিতেছি না। (যে সকল জীব) আপনার পাদরেণু প্রাপ্ত হন, তাঁহারা স্বর্গ, চক্রবর্ত্তিত্ব, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর আধিপত্য, যোগ-সিদ্ধি বা মুক্তিও কামনা করেন না। সংসার-চক্রে ভ্রমণ-কারী জীব ("আমার সেব্য হউক" বলিয়া) যে পাদরজঃ ইচ্ছা করিলে, সর্ব্ব সম্পৎ তাহার প্রত্যক্ষ হয়; এবং (প্রেমাদি) অন্য উপায় দ্বারা যে পাদরজঃ প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য; অহো; নাথ!

---

১ যখন ইহাঁর সর্পশরীর দেখা যাইতেছে, তখন নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে যে, ইনি পাপ করিয়াছিলেন; পাপবশেই ইহাঁর এই জন্ম হইয়াছে। আপনি দণ্ড করাতে ইহাঁর সেই মূল পাপ নষ্ট হইল; সুতরাং অনুগ্রহ করাই হইল।

এই সর্পরাজ তমো-গুণ-জাত এবং ক্রোধ-বশ হইয়াও সেই পাদরজঃ প্রাপ্ত হইলেন।

আপনি ভগবান্;[১] (অন্তর্যামি রূপে) যাবতীয় দেহে বাস করিতেছেন; অথচ ঐ সকল দেহ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন; কারণ, আপনি আদি কারণ; সুতরাং পূর্ব্বে বর্ত্তমান; অতএব (আকাশাদি) ভূতগণের আশ্রয়। আর, আপনি কারণের অতীত। আপনাকে নমস্কার।

আপনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের[২] আকর; কারণ আপনি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, অবিকারি, অগুণ ও অনন্ত-শক্তি ব্রহ্ম।[৩] আপনাকে নমস্কার।

আপনি কালস্বরূপ; কালশক্তির আশ্রয়; এবং কালের অবয়ব[৪] সকলের সাক্ষী; অতএব বিশ্বরূপ; কিন্তু বিশ্বের দ্রষ্টা,[৫] কর্ত্তা[৬] ও হেতু।[৭]

ভূত, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত আপনার স্বরূপ। ত্রিগুণ অভিমান দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া, আপনি আপনার অংশভূত আত্মা সকলকে জানিতে দিতেছেন না।

---

১ অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যাদি-গুণ-যুক্ত।

২ জ্ঞানের অর্থ জানা। বিজ্ঞানের অর্থ চিৎশক্তি।

৩ মোট অর্থ এই;—আপনার গুণ নাই; সুতরাং বিকার নাই; এবং আপনি ব্রহ্মজ্ঞানমাত্র, সুতরাং কারণের অতীত। আবার, আপনি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, সুতরাং আপনার শক্তি অনন্ত; এবং বিজ্ঞানের আকর, সুতরাং ঈশ্বর;—কারণ। অতএব আপনি কারণও বটেন, কারণের অতীতও বটেন।

৪ খণ্ড কাল; যে সকলে সৃষ্ট্যাদি হইয়া থাকে।

৫ তবে কি আমি জড়? এই প্রশ্নের উত্তরক্রমে বলা হইল, না, আপনি দ্রষ্টা।

৬ সামান্য দ্রষ্টা নহেন; কিন্তু উহার কর্ত্তা।

৭ সামান্য কর্ত্তা নহেন, উহার হেতু;—অর্থাৎ সর্ব্ব-স্বরূপ।

আপনি অনন্ত ;[১] সুতরাং সূক্ষ্ম ;[২] অতএব কূটস্থ,[৩] সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ; নানা বাদানুবাদের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন[৪]। শব্দ ও অর্থ আপনার শক্তি[৫]। আপনাকে নমস্কার।

আপনি প্রমাণ[৬] সকলের মূল ; অতএব আপনার নিজের জ্ঞান ঐ সকল প্রমাণের সাপেক্ষ নহে ; কারণ আপনি শাস্ত্র সকলের উৎপত্তি-স্থান। আর, আপনি প্রবৃত্ত, নিবৃত্ত ও চরম বস্তু। আপনাকে নমস্কার, নমস্কার।

আপনি ভক্ত-পালক শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ;[৭] আপনাকে নমস্কার।

আপনি অন্তঃকরণ সকলের প্রকাশক। অন্তঃকরণ সমূহ দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকেন। অন্তঃকরণ সকলের বৃত্তি দ্বারা আপনার অনুমান হইয়া থাকে। আপনি যাবতীয় অন্তঃকরণের দ্রষ্টা ; অতএব স্বগোচর। আপনাকে নমস্কার।

আপনার মহিমা অতর্ক্য ; এবং আপনি সর্ব্ব কার্য্যোৎপত্তির প্রকাশের হেতু বলিয়া অনুমানের যোগ্য। আর,

---

১ আপনি নিজে কিন্তু অভিমান দ্বারা আচ্ছন্ন নহেন ; এই নিমিত্ত বলা হইল, আপনি অনন্ত ; সুতরাং তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন হইবার নহেন।

২ কারণ আপনাকে দর্শন করা যায় না।

৩ সুতরাং আপনার উপাধিকৃত বিকার নাই।

৪ ঈশ্বর কি আছেন, না নাই ? তিনি কি সর্ব্বজ্ঞ, না কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ ? বদ্ধ, না মুক্ত ? এক, না অনেক ? মায়াযোগে ইত্যাদি নানা বিতর্কের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ, আপনার এমনই মায়া যে, যাহা ভাবিয়া তর্ক করা যাউক্, আপনাকে তাহাই বোধ হয়।

৫ শব্দ ও অর্থ নানা ; সুতরাং আপনার রূপও নানা।

৬ জ্ঞান-সাধন ;—চক্ষুঃ প্রভৃতি।

৭ ভগবানের চারি মূর্ত্তি। যথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ;—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন। ইঁহারা চিত্তাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

আপনি ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবর্ত্তক; কিন্তু আত্মারাম;[১] এবং আত্মারামতাই আপনার স্বভাব[২]। আপনাকে নমস্কার।

আপনি স্থূল ও সূক্ষ্মের গতি অবগত আছেন।[৩] আর, আপনি সমুদায়ের অধিষ্ঠাতা; কারণ, এই বিশ্ব আপনাতে অধিষ্ঠিত[৪] নহে; অথচ আপনি বিশ্বস্বরূপ; বিশ্বের দ্রষ্টা[৫] ও বিশ্বের হেতু;[৬] আপনাকে নমস্কার।

বিভো! আপনার চেষ্টা নাই; কিন্তু কাল শক্তি ধারণ করত আপনিই গুণগণ দ্বারা এই বিশ্বের জন্ম, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন; অতএব দর্শনবাসনায় সংস্কার রূপে বর্ত্তমান বিশেষ বিশেষ স্বভাব সকল উদ্বোধন করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন; আপনার ক্রীড়া অব্যর্থ[৭]। ত্রিলোকীর মধ্যে শান্ত, অশান্ত, বা মূঢ়যোনি-জাত জীবসমূহ সেই কালরূপী আপনারই তনু। এক্ষণে শান্তেরাই আপনার প্রিয়; কারণ, ধর্ম্মপালনের নিমিত্তই চেষ্টা করিতেছেন; সুতরাং শান্ত-দিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই আপনার থাকা। নিজ ভৃত্যের অপরাধ যদি প্রথম হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহা ক্ষমা করিয়া থাকেন। হে শান্তাত্মন্! যে মূঢ়, আপনাকে জ্ঞাত নহে, তাহাকে ক্ষমা করা আপনার উচিত।

---

১ কি বিষয়লিপ্সায় ইন্দ্রিয় প্রবর্ত্তন করি? এই তর্কের প্রতিবাদ।

২ কি সাধন দ্বারা আত্মাতে ক্রীড়া করিয়া থাকি? এই তর্কের প্রতিবাদ।

৩ সুতরাং কিছুতেই লিপ্ত নহেন।

৪ অর্থাৎ 'ইহা নহে' 'ইহা নহে,' এই রূপে নিষেধ করিয়া, শেষে আপনাতে গিয়া অবসান হয়।

৫ আরোপ এবং নিবারণের সাক্ষী।

৬ অবিদ্যা দ্বারা বিশ্বের আরোপ, আর, বিদ্যা দ্বারা ইহার নিবারণ, করেন।

৭ যখন সমুদায় আপনার ক্রীড়া, সুতরাং প্রাণী সকল আপনারই অধীন, তখন তাহাদিগের দোষ কি?

ভগবন্! প্রসন্ন হউন্; সর্প প্রাণ পরিত্যাগ করে। আমরা ইহাঁর স্ত্রী; নিরতিশয় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি; আমাদিগের স্বামীকে প্রাণ দান করুন। আমরা আপনার কিঙ্করী; কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আপনি যাহা আজ্ঞা করেন, যে ব্যক্তি তদনুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা সম্পাদন করেন, তিনি সর্ব্ব স্থান হইতেই ভয় হইতে মুক্তি পান।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, নাগপত্নী সকল এইপ্রকারে সম্পূর্ণরূপে স্তব করিলে পর, ভগবান্ মুর্চ্ছিত, ভগ্নশিরাঃ সর্পকে পাদ দ্বারা মর্দ্দন করিতে বিরত হইলেন। কালিয় অল্পে অল্পে ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণ লাভ করিয়া অতিকষ্টে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে হরিকে কহিল, নাথ! আমরা জন্ম হইতেই খল, তমোগুণাবলম্বী, এবং দীর্ঘ-কোপ-শীল। যে স্বভাব হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়, সে স্বভাব ত্যাগ করাও দুঃসাধ্য। হে বিধাতঃ! আপনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। নানাগুণ দ্বারা সৃষ্ট হওয়াতে ইহাতে স্বভাব, বীর্য্য, বল, যোনি, বীজ, চিত্ত ও আকৃতি নানা-বিধ। ভগবন্! আমরা এই বিশ্বের মধ্যে সর্প-জাতি; নিজে কিরূপে আপনার দুস্ত্যজ মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিব? সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর আপনিই মায়া পরিত্যাগ করাইতে পারেন। অনুগ্রহ বা নিগ্রহ, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা উচিত বিবেচনা করেন, আমাদিগের প্রতি তাহাই বিধান করুন।

শুকদেব কহিলেন, প্রয়োজন-বশতঃ মানুষাকার ভগবান্ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সর্প! তোমার এ স্থানে

থাকা হইবে না; জ্ঞাতি, পুত্র ও স্ত্রীগণ লইয়া সমুদ্রে গমন কর; বিলম্ব করিও না; গো ব্রাহ্মণ এই নদীর জল পান করিয়া থাকেন।

আমি তোমাকে এই যে শাসন করিলাম, যে ব্যক্তি উভয় সন্ধ্যাতে ইহা স্মরণ ও কীর্ত্তন করিবেন, তোমরা তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে পারিবে না। মদীয়-ক্রীড়া-স্থান-ভূত এই হ্রদে উপবাস করত স্নান করিয়া, যিনি জল দ্বারা দেবাদির তর্পণ এবং স্মরণপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা, করিবেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। তুমি যাঁহার ভয়ে রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া এই হ্রদে আশ্রয় লইয়াছিলে, সেই গরুড় মদীয়-পদ-চিহ্ন-চিহ্নিত তোমাকে ভক্ষণ করিবে না।

ঋষি কহিলেন, রাজন্! অদ্‌ভুত-কর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ পরিত্যাগ করিলে পর, নাগ ও তাহার পত্নী সকল আনন্দিত হইয়া দিব্যবস্ত্র ও মণি, মহামূল্য অলঙ্কার, দিব্য গন্ধ ও অনুলেপন, এবং মহতী উৎপলমালা দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। (সর্প) গরুড়ধ্বজ জগন্নাথের পূজা করত প্রসাদন করিয়া, অবশেষে আনন্দিত হইয়া, তাঁহার আজ্ঞাক্রমে, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করত, স্ত্রীপুত্র এবং বন্ধুবর্গ লইয়া সমুদ্র-দ্বীপে গমন করিলেন। ক্রীড়া-মানুষ-রূপী ভগবানের অনুগ্রহে সেই অবধি কালিন্দীর জল বিষশূন্য হইয়া অমৃততুল্য হইল।

কালিয়-দমন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কালিয় কি জন্য নাগগণের বাসস্থান রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়াছিল? কেবল সেই বা গরুড়ের কি অপ্রিয় করিয়াছিল?

বেদব্যাসনন্দন কহিলেন, হে মহাবাহো! পূর্ব্বে এই নির্দ্ধারিত হয় যে, ভক্ষ্য সর্প জনেরা মাসে মাসে বনস্পতির মূলে বলি দান করিবে। (তদনুসারে) সমুদায় নাগ আপন আপন রক্ষার নিমিত্ত পর্ব্বে পর্ব্বে মহাত্মা গরুড়কে নিজ নিজ (দেয়) ভাগ প্রদান করিত। কিন্তু কদ্রুতনয় কালিয় বিষ-ও-বীর্য্য-জন্য মদে আক্রান্ত হইয়া গরুড়কে অগ্রাহ্য করত বলি দান করিত না, প্রত্যুত, অন্যে যে বলি দান করিত, তাহা ভক্ষণ করিত।

রাজন্! এই ব্যাপার শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ ভগবৎ-প্রিয় গরুড় সংহার করিবার নিমিত্ত মহাবেগে কালিয়ের প্রতি ধাবিত হন। বিষাস্ত্র, করাল-জিহ্ব, উজ্জৃম্ভিত-ভীম-লোচন, দন্তায়ুধ কালিয় তাঁহাকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া, অনেক ফণা উত্তোলন করত, যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইয়া জিহ্বা এবং দন্ত দ্বারা তাঁহাকে দংশন করে। মধুসূদনের আসনবাহী, প্রচণ্ড-বেগ, প্রচুর-বিক্রম গরুড় দর্শন করিয়া, স্বর্ণ-প্রভ বাম পক্ষ দ্বারা কদ্রুর তনয়কে আঘাত করেন। কালিয় গরুড়ের পক্ষাঘাতে

অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া, তাঁহার অগম্য দুরাক্রম্য কালিন্দীর হ্রদে প্রবেশ করে।

একদা ঐ হ্রদে গরুড় একটী মৎস্যকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হন। সৌভরি তাঁহাকে নিবারণ করেন। তথাপি ক্ষুধিত গরুড় হাস্য করিয়া উহাকে নাশ করেন। মীনস্বামী নষ্ট হওয়াতে দীন মীনগণকে সাতিশয় দুঃখিত হইতে দেখিয়া, সৌভরি সেই স্থানের মঙ্গল বিধান করিয়া কৃপাবশতঃ কহেন, গরুড় এই স্থানে প্রবেশ করিয়া যদি মৎস্যদিগকে আহার করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ মরিবেন; আমি সত্য কহিলাম।

অন্য কোন সর্পই এই বৃত্তান্ত জানিত না। কেবল কালিয়ই জানিত। সে গরুড় হইতে ভীত হইয়া তথায় বাস করে। পরে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হয়।

(এ দিকে) শ্রীকৃষ্ণকে দিব্য মাল্য, গন্ধ ও বসনে মণ্ডিত, মহামণিগণে সমাকীর্ণ এবং সুবর্ণে বিভূষিত, হইয়া হ্রদ হইতে বহির্গত হইতে দেখিয়া, লব্ধ-প্রাণ ইন্দ্রিয়বর্গের ন্যায়, যাবতীয় গোপ উৎথান করিল; এবং আনন্দ-পূর্ণ-মনাঃ হইয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। হে কৌরব! যশোদা, রোহিণী, নন্দ, অন্যান্য গোপ ও গোপী এবং শুষ্ক বৃক্ষগণও কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া (স্পন্দনাদি) চেষ্টা লাভ করিল। রাম কৃষ্ণের প্রভাব অবগত ছিলেন। তিনি অচ্যুতকে আলিঙ্গন করত হাস্য করিলেন; এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার বদন দর্শন করিতে লাগিলেন। গাভী, বৃষ এবং বৎস সকলও সাতিশয় আনন্দ লাভ করিল। শুক ব্রাহ্মণগণ

সস্ত্রীক নন্দের নিকটে আগমন করিয়া কহিলেন, কালিয় তোমার পুত্রকে গ্রাস করিয়াছিল; ইনি ভাগ্যক্রমে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মহাভাগা যশোদা সতী নষ্ট পুত্র লাভ করত আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া বারংবার অশ্রুধারা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে রাজেন্দ্র! গোপগণ এবং ব্রজবাসী সকল ক্ষুধা-ও-তৃষ্ণা জন্য শ্রমে ক্লিষ্ট হইয়াছিল; অতএব কালিন্দীর উপকূলের সেই স্থানেই সেই রাত্রি বাস করিল। ইতিমধ্যে রাত্রি দুই প্রহরের সময় এরণ্ড-বন হইতে দাবাগ্নি উৎথিত হইয়া সুপ্ত ব্রজবাসীদিগের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া দাহ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর দহ্যমান ব্রজবাসী সকল অস্তে ব্যস্তে গাত্রোৎথান করিয়া মায়া-মনুষ্য ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইল। (কহিল,) হে মহাভাগ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে অমিত-বিক্রম রাম! আমরা তোমাদিগের। এই ঘোরতর অগ্নি আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে। প্রভো! সুদুস্তর কালাগ্নি হইতে তোমার আত্মীয়, মিত্র আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। আমরা তোমার অকুতোভয় চরণ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

অনন্ত-শক্তিধারী, অনন্ত জগদীশ্বর স্বজনদিগের এই-প্রকার বৈক্লব্য দর্শন করত সেই ভয়ানক অগ্নি পান করিলেন।

দাবাগ্নিমোক্ষণ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গোকুল-মণ্ডিত ব্রজে প্রবেশ করিলেন; আনন্দিত-চিত্ত জ্ঞাতিগণ গুণ গান করিতে করিতে তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন।

যাহাতে গোচারণ ছল, রামকৃষ্ণ সেই মায়া-যোগে বৃন্দাবনমধ্যে এইপ্রকারে বিহার করিতেছেন, ইতিমধ্যে শরীরীদিগের অনতি-প্রিয় গ্রীষ্ম ঋতু উপস্থিত হইল। কিন্তু যে বৃন্দাবনমধ্যে সাক্ষাৎ ভগবান্ রামের সহিত বসতি করিতেছিলেন, সেই বৃন্দাবনের গুণে গ্রীষ্ম বসন্তের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। কারণ, গ্রীষ্মকালেও নির্ঝরনিনাদে ঝিল্লীদিগের রব আচ্ছন্ন হইয়া গেল; এবং বৃন্দাবন ঐ সকল নির্ঝরের জলকণায় স্নিগ্ধীভূত বৃক্ষগণে নিরন্তর ব্যাপ্ত হইয়া রহিল। যে স্থান তৃণ-শূন্য, সে স্থানেও গ্রীষ্মকালীন অগ্নি ও সূর্য্য হইতে ব্রজবাসীদিগের তাপ জন্মিল না; কারণ নদী, সরোবর ও নির্ঝরের বায়ু কহ্লার, কঞ্জ ও উৎপলের পরাগ বহন করিয়া বহিতে লাগিল। অগাধ-তোয়া তটিনী সকলের ঊর্ম্মিমালা তাহাদিগের তট স্পর্শ করিয়া পুলিনের পঙ্ক নিরন্তর আর্দ্র রাখিত; অতএব সূর্য্যের কিরণ, বিষের ন্যায় প্রচণ্ড হইলেও, তাদৃশ-পুলিন-শালিনী বৃন্দাবন-ভূমির রস ও নব তৃণ শুষ্ক করিতে পারিল না। মনোহর বন কুসুমে পরিপূর্ণ হইয়া রহিল; তাহাতে বিবিধ মৃগপক্ষী

শব্দ, ময়ূর ও ভ্রমরকুল গান, এবং কোকিল ও সারস সকল রব, করিতে আরম্ভ করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সমভি-ব্যাহারে গোপ ও গোধন সঙ্গে লইয়া বেণু বাদন করিতে করিতে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত সেই বনে প্রবেশ করিলেন। প্রবাল, ময়ূরপিচ্ছ, পুষ্পস্তবকের মালা ও ধাতু দ্বারা ভূষণ রচনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম প্রভৃতি গোপসকল নৃত্য, যুদ্ধ ও গান করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কেহ গান করিতে লাগিল; কেহ কেহ বেণু, করতাল ও শৃঙ্গ বাদন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ বা প্রশংসা করিতে থাকিল। যেরূপ নট নটের আরাধনা করে, সেইরূপ গোপজাতির ছলধারী দেবগণ গোপালরূপী রাম-কৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিলেন। মহারাজ! কাকপক্ষধারী রামকৃষ্ণ কখন ভ্রমণ, লঙ্ঘন, ক্ষেপণ, আস্ফোটন, বিকর্ষণ ও বাহুযুদ্ধ দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কখন অন্যান্য গোপগণ নৃত্য করিতে থাকিলে, নিজে গান ও বাদ্য এবং "সাধু" "সাধু" বলিয়া প্রশংসা, করিতে লাগিলেন। কখন বিল্ব, কখন কুম্ভবৃক্ষের ফল, কখন বা আমলকমুষ্টি, দ্বারা ক্রীড়া করিতে থাকিলেন। কখন অস্পৃশ্য হইয়া (অন্যকে স্পর্শ করিবার নিমিত্ত দৌড়িতে লাগিলেন।) কখন অন্ধ হইলেন। কখন বা মৃগ ও পক্ষীর ন্যায় বিচরণ ও শব্দাদি করিতে লাগিলেন। কখন ভেকের ন্যায় সন্তরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কখন হাস্য পরিহাস করিতে থাকিলেন। কখন দোলায় দুলিতে লাগিলেন। কখন বা রাজা হইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন।

রামকৃষ্ণ এইরূপে লোক-প্রসিদ্ধ বিবিধ ক্রীড়া দ্বারা বৃন্দাবনের নদী, পর্ব্বত, দ্রোণি, কুঞ্জ, কানন ও সরোবর সকলে বিহার করিতে লাগিলেন।

এক দিন রামকৃষ্ণ গোপগণের সহিত সেই বৃন্দাবনমধ্যে পশু চারণ করিতেছেন, এই সময় প্রলম্ব নামে অসুর তাঁহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত গোপরূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্ব-দর্শন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে জানিতে পারিয়াছিলেন; তথাপি সংহার করিতে মানস করিয়া সখার ন্যায়, তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে সম্মত হইলেন। বিহারবিৎ শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে গোপালদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে গোপগণ! আইস, বয়ঃক্রম ও বলাদি অনুসারে দুই দল হইয়া, বিহার করা যাউক্।

গোপগণ সেই ক্রীড়ায় রামকৃষ্ণকে নায়ক করিল; এবং কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণের, আর কতকগুলি বলরামের, পক্ষ হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিল। ঐ সকল ক্রীড়ার লক্ষণ এই যে, যাহারা পরাজিত হইবে, তাহারা জেতৃদিগকে বহন করিবে, এবং যাহারা জয় করিবে, তাহারা পরাজিতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিবে।

গোপগণ কখন অন্যকে বহন, কখন বা অন্যের পৃষ্ঠে আরোহণ, করিয়া, গোধন চারণ করিতে করিতে কৃষ্ণকে অগ্রে লইয়া ভাণ্ডীরক নামক বনের নিকট গমন করিল। রাজন্! অবশেষে যখন রামের পক্ষ শ্রীদাম প্রভৃতি ক্রীড়ায় জয়ী হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি তাহাদিগকে বহন করিলেন। পরাজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্ব

রোহিণীনন্দনকে বহন করিয়া চলিলেন। কেশবের তেজঃ সহ্য করা যাইবে না মনে করিয়া, দানবশ্রেষ্ঠ, যে স্থানে অবরোহণ করাইতে হইবে, রামকে বহন করত সেই স্থান অতিক্রম করিয়াও গমন করিল। স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিত, আসুর শরীর ধারণ করত, পর্ব্বতরাজের ন্যায় গুরু রামকে বহন করিয়া, সে তড়িন্মালায় দীপ্তি-শালী, চন্দ্র-বাহী মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহার শরীর আকাশমার্গে অতি বেগে চলিতেছিল; দুইটী চক্ষু অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল; ভয়ানক দৃষ্টি ভ্রুকুটীতটে সংলগ্ন হইয়াছিল; এবং কেশ সকল কটক ও কুণ্ডলের তেজে জ্বলিতেছিল। হল-ধর সেই অদ্ভুত শরীর দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। পর ক্ষণেই তাঁহার স্মৃতি উপস্থিত হইল। তাহাতে ভয়-শূন্য হইয়া, যেরূপ সুরেন্দ্র বজ্রের বেগে গিরিকে তাড়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ, যে শত্রু স্বকীয় দলবল পরিত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে হরণ করিতেছিল, রোষ-পূর্ব্বক দৃঢ় মুষ্টি দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন। আহত হইবামাত্র অসুরের মস্তক ভগ্ন হইল; মুখ হইতে রুধির বমন হইতে লাগিল; স্মৃতিশক্তি নষ্ট হইল। সে প্রাণশূন্য হইয়া, ইন্দ্রের অস্ত্র দ্বারা আহত গিরির ন্যায়, মহাশব্দ করিয়া পতিত হইল। বল-শালী বলদেব প্রলম্বকে সংহার করিলেন দেখিয়া, গোপগণ বিস্মিত হইয়া "সাধু সাধু" বলিতে লাগিল; আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করত প্রশংসার যোগ্যপাত্র (রোহিণীনন্দনের) প্রশংসা করিতে থাকিল; এবং প্রেমে বিহ্বল-চিত্ত হইয়া, তিনি যেন পর লোক হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, এই ভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল।

পাপ প্রলম্ব নিহত হইলে দেবগণ পরম নিবৃত্তি লাভ করত, বলদেবের উপর মাল্য বর্ষণ করিলেন, এবং "সাধু সাধু" বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রলম্ববধ-নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাস-তনয় কহিলেন, গোপগণ ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছে; এবং তাহাদিগের গোগণ দূরে চরিতেছে; ইতিমধ্যে ঐ সকল গো স্বেচ্ছাক্রমে চরিতে চরিতে তৃণলোভে গিয়া গহ্বরে প্রবেশ করিল।

অজা, গো এবং মহিষী সকল এক বন হইতে অন্য বনে ভ্রমণ করত (তৃণ ভক্ষণ করিতেছিল; হঠাৎ) দাবাগ্নিতে তৃষিত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে অবশেষে ঈষিকা[১] বনে প্রবেশ করিল।

এ দিকে কৃষ্ণ রামাদি গোপগণ পশুপাল না দেখিয়া, অনুতাপগ্রস্ত হইয়া, উহাদিগের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্থির করিতে পারিলেন না। জীবনোপায় নষ্ট হওয়াতে বিচেতন হইয়া সকলে গোগণের ক্ষুর ও দন্ত দ্বারা ছিন্ন তৃণ এবং পদ দ্বারা অঙ্কিত ভূমিভাগ ধরিয়া তাহাদিগের মার্গ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। (শেষে) মুঞ্জবনের[২]

---

১ শর। ২ মুঞ্জ ॥ বাং ॥ এই তৃণ দ্বারা রজ্জু নির্ম্মাণ হয়।

মধ্যে মার্গ-ভ্রষ্ট, ক্রন্দমান স্বীয় গোধন প্রাপ্ত হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে আহ্বান করিলে গাভী সকল আপন আপন নামের শব্দ শ্রবণ করত হর্ষিত হইয়া প্রতিনাদ করিল।

অনন্তর বনবাসীদিগের ক্ষয়কারী মহান্ অগ্নি বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া ভয়ানক শিখাসমূহ দ্বারা যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম গ্রাস করত যদৃচ্ছাক্রমে চারি দিক্ হইতে উদ্ভূত হইল। গো এবং গোপগণ সেই দাবাগ্নিকে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া ভীত হইল; এবং, যেরূপ জনগণ মৃত্যুভয়ে পীড়িত হইয়া হরিকে কহিয়া থাকে, সেইরূপ কাতর হইয়া রাম ও কৃষ্ণকে কহিল, হে মহাবীর্য্য কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে অমোঘ-বিক্রম রাম! আমরা দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া কাতর হইয়াছি; আমাদিগকে পরিত্রাণ করা উচিত হইতেছে। হে কৃষ্ণ! যাঁহারা তোমার বন্ধু, নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের অবসন্ন হওয়া উচিত হয় না। হে সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞ! তুমিই আমাদিগের নাথ ও চরম আশ্রয়; ইহাতে ত সন্দেহ নাই।

শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ হরি বন্ধুগণের কাতর বাক্য শ্রবণ করত কহিলেন, ভয় করিও না; চক্ষু মুদ্রিত কর।

গোপগণ তাহাই করি, বলিয়া লোচন মুদ্রিত করিলে পর, যোগাধীশ্বর ভগবান্ মুখ দ্বারা সেই ভয়ানক অগ্নি পান করত তাহাদিগকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিলেন।

অনন্তর গোপ সকল চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল, তাহারা পুনর্ব্বার ভাণ্ডীর বনে আনীত হইয়াছে; এবং গোগণ ও তাহারা নিজে মুক্ত হইয়াছে। (দেখিয়া) বিস্মিত হইল।

আর, কৃষ্ণের সেই যোগবীর্য্য ও যোগমায়ার প্রভাব এবং আপনাদিগের দাবাগ্নি হইতে (মোচন) রূপ মঙ্গল, দর্শন করত কৃষ্ণকে দেবতা ভাবিল।

সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে, জনার্দ্দন গোপাল ফিরাইয়া, বেণু বাদন করিতে করিতে রামের সমভিব্যাহারে গোষ্ঠে যাত্রা করিলেন ; গোপগণ স্তব করিতে করিতে চলিল। গোবিন্দকে দর্শন করিয়া গোপীদিগের পরম আনন্দ জন্মিল। গোবিন্দ বিহনে ঐ সকল গোপীর এক ক্ষণ শত যুগ বোধ হইত।

দাবাগ্নি হইতে মোচন নামক ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, গোপগণ দাবাগ্নি হইতে তাহাদিগের নিজের মোক্ষণ এবং প্রলম্ববধ রূপ রাম কৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্ম স্ত্রীদিগের নিকট উল্লেখ করিল। বৃদ্ধ গোপ এবং গোপী সকল তাহা শ্রবণ করত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে করিল রাম ও কৃষ্ণ দুই দেবশ্রেষ্ঠ ; ব্রজে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কিছু দিন পরে বর্ষা উপস্থিত ; বর্ষায় সমুদায় প্রাণীর উৎপত্তি, দিঙ্মণ্ডল সমুজ্জ্বল এবং নভঃস্থল সংক্ষুভিত, হইয়া থাকে।

(এতাদৃশ বর্ষার আবির্ভাব হইলে,) আকাশ নিবিড়, নীল ও বিদ্যুৎ-গর্জ্জন-পূরিত মেঘ দ্বারা, অস্পষ্ট-জ্যোতিঃ, আচ্ছন্ন,

সগুণ ব্রহ্মের[১] ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সূর্য্য অষ্ট মাস ধরিয়া যে জলময় সম্পত্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কাল উপস্থিত হইলে, আপন কর দ্বারা তাহা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যেরূপ কৃপালু ব্যক্তি সকল (সন্তপ্ত জনকে দর্শন করত দয়া করিয়া তাহার তৃপ্তির নিমিত্ত) জীবনও পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ প্রচণ্ড-বায়ু[২]-চালিত, বিদ্যুৎমণ্ডিত[৩] মহামেঘ সকল বিশ্বের তৃপ্তিসাধন বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। যেমন কাম্য-তপস্যা-চারীর শরীর সেই তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইয়া পুষ্ট হয়, তেমনি গ্রীষ্ম-কৃশা মেদিনী বর্ষা দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া পুষ্টি লাভ করিল। নিশার প্রারম্ভে গ্রহগণ প্রকাশ না পাইয়া, খদ্যোত সকল জ্বলিতে লাগিল; যেমন কলিযুগে পাপবলে পাষণ্ডেরাই দীপ্তি পাইয়া থাকে; দেবতারা নহেন। যেরূপ নিত্য কর্ম্মের অবসানে আচার্য্যের শব্দ শুনিয়া তাঁহার শিষ্য ব্রাহ্মণ সকল অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, সেইরূপ ইতিপূর্ব্বে যে সকল ভেক মৌনভাবে শয়ন করিয়াছিল, বর্ষার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাহারা শব্দ করিতে লাগিল। শুষ্ক-প্রায় ক্ষুদ্র নদী সকল ইন্দ্রিয়-পরবশ পুরুষের দেহ, ধন ও সম্পত্তির ন্যায় পথ অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিল। পৃথিবী কোন স্থানে তৃণ দ্বারা নীলীকৃতা, কোন স্থানে ইন্দ্রগোপ[৪] দ্বারা রক্তীভূতা, কোন স্থানে বা ছত্রাক[৫] দ্বারা কৃত-চ্ছায়া হইয়া নৃপগণের সেনাসম্পত্তির ন্যায়

---

১ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন জীবাত্মা।
২ বায়ুর সহিত দয়ার উপমা। ৩ বিদ্যুতের সহিত চক্ষুর উপমা।
৪ কীট বিশেষ। ৫ বেঙের ছাতা।

শোভিত হইলেন। ক্ষেত্র সকল শস্যসম্পত্তি দ্বারা কৃষক-দিগের আনন্দ উৎপাদন করিল; মানী ব্যক্তি সকল যে দুঃখ প্রদান করেন, সে দৈবের অধীন; তাঁহারা জানিয়া কাহাকেও দুঃখী করেন না।[১] যেরূপ পুরুষ হরির সেবা করিয়া দেখিতে সুন্দর হন, সেইরূপ সমুদায় জল-স্থল-বাসী নবজলে অভিষিক্ত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিল। বায়ু-সঙ্গত, তরঙ্গিত সাগর নদীর সহিত মিলিত হইয়া, অপক্ক যোগীর গুণযুক্ত, ভোগ-সঙ্গত চিত্তের ন্যায় ক্ষোভিত হইয়া উঠিল। যাহাদিগের চিত্ত ভগবানে নিযুক্ত আছে, তাঁহারা যেরূপ ব্যসন দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও ব্যথিত হন না, সেইরূপ গিরিসকল বর্ষা-ধারায় আহত হইয়াও ক্লিষ্ট হইল না। পথ সকলে গতায়াত রহিত হইল; অতএব তৃণে আচ্ছন্ন হওয়াতে, পথ বলিয়া স্পষ্ট জ্ঞাত হইল না; যেমন ব্রাহ্মণগণ অভ্যাস না করাতে শ্রুতি সকল কালক্রমে লুপ্তপ্রায় হইয়া আইসে। গুণী পুরুষে পুংশ্চলীর ন্যায়, অস্থির-সৌহৃদ চপলা লোকের উপকারক মেঘ সকলে স্থির হইয়া অবস্থিতি করিল না। গুণ-সমষ্টিময় প্রপঞ্চে নির্গুণ পুরুষের তুল্য, গর্জ্জিত-শব্দ-পূরিত আকাশে গুণ[২]-বিরহিত মাহেন্দ্র ধনু শোভা পাইতে লাগিল। যেরূপ জীব স্বীয় চৈতন্য দ্বারাই প্রকাশিত অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশ পান না, সেইরূপ চন্দ্র স্বকীয় জ্যোৎস্না দ্বারা প্রকাশিত মেঘ-রাজিতে আবৃত হইয়া দীপ্তি

---

১ বৃষ্টি নিরবচ্ছিন্ন হওয়াতে শস্য সকল জন্মিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করে; বৃষ্টি না থাকিলেই শুকাইয়া যায়; সুতরাং কৃষকদিগকে দুঃখিত করে।

২ জ্যা ॥ ছিলা ॥ বাং ॥

পাইলেন না। গৃহে বাস করাতে যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ তপ্ত হইতেছে, সেই সকল বিরাগী পুরুষ, যেরূপ কোন অচ্যুতের ভক্ত গৃহে আগত হইলে সন্তুষ্ট হন, ময়ূর সকল সেইরূপ মেঘের সমাগমে হৃষ্ট হইয়া উহার প্রতি আনন্দ প্রকাশ করিল। পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া যে সকল ঋষি শ্রান্তি-হেতু কৃশ হইয়াছেন, তাঁহারা যেমন পরে (তপস্যাসিদ্ধ) কাম সকল উপভোগ করিয়া নানা-রূপ শরীর ধারণ করেন, বৃক্ষ সকল তেমনি মূল দ্বারা জল পান করিয়া বিবিধ-প্রকার দেহ ধারণ করিল। রাজন্! গৃহস্থাশ্রমে ভয়ানক কর্ম্ম সকলের সদ্‌ভাব আছে; তথাপি দুরাশয় নীচ ব্যক্তি সকল গৃহে বাস করিয়া থাকে; এইরূপ চক্রবাক সকলও তীরে পঙ্ক ও কণ্টকাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত সরোবরসমূহে বসতি করিতে লাগিল। যেরূপ কলিতে পাষণ্ডদিগের কুতর্কে বেদমার্গ ভগ্ন হইয়াছে, সেইরূপ, ইন্দ্র বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, জলবেগ দ্বারা সেতু সকল ভগ্ন হইল। যেমন রাজা সকল পুরোহিত কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সময়ে বিবিধ কাম প্রদান করেন, তেমনি মেঘ সকল বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া প্রাণীদিগের উপর অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল।

বন এই প্রকারে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত, এবং তাহাতে খর্জ্জূর ও জম্বু সকল পক্ক হইলে, হরি বলরামকে সঙ্গে লইয়া গোপাল এবং গোপগণে পরিবৃত হইয়া ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধেনু সকল উধোভারে আক্রান্ত হওয়াতে স্বভাবতঃ ধীরে ধীরে গমন করিত; এক্ষণে ভগবান্ আহ্বান করিলে প্রীতিবশতঃ দ্রুত-পদ-সঞ্চারে গমন করিতে

লাগিল। গমনকালে তাহাদিগের স্তন হইতে দুগ্ধক্ষরণ হইয়া চলিল।

ভগবান্ (বনের) চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, বনবাসী সকল আনন্দিত হইয়াছে ; পাদপ-নিকর মধু বর্ষণ করিতেছে ; গিরি হইতে জলধারা পতিত হইতেছে ; এবং গুহা সকল ঐ ধারার শব্দে পূরিত হইয়াছে।

(মহারাজ! বনমধ্যে) বৃষ্টি পতিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কখন বনস্পতির তলে, কখন বা গুহায়, প্রবেশ করত বলরামের সহিত কন্দ, মূল ও ফল আহার করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দধি-অন্ন আনীত হইলে, বলদেবের সহিত জল-সমীপবর্ত্তী শিলাতলে উপবেশন করিয়া সহভোজি-গোপগণ-সমভিব্যাহারে ভোজন করিলেন।

(হে ভরত-কুলতিলক!) বনমধ্যে স্বকীয়-উধঃ-ভারে পরিশ্রান্ত গাভী, এবং বৃষ ও বৎস সকল পরিতৃপ্ত হইয়া নব তৃণের উপর শয়ন করত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রোমন্থ করিতেছিল ; ভগবান্ ঐ সকলকে এবং সর্ব্বকালীন-সুখ-প্রদায়িনী বর্ষা-লক্ষ্মীকে দর্শন করিয়া, স্বীয় শক্তি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ঐ বর্ষা-লক্ষ্মীর সমাদর করিলেন।

রাম ও কেশব এইপ্রকারে ব্রজমধ্যে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। (ক্রমে বর্ষা অতীত হইয়া) শরৎ ঋতুর সমাগম হইল। তখন মেঘ আর দৃষ্টিগোচর হইল না। জল নির্ম্মল হইল। বায়ু ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিল। পুনর্ব্বার যোগ সাধন করিয়া ভ্রষ্ট যোগীর চিত্তের ন্যায়, পদ্মোদ্ভব-শালিনী শরতের সমাগমে বারির স্বীয়-স্বভাব-লাভ হইল। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি

আশ্রমীর অশুভ অপহরণ করে, সেইরূপ শরৎ আকাশের মেঘ, প্রাণীর একত্র বাস,[১] পৃথিবীর পঙ্ক, এবং বারির কলুষতা নাশ করিল। যেমন মুক্ত-পাপ মুনি সকল বাসনা পরিত্যাগ করত শান্ত হইয়া শোভা পান, তেমনি বারিদ-নিকর সর্ব্বস্ব[২] পরিত্যাগ করত শুভ্র-কান্তি হইয়া শোভিত হইল। (বর্ষা-কালের ন্যায়) গিরি সকল কোথাও নির্ম্মল বারি পরিত্যাগ করিল, কোথা নাও বা করিল; যেমন জ্ঞানিগণ যথা-কালে জ্ঞানামৃত কোথাও দান করেন, কোথা নাও বা করেন। যেরূপ মূঢ় পরিবারী মনুষ্য সকল, পরমায়ু যে প্রত্যহ ক্ষয় পাইতেছে, তাহা বুঝিতে পারে না, সেইরূপ স্বল্প-জল বিহারী জলচর সকল, জল যে মরিয়া আসিতেছে, তাহা জানিতে পারিল না। দীন, দরিদ্র, অজিতেন্দ্রিয় পরিবারীর ন্যায়, স্বল্প-জল-বিহারী জলচর সকল শরৎ-কালীন সূর্য্যের তাপে তপ্ত হইতে লাগিল। যেরূপ ধীর ব্যক্তি সকল আত্ম-ভিন্ন দেহাদিতে মমতা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভূমি পঙ্ক এবং লতা সকল অপক্কতা পরি-ত্যাগ করিল। সমগ্ররূপে ক্রিয়া নিবৃত্ত হইলে, মুনি যেমন বেদপাঠ পরিত্যাগ করেন, শরৎকাল-সমাগমে জল নিশ্চল হওয়াতে, সমুদ্র তেমনি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। প্রাণ ইন্দ্রিয়মার্গ দ্বারা ক্ষরিত হইয়া থাকে। যেরূপ যোগী সকল ঐ ইন্দ্রিয়মার্গ রোধ করত প্রাণ ধারণ করিয়া

---

১ বর্ষায় গতায়াত রুদ্ধ হওয়াতে কার্য্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সকলে একত্র বসতি করে।

২ জল।

রাখেন, সেইরূপ কৃষকগণ দৃঢ় সেতু দ্বারা কেদারমধ্যে জল রুদ্ধ করিয়া রাখিল। যেমন বোধ দেহাভিমানের এবং শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের, তাপ সকল নাশ করিয়া থাকেন, তেমনি শরৎ সূর্য্যকিরণের উৎতাপ হরণ করিল। সত্ত্ব-গুণাবলম্বী চিত্ত বেদের পথ সকল প্রদর্শন করত যেরূপ শোভা পায়, আকাশ শরৎকাল-সমাগমে নির্ম্মলীভূত তারক-বৃন্দ প্রকাশ করিয়া সেইরূপ শোভিত হইল। পৃথিবীতে যদুকুলে পরিব্যাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, আকাশে তারক-নিকরে পরিবৃত, অখণ্ড-মণ্ডল চন্দ্রমা দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। পুষ্পিত বনের সমশীতোষ্ণ বায়ু সেবন করিয়া, জনমাত্রেই তাপ পরিত্যাগ করিল; কেবল গোপীরা পারিল না; কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন[১]। যে সকল ক্রিয়া কেবল ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, (তাহাতে ফলের কামনা না থাকিলেও) বিবিধ ফল বলপূর্ব্বক অনুগমন করাতে, যেমন সেই সকল ক্রিয়া যাবতীয় ভোগে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, ইচ্ছা না থাকিলেও, শরৎ-কালে স্বামিগণ বলপূর্ব্বক অনুগমন করাতে তেমনি গাভী, মৃগী, পক্ষিণী ও নারী সকল গর্ভিণী হইল। রাজন্! যেরূপ রাজার উদয়ে দস্যু ব্যতীত যাবতীয় লোক হৃষ্ট হয়, সেইরূপ সূর্য্যের উদয়ে কুমদ্বতী ভিন্ন যাবতীয় জলজ পুষ্প প্রফুল্লিত হইল। গ্রাম ও নগরে নবান্ন-ভোজনের নিমিত্ত (বৈদিক,) এবং ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের জন্য (লৌকিক) বিবিধ মহোৎসব,

---

১ সুতরাং বায়ু সেবন করিয়া তাহারা আরও তপ্ত হইতে লাগিল।

আর, হরির দুই অংশ[১] দ্বারা পৃথিবীর সাতিশয় শোভা হইল। বণিক্, মুনি, রাজা ও স্নাতকেরা বর্ষার জন্য (স্ব স্ব স্থানে) রুদ্ধ ছিলেন; এক্ষণে বহির্গত হইয়া আপন আপন ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন; যেমন (জীবন দ্বারা পৃথিবীতে) বদ্ধ সিদ্ধ সকল সময়ে (দেহ পরিত্যাগ করিয়া) যোগাদি-লভ্য দেবাদি-দেহ প্রাপ্ত হন।

বর্ষা-ও-শরদ্বর্ণন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, শরৎসমাগমে এইপ্রকারে বনের জল স্বচ্ছ, এবং তাহাতে পদ্মাকর-সংসর্গে সুগন্ধি বায়ু বহিতে প্রবৃত্ত, হইলে, ভগবান্ গো এবং গোপালগণ সমভিব্যাহারে লইয়া উহাতে প্রবেশ করিলেন।

কুসুমিত বৃক্ষশ্রেণীর উপর মত্ত ভৃঙ্গ এবং পক্ষী সকল বসিয়া শব্দ করিতেছিল। তাহাদিগের শব্দে বনের সরোবর, নদী ও পর্ব্বত সকল শব্দিত হইতেছিল। মধুপতি সেই বনে প্রবেশ করিয়া গোপাল ও বলরামের সহিত গোচারণ করিতে করিতে বেণু বাদন করিলেন। কৃষ্ণের সেই বেণুর গীত শ্রবণ করিয়া গোপীদিগের মনে মনোভবের উদ্ভব হওয়াতে, কেহ কেহ পরোক্ষে আপন সখীদিগের নিকট তাঁহার গুণ বর্ণন করিতে গেল। কিন্তু বর্ণন করিতে গিয়া তাঁহার চরিত স্মরণ

---

১ রাম ও শ্রীকৃষ্ণ।

হওয়াতে, মনোভবের আবেগে তাহাদিগের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল ; অতএব, রাজন্ ! তাহাদিগের চেষ্টা সফল হইল না। (তাহাদিগের মনে হইতে লাগিল,) নটবর সেই (শ্রীনন্দ-নন্দন) অধরসুধায় বেণুর রন্ধ্র পূরণ করিয়া,[১] বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন ; তিনি মস্তকে ময়ূর-পিচ্ছ-নির্ম্মিত শিরোভূষণ, দুই কর্ণে কর্ণিকার পুষ্প, স্বর্ণের ন্যায় কপিশ-বর্ণ বসন এবং বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়াছেন। গোপগণ তাঁহার কীর্ত্তি গান করিতেছে। বৃন্দাবন তদীয় পদচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া রতি-জনক হইয়া উঠিয়াছে।

রাজন্! সর্ব্বভূত-মনোহর বেণু-রব শ্রবণ করত যাবতীয় ব্রজকামিনী এইপ্রকার বর্ণন করিতে করিতে (পরমানন্দ-মূর্ত্তি) শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল।

গোপীরা কহিল, হে সখীগণ! এক্ষণে ব্রজেশ্বরের দুই নন্দন বয়স্যদিগের সহিত বনে পশুপাল প্রবেশ করাইতেছেন। তাঁহাদিগের বদনে বেণু সংলগ্ন রহিয়াছে, এবং তাহা হইতে স্নিগ্ধ কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। যাঁহারা সেই দুই বদন নিরীক্ষণ করিলেন, তাঁহারা যে ফল পাইলেন, যাঁহাদিগের চক্ষু আছে, বোধ হয়, তাঁহাদিগের চক্ষুর ফল তাহার অধিক আর নাই।

(আর আর ব্রজকামিনীরা কহিল,) রঙ্গের মধ্যে দুই শ্রেষ্ঠ নটের ন্যায়, এক সময় রাম কৃষ্ণ চূতপ্রবাল, ময়ূরপিচ্ছ, পুষ্পস্তবক, এবং উৎপল ও পদ্মের মালার সহিত মধ্যে মধ্যে সংযুক্ত

---

[১] সুতরাং তাহা উথলিয়া পড়িল। অতএব সুধারই গীত হইয়া বিস্তৃত হওয়া উচিত।

পীত ও নীল বসনে বিচিত্র বেশ ধারণ করত গান করিতে করিতে গোপালগণের সভায় অত্যন্ত শোভা পাইয়াছিলেন।

(অন্যান্য গোপীরা কহিল,) হে গোপীসকল! এই বেণু কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্যই আচরণ করিয়াছিল! (দেখ,) দামোদরের যে অধর-সুধা কেবল গোপিকাদিগেরই ভোগ্য, এ রসমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া, একাকী সমস্ত ভোগ করিতেছে! (আরও দেখ,) স্ববংশে সমুৎপন্ন ভগবৎসেবককে দেখিয়া কুলের কর্ত্তাদিগের ন্যায়, (যাহাদিগের জলে ইহার পুষ্টি হইয়াছিল,) সেই সকল নদীর (বিকসিত-কমল-রূপ) লোমরাজী শিহরিয়া উঠিয়াছে! এবং এ যাহাদিগের বংশে জন্মিয়াছে, সেই সকল বৃক্ষ (মধুধারারূপ) অশ্রু বর্ষণ করিতেছে!

(কোন কোন কামিনীরা কহিল,) সখি! দেখ, বৃন্দাবন দেবকীতনয়ের পাদ-পঙ্কজ-যুগলের সংসর্গে শোভা লাভ করিয়াছে! আর, গোবিন্দের বেণুরব শ্রবণ করত[১] মত্ত হইয়া ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে; উহাদিগের নৃত্য দেখিয়া বনের অন্যান্য যাবতীয় প্রাণী চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে পর্ব্বতের সানু সকলে দাঁড়াইয়া আছে। অতএব বৃন্দাবন পৃথিবীর কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে[২]।

(আর আর কামিনীরা কহিল,) সখি! হরিণী সকল পশু-

১ মেঘগর্জ্জনভ্রমে।

২ এ রূপ আর কোন লোকেই নাই। অতএব পৃথিবী যাবতীয় লোক অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ।

যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা ধন্য; কারণ ইহারা বেণুরব শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসারদিগের সহিত একত্রিত হইয়া,[১] বিচিত্র-বেশ-ধারী শ্রীনন্দনন্দনকে প্রণয়-দৃষ্টি দ্বারা বিরচিত পূজা প্রদান করিতেছে।

(অন্য গোপীরা কহিল,) শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও চরিত্র দর্শন করিলে মহিলাকুলের আনন্দ জন্মে। তাঁহাকে অবলোকন এবং তাঁহার বেণুর স্পষ্ট গীত শ্রবণ, করিয়া, দেবকামিনী সকল বিমানে গমন করিতে করিতে,[২] মদনাবেগে অস্থির হইয়া উঠেন; কারণ, তৎকালে তাঁহাদিগের কবরী হইতে কুসুম ভ্রষ্ট এবং নীবি শ্লথ, হইয়া পড়ে। উৎক্ষিপ্ত[৩] কর্ণপুটে শ্রীকৃষ্ণের মুখবিনির্গত গীতামৃত পান করিলে, গাভী সকল মনোমধ্যে চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, অশ্রু-পূর্ণ-লোচনে দণ্ডায়মান থাকে। (দুগ্ধ পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া) বৎসসকলও যদি (উৎক্ষিপ্ত কর্ণপুটে ঐ গীতি-সুধা পান করে,) তাহা হইলে স্তন-ক্ষরিত ক্ষীরগ্রাস তাহাদিগের মুখেই থাকে; এবং নয়নও (ঐ প্রকারেই) অশ্রুধারায় পরিপূর্ণ হয়। হে মাতঃ! এই বনে যে সকল পক্ষী আছে, ইহারা মুনি হইবার যোগ্য; ঐ দেখ, যে রূপে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা যায়, ইহারা সেই রূপে মনোহর-পত্র-মণ্ডিত বৃক্ষ সকলে আরোহণ করত অন্য কথা পরিত্যাগপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত

---

১ অর্থাৎ, ইহাদিগের কোন প্রতিবন্ধক নাই।
২ অর্থাৎ, স্ব স্ব প্রিয়ের ক্রোড়ে থাকিয়াও।
৩ পাছে, পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায়।

করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুস্বর বেণু-গীত শ্রবণ করে[১]। সচেতনের কথা দূরে থাকুক, মুকুন্দের গীত শ্রবণ করিয়া নদী সকলও আবর্ত্তচ্ছলে মদনোদ্রেক প্রকাশ করিতেছে। ঐ মদনোদ্রেকে উহাদিগের বেগ ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। উহারা তরঙ্গরূপ বাহুতে কমলোপহার লইয়া, আলিঙ্গনে আচ্ছাদন করিয়া, মুরারির চরণ ধারণ করিতেছে। বেণু বাদন করিতে করিতে রাম ও গোপালগণের সহিত সখাকে[২] ব্রজের পশুপাল চারণ করিতে দর্শন করত, মেঘ সকল তাঁহার মস্তকোপরি উদিত, পরে প্রেমে প্রবৃদ্ধ, হইয়া, কুসুমসম-তুষার-সম্পৃক্ত নিজ দেহ দ্বারা তাঁহার ছত্র রচনা করিতেছে। শবরাঙ্গনা সকল চরিতার্থ হইল; কারণ যে কুঙ্কুম বনিতাদিগের স্তনে অনু-লিপ্ত, শ্রীকৃষ্ণের পদাব্জরাগে শ্রীপ্রাপ্ত[৩] ও তৃণেতে সংলগ্ন[৪] হইয়াছে, সেই কুঙ্কুমের দর্শনে স্মর-ব্যথা উদিত হওয়াতে, সেই কুঙ্কুম লইয়াই বদন ও কুচতটে অনুলেপন করত ঐ ব্যথা নাশ করিতেছে। দেখ, দেখ, অবলাগণ! এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হরির দাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কারণ, রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ইহার আনন্দ জন্মিতেছে; এবং পানীয়, সুন্দর তৃণ, কন্দর, কন্দ ও মূল দ্বারা এ গোপাল-সমভিব্যাহারী রামকৃষ্ণের পূজা করিতেছে। হে সখীগণ! দেখ কি আশ্চর্য্যের বিষয়;

---

১ মুনিরাও যেরূপে কৃষ্ণকে দর্শন করা যায়, সেই রূপে বেদোক্ত কর্ম্মফল পরি-ত্যাগপূর্ব্বক বেদ বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করত মনোহর-পত্র-স্থানীয় কর্ম্ম সকলই গ্রহণ করত সুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-গীতই শ্রবণ করেন।

২ মেঘ সকল লোকের তাপ হরণ করে। কৃষ্ণ ও তাহাই করিয়া থাকেন। অতএব কৃষ্ণকে সখা বলা হইল।

৩ রতি সময়ে।

৪ বিচরণ সময়ে।

রামকৃষ্ণ পাদ-বন্ধন রজ্জু ও পাশ[1] লইয়া গোপগণের সহিত গাভীদিগকে এক বন হইতে অন্য বনে লইয়া যাইতেছেন; ইহাঁদিগের মধুরাক্ষর মহদ্বেণু-নাদ শ্রবণ করিয়া, যাহারা যাইতে পারে, তাহাদিগের নিশ্চলতা, এবং বৃক্ষ সকলের পুলক, জন্মিতেছে।

ভগবান্ বৃন্দাবনে বিচরণ করিতে করিতে, যে যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, এইপ্রকারে সেই সকল বর্ণন করিতে করিতে গোপিকাকুল তন্ময়তা লাভ করিয়াছিল।

শ্রীগোপিকাদিগের গীত নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হেমন্ত কালের প্রথম[2] মাসে নন্দ-ব্রজের কামিনীগণ হবিষ্য ভোজন করত কাত্যায়নীর অর্চ্চন-রূপ ব্রত আরম্ভ করিল। রাজন্! কুমারিকা সকল, অরুণ উদিত হইলে কালিন্দীর জলে স্নান করত, জলের সন্নিকটে বালুকাময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া, সুগন্ধি গন্ধ, মাল্য, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ, উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট উপকরণসামগ্রী এবং তাম্বূল দ্বারা, "হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহা-যোগিনি! হে অধীশ্বরি! হে দেবি! নন্দ গোপের পুত্রকে আমাদিগের স্বামী করিয়া দিউন;" এই মন্ত্র জপ করিয়া পূজা করিতে লাগিল।

---

১ যে রজ্জুতে দুর্দ্দান্ত গো বন্ধন করিতে হয়। ২ অগ্রহায়ণ।

কৃষ্ণই আমাদিগের পতি হউন, (এই উদ্দেশে) কৃষ্ণে চিত্ত অর্পণ করত কুমারী সকল এই প্রকারে এক মাস ব্রত আচরণ করিয়া ভদ্রকালীর পূজা করিয়াছিল। প্রতিদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করত পরস্পর পরস্পরের বাহু ধরিয়া কালিন্দীতে স্নান করিতে যাইবার সময় আপন আপন নামের সহিত কৃষ্ণের গুণ গান করিয়া গমন করিত।

এক দিন নদীতে আগমন করত আর আর দিনের ন্যায় তীরে আপন আপন বস্ত্র রাখিয়া কৃষ্ণের গুণ গান করিতে করিতে আনন্দে জলে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল।

যোগেশ্বরের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, তাহাদিগের কর্ম্মের ফল দান করিবার নিমিত্ত, বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন; এবং তাহাদিগের বস্ত্র সকল অপহরণ করত কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়া হাস্যকারী বালকদিগের সহিত হাসিতে হাসিতে পরিহাস করিয়া কহিলেন, হে অবলা সকল! তোমরা এই স্থানে আগমন করিয়া সচ্ছন্দে আপন আপন বসন গ্রহণ কর; আমি সত্য বলিতেছি; পরিহাস করিতেছি না; কারণ তোমরা ব্রতাবচরণে অত্যন্ত কৃশ হইয়াছ। (আমি যে মিথ্যা কহি না, তাহা) এই সকল বালক জ্ঞাত আছে। হে সুমধ্যমা সকল! একে একে হউক, আর সকলে একত্রিত হইয়াই হউক্, আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর।

তাঁহার এই পরিহাস দেখিয়া গোপিকা সকল প্রেমে বিহ্বল ও লজ্জিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করত হাসিতে লাগিল; জল হইতে তীরে আসিল না।

গোপাদিগের চিত্ত ক্রীড়ায় আকৃষ্ট হইয়াছিল; গোবিন্দ ঐ কথা কহিলে, তাহারা শীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিতে লাগিল, হে কৃষ্ণ! অন্যায় করিও না; নন্দগোপের পুত্র তোমাকে আমরা ভাল বাসি। আমরা জানি ব্রজের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা ভদ্র। আমাদিগের বস্ত্র প্রত্যর্পণ কর; আমরা কম্পিত হইতেছি। হে শ্যামসুন্দর! আমরা তোমার দাসী; তুমি যাহা আজ্ঞা কর তাহাই করি। হে বঞ্চক! আমাদিগের বস্ত্র দান কর; নতুবা রাজাকে বলিয়া দিব।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে শুচিস্মিতা সকল! যদি তোমরা আমার দাসী, আমার আজ্ঞাই প্রতিপালন করিবে, তাহা হইলে (আমি আজ্ঞা করিতেছি,) এই স্থানে আগমন করিয়া আপন আপন বস্ত্র গ্রহণ কর। তাহা না হইলে আমি বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিব না। রাজা রাগ করিয়া কি করিবেন?

অবলা সকল শীতে কষ্ট পাইতেছিল। তাহারা অবশেষে পাণিযুগল দ্বারা যোনিদেশ আচ্ছাদন করিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে জলাশয় হইতে তীরে উত্থান করিল।

ভগবান্ তাহাদিগের বিশুদ্ধ ভাবে প্রসাদিত এবং তাঁহা-দিগকে ঈষৎ-অক্ষত-যোনি অবলোকন করত প্রীত, হইয়া বস্ত্র-সকল স্কন্ধে রাখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, তোমরা ব্রত আচরণ করিতে করিতে বিবস্ত্র হইয়া জলে স্নান করিয়াছ। ইহাতে নিশ্চয়ই দেবতাকে অবহেলা করা হইয়াছে। অতএব এই পাপ দূর করিবার নিমিত্ত মস্তকে অঞ্জলি করত নত হইয়া নমস্কার করিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর।

অচ্যুত যে উলঙ্গ হইয়া স্নান করিবার কথা কহিলেন, ব্রজের অবলা সকল উহাকেই ব্রত-ভঙ্গের কারণ বোধ করিয়া, ব্রত পূরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, সেই ব্রতের এবং অন্যান্য বিবিধ কর্ম্মের ফলস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার করিল; তিনিই পাপ নাশ করিয়া থাকেন।

দেবকীনন্দন ভগবান্ তাহাদিগকে সেই প্রকারে অবনত হইতে দর্শন করিয়া তাহাতে তুষ্টি লাভ করত সদয় হইয়া তাহাদিগকে বস্ত্র দান করিলেন।

(মহারাজ! ব্রজকামিনীদিগকে) বঞ্চনা,[১] লজ্জা পরিত্যাগ করান,[২] উপহাস[৩] ও ক্রীড়াসামগ্রীর ন্যায়,[৪] করা হইয়াছিল; এবং তাহাদিগের বস্ত্র অপহরণ করা হইয়াছিল; তথাপি তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে দোষী করে নাই; কারণ প্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা সুখভোগ লাভ করিয়াছিল।

(রাজন্!) বসন পরিধান করিয়া অবলা সকল সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল না; কারণ প্রিয়সঙ্গমে বশীভূত হওয়াতে, তাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল; তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

সেই সকল অবলা তাঁহার নিজ-পাদ-স্পর্শ কামনা করিয়াই ব্রত ধারণ করিয়াছে, তাহাদিগের এই উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া ভগবান্ দামোদর তাহাদিগকে কহিলেন, হে

---

১ "তোমরা বিবস্ত্রা হইয়া জলে স্নান করিয়াছ" ইত্যাদি দ্বারা।
২ "এই স্থানে আসিয়া আপন আপন বস্ত্র গ্রহণ কর" ইত্যাদি দ্বারা।
৩ "আমি সত্য বলিতেছি; পরিহাস করিতেছি না;" ইত্যাদি দ্বারা।
৪ "মস্তকে অঞ্জলি করত" ইত্যাদি দ্বারা।

সাধ্বী সকল! আমার অর্চ্চনা করাই তোমাদিগের সঙ্কল্প; আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি; অনুমোদনও করিয়াছি; অতএব উহা সফল হওয়া উচিত হইতেছে। যাঁহাদিগের চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট, তাঁহাদিগের বাসনাকে পুনর্ব্বার ফল ভোগ করিতে হয় না; ভর্জ্জিত[১] বা কথিত[২] বীজের প্রায়ই[৩] অঙ্কুর হয় না। হে অবলাগণ! তোমরা ব্রজে গমন কর; সিদ্ধ হইয়াছ। সতী তোমরা আমার সহিত আগামিনী যামিনীসকলে বিহার করিতে পাইবে; আমাকেই উদ্দেশ করিয়া তোমরা ভগবতীর অর্চ্চন-রূপ ব্রত আচরণ করিয়াছ।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, লব্ধকাম কুমারিকা সকল ভগবানের এই আদেশ পাইয়া তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে অতিকষ্টে ব্রজে প্রবেশ করিল।

অনন্তর ভগবান্ দেবকীনন্দন অগ্রজের সহিত গোপগণ-সমভিব্যাহারে গোচারণ করিতে করিতে বৃন্দাবন হইতে দূরে গমন করিয়া তীক্ষ্ণ গ্রীষ্মকালীন রৌদ্রে বৃক্ষদিগকে স্ব স্ব ছায়া প্রদান করত তাহাদিগের আপনাকে ছত্রের ন্যায় করিতে দেখিয়া, ব্রজবাসীদিগকে কহিলেন, হে স্তোককৃষ্ণ! হে অংশো! হে শ্রীদামন্! হে সুবল! হে অর্জ্জুন! হে বিশাল! হে বৃষভ! হে ওজস্বিন্! হে দেবপ্রস্থ! হে বরূথপ! এই সকল মহাভাগ বৃক্ষকে দর্শন কর; ইহারা পরের প্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত নির্জ্জনে জীবিত রহিয়াছে। দেখ স্বয়ং বাত, বর্ষা, রৌদ্র ও হিম সহ্য করিয়া আমাদিগকে ঐ সকল হইতে রক্ষা

---

১ ভাজা॥ বাং॥ ২ সিদ্ধ করা॥ বাং॥
৩ তবে স্বেচ্ছা হইলে হইতে পারে।

করিতেছে। অহো! ইহাদিগের জন্ম অতি শ্রেষ্ঠ। ইহারা সকল প্রাণীর উপজীব্য। দয়ালু ব্যক্তির নিকট হইতে যাচকের ন্যায়, ইহাদিগের নিকট হইতে কাহাকেও বিমুখ হইতে হয় না। ইহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, গন্ধ, নির্য্যাস, ভস্ম, অস্থি ও পল্লবাদির অঙ্কুর দ্বারা অভিলাষ পূরণ করে। প্রাণীদিগের মধ্যে প্রাণ, সম্পত্তি ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা মঙ্গল আচরণ করাই জীবগণের জন্মের ফল।

এইপ্রকারে প্রশংসা করিয়া প্রবালস্তবক-ফল-পুষ্প ও পত্ররাশির ভরে নম্র-শাখ শাখী সকলের মধ্য দিয়া ভগবান্ যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। রাজন্! গোপগণ সেই স্থানে সুস্বচ্ছ, পাবন, মঙ্গল জল গোসমূহকে পান করাইয়া পশ্চাৎ আপনারা যথেচ্ছ পান করিল।

মহারাজ! কালিন্দীর উপবনে যথেচ্ছ গোচারণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গোপগণ শ্রীকৃষ্ণ ও রামের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা কহিতে লাগিল।

যমুনাগমন নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

গোপগণ কহিল, হে রাম! হে মহাবীর্য্য রাম! হে দুষ্ট-দমন শ্রীকৃষ্ণ! ক্ষুধা আমাদিগকে কষ্ট দিতেছে; ইহার শান্তি বিধান করা তোমাদিগের উচিত হইতেছে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, গোপগণ এইপ্রকার বিজ্ঞাপন করিলে

পর, দেবকীনন্দন ভগবান্ ভক্তা বিপ্রভার্য্যাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া[১] এই কথা কহিলেন ;—দেবযজ্ঞে গমন কর। বেদবাদী ব্রাহ্মণ সকল স্বর্গ কামনা করিয়া আঙ্গিরস নামক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। হে গোপগণ! আমরা তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি। তোমরা সেই স্থানে গমন করত ভগবান্ আর্য্যের এবং আমার নাম উল্লেখ করিয়া অন্ন যাচ্ঞা কর।

গোপগণ ভগবানের এই আদেশ পাইয়া, সেই স্থানে গমন করত ভূমিতে পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রাহ্মণদিগের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিল। (কহিল,) হে ব্রাহ্মণগণ! শ্রবণ করুন; আমরা আজ্ঞাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আসিলাম। আপনাদিগের মঙ্গল হউক্; আমরা গোপ; রাম আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। রাম ও কৃষ্ণ (এই স্থানের নিকটে) গোচারণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন; তাঁহাদিগের ইচ্ছা, আপনাদিগের অন্ন ভোজন করেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ! যদি আপনাদিগের শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অন্ন প্রদান করুন; তাঁহারা প্রার্থনা করিতেছেন। হে সাধু-শ্রেষ্ঠ সকল! পশু-সংস্থা[২] ও সৌত্রামণী[৩] দীক্ষা ভিন্ন অন্য দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে দোষ হয় না।

ক্ষুদ্রাশা,[৪] ভূরিকর্ম্মা,[৫] মূর্খ, বৃদ্ধাভিমানী,[৬] সেই সকল

---

১ ইহারা পরে ব্যক্ত হইবে।

২ যাগবিশেষ। দীক্ষা হইতে অগ্নীষোমীয় পশুহত্যা পর্য্যন্ত।

৩ যাগ বিশেষ। উহাতে ব্রাহ্মণের মদ্য পান করার বিধি আছে।

৪ তুচ্ছ স্বর্গাদিতে তাঁহাদিগের বাঞ্ছা। ৫ ক্লেশ-বহুল-কর্ম্মকারী।

৬ অনর্থক আপনাদিগকে জ্ঞানে বৃদ্ধ বলিয়া অভিমান করেন।

ব্রাহ্মণ ভগবানের এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াও করিল না। দুষ্প্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের আত্মা মর্ত্ত্য বিষয়ে লিপ্ত ছিল; তাঁহারা দেশ, কাল, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য, মন্ত্র, তন্ত্র, ঋত্বিক্, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ ও ধর্ম্ম যাঁহার স্বরূপ, সেই পরম ব্রহ্ম, অধোক্ষজ সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে মর্ত্ত্য বোধ করিয়া মান্য করিল না।

হে পরন্তপ! যখন তাঁহারা "হাঁ" "না," কিছুই কহিলেন না, তখন গোপগণ নিরাশ হইয়া কৃষ্ণ ও রামের নিকট প্রত্যাগমন করত যথাবদ্বর্ণন করিল। ভগবান্ জগদীশ্বর তাহা শ্রবণ করত হাস্য করিয়া লৌকিক-গতি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক[১] পুনর্ব্বার গোপদিগকে কহিলেন, তোমরা দ্বিজপত্নীদিগকে গিয়া বল, আমি রামের সহিত উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহারা তোমাদিগকে অন্ন দান করিবেন। তাঁহারা আমাকে ভাল বাসেন; অতএব আমাতে বাস করিতেছেন।

অনন্তর গোপগণ পত্নীশালায় উপস্থিত হইয়া দ্বিজপত্নীদিগকে সুন্দর অলঙ্কার ধারণ করত উপবেশন করিতে দেখিয়া প্রণতিপূর্ব্বক বিনীত হইয়া এই কথা কহিল;—বিপ্রপত্নী সকল! আপনাদিগকে নমস্কার। আমাদিগের বাক্য শ্রবণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানের নিকটে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনিই আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি গোপালগণ ও বলরামের সহিত গোচারণ করিতে করিতে দূরে আসিয়া

---

১ কাহাকে পরাঙ্মুখ হইতে না হয়? যাঁহারা কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের বিরাগ হওয়া উচিত নহে।

পড়িয়াছেন ; এবং ক্ষুধিত হইয়াছেন। আপনারা তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরদিগকে অন্ন দান করুন।

অচ্যুতের কথায় দ্বিজপত্নীদিগের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল ; সেই জন্য তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎসুক ছিলেন। এক্ষণে, তিনি আগমন করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। দীর্ঘ কাল শ্রবণ করাতে, তাঁহাদিগের চিত্ত ভগবান্ উত্তমশ্লোকে বদ্ধ হইয়াছিল ; অতএব পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ নিবারণ করিলেও, যেরূপ নদী সকল সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সকলেই পাত্রে বহু-গুণ-সম্পন্ন[১] চতুর্ব্বিধ অন্ন লইয়া প্রিয়ের নিকট দৌড়িয়া চলিলেন। স্ত্রী সকল দেখিলেন, (কেশব) অশোক বৃক্ষের নব পল্লবে বিভূষিত যমুনার উপবনে গোপগণ এবং অগ্রজের সহিত বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ শ্যাম ; পরিধান পীত বসন ; বেশ বনমালা, ময়ূরপিচ্ছ, ধাতু ও প্রবাল দ্বারা রচিত হওয়াতে, নটের ন্যায়। তিনি অনুচরের স্কন্ধদেশে এক হস্ত স্থাপন করিয়া, অপর হস্তে একটী পদ্ম কম্পিত করিতেছেন। তাঁহার কর্ণ-যুগলে উৎপল, গণ্ডদ্বয়ে অলক, এবং মুখপদ্মে হাস্য (বিলসিত হইতেছে।) বারংবার প্রিয়তমের যে উৎকৃষ্ট কর্ম্ম সকল শ্রুত হইয়া কর্ণ পূরণ করিয়াছিল, তদ্‌যোগে ঐ সকল ব্রাহ্মণীর মন শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্ন হইয়াছিল। তাঁহারা এক্ষণে সেইপ্রকারে চক্ষুরন্ধ্র দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, প্রাজ্ঞ পুরুষকে[২] আলিঙ্গন করিয়া অহংবুদ্ধির ন্যায়, সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন।

---

১ চব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়। ২ সুষুপ্তিদশায় সুষুপ্তসাক্ষী পুরুষ।

সেই সকল মহিলা সমুদায় আশা পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিয়াছেন, জানিতে পারিয়াও অখিল-দর্শী, সর্ব্ব-সাক্ষী (ভগবান্) হাস্য মুখে কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাভাগা সকল! সুখে আগমন হইল ত? উপবেশন করুন। কি করিতে আজ্ঞা করেন? আমাদিগকে দর্শন করিবার বাসনায় যে উপস্থিত হইলেন, সে আপনাদিগের সমুচিতই বটে। বিবেকী, অতএব স্বীয়-প্রয়োজন-দর্শী ব্যক্তি সকল আত্মা ও প্রিয় আমাতে ফল-বাঞ্ছাবিরহিত, সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন, সাক্ষাৎ যথোচিত ভক্তি করিয়া থাকেন। প্রাণ, বুদ্ধি, মন, জ্ঞাতি, আত্মা, জায়া, পুত্র ও সম্পত্তি প্রভৃতি যাঁহার সম্পর্কীয় বলিয়াই প্রিয়, তাঁহার অপেক্ষা প্রিয় আর কে? অতএব[১] দেবযজ্ঞে গমন কর। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তোমাদিগের স্বামী সকল তোমাদিগকে লইয়া তাঁহাদিগের যজ্ঞ সমাপন করিবেন।

দ্বিজপত্নী সকল কহিলেন, বিভো! এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা আপনার উচিত হয় না। বেদ সত্য করুন[২]। আমরা সমস্ত বন্ধুকে অবজ্ঞা করিয়া পাদ দ্বারাও প্রদত্ত[৩] তুলসীদাম কেশে করিয়া বহন করিতে[৪] আপনার পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি। অন্যের কথা দূরে থাকুক্, পতি, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি এবং বন্ধুগণও আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। অতএব,

---

১ তোমরা কৃতার্থ হইয়াছ; "অতএব" গমন কর।
২ (যিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন) "তাহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না।"
৩ অবজ্ঞা করিয়াও দত্ত।
৪ অর্থাৎ, দাসী হইতে।

হে রিপুদমন! যাহাতে আমাদিগের অন্য[১] গতি না হয়, আপনি তাহা করিয়া দিউন। আমরা আপনার পাদপ্রান্তে দেহ পাতন করিলাম।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, পতি, পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রাদি এবং লোকেও তোমাদিগকে দোষী করিবেন না। আমার আজ্ঞায় দেবতারাও তোমাদিগের আচরণ অনুমোদন করিতেছেন। এই পৃথিবীতে অঙ্গে অঙ্গে মিলন হইলেই যে মনুষ্যদিগের সুখ বা স্নেহ বৃদ্ধি হয়, এরূপ নহে। তোমরা আমাতে মন যোজনা করিয়াছ; অতএব আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমার নামাদি শ্রবণ, আমাকে দর্শন ও চিন্তা, এবং আমার গুণ কীর্ত্তন, করিলে, যেরূপ আমাতে প্রেম জন্মে, কেবল আমার নিকটে থাকিলেই সেরূপ জন্মে না। অতএব তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এই কথা কহিলে, ঐ সকল দ্বিজপত্নী পুনর্ব্বার যজ্ঞস্থানে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও দোষ দর্শন না করিয়া স্ত্রীদিগকে লইয়া যজ্ঞ সমাপন করিলেন। সেই স্থানে এক কামিনী স্বামী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া, যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভগবান্‌কে হৃদয় দ্বারা আলিঙ্গন করত কর্ম্মের অনুগামি দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

এ দিকে প্রভু ভগবান্ গোবিন্দ গোপদিগকে সেই চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজন করাইয়া আপনিও ভোজন করিলেন। লীলার নিমিত্ত নর-শরীর-ধারী (ভগবান্) এইরূপে নর-লোকের অনুকরণ করিয়া রূপ, বাক্য ও ক্রিয়া দ্বারা গো,

১ দাস্য ভিন্ন, স্বর্গাদি গতি।

গোপ এবং গোপীদিগকে ক্রীড়া করাইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, "নর-রূপ-ধারী দুই বিশ্বেশ্বরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া, আমরা অপরাধ করিয়াছি," এই ভাবিয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণ অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে স্ত্রীদিগের অলৌকিক ভক্তি, এবং আপনাদিগকে সেই ভক্তিতে হীন, দর্শন করিয়া, অনুতাপ করত আপনাপনকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। (কহিতে লাগিলেন) আমরা অধোক্ষজের প্রতি বিমুখ; আমাদিগের ত্রিবিধ[১] জন্মে ধিক্; ব্রতে ধিক্; বহুজ্ঞতায় ধিক্; কুলে ধিক্; কর্ম্মে ধিক্; নৈপুণ্যে ধিক্। নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে যে, ভগবানের মায়া যোগীদিগেরও মোহ উৎপাদন করে। কারণ, আমরা নর-গুরু ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বার্থ বুঝিতে পারিলাম না। অহো; জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণে স্ত্রীদিগেরও ভক্তি দর্শন কর! এই ভক্তি উহাদিগের গৃহনামক মৃত্যু-পাশ ছেদন করিয়াছে। (ব্রাহ্মণের) ন্যায় ইহাদিগের (উপনয়ন) সংস্কার হয় নাই। ইহারা গুরুকুলে বাস করে নাই; তপস্যা করে নাই; আত্মতত্ত্ব অন্বেষণ করে নাই। ইহাদিগের শৌচ নাই; (সন্ধ্যাবন্দনাদি) শুভ কার্য্য নাই। অথাপি উত্তমশ্লোক যোগেশ্বরের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে ইহাদিগের দৃঢ়া ভক্তি! আমাদিগের সংস্কারাদি আছে; কিন্তু তাদৃশ ভক্তি নাই! নিশ্চয়ই জানিতেছি, আমরা স্বার্থ ভুলিয়া গৃহচেষ্টায় প্রমত্ত ছিলাম, সাধুদিগের গতি ভগবান্ গোপদিগের

---

১ (১) শুক্রশোণিত-সংযোগ; (২) উপনয়নানন্তর বেদপাঠ; (৩) দীক্ষা।

বাক্য দ্বারা আমাদিগকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা না হইলে পূর্ণকাম, কৈবল্যাদি আশীর্ব্বাদের অধিপতি আমাদিগের নিকট যাচ্ঞা করিবেন কেন? ভগবান্ এ ছলনা করিয়াছেন। লক্ষ্মী পাদস্পর্শ কামনা করিয়া আপন দোষ১-পরিহার-পূর্ব্বক অন্যান্যকে পরিত্যাগ করিয়া বারংবার যাঁহাকে ভজনা করেন, তাঁহার যাচ্ঞা দেখিয়া মনুষ্যদিগের কেবল বিস্ময় জন্মে। দেখ কাল, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য, মন্ত্র, তন্ত্র, ঋত্বিক্, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ ও ধর্ম্ম যাঁহার স্বরূপ, সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ যোগেশ্বরের ঈশ্বর বিষ্ণু যদুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা শ্রবণ করিয়াছি; তথাপি এমনই মূঢ় যে, জানিতে পারিলাম না!

যে অকুণ্ঠিত-মেধা-শালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় বুদ্ধি মোহিত হওয়াতে আমরা কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছি, তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি আদ্য পুরুষ। তাঁহার মায়ায় আত্মা মোহিত হওয়াতে, আমরা তাঁহার প্রভাব বুঝিতে না পারিয়া অপরাধ করিয়াছি। তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করুন।

শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণ এইপ্রকারে আপনাদিগের অপরাধ স্মরণ করত ব্রজ দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু কংসের ভয়ে ভীত হইয়া যাইতে পারিলেন না।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের পূজা গ্রহণ নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ চঞ্চলতা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, এ দিকে ভগবান্ বলদেবের সহিত ব্রজে বাস করিতে করিতে দেখিলেন, গোপগণ ইন্দ্রের যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইল। সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বদর্শন ভগবান্ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন; তথাপি বিনয়ে অবনত হইয়া নন্দপ্রভৃতি বৃদ্ধ গোপদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! আপনারা কিজন্য এত ব্যস্ত হইয়াছেন? কাহার উদ্দেশে, কিসের দ্বারা, এই যজ্ঞ সাধন করা হইবে? ইহার ফলই বা কি? আমাকে বলুন। পিতঃ! শুনিতে আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে। যাঁহারা সকলকেই আপনার ন্যায় দর্শন করেন, সুতরাং যাঁহাদিগের নিজ ও পর জ্ঞান নাই; অমিত্র নাই; উদাসীন নাই; তাঁহাদিগের কোন কার্য্যই গোপনীয় নাই। আর, উদাসীনকেই শত্রুর ন্যায় পরিত্যাগ করিতে হয়। মিত্র নিজের সমান বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের মধ্যে কেহ জানিয়া, আর, কেহ না জানিয়া, কর্ম্ম করিয়া থাকেন, জিনি জানিয়া করেন, তাঁহারই কার্য্য সিদ্ধ হয়; যিনি না জানিয়া করেন, তাঁহার কার্য্য সেরূপ সিদ্ধ হয় না। আপনাদিগের কর্ম্ম কি (শাস্ত্র অনুসারে) বিচার করিয়া করা হইতেছে, না লৌকিক আচার মতে আরব্ধ হইতেছে? ইহাই আমাকে যুক্তির সহিত বলুন; আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

নন্দ কহিলেন, ভগবান্ ইন্দ্র বর্ষা ঋতু। মেঘ সকল তাঁহার প্রিয় মূর্ত্তি। উহারা প্রজাদিগের প্রীতি-সাধন, জীবন-প্রদ, বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। তাত! যাবতীয় নর এবং আমরা সেই মেঘ সকলের পতি ঈশ্বরকে উদ্দেশে, তিনি যে জল বর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই জলে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা যজ্ঞ করিয়া থাকি। যজ্ঞ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, মনুষ্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সিদ্ধির নিমিত্ত তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পুরুষদিগের যে কোন ব্যবসায়, বর্ষাঋতুই সেই সমুদায়ের ফলোৎপাদক। এই ধর্ম্ম পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। যে ব্যক্তি কাম, দ্বেষ, ভয়, বা লোভ বশতঃ এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয় না।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, নন্দের এবং অন্যান্য ব্রজবাসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কেশব ইন্দ্রের প্রতি ক্রোধ জন্মাইবার নিমিত্ত পিতাকে কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, জন্তু কর্ম্মবশেই জন্ম গ্রহণ করে, কর্ম্মবশেই লয় পায়, এবং কর্ম্মবশেই সুখ, দুঃখ, ভয় ও মঙ্গল লাভ করে। আর, যদি অন্যের কর্ম্মের ফলদাতা এক জন ঈশ্বরই থাকেন, তাহা হইলে, তিনিও কর্ম্ম-কর্ত্তাকেই ভজনা করেন; কারণ যে কর্ম্ম না করে, তিনি তাহাকে ফল দান করিতে পারেন না। অতএব প্রাণীদিগকে যখন কর্ম্মেরই অনুবর্ত্তন করিতে হইতেছে, তখন ইন্দ্রে প্রয়োজন কি? প্রাক্তন-সংস্কার-বশে মনুষ্যদিগের (ভাগ্যে) যাহা বিহিত হইয়াছে, তিনি তাহার অন্যথা করিতে পারেন না। মনুষ্য স্বভাবেরই অধীন; স্বভাবেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।

দেবতা, অসুর ও মনুষ্য, সকলেই স্বভাবে অবস্থিতি করিতেছে। জন্তু কর্ম্মবশে উচ্চ নীচ দেহ লাভ করিয়া কর্ম্মবশেই পরিত্যাগ করে। কর্ম্মবশেই শত্রু, মিত্র, বা উদাসীন হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মই ঈশ্বর। অতএব স্বভাবস্থ, স্বকর্ম্মকারী জন্তু কর্ম্মেরই পূজা করিবে। যথার্থ যাহার দ্বারা জীবিত থাকিতে হইবে, সেই ইহার দেবতা। যিনি এক বস্তুর কৃপায় জীবন ধারণ করিয়া, অন্য বস্তুর সেবা করেন, তিনি সে বস্তুর নিকট হইতে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না; যেমন অসতী নারী উপপতি হইতে সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণ বেদাধ্যাপন, ক্ষত্রিয় পৃথিবীশাসন, বৈশ্য বার্ত্তা এবং শূদ্র ব্রাহ্মণের সেবা, করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। বার্ত্তা চারিপ্রকার;—কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন এবং কুশীদ। তন্মধ্যে আমরা অনিশ গোপালন করিয়া থাকি। সত্ব, রজঃ ও তমঃ (এই তিন) স্থিতি, উৎপত্তি ও ধ্বংসের কারণ। এই বিশ্ব এবং অন্যান্য জগৎ রজঃ হইতে উৎপন্ন হয়। মেঘ সকল রজঃ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সর্ব্বত্র বারি বর্ষণ করে। প্রজা সেই বারি[১] দ্বারা জীবিত থাকে; অতএব ইন্দ্রে কি আবশ্যক। আমাদিগের পুর নাই; জনপদ নাই; গ্রাম নাই; গৃহ নাই। আমরা বনবাসী। অতএব, পিতঃ! গোগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং পর্ব্বত, এই সকলের উদ্দেশেই যজ্ঞ আরম্ভ করুন। ইন্দ্রের যজ্ঞের নিমিত্ত যে সকল আয়োজন হইয়াছে, তদ্দ্বারাই ঐ যজ্ঞ সমাপন করুন। পায়স প্রভৃতি সূপ পর্য্যন্ত বিবিধপ্রকার পক্কান্ন পাক করা যাউক। সংযাব, অপূপ ও শষ্কুলী

১ জল হইতে শস্য উৎপন্ন হয়।

(প্রস্তুত করা যাউক্;) এবং সকল গাভীকেই দোহন করা যাউক্। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ অগ্নিতে হোম করুন। আপনারা তাঁহাদিগকে বহুগুণ অন্ন এবং ধেনু দক্ষিণা দিউন্। শ্বপচ, চণ্ডাল ও পতিত প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও, যাহার যেরূপ প্রাপ্য, তদনুসারে অন্ন দান করুন। গোদিগকে তৃণ দান করিয়া, গিরিকে বলি দান করুন; এবং ভোজন করিয়া উত্তম অলঙ্কার ও উত্তম বসন পরিধান এবং চন্দন লেপন করিয়া গো, বিপ্র, অগ্নি ও পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করুন। পিতঃ! এই আমার মত; যদি ভাল বোধ করেন, করুন। এই যজ্ঞ গোব্রাহ্মণ প্রভৃতির এবং আমারও প্রিয়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, কালরূপী ভগবান্ ইন্দ্রের দর্প নাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া যে বাক্য বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া, নন্দাদি গোপ সকল, সাধু বলিয়া শ্রবণ করিলেন। পরে, মধু-সূদন যাহা বলিলেন, সমুদায় আরম্ভও করিয়া দিলেন। স্বস্তিবাচন করাইয়া আদরপূর্ব্বক গিরি ও ব্রাহ্মণদিগকে সেই সামগ্রী উপহার দিয়া, গোদিগকে তৃণ দান করত গোধন অগ্রে লইয়া গিরি প্রদক্ষিণ করিলেন। গোপীরাও উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া উৎকৃষ্ট-বৃষভ-যুক্ত শকটে আরোহণ করত শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সকল গান করিতে করিতে (প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিল।) ব্রাহ্মণেরা অশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের বিশ্বাস-জনক অন্যপ্রকার রূপ ধারণ করত, "আমি পর্ব্বত" এই বলিয়া বৃহৎ-কায় হইয়া রাশি রাশি বলি ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং ব্রজবাসী-

দিগের সহিত আপনিই সেই (পর্ব্বতরূপী) আপনাকে নমস্কার করিলেন। (কহিলেন,) "কি আশ্চর্য্য! সকলে দর্শন কর, এই পর্ব্বত মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ইনি কামরূপী। বনবাসী মনুষ্য সকল ইহাঁকে অবজ্ঞা করে, (সেই জন্য) ইনি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। আমরা আপনাদিগের এবং গোপগণের মঙ্গলের নিমিত্ত ইহাঁকে নমস্কার করি।"

বাসুদেবের আজ্ঞায় এইপ্রকার যথাবিধানে গোদিগের যজ্ঞ করিয়া, গোপাগণ কৃষ্ণের সহিত ব্রজে গমন করিল।

ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ নামক চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাসনন্দন কহিলেন, রাজন্! নিজের পূর্ব্বোক্ত পুজা ভঙ্গ হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, ইন্দ্র কৃষ্ণ-স্বামিক নন্দাদি গোপের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পুরন্দরের অভিমান ছিল; তিনি অন্তকারী মেঘসকলের সম্বর্ত্তকনামক গণকে প্রেরণ করিলেন; এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, অহো; কাননবাসী গোপগণের ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বের কি মাহাত্ম্য; তাহারা মর্ত্ত্য কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া দেবতার অবহেলা করিল! যেমন আত্মস্মরণ-রূপা বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, অসমর্থ, অতএব নামমাত্রে নৌকাস্বরূপ কর্ম্মময় যজ্ঞ দ্বারা ভব সাগর পার হইতে চেষ্টা করে, গোপগণ বাচাল,

বালক, অবিনীত, অজ্ঞ, পণ্ডিতমানী, মর্ত্ত্য কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া আমার অপ্রিয় আচরণ করিল।[১] ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত এই সকল গোপের দেহ কৃষ্ণ ফুলাইয়া তুলিয়াছে; ইহাদিগের ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব দূর কর; পশু সংহার কর। আমিও ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ করিয়া মহাবেগে দেবগণের সহিত নন্দের গোষ্ঠ ধ্বংস করিতে অবিলম্বেই যাইতেছি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, মেঘ সকল ইন্দ্রের এইপ্রকার আজ্ঞা পাইয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বলপূর্ব্বক বর্ষণ করিয়া নন্দ-গোকুলের পীড়া উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিদ্যু-ন্মালায় বিদ্যোতিত হইয়া বজ্র দ্বারা গর্জ্জন করিতে করিতে প্রচণ্ড বায়ুগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জলশিলা বর্ষণ করিতে লাগিল।

মেঘ সকল নিরন্তর স্থূণার[২] ন্যায় স্থূল জলধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পৃথিবী জলরাশিতে পূর্ণ হইয়া নিম্নোন্নত বোধ হইল না। অতিবর্ষণ এবং অতিবাতে পশু সকল কাঁপিতে লাগিল। গোপগোপীরাও শীতার্ত্ত হইয়া গোবিন্দের শরণ লইল। পশু সকল শরীর দ্বারা মস্তক ও বৎস-দিগকে আচ্ছাদন করিয়া জলধারায় পীড়িত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভগবানের পাদমূলে উপস্থিত হইল। (কহিল,) হে

---

১ ইন্দ্রের বাক্য নিন্দাবাক্য বলিয়া আপাততঃ বোধ হয় বটে; কিন্তু বাস্তবিক স্তুতিবাক্য। যথা;—"বাচাল" অর্থ শাস্ত্রের উৎপাত্তিস্থান। "বালক" অর্থাৎ, তথাপি শিশুর ন্যায় অভিমান-শূন্য। "অবিনীত," অর্থাৎ তাঁহার কেহ বন্দ্য নাই, সুতরাং তিনি নত নহেন। "অজ্ঞ," অর্থাৎ যাঁহার অপেক্ষা জ্ঞানী নাই; অর্থাৎ তিনি সর্ব্বজ্ঞ। পণ্ডিতমানী অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মবাদী, তাঁহাদিগের মান্য।

২ খুঁটা॥ বাং॥

কৃষ্ণ! হে মহাভাগ! হে প্রভো! তুমিই গোকুলের নাথ। হে ভক্তবৎসল! কুপিত ইন্দ্র হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করা তোমারই কর্ত্তব্য।

ভগবান্ (গোকুলকে) শিলাবর্ষণ ও অতিবাত দ্বারা হন্যমান ও চেতনশূন্য দেখিয়া (বিজ্ঞাপন করিবার পূর্ব্বেই) জানিয়াছিলেন যে, উহা কুপিত ইন্দ্রের কার্য্য। (তিনি ভাবিয়াছিলেন,) আমরা তাঁহার যজ্ঞ ভঙ্গ করাতে, ইন্দ্র, নাশ করিবার নিমিত্ত, অকালপ্রবৃত্ত, অতএব অত্যুগ্র অতিবাত-সহকৃত শিলাময় জলধারা বর্ষণ করিতেছেন। আমি আপন ক্ষমতায় এ বিষয়ের প্রতিবিধান করিব। ইহাঁরা[১] মোহবশতঃ আপনাদিগকে লোকের ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করেন; আমি ইহাঁদিগের ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব-রূপ তমঃ নাশ করিব। যে সকল দেবতার সৎভক্তি আছে, আপনাদিগকে ঈশ্বর ভাবিয়া তাঁহাদিগের গর্ব্ব নাই। আমি যে অভিমান ভঙ্গ করি, অসাধু-দিগের তাহাতে বিনয়ই জন্মিয়া থাকে। অতএব আমি আপন ক্ষমতায় গোষ্ঠ রক্ষা করিব। আমিই গোষ্ঠের শরণ্য ও নাথ। আর, গোষ্ঠ আমারই পরিবার। এই সংকল্পও করিয়াছি।

বিষ্ণু এই বলিয়া, বালক যেরূপ ছত্রাক ধারণ করে, সেই-রূপ হস্তে করিয়া অবলীলাক্রমে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ গোপদিগকে কহিলেন, হে পিতঃ! হে মাতঃ! হে ব্রজবাসিগণ! যথাসুখে গোধনের সহিত গিরিগর্ভে প্রবেশ করুন। পাছে আমার হস্ত হইতে পর্ব্বত পড়িয়া যায়, আপনারা এ ভয় করিও না। বাত এবং

---

১ "ইহঁারা বলাতে বরুণকেও উদ্দেশ করা হইল।"

বৃষ্টির ভয়েও প্রয়োজন নাই। আপনাদিগকে তাহা হইতে পরিত্রাণ করিবার উপায় করা হইল।

কৃষ্ণের আশ্বাসে আশ্বস্তমনাঃ হইয়া ব্রজবাসী সকল তাঁহার বাক্যানুসারে ধন, শকটমণ্ডলী এবং (ভৃত্যপুরোহিতাদি) উপজীবীদিগকে লইয়া যথাসুখে গর্ত্তে প্রবেশ করিল।

শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা ও সুখেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া সপ্তাহ পর্ব্বত ধারণ করিয়া রহিলেন; স্থান হইতে বিচলিত হইলেন না; ব্রজবাসী সকলেই দর্শন করিল।

শ্রীকৃষ্ণের সেই ক্ষমতা দর্শন করত ইন্দ্রের অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। তিনি গর্ব্ব ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া আপন মেঘ সকলকে নিবারণ করিলেন। আকাশ মেঘশূন্য হইল। তাহাতে সূর্য্য উদিত হইলেন। বাত ও দারুণ বর্ষণ নিবৃত্তি পাইল। দেখিয়া, গোবর্দ্ধনধারী গোপদিগকে কহিলেন, হে গোপগণ! স্ত্রী, ধনসম্পত্তি ও বালকদিগকে লইয়া বাহির হও; ভয় ত্যাগ কর; বাত ও বর্ষণ নিবৃত্তি পাইয়াছে; নদী সকলের জলও অল্প হইয়া পড়িয়াছে।

তখন স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ গোপগণ আপন গোধন সমভিব্যাহারে শকটে উপকরণ সামগ্রী লইয়া অল্পে অল্পে বাহিরে আসিল। প্রভু ভগবান্‌ও ঐ পর্ব্বতকে পূর্ব্বের ন্যায় যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। যাবতীয় লোকে দেখিতে লাগিল।

ব্রজবাসী সকল প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া নিকটে আগমন করত, যাহার যেরূপ উচিত, তদনুসারে তাঁহাকে আলিঙ্গনাদি করিল। গোপীরাও আনন্দে স্নেহপূর্ব্বক দধি, আতপ তণ্ডুল

ও জল দ্বারা তাঁহার পূজা, এবং তাঁহার প্রতি উত্তম উত্তম আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ, করিতে লাগিলেন। যশোদা, রোহিণী, নন্দ, এবং বলীর অগ্রগণ্য রাম স্নেহে বিহ্বল হইয়া আলিঙ্গন করত, কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজন্! স্বর্গে দেবতা, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ তুষ্ট হইয়া তাঁহার স্তব ও তাঁহার উপর পুষ্প বর্ষণ, করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! শঙ্খ ও দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; এবং দেবগণের আজ্ঞায় তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব-পতি সকল গান করিতে লাগিলেন।

নরনাথ! অনন্তর অনুরক্ত রাখালগণে বেষ্টিত হইয়া, বলরামের সমভিব্যাহারে, হরি আপন ব্রজে যাত্রা করিলেন; গোপিকারা আনন্দিত হইয়া তাঁহার তাদৃশ হৃদয়-গ্রাহি কার্য্যসকল গান করিতে করিতে যাইতে লাগিল।

গোবর্দ্ধন-ধারণ নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

শ্রীবেদব্যাসনন্দন কহিলেন, গোপগণ কৃষ্ণের বীর্য্য জানিত না; তাঁহার পূর্ব্বোক্তপ্রকার কর্ম্ম সকল দর্শন করত বিস্মিত হইয়া একত্রে মিলিয়া কহিতে লাগিল, কিপ্রকারে গোপজাতির মধ্যে এই বালকের জন্ম হইয়াছে! এ জন্ম ত ইহার যোগ্য নহে; কারণ, ইহার যে সকল কর্ম্ম দেখিতেছি, তাহা অতি অদ্ভুত। যেরূপ গজরাজ পদ্ম ধারণ করে, সেইরূপ সপ্তবর্ষীয় এই বালক কিপ্রকারে অবলীলাক্রমে

গিরিরাজ বহন করিল! কি প্রকারেই বা আমীলিতলোচন বালক, কাল যেরূপ বয়স্ পান করে, সেইরূপ প্রাণের সহিত মহাবল-শালিনী পূতনার স্তন পান করিয়াছিল! তিন মাস বয়ঃক্রম কালে যখন শকটের নিম্নে শয়ন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে দুই পদ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছিল, তখন ইহার পাদাগ্র দ্বারা আহত হইয়া শকট কি করিয়া উলঠিয়া পড়িয়াছিল! এক বর্ষের হইয়া (এক দিন) বসিয়া আছে, এমন সময় দৈত্য তৃণাবর্ত্ত ইহাকে হরণ করিয়া আকাশমার্গে প্রস্থান করে; এ কণ্ঠ ধারণ করত ব্যথিত করিয়া উহাকে কেমন করিয়াই বা বধ করিয়াছিল! (আর) এক দিন নবনীত অপহরণ করিয়াছিল বলিয়া, জননী ইহাকে উদূখলে বন্ধন করেন; এ সেই অবস্থায় দুই অর্জ্জুন বৃক্ষের মধ্যে গমন করিয়া বাহুদ্বয় দ্বারা দুই বৃক্ষকে কিপ্রকারে পাতন করে! রাম ও বালকদিগের সহিত বনে গোচারণ করিতে করিতে বধোদ্যত শত্রু বককেই বা কিরূপে মুখ ধরিয়া বিদারণ করে! মারিতে বাসনা করিয়া (বৎসাসুর) বৎসরূপ ধরিয়া বৎসের মধ্যে প্রবেশ করিলে, কেমন করিয়া তাহাকে সংহার করিয়া অবলীলাক্রমে তাহার শরীর দ্বারা বিল্বফল পাতন করে! বলরামের সহিত মিলিত হইয়া গর্দ্দভাসুর ও তাহার জ্ঞাতিগণকে নিপাত করিয়া কিরূপেই বা পরিপক্ক-ফল-পূরিত তাল বনের মঙ্গল বিধান করে! কি করিয়া বা বলশালী বলরামকে দিয়া প্রলম্বকে নাশ করাইয়া, দাবাগ্নি হইতে ব্রজের পশু ও গোপদিগকে রক্ষা করে! কি করিয়া অতি-তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পকে বলপূর্ব্বক দমন করত গর্ব্বহীন করিয়া হ্রদ হইতে নির্ব্বাসন করত যমুনার জলের বিষ নাশ

করে ! তোমার বালকের প্রতি আমাদিগের সকল ব্রজবাসীরই এমন অনুরাগ যে, তাহা ত্যাগ করিবার নহে। ইহারও আমাদিগের প্রতি এপ্রকার স্বাভাবিক অনুরাগ কেন[১]? সপ্তমবর্ষীয় বালক মহাদ্রি ধারণ করে, ইহা অতি অসম্ভব। অতএব, হে ব্রজনাথ! তোমার বালকের প্রতি আমাদিগের সন্দেহ হইতেছে।

নন্দ কহিলেন, হে গোপগণ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। এই বালকের প্রতি তোমাদিগের যে সন্দেহ আছে, তাহা দূর হউক। গর্গ এই বালককে উদ্দেশ করিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, (তাহা শ্রবণ কর। গর্গ বলিয়াছিলেন,) "ইনি যুগে যুগে দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাঁর শুক্ল, রক্ত ও পীত, এই তিন বর্ণ। সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন। তোমার এই পুত্র পূর্ব্বে কখন বসুদেবের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা ইহাঁকে শ্রীমান্ বাসুদেব বলিয়া থাকেন। তোমার এই পুত্রের গুণ ও কর্ম্মের অনুরূপ অনেক রূপ ও নাম আছে। সে সকল আমি জ্ঞাত নহি; লোকেও জ্ঞাত নহে। ইনি গো এবং গোকুলের আনন্দ উৎপাদন করিয়া তোমাদিগের মঙ্গল করিবেন। তোমরা ইহাঁর সাহায্যে সমস্ত বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। হে ব্রজপতে! পূর্ব্বে যখন দস্যুগণ সাধুদিগের পীড়া উৎপাদন করিয়াছিল, তখন সেই অরাজ কালে ইনি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহারা ইহাঁ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া বৃদ্ধি লাভ করত দস্যুদিগকে জয় করিয়াছিলেন। যে সকল মনুষ্য এই মহাভাগে প্রেম করেন,

১ তবে কি ইনি সকলের আত্মা?

যেরূপ অসুরেরা বিষ্ণুর পক্ষীয়দিগকে অভিভূত করিতে পারে না, সেইরূপ শত্রুগণ তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। অতএব নন্দ! এই কুমার গুণ, শ্রী, কীর্ত্তি ও প্রভাবে নারায়ণের তুল্য।”

অতএব, গোপগণ ইহাঁর কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। গর্গ আমায় সাক্ষাৎ এই আদেশ করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলে পর, আমি (সেই অবধি কৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ মনে করিয়া আসিতেছি। কারণ, কৃষ্ণ ক্লেশ নাশ করিতেছেন।

গর্গ এই যাহা কহিয়াছিলেন, নন্দের মুখে তাহা শ্রবণ করিয়া বিস্ময় পরিত্যাগ করত ব্রজবাসী সকল আনন্দিত হইয়া, নন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিল।

“যজ্ঞ-ভঙ্গ-জন্য ক্রোধহেতু ইন্দ্র বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বজ্র, করকা ও পরুষ বাতে ব্রজের গোপ, গোপাল ও স্ত্রীসকলকে অবসন্ন হইতে দেখিয়া, যিনি দয়া করত হাস্য করিয়া, বালক যেমন ছত্রাক ধারণ করে, তেমনি অবলীলাক্রমে উৎপাটন করত এক হস্তে গিরি ধারণ করিয়া, স্বয়ং যে ব্রজের রক্ষক, সেই ব্রজ রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের গর্ব্বাপহারী, গোগণের ইন্দ্র আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।”

নন্দ ও গোপগণের কথোপকথন নামক ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাসনন্দন কহিলেন, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ[1] এবং বর্ষা হইতে ব্রজ রক্ষা,[2] করা হইলে, ইন্দ্র এবং সুরভি গোলক হইতে কৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন।

অবহেলা-কারী পুরন্দর লজ্জিত হইয়া আগমন করত সূর্য্য-কান্তি কিরীট দ্বারা নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিলেন। অমিত-তেজাঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, "আমি ত্রিলোকের অধীশ্বর" এই বলিয়া তাঁহার যে গর্ব্ব ছিল, তাহা নাশ পাইয়াছিল। তিনি করযোড় করিয়া কহিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র কহিলেন, আপনার স্বরূপে রজঃ ও তমোগুণের সদ্ভাব নাই; সুতরাং তাহা শান্ত,[3] অতএব প্রচুর-জ্ঞান-সম্পন্ন[4]। সুতরাং মায়ার কার্য্য এই সংসার আপনাতে নাই; কারণ অজ্ঞান হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব, ঈশ্বর! অজ্ঞান-ও-দেহসম্পর্ক-জনিত লোভাদি, জীবে যাহার সদ্ভাব দর্শন করিলে, তাহাকে অজ্ঞান বলিয়া জানা যায়, সে সকল আপনাতে কিরূপে থাকিবে! তথাপি ভগবান্ ধর্ম্ম পালন ও খলের নিগ্রহ, করিবার

---

১ ইহাতে বলা হইতেছে যে, ইন্দ্র ভয় পাইয়া আসিলেন।
২ ইহাতে বলা হইতেছে যে, সুরভি আনন্দিত হইয়া উপস্থিত হইলেন।
৩ একরূপ।   ৪ অর্থাৎ, সর্ব্বজ্ঞ।

নিমিত্ত দণ্ড করিয়া থাকেন। আপনি জগৎসমূহের পিতা, গুরু, অধীশ্বর এবং দুর্নিবার্য্য কাল; হিতের নিমিত্ত আপন ইচ্ছায় নানা দেহ গ্রহণ করত দণ্ড ধারণ করিয়া, যাঁহারা আপনাদিগকে জগতের ঈশ্বর ভাবেন, তাঁহাদিগের অভিমান নাশ করিয়া ক্রীড়া করেন। আমার ন্যায় যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তির তাঁহাদিগের আপনাকে জগদীশ্বর বলিয়া অভিমান আছে, তাঁহারা সময়েও[১] আপনাকে ভয় না পাইতে দেখিয়া, ঐ অভিমান পরিত্যাগ করত গর্ব্বশূন্য হইয়া আর্য্যপথ[২] ভজনা করেন। অতএব আপনার চেষ্টাই খলগণের দণ্ড। আমি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ছিলাম; আপনার প্রভাব জানিতাম না; অপরাধ করিয়াছি। আমার চিত্ত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। প্রভো! আমাকে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। হে ঈশ্বর! আমার এরূপ কুবুদ্ধি যেন আর না হয়। হে অধোক্ষজ! হে দেব! স্বয়ং পৃথিবীর ভারস্বরূপ ও বহুবিধ ভারের উৎপত্তিসাধন সেনাপতিদিগের সংহারের এবং যাঁহারা আপনার চরণ সেবা করেন, তাঁহাদিগের মঙ্গল সাধনের, নিমিত্ত আপনার পৃথিবীতে জন্ম হইয়াছে।

আপনি অন্তর্যামী, অথচ সকলে বসতি করেন বলিয়া অপরিচ্ছিন্ন। আপনি যাদবগণের অধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। আপনাকে নমস্কার।

---

১ যখন ভয় পাওয়া উচিত। যেমন;—এখন অতি-বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল, দেখিয়াও আপনার ভয় হইল না।

২ আপনাতে ভক্তি।

আপনি বিশুদ্ধ-জ্ঞান-মূর্ত্তি; স্বেচ্ছাক্রমে দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। আপনি সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বাতীত ও সর্ব্ব-ভূতময়। আপনাকে নমস্কার।

ভগবন্! আমি অভিমানী, সুতরাং আমার ক্রোধও অতি প্রচণ্ড। যজ্ঞ নষ্ট হওয়াতে জল-বর্ষণ ও বায়ু দ্বারা এই ব্রজ নাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। হে ঈশ্বর! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। উদ্যম ব্যর্থ হওয়াতে আমার গর্ব্ব দূর হইয়াছে। আমি ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা আপনার শরণ লইতে আগমন করিলাম।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, ইন্দ্র এইরূপে গুণ কীর্ত্তন করিলে পর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ইন্দ্র! তুমি ঐশ্বর্য্যে অত্যন্ত মত্ত হইয়াছিলে। তুমি আমাকে স্মরণ করিতে পারিবে, (এই জন্য) আমি অনুগ্রহ করিয়াই তোমার এই যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছি। যে ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ হয়, আমি যে দণ্ড হস্তে করিয়া আছি, সে তাহা দেখিতে পায় না। উহার মধ্যে আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাকেই সম্পত্তি হইতে বিযুক্ত করি। ইন্দ্র! গমন কর; তোমার মঙ্গল হউক্; আমার আজ্ঞা পালন করিবে। তোমরা[১] গর্ব্ব-শূন্য ও সাবধান হইয়া আপন আপন পদে অবস্থিতি করিবে।

অনন্তর মনস্বিনী সুরভি আপন বংশীয়দিগের[২] সহিত

---

১ "তোমরা" বলাতে পূর্ব্বের ন্যায় বরুণকেও উদ্দেশ করা হইল।
২ গো সকল।

একত্রিত হইয়া গোপরূপী ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করত সম্বোধন করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন।

সুরভি কহিলেন, হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! হে বিশ্বের উৎপাদক! হে অচ্যুত! লোকনাথ! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। আপনি আমাদিগের পরম দেবতা। অতএব হে গজৎপতে! গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও সাধু ব্যক্তি সকলের মঙ্গলের নিমিত্ত আপনি আমাদিগের ইন্দ্র হউন্। ব্রহ্মা আমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন; আমরা অপনাকে আমাদিগের ইন্দ্রত্বে অভিষেক করিব। হে বিশ্বাত্মন্! আপনি পৃথিবীর ভার হরণ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন।[১]

এই পরামর্শ করিয়া সুরভি আপনার দুগ্ধ দিয়া আর দেব-মাতৃগণের আজ্ঞা পাইয়া ইন্দ্র দেবশ্রেষ্ঠদিগের সহিত একত্রিত হইয়া ঐরাবতের শুণ্ড দ্বারা সমুদ্ধৃত আকাশগঙ্গার জল দিয়া দাশার্হকে অভিষেক, এবং "গোবিন্দ" বলিয়া তাঁহার নামকরণ, করিলেন। তুম্বুরু, এবং গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও চারণ প্রভৃতি সকলে সেই স্থানে আগমন করিয়া হরির লোক-পাপ-নাশন চরিত্র গান করিতে লাগিলেন। সুরাঙ্গনা সকল আনন্দিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। দেবধ্বজেরা[২] তাঁহার স্তব এবং তাঁহার উপর অদ্ভুত পুষ্প বর্ষণ, করিতে লাগিলেন। লোকত্রয় পরম তুষ্টি লাভ করিল; এবং

---

১ দেবতাই ইন্দ্র হইতে পারেন, আমি কিরূপে হইব? এই তর্কের উত্তর দিবার জন্য বলা হইল "আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

২ অর্থাৎ, দেবতার মধ্যে যাঁহারা ধ্বজাস্বরূপ; অর্থাৎ প্রধান।

গোসকল দুগ্ধ দ্বারা পৃথিবীকে আর্দ্র করিয়া তুলিল। যাবতীয় নদীতে নানারসের প্রবাহ বহিতে লাগিল; বৃক্ষগণ মধু ক্ষরণ করিতে লাগিল; ওষধিসমূহ বর্ষণব্যতিকেও পক্ক হইয়া উঠিল; এবং মণি সকল অভ্যন্তর হইতে উৎথিত হইয়া পর্ব্বতের উপরিভাগে প্রকাশ পাইতে লাগিল। হে কুরুনন্দন! শ্রীকৃষ্ণ অভিষিক্ত হইলে, এই সকল প্রাণী, স্বভাবতঃ খল হইলেও, পরস্পরের প্রতি শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়াছিল।

ইন্দ্র গো-গোকুল-পতি গোবিন্দকে এইপ্রকারে অভিষেক করিয়া, তাঁহার আজ্ঞা লইয়া দেবাদিসমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, একাদশীতে উপবাস করত জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিয়া, নন্দ দ্বাদশীর দিবস স্নান করিবার নিমিত্ত কালিন্দীর জলে প্রবেশ করিলেন। তিনি আসুরী বেলা অগ্রাহ্য করিয়া রাত্রিতে জলে অবগাহন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত (বরুণের) ভৃত্য এক অসুর তাঁহাকে ধারণ করিয়া বরুণের নিকট লইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ ও রাম প্রভৃতি গোপগণ তাঁহাকে না দেখিয়া আক্রোশ করিতে লাগিলেন। রাজন্! বরুণ পিতাকে লইয়া গিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া স্বকীয়দিগের অভয়প্রদ বিভু ভগবান্ তাঁহার নিকটে

গমন করিলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া লোকপালের তদ্দর্শন-জন্য আনন্দ হইল। তিনি মহতী পূজা দ্বারা হৃষীকেশের পূজা করিয়া কহিলেন।

শ্রীবরুণ কহিলেন, অদ্য আমি যথার্থই দেহ ধারণ করিলাম[১]। প্রভো! অদ্য যথার্থই সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলাম[২]। ভগবন্! যাঁহারা আপনার চরণ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আপনি নিরতিশয়-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ও পূর্ণ। যে মায়া ভ্রান্তি-উৎপাদনের নিমিত্ত ত্রিলোক-সৃষ্টি কল্পনা করে, আপনাতে তাহার সদ্ভাব নাই। অতএব আপনি যাবতীয় জীবের নিয়ন্তা। আপনাকে নমস্কার। আমার ভৃত্য মূঢ়। তাহার কার্য্যাকার্য্য বোধ নাই। সে না জানিয়া আপনার পিতাকে আনয়ন করিয়াছে। অতএব, প্রভো! ক্ষমা করুন। হে পিতৃ-বৎসল গোবিন্দ! আপনার পিতা এই রহিয়াছেন; লইয়া যাউন্।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, অখিলেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই রূপে প্রসাদিত হইয়া, আপন পিতাকে গ্রহণ করত, প্রত্যাগমন করিয়া বন্ধুদিগের আনন্দ উৎপাদন করিলেন।

বরুণের অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য, এবং তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন, তাহা, দর্শন করত বিস্মিত হইয়া নন্দ জ্ঞাতিগণের নিকট (সমস্ত) উল্লেখ করিলেন। রাজন্! জ্ঞাতিগণের চিত্ত উৎসুক ছিল; তথাপি তাঁহারা কৃষ্ণকে

---

১ অর্থাৎ, অদ্য দেহধারণের ফল ফলিল।

২ আপনার কাছে অন্য সম্পত্তি সম্পত্তিই নহে। যথার্থ সম্পত্তিই আপনি।

ঈশ্বর ভাবিয়া কহিতে লাগিলেন, অধীশ্বর কি আমাদিগকে তাঁহার স্বীয় সূক্ষ্ম পদে[১] লইয়া যাইবেন।

অখিলদর্শী ভগবান্ আত্মীয়দিগের এই সঙ্কল্প জানিয়া, উহা সাধন করিবার নিমিত্ত কৃপাবশতঃ চিন্তা করিলেন ;— মনুষ্য এই লোকে অবিদ্যা,[২] কাম[৩] ও কর্ম্মের[৪] যোগে উৎকৃষ্টাপ-কৃষ্ট[৫] গতিতে ভ্রমণ করত আপন গতি জানিতে সমর্থ হয় না।

কারুণিক, বিভু ভগবান্ এই চিন্তা করিয়া গোপদিগকে প্রকৃতির পরবর্ত্তী, আপন লোক প্রদর্শন করিলেন। যাঁহার কোন বাধক নাই ; যিনি অজড় ; যিনি অপরিচ্ছিন্ন ; যিনি স্বপ্রকাশ ; যিনি নিত্য ; এবং সমাহিত মুনিগণ, গুণের নাশ হইলে পর, যাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন ; (ভগবান্ কৃপা করিয়া প্রথমতঃ গোপদিগকে) সেই ব্রহ্ম প্রদর্শন করিলেন[৬]। পশ্চাৎ তাহাদিগকে ব্রহ্ম-হ্রদের[৭] নিকটে লইয়া গেলেন। তাহারা উহাতে নিমগ্ন হইয়া বৈকুণ্ঠ লোক দর্শন করিল ; পূর্ব্বে অক্রূর ঐ হ্রদে শ্রীকৃষ্ণ হইতে ঐ পদের দর্শন পাইয়াছিলেন।[৮]

---

১ ব্রহ্ম। বৈকুণ্ঠ।
২ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি।
৩ ঐ অহংবুদ্ধি হইতে কাম।
৪ ঐ কাম হইতে কর্ম্ম।
৫ দেবতা-পশু-পক্ষী প্রভৃতি।
৬ যাঁহারা দেহাদিতে আচ্ছন্ন, তাঁহারা সে লোক দেখিতে পান না। এই কারণে গোপদিগকে ব্রহ্মস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। তাহাতে তাহাদিগের ভেদজ্ঞান নষ্ট হইল।
৭ যমুনার এক হ্রদের নাম।
৮ এই বৃত্তান্ত শুকপরীক্ষিৎসংবাদের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, এই নিমিত্ত ইহা অতীত করিয়া বলা হইল।

নন্দাদি গোপগণ দেখিলেন, বৈকুণ্ঠে বেদ সকল শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছে। পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উত্তোলন করিলে, তাঁহাকে (পূর্ব্বেরই ন্যায়) দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরমানন্দে সুখী হইলেন।

নন্দের মোচন নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, পূর্ব্বে যে আগামিনী যামিনী সকলের কথা হইয়াছিল, সেই সকল যামিনীতে শরৎ ঋতুর প্রভাবে মল্লিকাপুষ্পসমূহ প্রস্ফুটিত হইল, দেখিয়া ভগবান্ যোগমায়া আশ্রয় করত[১] বিহার করিতে মন করিলেন। তখন নিশানাথ উদিত হইয়া, যেমন কোন ব্যক্তি অনেক দিবসের পর আগমন করত কুঙ্কুমরাগে তাঁহার প্রেয়সীর মুখ রঞ্জন করেন, তেমনি সুখ-ময় কর দ্বারা অরুণরাগে পূর্ব্ব দিকের মুখ রঞ্জন করত জনগণের ক্লেশ অপহরণ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমা অখণ্ড-মণ্ডল ও নূতন কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণবর্ণ, হইয়া উদিত হইলেন; তাঁহার আভা লক্ষ্মীর বদনের আভাকে স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল; এবং বন তাঁহার কোমল কিরণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল; দেখিয়া

---

১ এ কি; পরমাত্মা মদনের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত পরদারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! না; না; এ কথা মুখেও আনিও না। তিনি "যোগ-মায়া আশ্রয় করিয়া" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ বামলোচনাদিগের মনোহারি গীত গান করিলেন। তিনি ব্রজকামিনীদিগের মন সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহারা সেই কাম-জনক গীত শ্রবণ করিয়া, যে স্থানে সেই কান্ত অবস্থিতি করিতেছেন, আপনাদিগের উদ্‌যোগ পরস্পরকে না জানাইয়া,[১] সেই স্থানে যাইতে লাগিল। (যাইবার সময়) বেগে তাহাদিগের কুণ্ডল সকল দুলিতে লাগিল। কোন কোন গোপী দুগ্ধ দোহন করিতেছিল, পরিত্যাগ করিয়াই সমুৎসুক হইয়া যাত্রা করিল।[২] কেহ চুল্লীতে দুগ্ধ চাপাইয়া, কেহ কেহ বা পক্ক গোধূমকণা না নামাইয়াই চলিল। কেহ কেহ পরিবেশন করিতেছিল; কেহ কেহ শিশুগণকে স্তন পান করাইতেছিল; কেহ কেহ বা স্বামীর সেবা করিতেছিল; সে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াই প্রস্থান করিল। কেহ কেহ ভোজন করিতে বসিয়াছিল; ফেলিয়া গমন করিল। কেহ কেহ অনুলেপন, কেহ কেহ গাত্র মার্জ্জন, কেহ কেহ বা লোচনে অঞ্জন দান, করিতেছিল; সমাপন না করিয়াই ধাবিত হইল। কতকগুলি অযোগ্য স্থানে বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাত্রা করিল। পিতা, পতি, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন; তথাপি তাহারা নিবৃত্ত হইল না; কারণ, গোবিন্দ চিত্ত হরণ করাতে, তাহারা মোহিত হইয়াছিল।

---

১ অন্যে জানিলে সপত্নী হইতে পারে, এই আশঙ্কায়।

২ তাহাদিগের এইরূপ চেষ্টায় প্রকাশ পাইল যে, যাঁহাদিগের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ শব্দ শ্রবণ করিলেই তাঁহাদিগের ত্রৈবর্গিক ক্রিয়া নিবৃত্তি পায়।

অন্তঃপুরবাসিনী কোন কোন গোপী বাহির হইতে না পাইয়া আমীলিত লোচনে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে তাহাদিগের তাঁহার ভাবনাই ছিল।[১] (মহারাজ!) গোপিকারা পরমাত্মাকে জারভাবে লাভ করিয়াও গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিল; কারণ, প্রিয়তমের দুঃসহ বিরহে যে সন্তাপ জন্মিল, তাহাতেই তাহাদিগের অশুভক্ষয়, আর, চিন্তাযোগে প্রাপ্ত হইয়া অচ্যুতকে আলিঙ্গন করাতেই যে সুখসম্ভোগ হইল, তাহাতেই পুণ্যেরও শেষ, হইল; সুতরাং তৎক্ষণমাত্রেই তাহাদিগের বন্ধন দূর হইল[২]।

রাজা কহিলেন, মুনে! গোপিকারা কৃষ্ণকে পরম কমনীয় বলিয়াই জানিত। তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া তাহাদিগের জ্ঞান ছিল না। তবে কিরূপে তাহাদিগের সংসার বিরত হইল; তাহাদিগের বুদ্ধি ত গুণেতেই ছিল[৩]?

শ্রীশুকদেব কহিলেন, আমি পূর্ব্বে তোমাকে একথা কহিয়াছি; শিশুপাল হৃষীকেশের শত্রুতা করিয়াও সিদ্ধ হইয়াছিল; তখন, যাহারা তাঁহার প্রিয়া, তাহাদিগের কথা আর কি বলিব! রাজন্! ভগবান্ অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ ও গুণের আত্মা। তাঁহার যে রূপের প্রকাশ হয়, সে কেবল জনগণের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত! কামই হউক্, ক্রোধই হউক্, ভয়ই হউক্, স্নেহই হউক্, ভক্তিই হউক্, আর সম্বন্ধই হউক্, যিনি অচ্যুতে নিরন্তর (ইহার একটীমাত্র) করেন, তিনি

---

১ ইহাতে বলা হইল যে, তখন আর কিছু অধিক ভাবনা হইল না।
২ পাপ ও পুণ্যের নিবৃত্তি হইলেই ভোগের নিবৃত্তি হইল। সেই মুক্তি।
৩ অর্থাৎ, তাহাদিগের নির্গুণ বোধ ছিল না।

তন্ময়তা প্রাপ্ত হন। তুমি ভগবান্, অজ, যোগেশ্বরের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে এরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিও না; তাঁহা হইতে স্থাবরাদিও মুক্ত হয়।

বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ ভগবান্ সেই ব্রজকামিনীদিগকে নিকটে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বাক্‌চাতুরীতে বিমোহিত করিয়া কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাভাগা সকল! সুখে আগমন হইল ত? তোমাদিগের কি ইষ্ট সাধন করিব বল? ব্রজের মঙ্গল ত? তোমাদিগের আসিবার কারণ কি বল? এই রাত্রি দেখিতে অতি ভয়ঙ্করী। ইহাতে ভয়ঙ্কর প্রাণী সকল বিচরণ করিয়া থাকে। ব্রজে ফিরিয়া যাও। হে সুমধ্যমা সকল! স্ত্রীদিগের এস্থানে অবস্থিতি করা উচিত হয় না। তোমাদিগের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও স্বামী সকল দেখিতে না পাইয়া তোমাদিগের অন্বেষণ করিতেছেন। বন্ধুদিগের আশঙ্কা উৎপাদন করিও না। বন পূর্ণিমা-শশধরের কিরণে রঞ্জিত হইয়াছে। ইহাতে পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে, এবং যমুনানিলের লীলা গতি দ্বারা কম্পমান তরু-পল্লবনিকরে ইহার শোভা হইয়াছে। তোমরা (যদি) দেখিতে আসিয়া থাক, দেখিলে; এক্ষণে গোষ্ঠে গমন কর; বিলম্ব করিও না। তোমরা সতী; গিয়া আপন আপন পতির সেবা কর। বৎস ও বালক সকল রোদন করিতেছে; তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাও। আর, যদি আমার প্রতি স্নেহে চিত্ত বশীভূত হওয়াতেই আগমন করিয়া থাক, তাহাতেও দোষ নাই; কারণ, আমাতে যাবতীয় জন্তুই প্রীত হইয়া

থাকে। হে কল্যাণীসকল! অকপটে স্বামীর ও স্বামীর বন্ধু-গণের সেবা, এবং সন্তানের পোষণ, করাই স্ত্রীদিগের পরম ধর্ম্ম। দুঃশীল হউন্, দুর্ভগ হউন, বৃদ্ধ হউন্, জড় হউন্, আর নির্দ্ধন হউন্, স্বামী যদি পাতকী না হন, তাহা হইলে সদ্‌গতির অভিলাষিণী পত্নীর তাঁহাকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য হয় না। কুলকামিনীদিগের জারসেবন স্বর্গ-চ্যুতি-কর, অযশস্কর, তুচ্ছ, দুঃখ-সম্পাদ্য, ভয়াবহ এবং সর্ব্বত্র-নিন্দিত। আমার নাম শ্রবণ, আমাকে ধ্যান ও আমার গুণ কীর্ত্তন, করিলে আমাতে যেরূপ প্রীতি জন্মে, আমার নিকটে থাকিলেই সেরূপ জন্মে না। অতএব তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, গোবিন্দের এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, গোপী সকল ভগ্ন-মনোরথ ও বিষণ্ন হইয়া দুর্ব্বার চিন্তায় নিমগ্ন হইল। শোকহেতু তাহাদিগের ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তাহাতে বিম্বাধর শুষ্ক হইয়া গেল। তাহারা গুরু-দুঃখ-ভারে আক্রান্ত হইয়া বদন অবনত করিয়া চরণ দ্বারা ভূমি বিলিখন এবং কজ্জলসম্পৃক্ত অশ্রুধারায় কুচতটের কুঙ্কুম ধৌত, করত তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। গোপী সকল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল; এবং তাঁহার নিমিত্তই অন্যান্য অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছিল। এক্ষণে প্রিয়তম তিনি শত্রুর ন্যায় বাক্য বলিলে কিঞ্চিৎ কোপ জন্মিয়া তাহাদিগের কণ্ঠরোধ করিল। তাহারা অশ্রু-রুদ্ধ লোচন মার্জ্জনা করিয়া গদ্‌গদ বাক্যে কহিতে আরম্ভ করিল।

গোপিকারা কহিল, বিভো! এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা

তোমার উচিত হয় না। আমরা সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূল ভজনা করিলাম। হে বঞ্চক! যেরূপ দেব আদিপুরুষ মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে ভজনা[১] করেন, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে ভজনা কর। পতি, পুত্র ও বন্ধুগণের সেবা করাই স্ত্রীদিগের স্বধর্ম্ম, হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি এই যে উপদেশ দিলে, আমরা ইহাই করিব। এই উপদেশ-দাতা ঈশ্বর তোমাকে সেবা করিলেই আমাদিগের পতি-পুত্রাদির সেবা করা হইবে; কারণ, তুমিই শরীরীদিগের প্রিয়তম, বন্ধু, আত্মা ও নিত্য-প্রিয়। শাস্ত্রনিপুণ ব্যক্তি সকল তোমাতেই প্রেম করিয়া থাকেন। পতি-পুত্রাদি দুঃখ-দায়ক। তাহাদিগকে লইয়া কি হইবে? অতএব, হে পরমেশ্বর! আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। হে পদ্মলোচন! আমরা অনেক দিন হইতে যে আশা ধারণ করিয়াছি, তাহা ছেদন করিও না। আমাদিগের যে চিত্ত এত কাল সচ্ছন্দে গৃহে রত থাকিত, তুমি তাহা হরণ করিয়াছ। করদ্বয়ও এত দিন গৃহকর্ম্মেই নিরত ছিল; তুমি এক্ষণে তাহা অপরহণ করিয়াছ। তোমার পাদমূল হইতে চরণযুগল এক পদও চলে না। অতএব, ব্রজে কি করিয়া গমন করি? করিই বা কি? তোমার হাস্য-অবলোকন-ও-মধুর গীতে যে মদনাগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি তোমার অধরামৃত-ধারায় তাহা সেক কর। নতু বা, সখে! আমরা বিরহাগ্নিতে দগ্ধ-দেহ হইয়া, ধ্যান-যোগে তোমার পাদমূলের সন্নিকটে গমন করি। হে

---

১ তাঁহারাও সর্ব্ব বিষয় পরিত্যাগ করেন। অতএব তুমি সচ্ছন্দে আমাদিগকে ভজনা কর। কোন আশঙ্কা করিও না।

পদ্মনয়ন! তোমার পাদতল লক্ষ্মীর আনন্দ উৎপাদন করে। আমরা অরণ্য-জন-প্রিয় তোমার সেই পাদতল যে অবধি স্পর্শ করিয়াছি, এবং সেই অরণ্যের মধ্যে তুমি যে অবধি আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছ, সেই অবধি আমরা অন্যের নিকটে থাকিতে পারি না। যাঁহার কটাক্ষ লাভ করিবার নিমিত্ত অন্যান্য দেবতার যত্ন, সেই লক্ষ্মী হৃদয়ে স্থান পাইয়াও[১] তুলসীর সহিত একত্রে যে ভৃত্য-ভুক্ত পাদরজঃ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমরা তাহার ন্যায় সেই পাদরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব, হে পাপনাশক! আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন্। আমরা বসতি ত্যাগ করিয়া তোমার উপাসনা করিতে আশা করিয়া আগমন করিয়াছি। তোমার সুন্দর হাস্য নিরীক্ষণ করিয়া আমাদিগের তীক্ষ্ণ কামাগ্নি জন্মিয়াছে। আমরা তাহাতে তাপিত হইতেছি। হে পুরুষভূষণ! আমাদিগকে দাসী হইতে দেও। তোমার বদন অলকে আবৃত। ইহার দুই গণ্ডস্থলে দুই কুণ্ডল শোভা বিস্তার করিতেছে এবং অধরে সুধা রহিয়াছে। ইহা হইতে হাস্যের সহিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। তোমার দুই ভুজদণ্ড অভয় দান করে। আর, তোমার বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীর একমাত্র রতিজনক। (এই সকল) দেখিয়া আমরা (তোমার) দাসী হইলাম। ত্রিলোকীর মধ্যে এমন কোন্ কামিনী আছে, যে তোমার মধুর-পদ-রূপ-অমৃত-ময় বেণু-গীতে মোহিত হইয়া নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? তোমার এই ত্রৈলোক্য-সুন্দর রূপ নিরীক্ষণ করিয়া গো,

১ অর্থাৎ, সে স্থানের অংশী না থাকিলেও।

পক্ষী, বৃক্ষ এবং মৃগগণেরও রোমাঞ্চ হয়। নিশ্চয় জানিতেছি, যেরূপ আদিপুরুষ দেবলোকের রক্ষক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি ব্রজের পীড়াপহারী হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। অতএব, হে পীড়িতের বন্ধু! আমাদিগের উৎতপ্ত স্তনমণ্ডলে ও মস্তকে তোমার করকমল দান কর; আমরা তোমার দাসী।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, যোগেশ্বরের ঈশ্বর আত্মারাম; তথাপি সেই সকল গোপীর এইপ্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করত দয়াপ্রকাশপূর্ব্বক হাস্য করিয়া তাহাদিগকে ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন। উদারকর্ম্মা অচ্যুতের হাস্য ও দন্তপংক্তি হইতে কুন্দকুসুমের আভা বহির্গত হইল। তিনি প্রিয়-দর্শন-হেতু উৎফুল্লমুখী সেই সকল গোপিকায় বেষ্টিত হইয়া, তারকামণ্ডলে পরিবৃত শশাঙ্কের ন্যায়, দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। শত বনিতার যূথপতি কখন স্বয়ং গান, কখন বা গান শ্রবণ, করিয়া বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করত বনকে শোভিত করিয়া, শোভিত হইলেন। কালিন্দীর শীতল-বালুকাময় পুলিনে প্রবেশ করিয়া তরলানন্দ,[১] কুমুদগন্ধী বায়ু সেবন করিতে থাকিলেন। বাহুপ্রসারণ, আলিঙ্গন, কর-অলক-ঊরু-নীবি-ও-স্তন-স্পর্শ, পরিহাস, নখাগ্রপাত, ক্রীড়া, কটাক্ষবিক্ষেপ এবং হাস্য দ্বারা ব্রজসুন্দরীদিগের মদন উদ্বোধন করত তাহাদিগকে বিহার করাইতে লাগিলেন।

অনাসক্তচিত্ত ভগবানের নিকট এইরূপ মান লাভ

---

১ বায়ু তরল। সুতরাং তজ্জাত আনন্দও তরল। অর্থাৎ উহার আনন্দ গুরু নহে।

করিয়া গোপিকা সকল মানিনী হইয়া উঠিল; এবং আপনা-দিগকে পৃথিবীর মধ্যে যাবতীয় স্ত্রীর শ্রেষ্ঠ বোধ করিতে লাগিল। কেশব তাহাদিগের সেই সৌভাগ্যগর্ব্ব, এবং অভিমান, দর্শন করিয়া উহার শান্তিবিধান করিবার ও তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইবার, নিমিত্ত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

গোপিকাদিগের সহিত কথোপকথন নামক ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, ভগবান্ হঠাৎ অন্তর্হিত হইলে, তাঁহাকে না দেখিয়া, যুথপতির অদর্শনে করিণীদিগের ন্যায়, ব্রজাঙ্গনা সকল তাপিত হইতে লাগিল। গতি, অনুরাগ, হাস্য, বিভ্রমদৃষ্টি, মনোরম আলাপ, বিলাস ও বিভ্রম দ্বারা প্রমদাগণের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে, তাহারা তদাত্ম হইয়াছিল। এক্ষণে রমাপতির বিবিধ চেষ্টা অনুকরণ করিতে লাগিল। প্রিয়ের গতি, হাস্য, অবলোকন ও আলাপাদিতে প্রিয়া সকলের মূর্ত্তি আবিষ্ট হইয়াছিল, অতএব তাহাদিগের বিহার ও বিভ্রম শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই হইয়াছিল; সুতরাং এক জন আর এক জনের নিকট কহিতে লাগিল, "আমিই কৃষ্ণ।" তাহারা উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে যেন কৃষ্ণ কর্ত্তৃক হৃত হইয়াই, উন্মত্তের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। আকাশের ন্যায় প্রাণীদিগের বাহ্য ও অভ্যন্তরে

অবস্থিত পুরুষের কথা বনস্পতিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। হে অশ্বত্থ! হে প্লক্ষ! হে ন্যগ্রোধ! তোমরা কি দেখিয়াছ? শ্রীনন্দের নন্দন প্রেম-ও-হাস্য-বিলসিত কটাক্ষ দ্বারা আমাদিগের মন চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছেন? হে কুরুবক! হে অশোক! হে নাগ! হে পুন্নাগ! হে চম্পক! যাঁহার হাস্য মানিনীদিগের মান হরণ করে, সেই রামানুজ কি এই দিক্ দিয়া গমন করিয়াছেন? হে কল্যাণি তুলসি! হে গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে! তোমার অতি-প্রিয় অচ্যুত অলি-কুলের সহিত তোমাকে ধারণ করিয়া থাকেন। তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! তোমরা কি মাধবকে করস্পর্শ দ্বারা তোমাদিগের আনন্দ উৎপাদন করত গমন করিতে দেখিয়াছ? হে চূত! হে প্রিয়াল! হে পনস! হে অসন! হে কোবিদার! হে জম্বু! হে অর্ক! হে বিল্ব! হে বকুল! হে অম্র! হে কদম্ব! হে নীপ! হে পরপ্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত সমুৎপন্ন যমুনাতীর-বাসী[1] অন্যান্য বৃক্ষ সকল! শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথ দিয়া গমন করিয়াছেন, আমাদিগকে বল। আমাদিগের চিত্ত শূন্য হইয়া গিয়াছে! আহা, পৃথিবি! তুমি কি তপস্যাই করিয়াছিলে! কেশবের পাদস্পর্শে তোমার আনন্দ জন্মিয়াছে; তাহাতেই তুমি বৃক্ষরাজি দ্বারা রোমাঞ্চিতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছ। এই আনন্দ কি পাদস্পর্শ হইতে, হইয়াছে? না ত্রিবিক্রমের চরণ লাভ হইতে হইয়াছে? না বরাহের শরীর সম্পর্কে জন্মিয়াছে?[2]

১ অর্থাৎ, তীর্থবাসী।
২ অর্থাৎ, যে দিক্ দিয়াই হউক, তুমি তাঁহাকে অবশ্যই দেখিয়াছ।

হে সখি হরিণপত্নি! অচ্যুত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তোমাদিগের নয়নের তৃপ্তি দান করত প্রিয়ার সহিত কি এই স্থানে আসিয়াছিলেন? এই যে এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ার অঙ্গ সম্পর্ক হেতু কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত কুন্দমালার গন্ধ বহির্গত হইতেছে। হে তরু সকল! পদ্মধারী রামানুজ প্রিয়ার স্কন্ধদেশে বাহু দিয়া তুলসীর অলিকুলে অনুগত হইয়া এই স্থানে বিচরণ করিতে করিতে কি প্রণয় দৃষ্টিতে তোমাদিগের প্রণতি অভিনন্দন করিয়াছেন? সখি! এই সকল লতাকে জিজ্ঞাসা কর। ইহারা প্রিয়ের বাহু আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে বটে; কিন্তু নিশ্চয়ই দেখা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ নখ দ্বারা ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিলেন; অহো! সেই জন্য ইহাদিগের গাত্র পুলকিত হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে অতিশয় বিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণাত্মিকা গোপিকা সকল এইপ্রকার উন্মত্ত বাক্য কহিয়া অবশেষে তাঁহার বিবিধ ক্রীড়া অনুকরণ করিতে লাগিল। এক গোপিকা পূতনা হইয়া, আর যে এক গোপিকা কৃষ্ণ হইল, তাহাকে স্তনপান করাইতে আরম্ভ করিল। এক জন শিশু হইয়া, আর যে এক জন শকট হইল, তাহাকে পাদ প্রহার করিল। অন্য এক রমণী দৈত্য হইয়া, আর যে রমণী শ্রীকৃষ্ণের বাল্য অনুকরণ করিল, তাহাকে হরণ করিল। কেহ বা গোপগণের শব্দে[১] আকর্ষণ করিয়া পাদদ্বয় বিচরণ করিতে লাগিল। দুই কামিনী কৃষ্ণ ও রাম হইল। কতকগুলি গোপ হইল। এক জন বৎসাসুরের বেশধারিণী, আর এক জন বকাসুরের

১ হামাগুড়ি দিয়া ॥ বাং ॥

অনুকরণকারিণীকে সংহার করিল। এক মহিলা শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করত বেণুবাদন করিতে করিতে দূরগত গোদিগকে আহ্বান করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল; আর কতকগুলি "সাধু" "সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিতে থাকিল। শ্রীকৃষ্ণ-মনস্কা কোন গোপী অন্য এক গোপীর স্কন্ধে ভুজ-স্থাপন-পূর্ব্বক বিচরণ করিতে করিতে অপর গোপীদিগকে কহিতে লাগিল, "আমি কৃষ্ণ; কেমন মনোহর রূপে গমন করিতেছি দেখ। বাত ও বর্ষার ভয়ে ভীত হইও না। আমি উহা হইতে রক্ষার উপায় স্থির করিয়াছি।" এই কথা কহিয়া এক হস্তে আপনার উত্তরীয় বসন ঊর্দ্ধে ধারণ করিল। রাজন্! এক কামিনী (আর এক কামিনীর) মস্তকে আরোহণ করত পদাঘাত করিতে করিতে কহিল, রে দুষ্ট সর্প! প্রস্থান কর; আমি খল ব্যক্তিদিগের দণ্ডকর্ত্তা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এক মহিলা কহিল, হে গোপগণ! ভয়ানক দাবাগ্নি দর্শন কর। তোমরা চক্ষুঃ মুদ্রিত কর। আমি এখনই তোমাদিগকে রক্ষা করিতেছি। এক সুন্দর-নয়না ক্ষীণাঙ্গী অন্য এক গোপী কর্ত্তৃক মাল্য দ্বারা উদূখলে বদ্ধ হইয়া ভীতের ন্যায় বদন আচ্ছাদন করত ভয় অভিনয় করিতে লাগিল।

(গোপিকা সকল) উক্তপ্রকারে (পুনর্ব্বার) বৃন্দাবনের তরুলতাকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনভূমিতে পরমাত্মার পদচিহ্ন সকল দেখিতে পাইল। (কহিতে লাগিল) স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই সকল পদচিহ্ন মহাত্মা শ্রীনন্দ-নন্দনের। ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র ও অঙ্কুশ দেখিয়া নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে।

মহারাজ! অবলা সকল সেই সকল পাদচিহ্ন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদবী অন্বেষণ করিতে করিতে অগ্রে গমন করিয়া, (দেখিল) ঐ সকল পাদচিহ্নের সহিত কামিনীর পাদচিহ্ন সকল মিশ্রিত রহিয়াছে। দেখিয়া কাতর হইয়া কহিতে লাগিল, এই সকল কোন্ কামিনীর পদপঙ্‌ক্তি; করিণী করীর ন্যায় কোন্ কামিনী শ্রীনন্দনন্দনের স্কন্ধ দেশে প্রকোষ্ঠ দিয়া গমন করিয়াছে! এই নিশ্চয় ভগবান্ ঈশ্বর হরিকে তুষ্ট করিয়াছে। কারণ, শ্রীগোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়াছেন। সখীসকল! শ্রীগোবিন্দের এই সকল পাদরেণু অতি পবিত্র। ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও লক্ষ্মী দেবী পাপক্ষালনের নিমিত্ত এই সকল মস্তকে ধারণ করেন। সেই কামিনীর এই সকল পাদচিহ্ন আমাদিগকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করিতেছে; কারণ, সে গোপীদিগকে লুকাইয়া নির্জ্জনে অচ্যুতের অধর পান করিতেছে। এই স্থানে তাহার পাদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না। ইহাতেই জানা যাইতেছে, তৃণাঙ্কুর দ্বারা প্রেয়সীর দুই সুগঠন পাদতল ক্ষত হইয়াছিল বলিয়া, প্রিয় তাহাকে বহন করিয়া গিয়াছেন। গোপী-সকল! দেখ, দেখ, কামী শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে বহন করিয়া ভারা-ক্রান্ত হইয়াছিলেন; সেই জন্য এই স্থানে তাঁহার পদ সকল অধিক মগ্ন হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা পুষ্পের নিমিত্ত এই স্থানে কান্তাকে অবতরণ করাইয়াছিলেন। প্রিয় এই স্থানে প্রিয়ার নিমিত্ত পুষ্প চয়ন করিয়াছিলেন; দেখ, পৃথিবীতে পাদদ্বয়ের অগ্রভাগ মাত্র রাখিয়াছিলেন; সেই জন্য দুই পাদচিহ্ন অসম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কামী এই স্থানে কামিনীর কেশ

বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন ;[১] এবং নিশ্চয়ই এই স্থানে বসিয়া প্রিয়ার জন্য ঐ সকল পুষ্প চূড়ার আকারে বন্ধন করিয়াছিলেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, (মহারাজ !) শ্রীকৃষ্ণ আপনাপনিই সন্তুষ্ট। আপনাপনিই ক্রীড়া করেন; স্ত্রীদিগের বিভ্রম তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না ; তথাপি কামীপুরুষদিগের দীনতা এবং স্ত্রীগণের দুরাত্মতা, প্রদর্শন করত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। (যাহা হউক্) ঐ সকল গোপী এইপ্রকারে (পদচিহ্নাদি প্রদর্শন করত) বিচেতন হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল।

অন্যান্য কামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যে কামিনীকে বনমধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি "গোপীরা এই প্রিয়ের প্রতি অভিলাষবতী ; তথাপি ইনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই ভজনা করিতেছেন," এই মনে করিয়া আপনাকে সমুদায় কামিনীর শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। তখন বনপ্রদেশে গমন করত গর্ব্বিতা কেশবকে কহিলেন, "আমি চলিতে পারি না ; যে স্থানে ইচ্ছা করি, তুমি আমাকে বহন করিয়া সেই স্থানে লইয়া যাও।" এই কথা শুনিয়া (কেশব) প্রিয়াকে কহিলেন, "স্কন্ধে আরোহণ কর।" অনন্তর তিনি যেমন আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ অমনি অন্তর্হিত হইলেন। তখন সেই কামিনী অনুতাপ করিতে লাগিলেন ;—"হা নাথ ! হা প্রিয়তম !

---

১ কামিনী শ্রীকৃষ্ণের জানুদ্বয়ের মধ্যে উপবেশন করিয়াছিলেন, এইরূপ চিহ্ন দেখিয়া এইপ্রকার অনুমান করিল।

হা রমণ! হা মহাবাহো! কোথায় রহিলে। সখে! আমি দুঃখিনী। তোমার কিঙ্করী। আমাকে তোমার সান্নিধ্য দর্শন করাও।"

(মহারাজ!) এ দিকে গোপীসকল ভগবানের পদবী অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, তাহাদিগের সখী প্রিয়-বিচ্ছেদে মোহিত ও দুঃখিত হইয়া নিকটে (অবস্থিতি করিতেছেন।) তাঁহার মুখে, মাধবের নিকট হইতে মানলাভ, এবং দুরাত্মতাহেতু অবমাননাপ্রাপ্তি, শ্রবণ করিয়া, (তাহারা) অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইল। তাহার পর যত ক্ষণ জ্যোৎস্না রহিল, তত ক্ষণ বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল; শেষে অন্ধকার উপস্থিত হইল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইল; কিন্তু কাহারই গৃহ মনে পড়িল না; কারণ, সকলেই শ্রীকৃষ্ণে মন অর্পণ করিয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ই আলাপ করিত; শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় কার্য্য করিত; এবং শ্রীকৃষ্ণময় হইয়া উঠিয়াছিল। (সুতরাং) তাঁহারই গুণ সকল গান করিতেছিল। তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে পুনর্ব্বার কালিন্দীর উপকূলে আগমন করত একত্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমনে অভিলাষিণী হইয়া তাঁহার গুণ গান করিতে লাগিল।

ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়।

গোপীসকল কহিল, হে দয়িত! তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া ব্রজের অত্যন্ত উৎকর্ষ হইয়াছে; এবং লক্ষ্মী ইহাকে ভূষিত করিয়া (ইহাতে) নিরন্তর বাস করিতেছেন। (কিন্তু) তোমারই নিমিত্ত তোমারই যে সকল গোপী প্রাণ ধারণ করিতেছে, তাহারা এই স্থানে দিকে দিকে তোমার অন্বেষণ করিতেছে! (অতএব) আমাদিগের নয়নপথে আবির্ভূত হও।[১] হে সম্ভোগপতে! হে অভীষ্টপ্রদ! তোমার চক্ষু শরৎকালীন সুজাত সুন্দর পদ্মের অভ্যন্তর-কান্তি হরণ করিয়াছে; আর আমরা তোমার দাসী; বেতনের প্রত্যাশা করি না। তুমি আমাদিগকে ঐ চক্ষু দ্বারা প্রহার করিয়াছ; তাহাতে কি বধ করা হয় না?[২] হে শ্রেষ্ঠ! তুমি আমাদিগকে বিষ-জল-পান-জন্য নাশ, সর্পরূপী রাক্ষস,[৩] বর্ষা, বাত, বজ্রপাত, অগ্নি, বৃষভাসুর, ব্যোমাসুর[৪] এবং অন্যান্য নানাপ্রকার ভয় হইতে বারংবার রক্ষা করিয়াছ।[৫] তুমি গোপিকার নন্দন নহ;

---

১ অর্থাৎ, যখন ব্রজের যাবতীয় বস্তুই আনন্দ সম্ভোগ করিতেছে, তখন আমরা তোমার হইয়া এরূপ ভ্রমণ করি কেন?

২ অর্থাৎ, কেবল শস্ত্র দ্বারা যে বধ হয়, এমত নহে, চক্ষুর্দ্বারাও বধ করা যাইতে পারে।

৩ অঘাসুর।

৪ বৃষভাসুর ও ব্যোমাসুর সংহারের কথা এপর্য্যন্ত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ ইহার পরে ঐ দুই অসুরকে সংহার করেন। তথাপি এ স্থলে ঐ ব্যাপার উল্লিখিত হইল। ইহার জন্য কে দায়ী, পাঠকেরাই বিবেচনা করিবেন।

৫ তবে এখন কন্দর্পকে প্রেরণ করিয়া বধ করিতেছ কেন?

যাবতীয় প্রাণীর বুদ্ধির সাক্ষী।[১] সখে! ব্রহ্মা প্রার্থনা করাতে, বিশ্বের পালনের নিমিত্ত যদুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ।[২] হে যদুকুলধুরন্ধর! যাঁহারা সংসারভয়ে তোমার চরণে শরণ লন, তোমার করপদ্ম তাঁহাদিগকে অভয় দান করে; এবং অভিলাষ পূরণ করে। আর, উহা লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ করিয়া থাকে; তুমি আমাদিগের মস্তকে ঐ করপদ্ম দান কর। হে ব্রজবাসীদিগের আর্ত্তিহর! হে বীর! তোমার হাস্য তোমার ভক্ত জনের গর্ব্ব নাশ করে। হে সখে! আমরা তোমার কিঙ্করী; তুমি আমাদিগকে ভজনা কর; মনোহর সরোজ বদন প্রদর্শন কর। তোমার পাদপদ্ম প্রণত দেহীর পাপ নাশ এবং পশুদিগেরও অনুগমন,[৩] করে। লক্ষ্মী উহাতে বাস করেন।[৪] (তুমি) ফণীর ফণায় উহা অর্পণ করিয়াছিলে[৫]। (এক্ষণে) আমাদিগের কুচতটে দান করিয়া কামকে সংহার কর। হে জলজলোচন! কিঙ্করী আমরা তোমার মধুর-পদ-গ্রথিত, পণ্ডিতগণেরও হৃদয়গ্রাহি[৬] বাক্যে মুগ্ধ হইয়াছি; বীর! অধরসুধা দ্বারা আমাদিগকে পুনরুজ্জীবিত কর। যাঁহারা পৃথিবীতে তপ্ত জনের জীবন-প্রদ,[৭] কবিগণ কর্ত্তৃক স্তুত,[৮] কাম-ও-কর্ম্ম-নিবারক,[৯] শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলসাধক,[১০]

---

১ অর্থাৎ, ভক্তপালনের নিমিত্ত তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ; তবে আমাদিগকে উপেক্ষা কর কেন?

২ যাবতীয় প্রাণীর বুদ্ধির সাক্ষীকে কি দেখা যায়? এই সন্দেহ ভঞ্জন।

৩ তোমার এমনই কৃপা।

৪ উহার এমনই সৌভাগ্য।

৫ উহার এত অধিক বীর্য্য।

৬ অর্থাৎ, গভীর।

৭ সুতরাং অমৃত।

৮ অতএব দেবভোগ্য অমৃত হইতেও উৎকৃষ্ট।

৯ স্বর্গীয় অমৃত সেরূপ নহে।

১০ সে অমৃত সেবন করিতে হয়।

স্নিগ্ধ[১] ত্বদীয় কথামৃত বিস্তারপূর্ব্বক বিতরণ করেন, তাঁহারা (পূর্ব্ব জন্মে) অনেক দান করিয়াছিলেন[২]।[৩] হে প্রিয়! হে কপট! যাহা চিন্তা করিলে মঙ্গল হয়, তোমার (সেই) হাস্য; (সেই) প্রেম-মৃক্ষিত কটাক্ষ; (সেই) বিহার; এবং (সেই) হৃদয়গ্রাহিণী নিভৃত সঙ্কেত-ক্রীড়া আমাদিগের মন ক্ষুভিত করিতেছে।[৪] হে কান্ত! হে নাথ! যখন তুমি পশু চারণ করিবার নিমিত্ত ব্রজ হইতে চলিয়া যাও, তখন তোমার পদ্মের ন্যায় সুন্দর পদ করকা ও তৃণাঙ্কুর হইতে যাতনা পাইবে, এই ভাবিয়া আমাদিগের মন অসুস্থ হইয়া উঠে। হে বীর! দিনশেষে নিবিড়-রজো-মৃক্ষিত, নীলবর্ণ কুণ্ডলে আবৃত[৫] জলজ-বদন প্রদর্শন করিয়া[৬] আমাদিগের মনে মদনকে উজ্জীবিত করিয়া থাক।[৭] হে রমণ! হে আর্ত্তিহর! প্রণত জনের অভিলাষপূরক, লক্ষ্মী কর্ত্তৃক সেবিত, পৃথিবীর ভূষণ, আপৎকালে চিন্ত্য, সেবাকালেও সুখ-প্রদ চরণ আমাদিগের স্তনতটে দান কর। তোমার অধরামৃত সুরত-বর্দ্ধন ও শোক-নাশন; সংবাদিত বেণু সুন্দররূপে চুম্বন করিয়া থাকে; এবং

---

১ মাদক নহে। ২ অর্থাৎ, পুণ্যবান্।

৩ "যাঁহারা" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে, তোমার বিরহে আমরা মরিতাম; কেবল কতকগুলি পুণ্যবান্ ব্যক্তি তোমার কথামৃত পান করাইয়া আমাদিগকে অভিলাষ পূরণ করিতে দিতেছেন না।

৪ যদি বল, যদি আমার কথা শ্রবণ করিয়াই তোমাদিগের সুখ হইতেছে, তবে আর আমার দর্শনে প্রয়োজন কি? না; তোমার বিলাস স্মরণ করিয়া আমাদিগের চিত্ত চঞ্চল হইতেছে, সুতরাং তাহাতে শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

৫ ভ্রমরশ্রেণীর সহিত উপমা।

৬ কিন্তু সঙ্গ দেও না; সুতরাং তুমি কপট।

৭ অর্থাৎ, আমরা তোমাতে এত প্রেম করি; তুমি কিন্তু আমাদিগের প্রতি এত শঠতা আচরণ করিতেছ কেন, জানিতে পারি না।

মনুষ্যদিগকে অন্যান্য সুখের ইচ্ছা ভুলাইয়া দেয়। তুমি আমাদিগকে সেই অধরসুধা বিতরণ কর। যখন তুমি গিরি-কাননে ভ্রমণ কর, তখন তোমাকে না দেখিয়া লোকের ক্ষণার্দ্ধও যুগ বোধ হয়। (দিনান্তে) আশাপূর্ণ করিয়া কুটিল-কুণ্ডল-শোভিত বদন নিরীক্ষণ করিবে, (তাহাও করিতে পারে না;) খল ব্রহ্মা তাহাদিগের চক্ষুর পক্ষ্ম করিয়া দিয়াছেন! হে অচ্যুত! তুমি গীতের গতি অবগত আছ; তোমার উচ্চ গীতে মোহিত হইয়া পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও বান্ধব-দিগকে অবজ্ঞা করিয়া তোমার নিকট আগমন করিলাম। হে শঠ! রাত্রিকালে (স্বয়ং উপস্থিত) কামিনীদিগকে তুমি ভিন্ন আর কে পরিত্যাগ করিতে পারে? তোমার কামজননী নিভৃত-সঙ্কেত-ক্রীড়া, হাস্যবদন, সপ্রেম কটাক্ষ এবং লক্ষ্মীর আবাসভূত বিশাল বক্ষঃস্থল দেখিয়া আমাদিগের অত্যন্ত স্পৃহা জন্মে; মন তাহাতে বারংবার মুগ্ধ হয়। সখে! তোমার আবির্ভাব ব্রজ-বন-বাসীদিগের দুঃখ-নাশক; এবং অখিল-মঙ্গল-স্বরূপ। তোমার প্রতি অভিলাষে আমাদিগের মন রুগ্ন হইয়াছে। যাহা তোমার নিজ জনগণের হৃদ্‌রোগ নাশ করে, (কার্পণ্য পরিত্যাগ করিয়া) আমাদিগকে তাহার কিঞ্চিৎ দান কর।[১] হে প্রিয়! তুমিই আমাদিগের জীবন; (পাছে ব্যথা লাগে, এই আশঙ্কায়) আমরা তোমার যে পাদপদ্ম আমাদিগের কঠিন কুচতটে অল্পে অল্পে ধারণ করি, তুমি সেই পাদপদ্ম দ্বারা কাননে ভ্রমণ করিতেছ; সূক্ষ্ম

[১] পূর্ব্বে তোমাকে দেখিয়া আমাদিগের যে হৃদ্‌রোগ জন্মিয়াছে, আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহা নাশ কর॥ তাৎপর্য্যার্থ॥

পাষাণাদি হইতে কি উহার ব্যথা হইতেছে না? এই ভাবিয়া আমাদিগের বুদ্ধি ঘূর্ণিত হইতেছে।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! গোপিকা সকল শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় এই প্রকারে গান ও বহুপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে সুস্বরে ক্রন্দন করিতেছে, ইতিমধ্যে হাস্য-বদন, পীতাম্বর, মাল্যধারী, সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহা-দিগের নিকট আবির্ভূত হইলেন। প্রিয়তমকে সমাগত দেখিয়া আনন্দে অবলাদিগের নয়নরাজি প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। যেমন প্রাণ ফিরিয়া আসিলে হস্ত পদাদি নড়িয়া উঠে, তেমনি সকলে একবারে উৎথান করিল। কোন গোপী আনন্দে যদু-নন্দনের হস্তকমল করপুটে ধারণ করিল। কেহ তাঁহার চন্দনচর্চ্চিত বাহু স্কন্ধদেশে স্থাপন করিল। কোন ক্ষীণাঙ্গী চর্ব্বিত তাম্বূল অঞ্জলিতে করিয়া গ্রহণ করিল। এক বিরহতপ্তা গোপবালা তাঁহার পাদযুগল লইয়া স্তনদ্বয়ে রাখিল। আর এক অবলা প্রণয়কোপে বিহ্বল হইয়া ভ্রুকুটী বিরচনপূর্ব্বক ওষ্ঠাধর দংশন করত, যেন প্রহার করিতেছে, এই ভাবে কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া দেখিতে লাগিল। যেমন তাঁহার চরণ সেবা করিয়া সাধুদিগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পায় না, তেমনি কোন কামিনী অনিমিষ লোচনযুগলে তাঁহার বদনাম্বুজ

বারংবার উত্তম করিয়া পান করিতে লাগিল, তথাপি তাহার পিপাসা শান্ত হইল না। কোন মহিলা নেত্রমার্গ দ্বারা হৃদয়ে লইয়া গিয়া; নেত্রদ্বয় নিমীলন করত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পুলকিত-গাত্রী ও আনন্দে মগ্না হইয়া যোগীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। কেশব-দর্শন-জন্য পরমানন্দে সুখী হইয়া, প্রাজ্ঞ পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ মনোরথের ন্যায়, গোপিকারা সকলেই বিরহ-জন্য সন্তাপ পরিত্যাগ করিল।

তাত! ভগবান্ অচ্যুত বিগত-শোক সেই সকল গোপিকায় পরিবৃত হইয়া শক্তিগণে[১] বেষ্টিত পুরুষের[২] ন্যায় সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। বিভু সেই সকল গোপিকাকে লইয়া কালিন্দীর সুখকর পুলিনে গমন করত (ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।) ঐ পুলিনে অলিকুল বিকাসোন্মুখ কুন্দ ও মন্দারের সংসর্গে সুরভিত সমীরণে চালিত হইতেছিল; শরচ্চন্দ্রের কিরণজালে উহার রাত্রি-কালীন অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল; এবং কালিন্দী হস্ত-সদৃশ তরঙ্গ দ্বারা উহাতে কোমল বালুকা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মনোব্যথা নাশ পাওয়াতে,

---

১ শক্তির অর্থ এ স্থলে তিনটি হইতে পারে;—(১) সত্ত্বাদি;—(২) জ্ঞান-বল-বীর্য্যাদি; (৩) প্রকৃতি প্রভৃতি উপাধি।

২ পুরুষেরও অর্থ ক্রমানুসারে তিন;—(১) পরমাত্মা; (২) উপাসক; (৩) অনুশয়ী;—অর্থাৎ যত দিন কর্ম্মের ক্ষয় না হয়, তত দিন চন্দ্রলোকে থাকিয়া, কর্ম্ম ক্ষয় হয় হয় সময়ে পশ্চাত্তাপান্বিত, পৃথিবীতে পুনর্ব্বার আগমন করিতে উদ্যুক্ত পুরুষ।

শ্রুতিগণের ন্যায়,[১] গোপকামিনী সকলের কাম পূর্ণ হইল। তাহারা কুচ-কুঙ্কুম-মৃক্ষিত আপন আপন উত্তরীয় বসন দ্বারা অন্তর্যামী (ভগবানের আসন করিয়া দিল ;[২] যোগীশ্বরের হৃদয়ে ভগবান্ ঈশ্বরের আসন বিস্তৃত আছে। ত্রৈলোক্যে যত শোভা আছে, তিনি তত শোভার একমাত্র স্থানভূত শরীর ধারণ করিয়া, গোপীমণ্ডলীর মধ্যে সম্মানিত হইয়া উপবেশন করত শোভা পাইতে লাগিলেন। গোপিকারা হাস্য-সংবলিত-লীলা-ও-কটাক্ষ-বিভ্রম-শোভিত ভ্রূ এবং অঙ্কস্থাপিত-কর-চরণ-মর্দ্দন দ্বারা অনঙ্গোদ্দীপক তাঁহার সম্মাননা করিয়া স্তব করত ঈষৎকুপিত হইয়া কহিতে আরম্ভ করিল।

গোপিকারা কহিল, কোন ব্যক্তি এক জন ভজনা করিলে পর, তাহাকে ভজনা করেন ; কোন ব্যক্তি ইহার বিপরীত করেন ;[৩] কোন ব্যক্তি বা উভয়ের কাহাকেও ভজনা করেন না। সখে ! এ কিরূপ ? আমাদিগকে বল।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে সখীসকল ! স্বার্থ সাধন করিতে যাঁহাদিগের চেষ্টা, তাঁহারাই পরস্পর ভজনা করিয়া থাকেন। তাহাতে ধর্ম্ম বা সৌহার্দ্দ নাই ; স্বার্থই তাহার উদ্দেশ্য ; তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে সুমধ্যমা সকল !

---

১ শ্রুতি সকল কর্ম্মকাণ্ডে পরমেশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া কর্ম্মের অনুগমন করত যেন অপূর্ণকামের ন্যায় থাকে ; পরে জ্ঞানকাণ্ডে পরমেশ্বরকে দেখিয়া, আহ্লাদে পূর্ণকাম হইয়া কামের অনুবর্ত্তন করিতে নিবৃত্ত হয় ;—অর্থাৎ তাহাদিগের আর বাসনা থাকে না।

২ যদিও পূর্ণকাম হইল, তথাপি প্রেমবশতঃ তাঁহাকে ভজনা করিতে লাগিল।

৩ অর্থাৎ, ভজনার অপেক্ষা করেন না। যিনি ভজনা না করেন, তাঁহাকেও ভজনা করেন।

যাঁহারা করুণ,[১] তাঁহারাই, যাঁহারা ভজনা করেন, তাঁহাদিগকেই ভজনা করেন। এস্থলে অনিন্দিত ধর্ম্ম ও সৌহার্দ্দ দুইই আছে। আত্মারাম,[২] আপ্ত-কাম,[৩] অকৃতজ্ঞ, এবং গুরু-দ্রোহী,[৪] এই সকল ব্যক্তি, যাঁহারা ভজনা না করেন, তাঁহাদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা ভজনা করেন, তাঁহাদিগকেও ভজনা করেন না। হে সখীগণ! আমি কিন্তু, যাঁহারা আমাকে ভজনা করেন, তাঁহাদিগকেও ভজনা করি না; কারণ, তাহা হইলে তাঁহারা নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিতে থাকিবেন; যেমন নির্দ্ধন ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া, যদি সেই ধন হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই ধনেরই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অন্য চিন্তা[৫] ভুলিয়া যায়। হে অবলা সকল! এইরূপ তোমরাও আমার নিমিত্ত লোক,[৬] বেদ[৭] ও জ্ঞাতিগণ[৮] পরিত্যাগ করিয়াছ; তোমরা নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিবে, এই জন্য আমি অন্তর্হিত হইয়াছিলাম; অথচ তোমরা না দেখিতে পাও, এই রূপে তোমাদিগকেই

---

১ টীকাকার এস্থলে "করুণ" শব্দের দুই অর্থ করেন;—(১) দয়ালু; (২) প্রণয়ী। প্রথমে ধর্ম্মের, আর দ্বিতীয়ে কামের, সদ্ভাব আছে।

২ যাঁহারা আত্মভিন্ন সংসারে আর কিছুই দর্শন করেন না।

৩ যাঁহারা বিষয় দর্শন করেন; কিন্তু বাসনা পূর্ণ হওয়াতে যাঁহাদিগের আর ভোগে ইচ্ছা নাই।

৪ উপকর্ত্তা পিতার ন্যায়। সুতরাং যাহারা সেই উপকর্ত্তার হিংসা করে, তাহারা গুরুর হিংসা করে।

৫ ক্ষুধাতৃষ্ণাদি।

৬ যুক্তাযুক্ত বিবেচনা কর নাই, সুতরাং লোক ত্যাগ করিয়াছ।

৭ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কর নাই; সুতরাং বেদ ত্যাগ করিয়াছ।

৮ জ্ঞাতিগণের প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিয়াছ; সুতরাং তাঁহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়াছ।

ভজনা করিয়াছিলাম।[১] অতএব, হে প্রিয়া সকল! প্রিয়ের প্রতি দোষারোপ করা তোমাদিগের উচিত হয় না। তোমরা দৃঢ়তর গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার সহিত মিলিত হইলে; এই মিলনে নিন্দাও নাই। আমি দেবতার পরমায়ু পাইলেও তোমাদিগের প্রত্যুপকার করিতে পারিব না। অতএব তোমাদিগের সুশীলতা দ্বারাই (তোমাদিগের উপকারের) প্রত্যুপকার করা হউক্।[২]

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! তখন সাতিশয় কোমলচিত্তা গোপিকা সকল ভগবানের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করত পূর্ণ-কাম হইয়া বিরহজন্য সন্তাপ পরিত্যাগ করিল। অনুচর সেই সকল স্ত্রীরত্ন আনন্দে পরস্পর বাহুদ্বারা বাহু বন্ধন করিল। শ্রীগোবিন্দ সেই সকল রত্নে বেষ্টিত হইয়া রাস-ক্রীড়া[৩] আরম্ভ করিলেন। গোপী-মণ্ডল-শোভিত রাসোৎসব আরম্ভ হইল; যোগেশ্বর[৪] শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই জনের মধ্যে

১ তোমাদিগের বাক্যালাপ শ্রবণ করিয়াছিলাম।

২ আমার নিজের কোন ক্ষমতা নাই।

৩ অনেক নর্ত্তকীর সহিত নৃত্যের নাম "রাস"।

৪ শ্রীকৃষ্ণ একাকী দুই দুই জনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিরূপে প্রত্যেকের কণ্ঠ ধারণ করিলেন? এরূপ সন্দেহ করিও না। তিনি যোগেশ্বর; যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

প্রবেশ করিয়া গোপিকাদিগের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। তাহাতে প্রত্যেক গোপীই মনে করিতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ আমারই নিকটে রহিয়াছেন। রাস আরম্ভ হইবামাত্র নভস্তল ঔৎসুক্যে আকৃষ্ট-চেতা সস্ত্রীক দেবগণের শত শত বিমানে ব্যাপ্ত হইল। তাহার পর দুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল; পুষ্প-বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল; এবং সস্ত্রীক গন্ধর্ব্বপতি সকল শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মল যশঃ গান করিতে আরম্ভ করিল। রাসমণ্ডলে প্রিয়সঙ্গত কামিনীদিগের বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীর তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। ভগবান্ দেবকীনন্দন, স্বর্ণবর্ণ মণিগণের মধ্যে মরকত মণির ন্যায়, সেই সকল গোপিকার মধ্যে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। পদন্যাস, ভুজকম্পন, সহাস্য ভ্রূবিলাস, বক্রীভূত মধ্যভাগ, বিচলিত কুচ ও বস্ত্র, এবং গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান কুণ্ডল হইতে কৃষ্ণকামিনীদিগের মুখে ঘর্ম্ম হইল; আর, তাহা-দিগের কবরী ও কাঞ্চী শ্লথ হইয়া পড়িল। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান করিতে করিতে মেঘচক্রে বিদ্যুন্মালার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল।[১] নানারাগে রঞ্জিতকণ্ঠী (গোপিকা সকল) নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে আনন্দিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান আরম্ভ করিল, সেই গানে ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণ যে সকল স্বর যেপ্রকারে আলাপ

---

১ যেমন শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত মিলিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন, তেমনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া গোপীদিগেরও শোভা হইল। শ্রীকৃষ্ণ নানামূর্ত্তি; তিনি মেঘ চক্রের ন্যায় হইলেন, আর, গোপিকারা বিদ্যুতের ন্যায়; ঘর্ম্মবিন্দু তুষার-সদৃশ; এবং গীত গর্জ্জিত-তুল্য, হইল।

করিতেছিলেন, সে সকলের সহিত না মিলাইয়া বিবিধ প্রকারে স্বয়ং আলাপ করিতে লাগিল; শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে আনন্দিত হইয়া "সাধু" "সাধু" বলিয়া তাহার প্রশংসা ও সমাদর করিলেন। গোপী সেই স্বরালাপকেই ধ্রুবতালে পরিণত করিয়া গান করিতে লাগিল। (শ্রীনন্দনন্দন) তাহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন; রাসে শ্রান্ত হওয়াতে, কোন গোপীর বলয় ও মল্লিকা শ্লথ হইয়া পড়িল। সে বাহু দ্বারা পার্শ্বস্থ গদাধরের স্কন্ধ ধারণ করিল। এক গোপী গলদেশে বেষ্টিত, উৎপলের ন্যায় সুগন্ধি, চন্দন-চর্চ্চিত শ্রীকৃষ্ণ-বাহু আঘ্রাণ করত রোমাঞ্চিত হইয়া চুম্বন করিল। নৃত্য করিতে করিতে কুণ্ডল দুলিতে লাগিল; সেই কুণ্ডলের আভায় (ভগবানের গণ্ডস্থল ভূষিত হইল; কোন গোপী তাহার নিজের গণ্ডস্থল ভগবানের তাদৃশ গণ্ডস্থলে) যোজনা করিল; তিনি তাহাকে চর্ব্বিত তাম্বূল দান করিলেন। আর এক গোপী গান করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিল; তাহার দুই নূপুর ও মেখলা বাজিতে লাগিল। সে (অবশেষে) শ্রান্ত হইয়া পার্শ্বস্থ অচ্যুতের মঙ্গলপ্রদ করকমল স্তনযুগে স্থাপন করিল। গোপিকাসকল লক্ষ্মীর একান্তবল্লভ, কান্ত অচ্যুতকে প্রাপ্ত, এবং তাঁহার বাহু দ্বারা কণ্ঠে গৃহীত, হইয়া গান করিতে করিতে বিহার করিতে লাগিল। ভ্রমরগণ রাসসভায় গান করিতেছিল; গোপীসকল সেই সভায় বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীর বাদ্যের সহিত যখন ভগবানের সমভিব্যাহারে নৃত্য করিতে লাগিল, তখন কর্ণোৎপল, অলকমণ্ডিত কপোল ও ঘর্ম্মবিন্দু দ্বারা

তাহাদিগের বদনের শোভা হইল; এবং তাহাদিগের কেশ হইতে মালা ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল।[১]

যেমন বালক আপনার প্রতিবিম্ব লইয়া ক্রীড়া করে,[২] তেমনি ভগবান্ রমেশ এইপ্রকারে আলিঙ্গন, করমর্দ্দন, স্নিগ্ধ কটাক্ষবিক্ষেপ এবং উদ্দাম বিলাস ও হাস্য দ্বারা ব্রজ-সুন্দরীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গ-সঙ্গ হইতে যে নিরতিশয় আনন্দ জন্মিল, তাহাতে ব্রজা-ঙ্গনাদিগের ইন্দ্রিয় সকল আকুল হইয়া উঠিল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তাহারা ভ্রষ্ট মালা, আভরণ, কেশ, দুকূল, বা কুচপট্টিকা সকল পূর্ব্বের ন্যায় যথাবৎ ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। শ্রীকৃষ্ণের বিহার দর্শন করিয়া খেচরকামিনীরা কামপীড়িত হইয়া মুগ্ধ হইলেন; চন্দ্রমাও নিজ দলবলের[৩] সহিত বিস্মিত হইলেন[৪]। ভগবান্ আত্মারাম হইয়াও, যতগুলি গোপী, লীলাক্রমে আপনাকে ততগুলি করিয়া, তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। রাজন্! অনেক ক্ষণ ক্রীড়া করিয়া যখন তাহারা শ্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন সেই দয়ালু ভগবান্ প্রেমবশে শুভ হস্ত দ্বারা তাহাদিগের বদন মুছাইয়া দিলেন।

---

১ তাল গতি দ্বারা তুষ্ট হইয়া কেশ সকল যেন মস্তক কম্পন করিয়া চরণমূলে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল।

২ ইহাতে বলা হইল, ভগবান্ আপনারই সমুদায় কলাকৌশল, সৌগন্ধ্য, লাবণ্য ও মাধুর্য্যাদি গোপিকা সকলে সঞ্চারিত করিয়া তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। তাহাদিগের বিলাসে অভিভূত হন নাই।

৩ তারকাগণের।

৪ ইহাতে বলা হইতেছে যে, চন্দ্রমা ও তারকাগণের বিস্ময় উৎপন্ন হওয়াতে তাঁহারা গতি ভুলিয়া গেলেন; সুতরাং রাত্রি দীর্ঘ হইয়া উঠিল। বিহারও অনেকক্ষণ ধরিয়া হইল।

তাঁহার নখস্পর্শে গোপীদিগের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল; তাহারা দীপ্তিশালী স্বর্ণকুণ্ডল ও কুণ্ডলের প্রভায় মণ্ডিত গণ্ডস্থলের শোভা এবং শুভ হাস্য ও কটাক্ষবিক্ষেপ দ্বারা ভগবানের সম্মাননা করিয়া, তাঁহার কার্য্য সকল গান করিতে লাগিল।

(অবশেষে) ভগবান্ করিণীগণে পরিবৃত, ভগ্ন-সেতু,[১] শ্রান্ত গজরাজের ন্যায়, শ্রম নাশ করিবার নিমিত্ত সেই সকল গোপিকার সহিত জলে গিয়া প্রবেশ করিলেন; অঙ্গসঙ্গ দ্বারা মর্দ্দিত, অতএব কুচকুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত মালার গন্ধর্ব্ব-পতি-তুল্য[২] ভ্রমর সকল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। রাজন্! জলের মধ্যে যুবতী সকল হাসিতে হাসিতে, প্রেম-পূর্ব্বক চারিদিক্ হইতে জলপ্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করিল; এবং দেবতারা কুসুম বর্ষণ করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। তিনি স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও, গজরাজের লীলা ধারণ করত (এই রূপে) বিহার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ভৃঙ্গ ও প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া, করিণী-গণ সমভিব্যাহারী মদস্রাবী[৩] করীর ন্যায়, উপবনে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন; স্থলজ ও জলজ পুষ্পের গন্ধবাহী বায়ু ঐ উপবনের দিগন্ত সকল সেবন করিতেছিল।

(মহারাজ!) সত্যসংকল্প, অনুরাগি-স্ত্রীমণ্ডলে পরিবৃত

---

১ ভগবান্ও তৎকালে লোকমর্য্যাদা অতিক্রম করিলেন; সুতরাং গজের এই বিশেষণ দেওয়া হইল।

২ অর্থাৎ, তাহারা গান করিতেছিল।

৩ শ্রীকৃষ্ণেরও তৎকালে গাত্র হইতে জলধারা পতিত হইতেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ শুক্র আপনাতে রুদ্ধ রাখিয়া[১] চন্দ্রমার কিরণে বিরাজিত, এবং, কাব্যে যে সমস্ত শরৎকালীন রসের কথা কথিত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত রসের আশ্রয়ী-ভূত, নিশা সকল উক্তপ্রকারে সম্ভোগ করিয়াছিলেন।

রাজা কহিলেন, ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং অধর্ম্মের শান্তি-বিধান, করিবার নিমিত্তই জগদীশ্বর ভগবান্ অংশে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মন্! তিনি ধর্ম্মসেতুর বক্তা, কর্ত্তা ও রক্ষিতা হইয়া কিপ্রকারে পরদারবলাৎকাররূপ[২] অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন। যদুপতি আপ্তকাম;[৩] তথাপি যে নিন্দিত আচরণ করেন, তাহার অভিপ্রায় কি? হে সুব্রত! আমাদিগের এই সংশয় ছেদন করুন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, ঈশ্বরদিগের[৪] ধর্ম্মাতিক্রম এবং সাহস[৫] দেখা গিয়াছে। তেজস্বীদিগের তাহাতে দোষ হয় না; যেমন অগ্নি সকলই ভোজন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ঈশ্বর নহেন, তাঁহারা কখনও এতাদৃশ আচরণ করিবেন না; যেমন রুদ্র ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ বিষ পান করিলেই মরিয়া যাইবেন। ঈশ্বরদিগের বাক্য সত্য। আচরণও কখন কখন সত্য। (অতএব,) তাঁহারা যাহা বলেন, যাঁহা-

---

১ এতদ্দ্বারা উক্ত হইতেছে, তিনি কামজয়ী।

২ বিষাক্ত অস্ত্র দ্বারা নিহত-মৃগ-ভক্ষণাদির ন্যায় কেবল পাতক নহে, প্রত্যুত সাহস।

৩ যদিই তাঁহার কাম নাই, তথাপি নিন্দিত কেন আচরণ করিয়াছিলেন।

৪ যাঁহারা দেহাদির পরতন্ত্র নহেন। প্রজাপতি, ইন্দ্র, চন্দ্র ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি এ স্থলে লক্ষ্য।

৫ বলে কৃত দুষ্কর্ম্ম। সাহস পাঁচ; (১) মনুষ্য-মারণ; (২) পরদার-বলাৎকার; (৩) চৌর্য্য; (৪) পরুষ ব্যবহার; (৫) মিথ্যা।

দিগের বুদ্ধি আছে, তাঁহারা তাহাই করিবেন। আর, প্রভো! এই সকল ব্যক্তি অহঙ্কারশূন্য; কুশল আচরণ হইতে এই পৃথিবীতে ইহাঁদিগের কোন অর্থের সম্ভাবনা নাই; অকুশল আচরণ হইতে অনর্থেরও সম্ভাবনা নাই।[১] সুতরাং তির্য্যক্, মর্ত্ত্য ও দেবতা প্রভৃতি নিখিল প্রাণীর, এবং যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরের কুশলাকুশল সম্ভাবনা কোথায়? যাঁহার পাদ-পঙ্কজের সেবক পরিতৃপ্ত (ভক্ত) গণ, এবং জ্ঞানিগণও যোগ-প্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধ দূর করিয়া সচ্ছন্দে বিচরণ করেন, পুনর্ব্বার বন্ধ হন না; আর, যিনি আপন ইচ্ছায় শরীর ধারণ করেন, তাঁহার বন্ধ কিপ্রকারে হইতে পারে? যিনি গোপী-দিগের, গোপীর স্বামীদিগের এবং যাবতীয় দেহীর অন্তরে বিচরণ করেন; আর, যিনি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী, তিনিই ক্রীড়া-চ্ছলে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।[২] (তিনি) প্রাণীদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মানুষ দেহ ধারণ করিয়া ঐপ্রকার বিবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন; (জীব) ঐ সকল শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রবণ হইতে পারিবে।[৩]

(রাজন্!) ব্রজবাসী সকল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করে নাই; কারণ, তাহারা তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া মনে করিত তাহাদিগের আপন আপন পত্নী তাহাদিগের পার্শ্বে রহিয়াছে।

---

১ অর্থাৎ, আরব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় করিবার নিমিত্তই তাঁহারা কর্ম্ম করেন।

২ গোপীদিগের পরদারত্ব প্রথমতঃ অঙ্গীকার করিয়া পরে পরিহার করা হইয়াছে। এক্ষণে বলা হইল, তিনি আমাদিগের মতন নহেন; সুতরাং দোষ নাই। পরদারসেবা হইতেই পারে না।

৩ যাহাদিগের চিত্ত শৃঙ্গার রসে আকৃষ্ট, সুতরাং বহির্ম্মুখ; তাহাদিগকে শৃঙ্গার চেষ্টা দ্বারা তাঁহার প্রতি প্রবণ করান।

(যাহা হউক্) ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে, ভগবৎপ্রিয় গোপী সকল বাসুদেবের আজ্ঞা পাইয়া, ইচ্ছা না থাকিলেও, আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল।

ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়া যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ ও বর্ণন করিবেন, তিনি শীঘ্র ভগবানে পরম ভক্তিলাভ করত ধীর হইয়া অবিলম্বে হৃদ্রোগ দূর করিতে পারিবেন।

রাসক্রীড়া নামক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।[১]

শ্রীশুকদেব কহিলেন, একদা দেবযাত্রা উপস্থিত হইলে, গোপগণ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া বৃষভযুক্ত শকটযোগে অম্বিকার বনে গমন করিল। রাজন্! সেই স্থানে সরস্বতীতে স্নান করিয়া উপকরণ দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক দেব বিভু পশুপতির এবং দেবী অম্বিকার অর্চ্চনা, করিল। দেব আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন্, এই মানসে সকলে আদরপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে গাভী, স্বর্ণ, বস্ত্র এবং সুমিষ্ট মধু-সম্পৃক্ত অন্ন দান করিল। নন্দ ও সুনন্দাদি মহাভাগ সকল জলমাত্র পান করত উপবাস করিয়া ব্রতধারণপূর্ব্বক সেই রজনী সরস্বতীর তীরে বাস করিলেন।

নন্দ বিপিনমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, ইতিমধ্যে একটা

১ পূর্ব্বকার অধ্যায়ে কামানুগ্রহ-বর্ণন-মুখে কামজয় বর্ণন করা হইয়াছে; এই অধ্যায়ে বিদ্যাধর-জয় বর্ণিত হইতেছে।

মহা সর্প ক্ষুধিত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করত তাঁহাকে গ্রাস করিল। তিনি সর্প কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এই মহাসর্প আমাকে গ্রাস করিতেছে; আমি বিপদে পড়িয়াছি; বৎস! আমাকে মোচন কর; এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চীৎকার শব্দ শ্রবণ করিয়া গোপাল সকল সহসা গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে সর্পগ্রস্ত দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়া উল্মুক[1] দ্বারা উহাকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। উরঙ্গম প্রজ্বলিত অঙ্গার দ্বারা দহ্যমান হইয়াও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। ভক্তের পতি ভগবান্ আসিয়া তাহাকে পাদ-প্রহার করিলেন। ভগবানের শ্রীমৎপাদস্পর্শে অশুভ নষ্ট হওয়াতে সর্প সর্প-শরীর ত্যাগ করিয়া বিদ্যাধর-বন্দিত রূপ ধারণ করিল। হৃষীকেশ দীপ্যমান শরীর ধারণ করত প্রণত ভাবে অবস্থিত, স্বর্ণমালাধারী সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, তুমি কে, উৎকৃষ্ট দীপ্তি ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছ? তোমাকে দেখিতে অদ্ভুত। কিপ্রকারেই বা অবশ হইয়া এই-রূপ নিন্দিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলে?

সর্প কহিল, আমি এক গন্ধর্ব্ব; লক্ষ্মী-এবং-নিজ-রূপ-সম্পত্তি হেতু আমি "সুদর্শন" এই নামে বিখ্যাত ছিলাম। রূপে গর্ব্বিত হইয়া বিমানে করিয়া দিঙ্‌মণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে বিরূপ অঙ্গিরা মুনি সকলকে উপহাস করিয়াছিলাম। উপহসিত ঐ সকল ঋষি হইতেই নিজ পাপের নিমিত্ত এই যোনি প্রাপ্ত হই। সেই সকল দয়ালু ঋষি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই আমাকে শাপ দেন; কারণ, ত্রিলোক-গুরু

[1] মশাল ॥ বাং ॥

আপনার পাদ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া, আমার অশুভ নষ্ট হইল। হে দুঃখনাশন! আপনি ভবভীত প্রপন্ন ব্যক্তিদিগের ভয় নাশ করেন; আমি আপনার পাদস্পর্শে শাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিজ পুরে গমন করিবার নিমিত্ত আপনার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি। হে মহাযোগিন্! হে মহাপুরুষ! হে সাধুদিগের পতি! আমি প্রপন্ন। হে দেব! হে সর্ব্বলোকেশ্বরের ঈশ্বর! আমাকে অনুজ্ঞা করুন। হে অচ্যুত! আপনাকে দর্শন করিবামাত্র আমি ব্রহ্মদণ্ড হইতে মুক্ত হইলাম! (জীব) যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতাদিগকে এবং আপনাকে তৎক্ষণাৎ পবিত্র করে, সে যে সেই আপনার পাদ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া পবিত্র হইবে, তাহাতে আর কথা কি?

এইপ্রকারে অনুমতি লইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করত সুদর্শন স্বর্গে গমন করিলেন। শ্রীনন্দও বিপদ্ হইতে মুক্ত হইলেন। রাজন্! ব্রজবাসী সকল শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ বৈভব দর্শন করত বিস্মিতচেতাঃ হইয়া অবশেষে সেই স্থানে ব্রত শেষ করিয়া আদরপূর্ব্বক সেই কথা কহিতে কহিতে পুনর্ব্বার ব্রজে আগমন করিল।

অনন্তর এক দিন অদ্ভুতদর্শন রাম ও শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিতে বনে ব্রজকামিনীদিগের মধ্যে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা অঙ্গে সুন্দররূপে অলঙ্কার ধারণ, অনুলেপন, মাল্য ধারণ এবং নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান, করিয়া ছিলেন। বদ্ধ-সৌহৃদ কামিনী সকল মনোহররূপে তাঁহাদিগের গুণগান করিতে লাগিল। রজনীর তখন প্রারম্ভ। তাহাতে চন্দ্রমা ও তারকামণ্ডল উদিত হইয়াছিল; এবং কুমুদগন্ধি

বায়ু বহিতেছিল। রামকৃষ্ণ সেই নিশারম্ভের সম্মান করিলেন। দুই জনে এক কালে যাবতীয় স্বরের মূর্চ্ছনা[১] রচনা করিয়া, যেরূপে সমুদায় জীবের মন ও কর্ণের সন্তোষ জন্মে, সেইরূপে গান করিলেন। রাজন্! সেই গীত শ্রবণ করিয়া গোপীদিগের দেহ হইতে দুকূল, এবং কেশ হইতে মালা খসিয়া পড়িল, তাহারা তাহা জানিতে পারিল না।

(রাম ও কেশব) প্রমত্তের ন্যায় হইয়া এইরূপে স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করিতেছেন, ইতিমধ্যে শঙ্খচূড় নামে বিখ্যাত কুবেরের অনুচর (তথায়) আগমন করিল। (বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ) চাহিয়া ছিলেন; (যক্ষঃ) অশঙ্কিত হইয়া, তাঁহারা যাহাদিগের নাথ, সেই সকল অবলাকে হঠাৎ তাড়াইয়া উত্তর দিকে লইয়া চলিল। হে কৃষ্ণ! হে রাম!, এই বলিয়া আপন মহিলাদিগকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, দুই ভ্রাতা দস্যু-গ্রস্ত গাভীর ন্যায়, তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অধম যক্ষঃ অতিশীঘ্র গমন করিতেছিল; তাঁহারা "ভয় করিও না" এই শব্দ করিয়া শালবৃক্ষ হস্তে লইয়া বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। সেই মূঢ় কাল ও মৃত্যুর ন্যায় তাঁহাদিগের দুই জনকে আগমন করিতে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া স্ত্রীদিগকে পরিত্যাগ করত জীবিতেচ্ছায় দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে যে যে স্থানে দৌড়িয়া যাইল, গোবিন্দ তাহার শিরোরত্ন হরণ করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই সেই স্থানেই যাইতে লাগিলেন। বলদেব স্ত্রীগণের রক্ষক হইয়া রহিলেন। (রাজন্!) বিভু অতিদূরে গমন করিয়া মুষ্টি

১ স্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রাগ হইয়া উঠিলে, তাহাকে মূর্চ্ছনা কহে।

দ্বারাই চূড়ামণির সহিত সেই দুরাত্মার মস্তক হরণ করিলেন। স্ত্রীগণ দর্শন করিতেছিল; তাহাদিগের সমক্ষেই এইপ্রকারে শঙ্খচূড়কে বধ করত ভাস্বর শিরোরত্ন আনয়ন করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক অগ্রজকে দান করিলেন।

সুদর্শনের মোচন ও শঙ্খচূড় বধ নামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বনে গমন করিলে গোপী-দিগের মন তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলা গান করিয়া দুঃখে দিন যাপন করিত।

গোপীরা কহিত, হে গোপীসকল! মুকুন্দ যখন বাম বাহু-মূলে কপোল স্থাপন করিয়া ভ্রূনর্ত্তনপূর্ব্বক কোমল অঙ্গুলি দ্বারা (সপ্ত) ছিদ্র রোধ করত অধরে অর্পিত বেণু বাদন করেন, তখন সেই বেণুর রব শ্রবণ করিয়া সিদ্ধগণের নিকটে অবস্থিত সিদ্ধাঙ্গনাদিগের (প্রথমতঃ) বিস্ময় জন্মে; (পরে) কামের বাণে চিত্ত অর্পণ করত লজ্জিত হইয়া মোহিত হয়; কারণ তাহারা বস্ত্রবন্ধন করিতে ভুলিয়া যায়। হে অবলাগণ! এক আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ কর; যাঁহার হাস্য হারের ন্যায় বক্ষঃস্থলে স্ফূর্ত্তি পায়; যাঁহার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী স্থির চপলার ন্যায় বিরাজ করেন; এবং যিনি পীড়িত জনগণকে ক্রীড়া করান; সেই শ্রীনন্দনন্দন যখন বেণু বাদন করেন, তখন দূরে থাকিলেও, চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে, ব্রজের বৃষ, মৃগ ও গাভী

সকল দন্ত দ্বারা কবল ধারণ, এবং কর্ণ সকল ঊর্দ্ধীকৃত, করিয়া নিদ্রিতের ন্যায়, লিখিত চিত্রের ন্যায়, দলে দলে দাঁড়াইয়া থাকে! হে সখি! মুকুন্দ বলরাম ও গোপগণের সহিত ময়ূর-পিচ্ছ, ধাতু ও পলাশ দ্বারা মল্লবেশের অনুকারী বেশ ধারণ করত যখন গোদিগকে আহ্বান করেন, তখন বায়ুচালিত তদীয় পাদরজঃ আকাঙ্ক্ষা করাতে নদী সকলের গতি ভঙ্গ হয়; কিন্তু নিশ্চয়ই আমাদিগের ন্যায় তাহাদিগেরও পুণ্য অতি অল্প; কারণ প্রেমবশে তাহাদিগের তরঙ্গমাত্র কম্পিত হয়; জল নিশ্চলই থাকে। আদি পুরুষের ন্যায় তাঁহার লক্ষ্মী অচলা। দেবতাদি তাঁহার বীর্য্য বর্ণন করিয়া থাকেন। তিনি বন-চারী হইয়া যখন গিরিতটে বিচরণকারিণী গাভীদিকে বেণুর গানে আহ্বান করেন, তখন, আপনাদিগেতে শ্রীবিষ্ণু প্রকাশ পাইতেছেন, ইহা জ্ঞাপন করিয়াই যেন, ভারহেতু নম্র-শাখা পুষ্পফলাঢ্যা বনলতা ও তরু সকল প্রেমে পুলকিতাঙ্গ হইয়া মধুধারা বর্ষণ করে। বনমালার মধ্যে দিব্যগন্ধা তুলসীর মধু দ্বারা মত্ত অলিকুল যে অনুকুল উচ্চ গীত করে, তাহার সমাদর করিয়া সুন্দরশ্রেষ্ঠ যখন অধরে বেণু যোজনা করেন, আহা; তখন সরোবরে যে সকল সারস, হংস ও অন্যান্য বিহঙ্গ থাকে, তাহারা মনোহর গীতে হৃতচিত্ত হইয়া আগমন করত সংযতচিত্ত, নিমীলিতাক্ষ এবং নিঃশব্দ হইয়া হরির উপাসনা করে। হে গোপিকা সকল! মাল্যনির্ম্মিত দুই কর্ণভূষণ দ্বারা তাঁহার শোভা হইয়া থাকে। তিনি যখন বলরামের সহিত পর্ব্বতের সানুদেশে হর্ষিত হইয়া বিশ্বকে হর্ষিত করত বেণুরবে পূরণ করেন, তখন মেঘ, মহতের অতিক্রম করিতে

ভীতচিত্ত হইয়া, বেণুরবের সঙ্গে সঙ্গে মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে থাকে;[১] এবং মিত্রের[২] উপর পুষ্প বর্ষণ করিয়া ছায়া দ্বারা তাঁহার ছত্র রচনা করে। হে যশোদে! তোমার পুত্র নানা-প্রকার গোপক্রীড়ায় অতি নিপুণ। তিনি বেণুবাদ্যবিষয়ে যে সকল স্বরজাতি নিজে শিক্ষা করিয়াছেন, অধরে বেণু দিয়া যখন সেই সকল আলাপ করেন, তখন ইন্দ্র, মহাদেব ও ব্রহ্মা প্রভৃতি সুরেশ্বর সকল নতকন্ধর ও নতচিত্ত হইয়া হ্রস্ব-মধ্য-ও-দীর্ঘ-ভেদক্রমে শ্রবণ করিয়া, পণ্ডিত হইয়াও, তাহার নিশ্চিত তত্ত্ব[৩] বুঝিতে না পারিয়া মুগ্ধ হন।

হে গোপিকা সকল! শ্রীকৃষ্ণ যখন পদ্ম ও অঙ্কুশের দ্বারা বিচিত্র রূপে চিহ্নিত স্বকীয় পাদাব্জদল দ্বারা ব্রজভূমির খুরপ্রহারজন্য ব্যথা শান্ত করত গজলীলায় গমন করেন, তখন তন্নিমিত্ত বিলাস-সহকৃত কটাক্ষ আমাদিগের মদনাবেগ উৎপাদন করে; আমরা বৃক্ষের দশা প্রাপ্ত হইয়া মোহ হেতু বসন বা কবরীর প্রতি মন রাখিতে পারি না। তিনি (গণনা করিবার নিমিত্ত গ্রথিত) মনি সকল, এবং প্রিয়গন্ধা তুলসীর মালা, ধারণ করিয়া থাকেন। যখন প্রণয়ী অনুচরের স্কন্ধে ভুজ স্থাপন করিয়া চতুর্দ্দিকের গো গণনা করিতে করিতে গান করেন, তখন বাদিত-বেণু-রবে হৃতচিত্তা হইয়া কৃষ্ণসার-গেহিনী হরিণী সকল গুণসাগর শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া পরিত্যক্ত-গৃহাশা গোপিকাদিগের ন্যায় তাঁহার সহিতই বসতি

---

১ অগ্রেও গমন করে না; উচ্চ গর্জ্জনও করে না।
২ পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, পরের উপকারিতা ধর্ম্ম উভয়েরই আছে।
৩ ভেদ।

করে। হে নিষ্পাপে! তোমার তনয় শ্রীনন্দনন্দন কৌতুকক্রমে কুন্দমালা দ্বারা বেশ রচনা করত, যখন গোপ এবং গোধনে পরিবৃত হইয়া প্রণয়ীদিগকে আনন্দিত করিয়া, যমুনায় ভ্রমণ করেন, তখন মন্দ সমীরণ চন্দনের স্পর্শ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সম্মাননা করিয়া অনুকূলরূপে বহিতে থাকে; এবং উপদেবতা সকল স্তুতি-পাঠক হইয়া বাদ্য, গীত ও পূজোপহার দ্বারা চতুর্দ্দিকে তাঁহার উপাসনা করেন।

(সখি!) এক্ষণে দিবা অবসান হইয়াছে; দেবকী-জঠর-জাত চন্দ্রমা যাবতীয় গোধন একত্রিত করিয়া বন্ধুদিগের[১] মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বেণুবাদন করিতে করিতে ঐ আগমন করিতেছেন! উনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন;[২] অতএব ব্রজে যে সকল গাভী বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি সদয় হইয়াছেন। পথে ব্রহ্মাদি বৃদ্ধগণ উহাঁর চরণ বন্দনা করিতেছেন;[৩] এবং অনুচরেরা উহাঁর কীর্ত্তি গান করিতেছে। উহাঁর কান্তি পরিশ্রান্ত হইয়াছে, তথাপি লোচনের সমধিক আনন্দ উৎপাদন করিতেছে। উহাঁর মালা সকল খুরোদ্ধূত ধূলি দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, দিনান্তে নিশাপতির ন্যায়, হৃষ্ট-বদন যদুপতি ব্রজগাভীদিগের[৪] দুরন্ত দিনতাপ দূর করত গজেন্দ্রলীলায় নিকটে আগমন করিতেছেন। উহাঁর বদন মদে ঈষৎ ঘূর্ণিত হইতেছে। উনি নিজ

---

১ আমাদিগের।
২ অর্থাৎ, দয়া প্রকাশ করা উহাঁর স্বভাব।
৩ বোধ হয়, তাহাতেই আসিতে বিলম্ব হইতেছে।
৪ ব্রজে যে সকল গাভী বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদিগের অথবা, আমাদিগের।

বন্ধুদিগের আনন্দ উৎপাদন করিতেছেন। উহাঁর (গলায়) বনমালা। গণ্ডস্থল কর্ণকুণ্ডলের কান্তিতে শোভিত। সেই জন্য বদন (ঈষৎ পক্ক) বদরের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! ব্রজকামিনীদিগের চিত্ত ও মন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত ছিল; তাহাতে তাহারা পরম আনন্দ সম্ভোগ করিত; এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সকল গান করিয়া দিবসেও আনন্দিত হইত।

গোপিকাগীতি-নামক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, ঐ সময় অসুর অরিষ্ট মহা-ককুৎ ও মহাকায় বৃষের আকার ধারণ করত খুরবিক্ষতা পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া গোষ্ঠে আগমন করিল। (বৃষ) তীক্ষ্ণতর শব্দ করিতেছিল; পাদ দ্বারা পৃথিবী বিলিখন করিতেছিল; পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া শৃঙ্গাগ্র দ্বারা তট উত্তোলন করিতেছিল; এবং মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প পুরীষ পরিত্যাগ করিতেছিল। মহারাজ! তাহার নয়নদ্বয় বিস্ফারিত রহিয়াছিল। তাহার শব্দ এমনই ভয়ানক যে, তাহাতে অকালে গাভী ও নারীগণের গর্ভপাত ও স্রাব হয়।[১] মেঘ সকল পর্ব্বত মনে করিয়া তাহার ককুতে প্রবেশ করিতেছিল।

রাজন্! তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ ঐ বৃষভকে দর্শন করিয়া গোপগোপী

---

১ চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত স্রাব, আর, পঞ্চম ও ষষ্ঠে হইলে পাত কহে।

সকল ত্রস্ত হইল; এবং পশুগণ ভীত হইয়া গোকুল পরিত্যাগ করত ধাবিত হইল। হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! বলিয়া তাহারা সকলেই গোবিন্দের শরণ লইল। গোকুল ভয়ে বিহ্বল হইল দেখিয়া, ভগবান্, ভয় করিও না, এই বাক্যে আশ্বাস দিয়া, বৃষভাসুরকে ডাকিয়া কহিলেন, রে মন্দ! তোর ন্যায় দুষ্ট দুরাত্মাদিগের শাসনকর্ত্তা আমি বর্ত্তমান থাকিতে অনর্থক পশুপালদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছিস্।

অচ্যুত শ্রীহরি[১] এই কথা কহিয়া বাহু আস্ফোটন করত করতলশব্দে অরিষ্টকে কোপিত করিয়া ভুজগ-দেহ-সদৃশ বাহু সখার স্কন্ধদেশে বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অরিষ্টও এইপ্রকারে কোপিত হইয়া খুর দ্বারা পৃথিবী বিলিখন, এবং উৎক্ষিপ্ত পুচ্ছ দ্বারা মেঘমণ্ডল ভ্রামণ, করিয়া, ক্রোধপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইল। অগ্রভাগে শৃঙ্গাগ্র আয়ত, এবং রক্তলোচন বিস্তারিত, করিয়া বক্র দৃষ্টিতে দর্শন করত, ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বজ্রের ন্যায়, শীঘ্র দৌড়িয়া আসিল। গজ বিপক্ষ গজের ন্যায়, ভগবান্ তাহার দুই শৃঙ্গ ধারণ করিয়া, তাহাকে পশ্চাৎ দিকে অষ্টাদশ পদ বিক্ষেপ করিলেন। সে ভগবান্ কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া শীঘ্র পুনর্ব্বার উৎথান করত, সর্ব্বগাত্রে ঘর্ম্মাক্ত এবং ক্রোধে জ্ঞান-শূন্য, হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অভিমুখে ধাবিত হইল। ভগবান্ সম্মুখপাতী তাহার শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করত পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করত আর্দ্র বস্ত্রের ন্যায় তাহাকে নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন; পরে শৃঙ্গ

১ পাপের হরণকর্ত্তা। কিন্তু স্বয়ং অচ্যুত।

(উৎপাটন করত) তদ্দ্বারা প্রহার করিলেন। সে পতিত হইল ; রক্ত বমন করিতে লাগিল ; মধ্যে মধ্যে মূত্রত্যাগ করিতে লাগিল ; পাদ সকল বিক্ষেপ করিতে লাগিল ; এবং তাহার চক্ষু ঘুরিতে লাগিল । এই রূপে কষ্ট ভোগ করিয়া, পরে যম-সদনে প্রস্থান করিল। দেবগণ পুষ্প বর্ষণ করিয়া হরির স্তব করিলেন ।

গোপী-নয়নের আনন্দ এই রূপে বৃষকে বধ করিয়া গোপগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া বলরামের সহিত গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ।

অদ্ভুত-কর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে অরিষ্টকে সংহার করিলে পর, দেবদর্শন ভগবান্ নারদ কংসকে বলিয়া দিলেন, দেবকীর (অষ্টম গর্ভে) যে কন্যা হয়, সে যশোদার কন্যা ; আর, কৃষ্ণ এবং রোহিণীর পুত্র রাম দেবকীর তনয় ; বসুদেব ভয় পাইয়া আপন মিত্র নন্দের নিকট উহাদিগের দুই জনকে রক্ষা করিয়া-ছেন ; উহারাই তোমার চরদিগকে সংহার করিয়াছে ।

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, ভোজপতির ইন্দ্রিয় সকল কোপে বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি বসুদেবকে সংহার করিবার নিমিত্ত শাণিত অসি গ্রহণ করিলেন ; নারদ নিবারণ করিলেন। রাজা, বসুদেবের দুই পুত্র তাঁহার নিজের মৃত্যু, ইহা জানিতে পারিয়া, লৌহময় শৃঙ্খল দ্বারা ভার্য্যার সহিত তাঁহাকে বন্ধন করিয়া রাখিলেন ।

দেবর্ষি প্রস্থান করিলে পর, কংস কেশীকে সম্বোধন করিয়া আজ্ঞা করিলেন, তুমি রাম ও কেশবকে সংহার কর ।

ভোজরাজ তাহার পর মুষ্টিক, চানূর, শল ও তোষলাদি

অমাত্য এবং হস্তিপকদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, অহে বীর চানূর! মুষ্টিক! আমি যাহা বলি শ্রবণ কর। রাম কৃষ্ণ নামে বসুদেবের দুই পুত্র নন্দের ব্রজে বসতি করিতেছে। তাহাদিগের দুই জন হইতে আমার মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহারা এই স্থানে উপস্থিত হইলে, তোমরা দুই জনে মল্লক্রীড়ায় তাহাদিগকে সংহার করিবে। বিবিধপ্রকারে মঞ্চ ও মল্লরঙ্গ নির্ম্মাণ কর। পৌর ও জনপদবাসী সকল স্বৈরযুদ্ধ[১] দর্শন করুন। ভদ্র মহামাত্র! তুমি রঙ্গদ্বারে কুবলয়াপীড় হস্তীকে আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা আমার দুই শত্রু সংহার কর। চতুর্দ্দশীতে বিধানানুসারে ধনুর্যাগ আরব্ধ হউক্; এবং বরদ ভূতরাজের উদ্দেশে পশু হত্যা করা হউক্।

কার্য্যের সিদ্ধান্তবেত্তা কংস এই আজ্ঞা করিয়া যদুশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে আহ্বান করত হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, অহে, অহে অক্রূর! তুমি আমার মিত্র; মিত্রের একটী কার্য্য কর। যদু এবং ভোজ বংশের মধ্যে তোমার অপেক্ষা আদৃত ও হিততম (মিত্র) আমার আর নাই। হে সৌম্য! যেমন সর্ব্বশক্তিমান্ ইন্দ্র বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তেমনি আমি আবশ্যক কার্য্যের সাধনকর্ত্তা তোমাকে আশ্রয় করিলাম। নন্দের ব্রজে গমন কর। সেই স্থানে বসুদেবের দুই পুত্র বাস করিতেছে। এই রথে করিয়া তাহাদিগের দুই জনকে এই স্থানে আনয়ন কর; বিলম্ব করিও না। বিষ্ণু যাহাদিগের আশ্রয় সেই সকল দেবতা তাহাদিগের দুই জনকে আমার নিশ্চিত মৃত্যু সৃষ্টি করিয়াছে। উপঢৌকনের

১ আপোসেকুস্তি॥ বাং॥

সহিত নন্দাদি গোপদিগকে এবং তাহাদিগকে এই স্থানে আনয়ন কর। এই স্থানে আনীত হইলে, কালতুল্য হস্তী দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করাইব। যদি (তাহা হইতে,) মুক্ত হয়, তাহা হইলে বজ্রসদৃশ মল্লগণ দ্বারা তাহাদিগকে বধ করাইব। তাহারা নষ্ট হইলে পর, তাহাদিগের দুঃখ-সন্তপ্ত বন্ধু বসুদেব প্রভৃতি বৃষ্ণি, ভোজ ও দশার্হবংশীয়দিগকে সংহার করিব। আমার পিতা বৃদ্ধ রাজ্যকামুক উগ্রসেন, তাঁহার ভ্রাতা দেবক, এবং অন্যান্য যে সকল আমার বিদ্বেষ্টা আছে, (তাহাদিগকেও বিনাশ করিব।) মিত্র! তাহা হইলে এই পৃথিবীর কণ্টক নষ্ট হইবে। জরাসন্ধ আমার গুরু; এবং দ্বিবিদ আমার প্রিয় সখা। শম্বর, নরক এবং বাণ; ইহাঁরাও আমারই সহিত মিত্রতা করিয়াছেন। আমি ইহাঁদিগের দ্বারা দেবপক্ষীয় রাজাদিগকে নিপাত করাইয়া পৃথিবী ভোগ করিব। এই ত (মন্ত্রণা) জানিতে পারিলে; এক্ষণে ইহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত শীঘ্র বালক রামকৃষ্ণকে আনয়ন কর। ধনুর্যজ্ঞ এবং যদুপুরীর শোভা দর্শন করিবে, বলিয়া এই স্থানে আনয়ন কর।

অক্রূর কহিলেন, রাজন্! তুমি যে তোমার মৃত্যুর নিবারণী এই মন্ত্রণা করিয়াছ, ইহা উত্তমই হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে কার্য্য সিদ্ধ হইবার যত সম্ভাবনা, অসিদ্ধ হইবারও ততই। কারণ, দৈবই ফল সাধন করিয়া থাকে। উচ্চ অভিলাষ সকল দৈব কর্ত্তৃক প্রতিহত হইতেছে, তথাপি লোক তাদৃশ অভিলাষ করিয়া হর্ষ ও দুঃখ ভোগ করে। যাহা হউক্, তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, কংস অক্রূরকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া মন্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়া, আপন ভবনে প্রবেশ করিলেন; অক্রূরও স্বগৃহে যাত্রা করিলেন।

কংসের সহিত মন্ত্রণা নামক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাসনন্দন কহিলেন, এ দিকে কেশী কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মনের ন্যায় বেগ-শালী মহৎ অশ্ব হইয়া গোকুলের ত্রাস উৎপাদন করিল। সে খুর দ্বারা পৃথিবী জর্জ্জরিত করিতেছিল। তাহার শঠাঘাতে যে মেঘ ও বিমান সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল, নভোমণ্ডল তদ্দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে হ্রেষিত দ্বারা বিশ্ব ভীত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাকে উক্তপ্রকারে হ্রেষিত দ্বারা নিজ গোকুল ত্রাসিত, শঠা দ্বারা মেঘ সকলকে ঘূর্ণিত, এবং যুদ্ধের নিমিত্ত তাহার নিজকে অন্বেষণ করিতে দেখিয়া, ভগবান্ অগ্রে বহির্ভূত হইয়া, নিকটে আইস, বলিয়া আহ্বান করিলেন। সেও সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

অনন্তর, প্রচণ্ড-বেগ-শালী অতএব দুরতিক্রম ও দুরত্যয় কেশী অভিমুখ হইয়া মুখের দ্বারা যেন আকাশ পান করত তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিল; এবং অত্যন্ত কুপিত হইয়া (পশ্চাৎ ভাগের) দুই পদ দ্বারা পদ্মলোচনকে প্রহার করিল। অধোক্ষজ (ভগবান্) সেই প্রহার বঞ্চনা করত রোষপূর্ব্বক

দুই হস্তে (তাহার) দুই পাদ ধারণ করিয়া, গরুড় যেমন সর্পকে নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ অবলীলাক্রমে তাহাকে শত ধনু অন্তরে ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কেশী চেতনা পাইয়া পুনর্ব্বার উৎথান করত ক্রোধে মুখ ব্যাদান করিয়া বেগে হরির প্রতি দৌড়িয়া আসিল। হরিও হাস্য করিয়া বিলমধ্যে সর্পের ন্যায়, তাহার মুখমধ্যে বাহু প্রবেশ করাইয়া দিলেন। (মুখ ব্যাদান করাতে কেশীর যে সকল দন্ত বহির্গত হইয়াছিল) সেই সকল দন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাহু স্পর্শ করিয়া, তপ্ত লৌহ স্পর্শ করিয়াই যেন, পতিত হইল। মহাত্মার বাহুও তাহার দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উপেক্ষিত (জলোদর) রোগের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। বর্দ্ধমান শ্রীকৃষ্ণ-বাহু দ্বারা তাহার বায়ু রুদ্ধ হইল; গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল; এবং চক্ষু উলটিয়া পড়িল। সে চারি চরণ বিক্ষেপ ও পুরীষ পরিত্যাগ করত, হত-প্রাণ হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। মহাভুজ (শ্রীকৃষ্ণ) বিচেতন অসুরের কর্কটিকা ফল সদৃশ[১] দেহ হইতে বাহু বাহির করিয়া লইলেন। তাঁহাতে বিস্ময়ের কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না; তিনি অনায়াসে শত্রু সংহার করিয়াছিলেন। দেবতারা পুষ্প বর্ষণ করিয়া তাঁহার স্তব করিলেন।

(অনন্তর) ভাগবত-প্রধান দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইয়া অক্লিষ্ট-কর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণকে নির্জ্জনে এই কথা কহিলেন;—হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে অপ্র-মেয়াত্মন্! হে যোগেশ! হে জগদীশ! হে বাসুদেব! হে সর্ব্বাশ্রয়! হে সাত্বতগণের শ্রেষ্ঠ! হে

১ কর্কটিকা পক হইলে ফাটিয়া যায়।

প্রভো! কাষ্ঠের মধ্যে জ্যোতির ন্যায়, আপনি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে (সতত-সম্বন্ধী) আত্মারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, অথচ আপনি গূঢ়; (কারণ,) আপনি দেহশায়ী,[১] সাক্ষী,[২] মহাপুরুষ[৩] ও ঈশ্বর[৪]। আপনি স্বতন্ত্র,[৫] সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর; পূর্ব্বে মায়া দ্বারা গুণগণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সকল গুণ দ্বারা এই বিশ্ব সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন। সেই আপনি রজোরূপী দৈত্য, প্রমথ, ও রাক্ষসদিগকে নাশ, এবং সাধুদিগকে রক্ষা, করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। কি সৌভাগ্য; যাহার হ্রেষারবে ত্রস্ত হইয়া দেবতারা স্বর্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই অশ্বাকৃতি দৈত্যকে আপনি অবলীলাক্রমে সংহার করিলেন! দেখিতে পাইব, আপনি চানূর, মুষ্টিক, অন্যান্য শত্রুগণ, হস্তী এবং কংসকেও সংহার করিয়াছেন। হে জগৎপতে! তাহার পর শঙ্খ, যবন, মূঢ় ও নরকের বধ; পারিজাত-হরণ; ইন্দ্রের পরাজয়; বীর্য্য-ও-শুল্কাদি-উপায়ে বীরকন্যাদিগের সহিত পরিণয়; দ্বারকায় পাপ হইতে নৃগের মোচন; ভার্য্যার সহিত স্যমন্তক মণি গ্রহণ; মহাকালপুর হইতে (আনিয়া) ব্রাহ্মণকে তাঁহার মৃত পুত্র দান; পৌণ্ড্রকবধ; কাশীপুরী-দীপন; এবং মহাযজ্ঞে দন্তবক্র ও শিশুপালের নিধন, দর্শন করিব। আপনি দ্বারকায় বাস করিয়া যে সকল বীর্য্য প্রকাশ করিবেন, সে সকলও দেখিতে পাইব। পৃথিবীতে কবিগণ সেই সকল গান করি-

---

১ বুদ্ধিরও অন্তর। ২ সাক্ষীকে দেখা যায় না।
৩ অতএব যাহাদিগের বুদ্ধি পরিচ্ছিন্ন, তাহারা জানিতে পারে না।
৪ সুতরাং সকলের অন্তরে বসতি করিতে পারেন।
৫ আমিই ঈশ্বর, অন্য সমুদায় ঐশ্বর্য্য; এ কিপ্রকারে হয়? ইহার উত্তর।

বেন। শেষে ভূভারের ক্ষয়েচ্ছু কালরূপী আপনি অর্জ্জুনের সারথি হইয়া যে অক্ষৌহিণী সংহার করিবেন, তাহাও দর্শন করিব।

কেবল জ্ঞানই আপনার প্রধান মূর্ত্তি; (অতএব) নিজ রূপের যথোচিত সমাবেশ দ্বারাই আপনার যাবতীয় অর্থ সম্পূর্ণরূপে লব্ধ হইয়াছে। আপনার বাঞ্ছা অব্যর্থ। আপনি নিজ তেজো[১] দ্বারা নিত্য গুণপ্রবাহ নিবর্ত্তন করিয়া থাকেন।[২] আপনার শরণাগত হইলাম। আপনি ঈশ্বর ও স্বাধীন। নিজ মায়া দ্বারা অশেষ বিশেষ-[৩]কল্পনা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন এবং ক্রীড়ার নিমিত্ত মনুষ্যের দেহ ধারণ করেন। আপনি যদু, বৃষ্ণি ও সাত্বতগণের ধুরন্ধর। আপনাকে নমস্কার করি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ভাগবত-প্রধান মুনির আনন্দ জন্মিয়াছিল। তিনি এইরূপে যদু-পতিকে প্রণাম করত, তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রজের সুখাবহ ভগবান্ গোবিন্দও যুদ্ধে কেশীকে বিনাশ করিয়া প্রীত পশুপালদিগের সহিত পশুপালন করিতে লাগিলেন।

একদা সেই সকল গোপাল গিরির সানুদেশে পশুচারণ করিতে করিতে চৌর ও পশুপালের অনুকরণ করিয়া নিলায়ন[৪]

---

১ চিৎশক্তি।

২ যদি বাঞ্ছা রহিল, তাহা হইলে আমার সংসার নিবার্য্য নহে; এই তর্কের উত্তর।

৩ মহদাদি।

৪ "নিলয়ন" শব্দের অর্থ "গৃহ"। তৎসম্বন্ধীয় ক্রীড়া। অর্থাৎ,—গৃহস্থ হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল।

ক্রীড়া আরম্ভ করিল। রাজন্! কতকগুলি চৌর, কতকগুলি পশুপাল, আর কতকগুলি মেষ, হইয়া অকুতোভয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ময়পুত্র মহামায় ব্যোম পশুপালের রূপ ধারণ করত চৌর হইয়া মেষরূপধারী অনেককে হরণ করিতে লাগিল। মহাসুর ক্রমে ক্রমে লইয়া গিয়া গিরিগুহায় স্থাপন করত প্রস্তর দ্বারা দ্বার রুদ্ধ করিল। চারি বা পাঁচটী মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

সাধুদিগের শরণদাতা শ্রীকৃষ্ণ তাহার সেই কর্ম্ম জানিতে পারিয়া, যেমন সে গোপদিগকে লইয়া যাইতেছিল, অমনি সিংহ যেমন বৃককে, তেমনি তাহাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিলেন। বলবান্ সেই (অসুর) গিরীন্দ্র-সদৃশ স্বকীয় রূপ ধারণ করিয়া আপনাকে মোচন করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু যে ধৃত হইয়াছিল, তাহাতে পীড়িত হইয়া, সমর্থ হইল না। অচ্যুত বাহুযুগল দ্বারা তাহাকে ধারণ করত ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া, যেমন পশু সংহার করে, তেমনি দর্শন-কারী দেবগণের সমক্ষে বিনাশ করিলেন। (শেষে) গুহার আচ্ছাদন উদ্‌ঘাটন করত, গোপদিগকে কষ্টদায়ক স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, অনুচর ও দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া, নিজ গোকুলে প্রবেশ করিলেন।

কেশি-ও-ব্যোম-বধ নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

এ দিকে মহামতি অক্রূর সেই রাত্রি মধুপুরীতে বাস করত রথে আরোহণ করিয়া নন্দের গোকুলে যাত্রা করিলেন। মহাভাগ পথে যাইতে যাইতে পদ্মনয়ন ভগবানে পরা ভক্তি লাভ করত এই প্রকারে চিন্তা করিতে লাগিলেন;—আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি, এমন কি পরম তপস্যা করিয়াছি, এমন কি যোগ্য পাত্রে দান করিয়াছি, যে অদ্য কেশবকে দর্শন করিব? বোধ করি, উত্তমশ্লোক-সন্দর্শন আমার পক্ষে দুর্ল্লভ; বিষয়াভি-নিবিষ্ট-চেতা শূদ্রের ঔরস-জাত (ব্যক্তির) পক্ষে বেদোচ্চারণ সম্ভবে না। অথবা, এরূপ মনে করিব না; আমি অধম বটি; তথাপি আমার অচ্যুত-দর্শন ঘটিতে পারে; কালনদীতে বাহ্যমান ব্যক্তিদিগের মধ্যে কোনও ব্যক্তি কখনও তীর্ণ হইয়া থাকে।[১] অদ্য আমার অমঙ্গল নষ্ট হইল; অদ্য আমার জন্ম সকল হইল; কারণ, (অদ্য) আমি ভগবানের যোগিধ্যেয় পাদপঙ্কজে নমস্কার করিব। কি আশ্চর্য্য; কংসও অদ্য আমার প্রতি অনুগ্রহ করিল! আমি এই কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অবতীর্ণ শ্রীহরির পাদপদ্ম দর্শন করিব! পূর্ব্বকালীন (মহাত্মা সকল[২]) ঐ পাদপদ্মের নখকান্তির

---

১ যেমন জলে বাহ্যমান তৃণাদির মধ্যে কোন গাছ কখনও তীরে গিয়া লাগিয়া থাকে, তেমনি কর্ম্মবশ কাল কর্ত্তৃক বাহ্যমান জীবের মধ্যে কোনও ব্যক্তি তীর্ণ হইলেও হইতেও পারে।

২ অম্বরীষ প্রভৃতি।

সহায়ে দুরত্যয় অন্ধকারের পারে গমন করিয়াছিলেন। হর-ব্রহ্মাদি দেবগণ,[১] লক্ষ্মীদেবী,[২] এবং মুনি ও ভক্তগণ[৩] উহার পূজা করিয়া থাকেন; আর, গোচারণের নিমিত্ত অনুচর-গণের সহিত বন-বিচরণ-কালে উহা গোপিকাদিগের কুচ-কুঙ্কুমে রঞ্জিত হইয়াছিল।[৪] মুকুন্দের বদন সুন্দর কপোল ও নাসিকায় শোভিত; হাস্য-সহকৃত দৃষ্টি দ্বারা বিরাজিত; অরুণ-পদ্ম-তুল্য লোচনে মণ্ডিত; এবং বক্রকেশে আবৃত; আমি নিশ্চয়ই সেই বদন দর্শন করিব; মৃগগণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিচরণ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজ ইচ্ছায় পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া-ছেন; অদ্য কি তাঁহার লাবণ্যধাম শরীর দেখিতে পাইব? তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার চক্ষুর সফলতা হইল। যিনি দৃষ্টিমাত্রে সৎ ও অসতের কর্ত্তা; তথাপি যাঁহার অহঙ্কার নাই; যিনি আপন তেজো দ্বারা[৫] তমোজন্য-ভেদ-হেতুক ভ্রম দূরীকরণ করিয়াছেন; কিন্তু সেই (ভেদভ্রম) দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা আপ-নাতে বিরচিত (জীবগণের সহিত) বৃন্দাবনের তরু-নিকরে ও গোপীদিগের গৃহে (লীলাবশে কর্ম্ম করত অশক্তের ন্যায়) অভিমুখ হইয়া বসতি করিতেছেন; যাঁহার অখিল-পাপ-নাশন, সুমঙ্গলোৎ-পাদক বিবিধ-গুণ, কর্ম্ম-ও-জন্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাক্যসকল জগৎ

১ ইহা দ্বারা বলা হইতেছে যে, উহার এমনই পরম ঐশ্বর্য্য।
২ উহার এমনই সৌভাগ্য। ৩ উহা পরম পুরুষার্থ।
৪ উহার এত কৃপালুতা। ৫ চিৎশক্তি দ্বারা নিত্য-স্বরূপ-সাক্ষাৎকার।

জীবিত, শোভিত ও পবিত্রিত করে, কিন্তু সেই সমুদায়ে বিরহিত হইয়া সাধুদিগের নিকট (বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা অলঙ্কৃত) শবের ন্যায় শোভনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়;[১] আর, যিনি তাঁহার নিজের রচিত সেতুর পালনকর্ত্তা দেবশ্রেষ্ঠদিগের সুখসাধন করেন, সেই ঈশ্বর সাত্বত বংশে অবতীর্ণ হইয়া যশোবিস্তার করত ব্রজে অবস্থিতি করিতেছেন; দেবগণ অশেষ-মঙ্গলস্বরূপ সেই যশ গান করিয়া থাকেন। তিনি যে রূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা ত্রৈলোক্যের মধ্যে একমাত্র মনোহর; দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মহোৎসব; অতএব, লক্ষ্মীর অভিলাষের আস্পদ। আর, তিনি মহৎ ব্যক্তিদিগের গতি ও গুরু। তাঁহাকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব; (অদ্য) প্রভাতসময় আমার পক্ষে দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল।

দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণমাত্রে রথ হইতে অবতরণ করিয়া, যোগিগণ নিজ লাভের নিমিত্ত প্রধান পুরুষ রামকৃষ্ণের যে চরণ কেবল বুদ্ধি দ্বারা ধারণ করিয়া থাকেন, আমি সেই চরণে নিশ্চয়ই নমস্কার করিব। তাহার পর তাঁহাদিগের দুই জনের সহিত তাঁহাদিগের আত্মীয় গোপগণকে নমস্কার করিব।

যে সকল মনুষ্য কালসর্পের বেগে অতিশয় উদ্বেজিত হইয়া শরণ লইতে অভিলাষী হয়, বিভুর করকমল তাহা-

---

১ অহঙ্কারশূন্য আত্মারামের লীলা সম্ভাবনা কি? এই আশঙ্কা করিয়া, পরকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিনি লীলা করিয়া থাকেন, এই আশয়ে বলা হইল "যাঁহার" ইত্যাদি "বিবেচিত হয়," পর্য্যন্ত।

দিগকে অভয় দান করে। আমি পাদমূলে পতিত হইলে, বিভু কি তাঁহার করকমল আমার মস্তকে দান করিবেন? ঐ করকমলে পূজোপকরণ অর্পণ করিয়া ইন্দ্র এবং বলি ত্রিজগতের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর, কহ্লারগন্ধী ঐ করকমল রাসক্রীড়াকালে স্পর্শ দ্বারা ব্রজকামিনীদিগের শ্রম নাশ করিয়াছিল।

কংস আমাকে প্রেরণ করিয়াছে; অতএব, আমি কংসের দূত বটি; তথাপি পদ্মনয়ন অচ্যুত আমাকে, এ ব্যক্তি শত্রু, বা শত্রুর, এরূপ মনে করিবেন না; কারণ, তিনি সর্ব্বদর্শী; অতএব আমার চিত্তের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে যেরূপ চেষ্টা, অন্তর্যামী অমল চক্ষুর্দ্বারা তাহা দর্শন করিতেছেন।[১] আমি যখন পাদমূলে পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিব, তখন কি তিনি হাস্য করিয়া আর্দ্র দৃষ্টিতে আমাকে দর্শন করিবেন? তাহা হইলে ত তৎক্ষণমাত্রে সমস্ত পাপ নষ্ট হওয়াতে, আমি নিঃশঙ্কতাহেতুক সম্বর্দ্ধিত আনন্দ সম্ভোগ করিব! আমি তাঁহার শ্রেষ্ঠ মিত্র ও জ্ঞাতি; তিনি ভিন্ন আমার অন্য দেবতা নাই: যদি তিনি আমাকে দুই বৃহৎ বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করেন, তাহা হইলে আমার আত্মা পবিত্রীকৃত হইবে; এবং কর্ম্মবন্ধন তৎক্ষণমাত্রে এই দেহ হইতে শ্লথ হইয়া পড়িবে। আমি যখন অঙ্গসঙ্গ লাভ করত প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিব, তখন যদি উরুশ্রবা আমাকে "অক্রূর" বলিয়া সম্ভাষণ করেন, তাহা হইলে (আমার) জন্ম

১ অর্থাৎ, আমি বাহিরে কংসের আনুগত্য করি, কিন্তু অন্তরে শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করি, তিনি তাহা জ্ঞাত আছেন; সুতরাং আমাকে 'এ ব্যক্তি শত্রু' ইত্যাদি।

সফল হইবে; যাঁহারা পূজনীয়ের নিকট আদর পান নাই, তাঁহাদিগের জন্মে ধিক্!

তাঁহার কেহ প্রিয়, অতিশয় মিত্র, কিংবা অপ্রিয়, দ্বেষ্য, বা উপেক্ষ্য নাই; তথাপি, যেরূপ স্বর্গের বৃক্ষ সকল আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অভিলাষ প্রদান করে, সেইরূপ তিনি ভক্ত-দিগকে ভজনা করিয়া থাকেন।[১]

আমি যে অঞ্জলি করিব, অগ্রজ (বলরাম) কি আলিঙ্গন করত আমাকে সেই অঞ্জলিপ্রদেশে ধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করাইয়া সমস্ত অভ্যর্থনার সামগ্রী দান করিয়া, কংস তাহার আত্মীয়দিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন?

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! শ্বফল্কতনয় পথিমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রথযানে গোকুলে উপস্থিত হইলেন; সূর্য্যদেবও অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন।

অখিল লোকপাল কিরীটে করিয়া যাঁহার নির্ম্মল পাদ-রেণু ধারণ করেন, অক্রূর গোষ্ঠে সেই শ্রীকৃষ্ণের পদ্ম-যব-ও-অঙ্কুশাদি দ্বারা চিহ্নিত, পৃথিবীর অলঙ্কারভূত পাদচিহ্ন সকল দর্শন করিলেন। সেই সকল পাদচিহ্ন দেখিয়া যে আহ্লাদ হইল, তাহাতে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল, রোম স্তম্ভিত, এবং নয়ন-যুগল অশ্রুপূরে আকুল হইয়া উঠিল। তিনি "অহো; এই সকল প্রভুর পাদরজঃ!" এই বলিয়া সেই সকলে বিলুণ্ঠন

---

১ মিত্রাদিকে আলিঙ্গন এবং কুশল প্রশ্নাদি, করা মানুষেরই ধর্ম্ম; ঈশ্বরের এ সকল সঙ্গত হয় না; এই তর্কের উত্তরক্রমে বলা হইল, 'তাঁহার' ইত্যাদি 'থাকেন' পর্য্যন্ত।

করিতে লাগিলেন। কংসের আজ্ঞা হইতে হরির চিহ্ন দর্শন ও শ্রবণাদি দ্বারা (অক্রূরের এই যে আচরণ বর্ণনা করিলাম,) দম্ভ ও শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক এইরূপ (আচরণ করাই) দেহ-শালীদিগের পুরুষার্থ।[১]

(অক্রূর) দেখিলেন, রামকৃষ্ণ ব্রজমধ্যে, যে স্থানে গোদোহন করিতে হয়, সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা নীল ও পীত বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। তাঁহাদিগের চক্ষু শরৎকালীন পদ্মের ন্যায়। তাঁহারা কিশোরবয়স্ক। তাঁহাদিগের বর্ণ শ্বেত ও শ্যাম। তাঁহারা লক্ষ্মীর বাসস্থান। তাঁহাদিগের বাহু দীর্ঘ; মুখ সুন্দর। তাঁহারা সুন্দরের শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদিগের বিক্রম বাল হস্তীর সদৃশ। তাঁহারা মহাত্মা; ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ-ও-পদ্ম-চিহ্নে চিহ্নিত চরণ দ্বারা ব্রজভূমি শোভিত করিতেছেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টি দয়া-ও-হাস্যে মৃক্ষিত; এবং ক্রীড়া উদার-ও-মনোহারিণী। তাঁহারা রত্নহার ও বনমালা ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগের অঙ্গ পবিত্র চন্দনে অনুলিপ্ত। তাঁহারা স্নান করিয়া নির্ম্মল বসন পরিধান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রধান পুরুষ, আদ্য, জগতের কারণ, এবং জগতের পতি; জগতের হিত সাধনের নিমিত্ত আপন অংশে রামকেশবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাজন্! কণকমণ্ডিত মরকতময় ও রৌপ্যময় পর্ব্বতের ন্যায়, তাঁহারা নিজ নিজ প্রভায় দিঙ্মণ্ডলের অন্ধকার নাশ করিতেছেন।

---

[১] প্রেমের সংক্রমে কোন ফল ফলে না; তবে অক্রূর এরূপ বিলুণ্ঠন করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর।

অক্রূর রথ হইতে শীঘ্র অবরোহণ করিয়া স্নেহে বিহ্বল হইয়া রামকৃষ্ণের চরণোপান্তে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। ভগবদ্দর্শন হেতু আনন্দ হইতে যে বাষ্প উদ্‌ভূত হইল, তাহাতে তাঁহার নয়ন অত্যন্ত আকুলিত এবং গাত্র পুলকে ব্যাপ্ত, হইয়া উঠিল। তিনি চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ আপনার পরিচয়-দানেও অসমর্থ হইলেন। প্রণতবৎসল ভগবান্ তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া প্রীত হইয়া চক্রচিহ্নিত হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। মহামনাঃ বলদেবও প্রণতকে আলিঙ্গন করত হস্ত দ্বারা হস্ত ধারণ করিয়া অনুজ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিলেন। অনন্তর স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে উৎকৃষ্ট আসন দান করত যথাবিধানে পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া মধুপর্ক দান করিলেন। বিভু অতিথিকে গোদান করত বীজন করিয়া আদর-ও-শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বহু-গুণ, পবিত্র অন্ন আনিয়া দিলেন। তিনি আহার করিলে পর, পরম-ধর্ম্মজ্ঞ রাম প্রীতিপূর্ব্বক মুখবাস এবং গন্ধমাল্য দ্বারা পুনর্ব্বার তাঁহার পরম প্রীতি উৎপাদন করিলেন।

শ্রীনন্দ পূজিত (অক্রূরকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দাশার্হ! অনুগ্রহ-হীন কংস জীবিত থাকিতে, পশুঘাতী যাহাদিগের রক্ষক, সেই সকল মেষের ন্যায়, তোমরা কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছ? কংস খল; প্রাণ পরিপোষণেই সচেষ্ট। ক্রন্দমানা স্বীয় ভগিনীর সন্তান সকল সংহার করিয়াছিল। তোমরা তাহার প্রজা। তোমাদিগের কুশলাকুশল-চিন্তা আর কি করিব!

অক্রূর নন্দকর্ত্তৃক এইরূপ সত্যবাক্যে সভাজিত এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া পথশ্রম দূর করিলেন।

অক্রূরের গোষ্ঠাগমন নামক অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, অক্রূর পথে যে সকল মনোরথ করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণের নিকট প্রধান মান প্রাপ্ত হইয়া পর্য্যঙ্কের উপর সুখে উপবেশন করত সে সমস্তই প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীনিকেতন ভগবান্ প্রসন্ন হইলে অলভ্য কি থাকে? তথাপি, রাজন্! যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, তাঁহারা কিছুই বাঞ্ছা করেন না।

(সে যাহা হউক্,) ভগবান্ দেবকীনন্দন সায়ন্তন আহার করিয়া বন্ধুদিগের প্রতি কংসের আচরণ, এবং তাঁহার অন্যান্য কার্য্যের বিষয়ও, জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে তাত! আপনি ত সুখে আগমন করিয়াছেন? আপনার মঙ্গল হউক। সুহৃদ্, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ সুখে এবং সুস্থ শরীরে আছেন ত? (অথবা) যখন আমাদিগের কুলের রোগ মাতুলনামা কংস বৃদ্ধি পাইতেছেন, তখন আর আপনাদিগের, আপনাদিগের জ্ঞাতিগণের, এবং তাঁহার প্রজাগণের কুশল কি জিজ্ঞাসা করিব? আহা; আমাদিগের পিতামাতা নিরপরাধী; আমার জন্যই তাঁহাদিগের ভূরি ভূরি কষ্ট হইয়াছে! তাঁহাদিগের যে পুত্র

মরিয়াছে, এবং তাঁহারা যে বদ্ধ হইয়াছেন, আমিই তাহার কারণ! হে সৌম্য! ভাগ্যক্রমে অদ্য আমার জ্ঞাতিদর্শন ঘটিল। ইহা আমার বাঞ্ছিত। হে তাত! আপনার আগমনের কারণ উল্লেখ করুন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, মধুবংশজাত অক্রূর ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, যদুদিগের প্রতি যে শত্রুতা করা হইতেছে; বসুদেবকে যে বধ করিবার উদযোগ করা হয়; তিনি যে আদেশ পাইয়াছেন; যে জন্য স্বয়ং দূত হইয়া প্রেরিত হইয়াছেন; এবং বসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছে, নারদ (কংসকে) এই যে কহিয়া দিয়াছেন; সমুদায় বর্ণন করিলেন।

শত্রুবীর-নাশক শ্রীকৃষ্ণ ও রাম অক্রূরের বাক্য শ্রবণ করত হাস্য করিয়া, রাজা যাহা আদেশ করিয়াছেন, নন্দকে বিশেষ করিয়া তাহা জ্ঞাপন করিলেন। নন্দও গোপদিগকে আজ্ঞা করিলেন, যাবতীয় গোরস গ্রহণ কর; বিবিধ উপঢৌকন লও; শকট সকল যোজনা কর; কল্য মধুপুরীতে গমন করিব; রাজাকে সমুদায় রস দান করিব;[১] এবং সুমহৎ পর্ব্ব দর্শন করিব; জনপদবাসী সকল গমন করিতেছে।

নন্দগোপ রক্ষক দ্বারা গোকুলমধ্যে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন। তখন, রামকৃষ্ণকে মধুপুরীতে লইবার নিমিত্ত অক্রূর ব্রজে আগমন করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণৈক-প্রাণা গোপিকা সকল নিরতিশয় ব্যথিত হইল।

---

১ "রস" শব্দচ্ছলে বলা হইতেছে যে, রাজার যে অচিকিৎস্য রোগ জন্মিয়াছে, তাহার চিকিৎসার জন্য রস দান করিব।

সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া যে হৃত্তাপ উৎপন্ন হইল, তজ্জন্য শ্বাসে কতকগুলি গোপীর মুখশ্রী ম্লান হইয়া পড়িল; কতকগুলির দুকূল, বলয় ও কেশগ্রন্থি খসিয়া পড়িল। তাঁহাকে চিন্তা করিতে করিতে আর কতকগুলির যাবতীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া গেল; তাহারা আত্মলোকে উপস্থিত[১] ব্যক্তিদিগের ন্যায় আপনাদিগের দেহও জানিতে পারিল না। অপর কতকগুলি স্ত্রী শূরতনয়ের অনুরাগ-ও-হাস্য-সহ উচ্চারিত, হৃদয়স্পর্শি, চিত্রপদ-গ্রথিত বাক্য সকল স্মরণ করিয়া মোহিত হইল।

মুকুন্দের সুললিত গতি ও চেষ্টা, স্নিগ্ধ হাস্য ও অবলোকন, শোক-নাশন কর্ম্ম এবং প্রোদ্দাম চরিত সকল চিন্তা করিতে করিতে (যখন মনে পড়িল যে,) তাঁহার সহিত বিরহ ঘটিবে, (তখন) ভীত ও কাতর হইয়া, একত্রে মিলিয়া অচ্যুতচিত্তা গোপিকা সকল ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে আরম্ভ করিল।

• শ্রীগোপিকারা কহিল, অহো বিধাতঃ! তোমার কখনও দয়া নাই; তুমি দেহীদিগকে বন্ধুতা দ্বারা যোজনা করিয়া, তাহারা চরিতার্থ না হইতেই, অনর্থক তাহাদিগকে বিয়োজিত কর; তোমার কার্য্য বালকের কার্য্যের ন্যায়। মুকুন্দের মুখ কৃষ্ণবর্ণ কুন্তলে আবৃত; সুন্দর কপোল ও নাসিকায় শোভিত; এবং ঈষৎ হাস্য থাকাতে সুন্দর; তুমি সেই মুখ প্রদর্শন করিয়া নয়নপথের দূর করিতেছ; অতএব তোমার কার্য্য নিন্দনীয়। তুমি ক্রূর; আমাদিগকে যে চক্ষু দান করিয়া-

---

১ অর্থাৎ, মুক্ত।

ছিলে ;[১] যে চক্ষু দ্বারা আমরা মধুরিপুর একস্থানে[২] তোমার নিখিল সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতাম ;[৩] তুমি "অক্রূর" নাম ধরিয়া অজ্ঞের ন্যায় সেই চক্ষু হরণ করিতেছ।

(হে সখী সকল!) শ্রীনন্দনন্দনের সৌহার্দ্দ অস্থির (বটে;) তিনি নূতন নূতন ভাল বাসিয়া থাকেন (সত্য; কিন্তু,) আমরা তাঁহারাই কার্য্যে[৪] পরবশ হইয়া গৃহ, স্বজন, পুত্র ও স্বামী-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ তাঁহারই দাসী হইয়াছি; তিনি কি আমাদিগকে চাহিয়া দেখিবেন না! অদ্য নিশ্চয়ই মধুপুর-কামিনীদিগের সুপ্রভাত হইয়াছে; অদ্য নিশ্চয়ই তাহাদিগের আশীর্ব্বাদ সফল হইল: তাহারা (অদ্য) (পুর-) প্রবিষ্ট ব্রজপতির নেত্রপ্রান্তে উজ্জৃম্ভিত কটাক্ষ থাকাতে[৫] মদ্য সদৃশীভূত মুখ পান করিবে। সেই সকল কামিনীর মৃদুমিষ্ট বাক্যে মুকুন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে; এবং তাহাদিগের সলজ্জ হাস্য ও বিভ্রমে তাঁহার বুদ্ধি ঘূর্ণিত হইবে; সুতরাং যদিও তিনি পরাধীন,[৬] তথাপি মনোদ্বারাও আর কি আমাদিগের নিকট ফিরিয়া আসিবেন; আমরা গ্রাম্য কামিনী।[৭] অদ্য নিশ্চয়ই মধুপুরীতে দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়-

---

১ ইহাতে বলা হইল, যে তুমিই চক্ষু দান করিয়াছিলে, তুমিই হরণ করিতেছ; সুতরাং কেবল ক্রূর নহ, দত্তাপহারীও বট।

২ চক্ষু বা মুখাদিতে।

৩ ইহাতে বলা হইল যে, আমার সমুদায় নৈপুণ্য ইহারা জানিয়া লইল, এই রাগে তুমি শ্রীকৃষ্ণকে দূর করিয়া আমাদিগকে অন্ধ করিতেছ।

৪ হাস্য-ও-কটাক্ষবিক্ষেপাদিতে।

৫ শুভ্র হাস্যের সহিত মদ্যের ফেনের উপমা।

৬ যদিও তিনি পিতা মাতার অধীন। অথবা,—যদিও ব্রজে তাঁহার অপরাপর বন্ধু আছেন।

৭ অর্থাৎ, আমরা বিভ্রমের ধার ধারি না।

দিগের নয়নের মহৎ উৎসব হইবে; কারণ, তাঁহারা অদ্য দেবকীনন্দনের লক্ষ্মীর আনন্দোৎপাদক ও গুণের আস্পদ মুখ-পদ্ম নিরীক্ষণ করিবে! এ ব্যক্তি অতি নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর; দুঃখিত জনকে আশ্বাস না দিয়া প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়কে (নেত্র) পথের পারে লইয়া যাইবে; অতএব (ইহার) "অক্রূর" নাম না থাকুক্। কঠিনচিত্ত এই (ব্যক্তি) রথে আরোহণ করিয়াছে; দুর্ম্মদ গোপ সকলও ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শকটযানে গমন করিতে ব্যগ্র হইয়াছে; বৃদ্ধেরাও উপেক্ষা করিতেছেন;[১] দৈবও অদ্য আমাদিগের প্রতিকূলতা করিতেছেন।[২] (চল,) সকলে মিলিয়া মাধবকে নিবারণ করি; কুলের বৃদ্ধ বান্ধবগণ আমাদিগের কি করিবেন? মুকুন্দের সঙ্গ নিমিষার্দ্ধের জন্যও দুস্ত্যজ; আমাদিগের চিত্ত দৈববশে তাহা হইতে বিয়োজিত হইয়া দীন হইয়াছে[৩]। হে গোপী সকল! যিনি রাসসভায় অনুরাগবশে ললিত হাস্য, মনোহর আলাপ, লীলাকটাক্ষবিক্ষেপ এবং আলিঙ্গন, করিয়াছিলেন বলিয়া, আমরা রাত্রি সকল ক্ষণের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলাম, তিনি ব্যতীত আমারা কি করিয়া দুরন্ত বিরহদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইব![৪] যিনি দিনশেষে খুরোদ্ধৃত-ধূলি-মৃক্ষিত অলক ও মাল্য ধারণ করত গোপগণে পরিবৃত হইয়া, বলরামের সহিত ব্রজে প্রবেশ করত, বেণুবাদন করিতে করিতে হাস্য-সহকৃত

১ অর্থাৎ, নিবারণ করিতেছেন না।

২ যদি দৈব প্রতিকূল না হইবেন, তাহা হইলে হয় ইহাঁদিগের মধ্যে এক জন মরিত, না হয় অকস্মাৎ বজ্রপাত হইত; না হয় অন্য কোন অনিষ্ট ঘটিত। কিন্তু তাহার কিছুই দেখিতেছি না। সুতরাং দৈব প্রতিকূল।

৩ অতএব আমরা মরণেও ভয় করি না!

৪ অর্থাৎ, তাঁহাকে নিবারণ করিতে যাইবার ইহাও অন্য একটী গুরুতর কারণ।

কটাক্ষবিক্ষেপ করিয়া আমাদিগের চিত্ত হরণ করেন, তিনি ব্যতীত কি করিয়া জীবিত থাকিব!

শ্রীকৃষ্ণাসক্তচিত্তা গোপিকা সকল বিরহে অত্যর্থ কাতর হইয়া এই সকল কথা কহিতে কহিতে লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক "গোবিন্দ!" "মাধব!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

স্ত্রীগণ এইরূপে রোদন করিতে থাকিল; অক্রূর (তাহাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া) সূর্য্যদেব উদিত হইলে সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাপন করিয়া রথ চালনা করিলেন। নন্দাদি গোপসকল গো-রস-পূর্ণ অসংখ্য কলস উপঢৌকন লইয়া শকটযানে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গোপীসকল দয়িত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করত, কিঞ্চিৎ হৃষ্ট হইয়া[১] তাঁহার প্রত্যাগমন কামনা করত দাঁড়াইয়া রহিল।

তিনি প্রস্থান করিতেছেন বলিয়া গোপিকারা সেইপ্রকারে দুঃখিত হইয়াছে, দেখিয়া যদুশ্রেষ্ঠ "আগমন করিব;" এই প্রেমযুক্তিত দূতবাক্য দ্বারা তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। তাহারা চিত্ত প্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরণ করিয়াছিল; যতক্ষণ রথের কেতু ও ধূলি দৃষ্টিগোচর হইল, ততক্ষণ লিখিত চিত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। শেষে গোবিন্দকে বিনিবর্ত্তন করিতে নিরাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল; এবং প্রিয়ের চরিত্র সকল গান করত শোকশান্তি করিয়া দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিল।

রাজন্! ভগবান্ও বলরাম এবং অক্রূরের সমভিব্যাহারে

---

১ ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনাদি করিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দিত হইল।

বায়ুবেগ-রথ-যোগে পাপনাশনী যমুনার তীরে উপস্থিত হই-লেন। সেই স্থানে মার্জ্জিত মণির ন্যায় জল আচমন করত রক্ষদিগকে সম্ভাষণ করত (পরে) রামের সহিত রথে গিয়া উপবেশন করিলেন। অক্রূর তাঁহাদিগের দুই জনকে আমন্ত্রণ করত রথের উপর উপবেশন করাইয়া কালিন্দীর হ্রদে গমন করিয়া বিধিবৎ স্নান করিলেন। সেই জলে মগ্ন হইয়া সনাতন ব্রহ্ম জপ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, সেই রাম কৃষ্ণই একত্রে বসিয়া আছেন। "বসুদেবের দুই পুত্র রথের উপর বসিয়া আছেন; তাঁহারা এস্থানে কেন? তাঁহারা কি রথের উপর নাই?" অক্রূর এই কথা কহিয়া উৎথান করত দর্শন করিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারা সেই স্থানেই উপবেশন করিয়া আছেন। "তবে আমি যে তাঁহাদিগকে জলের মধ্যে দর্শন করিলাম, সে কি মিথ্যা?" (এই ভাবিয়া) অক্রূর পুনর্ব্বার মগ্ন হইলেন; পুনর্ব্বার দেখিলেন, সেই স্থানে অনন্তদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ভুজঙ্গরাজ, সিদ্ধ ও অসুর সকল মস্তক নত করিয়া তাঁহার স্তব করিরেছেন। দেবের সহস্র মস্তক; সহস্র ফণায় সহস্র কিরীট রহিয়াছে। পরিধান নীল বসন; অঙ্গ মৃণালের ন্যায় শুভ্র; অতএব শিখর সমূহ-দ্বারা বিরাজ-মান কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। তাহার ক্রোড়ে এক ঘনশ্যাম পীত-কৌশেয-বস্ত্র-পরিধায়ী পুরুষ। তিনি চতুর্ভুজ ও শান্ত। তাঁহার নয়ন পদ্মপত্রের ন্যায় রক্ত-বর্ণ; বদন সুন্দর ও প্রসন্ন; দৃষ্টিমনোহর হাসের সহচর; ভ্রূ সুন্দর; নাসিকা উন্নত; কর্ণ মনোহর; কপোল সুগঠন; অধর রক্ত; বাহু মাংসল ও আয়ত; স্কন্ধদ্বয় উন্নত; বক্ষঃস্থলে

লক্ষ্মী বিরাজ মান; কণ্ঠ কম্বুসদৃশ; নাভি নিম্ন; উদর বলিমণ্ডিত ও অশ্বত্থপত্রসদৃশ; কটিতট ও শ্রোণি বিশাল; উরুদ্বয় করভের তুল্য; জানুযুগল সুন্দর; দুই জঙ্ঘা মনোহর এবং পাদপদ্ম ঈষৎ-উন্নত গুল্ফযুগল ও অরুণবর্ণ নখসমূহের কিরণে, আর, নবঅঙ্গুলিসমূহে ও অঙ্গুষ্ঠরূপ দলে শোভা পাইতেছে। তিনি অত্যন্ত মহামূল্য মণিনিকর, কিরীট, কটক, অঙ্গদ, কটিসূত্র, ব্রহ্মসূত্র, হার, নূপুর ও কুণ্ডল দ্বারা শোভা পাইতেছেন। হস্তে পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস, দীপ্তিশালী কৌস্তুভ; গলায় বনমালা। নির্ম্মলচিত্ত সুনন্দ, নন্দ ও সনক প্রভৃতি পার্ষদ, ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি সুরেশ্বর, নয় জন দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আর, প্রহ্লাদ, নারদ ও বসু প্রভৃতি ভাগবতপ্রধানেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে[১] বাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিতেছেন; এবং শ্রী, পুষ্টি, বাণী, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, ঊর্জ্জা, আর, বিদ্যা ও অবিদ্যা,[২] শক্তি,[৩] এবং মায়া[৪] তাঁহার সেবা করিতেছে।[৫]

হে ভরতনন্দন! অনেক ক্ষণ ধরিয়া দর্শন করাতে (অক্রূ-রের) মনে পরম ভক্তির উদ্রেক হইল; লোম সকল হৃষ্ট হইয়া উঠিল; এবং ভাবে চিত্ত ও লোচন আর্দ্রীভূত হইল। তিনি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করত মনোযোগপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা প্রণাম

---

১ পার্ষদগণ 'স্বামী;' সনকাদি 'ব্রহ্ম;' ব্রহ্মা প্রভৃতি 'মহেশ্বর;' মরীচি প্রভৃতি 'পরম প্রজাপতি;' এবং প্রহ্লাদাদি 'পরম দৈব' ভাবিয়া সেবা করিতেছেন।

২ জীবের মুক্তি ও বন্ধের হেতু।

৩ হ্লাদিনী যাহাতে মোহিত করে। ৪ বিদ্যা ও অবিদ্যার কারণ।

৫ এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শক্তিও তাঁহার সেবা করিতেছেন ॥ টীকাকার॥

করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া অল্পে অল্পে গদ্গদ বাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

অক্রূর-যাত্রা নামক নবত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

অক্রূর কহিলেন, আপনি অখিল কারণের কারণ; আদ্য পুরুষ; অব্যয়; নারায়ণ; আপনার নাভি হইতে যে পদ্ম উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছে; তাঁহা হইতে এই লোক; আপনাকে নমস্কার। পৃথিবী, জল, অগ্নি, পবন ও আকাশ; অহঙ্কার তত্ত্ব; মহত্তত্ত্ব; প্রকৃতি ও পুরুষ; মন; ইন্দ্রিয়বর্গ; ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহ; এবং সমুদায় দেবতা; এই যে সকল জগতের কারণ, ইহাঁরা আপনার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। প্রকৃতি প্রভৃতি এই সকল প্রত্যক্ষাদি দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব জড়; সুতরাং আত্মা আপনার স্বরূপ জানিতে পারে নাই। ব্রহ্মাও প্রকৃতির গুণ দ্বারা আবৃত; অতএব গুণের পরবর্ত্তী আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন নাই।

যোগী সাধু সকল[১] আপনাকে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবের সাক্ষী, মহাপুরুষ[২] ও নিয়ন্তৃ রূপে সাক্ষাৎ উপাসনা করেন। কতকগুলি বেদ বিদ্যা দ্বারা আপনার আরাধনা করেন। কর্ম্মযোগীগণ নানারূপ ও নানা নাম দিয়া নানা

---

১ হিরণ্যগর্ভের উপাসকাদি। ২ অন্তর্যামী স্বরূপ।

বিস্তৃত যজ্ঞ দ্বারা আপনার যাগ করেন। আর, কতকগুলি জ্ঞানী যাবতীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হইয়া জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা জ্ঞানরূপী আপনারই অর্চ্চনা করেন। অন্যান্য কতকগুলির চিত্ত দীক্ষিত;[১] তাঁহারা আপনি যে বিধি উল্লেখ করিয়াছেন, তন্ময় হইয়া তদ্দ্বারা বহুরূপ ও একরূপ[২] আপনারই আরাধনা করেন। আর কতকগুলি শিবোক্ত বিধানে নানা আচার্য্যভেদে[৩] শিবরূপী ভগবান্ আপনারই উপাসনা করেন। হে সর্ব্ব-দেবময়! হে প্রভো! যাঁহারা নানা দেবতার ভক্ত, তাঁহাদিগের বুদ্ধি যদিও অন্যে আসক্ত, তথাপি সকলেই ঈশ্বর আপনারই আরাধনা করেন। প্রভো! যেমন পর্ব্বতজাত নদী সকল বর্ষার জলে পূর্ণ হইয়া সর্ব্ব দিক্ হইতে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, তেমনি সমুদায় গতি অন্তে আপনাতেই প্রবেশ করে; (কারণ) প্রকৃতি আপনার; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির গুণ; এবং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত স্থাবর প্রভৃতি প্রকৃতির কার্য্য সকল এই গুণগণের অন্তর্গত।[৪]

আপনাকে নমস্কার, আপনি সর্ব্বাত্মা[৫] ও সাক্ষী; সুতরাং আপনার বুদ্ধি কিছুতেই লিপ্ত নহে। আর, আপনি সর্ব্ব-

---

১ কাঁহারও বৈষ্ণব দীক্ষায়, কাঁহারও বা শিবদীক্ষায় দীক্ষিত।

২ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ভেদে নানারূপ; আর, নারায়ণ রূপে একরূপ।

৩ শৈব, পাশুপত ইত্যাদি মার্গভেদে।

৪ অতএব ক্রমে উপাধির লয় হইলে চরমে সকলই আপনাতে প্রবেশ করে॥ "যদি কেহই না জানিল, তবে জীবের সংসারনিবৃত্তি কিপ্রকারে হয়?" এই তর্কের উত্তর ক্রমে 'যোগী সাধু সকল' ইত্যাদি 'গুণগণের অন্তর্গত' ইত্যন্ত দ্বারা বলা হইল যে, আপনি সাক্ষাৎ অগোচর বটেন; তথাপি যে যে পথে ভজনা করুক্, আপনি সকল ভজনারই গম্য।

৫ যখন আপনার নিজ ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, তখন আপনার বুদ্ধি কিছুতেই লিপ্ত হইতে পারে না।

বুদ্ধির সাক্ষী।[১] যাঁহাদিগের আত্মা দেবতা, নর ও পশুপক্ষী প্রভৃতি নীচজাতি অবিদ্যাকৃত গুণপ্রবাহ তাঁহাদিগেতেই ভ্রমণ করিতেছে।[২]

অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী আপনার পদ, সূর্য্য আপনার চক্ষু, আকাশ আপনার নাভি, দিক্ সকল আপনাব কর্ণ, স্বর্গ আপনার মস্তক, সুরেন্দ্র সকল আপনার বাহু, সাগর সমুদায় আপনার কুক্ষি, বায়ু আপনার প্রাণ ও বল, বৃক্ষ এবং ওষধি সকল আপনার কেশ, পর্ব্বত সকল শ্রেষ্ঠ আপনার অস্থি ও নখ, রাত্রি ও দিবা আপনার নিমেষ, প্রজাপতি আপনার মেঢ্র, আর, বৃষ্টি আপনার বীর্য্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। জলে জলচর এবং কেশরে মশকদিগের ন্যায়, বহুজীব-সঙ্কুল লোকপাল-সহ লোক সকল অব্যয়াত্মা মনোময়[৩] পুরুষ আপনাতে বিরচিত হইয়া বিচরণ করিতেছে। আপনি ক্রীড়ার নিমিত্ত এই পৃথিবীতে যে যে রূপ ধারণ করেন,[৪] লোকেরা সেই সকল দ্বারা শোক-শূন্য হইয়া আনন্দে আপনার যশ গান করেন।

আপনি আদি মৎস্য হইয়া প্রলয়সাগরের জলে বিচরণ করিয়াছিলেন ; আপনাকে নকস্কার। আপনি হয়গ্রীব হইয়া মধু ও কৈটভকে সংহার করিয়াছিলেন ; আপনাকে নমস্কার।

---

১ অতএব কোথাও আপনার বুদ্ধির লোপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

২ 'প্রকৃতি আপনার' ইত্যাদি দ্বারা পূর্ব্বে আমারও প্রকৃতি সম্বন্ধ নিষ্পাদন করিয়াছ ; তবে অন্যান্যের সহিত আমার কি ইতর বিশেষ রহিল ? এই তর্কের উত্তর ক্রমে বলা হইল 'আপনি সর্ব্বাত্মা' ইত্যাদি 'ভ্রমণ করিতেছে,' পর্য্যন্ত।

৩ অর্থাৎ, মনোবৃত্তি দ্বারা ব্যঙ্গ্য। 'মনোদ্বারাই তিনি দ্রষ্টব্য' ॥ শ্রুতি ॥

৪ আপনার স্বরূপ দুর্ব্বোধ, সাধুরা আপনার অবতার-কথামৃতই সেবন করেন।

আপনি বৃহৎ কচ্ছপ হইয়া মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন; আপনাকে নমস্কার। আপনি শূকরমূর্ত্তি হইয়া পৃথিবীর উদ্ধার করিতে বিহার করিয়াছিলেন; আপনাকে নমস্কার। আপনি বামন হইয়া ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন; আপনাকে নমস্কার। আপনি ভৃগুকুলের অধিপতি হইয়া দর্পিত ক্ষত্রিয়বন ছেদন করিয়াছিলেন; আপনাকে নমস্কার। আপনি রঘুকুলের ধুরন্ধর হইয়া রাবণ বিনাশ করিয়াছিলেন; আপনাকে নমস্কার। আপনি সঙ্কর্ষণ; আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সাত্বতগণের অধিপতি; আপনাকে নমস্কার। আপনি দৈত্যদানবগণের মোহনকারী শুদ্ধ বুদ্ধ; আপনাকে নমস্কার। আপনি ম্লেচ্ছ-প্রায় রাজাগণের নাশকর্ত্তা কল্কি; আপনাকে নমস্কার। ভগবন্! এই সমস্ত লোক আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া, আমি ও আমার, এই অসদ্ আগ্রহ করিয়া কর্ম্ম মার্গে ঘূর্ণিত হয়। প্রভো! মূঢ় আমিও স্বপ্নতুল্য দেহ, পুত্র, গৃহ, দারা, অর্থ ও স্বজনাদিকে সত্য বোধ করিয়া ভ্রমণ করিতেছি। অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হওয়াতে[১] অনিত্য[২] অনাত্ম[৩] ও দুঃখ[৪] এই সকলে আমার বুদ্ধি বিপরীত হইয়াছে[৫]; এবং আমি দ্বন্দ্বে[৬] ক্রীড়া করিতেছি; আত্মা ও প্রিয় আপনাকে জানিতে পারিতেছি না। যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি জলজাত (তৃণাদিতে)[৭] আচ্ছন্ন জল পরিত্যাগ

১ সুতরাং বক্ষ্যমান ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা।

২ কর্ম্ম ফল। ৩ দেহাদি। ৪ দুঃখরূপ গৃহাদি।

৫ অর্থাৎ, উলটা হইয়াছে। অর্থাৎ, অনিত্যকে নিত্য; অনাত্মকে আত্ম; এবং দুঃখকে সুখ বোধ করিতেছি।

৬ সুখ, দুঃখ; শোক, মোহ; ইত্যাদি বিধর্ম্মশীল দুই দুই।

৭ মায়া আত্মপক্ষে তৃণতুল্য।

করিয়া মৃগতৃষ্ণার দিকে ধাবিত হয়, তেমনি আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া পরাঙ্মুখ হইয়া[১] রহিয়াছি। আমার বুদ্ধি বিষয়বাসনায় পরিপূর্ণ হইয়াছে; আমি কাম ও কর্ম্ম দ্বারা ক্ষুভিত এবং উন্মাদি ইন্দ্রিয়গণে ইতস্ততঃ বাহ্যমান মন সংযত করিতে সমর্থ হইতেছি না।[২] এতাদৃশ পরবশ আমি আপনার চরণে শরণ লইলাম; হে অন্তর্যামিন্! আপনার চরণে শরণ লওয়া অসৎ ব্যক্তির দুষ্প্রাপ; অতএব আমি বোধ করি এ আপনার অনুগ্রহ। হে পদ্ম-নাভ! যখন পুরুষের সংসারের সমাপ্তি হইয়া আইসে, তখনই সাধুর উপাসনা দ্বারা আপনার প্রতি তাহার মতি হয়।[৩]

আপনি বিজ্ঞানমাত্র ও যাবতীয় জ্ঞানের কারণ। আপনি পরিপূর্ণ এবং আপনার শক্তি অনন্ত; সুতরাং পুরুষের ঈশ্বর সকলের[৪] নিয়ন্তা। আপনাকে নমস্কার। আপনি বাসুদেব;[৫] সর্ব্বভূতের আশ্রয়[৬] ও হৃষীকেশ;[৭] আপনাকে নমস্কার। প্রভো আমাকে পরিত্রাণ করুন; আমি প্রপন্ন।

অক্রূর কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব নামক চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ অর্থাৎ, দেহাদির দিকে অভিমুখ হইয়া।

২ যদি এতই জান, তবে বিষয়াভিমুখ হইয়া রহিয়াছ কেন? এই তর্কের উত্তর ক্রমে বলা হইল 'আমার বুদ্ধি' ইত্যাদি 'সমর্থ হইতেছি না' ইত্যন্ত।

৩ সাধুদিগের সেবা করিলে এইরূপ হইতে পারে, আমার অনুগ্রহ আর কি আছে? এই তর্কের উত্তর ক্রমে বলা হইল 'হে পদ্মনাভ' ইত্যাদি 'মতি হয়' পর্য্যন্ত।

৪ সুখ দুঃখাদির উৎপাদক কাল কর্ম্ম প্রভৃতি।

৫ চিত্তের অধিষ্ঠাতা।

৬ অহঙ্কার প্রাণিগণের আশ্রয়; অতএব আপনি অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা—সঙ্কর্ষণ।

৭ বুদ্ধি ও মনের অধিষ্ঠাতা—প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এতদ্দ্বারা চতুর্মূর্ত্তির স্তব করা হইল।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, অক্রূর স্তব করিতেছিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ, নট ন্যাট্যের ন্যায়, জলের মধ্যে তাঁহাকে আপন শরীর প্রদর্শন করিয়া পুনর্ব্বার সংহার করিলেন। তিনিও (তাঁহাকে) অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া জলের মধ্য হইতে উৎথান করত শীঘ্র আবশ্যকীয় কর্ম্ম সকল সমাপন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রথে প্রত্যাগমন করিলেন। হৃষীকেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি এই স্থানে ভূমিতে, আকাশে বা জলে কোন অদ্‌ভুত দর্শন করিয়াছেন? আপনাকে সেইরূপ বোধ হইতেছে।

অক্রূর কহিলেন, ভূমিতে, আকাশে বা জলে যে কিছু অদ্‌ভুত আছে, সকলই আপনাতে রহিয়াছে; যখন আপনাকে বিশেষ করিয়া দর্শন করিয়াছি, তখন কোন্ অদ্‌ভুত না দর্শন করিয়াছি? হে পরমেশ্বর! ভূমিতে, আকাশে বা জলে যে কিছু অদ্‌ভুত আছে, সমুদায় যাঁহাতে রহিয়াছে, সেই আপনাকে এতক্ষণ দর্শন করি নাই; অতএব এই স্থানে আর কি অদ্‌ভুত দেখিব?

গান্দিনীনন্দন এই কথা কহিয়া রথ চালনা করিয়া দিলেন; এবং রাম শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া দিনশেষে মথুরায় উপস্থিত হইলেন। রাজন্! পথে আসিবার সময় যে যে গ্রামের মধ্য-

দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই গ্রামের লোকেরা নিকটে আসিয়া রাম কৃষ্ণকে দর্শন করত আনন্দিত হইয়া দৃষ্টি (আর) ফিরাইল না। নন্দাদি ব্রজবাসী সকল অগ্রে আগমন করিয়া নগরের উপবনে উপস্থিত হইয়া ততক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ জগদীশ্বর তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া হস্ত দ্বারা বিনীত অক্রূরের হস্ত ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিলেন, তাত! আপনি যান লইয়া অগ্রে নগরে ও আপনার গৃহে প্রবেশ করুন। আমরা এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া পরে পুরী দর্শন করিব।

অক্রূর কহিলেন, আমি আপনাদিগকে না লইয়া পুরী প্রবেশ করিব না। হে ভক্তবৎসল! আমি আপনার ভক্ত; আমাকে ত্যাগ করা আপনার উচিত হয় না। আসুন, গমন করা যাউক; হে অধোক্ষজ! হে সুহৃত্তম! জ্যেষ্ঠের, গোপালগণের এবং বন্ধুদিগের সহিত আমাদিগের গৃহ সনাথ করুন। আমরা গৃহস্থ; পাদধূলি দ্বারা আমাদিগের গৃহ পবিত্র করুন। ঐ পাদধূলির প্রক্ষালনজলে পিতৃগণ এবং অগ্নিগণের সহিত দেবগণ তৃপ্ত হন। পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া, মহাত্মা বলি পবিত্রকীর্ত্তনের যোগ্য হইয়াছেন; এবং অতুল ঐশ্বর্য্য ও ভক্তদিগের গতি লাভ করিয়াছেন। আপনার পবিত্র পাদপ্রক্ষালনজল ত্রিলোক পবিত্র করিয়াছে; মহাদেব ঐ জল মস্তকে ধারণ; এবং সগরের সন্তান সকল ঐ জলের প্রভাবে সর্গে গমন, করিয়াছিলেন। হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে পুণ্যশ্রবণ! হে পুণ্যকীর্ত্তন!

হে যদুশ্রেষ্ঠ! হে উত্তমশ্লোক! হে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আর্য্যের সমভিব্যাহারে আপনার গৃহে গমন করিব; এবং যদুকুলের হিংসককে সংহার করিয়া বন্ধুদিগের ইষ্ট সাধন করিব।

ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া, অক্রূর কিঞ্চিৎ বিমনা হইয়া পুরীতে প্রবেশ করত কংসকে কার্য্য নিবেদন করিয়া গৃহে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া বলরামের সমভিব্যাহারে গোপগণে পরিবৃত হইয়া অপরাহ্ণে মথুরা প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, উহার গোপুরদ্বার সকল স্ফটিকে নির্ম্মিত এবং উচ্চ। তোরণ সকল অতি বৃহৎ; এবং তোরণের কবাট সকল স্বর্ণে নির্ম্মিত। কোষ্ঠ সমুদায় তাম্র এবং পিত্তলে রচিত। যে পরিখা রহিয়াছে, তাহাতে উহাকে আক্রমণ করা দুঃসাধ্য। উদ্যান এবং রম্য উপবনে উহার শোভা হইয়াছে। সুবর্ণময় চতুষ্পথ, ধনিক-ভবন, গৃহোচিত উপবন, একরূপ ব্যবসায়ীদিগের মণ্ডলী এবং গৃহ সকল উহাকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। বৈদূর্য্য-বজ্র স্ফটিক-নীল-বিদ্রুম-ও-মরকত-বিশিষ্ট বড়ভী,[১] বেদী,[২] গবাক্ষ-রন্ধ্র, এবং কুট্টিমে[৩] বসিয়া পারাবত সকল শব্দ করিতেছে। রাজপথ, পণ্যবীথি, পথ ও চত্বর[৪] সকল অভিষিক্ত। উহাতে

১ গৃহের উপরিভাগে বক্র-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আবরণ।
২ বড়ভীর অধোভাগে বিরচিত প্রারম্ভবেদিকা —(চাতাল।)
৩ প্রস্তরাদি দ্বারা বদ্ধ ভূমি। ৪ উঠান॥ বাং॥

মাল্য, অঙ্কুর, লাজ ও তণ্ডুল বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। উহার গৃহের দ্বার সকল দধি ও চন্দন দ্বারা সিক্ত, পুষ্পের ও দীপের মালা-বিশিষ্ট, পল্লবযুক্ত, সবৃন্ত-রম্ভা-ও-গুবাক-সহিত, ধ্বজাসমন্বিত, পাট্টিকা[১] সংযুক্ত, পূর্ণ কলসে শোভিত হইয়া আছে।[২]

রাজন্! বসুদেবের দুই পুত্র বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া রাজমার্গ দ্বারা সেই পুরী প্রবেশ করিলেন। পুরস্ত্রী সকল তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ত্বরান্বিত হইয়া উপস্থিত হইল, এবং প্রাসাদে আরোহণ করিল। কেহ কেহ বিপরীত ভাবে বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া, কেহ কেহ, যে অলঙ্কার দুই খানি করিয়া ধারণ করিতে হয়,[৩] তাহার এক খানি ভুলিয়া, কেহ কেহ দুই কর্ণের এক কর্ণে পত্র রচনা করিয়া, কেহ কেহ এক চরণে নূপুর পরিধান করিয়া, (আর,) কোন কোন কামিনী দ্বিতীয় লোচনে অঞ্জন না দিয়া (যাত্রা করিল।) কেহ কেহ ভোজন করিতেছিল, ফেলিয়া (ধাবিত হইল;) সখী সকল কাহারও অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতেছিল, সে স্নান না করিয়াই (চলিল;) কেহ কেহ নিদ্রা যাইতেছিল, শব্দ শ্রবণ করত উৎথান করিয়া (ধাবিত হইল;) মাতৃগণ সন্তান-দিগকে স্তন পান করাইতেছিলেন, পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। মত্ত-দ্বিরদেন্দ্র-বিক্রম পদ্মলোচন প্রগল্‌ভ লীলার সহিত হাস্য ও কটাক্ষ বিক্ষেপ, এবং লক্ষ্মীর আনন্দোৎপাদক

---

১ বিতস্তিপ্রমাণ পটবস্ত্র।

২ রীতি এইরূপ;—প্রথমতঃ দ্বারের উভয় দিকে তণ্ডুলের উপর কলস; কলসের চতুর্দ্দিকে কুসুমের শ্রেণী; কণ্ঠে পাট্টিকা; মুখে আম্রাদি শাখা; তাহার উপর আর একটি পাত্রে দীপশ্রেণী। তাহার নিকটে রম্ভা, গুবাক ও তোরণ।

৩ কঙ্কণ, বলয় ইত্যাদি।

নিজ শরীর, দ্বারা নয়নের আনন্দ উৎপাদন করত তাহা-দিগের মন হরণ করিলেন। হে শক্রদমন![1] বারংবার শ্রবণ করাতে তাহাদিগের চিত্ত তাঁহারই প্রতি ধাবিত হইয়াছিল; (এক্ষণে) তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার কটাক্ষ ও উদ্গত-হাস্য-সুধার অভিষেকে মান লাভ করিয়া নেত্রমার্গ দ্বারা মনোমধ্যে প্রাপ্ত আনন্দ মুর্ত্তিকে আলিঙ্গন করত পুলকিতাঙ্গী হইয়া, মনোব্যথা দূর করিল।

প্রীতিবশে প্রমদাগণের মুখপদ্ম প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তাহারা প্রাসাদশিখরে আরোহণ করত রামকেশবের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণও আনন্দিত হইয়া স্থানে স্থানে জলপাত্র-সমন্বিত আতপতণ্ডুল, মাল্য, গন্ধ ও উপকরণ দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। পৌরস্ত্রীসকল কহিতে লাগিল, অহো; গোপীরা কি মহৎ তপস্যাই আচরণ করিয়াছিল; তাহারা নরলোকের এই দুই মহোৎসবকে অনুক্ষণ দর্শন করে!

(অনন্তর) শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, এক জন রঙ্গকার রজক আসিতেছে। দেখিয়া তাহার নিকট উত্তম উত্তম ধৌত বস্ত্র সকল যাচ্ঞা করিলেন;—(কহিলেন,) অহে রজক! আমা-দিগকে সমুচিত বস্ত্র প্রদান কর; আমরা যোগ্য পাত্র। দান করিলে তোমার অত্যন্ত মঙ্গল হইবে; তাহাতে সন্দেহ নাই।

সর্ব্বতঃ-পরিপূর্ণ ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া রাজার ভৃত্য নিরতিশয়-অহঙ্কারী রজক কুপিত হইয়া তিরস্কার করত

---

১ যিনি শক্রকে, (কামকে,) দমন করেন॥ এইরূপ সম্বোধন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই কথা শুনিয়া শৃঙ্গার রসে নিমগ্ন হইও না।

কহিল, রে উদ্বৃত্ত! তোরা গিরিকাননে ভ্রমণ করিস্; নিত্য এইরূপ বস্ত্রই পরিধান করিয়া থাকিস্ বটে! রাজার দ্রব্য যাচ্ঞা করিতেছিস্! শীঘ্র পলায়ন কর। মূর্খ! যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এরূপ প্রার্থনা করিস্ না। রাজার লোকেরা দর্পিত ব্যক্তিকে বন্ধন করিতে পারে; নাশ করিতে পারে; এবং তাহার সম্পত্তি হরণ করিতে পারে।

সেই রজক এইরূপ তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে দেবকীনন্দন কুপিত হইয়া হস্ত দ্বারা তাহার শরীর হইতে মস্তক হরণ করিলেন। তাহার অনুজীবিগণ কৌষেয় বস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া চারি দিকের পথ দিয়া পলায়ন করিল। অচ্যুত বস্ত্র সকল গ্রহণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব, আপনারা যে বস্ত্র ভাল বাসেন, সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া, কতকগুলি ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, অবশিষ্টগুলি গোপদিগকে অর্পণ করিলেন।

তাহার পর (এক) তন্তুবায় আনন্দিত হইয়া, যে রূপে শোভা হয়, সেই রূপে বিবিধ বস্ত্রনির্ম্মিত ভূষণ দ্বারা তাঁহাদিগের দুই জনের বেশ রচনা করিয়া দিল। রামকৃষ্ণ নানাপ্রকার বেশ ধারণ করত, পর্ব্বদিবসে সুন্দর রূপে অলঙ্কৃত কৃষ্ণবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ বাল গজের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া সেই তন্তুবায়কে আপনার সারূপ্য, এবং ইহ লোকে পরম লক্ষ্মী, বল, ঐশ্বর্য্য, স্মৃতিশক্তি ও ইন্দ্রিয়-পটুতা প্রদান করিলেন।

তাহার পর দুই জনে সুদামা নামক মালাকারের ভবনে

গমন করিলেন। সুদামা তাঁহাদিগের দুই জনকে দর্শন করত উত্থান করিয়া মস্তক দ্বারা ভূমিতে নমস্কার করিল; এবং আসন আনিয়া দিয়া পাদ্যঅর্ঘ্য পূজোপকরণ, মাল্য, তাম্বূল ও চন্দন দ্বারা তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের অনুচরগণের পূজা করিল; কহিল, প্রভো! আপনাদিগের আগমনে আমাদিগের জন্ম সার্থক এবং কুল পবিত্রীকৃত, হইল। আর, পিতৃ ও দেবগণ আমার প্রতি তুষ্ট হইলেন। আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বের ও জগতের চরম কারণ; মঙ্গল ও উদ্‌ভবের নিমিত্ত এই পৃথিবীতে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যিনি ভজনা করেন, আপনারা তাঁহাকেই ভজনা করিয়া থাকেন সত্য; তথাপি আপনাদিগের বিষম দৃষ্টি নাই; কারণ, আপনারা জগতের আত্মা ও বন্ধু; এবং সর্ব্বভূতেই সমান। আমি এতাদৃশ আপনার ভৃত্য; আমাকে আজ্ঞা করুন। আপনাদিগের কি করিব? আপনারা যে কোন পুরুষকে নিয়োগ করেন, সে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।

হে রাজেন্দ্র! এইপ্রকার নিবেদন করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, সুদামা মনোমধ্যে আনন্দিত হইয়া সুগন্ধি কুসুমে মালা সকল রচনা করিয়া প্রদান করিল। রামকৃষ্ণ অনুচরগণের সহিত সেই সকল মালায় সুন্দররূপে ভূষিত হইয়া প্রণত, প্রপন্ন (মালাকারকে) বিবিধ বর দান করিলেন। সে অখিলাত্মা তাঁহাতেই অচলা ভক্তি, তাঁহার ভক্তগণের সহিত সৌহার্দ্দ, এবং প্রাণীদিগের প্রতি পরম দয়া প্রার্থনা করিল।

(শ্রীকৃষ্ণ) তাহাকে এই সকল বর, এবং বংশবর্দ্ধিনী লক্ষ্মী,

বল, আয়ু, যশ ও কান্তি দান করিয়া অগ্রজের সহিত বহির্গত হইলেন।

পুর-প্রবেশ-নামক একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, অনন্তর সুখপ্রদ মাধব রাজপথ দিয়া গমন করিতে করিতে এক বিলেপন-পাত্র-হস্তা, যুবতী, বরাননা, কুব্জা স্ত্রীকে গমন করিতে দর্শন করিয়া হাস্য করত কহিলেন, হে বরোরু! হে অঙ্গনে! তুমি কে? এই অনুলেপনই বা কাহার? আমাদিগের নিকট যথার্থ করিয়া উল্লেখ কর। আমাদিগের দুই জনকে উত্তম অঙ্গবিলেপন দান কর। তাহা হইলে অবিলম্বে তোমার মঙ্গল হইবে।

সৈরিন্ধ্রী কহিল, হে সুন্দর! আমার নাম ত্রিবক্রা; আমি কংসের দাসী; অনুলেপন আমার কার্য্য; কার্য্যে পটুতা থাকাতে (রাজা) আমার যথেষ্ট আদর করেন। আমার প্রস্তুত করা, ভোজপতির অতিপ্রিয় (এই অঙ্গলেপন) আপনারা দুই জন ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি পাইতে পারেন?

(রাজন্!) রূপ, কোমল মাধুর্য্য, হাস্য, আলাপ ও দৃষ্টি দ্বারা আত্মা বশীভূত হওয়াতে, (কুব্জা) উভয়কে গাঢ় অনুলেপন প্রদান করিল। তাহার পর তাঁহারা দুই জনে আপন আপন বর্ণ হইতে ভিন্ন বর্ণে শোভমান, এবং (দেহের) পরভাগে অনুলিপ্ত সেই অঙ্গরাগে রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতে

লাগিলেন। ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া, দর্শনের ফল প্রদর্শন করত, ত্রিবক্রা, চারুবদনা কুব্জাকে সরল করিতে মন করিলেন। অচ্যুত পাদদ্বয় দ্বারা তাহার দুই পদের অগ্রভাগ চাপিয়া, হস্তের দুই অঙ্গুল উত্তোলন করত, তদ্দ্বারা চিবুক ধারণ করিয়া দেহ উত্তোলন করিলেন। মুকুন্দের স্পর্শে তৎক্ষণমাত্রে তাহার শরীর সরল ও সমানাঙ্গ, এবং নিতম্ব ও পয়োধর বৃহৎ, হওয়াতে সে এক উত্তম প্রমদা হইয়া উঠিল। তাহার পর রূপ-গুণ-ও-ঔদার্য্য-সম্পন্না এবং মনোভবের বশীভূতা হইয়া সগর্ব্বে কেশবের উত্তরীয়প্রান্ত আকর্ষণ করিয়া কহিল, বীর! আসুন, গৃহে গমন করি; আমি এই স্থানে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে পারি না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার চিত্ত মন্থন করিয়াছেন; আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

কামিনী এই কথা কহিলে, শ্রীকৃষ্ণ দর্শনকারী রামের এবং অনুচরগণের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে কহিলেন, হে সুভ্রু! আমি কার্য্য সাধন করিয়া তোমার মনঃপীড়ানাশক গৃহে আগমন করিব; আমরা অকৃতদার পথিক; তুমি আমাদিগের পরম আশ্রয়।

(কেশব) মধুর বাক্যে তাহাকে বিদায় করিয়া রাজমার্গে বণিক্‌পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন; (বণিকেরা) নানা উপহার, তাম্বূল, মালা ও গন্ধ দ্বারা অগ্রজের সহিত তাঁহার পূজা করিলেন। তদ্দর্শনজন্য মদনাবেগ হেতুক স্ত্রীগণের বসন, কবরী ও বলয় খসিয়া পড়িল; তাহারা চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া আপনাদিগকে জানিতে পারিল না।

অনন্তর অচ্যুত পৌরদিগকে ধনুর্যজ্ঞশালা জিজ্ঞাসা

করিয়া, তথায় প্রবেশ করত ইন্দ্রধনুর ন্যায় অদ্ভুত ধনু দর্শন করিলেন। বহু জনে ঐ পরম-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ধনুর রক্ষা ও অর্চ্চনা করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ নরগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও হাস্য করত ঐ ধনু গ্রহণ করিলেন। দর্শনকারী জনগণের সমক্ষে লীলাক্রমে বাম করে গ্রহণ করত নিমিষমধ্যে উহাতে জ্যা যোজনা করিয়া, উরুক্রম, মদকরী যেরূপ ইক্ষুদণ্ড ভগ্ন করে, সেইরূপ আকর্ষণ করত মধ্যভাগে ভগ্ন করিলেন। ধনু যখন ভগ্ন হইতে লাগিল, তখন তাহার শব্দ আকাশ, অন্তরীক্ষ ও দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিল। কংস সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীত হইল। ঐ ধনুর বধোদ্যত রক্ষক সকল কুপিত হইয়া, অনুচরের সহিত তাঁহাকে ধারণ করিবার মানসে বলিতে লাগিল, ধারণ কর ; বধ কর। রামকৃষ্ণ তাহাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন ; এবং ধনুর দুই খণ্ড লইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কংস যে সৈন্য প্রেরণ করিল, তাহাও বিনাশ করিয়া, পরে শালামুখ হইতে বহির্গত হইয়া নগরের সম্পত্তি নিরীক্ষণ করত হৃষ্ট হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পুরবাসী সকল তাঁহাদিগের দুই জনের সেই অদ্ভূত বীর্য্য, তেজ, ধৃষ্টতা ও রূপ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে দুই শ্রেষ্ঠ দেবতা মনে করিল।

রামকৃষ্ণ স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে সূর্য্য অস্ত গমন করিলেন। তাহারা গোপগণের সহিত, যে স্থানে শকট সকল স্থাপিত হইয়াছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের নির্গমণসময়ে গোপীরা যে সকল আশীর্ব্বাদ

আশংসা করিয়াছিল,[১] মধুপুরে জনগণের সে সমুদায়ই ফলিল; কারণ, তাহারা পুরুষভূষণের গাত্রলক্ষ্মী দর্শন করিল; কমলা ভজনাকারী অন্যান্য ব্যক্তিকে[২] পরিত্যাগ করিয়া ঐ গাত্রের আশ্রয় কামনা করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ পাদ প্রক্ষালন করত ক্ষীর-মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়া, কংস কি করিতেছেন, তাহা জ্ঞাত হইয়া, সুখে সেই রাত্রি যাপন করিলেন।

এ দিকে দুর্ম্মতি কংস সেই ধনুঃ ভঙ্গ, এবং রক্ষকদিগের ও তাঁহার নিজের সেনা সংহার, করিয়া গোবিন্দ ও রাম যে কেবল ক্রীড়া[৩] করিয়াছেন, তাহার সংবাদ পাইয়া ভীত হইলেন; দীর্ঘকাল তাঁহার নিদ্রা হইল না; জাগরণ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাতে মৃত্যুর দৌত্যকর বিবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রতিরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে আপন মস্তক দেখিতে পাইলেন না; অঙ্গুলি প্রভৃতি চক্ষুর কোন অন্তর্দ্ধান পদার্থ না থাকিলেও প্রত্যেক জ্যোতিঃ-পদার্থকে দুই দুই বোধ হইতে লাগিল। প্রতিবিম্বে ছিদ্রের প্রতীতি হইতে লাগিল। প্রাণশব্দ[৪] শুনিতে পাইলেন না। বৃক্ষগণে স্বর্ণবর্ণের প্রতীতি হইতে লাগিল। (ধূলিকর্দ্দমাদিতে) নিজ পদচিহ্নদর্শন হইল না।[৫] স্বপ্নে প্রেতের সহিত আলিঙ্গন,

---

১ "অদ্য তাহাদিগের রজনী সুপ্রভাত হইল" "অদ্য তাঁহাদিগের নয়নের" ইত্যাদি।

২ ব্রহ্মাদি।

৩ অর্থাৎ, তাঁহাদিগের সে পরাক্রম নহে।

৪ কর্ণপুট আচ্ছাদন করিলে, তাহার মধ্যে যে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

৫ এই সকল জাগরণ অবস্থার দুর্নিমিত্ত। নিদ্রাবস্থার দুর্নিমিত্ত সকল পরে বলা হইতেছে।

গৰ্দ্দভে আরোহণ করিয়া গমন, ও মৃণাল ভক্ষণ, করিতে লাগিলেন; এবং দেখিলেন, এক জন তৈলাক্তকলেবর দিগম্বর যবাপুষ্পের মালা ধারণ করিয়া গমন করিতেছে।

জাগরণ-ও-স্বপ্নাবস্থায় এইপ্রকার অন্যান্য দুর্নিমিত্ত দর্শন করত (রাজা) ভীত হইয়া চিন্তাবশতঃ নিদ্রা যাইতে পারিলেন না।

হে কুরুনন্দন! রাত্রি প্রভাত, এবং জলমধ্য হইতে আদিত্য উদিত, হইলে, কংস মল্লক্রীড়ামহোৎসব আরম্ভ করাইলেন। পুরুষেরা রঙ্গস্থানের পূজা ও তূরী, ভেরী বাদন করিল; এবং মঞ্চ সকল মাল্য, পতাকা, চৈল ও তোরণে অলঙ্কৃত হইল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি পৌর ও জনপদবাসিগণ সেই সকল মঞ্চে যথাসুখে উপবেশন করিলেন; রাজারা আসন গ্রহণ করিলেন; এবং কংস অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া রাজমঞ্চে মণ্ডলেশ্বরদিগের মধ্যভাগে তাপিত অন্তঃকরণে উপবেশন করিলেন। বাদ্য বাজিতে আরম্ভ হইলে, যখন মল্লতাল তাহার উপরে শ্রুত হইতে লাগিল, তখন দর্পিত মল্লগণ সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া উপাধ্যায়দিগের সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিল। চানূর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশল, এই সকলে মনোহর বাদ্যে হৃষ্ট হইয়া মল্লরঙ্গে উপস্থিত হইল। নন্দাদি গোপগণ ভোজরাজের আহ্বান পাইয়া উপঢৌকন প্রদান করত এক মঞ্চে উপবেশন করিলেন।

মল্লরঙ্গবর্ণন-নামক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, হে পরন্তপ! অনন্তর রামকৃষ্ণ শৌচক্রিয়া সমাপন করিয়া মল্লদুন্দুভির শব্দ শ্রবণ করত, দর্শন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, হস্তিপক-চালিত কুবলয়াপীড় হস্তী তথায় অবস্থিতি করিতেছে। শৌরি যুদ্ধবেশ-বিরচণ-পূর্ব্বক বক্র অলকজাল বন্ধন করিয়া মেঘের শব্দের ন্যায় বাক্যে হস্তিপকে কহিলেন, অহে হস্তিপ! হস্তিপ! আমাদিগের দুই জনকে পথ দেও; শীঘ্র সরিয়া যাও; না হইলে হস্তীর সহিত তোমাকে এখনই যমসদনে প্রেরণ করিব।

হস্তিপক তিরস্কৃত হইয়া কুপিত হইল; এবং কালান্তক যমতুল্য হস্তীকে কুপিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে চালাইয়া দিল। গজরাজ অভিমুখে ধাবিত হইয়া শুণ্ড দ্বারা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিল। তিনি শুণ্ড হইতে বিগলিত হইয়া হস্তীকে পাদদেশে আঘাত করিয়া অদৃশ্য হইলেন। ক্রুদ্ধ হস্তী কেশবকে না দেখিয়া ঘ্রাণ দ্বারা তাঁহাকে বাহির করিয়া শুণ্ডাগ্রে ধারণ করিল; তিনিও বল করিয়া নির্গত হইলেন। গরুড় যেমন ক্রীড়াচ্ছলে সর্পের, তিনি তেমনি অতিবল (হস্তীর) পুচ্ছ ধরিয়া পঞ্চবিংশতি ধনু টানিয়া লইয়া গেলেন। হস্তী যেমন বাম ও দক্ষিণে ভ্রমণ করিতে লাগিল,

অচ্যুত অমনি তাহাকে ভ্রমণ করাইয়া, গোবৎসের সহিত বালকের ন্যায়, তাহার সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।[১] তাহার পর অভিমুখে আগমন করত বারণকে হস্ত দ্বারা আঘাত করিয়া চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত দৌড়িতে দৌড়িতে পদে পদে স্পৃষ্ট হইয়া তাহাকে পাতিত করিলেন। তিনি ক্রীড়াক্রমে দৌড়িতে দৌড়িতে ভূমিতে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ উৎথান করিলেন। তিনি পতিত হইয়াছেন, মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হস্তী দুই দন্ত দ্বারা পৃথিবীতে আঘাত করিল। আপন বিক্রম ব্যর্থ হইলে পর, গজরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রোষপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল। সে দৌড়িয়া যেমন নিকটে উপস্থিত হইল, অমনি ভগবান্ মধুসূদন হস্ত দ্বারা তাহার হস্ত ধারণ করত তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। হস্তী পাতিত হইলে মৃগেন্দ্রের ন্যায় অবলীলাক্রমে তাহাকে পাদ দ্বারা আক্রমণ করত দন্ত উৎপাটন করিয়া, হরি তদ্দ্বারা তাহাকে এবং হস্তিপদিগকে বধ করিলেন। (পরে) মৃত হস্তীকে পরিত্যাগ করিয়া দন্তহস্তে (রঙ্গে) প্রবেশ করিলেন। স্কন্ধে দন্ত স্থাপিত; (গাত্র) রুধির ও মদকণায় অঙ্কিত; বদনাম্বুজে ঘর্ম্মবিন্দু উদ্গত। এই রূপে তাঁহার শোভা হইল।

রাজন্! বলদেব ও জনার্দ্দন কতিপয় গোপে পরিবৃত হইয়া দন্তরূপ উৎকৃষ্ট অস্ত্র ধারণ করত রঙ্গে প্রবেশ করিলেন।

---

১ শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত হস্তী যদি দক্ষিণে ফিরিল, শ্রীকৃষ্ণ অমনি তাহার পুচ্ছ ধরিয়া তাহাকে বামে ফিরাইলেন; যদি বামে ফিরিল, অমনি দক্ষিণে ফিরাইলেন।

(হরি) অগ্রজের সহিত রঙ্গে প্রবেশ করিলে, মল্লগণ বজ্র, মনুষ্যগণ মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণ মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, গোপগণ স্বজন, অসৎ মহীপালগণ শাসনকর্ত্তা, তাঁহার আপন পিতামাতা শিশু, ভোজপতি মৃত্যু, অজ্ঞগণ জড়, যোগী সকল পরম তত্ব এবং বৃষ্ণিগণ পরম দেবতা বোধ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! কুবলয়াপীড়কে নিহত, এবং তাঁহাদিগের দুই জনকে জয় করা দুঃসাধ্য, দর্শন করিয়া কংসও মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইলেন। মহাভুজ দুই জনে বিচিত্র বেশ, আভরণ, মালা ও বস্ত্র ধারণ করত রঙ্গে প্রবেশ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন; এবং উৎকৃষ্টবেশধারী দুই নটের ন্যায়[১] প্রভা দ্বারা দর্শকদিগের মন বিচলিত করিলেন।

রাজন্! দুই পুরুষশ্রেষ্ঠকে দর্শন করত মঞ্চস্থিত নাগরিক এবং রাষ্ট্রিক জনগণের চক্ষু ও মুখ হর্ষবেগে প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল; তাঁহারা চক্ষুর্দ্বারা তাঁহাদিগের মুখ পান করিতে লাগিলেন; তথাপি তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইল না। তাঁহারা চক্ষুর্দ্বারা যেন পান, জিহ্বা দ্বারা যেন লেহন, দুই নাসারন্ধ্র দ্বারা যেন আঘ্রাণ এবং বাহুদ্বয় দ্বারা যেন আলিঙ্গন, করত, যেরূপ দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই রূপে পরস্পর কহিতে লাগিলেন। রামকেশবের রূপ, গুণ, মাধুর্য্য ও ধৃষ্টতা, তখন তাঁহাদিগকে ঐ সকল স্মরণ করাইয়া দিল। (তাঁহারা কহিতে লাগিলেন,) ইহাঁরা দুই জন সাক্ষাৎ হরির

---

১ এই উপমা দ্বারা প্রকাশ করা হইল যে তাঁহাদিগের ভয় হয় নাই।

অংশে এই পৃথিবীতে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনিই দেবকীর গর্ভে উৎপন্ন হন ; ইহাঁকেই গোকুলে লইয়া যাওয়া হয় ; তথায় এত কাল গুপ্তভাবে বাস করিয়া নন্দের গৃহে বৃদ্ধি পাইয়াছেন। ইনিই পূতনা, চক্রবাত দানব, যমলার্জ্জুন, ধেনুক, কেশী, শঙ্খচূড় এবং তদ্বিধ (অঘাসুরাদি) অন্যান্যকে শেষ করিয়াছিলেন। ইনিই রাখালগণের সহিত গোদিগকে অগ্নিরূপী দানবের গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন ; ইনিই কালিয় সর্প দমন করিয়াছিলেন ; ইনিই ইন্দ্রের গর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন ; ইনিই সপ্তাহ এক হস্তে করিয়া গিরিরাজ ধারণ করিয়াছিলেন ; এবং ইনিই বর্ষা, বাত ও বজ্র হইতে গোকুল রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁর মুখে হাস্য ও কটাক্ষ নিত্য প্রকাশিত ; গোপীগণ ইহাঁরই ঈষৎশ্রান্ত মুখ দর্শন করিয়া আনন্দে বিবিধ সন্তাপ উত্তীর্ণ হয়। (লোকে) কহিয়া থাকে, যদুর বহুবিখ্যাত বংশ ইহাঁ কর্ত্তৃকই রক্ষিত হইয়া লক্ষ্মী, যশ ও মহত্ত্ব লাভ করিবে।

ইনি ইহাঁর অগ্রজ কমললোচন শ্রীমান্ রাম। ইনি প্রলম্বকে এবং বৎস ও বকাদিকে[১] সংহার করিয়াছিলেন।

লোকেরা এইরূপ কহিতেছিলেন, এবং বাদ্য যন্ত্র সকল বাজিতেছিল, এই সময় চানূর রাম কৃষ্ণকে ডাকিয়া কহিল, হে নন্দতনয়! হে রাম! তোমরা দুই জনে বীর্য্যবান্ বলিয়া সম্মত, এবং বাহুযুদ্ধে পটু, ইহা শ্রবণ করিয়া দেখিতে অভিলাষী হইয়া রাজা তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

---

১ ধেনুক, বক ও বৎসাসুরাদি বধের যে উলটা পালটা করা হইয়াছে, তাহা ক্রমরবের নিশ্চয়তা নাই বলিয়াই জানিবে।

প্রজা সকল কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা যদি রাজার অভীষ্ট সাধন করে, তাহা হইলেই তাহাদিগের মঙ্গল হয়; ইহার বিপরীত হইলে অন্যথা ঘটে। ব্যক্ত আছে যে, গোপালগণ নিত্য আনন্দিত হইয়া বনমধ্যে মল্লযুদ্ধে ক্রীড়া করত গোচারণ করে। অতএব আইস, তোমরা এবং আমারও রাজার ইষ্ট সাধন করি। তাহা হইলে প্রাণী সকল আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইবে; কারণ, রাজা সর্ব্ব-প্রাণি-ময়।

শ্রীকৃষ্ণ তাহা শ্রবণ, এবং বাহুযুদ্ধ আমার অভীষ্ট, এই মনে, করিয়া, উহার অভিনন্দন করিয়া, দেশ ও কালের সমুচিত বাক্য বলিলেন;—আমরা বনেচর বটি, তথাপি এই ভোজপতিরই প্রজা। রাজার অভীষ্ট সাধন করিব। ইহা ত আমাদিগের পক্ষে অনুগ্রহ। (কিন্তু) আমরা বালক, যাঁহাদিগের বল আমাদিগের সমান, আমরা তাঁহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিব; অধর্ম্ম মল্লসভাসদ্‌দিগকে স্পর্শ না করে, এই জন্য বাহুযুদ্ধ ন্যায়সঙ্গতই হওয়া উচিত।

চানূর কহিল, তুমি কিংবা বলদেব; (তোমরা কেহই) বালকও নহ, কিশোরও নহ। তোমরা বলশালী ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ। যে হস্তী সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিত, তুমি অবলীলাক্রমে সেই হস্তীকে বধ করিয়াছ। অতএব যাহারা বলী, তোমাদিগের সহিত তাহাদিগেরই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য; তাহাতে কোন ভাগে অধর্ম্ম নাই। হে বৃষ্ণিনন্দন! তুমি আমার উপর বিক্রম প্রকাশ কর; আর, মুষ্টিক বলভদ্রের উপর বিক্রম করুক।

মল্লক্রীড়ার উদ্যোগ নামক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, এইরূপে স্থিরসংকল্প হইয়া ভগবান্ মধুসূদন চানূরকে, এবং রোহিণীনন্দন মুষ্টিককে, ধারণ করিলেন। হস্তদ্বয় দ্বারা হস্তদ্বয়, এবং দুই পদ দ্বারা দুই পদ, বন্ধন করত জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া উভয়ে পরস্পর আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এক জন নিজের দুই অরত্নি* দ্বারা অন্য জনের অরত্নি, দুই জানু দ্বারা দুই জানু, মস্তক দ্বারা মস্তক, এবং বক্ষঃস্থল দ্বারা বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিলেন। পরিভ্রামণ,[১] বাহুযুগল দ্বারা নিষ্পীড়ন, অধঃক্ষেপ, উৎসর্পণ[২] এবং অপসর্পণ[৩] দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। উৎথাপন,[৪] উন্নয়ন,[৫] চালন[৬] ও স্থাপন[৭] দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া উভয়েই আপন দেহের অপকার করিলেন।

রাজন্! ঐ যুদ্ধের এক দিকে বল, এবং অন্য দিকে অবল,

---

* কুনুই হইতে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত॥ কেবল কুনুইকেও কহিয়া থাকে॥

১ হস্তাদি গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে চালন।

২ ছাড়িয়া দিয়া অগ্রে গমন।

৩ ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাতে গমন।

৪ পদদ্বয় ও জানুদ্বয় পিণ্ডীকৃত করিয়া এক জন পতিত হইলে, তাহাকে উত্তোলন।

৫ হস্ত ধরিয়া তুলিয়া লওয়া।

৬ কণ্ঠাদি ধরিলে, তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া।

৭ হস্ত পদাদি পিণ্ডীকৃত করা।

দর্শন করত দয়ার্দ্র হইয়া সমবেত যাবতীয় মহিলা দলবদ্ধ হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই সকল রাজসভাসদ্‌-দিগের অত্যন্ত অধর্ম্ম! রাজা বলাবলবৎ যুদ্ধ দর্শন করিতে-ছেন; ইহাঁরা অনুমোদন করিতেছেন! শৈলরাজপরিমিত এই দুই মল্লের সর্ব্বাঙ্গ বজ্রের ন্যায় সারবান্; আর, এই দুই জন সুকুমার-কলেবর; এখনও যৌবনে পদার্পণ করেন নাই; ইহাঁদিগের পরস্পর যুদ্ধ কখনই সম্ভব হয় না। নিশ্চয়ই এই সমাজের ধর্ম্মব্যতিক্রম ঘটিবে; যে স্থানে অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সে স্থানে কখনও অবস্থিতি করিবে না। (সভাস্থলে) যিনি জানিয়া না বলেন, যিনি বিপরীত বলেন, কিংবা যিনি, কিছুই জানি না, বলেন, তিনিও দোষী হন; অতএব, সভ্যের দোষ আছে, ইহা স্মরণ করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তি (এতাদৃশ) সভায় প্রবেশ করিবেন না। চাহিয়া দেখ, শত্রুর চারি দিকে ভ্রমণ করাতে, শ্রীকৃষ্ণের বদনাম্বুজ, জল দ্বারা পদ্মকোষের ন্যায়, শ্রমবারি দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে। তোমরা কি দেখিতেছ না, রামের ঈষৎ-তাম্র-লোচন মুখ মুষ্টিকের প্রতি সক্রোধ হইয়া হাস্য-জন্য আবেগে শোভিত হইয়াছে? ব্রজভূমির পুণ্য আছে; কারণ, শিব ও লক্ষ্মী যাঁহার চরণ অর্চ্চনা করেন, সেই পুরাণ পুরুষ মনুষ্যচিহ্নে গুপ্ত হইয়া বনজাত মনোহর মালা ধারণ করত বেণুবাদন করিতে করিতে বলরামের সহিত গোচারণ করিয়া (তথায়) ভ্রমণ করেন। গোপীরা কি তপস্যা আচরণ করিয়াছিল, যে এই ঈশ্বরের এই দুরাপ নবীন রূপ প্রতিদিন নেত্র দ্বারা পান করে? এই রূপ লাবণ্য দ্বারা শ্রেষ্ঠ; ইহার সমান বা অধিক নাই। আভরণাদি হইতেও

ইহার উৎপত্তি হয় নাই।[১] ইহা লক্ষ্মীর ও যশের নিশ্চিত বাসস্থান। ব্রজস্ত্রীসকল ধন্য; তাহারা অশ্রুকণ্ঠী হইয়া দোহন, অবস্থিতি, মন্থন, উপলেপন, দোলায় আন্দোলন, বালকের রোদন, সেচন ও মার্জ্জন, ইত্যাদি সর্ব্ব সময়েই ইহাঁকে গান করে; সুতরাং তাহাদিগের বুদ্ধি এই উরুক্রমে অনুরক্ত; অতএব ইহাঁতে যে চিত্ত অর্পিত আছে, তদ্দ্বারাই তাহাদিগের সর্ব্ববিষয় লাভ হইয়াছে। বেণুবাদন করিতে করিতে গোপগণের সহিত প্রাতঃকালে ব্রজ হইতে বহির্গমন, এবং সায়ং কালে ব্রজে প্রবেশ, করিবার সময় ইহাঁর বেণুরব শ্রবণ করত শীঘ্র নির্গত হইয়া যে সকল অবলা পথে ইহাঁর সদয়-দৃষ্টি-সহিত মুখ নিরীক্ষণ করে, তাহাদিগের অনেক পুণ্য।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! স্ত্রীগণ এইরূপ কহিতেছিল, এই সময়ে যোগেশ্বরের ঈশ্বর হরি ভগবান্ শত্রুকে সংহার করিতে মন করিলেন। পিতা মাতা পুত্রদ্বয়ের বল জানিতেন না; স্ত্রী-দিগের বাক্য শ্রবণ করত পুত্রস্নেহহেতুক শোকে কাতর হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। চানূর ও কেশব বাহুযুদ্ধের বিশেষ বিধি অনুসারে যেরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, বলদেব এবং মুষ্টিকও সেইরূপ।

ভগবানের তীক্ষ্ণ-বজ্র-পাত-সদৃশ কঠিন-অঙ্গ-প্রহারে ভগ্নাঙ্গ হইয়া চানূর বারংবার কষ্ট পাইল। শ্যেনের ন্যায় বেগশালী চানূর দুই কর মুষ্টীকৃত করিয়া লম্ফ প্রদান এবং ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্‌কে বক্ষঃপ্রদেশে আঘাত করিল; কিন্তু

[১] অর্থাৎ, স্বতঃসিদ্ধ।

তিনি মাল্য দ্বারা আহত গজের ন্যায়, তাহার প্রহারে বিচলিত হইলেন না। হরি চানূরকে দুই বাহুপ্রদেশে ধারণ করত বারংবার ভ্রমণ করাইয়া, তাহার জীবিত ক্ষীণ হইয়া আসিলে, তাহাকে বলপূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে আছড়াইতে লাগিলেন। সে অস্তকেশ, অস্তবেশ ও অস্তমাল্য হইয়া ইন্দ্রধ্বজের[১] ন্যায় পতিত হইল। মুষ্টিকও অগ্রে ঐপ্রকারে আপন মুষ্টি দ্বারা বলভদ্রকে আঘাত করিয়াছিল। সেও ঐ বলশালী বলভদ্র কর্ত্তৃক করতল দ্বারা সাতিশয় আহত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল; এবং ব্যথিত হইয়া মুখ দ্বারা রুধির বমন করিতে করিতে, বাতাহত বৃক্ষের ন্যায়, প্রাণশূণ্য হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল।

রাজন্! তাহার পর কূট আসিয়া উপস্থিত হইল; প্রহারকর্ত্তা অগ্রগণ্য রাম অবজ্ঞা করিয়া বামমুষ্টিপ্রহারে লীলাক্রমে তাহাকে সংহার করিলেন। তখনই শল ও তোশল উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদাগ্র দ্বারা মস্তকভাগে আহত, ও দুই ভাগে বিদীর্ণ, হইয়া পতিত হইল।

চানূর, মুষ্টিক, শল ও তোশলক নিহত হইলে পর অবশিষ্ট মল্ল সকল প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া পলায়ন করিল।

বাদ্যযন্ত্র সকল বাজিতেছিল; রত্ননূপুরধারী রামকেশব বয়স্য গোপদিগকে আকর্ষণ করিয়া, তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নৃত্যাদি করত বিহার করিতে লাগিলেন। কংস

১ গৌড় দেশে প্রসিদ্ধ ॥ উৎসববিশেষে একটা পুরুষাকৃতি স্তম্ভ করিয়া, ধ্বজপতাকাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করত তুলিয়া দেয় ॥ বজ্রের নামও ইন্দ্রধ্বজ ॥

ব্যতীত ব্রাহ্মণাদি সমুদায় সাধুলোক রামকৃষ্ণের কর্ম্মে হৃষ্ট হইয়া "সাধু" "সাধু" বলিতে লাগিলেন।

প্রধান প্রধান মল্লগণের কতক হত হইলে, এবং কতক পলায়ন করিলে পর, ভোজরাজ আপনার বাদ্যযন্ত্র সকল নিবারণ করিলেন; এবং এই কথাও কহিলেন;—বসুদেবের এই দুই দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে নগর হইতে নিঃসারণ কর; গোপগণের ধনসম্পত্তি হরণ কর; দুর্ম্মতি নন্দকে বন্ধন কর; অসত্তম দুর্ম্মেধা বসুদেবকেও শীঘ্র সংহার কর; পরপক্ষপাতী আমার পিতা উগ্রসেনকেও অনুচরগণের সহিত নাশ কর।

কংস এইরূপ অহঙ্কারবাক্য কহিতে আরম্ভ করিলে, অব্যয় ভগবান্ কুপিত হইয়া লঘুতা ধারণ করত বলপূর্ব্বক লম্ফ দান করিয়া উচ্চ মঞ্চের উপর আরোহণ করিলেন।

মনস্বী কংস আপন মৃত্যু শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সহসা আসন হইতে উত্থান করত অসিচর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। শ্যেনের ন্যায় আকাশমণ্ডলে দক্ষিণে ও বামে খড়্গ হস্তে করিয়া শীঘ্র ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দুর্ব্বিসহ-উগ্র-তেজঃ-শালী কেশব, গরুড় যেমন সর্পকে, তেমনি তাহাকে বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। (পরে) কেশে ধারণ করিলে তাহার কিরীট বিচলিত হইল। তাহাকে (তাদৃশ অবস্থায়) উচ্চ মঞ্চ হইতে রঙ্গভূমির উপর নিক্ষেপ করিয়া পদ্মনাভ,[১] বিশ্বের আশ্রয়, স্বাধীন[২] (ভগবান্) স্বয়ং তাঁহার উপর পতিত হইলেন। তিনি পরলোক প্রস্থান করিলে, সিংহ যেমন

---

১ সেই পদ্ম হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং অতিশয় গুরু।

২ তাহার উপরেই পড়িলেন কেন এই প্রশ্নের উত্তর।

হস্তীকে, তেমনি তাঁহাকে দর্শনকারী জগতের সমক্ষে ভূমিতে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! তখন "হাহা" এই শব্দ সকল লোকের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া অতি বৃহৎ হইয়া উঠিল।

চিত্ত উদ্বিগ্ন থাকাতে, কংস পান, ভোজন, বিচরণ, নিদ্রা ও জাগরণ, সকল সময়েই সর্ব্বদা সেই চক্রায়ুধ ঈশ্বরকে সম্মুখে দর্শন করিতেন; অতএব তাঁহারই দুষ্প্রাপ রূপ প্রাপ্ত হইলেন।

কঙ্ক ও ন্যগ্রোধ প্রভৃতি কংসের অষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতার ঋণশোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আক্রমণ করিল। রোহিণীনন্দন পরিঘা[১] উত্তোলন করিয়া, সিংহ যেমন পশুদিগকে, তেমনি অতিবেগবান্ ও উদ্যত সেই সকলকে সংহার করিলেন। আকাশে দুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল; ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রীত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করত তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন; অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল।

মহারাজ! কংসাদির স্ত্রীসকল স্বামিগণ-মরণে দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে মস্তকে আঘাত করিতে করিতে সেই স্থানে আগমন করিল। নারী সকল বীরশয্যায় শয়ান স্বামীদিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক শোক করত ক্রন্দন করিতে করিতে বারংবার সুস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল;—হা নাথ! হা প্রিয়! হা ধর্ম্মজ্ঞ! হা দয়ালো! হা অনাথবৎসল! তুমি হত হইয়া গৃহ ও পুত্রগণের সহিত আমাদিগকে বধ করিলে। হে

[১] অস্ত্রবিশেষ।

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি স্বামী; তোমার বিরহে সমুদায় উৎসব ও মঙ্গল নিবৃত্তি পাওয়াতে, এই নগরী আমাদিগের ন্যায় শোভা পাইতেছে না। হে স্বামিন্! তুমি নিরপরাধী ব্যক্তিদিগের ভয়ানক শত্রুতা করিয়াছিলে; সেই জন্য এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছ; প্রাণীর অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া কোন্ ব্যক্তি মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে? ইনি সর্ব্ব প্রাণীরই উৎপত্তি ও লয়ের স্থান; এবং রক্ষাকর্ত্তা; যিনি ইহাঁকে অবজ্ঞা করেন, তিনি কখনই সুখ লাভ করিতে পারেন না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, লোকভাবন ভগবান্ রাজকামিনী-দিগকে আশ্বাস দান করিয়া, যাহাকে লৌকিকী মর্য্যাদা কহে, তাহাদিগের দ্বারা মৃত ব্যক্তিগণের সেই ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন।

অনন্তর রামকৃষ্ণ মাতা ও পিতাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া মস্তক দ্বারা পাদ স্পর্শ করিয়া বন্দনা করিলেন। বসুদেব ও দেবকী দুই পুত্রকে জগদীশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, (অতএব) তাঁহারা বন্দনা করিলে শঙ্কাপ্রযুক্ত তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন না।[১]

কংস-বধ নামক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ কিন্তু বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥ টীং॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, পিতামাতার পরম জ্ঞান লাভ হইয়াছে, জানিতে পারিয়া পুরুষোত্তম, তাঁহাদিগের তাদৃশ জ্ঞান লাভ না হউক,[১] এই অভিপ্রায়ে আপনার জনমোহিনী মায়া বিস্তার করিলেন। সাত্বতশ্রেষ্ঠ অগ্রজের সহিত পিতা মাতার নিকটে গমন করত বিনয়ে নম্র হইয়া আদরপূর্ব্বক "মাতঃ!" "পিতঃ!" এই কথা কহিয়া সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আমরা আপনার পুত্র; আপনারা সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত ছিলেন; তথাপি আমাদিগের হইতে আমাদিগের বাল্য-পৌগণ্ড-ও-কিশোর-অবস্থা-জন্য সুখানুভব আপনাদিগের কখনও ঘটে নাই। আমাদিগেরই অদৃষ্ট মন্দ; আমরা আপনাদিগের নিকটে বাস করিতে পাই নাই! পিতৃগৃহস্থ বালকেরা (পিতৃমাতৃ কর্ত্তৃক) লালিত হইয়া যে আনন্দ সম্ভোগ করে, তাহাও প্রাপ্ত হই নাই। সমুদায় অর্থ[২] দেহেই উৎপন্ন হয়; এই দেহ যাঁহাদিগের হইতে জন্মিয়াছে, এবং যাঁহাদিগের দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে, মনুষ্য শতবৎসর জীবিত থাকিয়াও সেই পিতা মাতার ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হন

---

১ আমাদিগকে পুত্র জ্ঞান করাতে সাংসারিক পরম সুখ ভোগ হইবার পূর্ব্বেই, আমরা ঈশ্বর, ইহঁাদিগের এই জ্ঞান জন্মিয়াছে; আমি প্রসন্ন হইলে জ্ঞান কি ইহঁা-দিগের দুর্ল্লভ থাকিতে পারে? আমাকে পুত্র পাইয়া আমার প্রতি যে স্নেহ, তাহাই দুর্ল্লভ; অতএব "তাঁহাদিগের ইত্যাদি।"

২ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ।

না। যিনি পিতা মাতার সমর্থ পুত্র, তিনি যদি ধন বা দেহ দ্বারা তাঁহাদিগের জীবিকা সম্পাদন না করেন, লোকান্তরে (যমদূতেরা) তাঁহাকে তাঁহার নিজের মাংস আহার করায়। সমর্থ ব্যক্তি যদি বৃদ্ধ মাতা পিতা, সাধ্বী ভার্য্যা, শিশু সন্তান, গুরু, ব্রাহ্মণ ও প্রপন্ন ব্যক্তিকে ভরণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জীবন্মৃত বলিতে হয়। সুতরাং আমাদিগের এত দিন নিরর্থক অতিবাহিত হইয়াছে; আমরা সমর্থ হইয়াও কংসের ভয়ে নিত্যভীতচিত্ত হওয়াতে আপনাদিগের সেবা করিতে পারি নাই। অতএব, হে পিতঃ! হে মাতঃ! আমাদিগকে ক্ষমা করুন; আমরা পরাধীন; (সুতরাং) আপনাদিগের শুশ্রূষা করিতে পারি নাই; দুরাশয় কংস আমাদিগকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছে।

রাজন্! (বসুদেবদেবকী) মায়ামনুষ্য বিশ্বাত্মা হরির এই-প্রকার বাক্যে মোহিত হইয়া, ক্রোড়ে করত আলিঙ্গন করিয়া, আনন্দ লাভ করিলেন। স্নেহপাশে আবদ্ধ এবং মোহিত, হইয়া অশ্রুধারায় (তাঁহাদিগকে সেক করিতে লাগিলেন;) কিছুই কহিলেন না; বাষ্পে কণ্ঠ পূর্ণ হইল।

ভগবান্ দেবকীনন্দন পিতামাতাকে এইরূপে আশ্বাস দান করিয়া মাতামহ উগ্রসেনকে যদুদিগের রাজা করিলেন; এবং কহিলেন, মহারাজ! আমরা আপনার প্রজা; আমা-দিগকে আজ্ঞা করুন। যযাতির শাপ আছে, এই হেতু যদুগণ রাজাসনে উপবেশন করিবেন না।[১] আমি ভৃত্য নিকটে

[১] যদি বলেন, তুমিই আজ্ঞা কর; না; কারণ "যযাতি" ইত্যাদি॥ তবে আমিও ত যদুবংশীয়; বটেন; কিন্তু আমি আজ্ঞা করিতেছি, তাহাতে দোষ হইবে না।

থাকিতে, অন্য রাজাদিগের কথা দূরে থাকুক, দেবতাদিও অবনত হইয়া আপনাকে পূজা প্রদান করিবেন।[১]

(হে ভরতনন্দন!) বিশ্বকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি ও সম্বন্ধী যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দশার্হ ও কুক্কুরাদি কংসের ভয়ে দূর দেশে গমন করিয়া বিদেশ-বাস-জন্য কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা-ও-আদরপূর্ব্বক আনাইয়া ধন দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টি সাধন করত, নিজ নিজ গৃহে বাস করাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও রামের ভুজবল দ্বারা রক্ষিত হওয়াতে সিদ্ধগণের সমুদায় মনোরথ লাভ হইল। তাঁহারা রামকৃষ্ণ দ্বারা গতজ্বর হইয়া অহরহঃ মুকুন্দের নিত্য-প্রমুদিত, শ্রীসম্পন্ন, সদয় হাস্যে ও কটাক্ষে শোভিত বদন দর্শন করত আনন্দিত হইয়া আপন আপন গৃহে সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। তথায় বৃদ্ধেরাও বারংবার নয়ন দ্বারা মুকুন্দের মুখপদ্ম-সুধা পান করত যুবা এবং অতিশয়-বল ও তেজঃ-শালী হইয়াছিলেন।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর ভগবান্ দেবকীনন্দন ও রাম নন্দের নিকটে উপস্থিত হইয়া আলিঙ্গন করত কহিলেন, পিতঃ! আপনারা উভয়ে স্নেহপূর্ণ হইয়া আপন অপেক্ষাও আমাদিগকে অধিকতর পালন করিয়াছেন। পুত্রের উপর পিতামাতার আপন অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি হইয়াই থাকে। পোষণে ও রক্ষণে অসমর্থ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শিশুদিগকে

---

১ যদি বলেন, আমার তাদৃশী ক্ষমতা নাই; বটে; কিন্তু আমার প্রসাদে সকলই হইবে।

যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারাই পিতা মাতা[১]। পিতঃ! আপনারা ব্রজে গমন করুন। আমরা আত্মীয়দিগের সুখ বিধান করিয়া স্নেহ-দুঃখিত জ্ঞাতি আপনাদিগকে দেখিতে যাইব।

ভগবান্ অচ্যুত ব্রজবাসীদিগের সহিত নন্দকে সান্ত্বনা করত বস্ত্র, অলঙ্কার এবং কাংস্যাদি পাত্র প্রভৃতি দ্বারা সাদরে পূজা করিলেন। নন্দ এই কথা শুনিয়া স্নেহে বিহ্বল হইয়া রামকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করত অশ্রু দ্বারা দুই নেত্র পূরণ করিয়া গোপগণের সহিত ব্রজে যাত্রা করিলেন।

রাজন্! অনন্তর বসুদেব পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা দুই পুত্রের যথাবিধি দ্বিজসংস্কার করাইলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণকে উত্তম রূপে অলঙ্কৃত করিয়া, স্বর্ণমালা-বিভূষিতা, সুন্দররূপে অলঙ্কৃতা, সবৎসা এবং ক্ষৌমবস্ত্রের মালা-ধারিণী গাভী সকল দক্ষিণা দিলেন। রামকৃষ্ণের জন্ম-নক্ষত্রে মহামতি মনে মনে যে সকল গাভী দান করিয়াছিলেন, কংস অধর্ম্ম করিয়া সেই সকল হরণ করিয়া লয়; (এক্ষণে তিনি) স্মরণ করিয়া সমুদায় দান করিলেন[২]।

তাহার পর সুব্রত রামকৃষ্ণ যদুকুলের আচার্য্য গর্গ হইতে উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব লাভ করত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিলেন। তাঁহারা জগদীশ্বর; সর্ব্ব বিদ্যার প্রকৃষ্ট

---

১ অর্থাৎ, আপনারা এমন মনে করিবেন না যে, আমরা বসুদেবদেবকীরই পুত্র; আপনাদিগের নহি।

২ অর্থাৎ, সেই সকলগুলি স্মরণ করিয়া রাজগোষ্ঠ হইতে আনাইয়া দান করিলেন।

উৎপাদক ; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ; তাঁহারা মানুষ-লীলা দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন ; গুরুকুলে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া অবশেষে অবন্তিপুরনিবাসী কাশ্যগোত্রজ সান্দীপনি নামক মুনির নিকট গমন করিলেন। যথাবিধানে গুরুর নিকট গমন করত, গুরুর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, অন্যকে তাহা শিক্ষা করাইয়া, বশীভূত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভক্তিভাবে দেবের ন্যায় গুরুর সেবা করিতে লাগিলেন। দ্বিজবর তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ-ভক্তিযুক্ত সেবায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগকে অঙ্গ[১] ও উপনিষদের সহিত অখিল বেদ শিক্ষা দিলেন। মন্ত্র ও দেবতা-জ্ঞানের সহিত ধনুর্ব্বেদ, বিবিধ ধর্ম্ম, নীতিমার্গ, আন্বিক্ষিকী বিদ্যা এবং ষড়্‌বিধ রাজনীতিও শিক্ষা করাইলেন। রাজন্‌! সর্ব্ববিদ্যার প্রবর্ত্তক সেই দুই দেবশ্রেষ্ঠ এক বার শুনিবামাত্রই সমুদায় শিক্ষা করিলেন। সংযত হইয়া চতুঃষষ্টি অহোরাত্রে যাবতীয় কলা[২] শিখিয়া লইলেন।

---

১ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ।

২ (১) গীত ; (২) বাদ্য ; (৩) নৃত্য ; (৪) নাট্য ; (৫) আলেখ্য ; (৬) বিশেষকচ্ছেদ্য ;—অর্থাৎ, তিলকরচন ; (৭) তণ্ডুলকুসুমবলিবিকার ; অর্থাৎ ;—তণ্ডুল-ও-কুসুমের নৈবেদ্যরচনা ; (৮) পুষ্পাস্তরণ ; অর্থাৎ ;—পুষ্পশয্যারচনা ; (৯) দশন-বসন-ও-অঙ্গরাগ ; (১০) মণিভূমিকাকর্ম্ম ; অর্থাৎ ;—মণিগ্রথন ; (১১) শয্যারচন ; (১২) উদকবাদ্য ; অর্থাৎ-জল-তরঙ্গাদি ; (১৩) উদকঘাত ; অর্থাৎ, করতলাদিঘাত দ্বারা জলে বাদ্যকরণ ; (১৪) চিত্রাযোগ ; অর্থাৎ ;—রঙ্গফলান ; (১৫) মাল্যগ্রথনবিকল্প ; (১৬) কেশশেখরাপীড়বন্ধন ; অর্থাৎ, কেশশিখা-ও-কেশমালাবন্ধন ; (১৭) নেপথ্যযোগ ; অর্থাৎ, বেশযোজন ; (১৮) কর্ণপত্রভঙ্গ ; অর্থাৎ ;—কর্ণে পত্রাকারতিলকরচনা ; (১৯) গন্ধযুক্তি ; অর্থাৎ, চন্দনাদিলেপন ; (২০) ভূষণযোজনা ; (২১) ইন্দ্রজাল ; (২২) কৌচুমারযোগ ; (২৩) হস্তলাঘব ; (২৪) চিত্রশাক-অপূপ-ভক্ষ-বিকার-ক্রিয়া ; অর্থাৎ,—বিবিধ শাকপিষ্টকাদি প্রস্তুতকরণ ; (২৫) পানকরসরাগাসবযোজন ;—অর্থাৎ, পানকরসের রঙ্গকরণ এবং মদ্যপ্রস্তুতকরণ ; (২৬) সূচীবাপকর্ম্ম-সূত্রক্রীড়া ;—অর্থাৎ, সূচীকর্ম্ম, বপনকর্ম্ম এবং সূত্ররচনা ; (২৭) বীণা-ও-ডমরুক-

রাজন্ ! তাহারা অবশেষে গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করিতে আচার্য্যকে প্রলোভিত করিলেন । নৃপ ! দ্বিজ তাঁহাদিগের সেই অদ্ভুত মহিমা এবং অতিমানুষী বুদ্ধি দর্শন করিয়া পত্নীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া, প্রভাসক্ষেত্রে মহাসাগরে যে পুত্র মরিয়াছিল, সেই পুত্রকে দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন । "তথাস্তু" বলিয়া মহারথ দুরন্তবিক্রম (রামকৃষ্ণ) রথে আরোহণ করিয়া প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইয়া তীরে গমন করত ক্ষণকাল অবস্থিতি করিলেন । সমুদ্র জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে পূজা আনিয়া দিলেন । ভগবান্ তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যাঁহাকে এই স্থানে মহৎ তরঙ্গ দ্বারা গ্রাস করিয়াছ, সেই গুরুপুত্রকে শীঘ্র প্রত্যর্পণ কর ।

সমুদ্র কহিলেন, দেব ! আমি হরণ করি নাই । কৃষ্ণ !

বাদ্যাদি ; (২৮) প্রহেলিকা ; অর্থাৎ, হেঁয়ালি ; (২৯) প্রতিমা ; (৩০) দুর্ব্বচযোগ ; অর্থাৎ, ঠাট্টাতামাসাদিপ্রয়োগ ; (৩১) পুস্তক-বাচন ; (৩২) নাটিকা-ও-আখ্যায়িকা দর্শন ; (৩৩) কাব্যসমস্যাপূরণ ; (৩৪) পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্প ; অর্থাৎ, পট্টিকা-রচনা, বেত্রাদি-রচনা এবং বাণ-রচনা ; (৩৫) তর্কুকর্ম্ম ; অর্থাৎ ছুতারের কর্ম্ম ; (৩৬) তক্ষণ ; অর্থাৎ, কাটনাকাটা ; (৩৭) বাস্তুবিদ্যা ; (৩৮) রৌপ্য-ও-রত্ন-পরীক্ষা ; (৩৯) ধাতুবাদ ; (৪০) মণিরাগজ্ঞান ; (৪১) আকরজ্ঞান ; (৪২) বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ ; (৪৩) মেষকুক্কুটশাবকযুদ্ধবিধি ; (৪৪) শুকশারিকাপ্রলাপন ; (৪৫) উৎসাদন ; অর্থাৎ, গাত্রের মলাদিপরিষ্কারকরণ ; (৪৬) কেশমার্জ্জনকৌশল ; (৪৭) অক্ষরমুষ্টিকা-কথন ; (৪৮) ম্লেচ্ছিতবিকল্প ; অর্থাৎ, সংস্কৃত ভিন্ন অপভাষারচনা ; (৪৯) দেশ-ভাষাজ্ঞান ; (৫০) পুষ্পশকটিকা-নিমিত্তজ্ঞান ; অর্থাৎ, পুষ্পের শকটিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার গতি আদি দ্বারা শুভাশুভ জ্ঞান ; (৫১) যন্ত্রমাতৃকা ; (৫২) ধারণ-মাতৃকা ; (৫৩) সংপাট্য ; (৫৪) মানসীকাব্যক্রিয়া ; অর্থাৎ, মনে কোন একটা বিষয় কল্পনা করা ; (৫৫) ক্রিয়াবিকল্প ; অর্থাৎ, বিবিধ কার্য্য রচনা ; (৫৬) ছলি-তকযোগ ; অর্থাৎ, ছলশব্দযোগ ; (৫৭) অভিধানকোশছন্দোজ্ঞান ; (৫৮) বস্ত্র-গোপন ; (৫৯) দ্যূতবিশেষ; (৬০) আকর্ষণক্রীড়া ; (৬১) বালক্রীড়নক ; (৬২) বৈনায়কীবিদ্যাজ্ঞান ; অর্থাৎ, বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞান ; (৬৩) বৈজয়িকীবিদ্যাজ্ঞান ; অর্থাৎ, আত্মবিদ্যাজ্ঞান ; (৬৪) বৈয়াসকী বিদ্যাজ্ঞান ; অর্থাৎ, ব্যাসপ্রণীত সংহিতাজ্ঞান ।

মহাসুর পঞ্চজন শঙ্খরূপ ধারণ করিয়া জলমধ্যে বিচরণ করত বাস করিতেছে। সেই নিশ্চয় হরণ করিয়াছে।

প্রভু সেই কথা শ্রবণ করত সত্বর জলে প্রবেশ করিয়া সেই (পঞ্চজনকে) সংহার করিলেন; কিন্তু তাহার উদরে বালককে দেখিতে পাইলেন না। তাহার অঙ্গ হইতে জাত শঙ্খ গ্রহণ করিয়া রথে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার পর জনার্দ্দন হলধরের সমভিব্যাহারে সংযমনীনাম্নী যমের প্রিয়া পুরীতে গমন করিয়া শঙ্খ বাদন করিলেন। লোকের দমনকর্ত্তা যম শঙ্খশব্দ শ্রবণ করিয়া ক্ষমতানুসারে বাহুল্য করিয়া তাঁহাদিগের মহতী পূজা করিলেন; এবং অবনত হইয়া সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণনিবাসী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, আপনারা দুই জন শ্রীবিষ্ণু; ক্রীড়াচ্ছলে মনুষ্য হইয়াছেন; আমি আপনাদিগের কোন্ কার্য্য সাধন করিব?

শ্রীভগবান্ কহিলেন, তাঁহার নিজের কর্ম্মনিবন্ধনই যে গুরুপুত্রকে এই স্থানে আনয়ন করা হইয়াছে, মহারাজ! আমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, তাঁহাকে আনয়ন করুন। "তাহাই করি" বলিয়া যম গুরুপুত্রকে আনিয়া দিলে পর, দুই যদুশ্রেষ্ঠ নিজ গুরুকে দান করিয়া কহিলেন, আর কি প্রার্থনা করেন? গুরু কহিলেন, বৎস! তোমরা দুই জনে গুরুদক্ষিণা সম্পূর্ণরূপে দান করিলে। যাঁহারা তোমাদিগের ন্যায় ব্যক্তি সকলের গুরু, তাঁহাদিগের কোন্ অভিলাষ অবশিষ্ট থাকে? হে বীরদ্বয়! গৃহে গমন কর; তোমাদিগের লোকপাবন যশ হউক্।

বৎস! গুরু এই কথা কহিলে, রামকেশব তাঁহার অনুজ্ঞা

লইয়া বায়ুবেগ, মেঘরাবী রথে আরোহণ করিয়া নিজ পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রজা সকল অনেক কাল রাম ও জনার্দ্দনকে দর্শন করে নাই; যেরূপ কোনও ব্যক্তি ধন হারাইয়া পুনর্ব্বার সেই ধন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন, সেইরূপ তাহারা তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া হৃষ্ট হইল।

গুরুকুল-বৃত্তি নামক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য, বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ উদ্ধব বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মান্য মন্ত্রী ছিলেন। প্রপন্নের পীড়াহারী ভগবান্ হস্ত দ্বারা একান্ত-অনুরক্ত ভক্ত প্রিয়তম সেই উদ্ধবের হস্ত ধারণ করত কহিলেন, হে সৌম্য উদ্ধব! ব্রজে গমন করিয়া আমাদিগের পিতা মাতার আনন্দ উৎপাদন কর; এবং আমার বিরহে গোপীদিগের যে মনস্তাপ জন্মিয়াছে, আমার সংবাদ দ্বারা তাহা নাশ কর। গোপীদিগের মন আমাতেই অর্পিত। আমিই তাহাদিগের প্রাণ। আমার নিমিত্ত তাহারা পতিপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছে এবং প্রিয়, প্রিয়তম আত্মা আমাকেই মনো দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা আমার নিমিত্ত ইহকালীন ও পারলৌকিক সুখ পরিত্যাগ করেন, আমি তাঁহাদিগকে সুখিত করি। উদ্ধব! গোপীরা সকল পদার্থ অপেক্ষাই আমাকে অধিকতর ভাল বাসে। আমি দূরস্থ হওয়াতে গোকুলকামিনী

সকল আমাকে স্মরণ করত বিরহজন্য ঔৎকণ্ঠ্যে পরবশ হইয়া বিমোহিত হইতেছে! মদাত্মিকা[১] গোপিকারা আমার প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়াছে[২] বলিয়াই কথঞ্চিৎ অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিতেছে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! উদ্ধব এই কথা শুনিয়া, আদরপূর্ব্বক স্বামীর সংবাদ লইয়া রথে আরোহণ করত নন্দের গোকুলে যাত্রা করিলেন। সূর্য্য অস্তগমন করিতেছেন, এই সময়ে শ্রীমান্ নন্দের ব্রজে প্রবেশ করিলেন; প্রবেশকারী পশুদিগের খুররেণু দ্বারা তাঁহার রথ আচ্ছন্ন হইয়া গেল।[৩] ব্রজে পুষ্পবতী গাভীদিগের জন্য মত্ত হইয়া বৃষগণ শব্দ করিতেছিল; উধোভারাক্রান্ত ধেনু সকল বৎসদিগের নিকট দৌড়িয়া গমন করিতেছিল; এবং শুভ্রবর্ণ গোবৎস সকল ইতস্ততঃ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া ব্রজের শোভা সম্পাদন করিতেছিল। গোদোহনের[৪] এবং বেণুর শব্দে ব্রজের চতুর্দ্দিকেই এক রব উঠিয়াছিল। সুন্দররূপে অলঙ্কৃত গোপ ও গোপীসকল বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের শুভ কার্য্য সকল গান করিতেছিল; তাহাদিগের দ্বারা ব্রজের শোভা হইয়াছিল। গোপগণের গৃহে অগ্নি, সূর্য্য, অতিথি, গো, ব্রাহ্মণ, পিতৃ ও

---

১ 'মদাত্মিকা' বলাতে বলা হইল, যে যদি তাহাদিগের আত্মা তাহাদিগের দেহে থাকিত, তাহা হইলে বিরহতাপে অবশ্যই দগ্ধ হইত; কিন্তু আমাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়াই কথঞ্চিৎ জীবিত আছে।

২ আমি আসিবার সময় 'শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব,' দূতমুখে এই যে সংবাদ দিয়া আসিয়াছি।

৩ ইহা দ্বারা বলা হইল, যে তৎকালে গোপীরা তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

৪ 'ছাড়িয়া দেও;' 'ছাড়িয়া দিও না;' 'লইয়া আইস;' 'দেও;' 'ধর;' ইত্যাদি প্রকার শব্দ।

দেবগণের অর্চ্চনা হইতেছিল; সেই সকল গৃহ, এবং ধূপ ও দীপমালা দ্বারা ব্রজ দেখিতে মনোরম হইয়াছিল। ব্রজের সমুদায় দিকেই পুষ্পিত বন; ঐ বনে দ্বিজকুল শব্দ করিতেছিল; এবং হংস ও কারণ্ডবে সমাকীর্ণ পদ্মসমূহে উহার ভূষা হইয়াছিল।

শ্রীনন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর, সমাগত উদ্ধবের নিকটে আসিয়া আনন্দিত হইয়া আলিঙ্গন করত বাসুদেববোধেই তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। তিনি পরমান্ন আহার করিয়া শয্যায় সুখে শয়ন করিলে; এবং পাদ মর্দ্দনাদি দ্বারা তাঁহার শ্রম দূর হইলে পর, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে মহাভাগ! আমাদিগের সখা বসুদেব মুক্ত হইয়া সুহৃদ্গণের এবং পুত্রাদির সহিত কুশলে আছেন ত? যে পাপাত্মা কংস সর্ব্বদা ধর্ম্মশীল সাধুদিগের এবং যদুদিগের দ্বেষ করিত, ভাগ্যক্রমে সে আপন পাপে অনুজগণের সহিত হত হইয়াছে! কৃষ্ণ কি তাঁহার মাতা পিতা আমাদিগকে, সুহৃদ্দিগকে, সখা সকলকে, গোপগণকে, তিনি নিজে যাহার নাথ, সেই গোকুলকে, বৃন্দাবনকে এবং পর্ব্বতকে মনে করিয়া থাকেন? গোবিন্দ কি স্বজনদিগকে দর্শন করিতে এক বার আগমন করিবেন? তাঁহার সুনাসা-শোভিত, কটাক্ষমণ্ডিত হাস্য বদন কবে দর্শন করিব? মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ দাবাগ্নি, বাত, বর্ষা, বৃষ, সর্প এবং অন্যান্য দুরতিক্রম্য মৃত্যু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। উদ্ধব! কৃষ্ণের বিবিধ বীর্য্য, লীলাপূর্ব্বক বক্র দৃষ্টি, হাস্য ও বাক্য স্মরণ করিয়া, আমাদিগের যাবতীয় কার্য্য শিথিল হইয়া আইসে। আর, মুকুন্দের পদচিহ্ন ভূষিত

ক্রীড়াস্থান সকল দর্শন করিয়া আমাদিগের মন তন্ময় হইয়া উঠে।[১] গর্গ যেরূপ গম্ভীর বাক্য বলিয়াছিলেন, তদনুসারে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ ও রাম দুই দেবশ্রেষ্ঠ; দেবগণের মহৎ কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন। কংস অযুত নাগের বল ধারণ করিত; তাঁহারা দুই জন সেই কংসকে, দুই মল্লকে এবং হস্তীকে, পশুরাজ যেমন পশুদিগকে, তেমনি অবলীলাক্রমে সংহার করিয়াছেন! গজরাজ যেমন যষ্টি, কৃষ্ণ তেমনি তালত্রয়প্রমাণ মহাকঠিন ধনু, ভঙ্গ করিয়াছেন! এবং এই ব্রজে এক হস্তে করিয়া সপ্তাহ গিরি ধারণ করিয়াছেন! আর, প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত্ত ও বক প্রভৃতি সুরাসুরজেতা দৈত্যদিগকে অবলীলাক্রমে সংহার করিয়াছেন!

শ্রীশুকদেব কহিলেন, কৃষ্ণানুরক্তচিত্ত নন্দ এই সকল বারংবার স্মরণ করিয়া প্রেমোদ্রেকে বিহ্বল, এবং অশ্রুকণ্ঠ হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পুত্রের বর্ণ্যমান চরিত্র সকল শ্রবণ করিতে করিতে স্নেহহেতুক যশোদার পয়োধর হইতে দুগ্ধক্ষরণ হইতে লাগিল। তিনি ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ ও যশোদার সাতিশয় অনুরাগ দর্শন করিয়া, উদ্ধব আনন্দপূর্ব্বক নন্দকে কহিলেন, হে মানদ! ইহ লোকে আপনারা দুই জনই শ্লাঘ্যতম; কারণ, অখিলগুরু নারায়ণে আপনারা এতাদৃশ মতি রাখিয়াছেন।

---

১ কেবল শিথিল হয় না; ক্রমে সকল নিবৃত্ত হইয়াও আইসে।

রাম এবং শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ ও প্রকৃতি ; (সুতরাং) বিশ্বের বীজ[১] ও উৎপত্তিস্থান[২]। আর, ইহাঁরা অনাদি[৩] ; অতএব ভূতগণে প্রবেশ করিয়া (জীবের) নানা ভেদের ও জ্ঞানের নিয়মন করিতেছেন। প্রাণবিয়োগসময়ে লোক যাঁহাতে ক্ষণমাত্র মন ও বুদ্ধি সমাবেশিত করিয়া কর্ম্মবাসনা দাহ করত স্বরূপসাক্ষাৎ-কারপূর্ব্বক শুদ্ধ-সত্ত্ব-মূর্ত্তি হইয়া পরম গতি[৪] লাভ করেন, আপনারা স্ত্রীপুরুষে সেই অখিলের আত্মা ও কারণ, প্রয়োজনবশে মানব-মূর্ত্তি নারায়ণে একান্ত ভক্তি করিতেছেন ; (অতএব,) মহাত্মন্! আপনাদিগের আর কোন স্বকার্য্য অবশিষ্ট আছে ? সাত্বতগণের অধিপতি ভগবান্ অল্প কালের মধ্যেই ব্রজে আগমন, এবং পিতামাতার প্রিয় সাধন, করিবেন। রঙ্গমধ্যে কংসকে সংহার করিয়া যাবতীয় সাত্বত-গণের সমক্ষে কৃষ্ণ আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সত্য করিবেন। হে মহাভাগদ্বয়! আপনারা খিন্ন হইবেন না ; শ্রীকৃষ্ণকে নিকটেই দেখিতে পাইবেন। কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নির ন্যায়, তিনি ভূতগণের হৃদয়াভ্যন্তরে বসতি করিতেছেন।[৫] তাঁহার অভিমান নাই। আর, তিনি

---

১ নিমিত্ত কারণ ; অর্থাৎ, সমবায়ি কারণ ;—(যেমন মৃত্তিকা ঘটের সমবায়ি কারণ ;) আর অসমবায়ি কারণ ;—(যেমন দুই খান কপাল,) অর্থাৎ, যে দুই খান খোলা যুড়িয়া ঘট হয়, ঘটের অসমবায়ি কারণ ; এই দুই কারণ ভিন্ন অন্য কারণ। যেমন কুম্ভকার প্রভৃতি ঘটের নিমিত্ত কারণ।

২ উপাদান কারণ ;—অর্থাৎ যে কারণ কার্য্যের নিরন্তর অনুগত ;—যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ।

৩ সুতরাং কারণ ; অতএব নিয়মনকর্ত্তা।

৪ অর্থাৎ তদীয় পদ।

৫ "শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন," এই বাক্যের "তিনি ভুতগণের" ইত্যাদি দ্বারা হেতু নির্দ্দেশ করা হইল। যদি বলেন, তবে সকল লোক দেখিতে পায় না কেন ?

সলের প্রতিই সমান; অতএব তাঁহার কেহ অতিশয় প্রিয়, বা অপ্রিয় নাই;[১] উত্তম নাই; অধম নাই; সমান নাই; পিতা নাই; মাতা নাই; ভার্য্যা নাই; পুত্রাদি নাই; আত্মীয় নাই; পর নাই; দেহ নাই; জন্ম নাই। তাঁহার কর্ম্মও নাই। তাঁহার জন্ম কর্ম্মাদি নাই বটে; কিন্তু ক্রীড়ার প্রয়োজন হইলে সাধুদিগের পরিপালনের নিমিত্ত ইহ লোকে সদসদ্‌যোনিতে[২] আবির্ভূত হন। তিনি ক্রীড়ার অতীত; এবং নির্গুণ; তথাচ ক্রীড়া করত সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ ভজনা, এবং ঐ সকল গুণ দ্বারা সৃজন, পালন ও ধ্বংস, করেন। যেমন চক্ষুর ভ্রান্তি জন্মিলে, তদ্দ্বারা পৃথিবীকেও ভ্রমণ করিতে দেখায়, তেমনি চিত্তকর্ত্তা থাকিতেও, সেই চিত্তে আত্মার অধ্যাস হওয়াতে, আত্মাই কর্ত্তা বলিয়া বিবেচিত হন। এই ভগবান্ হরি কেশব কেবল আপনাদিগেরই পুত্র নহেন; তিনি সকলেরই পুত্র, আত্মা, পিতা, মাতা ও ঈশ্বর। যথার্থতঃ নির্ব্বচনের যোগ্য হইতে পারে, অচ্যুত ভিন্ন এমন দৃষ্ট, শ্রুত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, স্থাবর, জঙ্গম, মহৎ বা অল্প, কোন বস্তুই নাই। পরমাত্মভূত তিনিই সমুদায়।

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের অনুচর (উদ্ধব) নন্দকে এই কথা কহিতে

তাহার কারণ আছে; যেমন অগ্নি কাষ্ঠের মধ্যে আছে, কিন্তু ঘর্ষণ না করিলে দৃষ্ট হয় না, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃকরণমধ্যে বসতি করিতেছেন, কিন্তু ভক্তি বিনা দৃষ্ট হন না।

১ অহো! আর ও কথায় কাজ নাই; কৃষ্ণ অতিপ্রিয় পিত্রাদিকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে আগমন করিবেন, ইহা সম্ভব হয় না। নন্দ এই কথা কহিতে পারেন, এই আশঙ্কা করিয়া উদ্ধব উত্তর করিতেছেন, 'তাঁহার কেহ' ইত্যাদি।

২ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস যোনি। অথবা, দেবাদি, মৎস্যাদি ও নৃসিংহাদি যোনি।

কহিতেই সেই রাত্রি অতীত হইল। গোপিকারা গাত্রোৎথান করিয়া দীপ জ্বালিয়া বাস্তু সকলের পূজা করিল; এবং দধি মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের মুখে অরুণবর্ণ কুঙ্কুম ছিল; এবং কপোল সকল কুণ্ডলের কিরণে স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল। তাহাদিগের (কাঞ্চী প্রভৃতির) মণি সকল দীপের আভায় দীপ্ত হইয়া উঠিল; তাহারা কঙ্কণমালায় অলঙ্কৃত ভুজ দ্বারা (মন্থন-) রজ্জু আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদিগের নিতম্ব, স্তন ও হার দুলিতে লাগিল; তাহাতে তাহাদিগের শোভা হইল। ব্রজাঙ্গনা সকল পদ্মলোচনকে গান করিতে আরম্ভ করিলে (গীত)-ধ্বনি দধিমন্থনশব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিল; ঐ ধ্বনিতে দিকের অমঙ্গল নষ্ট হয়।

অনন্তর ভগবান্ সূর্য্য উদিত হইলে গোপীসকল ব্রজের দ্বারে স্বর্ণনির্ম্মিত রথ দেখিয়া কহিল, এ কাহার? কংসের প্রয়োজন-সাধক যে অক্রূর কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে এ স্থান হইতে মধুপুরী লইয়া গিয়াছেন, তিনিই কি আগমন করিয়াছেন? তিনি কি আমাদিগের মাংসে পরলোকগত স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন?

স্ত্রীগণ এইরূপ বলিতে লাগিল; কিঞ্চিৎ পরে উদ্ধব আহ্নিক করিয়া আগমন করিলেন।

উদ্ধবের ব্রজে আগমন নামক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণানুচর উদ্ধবের বাহু আজানুলম্বিত ; নয়ন নবপদ্মতুল্য ; পরিধান পীত বসন ; (গলদেশে) বনমালা ; মুখারবিন্দ স্ফূর্ত্তিমৎ ; এবং কুণ্ডল মার্জ্জিত। ব্রজকামিনী সকল তাঁহাকে দর্শন করত অতিশয় বিস্মিত হইয়া, "এই সুন্দরদর্শন কে? কোথা হইতে আসিলেন? কাঁহার (দূত)? ইহাঁর বেশ ভূষা অচ্যুতের ন্যায় ;" এই বলিয়া সকলে উৎসুক হইয়া উত্তমশ্লোকের পাদপদ্মের আশ্রয়ী সেই (উদ্ধবের) চারি দিক্ বেষ্টন করিল। তিনি রমাপতির সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন, জানিতে পারিয়া, বিনয়ে অবনত হইয়া, সলজ্জ হাস্য, কটাক্ষ ও সুমিষ্ট বাক্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া, তিনি আসনে উপবেশন করিলে পর, তাঁহাকে নিরাময় জিজ্ঞাসা করিল ; (এবং কহিল,) জানিতে পারিয়াছি, আপনি যদুপতির সেবক ; (এই ব্রজেই) আগমন করিয়াছেন। পিতা মাতারই অভীষ্ট সাধন করিবার নিমিত্ত আপনার প্রভু আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন। নতুবা তিনি স্মরণ করেন, ব্রজে এরূপ অন্য কোন বস্তু দেখিতে পাই না। বন্ধুর[১] প্রতি স্নেহসম্বন্ধ মুনিরাও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অন্যের সহিত যে মিত্রতা করা হয়, সে কেবল কার্য্যের

---

১ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ও মাতুল।

নিমিত্ত; কার্য্য অনুসারে তাহার অনুকরণ করা হয় মাত্র; যেমন স্ত্রীগণের সহিত পুরুষের মিত্রতা পুষ্পদিগের সহিত ভ্রমরের মিত্রতার ন্যায়। বেশ্যা নির্দ্ধন ব্যক্তিকে, প্রজা সকল অসমর্থ রাজাকে, কৃতবিদ্য ব্যক্তি আচার্য্যকে, এবং পুরোহিত দত্ত-দক্ষিণ যজমানকে, পরিত্যাগ করেন। পক্ষী সকল ফলহীন বৃক্ষ ছাড়িয়া যায়। অতিথি, ভোজন হইলেই, গৃহ হইতে বহির্গত হন। মৃগ সকল দগ্ধ অরণ্য পরিহার করে। আর, জারগণ, ভোগ হইলেই, অনুরক্তা[১] কামিনীকে পরিত্যাগ করে।

গোপীদিগের বাক্য, শরীর ও মানস শ্রীকৃষ্ণেই অর্পিত ছিল; শ্রীকৃষ্ণের দূত উদ্ধব আগমন করিলে পর তাহারা তাঁহার কিশোর-ও-বাল্যাবস্থার কার্য্য সকল মুহুর্মুহু স্মরণ করত নির্লজ্জ হইয়া লৌকিক ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়ের কর্ম্ম সকল গান করত কাঁদিতে কাঁদিতে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

প্রিয়ের সমাগম চিন্তা করিতে করিতে কোন গোপী মধুকরকে দেখিয়া, প্রিয় যেন তাহাকে দূত প্রেরণ করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনা করিয়া,[২] এই কথা কহিতে লাগিল। গোপী কহিল, হে ধূর্ত্তের বন্ধু মধুকর! চরণ স্পর্শ করিও না;[৩] দেখিতেছি তোমার শ্মশ্রুরাজিতে সপত্নীর কুচমণ্ডলে বিলুণ্ঠিত মালার কুঙ্কুম রহিয়াছে; মধুপতি সেই সকল মানিনীরই যদুগণের সভায় উপহাসের আস্পদীভূত প্রসাদ বহন করুন;

---

১ অর্থাৎ, যে তখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই।

২ অথবা, প্রিয়প্রেরিত সেই উদ্ধবের প্রতিই কটাক্ষ করিয়া মধুকরচ্ছলে তাঁহাকেই বলিতে লাগিল।

৩ অর্থাৎ, নমস্কার করিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করিও না।

(যদুগণ উপহাস না করিবেনই বা কেন?) এইরূপ তুমিই ত তাঁহার দূত! তুমি যেমন পুষ্প সকলকে, তিনি তেমনি আমাদিগকে একবারমাত্র তাঁহার নিজ মোহিনী অধরসুধা পান করাইয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন[১]! পদ্মা কেন তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন? অহো; (বুঝিলাম) উত্তমশ্লোকের মিথ্যা কথায় তাঁহার চিত্ত হৃত হইয়াছে[২]! হে ষট্‌পদ! পুরাতন[৩] যদুপতিকে আমাদিগের নিকট বারংবার গান করিতেছ কেন? আমরা তাঁহার দারা নহি। যাঁহারা (সম্প্রতি) শ্রীকৃষ্ণের সখী, তাঁহাদিগের নিকট তাঁহার প্রসঙ্গ গান কর; তাহারা তাঁহার প্রিয়া; (তাঁহাকে) আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগের কুচতাপ শান্ত হইয়াছে; তাহারা তোমাকে অভীষ্ট প্রদান করিবে। স্বর্গে, পৃথিবীতে, বা রসাতলে এমন কোন্ কামিনী আছে, যাঁহাকে তিনি না পান? কপট মনোহর হাস্যে তাঁহার ভ্রু প্রকাশ পাইয়া থাকে; আর, লক্ষ্মী যাঁহার চরণরেণু সেবন করেন; তাঁহার নিকট আমরা কে? কিন্তু, যিনি দুঃখীর প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেন, "উত্তমশ্লোক" শব্দ তাঁহার প্রতিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।[৪] মস্তকে যে পদ তুলিয়া লইয়াছ,[৫] তাহা পরি-

১ তাঁহাকে এরূপ অবজ্ঞা করিতেছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর।

২ অর্থাৎ, লক্ষ্মী আমাদিগের ন্যায় চতুরা নহেন।

৩ অর্থাৎ, আমরা তাঁহাকে অনেক বার অনুভব করিয়াছি।

৪ মাতঃ! এরূপ কথা কহিবেন না; আপনাকে বার বার স্মরণ করিয়া মদনে বিধুর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; ভ্রমরের এই উক্তি আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "স্বর্গে" ইত্যাদি "হইয়া থাকে।" পর্য্যন্ত।

৫ ভ্রমর পাদমূলে প্রবেশ করিয়া যেন তাহাকে ক্ষমা করাইতে প্রবৃত্ত হইল, দেখিয়া বলা হইল।

ত্যাগ কর; তুমি মুকুন্দের নিকট হইতে আগমন করিয়া[১] দৌত্য এবং চাটুবাদ দ্বারা প্রার্থনা করিতে বিলক্ষণ চতুরতা প্রকাশ করিতেছ; তোমার (সমস্ত) আমি জানিতেছি।[২] যাঁহার নিমিত্ত আমরা পুত্র, পতি এবং ইহ ও পর লোক পরিত্যাগ করিয়াছি, সেই চঞ্চলচিত্ত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন; তাঁহাতে আর বিশ্বাসের যোগ্য কি আছে?[৩] কোন লোভ না থাকিলেও[৪] শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের ন্যায় বানররাজ (বালীকে) সংহার করিয়াছিলেন; স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া, যে কেবল কাম দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারিত, সেই স্ত্রী (সূর্পনখাকে) বিরূপ করিয়াছিলেন; এবং কাকের ন্যায় বলি ভোজন করিয়া, বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন; তাঁহার সখ্যে প্রয়োজন নাই। তবে তাঁহার কথারূপ বাঞ্ছিত বস্তু পরিত্যাগ করা যায় না।[৫] তাঁহার চরিতলীলারূপ যে কর্ণামৃত, তাহার কণিকামাত্র পান করিয়া ধীর ব্যক্তিদিগের (রাগাদি) দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম সকল নিবৃত্তি পায়; অতএব তাঁহারা মৃতের ন্যায় হইয়া তৎক্ষণমাত্রে দুঃখিত গৃহ পরিবার পরিত্যাগ করিয়া, ভোগে বিরত হইয়া, পক্ষিগণের ন্যায় কেবল প্রাণ ধারণ মাত্র করিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন।[৬]

---

১ অর্থাৎ, তাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়া।

২ সে তথাপি পরিত্যাগ করিল না দেখিয়া বলা হইল।

৩ তাঁহার অপরাধ কি? এই প্রশ্নের উত্তর।

৪ ব্যাধ মাংস খাইবার নিমিত্ত পশু সংহার করে; ইহাঁর কিন্তু তাদৃশ কোনও উদ্দেশ্য ছিল না; অতএব ইনি অনর্থক-নিষ্ঠুর।

৫ তবে তাঁহাকে নিত্য গান করেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর।

৬ অর্থাৎ, যদিও আমরা জানিতেছি যে তাঁহার কথায় আমাদিগের গৃহাদি সংসারকর্ম্মে মন থাকিবে না; আমরা ভোগসুখে উদাসীন হইয়া বেড়াইব; তথাপি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না; চারা কি?

যেমন অবোধ কৃষ্ণসারবধূ হরিণী সকল ব্যাধের গানে বিশ্বাস করিয়া ব্যথা পায়, তেমনি আমরাও কুটিলের কথায় শ্রদ্ধা করিয়া বার বার তাঁহার নখস্পর্শ-জন্য তীক্ষ্ণ মদনব্যথা সহ্য করিয়াছি! অতএব, অহে দূত! অন্য আলাপ কর।[১]

হে প্রিয়ের সখা! প্রিয়কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার প্রেরিত হইয়া কি আগমন করিলে?[২] অহে! তুমি আমার পূজ্য। কি ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর। যাঁহার সাহচর্য্য পরিত্যাগ করা যায় না, তুমি আমাদিগকে এই স্থান হইতে তাঁহার নিকটে কেন লইয়া যাইবে? হে সৌম্য! বধূ লক্ষ্মী যে নিরন্তর বক্ষঃস্থলে থাকিয়া তাঁহার সহবাস করিতেছেন। আর্য্যপুত্র এখন কি মধুপরীতে রহিয়াছেন? হে সৌম্য! তিনি ত পিতা, গৃহ, বন্ধু ও গোপদিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন; কিঙ্করী আমাদিগের কথা কি কখনও উচ্চারণ করেন? অগুরুচন্দনের ন্যায় সুগন্ধি বাহু আমাদিগের মস্তকে কবে স্থাপন করিবেন?

শ্রীশুবদেব কহিলেন, অনন্তর উদ্ধব এইপ্রকার শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষিণী গোপিকাদিগকে প্রিয়ের সংবাদ দ্বারা সান্ত্বনা করত এই কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, অহো! আপনারা চরিতার্থ; এবং লোকে পূজনীয়; কারণ, ভগবান্ বাসুদেবে আপনাদিগের মন সমর্পিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি দান, ব্রত, তপস্যা,

---

১ এরূপ কহিতেছেন কেন? পূর্ব্বে যখন তিনি আপনারই সহিত নির্জ্জনে বিহার করিয়াছিলেন, কই তখন ত তাঁহাকে একথা কহেন নাই? ভ্রমরের এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল।

২ ভ্রমর ফিরিয়া গিয়া পুনর্ব্বার আগমন করিলে পর, তাহাকে বলা হইতেছে।

হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়দমন এবং অন্যান্য বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দ্বারা সাধন করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে ভগবান্ উত্তমশ্লোকে আপনাদিগের মুনিগণের দুর্ল্লভ অত্যুৎকৃষ্ট ভক্তি প্রবাহিত হইয়াছে। ভাগ্যবলে আপনারা পুত্র, পতি, দেহ, স্বজন ও ভবন সকল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনামক পরম পুরুষকে স্মরণ করিয়াছেন। আপনারা অধোক্ষজে একান্ত ভক্তি লাভ করিয়াছেন। হে মহাভাগা সকল! বিরহ আমার প্রতি মহৎ অনুগ্রহ করিল।[১] হে ভদ্রা সকল! আমি প্রভুর গুপ্ত কার্য্য সাধন করি। (আপনাদিগের) প্রিয়ের যে সংবাদ লইয়া আগমন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন; তাহাতে আপনাদিগের সুখ উৎপাদন করিবে।

শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন, তোমাদিগের সহিত আমার কখনও বিয়োগ নাই; কারণ, আমি সকলের আত্মা। যেমন পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই মহাভূত সকল যাবতীয় ভূতে (অবস্থিতি করিতেছে,) তেমনি আমি মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও গুণগণের আশ্রয়।[২] আমি ভূত-ইন্দ্রিয়-ও-গুণরূপ[৩] নিজ মায়ার প্রভাব সহকারে[৪] আপনা দ্বারাই আপনাতে আপনাকে সৃজন, পালন ও নাশ করি।[৫] আত্মা জ্ঞানময়,

---

১ তাহা হইলে আপনাদিগের প্রেমসুখ দেখিতে পাইলাম।

২ সুতরাং সকলের অন্তঃপ্রবিষ্ট।

৩ যিনি নিত্যসিদ্ধ তাঁহার সৃজ্যাদিরূপ হইবার সম্ভাবনা কি? এই প্রশ্নের উত্তর।

৪ নির্ব্বিকার সেরূপ হইবেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর।

৫ যদি কারণ হন, তাহা হইলে সমুদায় পদার্থের অন্তঃপ্রবেশনিবন্ধন আপনার ভেদ হইতে পারে; এই তর্কের উত্তরক্রমে বলা হইল, 'যেমন' ইত্যাদি 'নাশ করি' পর্য্যন্ত।

সুতরাং ভিন্ন; অতএব গুণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই; তিনি শুদ্ধ; সুষুপ্ত, স্বপ্ন ও জাগরণ নামক মনোবৃত্তি দ্বারাই (নানারূপে)[১] প্রতীত হইয়া থাকেন।[২] যেমন নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি অলীক স্বপ্নই চিন্তা করে, তেমনি যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়-গণের বিষয়সমূহ চিন্তা করিতে হয়, এবং যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়-গণ লব্ধ হয়, আলস্য পরিত্যাগ করত সেই মনকে দমন করিবে।[৩] যেমন নদী সকলের চরমসীমা সমুদ্র, তেমনি বেদের, এবং মনীষী ব্যক্তিদিগের অষ্টাঙ্গ যোগ, আত্মানাত্ম-বিবেক, সংন্যাস, স্বধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়দমন ও সত্যের, এই অন্ত।[৪] নয়নের প্রিয় আমি যে তোমাদিগের দূরে বাস করিতেছি, আমাকে ধ্যান করিয়া মনের নৈকট্য হইবে, এই তাহার উদ্দেশ্য।[৫] প্রিয়তম দূরে থাকিলে, স্ত্রীগণের চিত্ত তাঁহাতে যেমন আবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে, নিকটে ও চক্ষুর গোচরে থাকিলে সেরূপ নহে। এই কারণে তোমরা অশেষ বৃত্তি পরি-ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণ আমাতে মন আবিষ্ট করিয়া নিত্য আমাকে ধ্যান করিতে করিতে শীঘ্রই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। হে কল্যাণী সকল! আমি বৃন্দাবনে রাত্রিতে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত

---

১ বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপে।

২ অহং, এই জ্ঞান দ্বারা আত্মার স'নাত্ম নিজেই জানা যায়; তবে শুদ্ধ কেমন করিয়া হইলেম? এই তর্কের উত্তর 'সুষুপ্ত' ইত্যাদি 'হইয়া থাকেন।' ইত্যন্ত।

৩ মন নিরোধ করিলেই উহা বুঝিতে পারা যাইবে, ইহা প্রদর্শিত হইল।

৪ অর্থাৎ, চরম ফল।

৫ হে সর্ব্বসুন্দর! সর্ব্বগুণালঙ্কৃত তোমার বিরহ আমরা সহ্য করিতে পারি-তেছি না; তুমি আমাদিগকে অন্যান্যের ন্যায় তত্ত্ববিদ্যা দ্বারা প্রলোভিত করি-তেছ কেন? এই বাক্যের উত্তর।

হইলে, যাহারা ব্রজে বাস করত[১] আমার সহিত রাস করিতে পায় নাই, তাহারা আমার বীর্য্য চিন্তা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।[২]

শ্রীশুকদেব কহিলেন, ব্রজকামিনী সকল প্রিয়তমের এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইল; এবং প্রিয়তম যে বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা হইতে স্মরণ হওয়াতে, উদ্ধবকে কহিতে লাগিল।

গোপীরা কহিল, ভাগ্যক্রমে যদুদিগের দুঃখ-প্রদ শত্রু কংস অনুচরের সহিত নিধন পাইয়াছে। অচ্যুত সর্ব্বার্থ লাভ করিয়া এখন কুশলে আছেন, ইহা পরম সুখের বিষয়। হে সৌম্য! শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের প্রতি যে প্রীতি করিতেন, পুরকামিনী-দিগের স্নিগ্ধ সলজ্জ হাস্য ও উদার কটাক্ষবিক্ষেপ দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া, তাহাদিগের প্রতি কি সেই প্রীতি করিয়া থাকেন? তিনি রতির পারিপাট্য অবগত আছেন; পুরকামিনীদিগের প্রিয়ও বটেন; তাহাদিগের বাক্য ও বিভ্রম দ্বারা পূজিত হইয়া কেনই বা তাহাদিগের প্রতি অনুরক্ত না হইবেন? হে সাধো! পুরস্ত্রীদিগের সভায় কথায় কথায় উপস্থিত হইলে, তিনি কি গ্রাম্য আমাদিগকে কখনও স্মরণ করেন? কুমুদ, কুন্দ ও চন্দ্রমা দ্বারা মনোরম বৃন্দাবনমধ্যে তখন সেই যে সকল রাত্রিতে রাসমণ্ডলীতে প্রিয়াদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন; (বিহারকালে তাঁহার) চরণে নূপুর বাজিয়া-

---

১ পতিপুত্রাদি কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া আসিতে না পারিয়া।

২ আমাকে প্রাপ্ত হইবে; এ কথা কেবল চাটুবাদমাত্র; এই বাক্যের উত্তর 'হে কল্যাণী সকল' ইত্যাদি 'হইয়াছিল' পর্য্যন্ত।

ছিল ; এবং আমরা তাঁহার মনোহর কথা গান করিয়াছিলাম ; কখনও কি সেই সকল রাত্রির কথা কহিয়া থাকেন ? যেমন ইন্দ্র বনরাজিকে বারি দ্বারা, তেমনি যদুনন্দন কি আগমন করিয়া, তিনি নিজে যে শোক উৎপাদন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তপ্ত আমাদিগকে কর স্পর্শাদি দ্বারা, জীবিত করিবেন ? শ্রীকৃষ্ণ রাজ্য পাইয়াছেন ; শত্রু সংহার করিয়াছেন ; এবং রাজকন্যাদিগকে বিবাহ করিয়া সমুদায় বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া সুখে আছেন ; তিনি আর এ স্থানে কেন আসিবেন ? তিনি ধীর ও শ্রীপতি ; আপনাপনিই সমস্ত কাম লাভ করিয়াছেন ; অতএব তিনি পূর্ণ ; বনবাসিনী আমরা আর তাঁহার কোন্ অভিলাষ পূরণ করিব ? অন্যান্য কামিনীরাই[১] বা কি করিবে ? কামচারিণী পিঙ্গলাও[২] কহিয়াছে, আশা পরিত্যাগ করাই পরম সুখ ; আমরা তাহা জানি ; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদিগের এমনই আশা, যে তাহা ত্যাগ করিবার নহে ! যে উত্তমশ্লোকের নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও, লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্গ হইতে কখনও চ্যুত হন না, তাঁহার নির্জ্জন আলাপ কে ত্যাগ করিতে সাহসী হয় ? প্রভো ! এই সকল গাভী ও বেণুরব এবং এই সকল নদী পর্ব্বত ও বনপ্রদেশ, শ্রীকৃষ্ণ রামের সহিত সেবন করিয়াছিলেন। অহো ; শ্রীনন্দনন্দনের শ্রীনিকেতন পদচিহ্ন দ্বারা এই সকল নদী, পর্ব্বত ও বনপ্রদেশ বার বার তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে ; (সুতরাং) বিস্মৃত

---

১ রাজকন্যাগণ।

২ কোন এক বেশ্যা।—'কান্তের আশা ছেদন করিয়া, পিঙ্গলা সুখে নিদ্রা গেল।' পুরাণ॥

হইতে সমর্থ হইতেছি না। (তাঁহার) ললিত গতি, উদার হাস্য, লীলা ও অবলোকন এবং মধুর বাক্য আমাদিগের চিত্ত হরণ করিয়াছে; অতএব কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? হে কৃষ্ণ! হে রমানাথ! হে ব্রজনাথ! হে আর্ত্তিনাশন! হে গোবিন্দ! গোকুল দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে; উদ্ধার কর।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সংবাদে গোপীদিগের বিরহজ্বর দূর হইল। শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ এবং আত্মা, ইহা জানিতে পারিয়া তাহারা উদ্ধবের পূজা করিল। উদ্ধব গোপীদিগের শোক নাশ করত কয়েক মাস (গোকুলে) বাস, এবং কৃষ্ণলীলা কথা গান করিয়া গোকুল আনন্দিত, করিলেন। উদ্ধব যত দিন নন্দের গোকুলে বাস করিলেন, শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী কথাবার্ত্তায় ব্রজবাসীদিগের তত দিন ক্ষণ তুল্য বোধ হইল। হরিদাস নদী, বন, পর্ব্বত, দ্রোণী ও কুসুমিত বন দর্শন করত ব্রজবাসীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করাইয়া আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

উদ্ধব গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিনিবিষ্ট চিত্তের ইত্যাদি-প্রকার বৈক্লব্য দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাহাদিগকে নমস্কার করিবার পূর্ব্বে এই গান করিয়াছিলেন;—পৃথিবীতে এই গোপবধূরাই যথার্থ দেহ ধারণ করিয়াছেন;[১] ভবভীত[২] মুনিগণ এবং আমরাও যাহা প্রার্থনা করি, অখিলাত্মা

---

১ অর্থাৎ, ইহাদিগেরই জন্ম সফল।

২ মুমুক্ষু। অর্থাৎ তাঁহারা মুক্ত হইয়াও কামনা করেন।

গোবিন্দে ইহাঁদিগের সেই পরম প্রেম জন্মিয়াছে। অতএব হরিকথায় যাঁহার অনুরাগ আছে, তাঁহার ব্রহ্মজন্মে[১] প্রয়োজন কি? এই সকল কামিনী বনচরী; ব্যভিচারদোষে দূষিত; ইহারাই বা কোথায়! আর, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জাত এই পরম প্রেমই বা কোথায়! অহো; অজ্ঞ ব্যক্তিও যদি ভজনা করে, তাহা হইলে ঈশ্বর তাহাকে সাক্ষাৎ মঙ্গল দান করেন! না জানিয়া অমৃত ভক্ষণ করিলেও (শুভ ঘটে!) অহো; রাসোৎসবে ইহাঁর ভুজদণ্ড দ্বারা কণ্ঠে গৃহীত হইয়া মঙ্গল লাভ করত ব্রজসুন্দরীরা যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্যান্য কামিনীদিগের কথা দূরে থাকুক্, যিনি নিতান্ত রত হইয়া বক্ষঃস্থলে বাস করিতেছেন, সেই লক্ষ্মীও সে প্রসাদ পান না; এবং যে সকল স্বর্গকামিনীদিগের গন্ধ ও কান্তি পদ্মের ন্যায়, তাহারাও পায় নাই। এই যে সকল গোপী দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, বেদে যাহার অন্বেষণ করিতে হয়, সেই গোবিন্দপদবী ভজনা করিয়াছেন, বৃন্দাবনমধ্যে যে সকল গুল্ম, লতা এবং ওষধি ইহাঁদিগের চরণ-রেণু সেবন করিতেছে, আমি যেন সেই সকলের মধ্যে কোন একটী হই। লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের যে পাদাগ্রপদ্ম সেবা করেন এবং ব্রহ্মাদি আপ্তকাম মুনিগণ হৃদয়ে যাহার অর্চ্চনা করেন, ইহাঁরা রাসসভায় কুচমণ্ডলে সমর্পিত সেই ভগবৎ পাদপদ্ম আলিঙ্গন করিয়া তাপ শান্তি করিয়াছিলেন! যে সকল

---

১ টীকাকার এ স্থলে 'ব্রহ্মজন্মের,' দুই অর্থ করেন (১) ব্রাহ্মণ জন্ম। সেই ব্রাহ্মণ জন্ম তিনপ্রকার;—শুক্র হইতে, বেদদীক্ষা হইতে, এবং যজ্ঞ হইতে। (২) ব্রহ্মা (চতুর্ম্মুখ) হইয়া জন্ম।

ব্রজকামিনী হরিকথাগানে ত্রিভুবন পবিত্রিত করেন, আমি তাঁহাদিগের পাদরেণু অনুক্ষণ বন্দনা করি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, (উক্তরূপে কতিপয় মাস বাস করিয়া) যদুনন্দন অবশেষে গোপীগণ, যশোদা ও নন্দকে বলিয়া এবং গোপদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া, গমন করিবার নিমিত্ত রথে আরোহণ করিলেন। নন্দাদি গোপ সকল নানা উপায়ন হস্তে করিয়া বহির্গত উদ্ধবের নিকটে গমন করত অনুরাগ হেতু রোদন করিতে করিতে কহিলেন,-আমাদিগের মনোবৃত্তি সকল যেন শ্রীকৃষ্ণের পাদাম্বুজ আশ্রয় করিয়া থাকে; বাক্য যেন তাঁহার নাম সকল কীর্ত্তন করে; এবং অভিলাষ যেন তাঁহার প্রণামাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কর্ম্ম-বশে ভ্রমণ করিতে করিতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে কোন যোনিতে ভ্রমণ করি না কেন, মঙ্গলাচরণ এবং দানাদি করত যেন ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদিগের মতি থাকে।

রাজন্! গোপগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণভক্তি দ্বারা এই রূপে পূজিত হইয়া, উদ্ধব পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণপালিতা মথুরায় উপস্থিত হইলেন; শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া ব্রজবাসীদিগের ভক্ত্যুদ্রেক নিবেদন করিলেন; এবং শ্রীকৃষ্ণকে, রামকে ও রাজাকে উপঢৌকন দ্রব্য সকল প্রদান করিলেন।

উদ্ধবের প্রত্যাগমন নামক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বদর্শন ভগবান্ জানিতে পারিয়া, অভীষ্ট সাধন করিবার নিমিত্ত, কামতপ্তা সৈরিন্ধ্রী (কুব্জার) মহামূল্য গৃহোপকরণে ও কামোদ্দীপক সামগ্রীতে পরিপূর্ণ, আর, মুক্তাদাম, পতাকা, চন্দ্রাতপ, শয্যা, আসন, এবং সুগন্ধি ধূপ, দীপ, মালা ও গন্ধদ্রব্যে বিভূষিত গৃহে গমন করিলেন। কুব্জা অচ্যুতকে গৃহে আগমন করিতে দেখিয়া অস্তে ব্যস্তে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সখীগণ দ্বারা যথাবিধি আসনাদিদানপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করাইলেন। উদ্ধবও সাধু বলিয়া সেই রূপে পূজিত হইয়া আসন পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে উপবেশন করিলেন। লোকাচারের অনুবর্ত্তন করাই শ্রীকৃষ্ণের ব্রত ছিল; তিনি গিয়া শীঘ্র মহাধন শয্যায় প্রবেশ করিলেন। কুব্জা মজ্জন, আলেপন, দুকূল, ভূষণ, মাল্য, গন্ধ, তাম্বূল, সুধা ও আসবাদি দ্বারা শরীরের বেশ ভূষা করিয়া সলজ্জ লীলা জন্য হাস্যসহকৃত বিভ্রম প্রকাশপূর্ব্বক কটাক্ষ বিক্ষেপ করত মাধবের নিকটে গমন করিল। (মাধব) নবসঙ্গমজনিত লজ্জায় ঈষৎশঙ্কিতা সুন্দরী কান্তাকে আহ্বান করত, (তাহার) দুই কঙ্কণভূষিত হস্ত ধারণপূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করাইয়া ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কুব্জার কেবল অনুলেপনদানরূপ লেশমাত্র

পুণ্য ছিল। (যাহা হউক্,) সে অনন্তের চরণ আঘ্রাণ করত অনঙ্গতপ্ত কুচযুগল, বক্ষঃস্থল ও নয়নদ্বয়ের ব্যথা নাশ করত দুই স্তনের মধ্য-পতিত আনন্দমূর্ত্তি কান্তকে আলিঙ্গন করিয়া অতিদীর্ঘ সন্তাপ দূর করিল।

অহো; সেই দুর্ভগা কুব্জা অঙ্গরাগ সমর্পণ করিয়া কৈবল্য-নাথ দুষ্প্রাপ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া এই প্রার্থনা করিল;—হে প্রিয়তম! এই স্থানে কতিপয় দিবস বাস কর; আমার সহিত বিহার কর; হে পঙ্কজনয়ন! আমি তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সাহস করি না!

সর্ব্বেশ্বর মানদ সেই (কুব্জাকে) অভীষ্ট বর প্রদান, এবং তাহার সম্মান, করিয়া উদ্ধবের সমভিব্যাহারে আপনার সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সর্ব্বেশ্বর দুরারাধ্য বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া যিনি বিষয়সুখ প্রার্থনা করেন, তিনি কুজ্ঞানী; কারণ, বিষয়সুখ তুচ্ছ বস্তু।

(সে যাহা হউক্,) প্রভু শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের প্রিয়সাধনের নিমিত্ত তাঁহাকে কোন কার্য্য করাইতে মনস্থ করিয়া, রাম ও উদ্ধবের সমভিব্যাহারে তাঁহার ভবনে গমন করিলেন। অক্রূর দূর হইতেই সেই আত্মবান্ধব নরবরশ্রেষ্ঠদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া গাত্রোত্থান ও অগ্রে গমন করত আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও অভিনন্দন করিয়া রামকৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন; তাঁহারাও তাঁহাকে অভিবাদন করত আসনে উপবেশন করিলেন; (শ্বফল্ক-তনয়) তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। রাজন্! অক্রূর মস্তকে পাদপ্রক্ষালন জল ধারন করত দিব্য পূজোপকরণ ও বস্ত্র,

এবং উত্তম গন্ধ, মাল্য ও ভূষণ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক ক্রোড়স্থিত পাদযুগল মার্জ্জন করিতে করিতে বিনয়ে অবনত হইয়া রাম কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন ;—ভাগ্যক্রমে কংস অনুচরগণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে ; এবং (ভাগ্যক্রমে) আপনারা দুই জনে আপনাদিগের এই বংশকে কষ্ট হইতে উদ্ধার ও সংবর্দ্ধিত, করিয়াছেন। আপনারা দুই জন প্রধান পুরুষ ; জগতের কারণ ; ও জগন্ময়। আপনারা ভিন্ন অন্য কোনও কারণ, বা কার্য্য, নাই। ব্রহ্মন্ ! আপনার নিজ শক্তি দ্বারাই এই যে বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতে প্রবেশ করিয়া আপনিই শ্রুত-ও-প্রত্যক্ষগোচর ভেদে নানারূপে প্রতীত হন।[১] যেমন পৃথিবী প্রভৃতি যোনি ভূত[২] চরাচর ভূতগণে নানারূপে প্রকাশ পায়, তেমনি একমাত্র স্বাধীন[৩] আপনি, আপনি নিজে যে সকলের কারণ, সেই সকল ভূতভৌতিকাদি পদার্থে বহুধা প্রতীত হইতেছেন। রজঃ, তমঃ ও সত্ব গুণ আপনার নিজ শক্তি ; আপনি এই সকল শক্তি দ্বারা বিশ্ব সৃজন, পালন ও লোপ করিতেছেন ; কিন্তু আপনি এই সকল গুণ বা কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ নহেন ; কারণ, আপনি জ্ঞানাত্মা ; অতএব বন্ধের হেতু (অবিদ্যা) কখনও আপনাতে থাকিতে পারে না[৪]। বিচার করিয়া দেহাদি উপাধির বাস্তব্য সংস্থাপন

১ প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে আমি ভিন্ন অন্য কার্য্য কারণ রহিয়াছে ; আপনি কেমন করিয়া বলিতেছেন নাই ? এই তর্কের আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল।

২ নিজ নিজ রূপান্তরের প্রকাশের স্থান।

৩ জীবাত্মাও নরমৃগাদি শরীরে এবং বাল্যযৌবনাদি অবস্থা সকলে নানা বলিয়া প্রকাশ পান। তাঁহার সহিত ভিন্ন করিবার নিমিত্ত বলা হইল, 'স্বাধীন।'

৪ আপনি বলিলেন, আমার বন্ধ নাই ; ইহা বলিয়া আপনি স্বীকার করিতেছেন যে আমার মোক্ষ আছে ? যদি বলেন, আছে ; তাহাতে বক্তব্য এই যে, বন্ধ না

করা যায় না; সুতরাং জীবাত্মারও জন্ম বা (জন্মমূলক) ভেদ হইতে পারে না; অতএব আপনার বন্ধ বা মোক্ষ, উভয়ই নাই; আমাদিগের অজ্ঞানই আপনার বন্ধ ও মোক্ষ।[১] জগতের হিতের নিমিত্ত আপনি এই যে বেদমার্গ কহিয়াছেন, এই মার্গ যখন যখন অসৎ পাষণ্ডমার্গ দ্বারা বাধিত হয়, আপনি তখন তখনই সত্ত্ব গুণ অবলম্বন করেন। বিভো! এতাদৃশ আপনি অসুরগণের অংশসম্ভূত রাজাদিগের শত অক্ষৌহিণী বধ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিবার নিমিত্ত এক্ষণে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া এই বংশের যশ বিস্তার করিতেছেন[২]। হে ঈশ্বর! যাবতীয় বেদ, পিতৃ, ভূত, নর ও দেবগণ যাঁহার মূর্ত্তি, এবং যাঁহার পাদপ্রক্ষালন জল ত্রিজগৎ পবিত্র করে, সেই অধোক্ষজ জগদ্গুরু আপনি অদ্য আমাদিগের বসতি সকলে প্রবেশ করিলেন; অতএব এই সকল অদ্য পুণ্যতম[৩] হইল। আপনি ভক্তপ্রিয়; সুতরাং আপনার বাক্য সত্য: আপনি কৃতজ্ঞ; সুতরাং সুহৃদ্। আপনার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। যে সকল সুহৃদ্ ব্যক্তি আপনাকে ভজনা করেন, আপনি চারি দিক্ হইতে তাঁহা-

---

থাকিলে মোক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আমার মোক্ষ আছে বলাতে আপনার আমার বন্ধও প্রতিপাদন করা হইতেছে। অক্রূর এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, 'অতএব' ইত্যাদি 'না' ইত্যন্ত পর্য্যন্ত।

১ 'আচ্ছা, আপনি ত শুনিয়াছেন যে, আমি উদূখলে বদ্ধ হইয়াছিলাম; যমুনা হ্রদেও ত আমাকে মুক্ত দর্শন করিয়াছেন; তবে কেন বলিতেছেন আমার বন্ধ মোক্ষ নাই?' এই তর্কের উত্তর।

২ তবে কি আমার অবতার সকল এবং সেই সকল অবতারের চরিতসমূহ, শুক্তিতে রজতভ্রমের ন্যায়, অজ্ঞানকল্পিত? এই প্রশ্নের উত্তরক্রমে, 'জগতের হিতের নিমিত্ত' ইত্যাদি 'বিস্তার করিতেছেন,' ইত্যন্ত দ্বারা বলা হইতেছে, না; না; এ আপনার লীলা।

৩ তপোবন হইতেও।

দিগের অভিলাষ পূরণ করেন; এবং তাঁহাদিগকে আপনার নিজকেও প্রদান করেন; অতএব কোন্ ব্যক্তি পণ্ডিত হইয়া আপনার ভিন্ন অন্যের শরণ লইবেন? যোগেশ্বর সুর-শ্রেষ্ঠেরাও আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন না; এতাদৃশ আপনি যে আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচর হইলেন, ইহা আমা-দিগের পরম ভাগ্য। আপনার যে মায়া পুত্র-কলত্র-ধন-স্বজন-গৃহ-ও-দেহাদিরূপ মোহ উৎপাদন করে, আপনি আমাদিগের সেই মায়া অবিলম্বে ছেদন করুন।

ভক্ত অক্রূর এইরূপ অর্চ্চনা ও স্তব করিলে পর, ভগবান্ হরি ঈষৎ হাস্য করিয়া বাক্য দ্বারা যেন মোহিত করিয়া তাঁহাকে কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আপনি আমাদিগের গুরু, পিতৃব্য এবং সর্ব্বসময়ে শ্লাঘ্য বন্ধু। আমরা আপনাদিগের রক্ষ্য, পোষ্য ও অনুকম্পার পাত্র। যে সকল মনুষ্য মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা নিত্য আপনাদিগের ন্যায় পূজ্যতম মহাভাগ ব্যক্তিদিগের সেবা করিবেন; দেবগণ স্বকার্য্য সাধনে তৎপর; সাধুরা সেরূপ নহেন।[১] জলময় তীর্থ সকল যে তীর্থ নহে, এ কথা বলা যায় না; মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি দ্বারা বিনির্ম্মিত দেবতা সকল যে দেবতা নহেন, তাহাও নহে; (তবে) তাঁহারা বহু কালে পবিত্র করেন; সাধুরা কিন্তু দর্শনমাত্রেই শুদ্ধি উৎপাদন করিয়া থাকেন। আমাদিগের যত আত্মীয় আছেন, আপনি তাঁহাদিগের সকলের শ্রেষ্ঠ; অতএব আপনি পাণ্ডব-

[১] 'মনুষ্যেরা ত দেবতাদিগেরই সেবা করিবেন, এই ত জানি।' এই বাক্যের উত্তর।

দিগের মঙ্গল সাধন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হস্তিনাপুরে গমন করুন। তাঁহারা বালক; শুনিয়াছি পিতা স্বর্গারোহণ করাতে তাঁহারা মাতার সহিত সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন; রাজা (ধৃতরাষ্ট্র) তাঁহাদিগকে আপন-নগরে আনয়ন করিয়াছেন; তাঁহারা (তথায়) বাস করিতে-ছেন। অম্বিকার তনয় দীনবুদ্ধি রাজা (ধৃতরাষ্ট্র) অন্ধ; (অতএব) কুসন্তানদিগের বশেই চলিয়া থাকেন; নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তিনি ভ্রাতৃপুত্রদিগের প্রতি সমান ব্যবহার করেন না। গমন করিয়া জানুন, এক্ষণে তাঁহাদিগের সংবাদ ভাল কি মন্দ। জানিয়া পরে যাহাতে আত্মীয়দিগের মঙ্গল হয় করিব।

ভগবান্ ঈশ্বর হরি অক্রূরকে এই আদেশ করিয়া পরে বলরাম ও উদ্ধবের সহিত আপন ভবনে গমন করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, অক্রূর পৌরবশ্রেষ্ঠদিগের কীর্ত্তিতে পরিব্যাপ্ত হস্তিনাপুরে গমন এবং তথায় ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর ও কুন্তী, বাহ্লীক ও তাঁহার পুত্রগণ, ভারদ্বাজ, গৌতম, কর্ণ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য সুহৃদ্বর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গান্দিনীনন্দন বন্ধু-গণের সহিত যথাবিধি মিলিত হইলে পর তাঁহারা তাঁহাকে

সুহৃদ্গণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনিও তাঁহাদিগকে কুশলপ্রশ্ন করিলেন।

(মহারাজ! অক্রূর) দুর্বুদ্ধি রাজার আচরণ জানিবার অভিপ্রায়ে কয়েক মাস (হস্তিনায়) বাস করিলেন। রাজার পুত্রগুলি অসৎ; তিনি খল (কর্ণাদির) ইচ্ছার নিয়ত অনুবর্ত্তন করিতেছিলেন। কুন্তী এবং বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগের তেজ, শস্ত্রাদিনৈপুণ্য, বল, বীর্য্য, বিনয়াদি সদ্গুণ; ও প্রজাগণের প্রতি অনুরাগ,[১] এবং সহ্য করিতে সমর্থ না হওয়াতে পাণ্ডবগণের প্রতি তাহারা যাহা যাহা করিতে চাহিয়াছে, ও বিষদানপ্রভৃতি যে সকল অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছে, সমুদায় তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। কুন্তী সমাগত ভ্রাতা অক্রূরের নিকট উপস্থিত হইয়া জন্মনিদান (মাতা পিতাকে) স্মরণ করত ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, হে সৌম্য! আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভাতৃপুত্র, কুলস্ত্রী ও সখী সকল আমাকে কি স্মরণ করেন? শরণ্য, ভক্তবৎসল ভ্রাতৃপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং পদ্ম-নয়ন রাম কি তাঁহাদিগের পিতৃস্বসার পুত্রদিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন? বৃকগণের মধ্যে হরিণীর ন্যায়, আমি সপত্নীদিগের মধ্যে থাকিয়া শোক করিতেছি; (কৃষ্ণ) কি আমাকে এবং এই সকল পিতৃহীন বালককে বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিবেন? হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্[২]! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বপালক! আমি প্রপন্ন;

---

১ 'প্রজানুরাগং' মূলে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার দুই অর্থ হইতে পারে;—(১) প্রজার প্রতি কৌরবদিগের অনুরাগ; (২) কৌরবদিগের প্রতি প্রজার অনুরাগ।

২ যাঁহার 'যোগ' অর্থাৎ মায়া নামে উপায় আছে।

শিশু সন্তানদিগকে লইয়া ক্লেশ পাইতেছি; হে গোবিন্দ! আমাকে ত্রাণ করুন। ঈশ্বর আপনার মোক্ষপ্রদ পাদপদ্ম ভিন্ন মৃত্যুর ও সংসারের ভয়ে ভীত মনুষ্যদিগের অন্য শরণ দেখিতে পাই না। ধর্ম্মাত্মা, অপরিচ্ছিন্ন, জীবের সখা, অণিমাদি-গুণ-যুক্ত, জ্ঞানাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার; (প্রভো!) আমি আপনার শরণাগত।

রাজন্! স্বজনদিগকে এবং জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করত দুঃখিত হইয়া তোমাদিগের প্রপিতামহী এইপ্রকারে রোদন করিতে লাগিলেন। সমদুঃখ-সুখ অক্রূর এবং মহাযশা বিদুর তাঁহার পুত্রগণের জন্মের কারণভূত (ইন্দ্রাদির কথা কহিয়া) কুন্তীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

(অনন্তর অক্রূর) যাইবার সময় পুত্রলালস, বিষমাচারী রাজা (ধৃতরাষ্ট্রের) নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞাতিগণের মধ্যে (রামকৃষ্ণাদি) বন্ধুগণ সুহৃদ্ভাবে যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাহা কহিলেন।

অক্রূর কহিলেন, অহে, অহে বিচিত্রবীর্য্যনন্দন! আপনি কুরুগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন; ভ্রাতা পাণ্ডু পরলোক গমন করাতে এক্ষণে রাজাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন।[১] যদি আত্মীয়দিগের প্রতি সমান ব্যবহার করত সচ্চরিত্র দ্বারা প্রজাদিগের মনোরঞ্জন করিয়া ধর্ম্মপূর্ব্বক পৃথিবী পালন করেন, তাহা হইলে মঙ্গল ও কীর্ত্তি লাভ করিবেন; অন্যথা আচরণ করিলে লোকে নিন্দাভাজন হইয়া নরকগামী

১ ইহা দ্বারা বলা হইতেছে যে, পরলোকগত পাণ্ডুর পুত্র থাকিতেও আপনি অন্যায় করিয়া রাজাসন গ্রহণ করিয়াছেন।

হইবেন।[১] অতএব আপনার পুত্র ও পাণ্ডবগণ; উভয়ের প্রতিই সমান আচরণ করুন। রাজন্! ইহ লোকে কাহারও সহিত কাহারও চিরকাল সম্পূর্ণরূপে একত্র বাস ঘটে না। জায়াপুত্রাদির কথা দূরে থাকুক, আপন দেহের সহিতই (চিরকাল একত্র বাস হয় না।) জন্তু একাকীই উৎপন্ন ও একাকীই লীন হয়; এবং একাকীই সুকৃতদুষ্কৃত ভোগ করে। জলবাসী (মৎস্যাদির) জলের ন্যায়,[২] অপরে পোষ্য (পুত্রাদির) নাম ধরিয়া মূঢ় ব্যক্তির অধর্ম্মসঞ্চিত ধন হরণ করে। মূর্খ আপনবোধে যে প্রাণ, অর্থ ও পুত্রাদিকে অধর্ম্ম করিয়া পোষণ করে, সে ভোগে চরিতার্থ না হইতেই, তাহারা তাহাকে পরিত্যাগ করে। তাহারা পরিত্যাগ করিলে পর, স্বধর্ম্মবিমুখ স্বপ্রয়োজনানভিজ্ঞ নিজে অপূর্ণ-মনোরথ হইয়া পাপ লইয়া অন্ধতম নরকে প্রবেশ করে। অতএব, হে রাজন্! হে প্রভো! এই লোককে স্বপ্ন, মায়া ও মনোরথের ন্যায় দর্শন করিয়া আপনা দ্বারা আপনাকে দমন করত শান্ত হইয়া সমদর্শী হউন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে অক্রূর! আপনি মঙ্গল বাক্য এমন করিয়া কহিতেছেন যে, যেমন মনুষ্য অমৃত পাইলে "না" বলে না, তেমনি আমি, "ইহা যথেষ্ট হইয়াছে; আর নহে;" এরূপ বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু, সৌম্য! আমার হৃদয়

১ ইহা দ্বারা বলা হইতেছে যে, যদিও অন্যায় করিয়া রাজা হইয়াছেন, তথাপি এইরূপ আচরণ করুন, তাহা হইলে মঙ্গল হইতে পারে।

২ মৎস্য যখন একাকী এক জলাশয়ে থাকে, তখন সমুদায়ই তাহার একের অধিকারভুক্ত থাকে; ক্রমে যত সন্তানাদি উৎপাদন করে, ততই তাহার অধিকার অংশ হইতে থাকে; অধিক হইলে আর তন্মধ্যে স্থানই পায় না।

পুত্রানুরাগহেতু বিষম হইয়া চঞ্চল হইয়াছে; আপনার বাক্য সত্য হইলেও, সুদামপর্ব্বতসম্ভবা[১] বিদ্যুতের ন্যায় স্থির হইতে পারিতেছে না। যে ঈশ্বর ভূমির ভারহরণের নিমিত্ত যদুর কুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি যে বিধান করিয়াছেন, কোন্ ব্যক্তি, অন্যথা করিয়া, তাহা দূর করিতে পারেন? যিনি অচিন্ত্যমার্গা নিজমায়া দ্বারা এই বিশ্ব সৃজন করত ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সকল বিভাগ করিয়া দেন, সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। তাঁহার দুর্ব্বোধ ক্রীড়াই এই সংসারের কারণ; তাঁহা হইতেই ইহার গতি হইয়া থাকে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে কৌরব! সেই যদুনন্দন (অক্রূর) রাজা (ধৃতরাষ্ট্রের) এই অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সুহৃদ্গণের আজ্ঞা পাইয়া পুনর্ব্বার যদুপুরীতে প্রত্যাগমন করত, তিনি স্বয়ং যাহা জানিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন, পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের সেই আচরণ রামকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

[১] অর্থাৎ, যেমন বিদ্যুৎ স্ফটিকশিলাময় পর্ব্বতে সহসা অভিস্ফুরিত হইয়া তখনই লীন হয়, তাহার ন্যায়।

পঞ্চাশৎতম অধ্যায়।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, হে ভারতশ্রেষ্ঠ! কংসের দুই ভার্য্যা অস্তি ও প্রাপ্তি, স্বামী নিহত হইলে পর, দুঃখার্ত্ত হইয়া আপনাদিগের পিতৃগৃহে গমন করিলেন; এবং দুঃখিত পিতা মগধরাজ জরাসন্ধকে আপনাদিগের বৈধব্যের সমস্ত কারণ কহিলেন। রাজা জরাসন্ধ সেই অপ্রিয় শ্রবণ করত শোকার্ত্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে অযাদব করিবার নিমিত্ত সমধিক উদ্যোগ করিলেন। ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী লইয়া চারি দিক্ হইতে যদুদিগের রাজধানী অবরোধ করিলেন। প্রয়োজনবশতঃ মাধবরূপী, ভগবান্ হরি শ্রীকৃষ্ণ উদ্বেল সাগরের ন্যায় সেই সেনা দর্শন, এবং সেই সেনা দ্বারা নিজ নগরীকে অবরুদ্ধ ও স্বজনদিগকে ভয়াকুল হইতে নিরীক্ষণ, করিয়া সেই দেশ ও কালের অনুযায়ি আপন অবতারের প্রয়োজন চিন্তা করিতে লাগিলেন;—মগধরাজ যাবতীয় বশীভূত ভূপতিগণের এই যে পদাতি, অশ্ব, গজ ও রথ দ্বারা কয়েকঅক্ষৌহিণীপরিগণিত সেনা আনয়ন করিয়াছেন, এই পৃথিবীর সঞ্চিত ভার। আমি এই সেনাই সংহার করিব; মগধরাজকে বধ করা হইবে না; ইনি পুনর্ব্বার সেনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। পৃথিবীর ভার হরণ, এবং সাধুদিগকে রক্ষা ও অসাধুদিগকে সংহার, করিবার নিমিত্তই

আমার অবতার হইয়াছে। সময়ক্রমে আমাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়; ধর্ম্মের রক্ষা, এবং অধর্ম্মের উচ্ছেদ, করিবার নিমিত্ত আমি কখনও অন্য দেহও গ্রহণ করিয়া থাকি।

গোবিন্দ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এই সময়ে সারথি ও পরিচ্ছদের সহিত সূর্য্যকিরণের ন্যায় কিরণশালী দুইখানি রথ ও দিব্য পুরাণ অস্ত্রশস্ত্র সকল তৎক্ষণমাত্র আকাশ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইল।

অনন্তর হৃষীকেশ সেই সকল দর্শন করিয়া সঙ্কর্ষণকে কহিলেন, আর্য্য! দেখুন, আপনি যাঁহাদিগের নাথ, সেই সকল যদুবংশীয়ের বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে; ভ্রাতঃ! এই আপনার রথ ও প্রিয় অস্ত্র শস্ত্র সকল উপস্থিত হইয়াছে। রথে আরোহণ করিয়া ইহা সংহার, এবং বিপদ্ হইতে স্বজনদিগকে উদ্ধার, করুন। হে ঈশ্বর! সাধুদিগের মঙ্গল করিবার নিমিত্তই আমাদিগের জন্ম। ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী নামক ভূমির ভার হরণ করুন।

এই বলিয়া, দুই যদুনন্দন কবচ পরিধান, ও উত্তম অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ, করত রথে আরোহণ করিয়া অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া নগরী হইতে বহির্গত হইলেন। দারুক-সারথি শ্রীহরি নির্গত হইয়া শঙ্খ বাদন করিলেন। সেই শঙ্খশব্দ হইতে শত্রুসেনার হৃদয়ে ভয়জন্য কম্প উপস্থিত হইল।

মগধরাজ তাঁহাদিগের দুই জনকে দর্শন করিয়া কহিলেন, রে পুরুষাধম কৃষ্ণ! তুই বালক; তোর সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না; লজ্জা হয়। রে বন্ধুনাশন! তুই গুপ্ত।[১]

[১] অর্থাৎ, সকলের অন্তর্যামি বলিয়া দর্শনের অযোগ্য।

রে মন্দ! তোর সহিত যুদ্ধ করিব না; তুই যা। রাম! তোমার যদি ইচ্ছা হয়, যুদ্ধ কর; ভীত হইও না। হয়, আমার বাণ দ্বারা ছিন্ন দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন কর; না হয়, আমাকে সংহার কর।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যাঁহারা বীর, তাঁহারা আত্মশ্লাঘা করেন না; পৌরুষই প্রদর্শন করেন। রাজন্! তুমি মরিতে যাইতেছ; (অতএব) উন্মত্ত হইয়াছ; তোমার বাক্য গ্রাহ্য করি না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, বায়ু যেমন মেঘ দ্বারা সূর্য্যকে, এবং ধূলি দ্বারা অগ্নিকে, আচ্ছাদন করেন, তেমনি জরাতনয় অভিমুখীন হইয়া বলবৎ মহাবলস্রোত দ্বারা সৈন্য, রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথির সহিত মধুবংশসম্ভূত রামকৃষ্ণকে আবরণ করিলেন। স্ত্রীসকল নগরীর অট্টালক, হর্ম্ম্য ও গোপুরে আরোহণ করিয়াছিল; তাহারা যুদ্ধস্থানে হরি এবং রামের গরুড়-ও-তালধ্বজে চিহ্নিত দুই খানি রথ দেখিতে না পাইয়া শোকে তাপিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল। শত্রুসৈন্যরূপ মেঘ হইতে যে অতি প্রচুর শরধারা-বর্ষণ হইতেছিল, হরি তদ্দ্বারা আপন সৈন্যকে পীড়িত হইতে দেখিয়া অঙ্গারচক্রসদৃশ শৃঙ্গনির্ম্মিত ধনুঃশ্রেষ্ঠ শার্ঙ্গ ধনু প্রকাশ করিলেন। পরে তূণীর হইতে বাণ সকল গ্রহণ-পূর্ব্বক যোজনা করিয়া শাণিত বাণসমূহ পরিত্যাগ করত নিরন্তর রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিকদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। হস্তী সকল ভিন্ন-কুম্ভ হইয়া পতিত হইল। অনেকানেক অশ্ব বাণ দ্বারা ছিন্ন-কন্ধর হইয়া ভূমিসাৎ হইল।

রথ সকল হতাশ্ব, হত-সারথি, হত-নায়ক ও ছিন্ন-ধ্বজ হইয়া পতিত হইল; এবং পদাতিক সকল ছিন্ন-বাহু, ছিন্নোরু ও ছিন্ন-কন্ধর হইয়া শয়ন করিল। অপরিমেয়তেজঃসম্পন্ন বলদেব যুদ্ধস্থলে মুষল দ্বারা দুর্ম্মদ শত্রুদিগকে সংহার করত ছিদ্যমান পদাতিক, হস্তী ও অশ্বগণের অঙ্গ হইতে সমুৎপন্না ভীরু-জনের ভয়াবহা, এবং মনস্বীদিগের হর্ষকরী শতশত শোণিত-নদী উৎপাদন করিলেন; ঐ সকল নদী পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রবাহিত হইল। ভুজসমূহ ঐ সকল নদীর সর্প, পুরুষদিগের মস্তকনিকর কচ্ছপ, নিহত গজ সকল দ্বীপ, অশ্বসকল গ্রাহ, কর ও উরু সকল মৎস্য, নরকেশসকল শৈবল, ধনু সকল তরঙ্গ, অস্ত্রনিকর গুল্ম, চর্ম্ম সকল ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত, এবং উত্তম উত্তম মহামণি ও আভরণ সকল উহার প্রস্তরখণ্ড-ও-শর্করাস্বরূপ হইয়াছিল। (বলদেব) সাগরের ন্যায় দুর্গম, ভয়ানক, অগাধ এবং অপার মগধরাজপালিত সৈন্যও ক্ষয় করিলেন। রাজন্! বসুদেবের দুই পুত্র জগ-দীশ্বর; ঐ কার্য্য তাঁহাদিগের ক্রীড়ামাত্র। যে অনন্তগুণ (ভগবান্) আপন লীলা দ্বারা ত্রিভুবন সৃজন, পালন ও নাশ করেন, শত্রুনিগ্রহ তাঁহার পক্ষে আশ্চর্য্যের নহে; তবে তিনি মনুষ্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই বর্ণন করা গেল।

(যাহা হউক্;) সিংহ যেমন (অপর) সিংহকে, তেমনি মহাবল রাম জরাসন্ধকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিলেন। তখন জরাসন্ধের রথ এবং সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল; কেবল প্রাণমাত্র অবশিষ্ট ছিল। (রাজা) অনেক শত্রু সংহার করিয়াছিলেন;[১]

[১] অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের অনেক আত্মীয় সংহার করিয়াছিলেন।

তথাপি যখন (বলদেব) বারুণ ও মানুষ পাশ দ্বারা তাঁহাকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন গোবিন্দ নিবারণ করিলেন; তাঁহার দ্বারা কার্য্যসাধন করিতে গোবিন্দের ইচ্ছা ছিল।

বীরমান্য সেই (রাজা) দুই লোকনাথ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া লজ্জা বশতঃ তপস্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। পথে রাজগণ ধর্ম্মোপদেশপর বাক্য এবং লৌকিকনীতিকথন দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিলেন; (কহিলেন,) নিজ কর্ম্মবন্ধ হেতুই আপনি যদুদিগের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সমুদায় সৈন্য নিহত হইলে, ভগবান্ উপেক্ষা করিয়া পরিত্যাগ করিলে পর, জরাসন্ধ দুর্ম্মনা হইয়া মগধদেশে গমন করিলেন। মুকুন্দও শত্রুসৈন্যসাগর উত্তীর্ণ হইয়া, বিজ্বর হৃষ্টচিত্ত মথুরাবাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া,[১] (নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।) তাঁহার সৈন্যের মধ্যে কাহারও গাত্রে ক্ষত রহিল না।[২] দেবগণ তাঁহার উপর পুষ্প বর্ষণ করত (সাধু; সাধু; বাক্যে) তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন করিতে লাগিলেন; এবং সূত, মাগধ ও বন্দী সকল তাঁহার বিজয় গান করিয়া চলিল। প্রভু নগরী প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে অসংখ্য শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ বাজিতে লাগিল। নগরীর পথ সকল সিক্ত এবং উহাকে নানা পতাকা দ্বারা ভূষিত, করা হইয়াছিল। উহাতে সকল জনেই হৃষ্ট, এবং বেদধ্বনি উৎথিত, হইয়াছিল। আর, উৎসবজন্য

---

১ মথুরাবাসী সকল তাঁহাকে লইবার নিমিত্ত অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।
২ তাঁহারই অমৃতদৃষ্টি দ্বারা ক্ষত পূর্ণ হইয়া গেল।

উহার চতুর্দ্দিকে তোরণ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। (প্রবেশ-কালে) নারী সকল (প্রভুর) উপর মাল্য, দধি, আতপ তণ্ডুল ও দূর্ব্বাঙ্কুর ক্ষেপণ করত প্রীতিহেতু উৎফুল্ল নয়ন দ্বারা তাঁহাকে স্নেহের সহিত দর্শন করিতে লাগিল।

রণভূমিতে যে অনন্ত ধনসম্পত্তি ও বীরভূষণ পতিত ছিল, প্রভু সমুদায় আহরণ করিয়া যদুরাজকে অর্পণ করিলেন।

পরাজয় হইলেও, মগধরাজ অক্ষৌহিণীসংখ্যায় পরি-গণিত সৈন্য লইয়া শ্রীকৃষ্ণপালিত যদুদিগের সহিত (ক্রমে ক্রমে) সপ্তদশ বার যুদ্ধ করিলেন। যদুগণ শ্রীকৃষ্ণের তেজে (প্রতিবারেই) সেই সমুদায় সৈন্য ক্ষয় করিলেন। সৈন্য নিহত হইলে রাজা (প্রতিবারেই) শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

অষ্টাদশ যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, এই সময় কাল-যবন নারদ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দর্শন দিল। সে পৃথিবীতে সমকক্ষ পায় নাই; যদুগণ তাহার সমকক্ষ, ইহা শ্রবণ করিয়া, তিন কোটি ম্লেচ্ছ লইয়া আগমন করত মথুরা অবরোধ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া বলরামের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগি-লেন;—অহো; দুই দিক্ হইতে যদুদিগের মহাদুঃখ উপস্থিত হইল! মহাবল এই যবন আমাদিগকে অদ্য আক্রমণ করিল; মগধরাজও অদ্য, কল্য, না হয় পরশ্ব আগমন করিবেন! আমরা দুই জন এই (যবনের) সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যদি বলবান্ জরাতনয় আগমন করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই (আমাদিগের) বন্ধুগণকে বধ করিবেন; অথবা

তাঁহার নিজ নগরীতে লইয়া যাইবেন। অতএব অদ্য দ্বিপদগণের দুর্গম এক দুর্গ নির্ম্মাণ, এবং তন্মধ্যে জ্ঞাতিদিগকে রক্ষা, করিয়া যবনকে বিনাশ করা যাউক্।

ভগবান্ এই মন্ত্রণা করিয়া সমুদ্রের ভিতর দ্বাদশযোজনবিস্তৃত এক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে এক আশ্চর্য্যময় নগর নির্ম্মাণ করাইলেন। উহাতে বিশ্বকর্ম্মার বিজ্ঞান ও শিল্পনৈপুণ্য দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। বাস্তুগৃহনির্ম্মাণের স্থান রাখিয়া, রাজমার্গ, উপমার্গ এবং অঙ্গন সকল দ্বারা উহা নির্ম্মাণ করা হইল। যে সকল উদ্যানে দেবগণের তরু ও লতা ছিল, উহাতে তাদৃশ অনেকানেক উদ্যান ও বিচিত্র উপবন সকল নির্ম্মিত হইল। আর, স্বর্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট স্বর্গস্পর্শী অট্টালক ও গোপুর; হেমকুম্ভ দ্বারা অলঙ্কৃত, রজত ও পীত লৌহ দ্বারা বিনির্ম্মিত অশ্বশালা ও অন্নশালা; যে সকল গৃহের শিখর রত্নময় ও তল মহামরকতময়, তাদৃশ স্বর্ণনির্ম্মিত গৃহ; বাস্তুদেবতাদিগের গৃহ; এবং বড়ভী দ্বারা উহা নির্ম্মাণ করা হইল। চাতুর্ব্বর্ণ জনগণ উহাকে নিঃশেষরূপে ব্যাপ্ত করিল; এবং উহাতে রাজভবন সকল শোভা পাইতে লাগিল। উহার মধ্যে বাস করিলে মর্ত্তবাসী মর্ত্ত্য ধর্ম্ম[১] হইতে মুক্ত হন।

(রাজন্!) মহেন্দ্র হরির নিকট সুধর্ম্মা[২] এবং পারিজাতও প্রেরণ করিলেন। বরুণ মনের ন্যায় বেগশালী, শ্বেতবর্ণ, এক কর্ণে মাত্র শ্যামবর্ণ অশ্ব সকল, নিধিপতি কুবের অষ্ট নিধি,[৩] এবং লোকপাল সকল আপন আপন বিভূতি পাঠাইয়া

---

১ ক্ষুধাপিপাসাদি। ২ দেবসভা।
৩ পদ্ম, মহাপদ্ম, মৎস্য, কূর্ম্ম, উদক, নীল, মুকুন্দ, শঙ্খ।

দিলেন। রাজন্! ভগবান্ হরি আপনার অধিকারসাধনের নিমিত্ত যে যে আধিপত্য দান করিয়াছিলেন, তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে পর (লোকপালগণ) সে সমুদায়ই প্রত্যর্পণ করিলেন।

ভগবান্ হরি শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয়দিগকে যোগপ্রভাবে[১] সেই নগরে লইয়া গিয়া, মথুরায় প্রত্যাগমন করত, রামের সহিত মন্ত্রণা করিয়া,[২] পুরদ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন; তাঁহার গলদেশে পদ্মের মালা ছিল; হস্তে কোনও অস্ত্রশস্ত্র ছিল না।

দুর্গনির্ম্মাণ-নামক পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন; যবন[৩] দেখিল হরি উদিত নিশানাথের ন্যায় বহির্গত হইলেন! তিনি সুন্দরের শ্রেষ্ঠ ও শ্যামবর্ণ; পরিধান পীতবসন; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস; এবং গলদেশে দীপ্তিশালী কৌস্তুভ সংলগ্ন। চারিখানি বাহু স্থূল

---

১ অর্থাৎ, যেরূপে কালযবন ও জনগণ না জানিতে পারে।

২ আপনি এই থানে থাকিয়া প্রজা পালন করুন; আমি যবনকে সংহার করিব।

৩ কোন সময় গার্গ্যের শ্যালক গার্গ্যকে নপুংসক বলাতে যদুগণ গার্গ্যকে উপহাস করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গার্গ্য মহেশ্বরের আরাধনা করেন। মহেশ্বর বর দেন, তুমি যদুদিগের ভয়োৎপাদক পুত্র প্রাপ্ত হও। অনন্তর অপুত্র যবনরাজ তাঁহার ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করিবার নিমিত্ত গার্গ্যকে প্রার্থনা করাতে তিনি কালযবনকে উৎপাদন করেন॥ পুঃ॥

ও দীর্ঘ। চক্ষু নূতন পদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ। তিনি নিরন্তর আনন্দিত। তাঁহার সুগঠন কপোলযুগল শ্রীমান্; হাস্য শুভ্র; মুখারবিন্দে মকরকুণ্ডল স্ফূর্ত্তি পাইতেছে।

(যবন দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিল;—) এই পুরুষ শ্রীবৎসচিহ্নে চিহ্নিত ও অতিসুন্দর। ইঁহার চারিখানি বাহু; চক্ষু পদ্মতুল্য; এবং গলায় বনমালা। নারদ এই সকল চিহ্নের কথাই কহিয়াছিলেন। অতএব এই সকল চিহ্ন দেখিয়া (নিশ্চয় বোধ হইতেছে,) ইনিই বাসুদেব; অন্য কেহ হইবেন না।

যবন এই নিশ্চয় করিয়া, বিমুখ হইয়া পলায়মান, যোগি-গণেরও দুষ্প্রাপ (শ্রীকৃষ্ণকে) ধারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। যেন হস্তগ্রস্ত হইলেন, হরি পদে পদে আপনাকে এইরূপ প্রদর্শন করিয়া, যবনরাজকে অতিদূরবর্ত্তি গিরিকন্দরে লইয়া গেলেন। "তুমি যদুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; পলায়ন করা তোমার উচিত হয় না;" এই বলিয়া তিরস্কার করিতে করিতে যবন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল; কিন্তু তাহার কর্ম্ম ক্ষয় হয় নাই; (অতএব) তাঁহাকে প্রাপ্ত হইল না।

ভগবান্ উক্তপ্রকারে তিরস্কৃত হইয়াও গিরিকন্দরে প্রবেশ করিলেন। যবনও তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এক মনুষ্য শয়ন করিয়া আছেন। "নিশ্চয় এই আমাকে দূরে আনিয়া এই স্থানে সাধুর ন্যায় শয়ন করিয়া আছে;" মূঢ় এই ভাবিয়া অচ্যুত মনে করিয়া তাঁহাকেই পাদ দ্বারা প্রহার করিল। তিনি অনেক কাল নিদ্রিত ছিলেন; অল্পে

অল্পে চক্ষু-উন্মীলন-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত পার্শ্বে সেই যবনকেই অবস্থিতি করিতে দেখিলেন। হে ভরত-নন্দন! যবন সেই ক্রুদ্ধ পুরুষের দৃষ্টিপাতে দেহজাত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া তৎক্ষণমাত্রে ভস্মসাৎ হইল।

শ্রীপরীক্ষিৎ কহিলেন, ব্রহ্মন্! সেই যে পুরুষ যবনকে বধ করিলেন, তাঁহার নাম কি? তিনি কোন্ বংশীয়? কাঁহার পুত্র? তাঁহার প্রভাব কিরূপ ছিল? কেনই বা গুহায় গিয়া শয়ন করিয়া ছিলেন?

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, তিনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম মুচুকুন্দ। তিনি মান্ধাতার পুত্র; অতি মহাশয় ও ব্রাহ্মণের নিয়তহিতসাধক ছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইত না। ইন্দ্রাদি দেবগণ অসুরদিগের ভয়ে ভীত হইয়া আপনাদিগের রক্ষার নিমিত্ত যাচ্ঞা করাতে, তিনি অনেক দিন তাঁহাদিগের রক্ষা করেন। অনন্তর দেবগণ কার্ত্তিককে স্বর্গের রক্ষক পাইয়া মুচুকুন্দকে কহেন, রাজন্! আপনি আমাদিগের পালনরূপ কষ্ট সহ্য করিতে বিরত হউন্। হে বীর! নরলোক এবং হতকণ্টক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের রক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আপনি যাবতীয় ভোগ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আপনার পুত্র, মহিষী, জ্ঞাতি, অমাত্য, মন্ত্রী এবং আপনার তুল্যকালীন প্রজা সকল কাল কর্ত্তৃক চালিত হইয়া এখন আর বর্ত্তমান নাই। কাল বলবান্দিগের শ্রেষ্ঠ, ভগবান, ঈশ্বর ও অব্যয়; ক্রীড়া করত, পশুরাজ যেমন পশুদিগকে, তিনি তেমনি প্রজাদিগকে চালন করিতেছেন। আপনার মঙ্গল হউক্। মুক্তি ব্যতীত

যাহা অভিলাষ হয়, প্রার্থনা করুন। ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণুই একমাত্র মুক্তির অধীশ্বর।

এই কথা শুনিয়া মহাযশা মুচুকুন্দ দেবতাদিগকে নমস্কার করত গুহায় গমন করিয়া দেবদত্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকেন।

যবন ভস্মীভূত হইলে পর সাত্বতশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ধীমান্ মুচুকুন্দকে নিজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। ঐ মুর্ত্তি মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ; পরিধান পীত বসন; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস। দীপ্তিশালী কৌস্তুভ দ্বারা উহার শোভা হইয়াছে। উহার চারিখানি বাহু। বৈজয়ন্তী মালায় উহা মনোহর হইয়াছে। উহার মুখখানি সুন্দর ও প্রসন্ন। উহাতে মকরকুণ্ডল দীপ্তি পাইতেছে। উহা মনুষ্যলোকের দর্শনীয়। উহা হইতে অনুরাগ ও হাস্যের সহিত কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। বয়ঃক্রম নব্য; এবং বিক্রম মত্ত মৃগরাজের ন্যায় উদার।

মহাবুদ্ধি রাজা মুচুকুন্দ ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তেজো দ্বারা অভিভূত ও ভীত হইয়া অল্পে অল্পে তেজের অনভিভবনীয় (সেই ঘনশ্যামকে) জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীমুচুকুন্দ কহিলেন, আপনি কে, এই প্রচুর-কণ্টক-ব্যাপ্ত বনমধ্যস্থ গিরিগহ্বরে আগমন করিয়া পদ্মপলাশতুল্য পাদযুগল দ্বারা বিচরণ করিতেছেন? আপনি কি তেজস্বীদিগের তেজ[১]? না ভগবান্ অগ্নি? না সূর্য্য? না চন্দ্র? না মহেন্দ্র? না কোন লোকপাল? বোধ হয়, আপনি তিন দেবদেবের মধ্যে শ্রীবিষ্ণু; কারণ, আপনি প্রদীপের ন্যায় প্রভা

---

১ অর্থাৎ, মূর্ত্তি, দীপ্তি বা প্রভাব।

দ্বারা গুহার অন্ধকার নাশ করিতেছেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার যথার্থ জন্ম, কর্ম্ম ও গোত্র শ্রবণ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হইতেছে; যদি অভিরুচি হয়, বলুন। প্রভো! আমরা[১] ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিখ্যাত ক্ষত্রিয়। আমি যুবনাশ্বনন্দন (মান্ধাতার) তনয়; মুচুকুন্দনামে পরিজ্ঞাত। অনেক দিন জাগরণ করত শ্রান্ত, এবং নিদ্রায় হৃতেন্দ্রিয়, হইয়া এই বিজন কাননে যথেচ্ছ শয়ন করিয়া ছিলাম; এইমাত্র কে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছে। নিশ্চয়ই (সে) আপনার পাপেই ভস্মীভূত হইয়াছে। তাহার পরেই শ্রীমান্ শত্রুদমন আপনি দর্শন দিলেন। আপনার অবিষহ্য তেজে আমার তেজ নাশ পাওয়াতে, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইতেছি না; আপনি দেহীদিগকে মান দান করিয়া থাকেন।

ভূতভাবন ভগবান্ এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্য করত মেঘশব্দের ন্যায় গম্ভীর বাক্যে উত্তর করিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, মহাশয়! আমার সহস্র সহস্র জন্ম, কর্ম্ম ও নাম আছে। ঐ সকলের অন্ত নাই বলিয়া আমিই গণনা করিতে পারি না। অনেক জন্মে কখনও পার্থিব ধূলিকণা গণনা করিতে পারা যায়; কিন্তু আমার গুণ, কর্ম্ম, নাম ও জন্ম কোনও কালে গণনা করা যায় না। রাজন্! পরম ঋষি সকল আমার ত্রিকালসিদ্ধ জন্ম ও কর্ম্ম সকল যথাক্রমে বর্ণন করিতে গিয়া অন্ত পান না। তথাপি, মহারাজ! আমি আমার বর্ত্তমান জন্মকর্ম্মসকল আপনাকে কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

---

১ "বংশীয়" এই অভিপ্রায়ে বহুবচন প্রয়োগ করা হইল।

পূর্ব্বে ব্রহ্মা ধর্ম্মের রক্ষা ও পৃথিবীর ভারভূত অসুরগণের সংহারের নিমিত্ত আমায় প্রার্থনা করাতে আমি যদুকুলে আনকদুন্দুভির গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি বসুদেবের পুত্র; এই জন্য লোকে আমাকে বাসুদেব বলিয়া থাকে। সাধুদিগের দ্বেষ্টা কালনেমি, কংস এবং প্রলম্বাদি (অসুর সকল আমা হইতে) নাশ পাইয়াছে; এই যবনকেও আপনার তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারা নষ্ট করিলাম। এতাদৃশ আমি আপনাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত গুহায় উপস্থিত হইলাম। আমি ভক্তবৎসল; আপনি পূর্ব্বে আমাকে অনেক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হে রাজর্ষে! বর প্রার্থনা করুন। আমি সর্ব্ব কাম দান করি। আমাকে প্রাপ্ত হইয়া কোনও ব্যক্তির আর শোক পাওয়া উচিত হয় না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, এই কথা শুনিয়া মুচুকুন্দ গর্গের[১] বাক্য স্মরণ করত তাঁহাকে দেব নারায়ণ জানিয়া আনন্দিত হইয়া প্রণাম করত কহিলেন।

শ্রীমুচুকুন্দ কহিলেন, হে ঈশ্বর! স্ত্রী ও পুরুষ, (এই দুই ভাগে বিভক্ত) এই লোক আপনার মায়ায় মোহিত; (সুতরাং) পরমার্থসুখস্বরূপ আপনাকে দেখিতে পায় না; (অতএব) ভজনা করে না; পরস্পর পরস্পরের নিকট বঞ্চিত হইয়া সুখের নিমিত্ত দুঃখের উৎপত্তিস্থান গৃহে আসক্ত হয়। হে নিষ্পাপ! এই কর্ম্মভূমিতে কোনও প্রকারে দুর্ল্লভ, অবিকলাঙ্গ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া লোকের বিষয়সুখেই বুদ্ধি হয়; তাহারা পশুর ন্যায়[২] অন্ধকূপে পতিত হইয়া

১ বৃদ্ধ গর্গের। ২ যেমন পশুগণ তৃণলোভে তৃণাচ্ছন্ন অন্ধকূপে পতিত হয়।

আপনার পাদারবিন্দ ভজনা করে না। আমি রাজা ছিলাম। রাজ্যশ্রীহেতুক আমার গর্ব্ব জন্মিয়াছিল। আমি দেহকেই আত্মা বোধ করিতাম; (সুতরাং) দুরন্ত চিন্তাসহকারে পুত্র, স্ত্রী, ভাণ্ডার ও ভূমি প্রভৃতিতেই আসক্ত ছিলাম; আর, ঘট ও ভিত্তি প্রভৃতির তুল্য এই সকলে "আমি নরদেব;" এই অভিমান করিয়া রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক দ্বারা বিরচিত সেনায় পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করত অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছিলাম; আপনাকে গণনা করি নাই। (অতএব) আমার এত কাল অনর্থক অতিবাহিত হইয়াছে। যেরূপ সর্প ক্ষুধায় (সৃক্বণী) লেহন করিতে করিতে মুষিককে আক্রমণ করে, সেইরূপ অপ্রমত্ত অন্তক আপনি, "এই এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সমাপন করিতে হইবে" এইরূপ চিন্তায় প্রমত্ত,[১] বিষয়-লালস,[২] এবং পরিবর্দ্ধিত-লোভ-বিশিষ্ট[৩] (ব্যক্তিকে) হঠাৎ গ্রাস করেন। যে কলেবর পূর্ব্বে রাজা নাম ধারণ করত সুবর্ণে মণ্ডিত রথে বা গজে ভ্রমণ করিত, সেই কলেবর এক্ষণে আপনার দুরত্যয় কালমূর্ত্তি হইতে বিষ্ঠা,[৪] কৃমি[৫] বা ভস্ম[৬] নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ঈশ্বর! যে পুরুষ দিগ্‌দিগন্তের রাজাদিগকে জয় করত যুদ্ধকার্য্য সমাপন করিয়া সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক সমতুল্য রাজগণের পূজনীয় হন, তিনিও ক্রীড়ামৃগের ন্যায় এক কামিনীর গৃহ হইতে আর এক কামিনীর গৃহে নীত হইয়া

---

১ অর্থাৎ, আপনি অন্তক; আপনাকে গণনা না করিয়া দেহাদিতে আসক্ত।

২ মনোরথ ভগ্ন হইতেছে, তথাপি বিষয়ে লালস। সুতরাং প্রমত্ত।

৩ ঔৎসুক্যযাতনা ভোগ করিতেছে, তথাপি তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং প্রমত্ত।

৪ শৃগালাদি দ্বারা ভক্ষিত হইলে।

৫ ভক্ষিত না হইলে।	৬ দগ্ধ হইলে।

থাকেন ; মিথুনধর্ম্মই ঐ সকল গৃহের সুখ![1] "এক্ষণে পরিত্যাগ করিলাম; কিন্তু জন্মান্তরে যেন এইরূপ চক্রবর্ত্তীই হই" (মনুষ্য) এই বলিয়া ভোগে নিবৃত্ত হইয়া সেই ভোগেরই অপেক্ষায় তপস্যায় সাতিশয় নিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম করে ; এই-রূপে তাহার তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় ; (অতএব) সুখলাভ করিতে পারে না।[2]

হে অচ্যুত! যখন (আপনার অনুগ্রহক্রমে) ভ্রমণকারী[3] মনুষ্যের সংসার শেষ হইয়া আইসে, তখন তাঁহার সাধুসঙ্গ ঘটিয়া উঠে। যেমন সাধুসঙ্গ ঘটে, অমনি সাধুদিগের গতি, উৎকৃষ্টাপকৃষ্টের ঈশ্বর আপনাতে তাঁহার ভক্তি জন্মে।[4] হে ঈশ্বর! বিবেকী চক্রবর্ত্তী সকল একাকী বিচরণপূর্ব্বক বনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আপনার নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, সেই রাজ্যানুরাগ হইতে যে আমার যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রংশ ঘটিয়াছে, বোধ হয়, সে আপনিই আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। বিভো! নির্দ্ধনেরা[5] সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আপনার যে পাদসেবন প্রার্থনা করেন, আমি তদ্ভিন্ন অন্য বর যাচ্ঞা করি না। হরে! আপনি মুক্তি দান করেন ; কোন্ বিবেকী ব্যক্তি আপনাকে আরাধনা করিয়া, যাহাতে আত্মার বন্ধন ঘটে, এরূপ বর প্রার্থনা করিবেন? অতএব হে ঈশ্বর!

---

১ ইহা দ্বারা দেখান হইতেছে যে, পরলোকপ্রাপ্তির পূর্ব্বেও দিগ্‌বিজয়ী রাজার সেইরূপই পারতন্ত্র্য দেখা যায়।

২ ইহা দ্বারা বলা হইতেছে যে, তৃষ্ণাকুল ব্যক্তির ভোগের অবসর নাই।

৩ অর্থাৎ, সংসারে প্রবর্ত্তিত।

৪ অর্থাৎ, যখন সাধুসঙ্গ হয়, তখন সর্ব্বসঙ্গ নিবৃত্তি পাওয়াতে, কার্য্য-কারণ-স্বরূপ আপনাতে ভক্তি জন্মে ; সেই ভক্তি হইতে মুক্তি হয়।

৫ অর্থাৎ, যাঁহাদিগের 'আমি' ও 'আমার' এই অভিমান নিবৃত্তি পাইয়াছে।

রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বগুণের অনুবন্ধি যাবতীয় মঙ্গল পরিহার করিয়া, আমি নিরঞ্জন, নির্গুণ, অদ্বয়, শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞানমাত্র পুরুষ আপনার শরণাগত হইলাম।[১] হে শরণদ![২] হে পরাত্মন্! এই সংসারে অনেক কাল কর্ম্মফল দ্বারা পীড়িত, এবং সেই সকলের বাসনা দ্বারা তপ্যমান হইয়াছি; তথাপি আমার ছয় রিপুর তৃষ্ণা দূর হয় নাই; (সুতরাং) কোনও প্রকারেই শান্তি না পাইয়া আপনার সত্য, (অতএব) ভয়শূন্য, (সুতরাং) শোকহীন পদাব্জ আশ্রয় করিয়াছি; হে ঈশ্বর! আমাকে পরিত্রাণ করুন; আপদ্ আমাকে ব্যাপ্ত করিয়াছে।[৩]

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে সার্ব্বভৌম মহারাজ! আপনার বুদ্ধি নির্ম্মল ও মহতী; কারণ, আপনাকে বর দ্বারা প্রলোভিত করিলাম, তথাপি আপনার বুদ্ধি অভিলাষে বিমোহিত হইল না। আপনাকে যে বর দ্বারা প্রলোভিত করিলাম, জানিবেন যে সে আপনাকে প্রমাদে ফেলিবার নিমিত্ত নহে; (কারণ,) যাঁহারা একান্তভক্ত, ভোগসুখ লব্ধ হইলেও, তাঁহাদিগের বুদ্ধি কখনও সে সকলে আসক্ত হয় না। (কিন্তু) রাজন্! যাঁহারা ভক্ত নহেন, দেখা যায়, তাঁহাদিগের মন প্রাণায়ামাদি দ্বারা (আমাতে) নিয়োজিত হইয়াও কখন

---

১ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন মঙ্গল যথা,—ঐশ্বর্য্যাদি। তমোগুণ হইতে উৎপন্ন মঙ্গল যথা,—শত্রুমারণাদি। সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন মঙ্গল যথা,—ধর্ম্মাদি।

২ "শরণ" অর্থাৎ স্বজ্ঞান;—আত্মজ্ঞান। "শরণদ" অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞান দান করেন।

৩ "এক্ষণে ভোগ সকল উপভোগ করুন; মুক্তি আপনার করস্থই রহিল।" শ্রীকৃষ্ণ বরদান দ্বারা এইরূপ প্রলোভন প্রদর্শন করিলে তাঁহার পদ গ্রহণ করিয়া বলা হইতেছে, "হে শরণদ!" ইত্যাদি "করিয়াছে" পর্য্যন্ত।

কখন বিষয়ের প্রতি অভিমুখ হয়। আপনি আমাতে মানস আবেশিত করিয়া যথেচ্ছ পৃথিবী পর্য্যটন করুন। আমার প্রতি সর্ব্বদা আপনার এইরূপ নিশ্চলা ভক্তি হউক্। আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মৃগয়াদি দ্বারা নানা জন্তু বধ করিয়াছেন; অতএব আমাকে আশ্রয় করত সমাহিত হইয়া তপস্যা দ্বারা সেই পাপ নাশ করুন। রাজন্! পর জন্মে আপনি সর্ব্ব-ভূতের সুহৃত্তম দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইয়া কেবল আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।

মুচুকুন্দের স্তব নামক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে পরীক্ষিৎ! সেই ইক্ষ্বাকুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অনুগ্রহ লাভ করত, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া গুহামুখ হইতে নির্গত হইলেন। (নির্গত হইয়া) মনুষ্য, পশু, লতা ও বনস্পতি সকলকে ক্ষুদ্র-প্রমাণ দর্শন করত, কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, মনে করিয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন; এবং তপস্যায় শ্রদ্ধাযুক্ত, ধীর, নিঃসঙ্গ ও নিঃসংশয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণে মনোবিনিবেশনপূর্ব্বক গন্ধমাদনে প্রবেশ করিলেন। তথায় নরনারায়ণের বাসস্থান বদরিকাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু ও শান্ত হইয়া তপস্যা দ্বারা হরির আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে যবন নিহত হইলে পর, ভগবান্ পুনর্ব্বার মথুরায়

আগমন করিয়া ম্লেচ্ছসেনা সংহার করত তদীয় ধন দ্বারকায় লইয়া যাইতে লাগিলেন। অচ্যুত-প্রেরিত মনুষ্য ও গোগণ দ্বারা ধন লইয়া যাওয়া হইতেছে, এই সময় জরাসন্ধ ত্রয়োবিংশতি অনীকিনীর অধিপতি হইয়া আগমন করিল। রাজন্! দুই মধুনন্দন শত্রুসৈন্যের বেগোদ্রেক দেখিয়া মনুষ্যচেষ্টা অবলম্বন করত বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা নির্ভয়; (কিন্তু) অতিশয় ভীতের ন্যায় হইয়া প্রচুর ধন পরিত্যাগ করত পদ্মপলাশতুল্য পাদদ্বয় দ্বারা বহু যোজন বিচরণ করিলেন। বলবান্ মগধরাজ সেই দুই ঈশ্বরের ইয়ত্তা জানিতেন না; তাঁহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রথ ও সৈন্য লইয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

রামকেশব অনেক দূর দৌড়িয়া অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া প্রবর্ষণনামক উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ইন্দ্র ঐ পর্ব্বতে সর্ব্বদা বর্ষণ করিয়া থাকেন।

রাজা জরাসন্ধ বিশেষ করিয়া দেখিলেন, যে রামকৃষ্ণ ঐ পর্ব্বতে লুক্কায়িত হইলেন; অথচ তাঁহাদিগের অনুসন্ধান না পাইয়া কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া পর্ব্বত দাহ করিলেন।

অনন্তর পর্ব্বতের তট দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে, রামকৃষ্ণ বেগে উল্লম্ফন করিয়া একাদশ যোজন উচ্চ হইতে নিম্ন ভূমিতে পতিত হইলেন। রাজন্! দুই যদুশ্রেষ্ঠ শত্রুর ও তাঁহার অনুচরগণের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রবেষ্টিতা নিজ পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই মগধরাজও,

বলরাম এবং কেশব দগ্ধ হইয়াছেন, মনোমধ্যে এইরূপ মিথ্যা নিশ্চয় করত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মগধরাজ্যে যাত্রা করিলেন।

(হে ভারত!) আনর্ত্ত দেশের অধিপতি শ্রীমান্ রৈবত ব্রহ্মার আজ্ঞা পাইয়া বলরামকে তাঁহার দুহিতা রেবতী সম্প্রদান করেন, পূর্ব্বে[১] আমি তোমাকে এ কথা কহিয়াছি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ গোবিন্দও, গরুড় যেরূপ (দেবতাদিগকে দলন করিয়া) সুধা হরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সর্ব্বলোকের সমক্ষে বলপূর্ব্বক চৈদ্যপক্ষীয় শাল্বাদি রাজাদিগকে জয় করিয়া লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা ভীষ্মকদুহিতা বৈদর্ভীকে বিবাহ করেন।

রাজা কহিলেন, ভগবান্ রাক্ষসবিধির[২] অনুসারে ভীষ্মকতনয়া চারুবদনা রুক্মিণীকে বিবাহ করেন, ইহা শ্রবণ করিলাম। ভগবন্! অমিততেজা শ্রীকৃষ্ণ যেরূপে জরাসন্ধ ও শাল্ব প্রভৃতিকে জয় করিয়া কন্যা হরণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মন্! শ্রীকৃষ্ণকথার মহৎ ফল। উহা কর্ণের সুখকরী, লোকের পাপনাশিনী এবং নিত্য নূতন; শ্রবণ করিয়া কোন্ শ্রুতজ্ঞ ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পায়?

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, ভীষ্মক নামে এক প্রধান রাজা বিদর্ভদেশের আধিপত্য করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র এবং মনোজ্ঞবদনা এক দুহিতা জন্মে। রুক্মি জ্যেষ্ঠ; তৎপরে রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ ও রুক্মমালী। সাধ্বী রুক্মিণী ইহাঁদিগের

---

১ ৯ম স্কন্ধে।

২ যুদ্ধপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষসবিধানানুসারে বিবাহ কহে।

ভগিনী। তিনি গৃহে অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের মুখে মুকুন্দের রূপ, বীর্য্য, গুণ ও শ্রীর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকেই আপনার উপযুক্ত পাত্র স্থির করেন। শ্রীকৃষ্ণও বুদ্ধি, লক্ষণ, ঔদার্য্য, রূপ, শীল ও গুণের আশ্রয়ভূতা সেই (রুক্মিণীকে) আপনার যোগ্যা পাত্রী (ভাবিয়া) তাঁহাকে বিবাহ করিতে মানস করেন।

রাজন্! বন্ধুগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভগিনী সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে পর, শ্রীকৃষ্ণদ্বেষ্টা রুক্ম তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া চৈদ্যকে রুক্মিণীর বর স্থির করিল। অসিতাপাঙ্গী বিদর্ভতনয়া তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইয়া চিন্তা করত কোনও এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেই ব্রাহ্মণ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া, প্রতীহারী কর্ত্তৃক প্রবেশিত হইয়া দেখিলেন, আদ্যপুরুষ স্বর্ণের আসনে উপবেশন করিয়া আছেন। ব্রহ্মণ্যদেব (ব্রাহ্মণকে) দেখিয়া, অবরোহণ করত, তাঁহাকে আপন আসনে উপবেশন করাইয়া, দেবতারা যেরূপ তাঁহার নিজের পূজা করেন, সেইরূপ তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণের শ্রান্তি দূর হইয়াছে জানিয়া, সাধুদিগের গতি শ্রীগোবিন্দ কর দ্বারা তাঁহার পাদমর্দ্দন করিতে করিতে ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বদা সন্তুষ্ট মনে থাকিয়া আপনার বৃদ্ধসম্মত ধর্ম্ম ত সহজে অনুষ্ঠিত হইতেছে? ব্রাহ্মণ যদি যে কোনও প্রকারে সন্তুষ্ট থাকিয়া আপন ধর্ম্ম হইতে চ্যুত না হইয়া কাল যাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্মই তাঁহার যাবতীয় অভিলাষ উৎপাদন করে। যিনি বার বার অসন্তুষ্ট,

তিনি সুরেশ্বর হইয়াও উত্তম উত্তম লোক সকল লাভ করিতে পারেন না।[১] আর, যিনি সন্তুষ্ট, তিনি অকিঞ্চন হইয়াও সুখে কাল হরণ করেন। স্বলাভে সন্তুষ্ট,[২] সাধু, ভূতগণের উৎকৃষ্টতম বন্ধু, অহঙ্কারশূন্য, শান্ত ব্রাহ্মণদিগকে মস্তক অবনত করিয়া বার বার নমস্কার করি।

ব্রহ্মন্! আপনারা সকলে কুশলে আছেন ত? যে রাজার রাজত্বে প্রজা সকল পালিত হইয়া সুখে বাস করে, সেই রাজা আমার প্রিয়। আপনি যে কার্য্যের ইচ্ছায় যে স্থান হইতে সমুদ্র পার হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে সমুদায় আমাদিগকে বলুন। আমাদিগকে আপনার কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে?

লীলাক্রমে শরীরধারী পরমেশ্বর এই রূপে প্রষ্টব্য প্রশ্ন করিলে পর, ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট সমুদায় উল্লেখ করিলেন।

(রুক্মিণী নির্জ্জনে লিখিয়া যে পত্রিকা দিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ মুদ্রা উদ্‌ঘাটন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সেই প্রেমচিহ্ন প্রদর্শন, এবং শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞা করিলে পর, উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।)

শ্রীরুক্মিণী কহিতেছেন, হে অচ্যুত! হে ভুবনের সুন্দর! আপনার যে সকল গুণ কর্ণবিবর দ্বারা প্রবেশ করিয়া শ্রোতাদিগের অঙ্গতাপ হরণ করে, সেই সকল গুণ, এবং আপনার যে রূপ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের দৃষ্টির যাবতীয় অর্থের লাভ-

---

১ অর্থাৎ,—সুরেশ্বর হইয়া উত্তম উত্তম লোক সকল প্রাপ্ত [illegible] তুষ্টি উৎপাদন না হওয়াতে, যেন পান নাই, এইরূপে কষ্ট পাইতে থাকেন।

২ এই শব্দের দুই অর্থ হইতে পারে;—(১) আপনা হইতে উপস্থিত লাভ; (২) আত্মলাভ।

স্বরূপ, সেই রূপ, শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নির্ল্লজ্জ হইয়া আপনাতে আসক্ত হইতেছে। হে মুকুন্দ! আপনি কুল, শীল, রূপ, বিদ্যা, বয়ঃক্রম, দ্রব্যসম্পত্তি ও প্রভাবে আপনার নিজেরই তুল্য। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনা হইতে লোকের মনের আনন্দ জন্মে; বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, কোন্ কুলবতী, গুণশ্রেষ্ঠা, ধীমতী কামিনী আপনাকে পতিত্বে বরণ না করেন? বিভো! এই কারণে আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ, এবং আত্মা সমর্পণ, করিয়াছি। অতএব আপনি এই স্থানে (আগমন করিয়া) আমাকে পত্নী করুন। হে অম্বুজনয়ন! শৃগাল সিংহের বলির ন্যায়, চৈদ্য যেন শীঘ্র (আগমন করিয়া) বীরের ভাগ স্পর্শ না করে। যদি পূর্ত্ত,[১] ইষ্ট,[২] দান, নিয়ম,[৩] ব্রত, এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর অর্চ্চানাদি, দ্বারা ভগবান্ পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে দমঘোষতনয় প্রভৃতি অন্যেরা না করিয়া, গদাগ্রজ আসিয়া আমার পাণি গ্রহণ করুন। হে অজিত! কল্য যেন বিবাহ হইবে, আপনি অদ্য (প্রথমতঃ) গুপ্তভাবে আগমন করিয়া (পশ্চাৎ) সেনাপতিগণে পরিবৃত হইয়া, চৈদ্য ও মগধরাজের সেনা মন্থন করত, হঠাৎ বীর্য্যরূপ শুল্ক দিয়া, রাক্ষসবিধানানুসারে আমাকে বিবাহ করুন।[৪] যদি বলেন, তুমি অন্তঃপুরের মধ্যে অবস্থিতি কর; তোমার বন্ধুদিগকে সংহার না করিয়া

---

১ [illegible] করিয়া দেওয়া।

২ অগ্নিহোত্রাদি।   ৩ তীর্থপর্য্যটনাদি।

৪ তোমার বন্ধুগণ তোমায় চৈদ্যকে দান করিয়াছেন; এক্ষণে আর কি করিতে পারি? শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "কল্য" ইত্যাদি "করুন" ইত্যন্ত।

কিপ্রকারে তোমাকে বিবাহ করিব ? তাহার উপায় বলি (শ্রবণ করুন ; বিবাহের) পূর্ব্ব দিনে মহতী কুলদেবযাত্রা হইয়া থাকে ; ঐ যাত্রায় নববধূকে (পুরের) বহিঃস্থা অম্বিকার নিকট গমন করিতে হয়।[১] হে পদ্মলোচন ! উমাপতির ন্যায় মহৎ ব্যক্তি সকল আত্মার অজ্ঞাননাশের নিমিত্ত যে আপনার চরণরজো-মৃক্ষণ কামনা করেন, আমি যদি সেই আপনার প্রসাদ লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে, ব্রত দ্বারা কৃশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব ; শত জন্মেও (আপনার অনুগ্রহ হইতে পারিবে।)

শ্রীব্রাহ্মণ কহিলেন, হে যদুদেব ! আমি এইপ্রকার এই সকল সংবাদ আনিয়াছি ; বিচার করিয়া এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়, শীঘ্রই তাহা করুন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রুক্মিণীর সেই সংবাদ শ্রবণ করত যদুনন্দন হস্ত দ্বারা হস্তগ্রহণপূর্ব্বক হাস্য করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমিও এইপ্রকার তদ্গতচিত্ত হইয়া রাত্রিতে নিদ্রা লাভ করিতে পারি না। রুক্মী দ্বেষ করিয়া আমার বিবাহের প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে, আমি তাহা

১ অম্বিকার গৃহ হইতে আমায় হরণ করা অতি সহজ; এই অভিপ্রেত অর্থ।

জানি। আমি যুদ্ধে ক্ষত্রিয়াধমদিগকে মন্থন করিয়া, কাষ্ঠ হইতে অগ্নিশিখার ন্যায়, মৎপরা সেই অনিন্দিতাঙ্গীকে আনয়ন করিব।

(হে ভরতনন্দন!) (পরশ্ব রাত্রিতে) রুক্মিণীর বিবাহনক্ষত্র, মধুসূদন ইহা জ্ঞাত হইয়া সারথিকে কহিলেন, দারুক! শীঘ্র রথ যোজনা কর। দারুকও শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প এবং বলাহক (নামে চারি অশ্বে) যোজিত রথ আনয়ন করত কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সৌরি রথে আরোহণ করত ব্রাহ্মণকে আরোহণ করাইয়া শীঘ্রগামী অশ্ব সকল দ্বারা একরাত্রিতে আনর্ত্ত দেশ হইতে কুণ্ডিনে যাত্রা করিলেন।

(এ দিকে) সেই কুণ্ডিনাধিপতি রাজা (ভীষ্মক) পুত্র-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া[১] শিশুপালকে কন্যা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত (কর্ত্তব্য) কার্য্যসকল সম্পাদন করাইলেন। নগরের রাজপথ, ক্ষুদ্রপথ ও চত্বর সকল মার্জ্জন ও সেক, করাইয়া উহাকে নানাবর্ণের ধ্বজ, পতাকা ও তোরণ দ্বারা সুন্দররূপে ভূষিত করাইলেন। নগরের স্ত্রীপুরুষ সকল মাল্য, চন্দন ও আভরণ ধারণ করিল; এবং নির্ম্মল বসনে ভূষিত হইল। শ্রীসম্পন্ন গৃহ সকল অগুরু দ্বারা ধূপিত হইল। রাজন্! (ভীষ্মক) বিধিমত পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া তাহাদিগের দ্বারা ন্যায়ানু-সারে মঙ্গলবাচন করাইলেন; এবং সুদতী কন্যাকে উত্তমরূপে

১ ইহা দ্বারা বলা হইল যে, তাহার শিশুপালে কন্যা সমর্পণ করিতে অভিরুচি ছিল না।

স্নান, ও বিবাহসূত্র দ্বারা তাঁহার মঙ্গল বিধান, করাইয়া, নূতন পট্টবস্ত্রযুগল ও উত্তম উত্তম ভূষণ দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করাইলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ সকল সাম-ঋক্-ও-যজুর্ম্মন্ত্রে বধূর রক্ষা করিলেন; এবং অথর্ব্ববেদবিৎ পুরোহিত গ্রহশান্তির নিমিত্ত হোম করিলেন। বিধিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ রাজা (ভীষ্মক) ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গুড়মিশ্রিত তিল ও ধেনু সকল দান করিলেন।

এইরূপ চেদিপতি রাজা দমঘোষও মন্ত্রজ্ঞ (ব্রাহ্মণদিগের) দ্বারা সন্তানের অভ্যুদয়োচিত সমুদায় (কর্ম্ম) সম্পাদন করাইলেন। (পরে) মদস্রাবী গজবৃন্দ, স্বর্ণমালী রথ এবং পদাতিক ও অশ্বসমূহে সঙ্কুল সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া কুণ্ডিন যাত্রা করিলেন।

বিদর্ভরাজ অগ্রে আগমন করিয়া অভিবাদন করত, অন্য যে বাসস্থান নির্ম্মাণ করান হইয়াছিল, আনন্দপূর্ব্বক (চেদিরাজকে) তাহাতে বাস করাইলেন। সে স্থানে শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ ও পৌণ্ড্রক প্রভৃতি সহস্র সহস্র চৈদ্যপক্ষীয় রাজা সকল আগমন করিলেন। শিশুপালের কন্যা লাভ হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ রামকৃষ্ণদ্বেষী রাজা সকল, যদি কৃষ্ণ ও বলরাম প্রভৃতি যদুদিগের সহিত আগমন করিয়া কন্যা হরণ করে, তাহা হইলে সকলে একপক্ষ হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিব, মনোমধ্যে এই স্থির করিয়া সমগ্র বল ও বাহন লইয়া উপস্থিত হইলেন।

ভগবান্ রাম বিপক্ষপক্ষের এইরূপ উদ্যম, এবং কৃষ্ণ একাকী কন্যা হরণ করিতে গমন করিয়াছেন, এই (সংবাদ,)

শ্রবণ করত কলহের আশঙ্কা করিয়া ভ্রাতৃস্নেহে অভিষিক্ত হইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে গজ, অশ্ব ও পদাতিক লইয়া কুণ্ডিনে যাত্রা করিলেন।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভীষ্মক-দুহিতা হরির আগমনে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি যখন দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ প্রত্যাগমন করিলেন না, তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন;—অহো রাত্রি অতীত হইলে মন্দভাগিনী আমার বিবাহ; (কিন্তু) পদ্মনয়ন আগমন করিলেন না; ইহার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যে ব্রাহ্মণ আমার সংবাদ লইয়া গিয়াছিলেন, তিনিও আসিলেন না। অনিন্দিতাত্মা (শ্রীকৃষ্ণ) কি আমাতে কিছু নিন্দার যোগ্য দর্শন করিয়াছেন? সেই জন্য কি আমার পাণিগ্রহণবিষয়ে উদ্‌যোগী হইয়া আগমন করিতেছেন না? আমার ভাগ্য মন্দ; বিধাতা এবং মহেশ্বর আমার প্রতি অনুকূল নহেন? গিরিতনয়া, সতী, রুদ্রাণী দেবী গৌরীও আমার প্রতি বিমুখ?

গোবিন্দ কর্ত্তৃক হৃতচিত্তা কালজ্ঞা বালা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অশ্রুকলাকুল লোচনদ্বয় নিমীলন করিলেন।

রাজন্! বধূ এইরূপে গোবিন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এই সময় (তাঁহার) প্রিয়সূচক বাম ঊরু, বাম বাহু ও বাম নেত্র স্পন্দন হইল। পরেই শ্রীকৃষ্ণাদিষ্ট সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অন্তঃপুরচারিণী দেবী রাজনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সতী, লক্ষণজ্ঞা, শুচিস্মিতা সেই রাজপুত্রী তাঁহার বদন উৎফুল্ল এবং দেহের গতি অব্যগ্র দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। (ব্রাহ্মণ) তাঁহাকে যদুনন্দনের উপস্থিতি

নিবেদন করিলেন; এবং তাঁহাকে লইয়া যাইবার বিষয়ে (শ্রীকৃষ্ণ) যে সত্য বচন কহিয়াছেন, তাহাও কহিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন, ইহা জ্ঞাত হইয়া বিদর্ভ-নন্দিনীর মন আনন্দিত হইল; তিনি অন্য কোনও প্রিয় বস্তু না দেখিয়া[১] ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলেন।

নিজদুহিতার বিবাহদর্শনে সমুৎসুক হইয়া রামকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন, শুনিয়া (বিদর্ভরাজ) পূজোপকরণ লইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে তূরীর শব্দের সহিত অগ্রসর হইলেন; এবং মধুপর্ক, নির্ম্মল বসন ও অভীষ্ট উপায়ন সকল দান করিয়া বিধানানুসারে পূজা করিলেন। মহামতি সৈন্য-ও-অনুচর-সমভিব্যাহারী তাঁহাদিগের দুই জনের বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া যথাবিধি আতিথ্য করিলেন। এইরূপে সমবেত রাজগণের মধ্যে বীর্য্য-ও-সম্পত্তি-অনুসারে সর্ব্ব অভীষ্ট বস্তু দ্বারা (প্রত্যেকের) অর্চ্চনা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া বিদর্ভনগরবাসী সকল উপস্থিত হইয়া নেত্ররূপ অঞ্জলিতে করিয়া তাঁহার মুখপদ্ম পান করিতে লাগিলেন; (এবং কহিতে আরম্ভ করিলেন,) রুক্মিণী ইহাঁরই ভার্য্যা হইবার যোগ্যা; অন্য কামিনী নহে। আর, এই অনিন্দিতাত্মাই এই ভীষ্মদুহিতার যোগ্য পতি। আমাদিগের যে যৎকিঞ্চিৎ সুচরিত আছে,

---

১ অর্থাৎ, ইঁহাকে সর্ব্ব কাম দান করিলেও অপর্য্যাপ্ত হয়, এই ভাবিয়া প্রথমে কেবল নমস্কার করিলেন; পশ্চাৎ অনেক দান করিলেন। অথবা, আমি লক্ষ্মী; যাঁহারা আমাকে নমস্কার করেন, তাঁহারা সর্ব্ব সম্পত্তির পাত্র হন; অতএব আমি যাঁহাকে প্রণাম করি, তাঁহার কথা আর কি বলিব? এই বিবেচনা করিয়া প্রণাম অপেক্ষা অধিক অন্য কিছু না দেখিয়া কেবল প্রণাম করিলেন।

ত্রিলোককর্ত্তা অচ্যুত তদ্দ্বারা তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করুন; বিদর্ভতনয়ার পাণি গ্রহণ করুন।

প্রেমকলায় আবদ্ধ হইয়া পুরবাসী সকল এইরূপ কহিতেছেন, ইতিমধ্যে কন্যা সৈনিকগণে বেষ্টিতা হইয়া অন্তঃপুর হইতে অম্বিকার মন্দিরে যাত্রা করিলেন। রুক্মিণী বর্ম্মাচ্ছাদিত-কলেবর, উদ্যতাস্ত্র, বীর রাজসৈনিকগণে রক্ষিতা, এবং সখী-গণে বেষ্টিতা, হইয়া মৌনাবলম্বন করত সম্পূর্ণরূপে মুকুন্দের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে মাতৃগণের সহিত (যেমন) ভবানীর পাদপল্লব দর্শন করিবার নিমিত্ত পাদসঞ্চারে নির্গত হইলেন, অমনি মৃদঙ্গ, শঙ্খ, তূরী ও ভেরী বাজিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র বারবনিতা বিবিধ উপহার ও পূজাসামগ্রী, এবং সুন্দররূপে অলঙ্কৃতা ব্রাহ্মণপত্নী সকল মাল্য, চন্দন, বস্ত্র ও আভরণ, লইয়া, বধূকে বেষ্টন করত গমন করিতে লাগিলেন। গায়ক, বাদ্যবাদক, সূত, মাগধ এবং বন্দী সকল গান ও স্তব করিতে করিতে তাঁহার চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। (রাজনন্দিনী) দেবগৃহে উপস্থিত হইয়া পাদ ও হস্তাম্বুজ প্রক্ষালন এবং আচমন, করত, পবিত্র ও শান্ত হইয়া অম্বিকার নিকটে প্রবেশ করিলেন। বিধিজ্ঞা বৃদ্ধা বিপ্রপত্নী সকল সেই বালাকে ভবসহিতা ভবানীর পূজা করাইলেন;— হে অম্বিকে! আমি মঙ্গলস্বরূপা তোমাকে এবং তোমার (গণেশাদি) সন্তানদিগকে নমস্কার করি; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বামী হন্, তুমি ইহা অনুমোদন কর।

(কুমারী) একে একে জল, চন্দন, আতপ তণ্ডুল, ধূপ, বস্ত্র, মাল্য, ভূষণ ও দীপশ্রেণী (প্রভৃতি) বিবিধ পূজাসামগ্রী

নিবেদন করিয়া পূজা করিলেন। সধবা দ্বিজপত্নীরাও সেই সকল সামগ্রী, এবং লবণ, অপূপ, তাম্বূল, কণ্ঠসূত্র, ফল ও ইক্ষু দ্বারা সমগ্ররূপে অর্চ্চনা করিলেন। (অনন্তর সেই সকল স্ত্রী রুক্মিণীকে নির্ম্মাল্য অর্পণ, ও আশীর্ব্বাদ, করিলেন। বধূ তাঁহাদিগকে ও দেবীকে নমস্কার, এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণ, করিলেন। পরে মৌনব্রত পরিত্যাগ করত রত্নমুদ্রায় শোভিত হস্ত দ্বারা দাসীকে ধারণ করত অম্বিকার মন্দির হইতে নির্গত হইলেন। তিনি দেবমায়ার ন্যায় ধীর ব্যক্তিদিগেরও মোহোৎপাদন করিতেন; তাঁহার কটিদেশ সুন্দর, এবং বদন কুণ্ডলে ভূষিত ছিল। (তখনও) তাঁহার রজোদর্শন হয় নাই। নিতম্বদেশে স্বর্ণকাঞ্চী অর্পিত ছিল। স্তন মাত্র উদ্ভিন্ন হইতেছিল; এবং চক্ষু কুণ্ডলের ভয়ে ভীত হইয়া (চঞ্চল) হইয়াছিল। তাঁহার হাস্য নির্ম্মল; দন্তরূপ মুকুল বিম্বাধরের কান্তিতে রক্তবর্ণ হইয়াছিল। তিনি কলহংসের ন্যায় পাদসঞ্চারে গমন করিতেছিলেন; পাদ শোভাযুক্ত, শব্দায়মান নূপুরের আভায় শোভা পাইতেছিল। তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তিনি যে কাম উদ্বোধিত করিলেন, তদ্দ্বারা পীড়িত হইয়া, সমবেত যশস্বী বীরগণ মুগ্ধ হইলেন।

দেবযাত্রাচ্ছলে হরিকে নিজশোভাসমর্পণকারিণী যে (রুক্মিণীকে) দেখিয়া রথে, গজে ও অশ্বে আরূঢ় সেই সকল নরপতি তাঁহার উদার হাস্যে ও লজ্জাদৃষ্টিতে চিত্ত হৃত হওয়াতে মুগ্ধ হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করত ভূমিতে পতিত হইলেন, সেই (রুক্মিণী) এইপ্রকারে দুই পাদপদ্মকোষ চালন করত ভগবানের উপস্থিতি দেখিতে দেখিতে বামকরজ দ্বারা

অলকজাল উত্তোলনপূর্ব্বক লজ্জিত হইয়া কটাক্ষ-দৃষ্টিতে সমাগত নরপতিদিগকে নিরীক্ষণ করিলেন; এবং সেই কালেই অচ্যুতকেও দর্শন করিলেন।

(মহারাজ!) সেই রাজকন্যা রথে আরোহণ করিতেছিলেন, এই সময় মাধব শ্রীকৃষ্ণ দর্শনকারী শত্রুদিগের সমক্ষে তাঁহাকে গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করাইয়া ক্ষত্রিয়চক্র পরাভব করত হরণ করিলেন। তাহার পর, শৃগালগণের মধ্য হইতে স্বীয় ভাগহারী সিংহের ন্যায়, বলরামকে অগ্রে করিয়া অল্পে অল্পে গমন করিলেন। জরাসন্ধ প্রভৃতি মানী শত্রুগণ আপনাদিগের সেই পরাভব ও যশঃক্ষয় সহ্য করিলেন না; (আক্রোশ করিয়া কহিলেন,) অহো; আমাদিগকে ধিক্; মৃগগণ সিংহদিগের ন্যায়, গোপগণ ধনুর্দ্ধারী আমাদিগের যশ হরণ করিল!

রুক্মিণীহরণ নামক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজা সকল পূর্ব্বোক্তপ্রকার কহিয়া, নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কবচপরিধানপূর্ব্বক বাহনোপরি আরোহণ করিলেন; এবং আপন আপন বলে বেষ্টিত হইয়া ধনুর্দ্ধারণ করত (শত্রুর) পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তাঁহাদিগকে আগমন করিতে দর্শন করিয়া অনীকযূথপতি যাদবগণ আপন আপন ধনুষ্টঙ্কার করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইয়া অবস্থিতি

করিতে লাগিলেন। অস্ত্রপণ্ডিত রাজগণ অশ্বপৃষ্ঠে এবং গজ-পৃষ্ঠে অধিষ্ঠান করত, মেঘ সকল যেমন পর্ব্বতরাজির উপর, তেমনি (যাদবদিগের উপর) শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শরবর্ষণ দ্বারা স্বামীর সৈন্যদিগকে আচ্ছন্ন হইতে দেখিয়া (সুমধ্যমা রুক্মিণীর) লোচন ভয়ে বিহ্বল হইয়া উঠিল। তিনি লজ্জাপূর্ব্বক স্বামীর বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ভগবান্ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে বামলোচনে! ভয় করিও না; তোমার পক্ষীয় বল দ্বারা এই শত্রুবল এখনই নষ্ট হইবে।

গদ ও সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বীরগণ শত্রুদিগের সেই পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া নারাচ দ্বারা অশ্ব, গজ ও রথ সকলের উপর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। রথ-অশ্ব-ও-গজপৃষ্ঠস্থ যোদ্ধাদিগের কুণ্ডল ও কিরীটে শোভিত উষ্ণীষে বেষ্টিত মস্তক এবং অসি-গদা-ও-ধনুঃসহ হস্ত, প্রকোষ্ঠ, উরু ও অঙ্ঘ্রি, আর, অশ্ব, অশ্বতর, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও পদাতিক-দিগের মস্তকও ভূমিতে পতিত হইল। জয়প্রার্থী যাদবগণ কর্ত্তৃক সৈন্য সামন্ত নিহত হইতে আরম্ভ হইলে, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ বিমুখ হইয়া পলায়ন করিলেন। (তাঁহারা) হৃতদার ব্যক্তির ন্যায় কাতর, নষ্ট-প্রভ, উৎসাহশূন্য, শুষ্কবদন শিশুপালের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, অহে, অহে, রাজশার্দ্দূল! মনের এই উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ কর। রাজন্! দেহীদিগেতে ইষ্ট ও অনিষ্টের স্থিরতা দেখা যায় না। যেমন কাষ্ঠময়ী কামিনী কুহকের (নর্ত্তয়িতার) ইচ্ছামত নৃত্য করে, তেমনি দেহী ঈশ্বরের অধীন হইয়া সুখদুঃখের মধ্যে বিচরণ করে। আমি ত্রয়োবিংশতি সেনা লইয়া সপ্তদশ বার

শ্রীকৃষ্ণের নিকট যুদ্ধে পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া শেষে একটী মাত্র জয় লাভ করিয়াছি। তথাপি আমি কখনও শোকও করি না; হর্ষিতও হই না। রাজন্! কাল দৈব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জগৎ আক্রমণ করিয়াছে। এখনই বীরগণের ভূপতি আমরা সকলেই কৃষ্ণপালিত, স্বল্প-সৈন্য যাদবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলাম! এক্ষণে কাল শত্রুদিগের অনুসরণ করিতেছে; অতএব তাহারা জয় করিল; (আবার) কাল যখন অনুকূল হইবে, তখন আমরা জয় করিব।

মিত্রগণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া শিশুপাল অনুচরদিগের সহিত নগরী যাত্রা করিলেন। হতশেষ সেই সকল রাজাও আপন আপন নগরে ফিরিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী বলবান্ রুক্মী কিন্তু ভগিনীর রাক্ষসবিবাহ সহ্য করিতে না পারিয়া অক্ষৌহিণী সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন। ক্রুদ্ধস্বভাব মহাবাহু রুক্মী নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কবচ পরিধান এবং ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক সমুদায় রাজগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কৃষ্ণকে সংহার এবং অনুজাকে উদ্ধার, না করিয়া কুণ্ডিনে প্রবেশ করিব না; আমি এই সত্য করিতেছি। এই বলিয়া রথে আরোহণ করত ত্বরান্বিত হইয়া সারথিকে কহিলেন, যে দিকে কৃষ্ণ, সেই দিকে অশ্বদিগকে চালন কর; তাঁহার সহিত আমার যুদ্ধ হইবে। নিরতিশয় দুর্ম্মতি গোপাল যে বীর্য্যমদ হেতু আমার ভগিনীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে, অদ্য আমি নিশিত বাণ দ্বারা তাহার সেই বীর্য্যমদ হরণ করিব।

দুর্ম্মতি (রুক্মী) ঈশ্বরের প্রমাণ জানিত না; এইরূপ

বিকত্থনা করিতে করিতে একমাত্র রথ লইয়া গোবিন্দকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিল, "তিষ্ঠ;" "তিষ্ঠ"। (পরে) ধনুক আকর্ষণ করিয়া তিন বাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করিল; এবং কহিল, রে যদুকুল-দূষণ! ক্ষণমাত্র অবস্থিতি কর। কাক ঘৃতের ন্যায়, তুই আমার ভগিনীকে হরণ করিয়া কোথায় গমন করিস্; রে মন্দ! অদ্য কূটযোদ্ধা মায়াবী তোর গর্ব্ব হরণ করিব। আমার বাণে নিহত হইয়া শয়ন করিবার পূর্ব্বেই আমার ভগিনীকে পরিত্যাগ কর।

শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া, ধনুশ্ছেদন করত ছয় বাণে রুক্মীকে, অষ্ট বাণে চারি অশ্বকে, তিন বাণে ধ্বজকে এবং দুই বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। রুক্মী অন্য ধনুঃ গ্রহণ করত পঞ্চ বাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন। অচ্যুত সেই সকল বাণে আহত হইয়া শরসমূহ দ্বারা ধনুঃ ছেদন করিলেন। রুক্মী পুনর্ব্বার ধনু গ্রহণ করিলেন; অচ্যুত পুনর্ব্বার ছেদন করিলেন। রুক্মী পরিঘ, পট্টিশ, শূল, চর্ম্ম, অসি, শক্তি তোমর, ইত্যাদি যে যে অস্ত্র গ্রহণ করিলেন, হরি সে সমুদায় ছেদন করিলেন। (ভীষ্মকনন্দন) অবশেষে রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া হত্যা করিবার নিমিত্ত হস্তে খড়্গ লইয়া, পতঙ্গ যেরূপ অগ্নির দিকে, সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও বাণ দ্বারা ধাবমান রুক্মীর খড়্গ ও চর্ম্ম তিল তিল করিয়া ছেদন করত তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া তীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণ করিলেন।

ভ্রাতৃবধের উদ্‌যোগ দেখিয়া রুক্মিণী ভয়ে বিহ্বল হইলেন। সতী স্বামীর পাদযুগলে পতিত হইয়া কহিলেন, হে

যোগেশ্বর! হে অপ্রমেয়াত্মন্! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! হে কল্যাণ! হে মহাভুজ! আমার ভ্রাতাকে সংহার করা আপনার উচিত হয় না।

শ্রীবেদব্যাসতনয় কহিলেন, ত্রাসবশতঃ রুক্মিণীর অঙ্গ অত্যন্ত কম্পিত হইতেছিল; শোকে মুখ শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছিল, এবং বৈক্লব্য বশত হেমমালা খসিয়া পড়িয়াছিল; তিনি এই অবস্থায় পাদদ্বয় গ্রহণ করাতে দয়ালু (শ্রীকৃষ্ণ) নিবৃত্ত হইলেন; চৈল দ্বারা বদ্ধ করিয়া অপকারকারী রুক্মীর শ্মশ্রু ও কেশ, স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রাখিয়া, মুণ্ডন করত তাহাকে বিরূপ করিলেন। এই সময় যদুপ্রবীর সকল, হস্তিগণ যেমন নলিনী, তেমনি উদ্ধত শত্রুসৈন্য মর্দ্দন করিলেন; এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া সেই স্থানে রুক্মীকে দেখিলেন। দয়ালুস্বভাব ভগবান্ বিভু বলরাম পূর্ব্বোক্তদশাপ্রাপ্ত হতপ্রায় রুক্মীকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে বন্ধন হইতে মোচন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি এ অন্যায় করিয়াছ; বন্ধুর শ্মশ্রুকেশমুণ্ডন, বৈরূপ্যকরণ এবং বধ আমাদিগের পক্ষে নিন্দনীয়। (মাতঃ!) আপনিও ভ্রাতার বৈরূপ্য চিন্তা করিয়া আমাদিগের দ্বেষ করিবেন না; পর পরকে সুখ বা দুঃখ দান করিতে পারে না; কারণ পুরুষ আপন কর্ম্ম ভোগ করিয়া থাকে। (কৃষ্ণ!) বন্ধু যদি এরূপ দোষ করেন যে, তজ্জন্য তাঁহাকে বধ করা কর্ত্তব্য হয়, তথাপি তাঁহাকে বধ করা বন্ধুর উচিত হয় না; তাঁহাকে ত্যাগ করাই বিধেয়; যে আপন দোষেই হত হইয়াছে, তাহাকে কি পুনর্ব্বার বধ করা উচিত? (হে

ভীষ্মক-দুহিতে!) ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্মই এই; প্রজাপতি এই ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন; এই ধর্ম্মে ভ্রাতা ভ্রাতাকে বিনাশ করে; অতএব ইহা অতি কঠিন।

(ভাই!) ঐশ্বর্য্যমদান্ধ ব্যক্তি সকল রাজ্য, ভূমি, ধন, লক্ষ্মী, মান, তেজ বা অন্য অন্য কারণে মানী ব্যক্তির তিরস্কার করিয়া থাকে।

হে সতি! তোমার যে সকল ভ্রাতা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের দ্রোহী, তুমি অজ্ঞের ন্যায় তাহাদিগের মঙ্গল কামনা করিতেছ; সুতরাং তোমার এই বুদ্ধি অভ্রান্ত নহে; কারণ সেই তাহাদিগের অমঙ্গল। দেহাত্মবাদী মনুষ্যদিগের "ইনি মিত্র;" "ইনি শত্রু;" "ইনি উদাসীন;" এইরূপ আত্মমোহ দেবমায়া দ্বারা রচিত হইয়া থাকে। সকল দেহীরই একমাত্র বিশুদ্ধ আত্মা; (জলে) চন্দ্রের ন্যায় এবং (ঘটাদিতে) আকাশের ন্যায়, মূঢ় ব্যক্তি সকল তাঁহাকে নানা বলিয়া গ্রহণ করে। আদ্যন্তবিশিষ্ট অধিভূত-অধ্যাত্ম-ও-অধিদৈবাত্মক দেহ অবিদ্যা দ্বারা আত্মাতে রচিত হইয়া দেহীকে সংহার পাও-য়ায়। যেমন সূর্য্য হইতে চক্ষু ও রূপের প্রকাশ হয়, সেইরূপ আত্মা হইতে অধিভূতাদির প্রকাশ হইয়া থাকে; অতএব ঐ সকল অসৎ; সুতরাং উহাদিগের সহিত আত্মার সংযোগও নাই; বিয়োগও নাই। জন্মাদি দেহেরই বিকার; কখনই আত্মার নহে; যেমন চন্দ্রের নিজের জন্মাদি নাই; তাঁহার কলারই ঐ সকল আছে। আত্মার মরণ অমাবস্যার ন্যায়।[১]

[১] অর্থাৎ, যেমন কলাক্ষয়কেই অমাবস্যা, অর্থাৎ চন্দ্রের মরণ কহে, তেমনি দেহের নাশ হইলেই আত্মার নাশ হইল কথিত হইয়া থাকে।

যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি অলীক বিষয়ে ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ অনুভব করে, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তি সংসার প্রাপ্ত হয়। অতএব, হে শুচিস্মিতে! আত্মার শোষ-ও-মোহকারক অজ্ঞান-জন্য শোক তত্বজ্ঞান দ্বারা নাশ করিয়া সুস্থ হউন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন; ক্ষীণাঙ্গী ভগবান্ রামের নিকট এইরূপ প্রবোধ পাইয়া বৈমনস্য পরিত্যাগ করত বুদ্ধি দ্বারা মনস্থির করিলেন।

শত্রুগণ দ্বারা রুক্মীর বল ও প্রভাব নষ্ট হইল; কেবল প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রহিল। মনোরথ পূর্ণ হইল না। তিনি এই অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়া, বাস করিবার নিমিত্ত, ভোজ-কট নামে এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন; এবং "দুর্ম্মতি কৃষ্ণকে বধ ও ভগিনীকে উদ্ধার, না করিয়া কুণ্ডিনে প্রবেশ করিব না;" রোষপূর্ব্বক এই কথা কহিয়া সেই স্থানে বসতি করিতে লাগিলেন।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ ভূমিপতিদিগকে এইপ্রকারে জয় করত ভীষ্মকনন্দিনীকে নগরে আনিয়া বিধিবৎ বিবাহ করিলেন। রাজন্! তখন যদুপতি শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভাবসম্পন্ন যদুপুরবাসীদিগের গৃহে গৃহে মহামহোৎসব হইল। সুমার্জ্জিত-মণিকুণ্ডল-ভূষিত নর নারী সকল আনন্দিত হইয়া চিত্র-বসনপরিধারী বধূবরকে দান করিবার নিমিত্ত উপকরণসামগ্রী আনিতে লাগিলেন। যদুদিগের সেই নগরী উৎথাপিত ইন্দ্রধ্বজ, বিচিত্র মাল্য, বস্ত্র ও রত্নতোরণ প্রতি দ্বারে বিরচিত (লাজ, দুর্ব্বা, পুষ্প ও পল্লবাদি) মাঙ্গলিক দ্রব্য এবং পূর্ণকুম্ভ, অগুরু, ধুপ ও দীপ সকল দ্বারা শোভিত হইল। নিমন্ত্রিত

প্রিয় রাজাদিগের মদস্রাবী হস্তিগণ দ্বারা উহার সমুদায় পথ অভিষিক্ত হইল; এবং প্রতিদ্বারে উৎথাপিত রম্ভা ও পুগ দ্বারা উহার শোভা হইল। উহাতে কুরু, সৃঞ্জয়, কেকয়, বিদর্ভ, যদু ও কুন্তীবংশীয়েরা ঔৎসুক্যহেতু চতুর্দ্দিকে ধাবিত বন্ধুগণের মধ্যে পরস্পর (মিলিত হইয়া) আনন্দিত হইলেন। রুক্মিণীহরণ ইতস্ততঃ গীত হইতে লাগিল; তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা ও রাজকন্যা সকল অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। রাজন্! লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্মী রুক্মিণীর সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া পুরবাসীদিগের মহা আমোদ হইল।

রুক্মিণীর বিবাহোৎসব নামক চতুঃপঞ্চাশৎতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশৎতম অধ্যায়।

শ্রীবেদব্যাসতনয় কহিলেন, বাসুদেবের অংশ[১] যে কামদেব পূর্ব্বে রুদ্রের ক্রোধে দগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি দেহপ্রাপ্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার সেই বাসুদেবকেই আশ্রয় করিলেন। তিনিই শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যে উদ্ভূত হইয়া বিদর্ভনন্দিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করত প্রদ্যুম্ননামে বিখ্যাত হইলেন; প্রদ্যুম্ন কোনও অংশে পিতা অপেক্ষা ন্যূন হইলেন না।

কামরূপী শম্বর দৈত্য প্রদ্যুম্নকে আপনার শত্রু জানিয়া,

---

১ কামের একটি নাম মনোভব; অর্থাৎ যিনি মনোমধ্যে উৎপন্ন হন। আর বাসুদেব মনের অধিষ্ঠাতা; সুতরাং কাম বাসুদেবের অংশ।

অপ্রাপ্তাবস্থ বালক কালেই হরণ করত, সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিল। এক বলবান্ মৎস্য ঐ বালককে গ্রাস করিল। সেই মৎস্যও অন্যান্য মৎস্যের সহিত মৎস্যজীবি-দিগের দ্বারা মহৎ জালে বেষ্টিত হইয়া ধৃত হইল। মৎস্য-জীবী সকল ঐ মৎস্য লইয়া শম্বরকে উপহার দিল। পাচ-কেরা মহানসে লইয়া গিয়া ছুরিকা দ্বারা অদ্ভুত মৎস্য কর্ত্তন করত উহার উদরে বালককে দেখিয়া মায়াবতীকে নিবেদন করিল। মায়াবতীর মন শঙ্কিত হইলে, নারদ তাঁহাকে বালকের তত্ত্ব, উৎপত্তি, ও মৎস্যের উদরে প্রবেশ, এই সমুদায় কহিলেন।

সেই (মায়াবতী) কামের পতিব্রতা পত্নী রতি; নিঃশেষ-রূপে দগ্ধদেহ স্বামীর দেহোৎপত্তি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শম্বর তাঁহাকে সূপ-ও-অন্নপাক-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। তিনি শিশুকে কামদেব জানিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ করিতে লাগিলেন।

অনতিকালমধ্যে সেই শ্রীকৃষ্ণনন্দন যৌবনে পদার্পণ করি-লেন; এবং দর্শনকারিণী নারীদিগের বিভ্রম উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

রতি সলজ্জ ভাবে হাস্য করিয়া উন্নত ভ্রূ দ্বারা সেই পদ্ম-দল তুল্য-দীর্ঘলোচন, প্রলম্ব-বাহু, নরলোক-সুন্দর স্বামীকে দর্শন করত, রাগপুরস্কারে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণনন্দন তাঁহাকে কহিলেন, মাতঃ! তোমার বুদ্ধি অন্যপ্রকার হইয়াছে; তুমি মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া কামিনীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছ।

রতি কহিলেন, আপনি নারায়ণের তনয়; শম্বর আপনাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছে। আমি আপনার অধিকৃতা পত্নী; (কারণ,) প্রভো! আমি রতি; এবং আপনি কাম। এই শম্বর অসুর অপ্রাপ্তাবস্থায় আপনাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল। প্রভো! (তাহার পর) এক মৎস্য আপনাকে গ্রাস করে; ঐ মৎস্যের উদরে আপনাকে পাওয়া যায়। সেই এই দুর্দ্ধর্ষ, দুর্জয়, মায়াশতবেত্তা আপন শত্রুকে আপনিও মোহনাদি মায়া দ্বারা নাশ করুন। পুত্র বিনষ্ট হওয়াতে আপনার মাতা বিবৎসা গাভীর ন্যায় পুত্রস্নেহে আকুল, কাতর ও দুঃখিত হইয়া কুররীসদৃশ শোক করিতেছেন।

মায়াবতী এইরূপ কহিয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে সর্ব্ব-মায়া-নাশিনী মহামায়া বিদ্যা দান করিলেন। তিনিও শম্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া অবিষহ্য তিরস্কারবাক্যে তিরস্কার করত কলহ উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন। দুর্ব্বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া পাদাহত সর্পের ন্যায় শম্বরের নয়ন ক্রোধে তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। সে গদা হস্তে করিয়া বাহিরে আগমন করিল; এবং বলপূর্ব্বক গদা ঘূর্ণন করিয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নের প্রতি প্রক্ষেপ করত, বজ্রনির্ঘাতে যেরূপ অতি কঠোর শব্দ উৎথিত হয়, সেইরূপ শব্দ করিল।

গদা সম্মুখের দিকে আসিতেছিল; ভগবান্ প্রদ্যুম্ন গদা দ্বারা সেই গদা নিবারণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া (উচ্চ) নাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রুর প্রতি আপনার গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই অসুরও ময়দানব-প্রদর্শিত আসুরী মায়া আশ্রয় করিয়া আকাশে অবস্থিতি করত শ্রীকৃষ্ণতনয়ের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ

করিতে লাগিল। মহারথ রুক্মিণীনন্দন প্রস্তর বর্ষণ দ্বারা পীড়িত হইয়া সর্ব্বমায়াবিনাশিনী সত্ত্বগুণময়ী মহাবিদ্যা প্রয়োগ করিলেন। তাহার পর দৈত্য শত শত গৌহ্যক, গান্ধর্ব্ব, পৈশাচ, ঔরগ ও রাক্ষসী মায়া প্রয়োগ করিল; শ্রীকৃষ্ণতনয় সে সমুদায়ই নাশ করিলেন। (শেষে) শাণিত খড়্গা উত্তোলন করিয়া শম্বরের কিরীট-বিভূষিত, কুণ্ডল-মণ্ডিত, তাম্রবর্ণ-শ্মশ্রু-বিশিষ্ট মস্তক (তাহার) দেহ হইতে বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন। দেবগণ তাঁহার উপর কুসুমরাশি বর্ষণ করত স্তব করিতে লাগিলেন; এই ভাবে অম্বরচারিণী ভার্য্যা তাঁহাকে (দ্বারকা) নগরে লইয়া গেলেন। রাজন্! বিদ্যুতের সহিত মেঘের ন্যায়, পত্নীর সহিত (প্রদ্যুম্ন) ললনাশতসঙ্কুল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বর্ণ জলদের ন্যায় শ্যাম; পরিধান পীত কৌশেয়; বাহু প্রলম্বিত; নয়ন তাম্রবর্ণ; হাস্য সুন্দর; বদন মনোহর; এবং মুখপদ্ম নীলবর্ণ বক্র অলকরূপ অলিকুলে অলঙ্কৃত ছিল। স্ত্রীসকল তাঁহাকে দর্শন করত, শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া লজ্জিত হইয়া, স্থানে স্থানে লুক্কায়িত হইলেন। নারীগণ ক্রমে ক্রমে ঈষৎ বৈলক্ষণ্য দ্বারা, (তিনি শ্রীকৃষ্ণ নহেন; এই) অবধারণ করত, আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়া স্ত্রীরত্নসমন্বিত তাঁহার নিকটে গমন করিলেন।

অনন্তর মধুরভাষিণী অসিতাপাঙ্গী বিদর্ভনন্দিনী তথায় (উপস্থিত হইয়া) আপনার অনুদ্দিষ্ট পুত্রকে স্মরণ করিলেন; স্নেহে তাঁহার পয়োধর হইতে দুগ্ধক্ষরণ হইতে লাগিল। (তিনি কহিতে লাগিলেন,) এই পুরুষশ্রেষ্ঠ কে? এই কমল-লোচন কাঁহার পুত্র? কোন্ কামিনী ইঁহাকে জঠরে ধারণ

করিয়াছেন? ইনি এই যে কামিনী লাভ করিয়াছেন, ইনিই বা কে? আমারও যে পুত্রটী সূতিকাগৃহ হইতে হৃত হইয়া অনুদ্দিষ্ট হইয়াছে, সে যদি কোথাও জীবিত থাকে তাহা হইলে বয়ঃক্রমে ও রূপে ইঁহারই তুল্য হইয়াছে। ইনি কেমন করিয়া আকৃতি, অবয়ব, গতি, স্বর, হাস্য ও অবলোকন বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছেন? অথবা, আমি যে বালককে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, ইনি সেই হইবেন; ইঁহাতে আমার অধিকতর প্রীতি হইতেছে; এবং বামবাহু কাঁপিতেছে।

বিদর্ভতনয়া এইরূপ মীমাংসা করিতেছেন, ইতিমধ্যে উত্তমশ্লোক দেবকীনন্দন দেবকী ও বসুদেবের সহিত আগমন করিলেন। ভগবান্ জনার্দ্দন যাবতীয় বিষয় অবগত হইয়াও তুষ্ণীম্ভাবে রহিলেন। নারদ শম্বর কর্ত্তৃক হরণাদি সমস্ত বর্ণন করিলেন। সেই মহৎ আশ্চর্য্য শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণকামিনী সকল যমালয় হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির ন্যায় বহুবৎসর অনুদ্দিষ্ট (প্রদ্যুম্নকে) আদর করিতে লাগিলেন। দেবকী, বসুদেব, রাম, শ্রীকৃষ্ণ, স্ত্রীসকল এবং রুক্মিণী দম্পতিকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দিত হইলেন। অনুদ্দিষ্ট প্রদ্যুম্ন আগমন করিয়াছেন; ইহা শ্রবণ করিয়া দ্বারকাবাসী সকল কহিতে লাগিলেন, ভাগ্যক্রমে বালক মৃত ব্যক্তির ন্যায় পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছেন।

প্রদ্যুম্নের রূপ শ্রীকৃষ্ণের তুল্য ছিল; সেই জন্য তাঁহার মাতারাও তাঁহাকে আত্মীয় ও ভর্ত্তা ভাবিয়া মনে মনে অনুরক্ত হইয়া যে তাঁহাকে ভজনা করিতেন, তাহা আশ্চর্য্যের

নহে ; কারণ, যাঁহাকে স্মরণ করিলেই ক্ষোভ জন্মে,[১] তিনি চক্ষুর গোচরে ছিলেন। আর, তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তির প্রতিবিম্ব। অতএব অন্য নারীর কথায় আর কাজ কি ?

প্রদ্যুম্ন-দর্শন নামক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, সত্রাজিৎ অপরাধ করিয়া (অপরাধ-মার্জ্জনের নিমিত্ত) স্বয়ং উদ্যুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তক মণির সহিত স্বীয়তনয়া দান করেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের কি অপরাধ করেন ? তিনি স্যমন্তক মণি কোথা হইতে প্রাপ্ত হন ? হরিকে কন্যাই বা কেন দান করেন ?

শ্রীশুকদেব কহিলেন, সূর্য্য তাঁহার নিজ ভক্ত সত্রাজিতের পরম মিত্র ছিলেন ; তিনিই প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া সত্রাজিৎকে স্যমন্তক মণি দান করেন। রাজন্! সত্রাজিৎ কণ্ঠে সেই মণি পরিধান করত সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। তেজ থাকাতে তাঁহাকে সত্রাজিৎ বলিয়া জানা গেল না। দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করত জনগণের দৃষ্টি নষ্ট হইল। তাহারা সূর্য্য শঙ্কা করিয়া ভগবান্‌কে গিয়া নিবেদন করিল ; ভগবান্ তখন পাশক্রীড়া করিতেছিলেন।

(জনগণ কহিল,) হে নারায়ণ ! হে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর !

---

১ অর্থাৎ, কাম।

হে দামোদর! হে জলজ-লোচন! হে গোবিন্দ! হে যদুনন্দন! আপনাকে নমস্কার। হে জগৎপতে! ভগবান্ তীগ্মরশ্মি সূর্য্য কিরণজালে মনুষ্যগণের দৃষ্টি হরণ করিয়া আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এই আগমন করিতেছেন। অমর-শ্রেষ্ঠেরা ত্রিলোকীর মধ্যে আপনার পদবী অন্বেষণ ত করি-য়াই থাকেন। প্রভো! আপনি যদুকুলে লুকাইয়া রহিয়া-ছেন, জানিতে পারিয়া অদ্য সূর্য্যদেব আপনাকে দর্শন করি-বার নিমিত্ত এই আগমন করিতেছেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, অজ্ঞদিগের বাক্য শ্রবণ করত হাস্য করিয়া পদ্মলোচন কহিলেন, ইনি সূর্য্যদেব নহেন; সত্রাজিৎ মণির কিরণে জ্বলিতেছেন।

সত্রাজিৎ উৎসবজন্য কৃত-মঙ্গল স্বকীয় শ্রীসম্পন্ন গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা দেবগৃহে মণি স্থাপন করি-লেন। প্রভো! মণি পূজিত হইয়া যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে দিনে দিনে অষ্ট ভার[১] সুবর্ণ প্রসব করে; এবং দুঃখের কারণ দুর্ভিক্ষ, অকাল মৃত্যু, অমঙ্গল, সর্প, ব্যাধি, আধি, অশুভ[২] ও মায়ী সকল সে স্থানে থাকিতে পারে না।

(সে যাহা হউক,) দেবকীনন্দন একদা সত্রাজিতের নিকট (যদুরাজের নিমিত্ত) ঐ মণি যাচ্ঞা করিলেন; কিন্তু অর্থ-কামুক সত্রাজিৎ যাচ্ঞাভঙ্গ গ্রাহ্য না করিয়া, যদুরাজকে মণি প্রদান করিলেন না।

---

১ চারি ধান্যে এক গুঞ্জা; পাঁচ গুঞ্জায় এক পণ; আট পণে এক ধরণ; আট ধরণে এক কর্ষ; চারি কর্ষে এক পল; এক শত পলে এক তুলা; বিংশতি তুলায় এক ভার। অর্থাৎ, অষ্ট সহস্র তোলা পরিমাণ।

২ দুঃখের কারণ।

অনন্তর এক দিন ঐ মহাপ্রভ মণি কণ্ঠে পরিধান করিয়া অশ্বে আরোহণ করত, (সত্রাজিতের ভ্রাতা) প্রসেন বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গমন করিলেন। (এক) কেশরী অশ্বের সহিত প্রসেনকে বধ করিয়া মণি গ্রহণ করত পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইল। জাম্ববান্ মণিতে অভিলাষী হইয়া ঐ কেশরীকে বধ করিলেন; এবং বিলমধ্যে (লইয়া গিয়া) ঐ মণিকে সন্তানের ক্রীড়া-সামগ্রী করিয়া দিলেন।

(এ দিকে) ভ্রাতাকে না দেখিয়া ভ্রাতা সত্রাজিৎ তাপিত হইলেন। (কহিতে লাগিলেন,) আমার ভ্রাতা গলদেশে মণি পরিধান করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন; নিশ্চয়ই কৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিয়াছেন। লোকেরাও এই কথা কর্ণে কর্ণে কহিতে আরম্ভ করিল।

ভগবান্ তাহা শ্রবণ করত, আপনাতে লিপ্ত দুর্যশ মার্জ্জন করিবার নিমিত্ত, নাগরিকদিগের সহিত প্রসেনের পদবী অনুসরণ করিলেন। বনমধ্যে কেশরী কর্ত্তৃক অশ্ব ও প্রসেনকে নিহত, এবং সেই কেশরীকে ভল্লূক কর্ত্তৃক বিনষ্ট, দেখিয়া লোকেরা ভল্লূকরাজের নিবিড়-অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভয়ানক বিল দর্শন করিল। ভগবান্ বহির্দেশে প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া একাকী (তন্মধ্যে) প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে মণিকে বালকের ক্রীড়াসামগ্রী করা হইয়াছে দেখিয়া, উহা গ্রহণ করিতে মন করিয়া, বালকের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন। সেই অপূর্ব্ব মনুষ্যকে দর্শন করিয়া ধাত্রী ভীতার ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহা শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিগণের শ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ দৌড়িয়া আসিলেন; এবং আত্ম-

স্বামী ভগবানের অনুভাব অবগত না থাকাতে, তাঁহাকে প্রাকৃত মনুষ্য বোধ করিয়া কুপিত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েই জয়াভিলাষী; মাংসের নিমিত্ত শ্যেনদ্বয়ের ন্যায় অস্ত্র, প্রস্তর, বৃক্ষ ও বাহু দ্বারা দুই জনের অতি তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে লাগিল। অষ্টবিংশ দিবস ঐপ্রকার যুদ্ধ হইল; ঐ অষ্টবিংশ দিবসে উভয়ে উভয়কে অহর্নিশ অবিশ্রান্ত বজ্রনির্ঘাতসদৃশ কঠিন মুষ্টিপ্রহার করিয়াছিলেন। (অবশেষে) শ্রীকৃষ্ণের মুষ্টিনিপাতে জাম্ববানের অঙ্গের দৃঢ় বন্ধন সকল শ্লথ হইয়া আসিল; বল ক্ষীণ হইল; এবং গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। তিনি অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভগবান্‌কে কহিলেন, আমি জানিলাম আপনি পুরাণ পুরুষ, অধীশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীবিষ্ণু। আপনি সমুদায় ভূতের প্রাণ, ইন্দ্রিয়-বল, মনোবল ও দেহবল। যাঁহারা বিশ্ব সৃষ্টি করেন, আপনি তাঁহাদিগের স্রষ্টা। সৃষ্ট পদার্থ সকলের মধ্যে যাহা সৎ,[১] তাহাও আপনি।[২] যাঁহারা নাশ করেন, আপনি তাঁহাদিগের ঈশ্বর কাল;[৩] এবং আত্মা-সকলের পরমাত্মা।[৪] (অতএব) যাঁহার ঈষৎ-উদ্দীপিত-রোষ-জন্য কটাক্ষপাতে মকর, কুম্ভীর ও তিমিঙ্গিল ক্ষুভিত হইয়া উঠিলে, বারিনিধি যাঁহাকে পথ প্রদান করিলেও যিনি আপন যশকেই সেতু করিয়াছিলেন; লঙ্কাদাহ করিয়াছিলেন; এবং যাঁহার বাণে ছিন্ন হইয়া রাক্ষস (রাবণের)

---

১ অর্থাৎ, উপাদান।
২ সুতরাং, পুরাণ।
৩ সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান্ ও অধীশ্বর।
৪ অর্থাৎ, আপনি উদাসীন নহেন।

মস্তক সকল ভূমিতে পতিত হইয়াছিল; (আপনি সেই আমার ইষ্টদেব রঘুনাথ।)

মহারাজ! ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ এইপ্রকারে বিজ্ঞান অবগত হইলে, ভগবান্ দেবকীনন্দন পদ্মাক্ষ অচ্যুত মঙ্গলকর হস্ত দ্বারা ভক্তকে স্পর্শ করিয়া পরম কৃপাপূর্ব্বক মেঘগম্ভীর শব্দে কহিলেন, হে ঋক্ষরাজ! মণির নিমিত্ত আমি এই স্থানে বিলমধ্যে আগমন করিলাম; এই মণি দ্বারা আমি আমার মিথ্যা কলঙ্ক ক্ষালন করিব। এই কথা শুনিয়া জাম্ববান্ সন্তুষ্ট হইয়া পূজার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে মণির সহিত আপনার দুহিতা জাম্ববতীকে সমর্পণ করিলেন।

(এ দিকে) প্রজা সকল বিলপ্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে বহির্গত হইতে না দেখিয়া দ্বাদশ দিবস অপেক্ষা করত দুঃখিত হইয়া আপনাদিগের নগরে প্রত্যাগমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ বিল হইতে নির্গত হন নাই, (এই কথা) শ্রবণ করিয়া দেবী দেবকী ও রুক্মিণী, এবং বসুদেব, সুহৃদ্ ও জ্ঞাতিগণ, শোক করিতে লাগিলেন। দ্বারকাবাসী সকল সত্রাজিৎকে অভিশাপ করত দুঃখিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত চন্দ্রভাগানাম্নী দুর্গার নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা পূজা করিলে পর, দেবী যেমন তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, অমনি সেই আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গেই হরি, কার্য্য সাধন করত, পত্নীর সহিত উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের আনন্দ উৎপাদন করিলেন। পুনরাগত মৃত ব্যক্তির ন্যায়, গলদেশে মণিধারী সস্ত্রীক হৃষীকেশকে প্রাপ্ত হইয়া সকলেরই মহা উৎসব জন্মিল।

অনন্তর ভগবান্ সভার মধ্যে রাজাদিগের সমক্ষে সত্রা-

জিৎকে আহ্বান করত, যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে মণি অর্পণ করিলেন। সত্রাজিৎ লজ্জিত হইয়া অবনত মুখে রত্ন গ্রহণ করত নিজ অপরাধে তপ্ত হইতে হইতে আপন ভবনে গমন করিলেন। তিনি সেই অপরাধই চিন্তা করিতে লাগিলেন; এবং বলবানের সহিত কলহ উপস্থিত হওয়াতে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। (ভাবিতে লাগিলেন,) কিপ্রকারে আপনার অপরাধ ক্ষালন করিব? কিসেই বা অচ্যুত প্রসন্ন হইবেন? কি করিলে আমার মঙ্গল হইবে? (কি করিলেই বা) লোকে আমাকে অবিচারক, কৃপণ, মন্দবুদ্ধি, ধনলোলুপ বলিয়া অভিশাপ না করিবে? আমার তনয়া স্ত্রীরত্ন; আমি তাঁহাকে সেই স্ত্রীরত্ন এবং রত্নও দান করিব; এই উপযুক্ত উপায়; এতদ্ভিন্ন অন্যপ্রকারে সে অপরাধের শান্তি হইবে না। বুদ্ধিতে এই স্থির করত সত্রাজিৎ আপনি উদ্‌যুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আপনার মঙ্গলস্বরূপা কন্যা ও মণি উপহার দিলেন। ভগবান্ যথাবিধানে সেই সত্যভামাকে বিবাহ করিলেন। সত্যভামা শীল-রূপ-ঔদার্য্য-ও-গুণবতী ছিলেন। অনেকে তাঁহাকে যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। রাজন্! ভগবান্ (সত্রাজিৎকে) কহিলেন, আমরা মণি গ্রহণ করিব না। আপনি সূর্য্যের ভক্ত; [১] আপনারই থাকুক; আমরা ইহার ফল ভোগ করিব। [২]

স্যমন্তক-হরণ-নামক ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ ইহাতে কটাক্ষ করা হইতেছে, যে আপনি আমার ভক্ত নহেন।

২ আপনি অপুত্র; আপনার ধন আমাদিগেরই; এই স্থলে এই গূঢ় অর্থ।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, গোবিন্দ সকলই অবগত ছিলেন;[১] তথাপি, পাণ্ডবেরা জননী কুন্তীর সহিত জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছেন, এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, কুলের উচিত ব্যবহার করিবার নিমিত্ত, ভ্রাতা বলরামের সমভিব্যাহারে কুরুপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন; এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ও গান্ধারীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের সমান দুঃখ প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন, "হা কি কষ্ট"।

রাজন্! এই অবসর পাইয়া অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বকে কহিলেন, কি হেতু মণি গ্রহণ করা হইতেছে না। যে সত্রাজিৎ আমাদিগের নিকটে অঙ্গীকার করিয়া আমাদিগের অপমান করত শ্রীকৃষ্ণকে কন্যারত্ন প্রদান করিয়াছে, সে কেন ভ্রাতার অনুগামী না হইবে?

তাঁহাদিগের দুই জনের দ্বারা এইপ্রকারে বুদ্ধি বিপরীত হওয়াতে, ক্ষীণজীবী, পাপাচার, অসত্তম শতধন্ব লোভনিবন্ধন নিদ্রিতাবস্থাতেই সত্রাজিতের প্রাণ সংহার করিল। স্ত্রী সকল আর্ত্তনাদ ও অনাথার ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। শতধন্ব, সৌনিক যেমন পশুদিগকে, তেমনি (সত্রাজিৎকে,) সংহার করিয়া মণি গ্রহণ করত প্রস্থান করিল।

সত্যভামা পিতাকে নিহত দেখিয়া শোকগ্রস্ত হইয়া "হা তাত!" বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং "হা

---

১ পাণ্ডবেরা সুরঙ্গদ্বার দিয়া জতুগৃহ হইতে নির্ব্বিঘ্নে নির্গত হইয়াছেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণ অবগত ছিলেন; তথাপি ইত্যাদি।

হত হইলাম ;” বলিয়া মোহপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পরে তৈলদ্রোণিমধ্যে পিতার মৃতদেহ সংস্থাপন করিয়া হস্তিনাপুরে উপনীত হইলেন ; এবং শ্রীকৃষ্ণকে পিতার নিধনবৃত্তান্ত জানাইলেন ; (যাদব) সে ব্যাপার অবগত ছিলেন। হে রাজন্! রামকৃষ্ণ ঈশ্বর ; (তথাপি) মনুষ্যগণের অনুগামী হইয়া, “আমাদিগের মহা কষ্ট উপস্থিত হইল ;” বলিয়া অশ্রুবিসর্জ্জনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগবান্ ভার্য্যা অগ্রজের সহিত হস্তিনা হইতে নগরে প্রত্যাগমন করিয়া শতধনুর বিনাশকরণ ও মণিগ্রহণে উদ্যত হইলেন ; সেই দুরাচারও শ্রীকৃষ্ণের উদ্যম শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া প্রাণরক্ষামানসে কৃতবর্ম্মার সাহায্য প্রার্থনা করিল। কৃতবর্ম্মা কহিলেন, রামকৃষ্ণ ঈশ্বর ; আমি তাঁহাদিগকে অবহেলা করিতে পারিব না। যখন কংস তাঁহাদিগের দ্বেষ করিয়া রাজলক্ষ্মীর সহিত প্রাণচ্যুত হইয়াছে ; যখন জরাসন্ধ সপ্তদশ সংগ্রামে বিরথ হইয়া প্রস্থান করিয়াছে ; তখন তাঁহাদিগের অপ্রিয় সাধন করিয়া অপরাধী হইলে কাহার মঙ্গল হইতে পারে?

শতধনু প্রত্যাখ্যাত হইয়া অক্রূরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহাতে অক্রূর কহিলেন যে, ঈশ্বরদ্বয়ের প্রভাব জানিয়া শুনিয়াও কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের সহিত বিরোধে সাহসী হইতে পারে? যিনি লীলাক্রমে এই বিশ্ব সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন ; বিশ্বস্রষ্টৃগণ যাঁহার মায়ায় প্রমুগ্ধ হইয়া তদীয় চেষ্টাপর্য্যন্তও অবগত হইতে পারেন না; যিনি সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, শিশু যেরূপ সহজে লীলাচ্ছলে ছত্রাক, তেমনি এক মাত্র হস্ত দ্বারা শৈল, উপাটন করত ধারণ করিয়া-

ছিলেন, সেই ভগবান্ অদ্ভুতকর্ম্মা, অনন্ত, আদিভূত, কূটস্থ আত্মাকে নমস্কার, নমস্কার।

শতধনু তাঁহার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তাঁহাকেই স্যমন্তক সমর্পণ করত শতযোজনগামি অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

হে রাজন্! রামজনার্দ্দনও গরুড়ধ্বজশোভিত রথে আরোহণ করিয়া মহাবেগ অশ্ব সকলের দ্বারা গুরুদ্রোহীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। (শতধনু) মিথিলার কোন উপবনে পতিত[১] অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া সংত্রস্ত হইয়া পাদ দ্বারা ধাবিত হইল; শ্রীকৃষ্ণও কোপপ্রকাশপূর্ব্বক তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন; এবং বিপক্ষকে পদব্রজে পলায়ন করিতে দেখিয়া স্বয়ংও পাদচারী হইয়া তদনুগমন করত তীক্ষ্ণধার চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া তদীয় বস্ত্রমধ্যে মণি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মণি না পাইয়া অগ্রজের নিকট আসিয়া কহিলেন, অকারণ শতধনু বিনষ্ট হইয়াছে; তাহার নিকট মণি নাই। বলরাম কহিলেন, শতধনু নিশ্চয়ই সেই মণি অন্য ব্যক্তির নিকট সংস্থাপন করিয়াছে; তুমি সেই ব্যক্তিকে অন্বেষণ কর; নগরে যাও; আমি প্রিয়তম বিদেহরাজের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে ইচ্ছা করি।

হে রাজন্! এই কথা বলিয়া যদুনন্দন মিথিলা প্রবেশ করিলেন। মৈথিল অর্চ্চনীয় বলদেবকে সমাগত দেখিয়া প্রীতমানসে সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অর্চ্চনা-সামগ্রী দ্বারা যথাবিধি

---

১ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অশ্ব শতযোজন মাত্র গমন করিতে পারিত; তাহার অধিক দূর গমনে অসমর্থ হওয়াতে তথায় পতিত হইল।

অর্চ্চনা করিলেন। বিভু সেই মিথিলায় কএক বৎসর বাস করিলেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছু কাল পরে ধার্ত্তরাষ্ট্র সুযোধন মহাত্মা জনক কর্ত্তৃক সংপূজিত ও সমাদৃত হইয়া রামের নিকটে গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

(এ দিকে) প্রিয়ার প্রিয়কৃৎ বিভু কেশব দ্বারকাপুরে উপস্থিত হইয়া শতধন্বুর নিধন ও মণির অপ্রাপ্তি বিষয় প্রেয়সী সন্নিধানে বিজ্ঞাপন করিলেন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সুহৃজ্জন-সমভিব্যাহারে নিহত বন্ধুর সমুদায় পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন। কৃতবর্ম্মা এবং অক্রূর প্রয়োজক; শতধন্বুর বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে দ্বারকা হইতে পলায়ন করিয়া অন্যত্র অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[২]। অক্রূর দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করিলে পর, তদ্দেশবাসীদিগের মুহুর্মুহু শারীরিক, মানসিক, দৈবিক ও ভৌতিক নানাপ্রকার সন্তাপ ও অনিষ্ট হইয়াছিল। হে রাজন্! পূর্ব্ব কথা[৩] বিস্মৃত হইয়া কেহ কেহ এইপ্রকার নির্দ্দেশ করেন। (কিন্তু সে কথা যুক্তিমূলক বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না;) কারণ, মুনিগণ যে হরিতে বাস করেন, সেই হরি যে খানে সন্নিহিত থাকেন, সে খানে এতাদৃক্ অনিষ্টসঙ্ঘটন সম্ভবিতে পারে না। (একদা) দেব (ইন্দ্র) বর্ষণ না করাতে, কাশীরাজ তাঁহার আত্মজা গান্দিনীকে সমাগত শ্বফল্কহস্তে সংপ্রদান করিলে, কাশীধামে বৃষ্টি হইয়াছিল। অক্রূর

---

২ এস্থলে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি ক্রমেই গমন করিয়াছিলেন, এবং ভক্তের প্রতি পক্ষপাতের আতিশয্য প্রকাশ করা হয়, এই ভয়েই শ্রীকৃষ্ণ কৃতবর্ম্মাকেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকে বঞ্চনা করিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে।

৩ পূর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্য।

ভূতসম্ভূত পুত্র; সুতরাং তাঁহারও প্রভাব তাহাই; অতএব তিনি যে যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই সেই স্থানে দেবতা বর্ষণ করেন; এবং মারীভয় বা উপতাপনাদির আশঙ্কা থাকে না। বৃদ্ধদিগের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, এ বিষয়ে ইহা [৪] কারণ নহে, এই বোধ করিয়া, অখিলবেত্তা, (সুতরাং) চিত্তজ্ঞ জনার্দ্দন অক্রূরকে আনাইয়া যথাবিধি সপর্য্যাপূর্ব্বক নানা মনোহর কথা কহিয়া, তাঁহাকে সহাস্য আস্যে বলিতে লাগিলেন, হে দানপতে! শতধনু নিশ্চয়ই যে আপনার নিকটে সুশ্রীক স্যমন্তক মণি রক্ষা করিয়াছে, আমি তাহা পূর্ব্ব হইতে অবগত আছি। সত্রাজিৎ নিঃসন্তান; অতএব তদীয় দৌহিত্রই মণির প্রকৃত উত্তরাধিকারী; কারণ, যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষকে শেষ ঋণ হইতে মুক্ত ও তাঁহাকে জলপিণ্ড প্রদান করে, শাস্ত্রানুসারে সেই দায় গ্রহণ করিবে। কিন্তু সে মণি ধারণ করা অন্যের দুষ্কর; অতএব উহা আপনার নিকটেই থাকুক; আপনি সুব্রত। কিন্তু মণির বিষয়ে আমার অগ্রজও আমাকে বিশ্বাস করিতেছেন না; অতএব, আপনি তাহা অন্ততঃ একবার আমাকে প্রদর্শন করিয়া বন্ধুদিগের শান্তি সাধন করুন। (দেখিতেছি,) আপনার স্বর্ণবেদি-বিশিষ্ট যজ্ঞ সকল অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে [৫]।

এইপ্রকারে প্রবোধিত হইয়া স্বফল্কপুত্র অক্রূর বসনাবৃত সূর্য্যপ্রভাভ স্যমন্তক মণি ভগবৎকরে সমর্পণ করিলেন। বিভু জ্ঞাতিদিগকে সেই মণি দর্শাইয়া আত্মকলঙ্ক (মণিহরণ)

---

৪ অর্থাৎ অক্রূরের অনুপস্থিতি। শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় করিলেন মণির দূরীভবনই ইত্যাদি অনিষ্টের কারণ।

৫ এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যখন এরূপ, তখন আপনি বলিতে পারিবেন না যে, মণি আপনার নিকটে নাই।

ক্ষালনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অক্রূরহস্তে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। যে ব্যক্তি, ভগবান ঈশ্বরের শক্তিসম্পন্ন, অনিষ্টনিবারক, মঙ্গল-জনক এই আখ্যান পাঠ, শ্রবণ বা স্মরণ করেন, তিনি দুষ্কীর্ত্তি ও দুরিতরাশি হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া শান্তি লাভ করেন।

স্যমন্তকোপাখ্যান নামক সপ্তপঞ্চাশত্তম
অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

এক সময়ে শ্রীমান্ পুরুষোত্তম, সাত্যকি প্রভৃতি আত্মীয়-বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বিখ্যাত পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রিয় সকল যেমন প্রাণকে প্রত্যাগত দেখিয়া, বীর পার্থ সকল তেমনি মুক্তি-বিধাতৃ সেই অখিলেশ্বরকে আগমন করিতে দর্শন, করিয়া সকলে এক কালে গাত্রোত্থান করিলেন। অচ্যুতকে আলিঙ্গন করত তাঁহার অঙ্গসংস্পর্শে বীরগণের পাপ হত হইল; তাঁহারা তদীয় অনুরাগ-চিহ্নিত সহাস্য আস্য সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন। (ভগবান্) যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনের পাদ-পদ্ম অভিবাদন, ও অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন, করিলেন; এবং যমজ নকুল সহদেব কর্ত্তৃক সংপূজিত হইলেন। (পরে) শ্রীকৃষ্ণ পরমাসনে উপবেশন করিলে, অনিন্দিতা[১] নবপরিণীতা, (অতএব) কিঞ্চিৎ

---

১ অনেকের ভার্য্যা হইয়াও নিন্দারহিত।

লজ্জিতা কৃষ্ণা অল্পে অল্পে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সাত্যকিও পার্থগণ কর্ত্তৃক সেইরূপে পূজিত ও বন্দিত হইয়া আসনে উপবেশন করিলেন; অন্যেরাও বিশেষরূপে পূজিত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ) কুন্তীর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলে স্নেহে তাঁহার দুই চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি (এই অবস্থায় যদুনন্দনকে) আলিঙ্গন, (এবং) তাঁহাকে (নিজ) বান্ধবদিগের কথা জিজ্ঞাসা, করিলেন। ভগবান্ সেই আপন পিতৃষ্বসার এবং তাঁহার বধূর কুশল প্রশ্ন বরিলেন; তিনি (ভক্তদিগের) ক্লেশ দূর করিবার জন্য আপনাকে প্রদর্শন করেন। (কুন্তী) প্রেমবিক্লবতায় রুদ্ধকণ্ঠ এবং সজলনয়না হইয়া পূর্ব্বের বহু ক্লেশ স্মরণ করত শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যখন (তোমার) জ্ঞাতি আমাদিগকে স্মরণ করিয়া আমার ভ্রাতা (অক্রূরকে) প্রেরণ করিয়াছ, তখনই আমাদিগের কুশল হইয়াছে; এবং তখনই তোমার আমাদিগকে সনাথ করা হইয়াছে। তুমি বিশ্বের বন্ধু ও আত্মা; (অতএব) "আপন" ও "পর" তোমার এরূপ ভ্রান্তি নাই; তথাপি যাঁহারা নিরন্তর তোমাকে স্মরণ করেন, তুমি হৃদয়ে থাকিয়া তাঁহাদিগের ক্লেশ নাশ কর।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে অধীশ্বর! জানি না আমরা কি পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, যে তুমি যোগীদিগেরও দুর্ল্লভ হইয়া বিষয়াসক্তচিত্ত আমাদিগকে দর্শন দিলে!

ভগবান্ এইপ্রকারে রাজা (যুধিষ্ঠিরের) নিকটে অভ্যর্থনা

লাভ করিয়া বর্ষার কএক মাস ইন্দ্রপ্রস্থবাসীদিগের নয়নানন্দ উৎপাদন করিয়া সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

(ইতিমধ্যে এক সময়ে) পরবীরহা অর্জ্জুন কপিধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া যাহার বাণ শেষ হয় না, এরূপ দুই তূণ ও গাণ্ডীব ধনু গ্রহণপূর্ব্বক বর্ম্ম পরিধান করত সখা শ্রীকৃষ্ণের সমভিব্যাহারে বিহার করিবার মানসে বহু-হিংস্র-শ্বাপদ-শঙ্কুল রম্য বিপিনে প্রবিষ্ট হইলেন। সে খানে শর দ্বারা ব্যাঘ্র, শূকর, মহিষ, রুরু, শরভ, গবয়, খড়্গী, হরিণ ও শল্লকদিগকে বধ করিলেন। পর্ব্বাহ উপস্থিত হওয়াতে কিঙ্করেরা সেই সকল যজ্ঞীয় পশু রাজসমীপে লইয়া গেল।

অর্জ্জুন তৃষ্ণার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া যমুনাতীরে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে মহারথ কৃষ্ণার্জ্জুন যমুনার নির্ম্মল জল স্পর্শ ও পান, করিয়া সুন্দরী কোন কামিনীকে ভ্রমণ করিতে দেখিলেন। ফাল্গুন সখা শ্রীকৃষ্ণের বচনানুসারে ললনাললামভূতা সুন্দরদশনা সুমুখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুশ্রোণি! তুমি কে, ও কাহার [১]? কি ইচ্ছার অনুরোধে ভ্রমণ করিতেছ? হে সুন্দরি! বোধ হয়, তুমি অবিবাহিতা; পতি কামনা করিতেছ।

কালিন্দী কহিলেন, আমি ভগবান্ সূর্য্যের কন্যা; বরেণ্য বরদ বিষ্ণুকে পতি কামনা করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম। হে বীর! শ্রীপতি ব্যতিরেকে অন্য স্বামী আমার বাঞ্ছনীয় নহে [২]; অনাথনাথ মুকুন্দ আমার প্রতি তুষ্ট হউন্। আমি কালিন্দী নামে বিখ্যাত; পিতা যমুনার জলমধ্যে আমাকে

---

১ কাহার পত্নী বা দুহিতা;

২ ইনি আমাকে কামনা করিতেছেন, এই আশঙ্কা করিয়া বলা হইল।

এক ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; যে পর্য্যন্ত অচ্যুতদর্শন না ঘটে, সে পর্য্যন্ত ঐ ভবনে বাস করিব।

বাসুদেব (পূর্ব্ব হইতে) এই বৃত্তান্ত জানিতেন; অর্জ্জুন তাঁহাকে, কন্যা যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ কহিলেন; তিনিও তাঁহাকে রথারোহণ করাইয়া ধর্ম্মরাজের নিকট গমন করিলেন।

(মহারাজ! অনন্তর) পাণ্ডবেরা যেমন আজ্ঞা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অমনি বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা বিচিত্র নগর রচনা করাইলেন। সেই নগরে আত্মীয়দিগের উপকারবাসনায়[৩] অবস্থান করিয়া ভগবান্ অগ্নিকে খাণ্ডব দান করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের সারথিপদে বৃত হইয়াছিলেন। অগ্নি পরিতুষ্ট হইয়া ধনু, শ্বেত ধ্বজ, দুই অক্ষয় তূণ, এবং অস্ত্রীদিগেরও অভেদ্য সুচারু বর্ম্ম অর্জ্জুনকে প্রদান করেন। ময় দানব অগ্নি হইতে মুক্ত হইয়া সখাকে অপূর্ব্ব সভা রচনা করিয়া দেন। সেই বিচিত্র সভা সন্দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনের জলে স্থল এবং স্থলে জল ভ্রম হইয়াছিল।

(বর্ষার অবসান হইলে) শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের এবং বন্ধুবর্গের আদেশ ও বচনক্রমে সাত্যকি-প্রমুখ সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্বারকা প্রস্থান করিলেন। (তথায়) আত্মীয়দিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া পুণ্য ঋতুতে পুণ্যনক্ষত্রযুক্ত লগ্নে কালিন্দীকে বিবাহ করিলেন।

রাজন্! বিন্দ ও অনুবিন্দ নামে দুই অবন্তীরাজ দুর্য্যো-

---

৩ অর্জ্জুন তূণাদি প্রাপ্ত হইলে, আত্মীয় পাণ্ডবদিগের উপকার হইবে, এই বাসনায়।

ধনের বশবর্ত্তী ছিলেন; তাঁহাদিগের ভগিনী (মিত্রবিন্দা) স্বয়ম্বর-স্থলে শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত হওয়াতে, তাঁহারা তাঁহাকে নিবারণ করেন; (তাহাতে) শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক পিতৃষ্বসা রাজাধিদেবীর তনয়া মিত্রবিন্দাকে বলপূর্ব্বক হরণ করেন; রাজগণ চাহিয়া থাকেন।

কোশল দেশে নগ্নজিৎ নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন; তাঁহার সত্যা নামে একটী কান্তিমতী কন্যা ছিল; (পিতৃ-নামানুসারে তাঁহার আর একটী নাম নাগ্নজিতী।) নৃপতিগণের মধ্যে কেহই তীক্ষ্ণশৃঙ্গ, সুদুর্দ্ধর্ষ, বীরগণের গন্ধ সহ্য করিতেও অসমর্থ ও খল সপ্ত গোবৃষ পরাস্ত করিতে না পারিয়া, ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে সমর্থ হন নাই।

যিনি বৃষদিগকে জয় করিবেন, তিনিই সেই কন্যা লাভ করিবেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া যদুপতি অনেক অনী-কিনীসহ কোশলদেশে গমন করিলেন। কোশলপতি প্রীত-মনে প্রত্যুত্থান করিয়া আসনপ্রদান ও শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে প্রতিনন্দন করি-লেন[৪]। নরেন্দ্রকন্যা, মনোমত বরকে সমাগত দেখিয়া, সেই রমাপতিকে পতি কামনা করিলেন; (কহিলেন,) যদি আমি ব্রত ধারণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে অগ্নি সত্য আশীর্ব্বাদ করুন, ইনিই যেন আমার পতি হন।

নারায়ণ অর্চ্চিত হইলে পর, (রাজা) তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে নারায়ণ জগৎপতে! আপনি আত্মা-নন্দে পূর্ণ; আমি ক্ষুদ্র; আপনার কোন্ কার্য্য করিতে সমর্থ

---

৪ যেরূপ মূল আছে, তাহাতে আরও এক অর্থ হইতে পারে; যথা:—রাজা পূজা করিয়া সমাদর করিলেন।

হইব ? যাঁহার পাদপদ্মরজঃ লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, গিরিশ ও লোকপাল-গণ আত্ম-শিরে সংস্থাপন করেন, যিনি যোগ্যকালে আত্ম-কৃত সেতু উদ্ধার করিবার নিমিত্ত লীলা-দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, তিনি আমার প্রতি কিসে সন্তুষ্ট হইবেন !

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে কুরুনন্দন ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসন পরিগ্রহ করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে কোশলরাজকে কহিলেন, হে রাজন্ ! কবিগণ স্বধর্ম্মবর্ত্তী ক্ষত্রিয়ের যাচ্ঞাকে নিন্দা করিয়াছেন ; তথাপি আপনার সহিত সৌহৃদ্যলালসায় আপ-নার কন্যা প্রার্থনা করিতেছি ; জানিবেন, শুল্ক প্রদান দ্বারা বিবাহ করা আমাদের কুলধর্ম্ম নহে।

নৃপতি বলিলেন, আপনি গুণের একমাত্র ধাম ; এবং আপনার অঙ্গে লক্ষ্মী নিত্য বসতি করেন ; (অতএব,) নাথ ! আপনা হইতে কন্যার কোন্ বর অধিক প্রার্থিত ? কিন্তু, হে যদুশ্রেষ্ঠ ! কন্যার যোগ্য-বর-প্রাপ্তির জন্য পুরুষদিগের বীর্য্য-পরীক্ষার্থ আমি পূর্ব্বে এক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

হে বীর ! এই সপ্ত গো বৃষ দুর্দ্দান্ত ও অন্যের অনায়ত্ত ; ইহাদিগের কর্ত্তৃক অনেক ক্ষত্রিয়নন্দন ভগ্ন ও ভিন্নগাত্র হই-য়াছেন। হে যদুনন্দন ! হে শ্রীপতে ! যদি ইহারা আপনা কর্ত্তৃ-কই পরাজিত হয়, তাহা হইলে আপনিই আমার কন্যার অভি-মত বর হইবেন।

সৌরী এই কথা শুনিয়া, বর্ম্ম পরিধান করিয়া, আত্মশরীর সপ্তধা বিভক্ত করত [৫] লীলাক্রমেই উহাদিগকে দমন করিলেন।

৫ সপ্তধা বিভক্ত করিয়া সত্যাকে দেখান হইল যে, যদিও আমার অনেক পত্নী আছে, তথাপি সম্পূর্ণ হইয়াই তোমার সহিত বিহার করিব ; অতএব তোমাকে সপত্নীর ভয় করিতে হইবে না।

বালক যেমন লীলানিবন্ধন দারুময় গো সকল বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করে, (ভগবান্) তেমনি উহাদিগকে অবলীলাক্রমে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া নিস্তেজ ও হতদর্প করত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কোশলাধিপতি প্রীত হইয়া যদুপতিকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আত্মসদৃশী ঐ কন্যার যথাবিধি পাণিগ্রহণ করিলেন। রাজপত্নী সকল শ্রীকৃষ্ণকে কন্যার প্রিয়পতি প্রাপ্ত হইয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিলেন; উৎসবের সীমা রহিল না। শঙ্খ, ভেরী, ও ঢক্কা সকল বাজিয়া উঠিল; এবং সংগীত ও দ্বিজগণের আশীর্ব্বাদ হইতে লাগিল। নরনারীনিচয় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উত্তম বসন পরিধান করিল; এবং মাল্যে ভূষিত হইল।

রাজা পদককণ্ঠী, সুবেশা ত্রি সহস্র যুবতী পরিচারিকা, দশ সহস্র ধেনু, নব লক্ষ হস্তী, উহার শতগুণ রথ, রথের শতগুণ অশ্ব, ও অশ্বের শতগুণ দাস যৌতুকস্বরূপ দান করিলেন। বৃহতী সেনায় পরিবৃত দম্পতীকে রথারোহণ করাইয়া, কোশলপতি স্নেহার্দ্রহৃদয়ে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

যদু ও গোবৃষদিগের নিকটে অন্যান্য নৃপতিগণের বীর্য্য ভগ্ন হইয়াছিল; তথাপি তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করত সাতিশয় কুপিত হইয়া পথিমধ্যে কন্যানয়নকারী (শ্রীকৃষ্ণকে) রোধ করিলেন। তাঁহারা শরক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বন্ধুর শুভাকাঙ্ক্ষী গাণ্ডীবী, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র পশুদিগকে, তেমনি তাঁহাদিগকে সংহার করিলেন। দেবকীনন্দন যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বৈবাহিক সামগ্রী গ্রহণপূর্ব্বক সত্যাসমভিব্যাহারে দ্বারকাতে প্রবেশ করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন।

পরে (ভগবান্) পিতৃষ্বসার কন্যা, সন্তর্দ্দন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক প্রদত্তা, কেকয়-দেশজা ভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন; এবং মদ্ররাজকন্যা সুলক্ষণা লক্ষণাকে, গরুড় যেমন একাকী সুধা হরণ করিয়াছিলেন, তেমনি স্বয়ম্বরস্থল হইতে একাকী হরণ করিলেন।

(মহারাজ) শ্রীকৃষ্ণের এরূপ সহস্র সহস্র ভার্য্যা হইয়াছিল [৬]। তিনি ভূমিনন্দন (নরককে) সংহার করিয়া, তাহার অন্তঃপুর হইতে চারুদর্শনা কন্যা সকল আনয়ন করেন।

শ্রীকৃষ্ণের মহিষী-করণ নামক অষ্টপঞ্চাশত্তম
অধ্যায় সমাপ্ত।

নবপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

রাজা কহিলেন, যে স্ত্রীসকলকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই ভৌম কি কারণে ভগবান কর্ত্তৃক হত হয়? আপনি শ্রীকৃষ্ণের এই বিক্রমের বিষয় বিশেষ বর্ণন করুন।

শুকদেব কহিলেন, ভৌম জননীর দুই কুণ্ডল, ছত্র [১] ও অমর পর্ব্বতে স্থান [২] অপহরণ করাতে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া তদীয় অত্যাচার বিজ্ঞাপন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ

---

৬ রুক্মিণী, জাম্ববতী, সত্যভামা, সত্যা, ভদ্রা, লক্ষণা, কালিন্দী ও মিত্রবিন্দা, এই আট শ্রীকৃষ্ণের প্রধান মহিষী।

১ ছত্র বরুণের, ইন্দ্রের নহে; কিন্তু তিনি লোকপালদিগের অধীশ্বর; অতএব বরুণের ছত্র হরণ করাতেই তাঁহারই ছত্র হরণ করা হইয়াছিল।

২ মণিপর্ব্বত।

ভার্য্যা সত্যভামার সহিত[৩] প্রাগজ্যোতিষ নগরে উপনীত হইলেন। সেই নগরে গিরিদুর্গ ও শস্ত্রদুর্গ সকল ছিল; এবং চতুর্দ্দিকে জল, অগ্নি ও বায়ু থাকাতে উহা দুর্গম ছিল; আর, উহা মুর দৈত্যের দশ সহস্র অতি প্রচণ্ড পাশ দ্বারা সর্ব্ব দিকে সমাবৃত হইয়া রক্ষিত হইত। গদাধর গদাপ্রহারে গিরিদুর্গ, বাণপ্রয়োগ দ্বারা শস্ত্রদুর্গ, চক্র দ্বারা অগ্নি, জল ও বায়ু; খড়্গ দ্বারা মুর দৈত্যের পাশরাশি, শঙ্খনাদ দ্বারা মনস্বিদিগের সংযত হৃদয়, এবং গুরুগদাক্ষেপ দ্বারা প্রাকার, ভেদ করিলেন। পঞ্চমুণ্ড মুর দৈত্য শয্যায় থাকিয়া যুগান্তকালীন বজ্রসম ভয়ানক পাঞ্চজন্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া জল হইতে গাত্রোত্থান করিল; এবং প্রলয়কালের সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিশূল উত্তোলন করত, সর্প যেমন গরুড়ের অভিমুখে ধাবিত হয়, তেমনি পঞ্চমুখব্যাদানপূর্ব্বক ত্রিলোকভক্ষণ-মানসেই যেন, গরুড়ের প্রতি ধাবিত হইল; এবং শূল উত্তোলন, ও বেগে গরুড়ের প্রতি নিক্ষেপ, করত পঞ্চ মুখ দ্বারা শব্দ করিল; সেই শব্দ আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, স্বর্গ ও দিক সকল পূরণ করত ব্রহ্মাণ্ড আবরণ করিল।

অনন্তর সেই শূল গরুড়ের প্রতি আসিতে লাগিল;

---

৩ ইন্দ্র গৃহে আসিয়া ভৌমের দুরাচার জ্ঞাপন করিলে, সত্যভামার কৌতুক জন্মে; তাঁহার কৌতুক চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সত্যভামাকে সঙ্গে লইলেন। অথবা, শ্রীকৃষ্ণ ভূমির নিকট পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করেন, যে তুমি নিজে না বলিলে, আমি তোমার পুত্রকে সংহার করিব না; এই প্রতিজ্ঞা পুরণ করিবার নিমিত্তই হইবে; কারণ সত্যভামা ভূমির অংশ। অথবা, নারদ যে একটীমাত্র পারিজাত আনিয়া দেন, তাহা রুক্মিণীকে প্রদান করাতে সত্যভামার কোপ জন্মে; নারায়ণ এই বলিয়া সান্ত্বনা করেন, যে আমি তোমাকে পারিজাত দিব। এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্যও হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ শস্ত্রকৌশল প্রয়োগ করত দুই বাণ প্রহার করিয়া উহাকে ত্রিধা খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; এবং দৈত্যের মুখে শর তাড়না করিতে লাগিলেন। সেই দৈত্যও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিল; গদা আসিতে লাগিল; গদাগ্রজ যুদ্ধস্থলে নিজগদাপ্রহারে ঐ গদা সহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। পরে (দৈত্য) বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল। অজিত শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। মুর ছিন্নগ্রীব ও প্রাণচ্যুত হইয়া, ইন্দ্রের তেজে ভগ্নশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায়, জলমধ্যে পতিত হইল। তাহার সপ্ত পুত্র পিতৃনিধনে কাতর ও প্রতীকারার্থ ক্রুদ্ধ, হইয়া সমুদ্যত হইল। তাম্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান্ ও বরুণ, এই সপ্ত মুরাত্মজ ভৌমের আজ্ঞানুসারে অস্ত্র ধারণ করত, ক্রোধে ভীষণ হইয়া যুদ্ধে পীঠনামা এক ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এক কালে বাণ, খড়্গ, গদা, শক্তি, ঋষ্টি ও শূল বৃষ্টি করিতে লাগিল। অমোঘ্যবীর্য্য ভগবান্ সেই অস্ত্রজাল স্বকীয় শরসমূহ দ্বারা তিল তিল করিয়া ছিন্ন করিলেন; এবং ছিন্নশিরা, ছিন্নস্কন্ধ, ছিন্নভুজ, ছিন্নচরণ ও ছিন্নবর্ম্ম সেই সকলকে অধিনায়ক পীঠের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ধরাসুত নরক অচ্যুতের চক্র ও বাণ দ্বারা স্বকীয় সেনাপতিদিগকে সেইরূপে নিরস্ত হইতে দেখিয়া, অত্যন্ত কুপিত হইয়া সমুদ্রসম্ভব মদস্রাবী হস্তীতে আরূঢ় হইয়া অগ্রসর হইল।

অনন্তর নরক, সূর্য্যের উপরিভাগে বিদ্যুৎসহিত মেঘের ন্যায়, সত্যভামার সমভিব্যাহারে গরুড়োপরি উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি শতঘ্নী (শক্তি) নিক্ষেপ

করিল। যোদ্ধা সকলেও এক কালে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ভগবান্ গদাগ্রজ তৎক্ষণাৎ বিচিত্র-পত্র-বিশিষ্ট সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা ভৌমসৈন্যের অশ্ব ও হস্তী সকল হনন করত, কাহার বাহু, কাহার উরু, কাহার মস্তক, কাহার কন্ধর, কাহারও বা দেহ ছেদ করিলেন। হে কুরুধুরন্ধর! যোদ্ধাগণ যে সকল শর ক্ষেপ করিয়াছিল, (সেই সকল শর উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তত সৈন্য সংহার করিয়া) হরি তিন তিন তীক্ষ্ণ শর দ্বারা এক একটী করিয়া সেই সকল অস্ত্র শস্ত্র ছেদ করিয়া ফেলিলেন। গরুড় শ্রীকৃষ্ণকে বহন করিতে ছিলেন; তিনিও দুই পক্ষ দ্বারা হস্তীদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। গরুড় তুণ্ড, পক্ষ ও নখ দ্বারা বধ করিতে আরম্ভ করিলে, হস্তী সকল কাতর হইয়া নগরেই প্রবেশ করিল। নরক যুদ্ধস্থলে (একাকী) যুদ্ধ করিতে লাগিল।

গরুড়ের দ্বারা স্বকীয় সৈন্য বিদ্রাবিত হইল দেখিয়া, নরক, যাঁহার অঙ্গে লাগিয়া বজ্র প্রতিহত হইয়াছিল, সেই গরুড়কে শক্তি প্রহার করিল। কিন্তু গরুড় তদ্দ্বারা আহত হইয়া, মালা দ্বারা তাড়িত গজের ন্যায়, কম্পিত হইলেন না। তখন (ভৌম) অচ্যুতবিনাশসাধনার্থ শূল গ্রহণ করিল; কিন্তু কৃত-কার্য্য হইল না; কারণ, হরি শূলক্ষেপের পূর্ব্বেই ক্ষুরধার চক্র দ্বারা গজারূঢ় নরকের শিরশ্ছেদ করিলেন। কুণ্ডলমণ্ডিত মনো-হর শির পৃথিবীতে পতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ঋষি-গণ ও দেবতা সকল "হা" "হা" ও "সাধু" "সাধু" বলিয়া মুকুন্দের উপর মাল্য বর্ষণ করত তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পৃথিবী বৈজয়ন্তী ও বনমালার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে

প্রতপ্ত স্বর্ণ ও রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল দুই কুণ্ডল, বরুণের ছত্র, ও অমরাদ্রিস্থান [১] সমর্পণ করিলেন। হে রাজন্! পরে দেবী কৃতাঞ্জলি ও প্রণতা হইয়া ভক্তিপ্রবণ অন্তঃকরণে দেবদেবেরও পূজনীয় বিশ্বেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন।

পৃথিবী কহিলেন, হে দেবদেবের ঈশ্বর! হে শঙ্খচক্র-গদাধর! হে ভক্তের ইচ্ছানিবন্ধন আকারধারিন্! হে অন্তর্যামিন্! আপনাকে নমস্কার করি। হে পঙ্কজনাভ! [২] হে পঙ্কজ-মালিন্! হে পঙ্কজলোচন [৩]! হে পঙ্কজাঙ্কিতচরণ [৪]! আপনাকে নমস্কার [৫]। হে ভগবন্! [৬] হে বাসুদেব [৭]! হে বিষ্ণো [৮]। হে পুরুষ [৯]! হে আদিবীজ [১০]! হে পূর্ণবোধ [১১]! আপনাকে নমস্কার। আপনি বৃহৎ ও আপনার শক্তি অনন্ত; (সুতরাং) আপনি

---

১ মণিমর্দ্দিত।

২ যাঁহার নাভিতে পঙ্কজ, অর্থাৎ যিনি জগতের কারণ।

৩ অর্থাৎ, পঙ্কজ যেমন স্নিগ্ধ করে, তেমনি তাঁহার দুই চক্ষু চিন্তাকারীদিগের তাপশান্তি করে।

৪ অর্থাৎ, যাঁহার পাদদ্বয় পঙ্কজের ন্যায় সুখ-সেব্য।

৫ যে মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে কুন্তীর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, পৃথিবী সেই মন্ত্রেই স্তব করিলেন, হে পঙ্কজনাভ, ইত্যাদি, নমস্কার করি, পর্য্যন্ত।

৬ অর্থাৎ, অত্যন্ত-অধিক-ঐশ্বর্য্যশালী।

৭ অর্থাৎ, সর্ব্বভূতের আশ্রয়; সুতরাং, অত্যন্ত-অধিক-ঐশ্বর্য্যশালী।

৮ অর্থাৎ, ব্যাপক।

৯ অর্থাৎ, সমুদায় কার্য্যকারণের পূর্ব্ব হইতেই আপনার অস্তিত্ব আছে। ব্যাপক হইলে পরিচ্ছিন্ন হইলেন; পরিচ্ছিন্ন বস্তু কি করিয়া সকলের আশ্রয় হইতে পারে, এই তর্কের উত্তরক্রমে বলা হইল, পুরুষ।

১০ অর্থাৎ, জগৎকারণেরও কারণ। সুতরাং পুরুষ।

১১ তবে কি মৃত্তিকাদির ন্যায় আমার জড়তা আছে, এই আশঙ্কার উত্তর ক্রমে বলা হইল, আপনি পূর্ণজ্ঞান।

জন্মরহিত ও জন্মদাতা [১২]। (আর, আপনি উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট সমুদায়ের পরমাত্মা; [১৩] আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! (আপনি নির্লিপ্ত হইয়াও) (জগৎ) সৃষ্টিমানসে উৎকট রজোগুণ, জগৎপালনার্থ সত্ত্বগুণ, এবং জগৎসংহারার্থ, আচ্ছন্ন না হইয়াও, তমোগুণ ধারণ করিয়া থাকেন [১৪]। হে জগৎপতে! আপনি কাল, প্রকৃতি ও পর পুরুষ। হে ভগবন্! আপনি অদ্বিতীয়; পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের দ্বারা অখিল চরাচর বিঘটিত হয়, আপনাতে (লোকের) এই ভ্রম হইয়া থাকে। হে প্রপন্ন জনের দুঃখনাশক! সেই ভৌমের এই পুত্র [১৫] ভীত হইয়া আপনার পাদপদ্মে শরণ লইল; ইহাকে পালন করুন; আপনার কলিপাপনাশক হস্ত ইহার মস্তকে সমর্পণ করুন।

শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ এইপ্রকারে নম্রা ভূমি কর্ত্তৃক বাক্য দ্বারা পূজিত হইয়া অভয় প্রদান করত যাবতীয়-সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভৌমভবনে প্রবেশ করিলেন।

---

১২ আচ্ছা, এরূপ হইলে ত আমার নিজকারণের পূর্ব্বে আমার সত্তা রহিল না; এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, আপনি জন্মরহিত। কারণ আপনি বৃহৎ। আর আপনার শক্তি অনন্ত, সুতরাং আপনি জন্মদাতা।

১৩ দেখিতে পাওয়া যায়, পিতা পুত্রের জন্মদাতা; পিতার জন্মদাতা তাঁহার পিতা; আবার তাঁহার জন্মদাতা তাঁহার পিতা; ইত্যাদি। সর্ব্ব প্রথমের জন্মদাতা ভূতসকল। জীব সকল আবার আপন আপন কর্ম্মবশে ভূতগণ উৎপাদন করেন। অতএব উৎপত্তিবিষয়ে আমি কে; এই তর্কের উত্তর ক্রমে বলা হইল, আপনি উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট সমুদায়ের পরমাত্মা;—অর্থাৎ পিত্রাদি সকলই আপনার স্বরূপ।

১৪ আচ্ছা, গুণগণই ত বিশ্বোৎপত্তির কারণ; সে সকল গুণ ত প্রকৃতিরই; পুরুষই ত প্রকৃতির বিকৃতি উৎপাদন করেন। তদ্বিষয়ে ত কালই নিমিত্ত কারণ। তবে এ বিষয়ে আমি কে, এই তর্কের উত্তর, আপনি কাল, ইত্যাদি, থাকেন, পর্য্যন্ত।

১৫ ভগদত্ত।

হরি সেই স্থানে ভৌম কর্ত্তৃক রাজাদিগের নিকট হইতে বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক আনীত, ষোড়শ সহস্র [১৬] কন্যা দেখিতে পাইলেন। কন্যা সকল তাঁহাকে প্রবিষ্ট দেখিয়াই মোহিত হইয়া মনে মনে সেই নরবরকেই দৈবোপস্থাপিত অভীষ্ট পতি বলিয়া বরণ করিলেন; এবং, হে বিধাতঃ! আপনি অনুমোদন করুন, যেন এই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের স্বামী হন; বিধাতার নিকটে এই প্রার্থনা করিয়া সকলে পৃথক্ পৃথক্ অনুরাগভরে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরযানে করিয়া সেই সকল কামিনীকে দ্বারকাপুরে প্রেরণ করিলেন; এবং মহা কোষ, রথ, অশ্ব, অতুল ঐশ্বর্য্য ও বেগগামী ঐরাবতকুলপ্রসূত চতুর্দ্দন্ত শুক্লবর্ণ হস্তীও পাঠাইয়া দিলেন। আর, চতুষষ্টি হস্তী পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। পরে প্রিয়ার সহিত সুরেন্দ্র-ভবনে গমন করিয়া অদিতিকে কুণ্ডল প্রদান করত মহেন্দ্র ও ইন্দ্রাণী কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন; এবং ভার্য্যার অনুরোধে পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন ও গরুড়ের পৃষ্ঠে সংস্থাপনপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করত স্বকীয় রাজধানীতে উহা আনয়ন করিলেন। পারিজাত সত্যভামার গৃহোদ্যানে স্থাপিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। স্বর্গ হইতে ভ্রমর সকল উহার গন্ধাসবে লোলুপ হইয়া লাম্পট্যবৃত্তি অবলম্বন করত নিয়ত উহার অনুগামী হইতে লাগিল।

অনন্তর ভগবান্ যত স্ত্রী তত রূপ ধারণ করিয়া এক মুহূ-

---

১৬ টীকাকার পরাশরের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলেন, এস্থলে আরও এক শত যোগ করিতে হইবে। পরাশরের বাক্য যথা;—হে মহামতে! অতুলবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ কন্যান্তঃপুরে ষোড়শ সহস্র এক শত কন্যা দান করিলেন; ইতি।

র্ত্তেই নানাগৃহে সংপূর্ণ হইয়াই যথা বিধানে [১৭] সেই সকল স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন। তাঁহাদিগের গৃহের সমান বা উৎকৃষ্ট ছিল না; অচিন্তনীয়কর্ম্মা আপন আনন্দে পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল গৃহে নিরন্তর অবস্থিতি করত গার্হস্থধর্ম্মাচারী ইতর ব্যক্তির ন্যায় কামে মগ্ন হইয়া ঐ সকল রমাদিগের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মাদিও যাঁহার পদবী জানিতে পারেন নাই, স্ত্রীসকল সেই রমাপতিকে পতি লাভ করিয়া অবিরত-বর্দ্ধিত আনন্দের সহিত অনুরাগ-ও-হাস্য-সম্বলিত অবলোকন, (তৎপূর্ব্বক) নবসঙ্গম, (তজ্জাত) আলাপ ও (তদ্বিষয়ক) লজ্জা সম্ভোগ, এবং শত-দাসীর কর্ত্রী হইয়াও, প্রত্যুৎদগমন, আদর, উৎকৃষ্ট আসন, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বুল, পাদমর্দ্দন, বীজন, গন্ধ, মাল্য, কেশসংস্করণ, অভিষেক ও উপহার দ্বারা তাঁহার দাস্য করিয়াছিলেন।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠিতম অধ্যায়।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, একদা (শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মনন্দিনীর) শয্যায় সুখে উপবিষ্ট হইলে তিনি সখীগণের সহিত ব্যজন দ্বারা জগদ্গুরু পতির সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে ঈশ্বর লীলা-ক্রমে এই বিশ্ব সৃজন, পালন ও নাশ করেন, তিনি জন্মরহিত

---

[১৭] "যথা বিধানে, বলাতে বুঝাইতেছে, যে প্রত্যেক গৃহেই বসুদেব ও দেবকী প্রভৃতি বন্ধুগণ উপস্থিত রহিলেন।

হইয়াও নিজকৃত মর্য্যাদা সকল রক্ষা করিবার মানসে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[১]

রাজন্! রুক্মিণীর অতি প্রসিদ্ধ গৃহ অনেকানেক বিলম্বিত-মুক্তা-দাম-শোভিত বিতান, মণিময় দীপ, অলিকুলনাদিত পুষ্প ও মল্লিকাদাম; জালরন্ধ্রে প্রবিষ্ট অরুণবর্ণ নিশাকরকিরণ, পারিজাতের গন্ধে পরিপূরিত উদ্যানবায়ু, এবং জালরন্ধ্র হইতে বহির্গত অগুরুর ধূপ দ্বারা শোভিত ছিল। ভীষ্মনন্দিনী (সেই গৃহে) পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ[২] শুভ্র উত্তম শয্যায় সুখে উপবিষ্ট জগতের ঈশ্বর স্বামীর সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবী সখীর হস্ত হইতে রত্নদণ্ড-বিশিষ্ট ব্যজন গ্রহণ করিয়া বীজন করত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অগ্রহস্তে অঙ্গুরী, বলয় ও ব্যজন রহিল; তিনি দুই মণিনূপুর বাদন করত সেই দুই নূপুর, বস্ত্রের মধ্যে আচ্ছাদিত কুচদ্বয়ের কুঙ্কুমে রক্তীকৃত হারের কান্তি, এবং নিতম্বদেশে পরিধৃত অমূল্য কাঞ্চী দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার রূপ মায়াবশে দেহধারী শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ; অলকজাল, কুণ্ডলযুগল ও পদক দ্বারা অলঙ্কৃত কণ্ঠে সর্ব্বদিকেই পরিশোভিত তদীয় আননে সুধা উল্লসিত হইতেছিল। (শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন) তাঁহার অন্য গতি ছিল না। হরি সেই মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে রাজপুত্রি! লোকপালদিগের

১ ইহার পরে যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর প্রেম বলা হইবে, সেই প্রেম জানাইবার নিমিত্ত. রুক্মিণী নিজে যে তত্ত্ব কহিয়াছিলেন, তাহাই এ স্থলে, যে ঈশ্বর, ইত্যাদি দ্বারা স্মরণ করান হইল।

২ অর্থাৎ দুগ্ধফেনের ন্যায় মৃদু।

ন্যায় বিভূতিশালী, ধনবান্, শ্রীমান্ এবং রূপ, ঔদার্য্য ও বল দ্বারা সমৃদ্ধ রাজা সকল তোমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মদ-নোন্মত্ত শিশুপাল প্রভৃতি অর্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তোমার ভ্রাতা এবং পিতাও তোমায় তাঁহাদিগকে দান করিয়া-ছিলেন। (তথাপি) তুমি কেন অযোগ্য আমাদিগকে বরণ করিয়াছিলে? হে সুভ্রু! আমরা রাজগণ হইতে ভয় পাইয়া সমুদ্রের শরণ লইয়াছি; বলবান্দিগের সহিত দ্বেষ করিয়াছি; এবং যে কোন প্রকার রাজাসন পরিত্যাগ করিয়াছি। যে সকল পুরুষের আচার দুর্ব্বোধ, এবং যাঁহারা স্ত্রীর পরতন্ত্র নহেন, রমণী সকল তাঁহাদিগের পদবী অনুসরণ করিলে দুঃখ পায়। আমরা নিষ্কিঞ্চন; নিষ্কিঞ্চনেরাই আমাগিদকে ভাল বাসেন। হে সুমধ্যমে! এই জন্য ধনিকেরা প্রায় আমাকে ভজনা করেন না। যাঁহাদিগের ধন, জন্ম, আকৃতি ও প্রভাব সমান, তাঁহা-দিগেরই পরস্পর বিবাহ এবং বন্ধুতা ঘটিয়া থাকে; উত্তম ও অধমে কখনও (পরিণয় বা মিত্রতা হয় না।) হে বিদর্ভনন্দিনি! তুমি দূরদর্শিনী নহ; আমি (যাহা কহিলাম) তুমি তাহা না জানিয়া, গুণহীন আমাদিগকে বরণ করিয়াছ। ভিক্ষুকেরাই আমাদিগের বৃথা প্রশংসা করিয়া থাকে। যাঁহার সহিত (মিলিত হইয়া) তুমি ইহ ও পর কালে সুখ লাভ করিতে পারিবে, এখনও তাদৃশ নিজের অনুরূপ কোন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে ভজনা কর। হে বামোরু! শিশুপাল, শাল্ব, জরাসন্ধ ও দন্ত-বক্রাদি রাজা সকল এবং তোমার অগ্রজ রুক্মীও আমার দ্বেষ করিয়া থাকেন। হে ভদ্রে! আমি অসতের তেজ অপ-হরণ করিয়া থাকি; তাহারাও বীর্য্যমদে অন্ধ এবং দর্পিত হইয়া-

ছিল, তাঁহাদিগের গর্ব্ব নাশ করিবার জন্য আমি তোমাকে আনয়ন করিয়াছি। আমরা দেহে এবং গৃহে উদাসীন; স্ত্রী, পুত্র বা ধন কামনা করি না; আত্মলাভেই পূর্ণ; অতএব (দীপাদি) জ্যোতির ন্যায় ক্রিয়ারহিত। [৩]

শ্রীশুকদেব কহিলেন, (রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কখনও) বিচ্ছেদ ছিল না; এই কারণে তিনি মনে করিতেন (দেবকী-নন্দন) কেবল তাঁহাকেই ভাল বাসেন। ভগবান্ তাঁহার দর্প হরণ করত তাঁহাকে এই কথা কহিয়া বিরত হইলেন।

ত্রিলোকেশপতি আপন প্রিয়ের এই অশ্রুতপূর্ব্ব অপ্রিয় শ্রবণ করিয়া, ভয়ে দেবী (রুক্মিণীর) হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি সাতিশয় চিন্তিত হইলেন; ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং সুজাত নখের প্রভায় অরুণকান্তি পাদ দ্বারা ভুমি বিলিখন, ও অঞ্জনসংযোগে কৃষ্ণবর্ণ অশ্রু দ্বারা স্তনদ্বয় সেক, করত অবনত মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতি দুঃখে তাঁহার বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেল; নিরতিশয় দুঃখ, ভয় ও শোক হেতু বুদ্ধিও নাশ পাইল; হস্তের বলয় শ্লথ হইয়া আসিল; এবং তাদৃশ হস্ত হইতে ব্যজন পতিত হইল। চঞ্চলচিত্তার দেহও জ্ঞান-শূন্য হইয়া কেশপাশ বিকীরণ করিয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় পতিত হইল।

(ভীষ্মনন্দিনী) উপহাসের গভীরতা বুঝিতেন না; শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশী সেই প্রিয়ার এই প্রেমবন্ধন প্রত্যক্ষ করত সদয় হইয়া অনুকম্পা প্রকাশ করিলেন। চতুর্ভুজ শীঘ্র পর্য্যঙ্ক হইতে অবরোহণ করত তাঁহাকে উত্থাপন করিয়া কেশপাশবন্ধনপূর্ব্বক পদ্মহস্ত

৩ সাক্ষীমাত্র; সুতরাং ক্রিয়ারহিত।

দ্বারা তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিলেন। রাজন্! সান্ত্বনাভিজ্ঞ, সাধুদিগের গতি প্রভু (দেবকীনন্দন) কৃপাপূর্ব্বক অশ্রুবিকল নেত্রযুগল এবং শোকোপহত কুচদ্বয় মুছাইয়া অনন্যপরায়ণা সতীকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করত সান্ত্বনা করিলেন; তিনি তাদৃশ গূঢ় পরিহাসের যোগ্য ছিলেন না; অতএব তাহাতে তাঁহার বুদ্ধি ঘুরিয়া গিয়াছিল।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে বিদর্ভতনয়ে! আমার প্রতি রাগ করিও না; করিও না; আমি জানি তুমি আমা ভিন্ন অন্যকে জান না। হে কামিনি! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ, এবং প্রেমকোপ হেতু যে তোমার মুখে অধর স্ফুরিত, ও কটাক্ষপাত-নিবন্ধন লোচনপ্রান্ত অরুণবর্ণ হওয়াতে ভ্রূকুটীতট সুন্দর, হইবে, তাহা দর্শন, করিব, এই মানসে পরিহাস করিয়া এরূপ কহিয়াছিলাম। হে ভীরু! হে ভামিনি! গৃহস্থেরা যে গৃহস্থাশ্রমে প্রিয়ার সহিত হাস্যপরিহাসে কাল যাপন করেন, এই তাঁহাদিগের পরম লাভ।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, বিদর্ভনন্দিনী ভগবান্ হইতে এইরূপে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া, এবং পরিহাস করিয়া ঐরূপ বলা হইয়াছিল, ইহা জানিতে পারিয়া, প্রিয় ত্যাগ করিবেন বলিয়া যে ভয় হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। হে ভারত! (দেবী) সলজ্জ-হাস্য-সহকৃত, সুন্দর, স্নিগ্ধ কটাক্ষ দ্বারা পুরুষশ্রেষ্ঠের ঐশ্বর্য্য-যুক্ত মুখ নিরীক্ষণ করত তাঁহাকে কহিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীরুক্মিণী কহিলেন, হে পঙ্কজ-লোচন! আপনি যে বলিলেন, আমি বিভু ভগবান্ আপনার সদৃশী নহি, এ কথা

সত্যই বটে ;[৪] কারণ, ব্রহ্মাদি তিনের অধীশ্বর, নিজ মহিমায় অভিরত আপনিই বা কোথায়, আর, ত্রিগুণ-স্বভাবা[৫] আমিই বা কোথায় ? অজ্ঞেরাই আমার পাদবন্দন করিয়া থাকে।[৬] হে বিশাল-বিক্রম ! নিরবচ্ছিন্ন-জ্ঞান-ঘন আত্মা আপনি রাজাদিগের[৭] ভয় হইতেই যেন সমুদ্রের ভিতর শয়ন করিতেছেন, এ কথাও সত্য বটে ;[৮] যাহাদিগের ইন্দ্রিয় বহির্মুখ, আপনি নিত্যই তাহাদিগের বিদ্বেষ করিয়া থাকেন।[৯] রাজপদ গাঢ় অজ্ঞান; তদীয় সেবকেরাই ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়াছে।[১০] আপনার পাদপদ্মের মকরন্দসেবী মুনিগণেরই আচরণ দুর্ব্বোধ ; নরপশুরা উহা বুঝিতে পারে না ;[১১] (আর,) যাঁহারা আপনার অনুবর্ত্তন করেন, যখন তাঁহাদিগেরই চরিত অলৌকিক, হে ভূমন্ ! তখন ঈশ্বর আপনার চরিত যে অলৌকিক হইবে, তাহাতে আর কথা কি ?[১২] যে ব্রহ্মাদি অন্যের নিকট পূজা

---

৪ ভগবান্ নিজের নিন্দা করিয়া যে বাক্য বলিয়াছেন, রুক্মিণী সেই সকল বাক্যকেই স্তুতি বাক্য করিয়া ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছেন। সম্প্রতি, তুমি অযোগ্য আমাদিগকে, ইত্যাদি বাক্যের উত্তর দেওয়া হইতেছে, কোথা, ইত্যন্ত দ্বারা।

৫ প্রকৃতিসম্বন্ধিনী ; অর্থাৎ নীচা। এ স্থলে, গুণপ্রকৃতিঃ, এই শব্দ আছে ; ইহা হইতে আরও এক অর্থ হয় ;—গুণময়ী প্রকৃতি।

৬ তুমিই ত অধীশ্বরী লক্ষ্মী ; সকলে তোমাকেই ভজনা করিয়া থাকে। এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল।

৭ রাজা, শব্দের অর্থ ;—যাহা প্রকাশ পায় ; অতএব গুণগণকেও বুঝাইতে পারে।

৮ শয়ন করিয়া আছেন ; অর্থাৎ নিশ্চলরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। সমুদ্রে, ;—অর্থাৎ সমুদ্রের ন্যায় অগাধ অন্তঃকরণ-মধ্যে।

৯ অথবা কুৎসিত ইন্দ্রিয়গণই।

১০ রাজপদ পরিত্যাগ করার কথার উত্তর দেওয়া হইতেছে।

১১ যাহাদিগের আচার, ইত্যাদির উত্তর দেওয়া হইতেছে।

১২ ঐ।

পান, তাঁহারাও আপনার পূজোপহার আহরণ করেন; (অতএব আপনি নিষ্কিঞ্চন[১৩] নহেন; তবে একরূপ) নিষ্কিঞ্চনই বটেন; কারণ, আপনা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। আর, আপনি বলিভোজী ব্রহ্মাদি লোকেশ্বরদিগের প্রিয়; তাঁহারাও আপনার প্রিয়; অতএব প্রাণমাত্রের তৃপ্তিসাধক ধনিকতানিবন্ধন অন্ধ ব্যক্তি সকল আপনাকে জানে না।[১৪] সুবুদ্ধি জনেরা যাহাতে অভিলাষ করিয়া সমুদায় পরিত্যাগ করেন, আপনি সেই যাবতীয় পুরুষার্থ-ও-পরমাত্মস্বরূপ। হে বিভো! পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাদিগের সহিত সম্বন্ধই আপনার সমুচিত; স্ত্রী পুরুষ[১৫] আমাদিগের সম্বন্ধ আপনার যোগ্য নহে; আমরা সুখদুঃখে আকুল।[১৬] ত্যক্তদণ্ড মুনিগণই আপনার অনুভাব জানেন; আপনি জগতের আত্মা; আর, আপনি আত্মপ্রদ; এই জানিয়াই[১৭] ব্রহ্মাদিকে পরিত্যাগ করিয়াও আমি আপনাকে বরণ করিয়াছি; আপনার ভ্রূদ্বয়ের মধ্য হইতে যে কালের উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মঙ্গল নষ্ট হইয়াছে;[১৮] অতএব অন্যের কথায় আর কাজ কি? হে দগাগ্রজ! সিংহ যেমন (গর্জ্জন শব্দে) পশুপাল দূরীকৃত করিয়া আহার গ্রহণ করে, আপনি তেমনি শার্ঙ্গনিনাদে

---

১৩ আমরা নিষ্কিঞ্চন, ইত্যাদির উত্তর দেওয়া হইতেছে। নিষ্কিঞ্চন, শব্দের অর্থ;—নিঃ,—অর্থাৎ নাই; কিঞ্চন,—অর্থাৎ কিছুই যাহার।

১৪ ধনিকেরা প্রায় আমাকে ভজনা করেন না, এই বাক্যের উত্তর।

১৫ স্ত্রী পুরুষ পরস্পর পরস্পরেরই প্রতি অনুরক্ত।

১৬ সুখ দুঃখ আপনারই কৃত। অতএব স্ত্রী পুরুষ আপনার সহচরের যোগ্য কি প্রকারে হইবে।

১৭ তুমি না জানিয়া, ইত্যাদির উত্তর।

১৮ তুমি দূরদর্শিনী নহ, ইত্যাদির উত্তর।

রাজাদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া আপনার নিজের ভাগ [১৯] আমাকে হরণ করিয়াছিলেন; সেই আপনি সেই সকল রাজার ভয়ে সমুদ্রের শরণ লইয়াছেন, এই যে কথা বলিলেন, ইহা সম্ভব হয় না। [২০] হে পদ্ম-নয়ন! অঙ্গ, [২১] পৃথু, ভরত, যযাতি ও গয় প্রভৃতি রাজচূড়ামণি রাজা সকল ভজনবাঞ্ছায় একাধিপত্য রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার পদবী আশ্রয় করত বনে প্রবেশ করিয়া কি কষ্ট পাইয়াছেন? [২২] আপনি গুণের আলয়; আপনার পাদপদ্মের সৌরভ লক্ষ্মীর সেব্য; [২৩] সাধুগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত; এবং জনগণের মোক্ষ; সেই গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, যাঁহার প্রয়োজন-বিষয়ে পরিষ্কার দৃষ্টি আছে, এরূপ কোন্ কামিনী মরণশীল, নিরন্তর সমধিক ভয়ে ভীত অন্যকে আশ্রয় করিবে? (আর,) আপনি জগতের অধীশ্বর ও আত্মা; ইহ ও পর কালে অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন; আমি এতাদৃশ অনুরূপ আপনাকেই বরণ করিয়াছিলাম। [২৪] আমাকে নানা [২৫] জন্মে ভ্রমণ করিতে হইতেছে; আপনার পাদপদ্ম যেন আমার আশ্রয়স্থান হয়। যিনি ভজনা করেন আপনি তাঁহাকে আপনার করিয়া লন; এবং আপনা

---

১৯ অর্থাৎ লক্ষ্মী।

২০ আপনার অজ্ঞানদোষ কাটাইয়া এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকেই ঐ দোষে দোষী করিতেছেন; হে গদাগ্রজ!, ইত্যাদি, হয় না, পর্য্যন্ত দ্বারা।

২১ বেণের পিতা।

২২ কামিনীগণ দুঃখ পায়; ইত্যাদির প্রতিবাদ প্রশ্ন দ্বারা করা হইল।

২৩ গুণহীন, এই যে বলা হয়, তাহার উত্তর।

২৪ এখনও কোন এক নিজের অনুরূপ ক্ষত্রিয়নন্দনকে ভজনা কর; ইত্যাদির উত্তর।

২৫ দেবজন্ম, পশুপক্ষীপ্রভৃতি নীচজন্ম ও নরজন্ম।

হইতে সংসারের নাশ হয়।[২৬] হে অচ্যুত! হে শত্রুনাশন! আপনার যে কথা হরবিরিঞ্চির সভায় সুন্দররূপে গীত হইয়া থাকে, সেই কথা যে হতভাগিনীর কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই, স্ত্রীগণের গৃহে গর্দ্দভ,[২৭] গো,[২৮] কুক্কুর,[২৯] বিড়াল,[৩০] ও ভৃত্যের[৩১] ন্যায় আচরণকারী অপকৃষ্ট রাজা সকল তাহারই পতি হউক্। আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ আঘ্রাণ না করাতে যে স্ত্রী মূঢ় হইয়াছে, সেই "এই কান্ত;" এই ভাবিয়া (উপরে) ত্বক, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশ দ্বারা আবৃত, এবং (ভিতরে) মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বাতে পরিপূর্ণ জীবিত শবকে ভজনা করে।[৩২]

আপনি আত্মাতেই নিরত; আমার প্রতিও আপনার অত্যন্ত অধিক দৃষ্টি নাই; তথাপি, হে পদ্মলোচন! আপনার চরণে যেন আমার রতি হয়।[৩৩] আপনি যে এই জগতের বৃদ্ধির নিমিত্ত উৎকৃষ্ট রজোগুণ ধারণ করেন, অহো![৩৪] সেই আমাদিগের পরম লাভ।[৩৫]

---

২৬ যে ভীত হয়, সে যাহাকে শরণ লয়, সেই তাহার ভজনার যোগ্য। এই জন্যই আমি আপনাকে ভজনা করিয়াছি।

২৭ গর্দ্দভের ন্যায় কেবল ভারবাহক।

২৮ গোসদৃশ নিত্য কর্ম্মকার্য্য করিয়া পরিক্লিষ্ট।

২৯ কুক্কুর তুল্য অবমানিত। ৩০ বিড়ালের ন্যায় কৃপণ ও হিংস্র।

৩১ ভৃত্যের ন্যায় যাহা আজ্ঞা হয় তাহাই করে।

৩২ লোকপালের ন্যায় রাজা সকল তোমাকে প্রার্থনা করিয়াছিল, ইত্যাদি বাক্যের উত্তর দেওয়া হইল।

৩৩ আমরা উদাসীন, ইত্যাদি বাক্যের উত্তর। আমি আর কিছুই চাহি না; সুতরাং আপনি উদাসীন হইলেও আপনাতে আমার অনুরাগ হওয়ার বাধা নাই।

৩৪ এই শব্দ আহ্লাদসূচক।

৩৫ অর্থাৎ রজোগুণ ধারণ করিলেই প্রকৃতিকে ভজনা করেন; আমিও প্রকৃতি।

হে মধুসূদন! আপনার বাক্য[৩৬] আমি মিথ্যাবোধ করি না; অম্বার[৩৭] ন্যায় নিতান্ত বালিকারও কখন কখন অনুরাগ দেখা যায়। পরিণীতা হইলেও, পুংশ্চলীর মন নূতন নূতনে আসক্ত হয়। যিনি পণ্ডিত হইবেন, তিনি কখনও অসতীকে বিবাহ করিবেন না; করিলে ইহ এবং পর, উভয় লোক হইতে চ্যুত হইবেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে সাধ্বি! হে রাজপুত্রি! এই (সকল) শুনিতে অভিলাষ করিয়াই আমি তোমাকে উপহাস করিয়াছিলাম। তুমি আমার উক্তির উপর যাহা বলিলে, তাহা সত্যই বটে। হে কামিনি! তুমি আমাতে নিতান্ত ভক্ত; মুক্তি ও নির্ব্বাণ[৩৮] সাধনের নিমিত্ত তুমি যে যে বর প্রার্থনা করিতেছ, সে সমুদায়ই সর্ব্বদা তোমার রহিয়াছে। হে নিষ্পাপে! তুমি পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে; কারণ, আমি বাক্য দ্বারা তোমার ক্রোধ জন্মাইলাম, তথাপি আমা হইতে তোমার মন দূরীভূত হইল না। আমি মুক্তির ঈশ্বর ; যে কামাত্মা (কামিনী) সকল তপস্যা ও ব্রতাচরণ দ্বারা দম্পতির উপভোগ্য সুখের নিমিত্ত আমাকে ভজনা করে, নিশ্চয়ই তাহারা আমার মায়ায় মুগ্ধ। হে মানিনি! মুক্তি ও সম্পত্তি সকল আমাতে অবস্থিত; আমি যাবতীয় সম্পত্তির অধীশ্বর; যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট সম্পত্তি প্রার্থনা করে; তাহারা মন্দ-

---

৩৬ তোমার অনুরূপ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠকে ভজনা কর; ইত্যাদি বাক্য।

৩৭ কাশীরাজের কন্যা; শান্তনুনন্দন বিচিত্রবীর্য্যের মহিষী।

৩৮ আত্যন্তিক মুক্তি। আর, মুক্তি, এই শব্দের অর্থ ;—১. সংসারনিবৃত্তি; ২. সুখদুঃখাভাব; ৩. ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তি; ৪. দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সংস্রব হইতে আত্মার পথক্ হওয়া।

ভাগ্য; নিকৃষ্ট যোনিতেও সম্পত্তির উপভোগ হইতে পারে। (আর,) ঐ সকল ব্যক্তির আত্মা বিষয়েই নিবিষ্ট; অতএব নিকৃষ্ট-যোনিসঙ্গম উহাদিগের শোভাসাধন। [৩৯] (অতএব) হে গৃহেশ্বরি! তুমি যে বারম্বার আমার নিষ্কাম অনুবৃত্তি করিয়াছ, এ ভালই। অন্য ব্যক্তিরা এরূপ অনুবৃত্তি কখনই করিতে পারে না। বিশেষতঃ দুষ্টাভিপ্রায়, (সুতরাং) কেবল প্রাণ-পরিতোষণেই তৎপর, বঞ্চননিরত কামিনীর পক্ষে ইহা অতিশয় দুষ্কর। হে মানিনি! আমি গৃহস্থাশ্রমে তোমার ন্যায় প্রণয়িণী গৃহিণী আর দেখি না। তুমি আমার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করত বিবাহকালে অভ্যাগত রাজাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া অতি নির্জ্জনে আমার নিকট ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়াছিলে! যুদ্ধে পরাজিত ভ্রাতার বিরূপকরণ, এবং বিবাহ তিথিতে [৪০] দ্যূত-সভায় তাঁহার বধ, (স্মরণ করত পুনঃ পুনঃ যে) দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি, পাছে আমাদিগের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, এই ভয়ে তাহা সহ্য করিয়াছ, কিছুই বল নাই; ইহাতেই তোমার আমাদিগকে বশীভূত করা হইয়াছে। তুমি আমাকে পাইবার নিমিত্ত মন্তব্য বিষয় উত্তমরূপে জ্ঞাপন করিয়া, দূত প্রেরণ করিয়াছিলে; এবং আমি বিলম্ব করাতে জগৎ শূন্য দেখিয়া অন্যের অযোগ্য এই কলেবর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে; অতএব তোমার সে কার্য্য তোমাতেই থাকুক; [৪১] তবে আমরা কেবল তোমার তুষ্টিসাধন করিতে যত্ন করিব।

---

৩৯ মায়ায় মুগ্ধ, এই বাক্যের প্রমাণ দেওয়া হইল।

৪০ অনিরুদ্ধের বিবাহসভায়। অনিরুদ্ধের বিবাহ যে সত্বরই হইবে, এতদ্দ্বারা ইহা জানান হইল। আর, বলা হইল যে বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ দুঃখ।

৪১ অর্থাৎ তাহার শোধ দিতে পারিব না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, ভগবান্ দেবকীনন্দন সুরত হইয়া নরজাতির অনুকরণ করত কামিনীর সহিত এইরূপ সুরত আলাপে বিহার করিয়াছিলেন। বিভু লোকগুরু হরি গৃহীর ন্যায় অন্যান্য মানিনীর গৃহেতেও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া-ছিলেন।

ভগবান্ ও রুক্মিণীর কথোপকথন নামক
ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত মহিষী সকল প্রত্যেকে দশ দশ করিয়া পুত্র প্রসব করেন; ঐ সকল পুত্র আত্মসম্পত্তিতে পিতার সমান হইয়াছিলেন।

অচ্যুত গৃহেতেই থাকেন; বহির্গত হন না; দেখিয়া তাঁহার যাথার্থ-বিষয়ে অজ্ঞ রাজ-পুত্রী সকল প্রত্যেকেই মনে করিতেন, তিনিই (তাঁহার) অতিশয় প্রিয়। পরিপূর্ণ ভগবানের সুন্দর পদ্মকোষের ন্যায় বদন, দীর্ঘ বাহু ও নয়ন, প্রেমসহকৃত হাস্য, রসপূর্ব্বক দৃষ্টি এবং মনোহর আলাপ দ্বারা সম্মোহিত হইয়া, (রমণীগণ) নিজ বিভ্রমে তাঁহার মন বশীভূত করিতে সমর্থ হন নাই। কামিনী সকল সংখ্যায় ষোড়শ সহস্র ছিলেন; তথাপি গূঢ়হাস্যযুক্ত কটাক্ষ দ্বারা সূচিত অভিপ্রায়নিবন্ধন মনোহারি ভ্রূমণ্ডল দ্বারা যে সকল সুরতসম্বন্ধীয় মন্ত্র প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে,

তদ্বিষয়ে পটু অনঙ্গ-শর-সমূহ এবং অন্যান্য উপায় সকলের দ্বারাও তাঁহার ইন্দ্রিয় মুগ্ধ করিতে পারেন নাই।

ব্রহ্মাদিও যাঁহার পদবী জানিতে পারেন নাই, ঐ সকল কামিনী সেই রমাপতিকে পতি পাইয়া নিরন্তর-বর্দ্ধিত আনন্দের সহিত অনুরাগপূর্ব্বক হাস্য, অবলোকন এবং নবসঙ্গমে ঔৎসুক্যাদি বিবিধ বিভ্রম সম্ভোগ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকে শত দাসীর অধীশ্বরী ছিলেন; তথাপি আগমনমাত্রে উত্থান, আসন, উৎকৃষ্টপূজাসামগ্রী, পাদক্ষালন, তাম্বুল, পাদমর্দ্দন, বীজন, গন্ধ, মাল্য, কেশসংস্করণ, শয়ন, অভিষেক ও উপকরণ দ্বারা বিভুর দাস্য করিতেন।[১]

(রাজন্!) দশপুত্রা শ্রীকৃষ্ণমহিষীদিগের মধ্যে পূর্ব্বে যে অষ্ট মহিষীর নাম করিয়াছি, আপনার নিকট তাঁহাদিগের পুত্র প্রদ্যুম্নাদিকে উল্লেখ করি।

প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, বীর্য্যশালী চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু ও চারু, রুক্মিণীর গর্ব্ভে হরির এই দশ পুত্র হয়। ইহাঁরা কেহই পিতা হইতে ন্যূন ছিলেন না।

ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান্, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অবিভানু, বিভানু ও প্রতিভানু, এই দশ সত্যভামার তনয়। জাম্ববতীর সাম্বাদি (দশ) পুত্র;—সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান্, দ্রবিণ ও ক্রতু। ইহাঁরা পিতার মনোমত ছিলেন। শ্রীমান্ বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান্, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু ও

১ টীকাকার বলেন যে, এরূপ পুনরুক্তি হইতে চমৎকারিতা প্রকাশ পায়।

কুন্তি, ইহাঁরা নগ্নজিৎনন্দিনীর তনয়। শুক, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সর্ব্বকনিষ্ঠ সোমক, ইহাঁরা কালিন্দীর পুত্র। প্রঘোষ, গাত্রবান্, সিংহ, বল, প্রবল, ঊর্দ্ধগ, মহাশক্তি, সহ, ভুজ ও অপরাজিত, ইহারা মাদ্রীর নন্দন। বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বহ্বন্ন, অন্নাদ, মহাংশ, পবন, বহ্নি ও ক্ষুধি, ইহাঁরা মিত্রবিন্দার পুত্র। সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, রাম, আয়ু ও সত্য, এই কয় ভদ্রার তনয়।

রোহিণীর গর্ব্ভে হরির দীপ্তিশালী তাম্রতপ্ত প্রভৃতি পুত্র জন্মে। রাজন্! ভোজকট নগরে রুক্মিতনয়া রুক্মবতীর গর্ব্ভে প্রদ্যুম্নের ঔরসে মহাবল অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হন।

মহারাজ! এই সকলের (এবং অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণ পুত্রদিগেরও) কোটি কোটি পুত্রপৌত্রাদি জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ সন্তানদিগের ষোড়শ সহস্র মাতা ছিল।[২]

রাজা কহিলেন, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রুক্মী, শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত ছিদ্র অন্বেষণ করিতেন; তিনি কেন শত্রুপুত্রকে কন্যাদান করেন? শত্রুতে শত্রুতে এই যে পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, ইহার (বিশেষ বৃত্তান্ত, আমাকে বলুন।) যাঁহারা যোগী হন, তাঁহারা ভবিষ্যৎ, অতীত, বর্ত্তমান, অতীন্দ্রিয়, দূরস্থ ও ব্যবধানে স্থিত (সমুদায় বিষয়) সুন্দর রূপে দেখিতে পান।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, যদিও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া রুক্মী সর্ব্বদা শত্রুতা মনে করিত, তথাপি ভগিনীর অভীষ্ট

২ এতদ্বারা কোটি কোটি পুত্রপৌত্রাদি হইবার হেতু নির্দ্দেশ করা হইল।

সাধন করত, ভাগিনেয়কে তনয়া সম্প্রদান করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ অনঙ্গ স্বয়ম্বরস্থলে ঐ কন্যা কর্ত্তৃক বৃত হইয়া, একাকী যুদ্ধে সমবেত রাজগণকে পরাজয় করিয়া উঁহাকে হরণ করেন।

রাজন্! কৃতবর্ম্মার বলবান্ পুত্র রুক্মিণীর বিশাল-লোচনা চারুমতী নামে কন্যাকে বিবাহ করেন।

হরির প্রতি রুক্মীর শত্রুতা বদ্ধ ছিল; এবং তিনি জানিতেন যে তাদৃশ বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত নহে; [৩] তথাপি স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া ভগিনীর প্রিয়সাধন করিবার নিমিত্ত দৌহিত্র অনিরুদ্ধকে রোচনা নাম্নী (নিজ) পৌত্রী সম্প্রদান করেন।

রাজন্! সেই উৎসব উপলক্ষে রুক্মিণী, রাম ও কেশব, এবং প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি ভোজকট নগরে গমন করিলেন। তথায় বিবাহকার্য্য সমাধা হইলে পর, কালিঙ্গ প্রভৃতি দর্পিত রাজা সকল রুক্মীকে কহিলেন, পাশ দ্বারা বলরামকে জয় করুন। রাজন্! এ পাশক্রীড়া জ্ঞাত নহে; এই ক্রীড়াটাও মহৎ ব্যসন বটে।

এই কথা শুনিয়া বলদেবকে আহ্বান করিয়া রুক্মী পাশক্রীড়া করিতে বসিলেন। রাম উহাতে শত, সহস্র ও দশ সহস্র (স্বর্ণমুদ্রা) পণ ধরিলেন। রুক্মী ক্রীড়ায় সে সমস্ত জয় করিলেন। কালিঙ্গ দন্ত সকল প্রদর্শন করিয়া বলদেবকে উপহাস করিলেন; হলধর তাহা সহ্য করিলেন না।

---

৩ শত্রুর অন্ন ভোজন করিবে না; শত্রুকে ভোজনও করাইবে না; এই লোকবাক্য; এবং ধর্ম্মও যদি স্বর্গসাধন না হয়, এবং লোকাচারের বিপরীত হয়, তাহা হইলে, সে ধর্ম্ম আচরণ করিবে না; এই নিষেধবাক্য জানিয়াও।

অনন্তর রুক্মী লক্ষ (স্বর্ণমুদ্রা) পণ ধরিলেন; বলরাম উহা জয় করিলেন। কিন্তু রুক্মী ছল করিয়া কহিলেন, আমি জয় করিয়াছি। শ্রীমান্ রাম, পর্ব্বদিবসে * সমুদ্রের ন্যায়, ক্ষুভিত হইয়া, দশ কোটি মুদ্রা পণ ধরিলেন; কোপে তাঁহার নয়ন অরুণবর্ণ হইয়া উঠিল।

রাম ধর্ম্মপূর্ব্বক ঐ দশ কোটি মুদ্রাও জয় করিলেন; কিন্তু রুক্মী ছল করিয়া কহিলেন, এই ক্রীড়ায় আমি জয়ী হইয়াছি; পার্শ্ববর্ত্তীরা বলুন। এই সময়ে আকাশবাণী হইল, বলই ধর্ম্ম অনুসারে পণ জয় করিয়াছেন; বলিতেছেনও সত্য; রুক্মী মিথ্যা কহিতেছেন।

বিদর্ভ-তনয় কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই দৈববাণী অগ্রাহ্য করত ক্ষত্রিয়বর্গের পরামর্শক্রমে সঙ্কর্ষণকে উপহাস করত কহিলেন, তোমরা গোপাল; বনে বাস কর; পাশ-ক্রীড়ায় পণ্ডিত নহ; রাজারাই পাশ ও বাণ দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকেন; তোমাদিগের ন্যায় লোকেরা নহে।

রুক্মী কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত এবং রাজগণ কর্ত্তৃক উপ-হসিত হইয়া, বলদেবের কোপ জন্মিল; তিনি পরিঘা উত্তো-লন করিয়া মঙ্গলসভায় রুক্মীকে সংহার করিলেন। যে কলিঙ্গ-রাজ দন্ত প্রকাশ করত উপহাস করিয়াছিলেন, দশম পদে ** তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া, ক্রোধে তাঁহার দন্ত সকল পাতিত করিলেন। অন্যান্য রাজারা বলরামের পরিঘায় পীড়িত এবং ভগ্নবাহু, ভগ্ন-উরু, ভগ্নশিরা ও রুধিরাক্ত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন।

---

* পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়।   ** অর্থাৎ দশম পদক্ষেপে।

রাজন্! শ্যালক রুক্মী নিহত হইলে পর, পাছে স্নেহভঙ্গ হয়, এই ভয়ে, হরি রুক্মিণী বা বলদেবকে ভাল মন্দ কিছুই কহিলেন না।

অনন্তর রামাদি এবং মধুসূদনের আশ্রিত যদু সকল যাবতীয় প্রয়োজন সাধন করিয়া বর অনিরুদ্ধকে ভার্য্যার সহিত রথে আরোহণ করাইয়া ভোজকট হইতে কুশস্থলী যাত্রা করিলেন।

রুক্মি-বধ নামক একষষ্টিতম অধ্যায়
সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, বাণ মহাত্মা বলী রাজার এক শত পুত্রের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সহস্র বাহু ছিল। তিনি তাণ্ডব-[১] সময়ে বাদ্য দ্বারা গিরিশের তুষ্টি সাধন করেন। ভগবান্ ভক্তবৎসল শরণ্য সর্ব্বভূতেশ্বর তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার পুররক্ষক হইতে যাজ্ঞা করেন।

এই বাণ বীর্য্যগর্ব্বে সাতিশয় গর্ব্বিত হইয়া (একদা) সূর্য্যবর্ণ কিরীট দ্বারা পাদাম্বুজ স্পর্শ করত পার্শ্বস্থ গিরিশকে কহিলেন, হে মহাদেব! অপূর্ণকাম ব্যক্তিদিগের কামপূরক, কল্পতরু, লোকগুরু আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আমাকে সহস্র বাহু দিয়াছেন; সেই সকল আমার সাতি-

[১] পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব কহে।

শয় ভারের কারণ হয়। আমি আপনি ব্যতীত ত্রিলোকের মধ্যে আমার সমযোগ্য প্রতিযোদ্ধা দেখিতে পাই না। কণ্ডুতি নিবন্ধন ভারভূত বাহু সকল দ্বারা পর্ব্বতনিকর চূর্ণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দিগ্‌হস্তীদিগের নিকট গমন করি; কিন্তু তাহারাও ভীত হইয়া পলায়ন করে।

এই কথা শ্রবণ করত ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, রে মূঢ়! যে দিন আমার সমান ব্যক্তির সহিত তোমার দর্পনাশক যুদ্ধ হইবে, সেই দিন তোমার শৃঙ্গ ভগ্ন হইবে।

রাজন্! এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুবুদ্ধি হৃষ্ট হইয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিল; এবং নিজ-বীর্য্যনাশক গিরিশাদেশ প্রতীক্ষা করিয়া কাল হরণ করিতে লাগিল।

এই বাণ রাজার ঊষা নামে এক কন্যা ছিল। ঊষার, পূর্ব্বে অদৃষ্ট ও অশ্রুত, প্রদ্যুম্নতনয় কান্ত অনিরুদ্ধের সহিত স্বপ্নে বিহারসুখ লাভ হইল। ঊষা স্বপ্নাবস্থাতেই সেই অনিরুদ্ধকে না দেখিয়া, "কান্ত! কোথায় রহিলে!" এই বলিয়া সখীগণের মধ্যস্থলে নিদ্রা হইতে উত্থান করিলেন; এবং সাতিশয় লজ্জিত হইলেন।

কুম্ভাণ্ড নামে বাণের এক মন্ত্রী ছিল। চিত্রলেখা তাঁহার তনয়া। (চিত্রলেখা) কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সখী ঊষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুভ্রু! তুমি কাহার অন্বেষণ কর? তোমার মনোরথ কি? হে রাজপুত্রি! অদ্যাপি ত তোমার বর দেখিতেছি না।

ঊষা কহিলেন, আমি স্বপ্নে এক পুরুষকে দর্শন করিয়াছি; তাঁহার বর্ণ শ্যাম; লোচনযুগল কমল-সদৃশ;

পরিধান পীত বসন এবং বাহু দীর্ঘ। তিনি কামিনীকুলের মনোমোহন। আমি সেই কান্তের অন্বেষণ করি। তিনি আমাকে অধর-সুধা পান করাইয়া, আমার ইচ্ছা থাকিতেও, আমাকে দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করত কোথায় গমন করিয়াছেন!

চিত্রলেখা কহিলেন, তোমার দুঃখ দূর করিব। যে বর তোমার মন হরণ করিয়াছেন, তিনি যদি ত্রিলোকের মধ্যে (কোথাও) থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আনিয়া দিব। তুমি বলিয়া দেও।

এই বলিয়া চিত্রলেখা দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ, ও মনুষ্যদিগকে অবিকল চিত্রিত করিলেন। নরগণের মধ্যে তিনি যদুকুলের শূর, বসুদেব ও রামকৃষ্ণকে চিত্রিত করিলেন। (রাজপুত্রী) প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। রাজন্! চিত্রগত অনিরুদ্ধকে নিরীক্ষণ করত (নৃপবালা) লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া ঈষৎহাস্য-বদনে কহিলেন, "এই তিনি"।

রাজন্! যোগিনী চিত্রলেখা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র জানিয়া, আকাশপথে শ্রীকৃষ্ণপালিত দ্বারকা গমন করিলেন। তথায় প্রদ্যুম্নতনয় সুন্দর পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত ছিলেন। (চিত্রলেখা) তাঁহাকে শোণিতপুরে লইয়া গিয়া সখীকে প্রিয় প্রদর্শন করিলেন।

সেই সুন্দরশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া উষার বদন প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। তিনি পুরুষগণের দুষ্প্রেক্ষ্য নিজ গৃহে প্রদ্যুম্ন-নন্দনের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। (অনিরুদ্ধ) পরিচর্য্যার সহিত মহামূল্য বসন, মাল্য, চন্দন, ধূপ, দীপ ও

আসনাদি এবং পান, ভোজন, ভক্ষ্য ও বিবিধ বাক্য দ্বারা পূজিত হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে গূঢ় ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। উষার স্নেহ নিরন্তরই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। সেই উষা ইন্দ্রিয়বর্গ মোহিত করাতে (যদুনন্দন) জানিতে পারিলেন না যে, দিন সকল কোন দিয়া অতিবাহিত হইল।

যদুবীর উষাকে সম্ভোগ করিতেছিলেন; (অতএব) তাঁহার পতিব্রত ভঙ্গ হইয়াছিল; আর, তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। (রক্ষকেরা) যে সকল চিহ্ন গোপন করিবার নহে, তদ্দ্বারা তাঁহাকে সেই রূপই বোধ করিল। তাহারা গিয়া নিবেদন করিল, রাজন্! আমরা আপনার অবিবাহিতা দুহিতার কুলদূষণ আচরণ অনুমান করিতেছি। প্রভো! আমরা নিরন্তর উপস্থিত ও সাবধান থাকিয়া তাঁহাকে গৃহে রক্ষা করিতেছি; পুরুষে তাঁহাকে দেখিতে পায় না[১]; তথাপি কিরূপে অবিবাহিতাকে দুষ্ট করা হইল, জানি না।

অনন্তর, কন্যাকে দূষিত করা হইয়াছে, শ্রবণ করত সাতিশয় ব্যথিত হইয়া বাণ সত্বর কন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়া যদুশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিলেন। ভুবনের প্রধান সুন্দর, শ্যামবর্ণ, পীতবাসা, পদ্মনয়ন, দীর্ঘবাহু কামতনয় সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপা প্রিয়ার সহিত পাশক্রীড়া করিতেছিলেন; কুণ্ডল ও কুন্তলের প্রভায় এবং সহাস অবলোকনে তাঁহার বদন শোভিত হইয়াছিল। আর, তিনি যে মল্লিকাগ্রথিত মালা দুই বাহুতে ধারণ করিয়াছিলেন, প্রিয়ার অঙ্গসংস্পর্শ হেতু

[১] এ স্থলে পাঠান্তরে আরও একটী অর্থ হয়;—যথা, যাঁহার সখী দুষ্টা।

তাহাতে স্তনকুঙ্কুম মুদ্রিত ছিল। বাণ সেই উষার সম্মুখে (এতাদৃশ) কামনন্দনকে উপবিষ্ট দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

মাধব উদ্যতাস্ত্র অনেক সৈনিকগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত সেই বাণ রাজাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া লৌহনির্ম্মিত পরিঘা উত্তোলন করত, দণ্ডধর অন্তকের ন্যায়, সংহার করিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন। তাহারা হনন করিতে ইচ্ছা করিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইলে পর, শূকরযূথপতি যেমন কুক্কুরদিগকে, তেমনি তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হননকার্য্য আরব্ধ হইলে পর সকলে ভগ্নশিরা, ভগ্নোরু, বা ভগ্নবাহু হইয়া ভবন হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক পলাইতে লাগিল। বলবান্ বলিনন্দন কুপিত হইয়া, আপন সৈন্যের সংহারকারী (সেই অনিরুদ্ধকে) নাগপাশ দ্বারা বন্ধন করিলেন। তিনি বদ্ধ হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া উষা নিরতিশয় শোক ও বিষাদে বিহ্বল হইয়া বাষ্পপূর-পূরিত লোচনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বাণের সহিত যুদ্ধারম্ভ নামক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে ভরতনন্দন! অনিরুদ্ধকে না দেখিয়া, তাঁহার বন্ধু সকল শোক করত বর্ষার চারি মাস অতিবাহিত করিলেন। (অনন্তর) নারদের মুখে তাঁহার বন্ধন ও কর্ম্মের সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণদৈবত বৃষ্ণিগণ শোণিতপুরে যাত্রা করিলেন। রামকৃষ্ণের অনুগামী প্রদ্যুম্ন, যুযুধান, গদ, সাম্ব, সারণ, নন্দ, উপানন্দ ও ভদ্রাদি যদুশ্রেষ্ঠ সকল দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে চারি দিক্ হইতে বাণ-নগর বেষ্টন করিলেন। নগরোদ্যান, প্রাকার, অট্টাল[১] এবং গোপুর সকল ভগ্ন করা হইতেছে, দেখিয়া বাণ ক্রুদ্ধ হইয়া তুল্য সৈন্য লইয়া নির্গত হইলেন। বাণের নিমিত্ত ভগবান্ রুদ্র নন্দিবৃষে আরোহণ করত পুত্র ও প্রমথগণ সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ ও শঙ্করে এবং প্রদ্যুম্ন ও কার্ত্তিকেয়ে যে অতি তুমুল যুদ্ধ হইল, তাহা অতি অদ্ভুত; শ্রবণ করিলে লোমাঞ্চ হয়। কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণের সহিত বলরামের, বাণপুত্রের সহিত সাম্বের এবং বাণের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ (আরম্ভ হইল।) ব্রহ্মাদি সুরেশ্বর, মুনি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও যক্ষগণ বিমানে করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গ ধনু হইতে প্রক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণাস্ত্র বাণসমূহ দ্বারা শঙ্করের অনুচর ভূত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, যোগিনী, রাক্ষস, বেতাল, বিনায়ক, ভূতমাতা,

১ প্রাকারের উপরিভাগে বিরচিত উচ্চ স্থান।

পিশাচ, কুষ্মাণ্ডও ব্রহ্মরাক্ষসদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। পিণাকী পৃথক্ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর দিব্য অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিলেন। শার্ঙ্গধারী আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া আপন অস্ত্রনিকর দ্বারা ঐ সকল নিরস্ত করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্রের প্রতি পর্ব্বতাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতি পর্জ্জন্যাস্ত্র এবং পাশুপতাস্ত্রের প্রতি নারায়ণাস্ত্র (নিক্ষেপ করিলেন।) অনন্তর সম্মোহনাস্ত্র দ্বারা, জৃম্ভিত গিরিশকে মোহিত করিয়া, যদুনন্দন খড়্গ, গদা ও বাণ দ্বারা বাণের সৈনিকদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকেয় চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রদ্যুম্নের বাণজালে ব্যথিত হইয়া, সর্ব্ব গাত্র হইতে রুধির ধারা বর্ষণ করত ময়ূরযোগে পলায়ন করিলেন। কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ মুষলাঘাতে পীড়িত হইয়া পতিত হইল। তাহাদিগের সেনা হতনায়ক হইয়া সর্ব্ব দিকে ধাবিত হইল।

নিজ সৈন্যসামন্তকে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া রথী বাণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন। রণদুর্ম্মদ বাণ পঞ্চ শত ধনুক আকর্ষণ করিয়া প্রত্যেকে দুই দুই শর যোজনা করিলেন। ভগবান্ হরি সেই সকল বাণ ও ধনুক এক কালে ছেদন করিলেন। (পরে) সারথি, রথ ও অশ্ব সকল বিনাশ করিয়া শঙ্খ বাদন করিলেন। কোটবী নামে বাণের মাতা উলঙ্গ ও মুক্তকেশা হইয়া পুত্রের প্রাণরক্ষা করিবার মানসে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন গদাগ্রজ, নগ্নাকে দর্শন করিবেন না বলিয়া, মুখ ফিরাইলেন; অমনি বাণ ছিন্নধন্বা ও রথহীন হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন।

ভূতগণ বিদ্রাবিত হইলে পর, ত্রিশিরা ও ত্রিপাদ জ্বর

(যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত) ধাবিত হইল। দেব নারায়ণও তাহাকে দেখিয়া (শীত) জ্বর সৃষ্টি করিলেন। মাহেশ্বর ও বৈষ্ণব দুই জ্বর পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মাহেশ্বর জ্বর যুদ্ধ করিতে করিতে, বৈষ্ণব জ্বরের বলে পীড়িত হইয়া, অন্যত্র অভয় না পাইয়া, শরণ প্রার্থনা করত, অঞ্জলিবিরচনপূর্ব্বক হৃষীকেশের স্তব করিতে আরম্ভ করিল।

জ্বর কহিল, আপনি নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানমাত্র, সকলের চেতনপ্রদাতা, ব্রহ্মাদির ঈশ্বর, ও অনন্তশক্তি [১]। আর, আপনি বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণ [২]। কর্ম্মরহিত, (অতএব) বেদবেদ্য যে ব্রহ্ম, সেও আপনি ; আপনাকে নমস্কার করি [৩]। কাল, [৪] দৈব, কর্ম্ম, [৫] জীব, [৬] স্বভাব, [৭] সূক্ষ্মভূতগণ, প্রাণ, [৮] অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত, দেহ [৯] এবং দেহের বীজপ্ররোহ প্রবাহ [১০], এই সকল আপনারই মায়া ; (কিন্তু) আপনাতে ইহার সদ্ভাব নাই ; আমি আপ-

---

১ এ স্থলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিশেষণ গুলিন পর পর বিশেষণের প্রতি কারণ।

২ পূর্ব্বে দেখান হইল যে, আপনি সকলের চেতনপ্রদাতা, সুতরাং ঈশ্বর। এক্ষণে দেখান হইতেছে যে, আপনি বিশ্বের সৃষ্টিআদির কারণ ; এই নিমিত্তও আপনি ঈশ্বর।

৩ এরূপ ত ব্রহ্মই প্রসিদ্ধ আছেন ; এই বাক্যের আশঙ্কা করিয়া বলা হইল। এ স্থলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিশেষণ গুলিন পর পর বিশেষণের প্রতি কারণ।

৪ ক্ষোভক।

৫ নিমিত্ত কারণ। কাল ফলাভিমুখ হইয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিলে উহাকেই দৈব কহে।

৬ সংস্কার-বিশিষ্ট।

৭ কর্ম্মের সংস্কার। ৮ সূত্র।

৯ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টি।

১০ দেহ হইতে বীজরূপ কর্ম্মের উৎপত্তি হয় ; তাহা হইতে অঙ্কুররূপ দেহ জন্মে ; তাহা হইতে আবার পুনর্ব্বার ঐরূপ ; এই প্রকার প্রবাহ।

নার শরণাগত হইলাম। আপনি লীলাবশেই নানা অবতার স্বীকার করিয়া দেবগণ, সাধুগণ ও লোকমর্য্যাদা সকল পালন, এবং সৎপথভ্রষ্ট, হিংসাপ্রবৃত্ত (দৈত্যাদি) সংহার, করিয়া থাকেন; আপনার এই জন্ম ভূমির ভারহরণের নিমিত্ত। আপনার শান্ত, অথচ উগ্র [১১] অতি ভয়ানক দুঃসহ তেজে তপ্ত হইয়াছি; দেহী সকল আশায় অনুবদ্ধ হইয়া যত দিন আপনার পাদমূল সেবা না করে, তত দিনই তাহাদিগের তাপ থাকে [১২]।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ত্রিশির! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম; আমার জ্বর হইতে তোমার যে ভয় হইয়াছে, তাহা দূর হউক। আমাদিগের এই সম্বাদ যিনি স্মরণ করিবেন, তোমা হইতে তাঁহার ভয় থাকিবে না।

এই কথা শুনিয়া অচ্যুতকে প্রণাম করিয়া মাহেশ্বর জ্বর প্রস্থান করিল। বাণ কিন্তু জনার্দ্দনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রথে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। রাজন্! রাজা বাণ সহস্র বাহুতে নানা অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করত পরম ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রধরের উপর প্রক্ষেপ করিলেন। তিনি বারম্বার বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে পর, ভগবান্ ক্ষুরধার চক্রদ্বারা মহাবৃক্ষের শাখা সকলের ন্যায়, তাহার বাহু সমুদায় ছেদন করিলেন। বাণের বাহুচ্ছেদ আরম্ভ হইলে, ভগবান্

---

১১ অর্থাৎ শীতজ্বর।

১২ তুমি পরের সন্তাপ উৎপাদন কর; অতএব তোমাকে তপ্ত করা উচিত; শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল।

অর্থাৎ, আপনার সেবায় যে প্রবৃত্ত হয়, সে যেই হউক না কেন, তাহার আর তপ্ত হওয়া উচিত হয় না।

স্তব ভক্তের প্রতি দয়ানিবন্ধন নিকটে গিয়া চক্রধরকে কহিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীরুদ্র কহিলেন, আপনি বেদে গূঢ় পরম জ্যোতি[১৩] ব্রহ্ম। নির্ম্মলাত্মা (সাধু সকল) কেবল আকাশের ন্যায় আপনাকে দর্শন করেন[১৪]। আকাশ যাঁহার নাভি; অগ্নি যাঁহার মুখ; জল যাঁহার শুক্র; স্বর্গ যাঁহার মস্তক; দিক্ সকল যাঁহার কর্ণ; পৃথিবী যাঁহার পদ; চন্দ্র যাঁহার মন; সূর্য্য যাঁহার চক্ষু; অহঙ্কার যাঁহার আত্মা; সমুদ্র যাঁহার উদর; ইন্দ্র যাঁহার বাহুসমূহ;[১৫] ওষধি সকল যাঁহার রোমরাজি; মেঘ সকল যাঁহার কেশপাশ; বিরিঞ্চি যাঁহার বুদ্ধি; প্রজাপতি যাঁহার মেঢ্র; এবং ধর্ম্ম যাঁহার হৃদয়; সেই লোককল্পিত (বিরাট্) পুরুষ আপনি।[১৬] হে অপ্রচ্যুত-স্বরূপ! আপনার এই অবতার ধর্ম্মের পালন ও সংসারের মঙ্গলের নিমিত্ত। আমরা সকলে আপনা কর্ত্তৃক পালিত হইয়া সপ্ত ভুবন পালন করিতেছি। আপনি স্বপ্রকাশ,[১৭] শুদ্ধ, আদ্য পুরুষ[১৮] ও এক।[১৯] (আর,) আপনি কারণ ও কারণরহিত অদ্বিতীয় ঈশর; তথাপি সর্ব্ব বিষয় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আপন মায়া-

১৩ অর্থাৎ, আপনি জ্যোতির্গণের প্রকাশক; সুতরাং জ্ঞানাদির অবিষয়; সুতরাং আপনার নাম নির্দ্দেশ করা যায় না; অতএব গূঢ়।

১৪ অর্থাৎ, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আপনাপনিই প্রকাশিত হন।

১৫ ইন্দ্র;—অর্থাৎ, ইন্দ্রাদি লোকপাল সকল।

১৬ আপনার নির্গুণ স্বরূপের নাম নির্দ্দেশ করা দূরে থাকুক্; লীলাবশে যে বিরাট্-দেহ ধারণ করিয়াছেন, তাহাই জানা দুষ্কর। যেমন মশক ফলের ভিতর থাকিয়া ফল জানিতে পারে না।

১৭ অর্থাৎ, জ্ঞানস্বরূপ।

১৮ অতএব, আপনার সজাতীয় নাই।

১৯ অতএব, আপনার বিজাতীয় নাই।

যোগে প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রতীত হইয়া থাকেন।[২০] যেমন সূর্য্য নিজছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াও ছায়া এবং রূপ সকল[২১] প্রকাশ করেন, হে ভূমন্! তেমনি আত্মা স্বপ্রকাশ আপনি গুণগণে আচ্ছাদিত হইয়াও[২২] গুণ এবং গুণীদিগকে প্রকাশ করিয়া থাকেন[২৩]। আপনার মায়ায় মুগ্ধবুদ্ধি জীব সকল পুত্র, দারা ও গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া দুঃখার্ণবে উত্থান করিতেছে, (আবার,) মগ্ন হইতেছে।[২৪] এই দেব-[২৫] দত্ত নরলোক লাভ করিয়াও যে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আপনার পাদযুগলের আদর না করে, সে তাহার আপনাকে বঞ্চনা করে; তাহার নিমিত্ত শোক করিতে হয়। যে মর্ত্তবাসী বিপরীত[২৬] ইন্দ্রিয়ার্থের নিমিত্ত প্রিয় ঈশ্বর আত্মা আপনাকে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ পান করে। আমি, ব্রহ্মা এবং অমলচিত্ত মুনিগণ কায়মনোবাক্যে প্রিয়তম ঈশ্বর, আত্মা আপনার শরণাগত। হে দেব! জগতের স্থিতি, উৎপত্তি ও ধ্বংসের কারণ, প্রশান্ত, (সুতরাং) কর্ম্মরহিত, সুহৃৎ, আত্মা ও দৈব, জগতের আত্মার আধারস্থান, (অতএব) অনন্ত, এক আপনাকে সংসার মুক্তির নিমিত্ত ভজনা করি। এই (বাণ) আমার অভীষ্ট, প্রিয় ও অনুবর্ত্তী; হে দেব! আমি

---

২০ তবে প্রতি শরীরে জীবভেদ কেন; এই বাক্যের উত্তরক্রমে বলা হইল।

২১ ছায়া, অর্থাৎ, মেঘ। রূপ অর্থাৎ, ঘটাদি।

২২ জীবের আবরক অহঙ্কার দ্বারা জীবের দৃষ্টি সম্বন্ধে আচ্ছাদিত।

২৩ সত্ত্বাদি গুণ; এবং গুণোপাধিবিশিষ্ট জীব।

২৪ উন্মজ্জন;—দেবাদি যোনিতে। নিমজ্জন;—স্থাবরাদি যোনিতে।

২৫ দেব, অর্থাৎ, কর্ম্মের অধ্যক্ষ আপনি।

২৬ আত্মভিন্ন; সুতরাং অপ্রিয় ও অনীশ্বর।

ইহাকে অভয়দান করিয়াছি; আপনি যেমন দৈত্যরাজ (বলির) প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহার প্রতিও সেইরূপ অনুগ্রহ করুন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাকে যাহা কহিলেন, আমি আপনার সেই অভীষ্ট সাধন করিব। আপনার যাহা ইচ্ছা, উত্তম বলিয়া, তাহাতে আমার অনুমতি আছে। আর, এই অসুর আমার অবধ্য; এ বলির তনয়। আমি প্রহ্লাদকে বর দিয়াছি যে, তোমার বংশীয় কাহাকেও সংহার করিব না। দর্পের শান্তিবিধান করিবার নিমিত্ত আমি ইহার বাহু সকল ছেদ করিয়াছি; এবং (ইহার) যে বল পৃথিবীর অতিভারের নিমিত্ত হইয়াছিল, তাহাও ছেদ করিয়াছি। ইহার চারি বাহু অবশিষ্ট রহিল। এই অসুর আপনার অজর ও অমর পার্শ্বদ হইবে; ইহার কোথাও ভয় থাকিবে না।

বাণ এই কথা শুনিয়া মস্তক অবনত করত শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া প্রদ্যুম্নতনয়কে বধূর সহিত রথে আরোহণ করাইয়া আনয়ন করিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ) অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত, সুন্দর-বাসা, সম্পূর্ণরূপে অলঙ্কৃত, সপত্নীক (অনিরুদ্ধকে) অগ্রে লইয়া, শঙ্করের অনুমোদন গ্রহণ করত যাত্রা করিলেন।

(এ দিকে) মনোরম ধ্বজ সকলের দ্বারা রাজধানীর অলঙ্কার সম্পাদন, এবং উহার মার্গ ও চত্বর সকল ভূষিত করা হইয়াছিল। (ভগবান্) তাহাতে প্রবেশ করিলেন; পৌর ও বন্ধুবর্গ এবং দ্বিজাতিগণ শঙ্খ, ঢক্কা ও দুন্দভি নিনাদের সহিত অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শঙ্করের সহিত এই যুদ্ধ ও বিজয় স্মরণ করিবেন, তাঁহার পরাজয় হইবে না।

বাণযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের জয়লাভ নামক
ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

বেদব্যাস-তনয় কহিলেন, রাজন্! এক দিন সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু ও গদাদি যদুকুমারেরা ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত উপবনে গমন করিলেন। তথায় অনেক ক্ষণ ক্রীড়া করিয়া পিপাসিত হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে কূপের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রাণী দর্শন করিলেন। পর্ব্বতের ন্যায় কৃকলাস[১] দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের চিত্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাঁহারা সদয় হইয়া উহার উদ্ধারকরণে যত্নবান্ হইলেন। বালক সকল চর্ম্ম-ও-রজ্জুনির্ম্মিত পাশ দ্বারা (কূপে) পতিত সেই (কৃকলাসকে) বন্ধন করিয়া উদ্ধার করিতে সমর্থ না হইয়া সমুৎসুক চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে গিয়া কহিলেন।

পদ্মলোচন বিশ্বভাবন ভগবান্ তথায় আসিয়া তাহাকে দর্শন করত লীলাক্রমে বাম হস্ত দ্বারা উত্তোলন করিলেন। সে উত্তমশ্লোকের কর দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইয়া কৃকলাস রূপ পরিত্যাগ

১ কাঁকলাস। ভাং।

করত তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় সুন্দরবর্ণ অদ্ভুত অলঙ্কার ও মাল্যে বিভূষিত দেব হইয়া উঠিল। মুকুন্দ উহার কারণ জানিয়াও, লোকমধ্যে প্রচার করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ! সুন্দর-রূপ আপনি কে? আমরা নিশ্চয়ই আপনাকে দেবোত্তম বোধ করিতেছি। হে সুভদ্র! কি কর্ম্ম করিয়াই বা এরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন? আপনি ইহার যোগ্য নহেন। যদি এ স্থলে আমাদিগকে বলিবার হয়, তাহা হইলে আপনাকে ব্যক্ত করুন; আমরা জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, রাজা আনন্দ-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, সূর্য্যশঙ্কাশ কিরীট দ্বারা প্রণাম করত মাধবকে কহিতে আরম্ভ করিলেন।

নৃগ কহিলেন, প্রভো! আমি নৃগ নামে রাজশ্রেষ্ঠ; ইক্ষ্বাকুবংশীয়। দাতাগণের নামোল্লেখসময়ে নিশ্চয়ই আপনার শ্রুতিপথে পতিত হইয়া থাকিব। নাথ! আপনি সর্ব্বভূতের বুদ্ধির সাক্ষী; কাল আপনার দৃষ্টি নাশ করিতে সমর্থ নহে; আপনার অবিদিত কি আছে? তথাপি আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি বলিতেছি। পৃথিবীর যত ধূলিকণা, গগণের যত তারা, এবং বর্ষার যত ধারা, আমি সুন্দররূপে অলঙ্কৃত করিয়া গুণশীলবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে, দুঃখী কুটুম্বদিগকে এবং সত্যব্রত,[২] তপস্যাবিষয়ে বিখ্যাত, বেদাধ্যাপনশীল, যুবা ব্রাহ্মণদিগকে তত দুগ্ধবতী, তরুণী, শীল-রূপ-ও-গুণবতী, কপিলা, সুবর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গী, ন্যায়পূর্ব্বক উপার্জ্জিতা, রৌপ্যমণ্ডিতখুরা, সবৎসা, পট্টবস্ত্রের মালায় বিভূষিতা

২ যাঁহাদিগের আচার দুষ্ট নহে।

গাভী দান করিয়াছিলাম। গো, সুবর্ণ, আশ্রয়, অশ্ব, হস্তী, দাসীর সহিত কন্যা, তিল, রৌপ্য, শয্যা, বস্ত্র, রত্ন, পরিচ্ছদ ও রথ সকল দান করিতাম; যজ্ঞ করিতাম; এবং কূপাদি খনন করিয়া দিতাম। (এইরূপে কাল যাপন করি। একদা) কোন এক দ্বিজশ্রেষ্ঠের গাভী আমার গোধনের মধ্যে মিলিত হইল। আমি না জানিয়া সেই গাভী আর এক ব্রাহ্মণকে দান করিলাম। সেই ব্রাহ্মণ লইয়া যান, এমন সময় ঐ গাভীর স্বামী দেখিতে পাইয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, এ গাভী আমার। প্রতিগ্রাহীও কহিলেন, আমার; নৃগ আমাকে দান করিয়াছেন।

দুই ব্রাহ্মণ বিবাদ করিতে করিতে নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিবার উদ্দেশে আমাকে আসিয়া কহিলেন, আপনি দাতা ও প্রতিহর্ত্তা[৩]। তাহা শ্রবণ করিয়া আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। ধর্ম্মশঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে, আমি দুই ব্রাহ্মণকেই অনুনয় করিলাম। (কহিলাম,) উৎকৃষ্ট এক লক্ষ গাভী দান করিতেছি, আপনি এইটী প্রদান করুন। আমি কিঙ্কর; না জানিয়া (অপরাধ করিয়াছি;) আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আমি প্রতপ্ত নরকে পতিত হই; আপনারা আমাকে শঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন।

(আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া) "আমি রাজার দান গ্রহণ করিব না;" বলিয়া গাভীর অধিকারী চলিয়া গেলেন; "দশ লক্ষ গাভীও ইচ্ছা করিনা;" বলিয়া অপর ব্রাহ্মণও

৩ প্রথম ব্রাহ্মণ কহিলেন, দাতা, এবং দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রহির্ত্তা।

প্রস্থান করিলেন। এই অবসর পাইয়া[৪] যমদূতেরা আসিয়া আমাকে যমসদনে লইয়া গেল। হে দেবদেব জগন্নাথ! তথায় যম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! আপনি অগ্রে অশুভ না শুভ ভোগ করিবেন? ধর্ম্মাধুষ্ঠান ও দান করিয়া যে সমুজ্জ্বল লোক উপার্জ্জন করা হয়, তাহার ত অন্ত দেখিতেছি না।[৫]

আমি কহিলাম, দেব! আমি অগ্রে অশুভই ভোগ করিব। তিনিও বলিলেন, তবে পতিত হউন। প্রভো! তৎক্ষণমাত্রেই দেখিতে পাইলাম যে, আমি কৃকলাস হইয়া পতিত হইতেছি। হে কেশব! আমি ব্রাহ্মণের হিতকারী, দাতা ও আপনার দাস; অদ্যাপি আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয় নাই। আপনাকে দর্শন করিতে আমার মনে বাসনা ছিল। (কিন্তু আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি যে,) আপনি কিপ্রকারে আমার দৃষ্টিপথে সাক্ষাৎ পতিত হইলেন! ইন্দ্রিয় হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা আপনার সন্নিকটে উপস্থিত হইতে পারে না; (সুতরাং) যোগেশ্বরেরাও উপনিষদরূপ চক্ষুর্দ্বারা নির্ম্মল হৃদয়মধ্যে আপনাকে কেবল চিন্তা করিতে পারেন; (অতএব) আপনি পরমাত্মা। আর, যাঁহাদিগের সংসারমোচন হয়, আপনি তাঁহাদিগেরই দৃশ্য হইয়া থাকেন; আমার বুদ্ধি ত মহা দুঃখে[৬] অন্ধ হইয়া গিয়াছে!

---

৪ অর্থাৎ, ইহার পূর্ব্বে আমার পাপ না থাকাতে, যমদূতেরা আমাকে লইয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই।

৫ মূলে এরূপ বাক্যবিন্যাস আছে যে, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইত্যাদি বাক্য রাজার নিজের বক্ষ্যমান বাক্যের সহিত সমন্বিত হইতে পারে।

৬ কৃকলাস হওয়াজন্য যে দুঃখ।

হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে গোবিন্দ! হে পুরুষোত্তম! হে নারায়ণ! হে হৃষীকেশ! হে পুণ্যশ্লোক! হে অচ্যুত! হে অব্যয়! হে কৃষ্ণ! আমি দেবলোকে গমন করিব; আমাকে অনুমতি করুন। বিভো! যে কোন স্থানেই থাকি, আমার চিত্ত যেন আপনার পদেই বাস করে। আপনা হইতে সমুদায়ের উৎপত্তি হয়; (অথচ) আপনার বিকার নাই; (কারণ) মায়া আপনার শক্তি। (আর,) আপনি সর্ব্বভূতের আশ্রয়[৭]; আনন্দস্বরূপ; এবং ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের ফলদাতা[৮]; আপনাকে নমস্কার।

(রাজা) এই বলিয়া নিজ শিখাগ্র দ্বারা (শ্রীকৃষ্ণের) পাদদ্বয় স্পর্শ ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত তাঁহার অনুমতিক্রমে বিমানোপরি আরোহণ করিলেন; লোকেরা দেখিতে লাগিল।

ব্রহ্মণ্যদেব ধর্ম্মাত্মা দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়বর্গকে শিক্ষা প্রদান করিয়া পরিজনদিগকে কহিলেন, অহো! অণুমাত্র ব্রহ্মস্ব ভক্ষণ করিয়া অগ্নির ন্যায় তেজস্বীদিগেরও জীর্ণ করা কঠিন; যে সকল রাজারা আপনাদিগকে ঈশ্বর বোধ করেন, তাঁহাদিগের কথা আর কি কহিব! আমি হলাহলকে বিষ জ্ঞান করি না; তাহার প্রতিক্রিয়া আছে। ব্রহ্মস্বকেই যথার্থ বিষ বলা হইয়াছে; পৃথিবীতে ইহার প্রতি-

---

৭ অর্থাৎ, উপাদান কারণ। অর্থাৎ, কার্য্যের সহিত নিরন্তর-সমন্বিত কারণ;—যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ।

৮ একথার অর্থ এই:—আপনি এরূপ হইলেও যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া গমন করিতেছি, সে কেবল আপনা কর্ত্তৃক প্রদত্ত ফল ভোগ করিবারই নিমিত্ত।

বিধান নাই। বিষ ভোক্তাকে মাত্র নাশ করে; এবং অগ্নি জল দ্বারা শান্ত হয়; (কিন্তু) ব্রহ্মস্বরূপ কাষ্ঠ হইতে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, উহা মূলপর্য্যন্ত বংশ দাহ করে [৯]। যদি রীতিমত অনুমতি না পাইয়া ব্রহ্মস্ব ভোগ করা যায়, তাহা হইলে উহা তিন পুরুষ [১০] নাশ করে। আর, হঠাৎ বলপূর্ব্বক ভুক্ত হইলে পূর্ব্বের দশ ও পরের দশ পুরুষ ক্ষয়করে। যাহারা ব্রহ্মস্বে স্পৃহা করে, তাহারা নরকে অভিলাষী হয়; (অতএব) অজ্ঞ রাজা সকল রাজলক্ষ্মীর সহিত যে পতিত হইতেছে, তাহা উত্তমরূপে দেখিতে পায় না। দানশীল, পরিবারী ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করা হইলে পর, তিনি ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার অশ্রুবিন্দু সকল যত ধূলিকণা আর্দ্রীকৃত করে, নিরঙ্কুশ ব্রহ্মস্বাপহারী রাজা ও রাজপরিবার সকল তত বৎসর কুম্ভীপাক নরকে পক্ক হন। যিনি, তাঁহার নিজের দত্তই হউক্, আর অন্যের দত্তই হউক্, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করেন, তিনি ষষ্টি সহস্র বৎসর বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকেন। আমাকে যেন ব্রহ্মস্ব গ্রহণ করিতে না হয়; রাজা সকল ব্রহ্মস্ব কামনা করিয়া অল্পায়ু, পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন; এবং সর্প হইয়া বিরক্ত করিয়া তুলেন। হে আমার পরিবার সকল! ব্রাহ্মণ যদি অপরাধ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার অনিষ্ট করিবে না; বধ বা বহু শাপ প্রদান, করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, (তাঁহাকে) নিত্য নমস্কার করিবে। যেমন আমি চির কাল সমাহিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করি, তেমনি তোমরাও করিবে। যিনি

---

৯ অগ্নি কিন্তু মূল, অর্থাৎ,—বৃক্ষাদির গোড়া,—অবশিষ্ট রাখেন। এত-দ্বারা অতিরেক দেখান হইল।

১০ স্বয়ং, পুত্র ও পৌত্র।

ইহার অন্যথা করিবেন, আমি তাঁহার দণ্ড করিব। না জানিয়া ব্রাহ্মণের ধন হরণ করিলেও, উহা হর্ত্তাকে নরকে পাতন করে; যেমন ব্রাহ্মণের গাভী নৃগকে করিয়াছিল।"[১১]

সর্ব্ব লোকের পবিত্রকারী ভগবান্ মুকুন্দ দ্বারকার প্রজাদিগকে ইহা শ্রবণ করাইয়া নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

নৃগোপাখ্যান নামক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ বলভদ্র বন্ধুদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া রথে আরোহণ করত নন্দগোকুলে যাত্রা করিলেন। (তথায় উৎকণ্ঠিত গোপগোপী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, রাম পিতামাতাকে বন্দনা করিলেন। তাঁহারা আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দন, (এবং) "হে দাশার্হ! আমাদিগকে নিরন্তর পালন কর। তুমি ও তোমার অনুজ, তোমরা জগদীশ্বর।" এই বলিয়া ক্রোড়ে করত আলিঙ্গন করিয়া নেত্রবারি দ্বারা তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। (হলধর) বৃদ্ধ গোপদিগকেও বন্দনা করিলেন; কনিষ্ঠ গোপেরা তাঁহাকে বন্দনা করিল। বয়ঃক্রম,

---

[১১] এতদ্দ্বারা বলা হইল, যে আমি যে ব্রাহ্মণদিগের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া অনর্থক ভয় প্রদর্শন করিতেছি, এরূপ নহে; প্রত্যক্ষ প্রমাণও দেখ।

বন্ধুতা, এবং আপনার সম্বন্ধ অনুসারে হাস্য ও হস্তগ্রহণাদি দ্বারা গোপালদিগের সহিত আলাপ করিয়া, (যাদব) সুখে উপবিষ্ট হইলেন, ও প্রেমগদ্‌গদ্‌ বাক্যে উহাদিগের কায়িক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন, পদ্মপত্রাক্ষ শ্রীকৃষ্ণে যাহারা যাবতীয় বিষয় সমর্পণ করিয়াছিল, সেই ঐ সকল গোপ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, রাম! আমাদিগের বান্ধব সকল ত কুশলে আছেন? তোমরা দুই জনে স্ত্রীপুত্র পাইয়াছ; আমাদিগকে স্মরণ কর কি? ভাগ্যবলে পাপ কংস নিহত এবং বান্ধব সকল মুক্ত, হইয়াছেন! ভাগ্যবলে তোমরা শত্রুবর্গ পরাজয় ও সংহার করিয়া দুর্গের আশ্রয় লইয়াছ!

গোপী সকল রামসন্দর্শনে সাদর হইয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, নাগরিক স্ত্রীজনের বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ত সুখে আছেন? তিনি বন্ধুদিগকে, পিতাকে এবং মাতাকে কি স্মরণ করিয়া থাকেন? সেবার পর মহাভুজ আমাদিগকেই বা কি মনে করেন? হে যদুনন্দন! হে প্রভো! আমরা তাঁহার নিমিত্ত দুস্ত্যজ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পতি ও ভগনীদিগকে ত্যাগ করিয়াছি। তথাপি তিনি হঠাৎ মিত্রতা ছেদ করত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। স্ত্রী সকল কেমন করিয়াই বা তাঁহার তাদৃশ বাক্যে বিশ্বাস না করিবে? [১২] নাগরিক স্ত্রীগণ চতুর; তাহারা কি করিয়া সেই অব্যবস্থিতচিত্ত কৃতঘ্নের বাক্যে শ্রদ্ধা করে? (অথবা) তাঁহার কথা মনোহর; তাহারাও

---

১২ যদি তোমাদিগের এতই হইয়াছে, তবে, তিনি যখন গমন করেন, তখন তোমরা তাঁহার প্রতিবন্ধক হও নাই কেন। যদি বল, তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস ছিল। তাহাতে বক্তব্য, তোমরা তাঁহার বাক্যে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিলে। এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল।

তাঁহার সুন্দর-হাস্যসহকৃত কটাক্ষবিক্ষেপ দ্বারা চঞ্চলীকৃত মদনে পীড়িত হইয়া পড়ে; (সুতরাং) শ্রদ্ধা করিতেও পারে। হে গোপী সকল! [১৩] তাঁহার কথায় আমাদিগের কি প্রয়োজন? অন্যান্য কথা কহ। যদি আমরা বিনা তাঁহার কাল অতিবাহিত হয়, আমাদিগেরও তাতাই হইবে। [১৪]

এই কহিয়া স্ত্রী সকল শ্রীকৃষ্ণের হাস্য, আলাপ, সুন্দর দৃষ্টি, গতি ও প্রেমালিঙ্গনস্মরণ করত ক্রন্দন করিতে লাগিল। নানাবিধ অনুনয় বিষয়ে পণ্ডিত ভগবান্ রাম শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বিবিধ সংবাদ দ্বারা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

(রোহিণীনন্দন) নিশিতে গোপীদিগের আসক্তি উৎপাদন করত তথায় চৈত্র বৈশাখ দুই মাস বাসও করিলেন। তিনি স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের কিরণজালে সমুজ্জ্বল, এবং কুমুদ্বতীর গন্ধ-বহ বায়ু কর্ত্তৃক সেবিত যমুনার উপবনে বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বারুণী দেবী বরুণের আজ্ঞাক্রমে (বৃক্ষ-) কোটর হইতে পতিত হইয়া সুগন্ধে সেই সমুদায় বন সুবাসিত করিলেন। বলদেব সেই মধুধারার বায়ুচালিত গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া তথায় গমন, এবং ললনাগণের সহিত পান, করিলেন। হলধর মদ-বিহ্বল-লোচন ও উন্মত্ত হইয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন; বণিতা সকল (তাঁহার) চরিত্র গান করিতে থাকিল।

(অনন্তর) পুষ্পমালা ও বৈজয়ন্তী মালায় বিভূষিত,

---

১৩ ভিন্ন ভিন্ন গোপী ভিন্ন ভিন্ন বাক্য বলিতেছে।

১৪ এই বাক্যের ধ্বনিতার্থ এই—কাল তাঁহারও কাটিতেছে, আমাদিগেরও কাটিতেছে; তবে বিশেষ এই, তাঁহার সুখে, আমাদিগের দুঃখে।

ঘর্ম্মরূপ-হিম-(কণা)-শোভিত-মুখপদ্ম-ধারী মদমত্ত ঈশ্বর জল-ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত যমুনাকে আহ্বান করিলেন। (যমুনা আসিলেন না।) "আমি মত্ত ; এই জন্য আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া আসিল না ; এই মনে করিয়া বলদেব কুপিত হইয়া হলাগ্র দ্বারা তরঙ্গিনীকে আকর্ষণ করিলেন ; (এবং কহিলেন,) পাপে ! আমি আহ্বান করিলাম ; তুমি আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া আগমন করিলে না ; তুমি আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিলে ; অতএব লাঙ্গলাগ্র দ্বারা তোমায় শতধা করিব।

রাজন্ ! (রাম) এইরূপে তিরস্কার করিলে পর, যমুনা ভীত ও চকিত এবং পাদযুগলে পতিত, হইয়া যদুনন্দনকে কহিলেন, হে রাম ! রাম ! হে মহাবাহো ! আমি আপনার বিক্রম জ্ঞাত নহি। হে জগৎপতে ! আপনার এক অংশ পৃথিবী ধারণ করিয়াছে ! হে ভগবন্ ! আমি ভগবানের অপার প্রভাব জানি না ; আমাকে ত্যাগ করা উচিত হইতেছে। হে বিশ্বাত্মন্ ! হে ভক্তবৎসল ! আমি প্রপন্ন।

অনন্তর ভগবান্ বলদেব যাচিত হইয়া, যমুনাকে পরিত্যাগ করিলেন ; এবং গজরাজ গজিনীদিগের ন্যায়, স্ত্রীদিগের সহিত জলে অবতীর্ণ হইলেন। যথেচ্ছ বিহার করিয়া জল হইতে উত্থান করিলে পর, লক্ষ্মী তাঁহাকে নীলবস্ত্র ও উত্তরীয়, মহামূল্য অলঙ্কার সকল এবং মঙ্গলময়ী মালা দান করিলেন। (রাম) নীল বসন ও উত্তরীয় এবং কাঞ্চনময়ী মালা পরিধান করত সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ও চন্দনে লিপ্ত হইয়া, ইন্দ্রের হস্তীর ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজন্ ! অদ্যাপিও দেখিতে

পাওয়া যায়, যমুনা আকর্ষণপথে (গমন করত) যেন অনন্ত-বীর্য্য বলদেবের বীর্য্য প্রকাশ করিয়াই দিতেছেন।

(যাহা হউক্,) ব্রজ কামিনীদিগের মাধুর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট-চিত্ত রামের সকল নিশাই এইরূপে বিহার করিয়া অতিবাহিত হইল।

বলদেবের যমুনাকর্ষণ নামক পঞ্চষষ্টিতম
অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! রাম নন্দব্রজে গমন করিলে, অজ্ঞান করূষরাজ, আমি বাসুদেব, এই বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

“আপনি ভগবান্ জগৎপতি বাসুদেব; (পৃথিবীতে) অবতীর্ণ হইয়াছেন;” অজ্ঞ জনেরা এই বলিয়া তোষামোদ করাতে (করূষরাজ) আপনাকে অচ্যুত মনে করিয়াছিলেন; এবং (ক্রীড়ায়) বালককল্পিত বালক রাজার ন্যায়, অজ্ঞ মন্দবুদ্ধি দ্বারকাতে অজ্ঞাতগতি নারায়ণের নিকট দূতও প্রেরণ করিয়াছিলেন!

(সে যাহা হউক,) দূত দ্বারকায় আসিয়া সভাস্থলে সমুপবিষ্ট কমলপত্রাক্ষ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে রাজবাক্য নিবেদন করিল; (কহিল,) “আমিই একমাত্র বাসুদেব; অন্য কেহ নহে; প্রাণীদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অব-

তীর্ণ হইয়াছি। তুমি মিথ্যানাম পরিত্যাগ কর। যাদব! তুমি মূঢ়তাবশতঃ আমার যে সকল চিহ্ন ধারণ করিতেছ, সে সকল পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আসিয়া শরণ লও; নতুবা আমাকে যুদ্ধ দেও।”

শ্রীশুকদেব কহিলেন, তখন অল্পবুদ্ধি পৌণ্ড্রকের সেই আত্মশ্লাঘা শ্রবণ করিয়া উগ্রসেনাদি সভ্যেরা উচ্চৈঃশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। ভগবান্ পরিহাস করিয়া; পরে সেই দূতকে কহিলেন, রে মূঢ়! তোমার প্রতি এবং যে সকল লোকের সহায়ে তুমি এরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ, তাহাদিগেরও প্রতি, চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিব।[১] তুমি যে মুখে বলিতেছ, সেই মুখ আচ্ছাদন করত নিহত হইয়া যখন শয়ন করিবে; কঙ্ক, গৃধ্র ও বট পক্ষী সকল তোমাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে; সেই স্থানে কুক্কুরেরা তোমার শরণ লইবে।

দূত এই তিরস্কার বাক্য সমুদায় স্বামীর নিকট লইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণও রথে আরোহণ করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন। মহারথ পৌণ্ড্রকও তাঁহার সেই উদ্যোগ দেখিয়া দুই অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া শীঘ্র নগর হইতে বহির্গত হইলেন। রাজন্! তাঁহার মিত্র কাশীরাজ তিন অক্ষৌহিণী লইয়া তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। হরি পৌণ্ড্রককে দেখিতে পাইলেন। তিনি শঙ্খ, শ্রেষ্ঠ খড়্গ, গদা, শার্ঙ্গ (শৃঙ্গ নির্ম্মিত) ধনু ও শ্রীবৎস চিহ্নে চিহ্নিত হইয়াছেন; কৌস্তুভ ধারণ করিয়াছেন; বনমালায় ভূষিত হইয়াছেন; এবং পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় পরি-

---

[১] মূলের বাক্য বিন্যাস অনুসারে আরও এক অর্থ হয়; যে সকল কৃত্রিম চিহ্ন তোমাকে গর্ব্বিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাও ত্যাগ করাইব।

ধান, ও অমূল্য চূড়াভরণ ধারণ, করিয়াছেন। তাঁহার কর্ণে মকরকুণ্ডল স্ফূর্ত্তি পাইতেছে; এবং ধ্বজায় (কৃত্রিম) গরুড় রহিয়াছেন।

রঙ্গপ্রবিষ্ট নটের ন্যায় কৃত্রিম-বেশ-ধারী সেই (পৌণ্ড্রককে) আত্মতুল্য দর্শন করিয়া হরি অত্যন্ত হাস্য করিলেন। শত্রু সকল শূল, গদা, পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, তোমর, খড়্গ, পট্টিশ ও বাণসমূহ দ্বারা হরিকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। যুগান্ত কালে যেমন অগ্নি প্রজাদিগকে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ গদা, খড়্গ, চক্র ও বাণনিকর দ্বারা পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের হস্তী-রথ-অশ্ব-ও-পদাতিক-রচিত সেনার প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক পীড়িত করিতে লাগিলেন। রণভূমি চক্র দ্বারা খণ্ডীকৃত রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিকগণে ব্যাপ্ত হইয়া সাধুদিগের আমোদ উৎপাদন করত (যুগ-শেষ-সময়ে) রুদ্রের অতি ভয়ানক ক্রীড়াভূমির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর সৌরি পৌণ্ড্রককে কহিলেন, ওহে, ওহে পৌণ্ড্রক! তুমি আমাকে দূত বাক্য দ্বারা (যে সকল অস্ত্র ত্যাগ করিতে) কহিয়াছিলে, আমি তোমার প্রতি সেই সকল পরিত্যাগ করি; তুমি অনর্থক আমার যে নাম ধারণ করিয়াছ, তাহা ত্যাগ করাই; (আর) যদি যুদ্ধে ইচ্ছা না করি, তাহা হইলে তোমার শরণ লই।

এই কথা বলিয়া (হরি,) ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা পর্ব্বতের, তেমনি বাণজালে রথহীন করিয়া চক্র দ্বারা পৌণ্ড্রকের শির ছেদ করিলেন; সেইরূপ বাণ দ্বারা কাশীরাজেরও দেহ হইতে

মস্তক ছিন্ন করিয়া, বায়ু যেমন পদ্মপত্র প্রক্ষেপ করে, তেমনি কাশীপুরীমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

এইরূপে মৎসর পৌণ্ড্রককে (তাঁহার) সখার সহিত সংহার করিয়া, হরি দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন; সিদ্ধ সকল তাঁহার অমৃত কথা গান করিতে থাকিলেন। রাজন্! নিত্য ভগবান্‌কে চিন্তা করাতে কাশীরাজের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল; এবং তিনি হরির নিজ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন; (এই জন্য) তিনি তন্ময় হইলেন।

রাজদ্বারে পতিত সকুণ্ডল মুণ্ড দর্শন করিয়া লোকেরা, "এ কি? কাহার মুণ্ড?" [২] এই আন্দোলন করিতে লাগিল। কাশীপতির (মুণ্ড) জানিতে পারিয়া (রাজার) মহিষী পুত্র ও বান্ধবগণ এবং প্রজা সকল "হা হত হইলাম;" হা রাজন্!" "হা নাথ!" "হা নাথ!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

(অনন্তর রাজার) পুত্র সুদক্ষিণ পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপন করিয়া "পিতৃহন্তাকে সংহার করিয়া পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইব;" মনে মনে এই সংকল্প করিয়া, উপাধ্যায়ের সহিত পরম সমাধিযোগে মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ ভব প্রীত ও বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বর প্রার্থনা কর। তিনি পিতৃহন্তার বধোপায়রূপ অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন। (শঙ্কর কহিলেন,) ব্রাহ্মণগণের সহিত অভিচার বিধানানুসারে সম্পূর্ণরূপে ঋত্বিক [৩] দক্ষিণাগ্নির

---

২ প্রথমতঃ, দ্রব্যটাই কি, এইরূপ সন্দেহ। পরে মুণ্ড, এইরূপ প্রত্যয়; আবার, কাহার মুণ্ড, এইরূপ সন্দেহ। পরে রাজার মুণ্ড; এইরূপ নিশ্চয়।

৩ ঋত্বিকের ন্যায় নিজ নিয়োগ কারক।

উপাসনা কর। প্রমথগণে পরিবৃত ঐ অগ্নি হিংসাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া (তোমার) সঙ্কল্প সাধন করিবেন।

(সুদক্ষিণ) এই আজ্ঞা পাইয়া নিয়মধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিচার কার্য্যের অনুষ্ঠান করত ঐ রূপই করিলেন। অনন্তর অতি ভয়ানক অগ্নি মূর্ত্তিমান্ হইয়া কুণ্ড হইতে উত্থিত হইলেন। তাঁহার শিখা ও শ্মশ্রু তপ্ত তাম্রের ন্যায় ছিল; নয়ন-যুগল অঙ্গার উদ্গার করিতেছিল; এবং বদন দংষ্ট্রা ও প্রচণ্ড ভ্রুকুটীদণ্ড দ্বারা দেখিতে অতি ভয়ানক হইয়াছিল।

সে এই অগ্নি নিজ জিহ্বা দ্বারা দুই সৃক্কণী লেহন এবং তালপ্রমাণ পাদদ্বয় দ্বারা মেদিনী কম্পন ও দিঙ্মণ্ডল দাহ করত, ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া উলঙ্গবেশে জ্বলিতে জ্বলিতে দ্বারকার প্রতি ধাবিত হইল।

অভিচার-কার্য্যোৎপন্ন এই অগ্নিকে আগমন করিতে দেখিয়া, বনদাহসময়ে পশুপালের ন্যায়, দ্বারকাবাসী সকলেই ত্রস্ত হইল। ভগবান্ এই সময় সভামধ্যে পাশক্রীড়া করিতেছিলেন; (প্রজা সকল) ভয়ে কাতর হইয়া (তাঁহাকে ডাকিয়া) কহিল, হে ত্রিলোকনাথ! নগর অগ্নিতে দগ্ধ হয়, উদ্ধার করুন; উদ্ধার করুন।

শরণ্য (শ্রীকৃষ্ণ) প্রজাকুলের সেই আকুলতা শ্রবণ এবং আত্মীয়দিগের ভয় দর্শন, করত হাস্য করিয়া কহিলেন, ভয় করিও না; আমি তোমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা আছি। সকলের অভ্যন্তর-ও-বাহ্য-সাক্ষী (ভগবান্) ঐ কৃত্যাকে[৪] মাহেশ্বরী (কৃত্যা) জানিতে পারিয়া, উহার প্রতিঘাতের নিমিত্ত পার্শ্বস্থ

৪ অভিচার জন্য ক্রিয়া; দেবতা ভেদ।

চক্রকে আজ্ঞা করিলেন। মুকুন্দের অস্ত্র সেই কোটিসূর্য্য-সম-প্রভ সুদর্শন জাজ্বল্যমান হইয়া প্রলয়কালের অনলের ন্যায় প্রভা ধারণ পূর্ব্বক নিজ তেজে আকাশ, দিঙ্মণ্ডল ও অন্তরীক্ষ প্রকাশ করত অগ্নিকে সাতিশয় পীড়িত করিল। রাজন্! কৃত্যাগ্নি প্রতিহত ও চক্রপাণির অস্ত্রতেজে ভগ্নমুখ হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। তাঁহারই নিজকৃত অভিচারাগ্নি বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিয়া, সুদক্ষিণকে ঋত্বিক ও জনগণের সহিত দাহ করিলেন। বিষ্ণুর চক্রও অগ্নির পশ্চাৎ অট্টালিকা, সভা-মণ্ডপ, ও আপণ সমন্বিতা, গোপুর, অট্টালক ও কোষ্ঠ-সমূহে পরিব্যাপ্তা এবং কোষশালা, হস্তীশালা, অশ্বশালা ও অন্ন-শালায় পরিশোভিতা বারাণসীতে প্রবেশ করিল। বিষ্ণু-চক্র সুদর্শন সমুদায় বারাণসী দাহ করিয়া পুনর্ব্বার অক্লিষ্ট-কর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে উপস্থিত হইল।

যে মনুষ্য মনোযোগী হইয়া উত্তমশ্লোকের এই বিক্রম শ্রবণ করিবেন বা করাইবেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

পৌণ্ড্রক-ও-কাশীরাজবধ নামক ষট্‌ষষ্টিতম
অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

রাজা কহিলেন, অদ্ভুতকর্ম্মা, অনন্ত, অপ্রমেয় রাম অন্য যাহা করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার সেই বিক্রম পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, সুগ্রীবের মন্ত্রী,[১] মৈন্দের ভ্রাতা[২] বীর্য্যমান্ দ্বিবিদ নামে এক বানর নরকের সখা ছিল। ঐ বানর সখার ঋণশোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যেপ্রকারে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে, সেই প্রকারে অগ্নিদান করিয়া নগর, গ্রাম ও ঘোষাবাস সকল দাহ করিতে লাগিল। অযুত নাগতুল্যবলশালী সেই (বানর) কখনও শৈল সকল উৎপাটন করিয়া প্রদেশ, বিশেষতঃ হরি যে প্রদেশে বাস করেন, সেই আনর্ত্ত প্রদেশ, চূর্ণ করে; কখনও বা সমুদ্রে অবগাহন করিয়া বাহুদ্বয় দ্বারা সমুদ্রের জল তুলিয়া বেলাকূলের দেশ সকল মগ্ন করায়। খল ঋষিশ্রেষ্ঠদিগের আশ্রমের বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিয়া, বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করত, যজ্ঞীয় অগ্নি দুষ্ট করে। ভ্রমর যেমন কীটসমূহকে, দর্পী তেমনি নরনারী সকলকে পর্ব্বতের দ্রোণীগুহায় নিক্ষেপ করত পর্ব্বত দ্বারা ঢাকিয়া রাখে।

এইরূপে দেশ সকল উৎসাদন এবং কুলস্ত্রীদিগকে দূষিত করিতে করিতে, বানর (একদা) সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া রৈবতক পর্ব্বতে যাত্রা করিল এবং তথায় যদুপতি রামকে দেখিতে পাইল। তাঁহার গলায় বনমালা এবং সকল অঙ্গই দেখিতে অতি সুন্দর; তিনি ললনাদিগের মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন; এবং বারুণী পান করত মদবিহ্বললোচন হইয়া গান করিতেছেন। শরীর দেখিলে বোধ হয় যেন একটী মত্ত হস্তী। দুষ্ট বানর শাখায় আরোহণ করত বৃক্ষ সকল কম্পন করিয়া আপনাকে প্রদর্শন পূর্ব্বক “ কিলকিলা ” শব্দ করিল। স্বভাবচপলা

১ এতদ্দ্বারা তাহার মন্ত্রণার বল জানান হইল।
২ এতদ্দ্বারা তাহার বীর্য্যাধিক্য বলা হইল।

হাস্যপ্রিয়া, বলদেবকামিনী অবলা সকল কপির সেই ধৃষ্টতা দর্শন করত হাস্য করিয়া উঠিল। কপি দর্শনকারী রামের সমক্ষে নিজ মলদ্বার প্রদর্শন করিয়া ভ্রূক্ষেপ এবং মুখভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা ঐ সকল মহিলাকে অবজ্ঞা করিল। যাঁহারা প্রহার করিতে পারেন, তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠ রাম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রস্তরখণ্ড দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। সেই ধূর্ত্ত কপি প্রস্তরখণ্ড বঞ্চনা করিয়া মদিরাকলস গ্রহণ করত কোপোৎপাদন-পূর্ব্বক তাঁহাকেও অবজ্ঞা করিল। দুষ্ট মদ্যকলস ভগ্ন করিয়া বলদেবের অপমান করত (স্ত্রীদিগের) বস্ত্র সকল (আকর্ষণ করিয়া) বিদারণ করিল; (এইরূপে) অপকারী হইল।

বলদেব সেই বানরের সেই অবিনয় এবং তাহা হইতে দেশের উপদ্রব দর্শন করিয়া কুপিত হইয়া শত্রুসংহারের নিমিত্ত মুষল ও হল গ্রহণ করিলেন। মহাবীর্য্য দ্বিবিদ হস্ত দ্বারা শাল-বৃক্ষ উৎপাটন করত নিকটে আসিয়া বলপূর্ব্বক বলদেবের মস্তকে আঘাত করিল। ভগবান্ বলরাম অচলের ন্যায় (অব-স্থিতি করত,) মস্তকে পতিত হইবার সময় ঐ বৃক্ষ ধারণ এবং মুষল দ্বারা বানরকে আঘাত করিলেন। বানর মুষল দ্বারা মস্তিস্কে আঘাত পাইয়া প্রহার গ্রাহ্য না করিয়া গৈরিক ধারায় পর্ব্বতের ন্যায় রুধিরধারায় শোভা পাইতে লাগিল। পুনর্ব্বার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক অন্য বৃক্ষ উৎপাটন করত পত্রশূন্য করিয়া তদ্দ্বারা প্রহার করিল। বলদেব ঐ বৃক্ষ শতধা ভঙ্গ করিলেন। (বানর) আর এক বৃক্ষ প্রহার করিল; (বলরাম) তাহাও শতধা ভগ্ন করিলেন।

(বানর) এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে বারবার ভগ্ন

হইলে, বারবার সর্ব্বত্র হইতে বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিয়া বন নির্ব্বৃক্ষ করিল। অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া বলের উপর শিলাবর্ষণ করিল। মুষলাস্ত্রধারী অবলীলাক্রমে সে সমুদায়ই চূর্ণ করিলেন। কপিরাজ তালতুল্য দুই বাহু মুষ্টীকৃত করিয়া রোহিণীনন্দনের নিকটে আসিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। যাদবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া মুষল ও লাঙ্গল পরিত্যাগ করত তাহার দুই জত্রুতে[৩] দুই মুষ্টি প্রহার করিলেন। সে রুধির বমন করত পতিত হইল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সে পতিত হইলে, সমুদ্রবক্ষে বাতাহত নৌকার ন্যায়, পর্ব্বত টঙ্ক[৪] ও বনস্পতিগণের সহিত কাঁপিয়া উঠিল। আকাশে কুসুমবর্ষী দেবতা, সিদ্ধ ও মুনীন্দ্রগণের জয়-শব্দ, নমঃশব্দ ও "সাধু;" "সাধু;" বাদ হইল।

জগতের নাশকর দ্বিবিদকে এইরূপে সংহার করিয়া ভগবান্ নিজ নগরে প্রবেশ করিলেন; লোকেরা তাঁহার স্তব করিতে লাগিল।

দ্বিবিদবধ নামক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! (পরে) দুর্য্যোধনের দুহিতা লক্ষণা (স্বয়ম্বরা হইলেন।) জাম্ববতীনন্দন যুদ্ধজয়ী সাম্ব স্বয়ম্বরস্থল হইতে তাঁহাকে হরণ করিলেন। কৌরবেরা কুপিত হইয়া

---

৩ স্কন্ধ এবং কক্ষ, এই দুইয়ের সন্ধিস্থল। কণ্ঠা। ভাং।

৪ জলপূর্ণ গর্ত্ত।

কহিলেন, এই বালক দুর্ব্বিনীত; আমাদিগের কন্যাকে, (তাহার ইচ্ছা না থাকিলেও,) দুর্ব্বিত করিয়া বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে। এই দুর্ব্বিনীতকে বধ কর; যদুগণ কি করিবে? তাহারা আমাদিগের প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করিতেছে। আমাদিগের অনুগ্রহেই ঐ রাজ্যের সমৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে। আর, পুত্রের নিগ্রহ করা হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া যদিই যদুগণ আগমন করে, তাহা হইলে, ইন্দ্রিয় সকল যেমন উত্তমরূপে সংযত [১] হইয়া, তেমনি হতদর্প হইয়া শান্ত হইবে।

এই সকল কথা কহিয়া, কুরুবৃদ্ধ (ভীষ্মের) অনুমতি পাইয়া [২] কর্ণ, শল্য, ভূরি, যজ্ঞকেতু ও দুর্য্যোধন সাম্বকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ধাবিত হইয়া আসিতেছেন, দেখিয়া মহাবল সাম্ব মনোহর ধনুঃ গ্রহণ করিয়া সিংহের ন্যায় একাকী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ধারণ করিতে সচেষ্ট (সেই কুরুনন্দনেরা) "তিষ্ঠ;" "তিষ্ঠ;" বলিয়া নিকটে আগমন করত ধনুঃ গ্রহণ পূর্ব্বক বাণ দ্বারা তাঁহাকে ব্যাপ্ত করিলেন; কর্ণ তাঁহাদিগের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই অচিন্ত্য বালক [৩] যদুনন্দন অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া, ক্ষুদ্র মৃগগণ কর্তৃক (বিদ্ধ) সিংহের ন্যায় তাহা সহ্য করিলেন না। বীর সুন্দর শরাসন বিস্ফুরণ করিয়া কর্ণাদি ছয় রথীকে তাবৎসংখ্যক বাণ দ্বারা এক কালে পৃথক পৃথক বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর রথী সকলও তাঁহার সেই কর্ম্মের সম্মান করিলেন।

---

১ অর্থাৎ, [illegible] দ্বারা দমিত হইয়া।

২ অর্থাৎ, তাঁহাকে লইয়া। অর্থাৎ, ভীষ্মাদি ছয় জন।

৩ মূলের শব্দানুসারে, শ্রীকৃষ্ণের বালক, এরূপ অর্থও হইতে পারে।

(মহারাজ!) (কুরুনন্দনেরাও) কৃষ্ণতনয়কে বিরথ করিলেন;—চারি জনে চারি অশ্ব ও এক জন সারথিকে সংহার করিলেন; আর এক জন শরাসন ছেদন করিলেন। কৌরবেরা যুদ্ধস্থলে অতি কষ্টে সাম্বকে বিরথ ও বন্ধন করিলেন; এবং সেই কুমারকে ও নিজ কন্যাকে (লইয়া) জয়ী হইয়া আপনাদিগের নগরে প্রবেশ করিলেন।

রাজন্! নারদের বাক্যে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া (যদু সকল) ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; এবং উগ্রসেনের আজ্ঞা পাইয়া কুরুগণের বিপক্ষে উদ্যত হইলেন। কুরু ও যদুবংশে বিবাদ ঘটে, রাম সে ইচ্ছা করিলেন না; (অতএব) বধোদ্যত সেই যদুশ্রেষ্ঠদিগকে সান্ত্বনা করিয়া, চন্দ্র যেমন গ্রহগণ কর্ত্তৃক, তেমনি কুলবৃদ্ধব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সূর্য্যতুল্য কিরণশালী রথযোগে হস্তিনা নগরী গমন করিলেন। রাম হস্তিনায় গমন করত বাহ্য উপবনে অবস্থিতি করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জানিবার জন্য উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন। উদ্ধবও যথাবিধানে অম্বিকাতনয়, ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লিক ও দুর্য্যোধনকে বন্দনা করিয়া বলিলেন, রাম আগমন করিয়াছেন। তাঁহারাও, শ্রেষ্ঠ বন্ধু রাম আগমন করিয়াছেন, শ্রবণ করত উদ্ধবের পূজা করিয়া (পরে) মাঙ্গল্য হস্তে লইয়া সকলেই যাত্রা করিলেন; এবং তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে (তাঁহাকে) গো, আর অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বলদেবের প্রভাব অবগত ছিলেন, তাঁহারা মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন।[৪]

---

৪ বয়ো জ্যেষ্ঠ হইলেও প্রণাম করিলেন।

পরস্পর কুশল ও নিরাময় জিজ্ঞাসা, এবং বন্ধুগণ কুশলে আছেন, ইহা শ্রবণ, করিয়া, শেষে রাম ধীরভাবে বাক্য আরম্ভ করিলেন ;—রাজাধিরাজ প্রভু উগ্রসেন আপনাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আপনারা সুস্থিরচিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া শীঘ্র সেইরূপ করুন ;—"তোমরা যে অনেকে অধর্ম্ম পূর্ব্বক এক জন ধার্ম্মিককে জয় করিয়া বন্ধন করিয়াছ, বন্ধুদিগের ঐক্য থাকে এই ইচ্ছা করিয়া তাহা সহ্য করিলাম"।

বলদেবের বাক্য তাঁহার শক্তির অনুরূপ ; (সুতরাং) প্রভাব, উৎসাহ ও বলের উল্লেখ থাকাতে উহা অতিশয় গর্ব্বিত। কুরুগণ তাহা শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া কহিলেন, আহা ; এ মহা আশ্চর্য্য; দুরত্যয় কালগতিক্রমে পাদুকা মুকুট-সেবিত মস্তকে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে! বিবাহ সম্বন্ধে* বদ্ধ করত (আমাদিগের সহিত) একত্র শয়ন ও ভোজন করাইয়া এবং রাজাসন দান করিয়া এই যদুবংশীয়দিগকে তুল্য করা হইয়াছে ! আমরা উপেক্ষা করি বলিয়াই ইহারা চামর ও ব্যজন, শঙ্খ, শুভ্র আতপত্র, কিরীট, আসন এবং শয্যা সম্ভোগ করিতেছে। আহা ! যদুগণ আমাদিগের অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইয়া অদ্য আমাদিগকেই আজ্ঞা করিতেছে ; অতএব ফণিকুলের অমৃতের ন্যায়, দাতার প্রতিকূল এই সকল চিহ্নে আর প্রয়োজন নাই। ভীষ্মদ্রোণাদি কুরুগণ দান না করিলে, ইন্দ্রও কি কোন বস্তু গ্রহণ করিতে সাহসী হন ? মেষ কি সিংহ-গ্রস্ত দ্রব্য (লইতে পারে ?)

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, জন্ম, বন্ধু ও শ্রী হেতু যাহাদিগের

* কুন্তীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ।

গর্ব্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেই সকল অসভ্য কৌরব রামকে দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করাইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। অচ্যুত কুরু-দিগের দুষ্টাচার দর্শন এবং বাক্য সকল শ্রবণ, করত কুপিত এবং (তজ্জন্য) দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া বারম্বার হাস্য করিয়া কহিলেন, নিশ্চয়ই বটে, বিবিধ গর্ব্বে গর্ব্বিত অসাধু ব্যক্তিরা শান্তি ইচ্ছা করে না; পশুদিগের প্রতি লগুড়ের ন্যায়, তাহাদিগের প্রতি দণ্ডই তাহাদিগকে শান্ত করে। অহো; ক্রুদ্ধ যদুগণকে এবং কুপিত শ্রীকৃষ্ণকে আমি অল্পে অল্পে সান্ত্বনা করিয়া ইহাদিগের শান্তি কামনা করত এই স্থানে আগমন করিয়া-ছিলাম! ইহাদিগের বুদ্ধি মন্দ; ইহারা কলহে অভিরত এবং খল; কারণ ইহারা গর্ব্বিত হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করত অনেক দুর্ব্বাক্য বলিল। ইন্দ্রাদি লোকপাল সকল যাঁহার আজ্ঞা বহন করেন, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধীশ্বর সেই উগ্র-সেন বিভু নহে! যিনি সুধর্ম্মা আক্রমণ করিয়াছেন; এবং যিনি পারিজাত আনয়ন করিয়া ভোগ করিতেছেন, তিনি অধিপতির আসনের যোগ্য নহেন! অখিলেশ্বরী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যাঁহার পাদযুগল সেবা করেন, সেই লক্ষ্মীপতি রাজ পরিচ্ছদের যোগ্য নহেন বটে! লোকপাল সকল যোগীগণেরও তীর্থভূত যদীয় পাদপঙ্কজরজ মৌলিযুক্ত মস্তক দ্বারা ধারণ ও উপাসনা করেন; এবং যাঁহার অংশের অংশ ব্রহ্মা, ভব, লক্ষ্মী এবং আমিও (যাঁহার চরণ) বহন করি, তাঁহার নৃপাসন কোথায়! নিশ্চয়ই বটে, যদুগণ কুরুদিগের প্রদত্ত নৃপাসন সম্ভোগ করিতেছে। আমরা পাদুকাই বটি! কুরুরা নিজে মস্তকই বটে! অহো; মত্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায়, ঐশ্বর্য্যমত্ত

মানীদিগের বাক্য সকল অসম্বদ্ধ ও রুক্ষ; স্বয়ং দণ্ডকর্ত্তা হইয়া কোন্ ব্যক্তি সে সকল সহ্য করিতে পারেন? “অদ্য পৃথিবী কৌরবশূন্যা করিব;” এই বলিয়া কুপিত হইয়া (বলদেব) জগৎত্রয় যেন দাহ করত, হলগ্রহণ করিয়া উত্থিত হইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গলাগ্র দ্বারা হস্তিনাকে উৎপাটন করত গঙ্গায় প্রক্ষেপ করিবার নিমিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। আকৃষ্যমান নগরকে গঙ্গায় পতিত ও জলযানের ন্যায় ঘূর্ণিত দেখিয়া কৌরবগণ ভীত হইয়া প্রাণ-রক্ষাবাসনায় কুটুম্ব-গণের সমভিব্যাহারে লক্ষণার সহিত সাম্বকে লইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে সেই প্রভুরই শরণ লইলেন। (কহিলেন,) হে রাম! রাম! হে অখিলাধার! আমরা তোমার প্রভাব জ্ঞাত নহি। আমরা মূঢ় ও কুবুদ্ধি; হে অধীশ্বর আমাদিগকে ক্ষমা করা উচিত হইতেছে। স্থিতি, উৎপত্তি ও ধ্বংসের তুমি একমাত্র কারণ। তোমার আশ্রয় নাই। তুমি ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলে এই সকল লোক তোমার ক্রীড়ার সামগ্রী হয়; (পণ্ডিতেরা) এই বলিয়া থাকেন। হে সহস্রমস্তক! তুমিই অনন্ত-লীলাবশে মস্তকে করিয়া ভূমণ্ডল ধারণ করিতেছ। অন্তকালে যিনি আত্মাতে বিশ্ব সংহার করত একাকী পরিশিষ্ট থাকিয়া অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন, তিনিও তুমি। তুমি স্থিতি ও পালনে তৎপর হইয়া সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া আছ। শিক্ষা দিবার নিমিত্তই তোমার কোপ হইয়া থাকে; দ্বেষ বা মাৎসর্য্য হইতে নহে। হে সর্ব্ব-ভূতাত্মন্! হে সর্ব্বশক্তিধর! হে অব্যয়! হে বিশ্বকর্ম্মন্! তোমাকে নমস্কার: আমরা তোমার শরণ লইয়াছি।

শ্রীবেদব্যাসতনয় কহিলেন, যাঁহাদিগের নগর কম্পিত

হইতেছিল, এবং যাঁহারা বিপদে পতিত ও ভীতচিত্ত হইয়াছিলেন, সেই সকল (কুরু) কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া বলদেব প্রসন্ন হইলেন; এবং "ভয় করিও না" বলিয়া অভয়দান করিলেন।

(অনন্তর) দহিতৃবৎসল দুর্য্যোধন ষষ্টিবৎসরবয়স্ক কুঞ্জর, দ্বাদশ-শত-অযুত অশ্ব, স্বর্ণনির্ম্মিত, সূর্য্য-কিরণ ষট্‌ সহস্র রথ এবং পদককণ্ঠী সহস্র দাসী দান করিলেন।

ভগবান্‌ যদুশ্রেষ্ঠ সেই সকল গ্রহণ করিয়া পুত্র ও বধূ লইয়া বন্ধুগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তাহার পর নিজ নগরীতে প্রবেশ করিয়া হলধর অনুরক্তচেতা বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া কুরু সকল যে আচরণ করিয়াছিলেন, যদুশ্রেষ্ঠদিগের সভামধ্যে সে সমুদায় উল্লেখ করিলেন।

(রাজন্‌!) দেখায় যায়, তোমাদিগের এই নগর দক্ষিণ ভাগে গঙ্গাভিমুখে উন্নত হইয়া রামের বিক্রম প্রকাশ করিতেছে।

বলদেববিজয় নামক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীবেদব্যাসতনয় কহিলেন, নরক নিহত হইয়াছে, এবং শ্রীকৃষ্ণ একাকী বহু মহিষী বিবাহ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া

উহা দর্শন করিবার নিমিত্ত নারদের ইচ্ছা হইল। “অহো; ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়; এক (শ্রীকৃষ্ণ) এক শরীরে পৃথক্ পৃথক গৃহে এক কালে ষোড়শ সহস্র মহিলা বিবাহ করিয়াছেন!” এই (ভাবিয়া) সমুৎসুক হইয়া দেবর্ষি দর্শন করিবার নিমিত্ত দ্বারকাতে আগমন করিলেন। দ্বারকার পুষ্পিত উপবন ও আরামে পক্ষি-ও-অলিকুল শব্দ করিতেছিল; এবং সরোবর সকল প্রস্ফুটিত ইন্দ্রীবর, পদ্ম, কহ্লার, কুমুদ ও উৎপলে ব্যাপ্ত হইয়া ছিল; সেই সকল সরোবরে হংস ও সারস-বৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছিল। উহাতে স্ফটিক-ও-রজত-নির্ম্মিত লক্ষ নূতন প্রাসাদ ছিল। ঐ সকল প্রাসাদ মহা-মারকত দ্বারা প্রকাশ পাইতেছিল, এবং রত্নময় পর্য্যঙ্কসমূহে পূরিত ছিল। আর, (পরস্পর) বিভক্ত রাজপথ, ক্ষুদ্রপথ, চত্বর, আপণ, (অন্নাদি) শালা এবং দেবালয়সমূহে নগরী মনোহর হইয়াছিল। উহার পথ, আপণবীথি ও দেহলী সকল সিক্ত ছিল; এবং প্রচলিত ধ্বজ-পতাকায় উহার রৌদ্র নিবারণ হইয়াছিল।

ঐ নগরীর মধ্যে হরির অন্তঃপুর ছিল। (অন্তঃপুর) শ্রীসম্পন্ন এবং সর্ব্ব লোকপাল কর্ত্তৃক রক্ষিত। বিশ্বকর্ম্মা উহাতে বিশেষরূপে নিজকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আর, ষোড়শ সহস্র গৃহে উহার অলঙ্কার হইয়াছিল। (নারদ) সেই অন্তঃপুরমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কামিনীগণের গৃহসমূহের এক মহা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহ বিদ্রুমস্তম্ভসমূহে পরিব্যাপ্ত; উহাতে বৈদূর্য্য নির্ম্মিত উত্তম উত্তম ফলক,[১] ইন্দ্রনীলময় ভিত্তি

---

১ স্তম্ভের আশ্রয়।

সকল ও অবিহত-প্রভা ইন্দ্রনীলময়ী রচনা, এবং বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত, বিলম্বিত-মুক্তাদামবিশিষ বিতান ও উত্তম মণিগণ দ্বারা বিভূষিত দন্তনির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক সকল ছিল। সুবাসা, পদককণ্ঠী দাসী এবং কঞ্চুক-ও-উষ্ণীষধারী, সুন্দর-বাসা ও মণিময় কুণ্ডলে মণ্ডিত পুরুষদিগের দ্বারা গৃহের অলঙ্কার হইয়াছিল। আর, বহুসংখ্যক রত্নপ্রদীপের কান্তিমালা উহার অন্ধকার নাশ করিয়াছিল। রাজন্! উহাতে প্রদত্ত অগুরুর ধূম নিরীক্ষণ করত মেঘ বোধ করিয়া ময়ূরগণ উচ্চৈঃশব্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিচিত্র বড়ভীসমূহে নৃত্য করিত।

ব্রাহ্মণ (নারদ) সেই গৃহে যদুপতিকে দর্শন করিলেন; গৃহিণী[২] সমানগুণা, সমানরূপা, সমবয়স্কা ও সুবেশা সহস্র দাসীতে বেষ্টিত হইয়া স্বর্ণদণ্ডবিশিষ্ট ব্যজন দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ বীজন করিতেছিলেন।

সকল ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারদকে নিরীক্ষণ করিয়া রুক্মিণীর পর্য্যঙ্ক হইতে সহসা উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কিরীট-সেবিত মস্তক দ্বারা পাদযুগলে নমস্কার করত আপন আসনে উপবেশন করাইলেন। তাঁহার চরণধৌত (গঙ্গা) অশেষ-তীর্থময়ী; (সুতরাং) তিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু; তথাপি সেই (নারদের) পাদদ্বয় প্রক্ষালন করাইয়া, সেই জল মস্তকের সমুদায় অংশে প্রক্ষেপ করিলেন; তিনি যথার্থই সাধুদিগের পতি; "ব্রহ্মণ্যদেব" এই যে গুণকৃত নাম, ইহা তাঁহারই যোগ্য।

নরসখ পুরাণ নারায়ণ ঋষি দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ ঋষিকে পূজা

---

২ রুক্মিণী।

করিয়া এবং বিধিপূর্ব্বক উচ্চারিত, পরিমিত, অমৃততুল্য মিষ্ট বাক্য দ্বারা ("ভাগ্যক্রমে আপনি আগমন করিলেন;") ইত্যাদি) প্রিয় কহিলেন; পরে তাঁহাকে কহিলেন, প্রভো! আমায় আজ্ঞা করুন্ আপনার কি করিব?

শ্রীনারদ কহিলেন, সকল লোকের সহিতই মিত্রতা, (অথচ) খল ব্যক্তিদিগের দণ্ড, করা, অখিললোকনাথ আপনাতে এই দুইই আশ্চর্য্যের নহে। হে বিশালকীর্ত্তে! আমরা ভালরূপ জানি যে, জগতের ধারণ ও পালনের সহিত আপনার এই জন্ম মুক্তির নিমিত্ত।[৩] আপনার চরণ ভক্ত জনগণের অপবর্গ; অগাধ বোধ ব্রহ্মাদি হৃদয়ে কেবল চিন্তা করিতে পারেন। আর, উহা সংসার-কূপে পতিত ব্যক্তিদিগের উত্থানের পক্ষে অবলম্বন স্বরূপ। আমি সেই চরণ দর্শন করিলাম![৪] (তথাপি,) যাহাতে উহা স্মরণ থাকে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা করুন।[৫] (এই জন্যই) উহা চিন্তা করিয়া বিচরণ করিতেছি।

(মহারাজ!) অনন্তর নারদ যোগমায়া জানিবার নিমিত্ত যোগেশ্বরের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আর এক পত্নীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। (দেখিলেন) সে স্থানেও (যাদব) প্রিয়া ও উদ্ধবের সহিত পাশক্রীড়া করিতেছেন। (লক্ষ্মীপতি) যেন না জানিয়াই প্রত্যুত্থান ও আসনপ্রদানাদি দ্বারা পরম ভক্তিপূর্ব্বক নারদকে পূজা করিলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কতক্ষণ আসিয়াছেন? আপনারা পূর্ণ; আমাদিগের ন্যায়

---

৩ অর্থাৎ, আপনি সকলের মিত্র বলিয়াই আমার এরূপ পূজা করিবেন, আমার গৌরব হেতু নহে।

৪ অতএব কৃতকৃত্য হইলাম;

৫ আপনার কি করিব, এই প্রশ্নের উত্তর।

ব্যক্তি সকল অপূর্ণ; আমরা আপনাদিগের কোন অভীষ্ট সাধন করিতে পারি? হে ব্রহ্মন্! তথাপি আমাদিগকে আজ্ঞা করুন; এই জন্মের শোভা সম্পাদন করুন।

নারদ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উত্থান করত কিছু না বলিয়া অন্য গৃহে গমন করিলেন। সে স্থানেও দেখিলেন, (মুকুন্দ) শিশু-দিগকে লালন করিতেছেন। অনন্তর আর গৃহে দেখিলেন, তিনি অবগাহন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। (এইরূপ) কোথাও আহবনীয়াদি অগ্নিতে হোম; এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারা যাগ করিতেছেন। কোথাও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করা-ইয়া অবশিষ্ট ভোজন করিতেছেন। কোথাও সন্ধ্যায় বসিয়া বাগ্‌যত হইয়া গায়ত্রী জপ করিতেছেন। এক স্থানে অসিচর্ম্ম লইয়া অসিপথে বিচরণ করিতেছেন; আর এক স্থানে অশ্বপৃষ্ঠে ও গজপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছেন। কোথাও পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া আছেন, বন্দীগণ স্তব করিতেছে। কোথাও বা উদ্ধবাদি মন্ত্রিদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন। কোথাও বারবণিতা প্রভৃতি অবলাগণে বেষ্টিত হইয়া জলক্রীড়ায় নিরত হইয়াছেন; কোথাও বা সুন্দররূপে অলঙ্কৃত গাভী সকল ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেছেন। কোন গৃহে ইতিহাস, পুরাণ ও মঙ্গলকথা সকল শ্রবণ, এবং কোন এক প্রিয়ার সহিত পরিহাস কথা-চ্ছলে হাস্য করিতেছেন। কোথাও ধর্ম্ম, কোথাও বা অর্থ কাম সেবন করিতেছেন। এক স্থানে প্রকৃতির পর পুরুষ আত্মাকে ধ্যান করিতেছেন; আর এক স্থানে অভিলাষ (পূরণ,) ভোগ (প্রদান,) ও পূজা দ্বারা গুরুগণের সেবা করিতেছেন। কতকগুলির সহিত কলহ, আর, কতকগুলির সহিত সন্ধি

করিতেছেন। কোন স্থানে রামের সহিত সাধুদিগের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন; (কোথাও বা) যথাকালে, যথাবিধানে পুত্র ও কন্যাগণের, বিভবে তাঁহাদিগের সদৃশ পাত্রী ও পাত্রের সহিত বিবাহ ঘটাইতেছেন। (কোথাও) কন্যা ও জামাতাদিগকে প্রেরণ, আবার আনয়ন, এই দুইয়ের দ্বারা মহোৎসব আরম্ভ করাইতেছেন, যোগেশ্বরের পুত্র পৌত্রাদির ঐ সমুদায় মহোৎসব দর্শন করিয়া, লোকেরা বিস্মিত হইতেছে। কোথাও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা নিজ অংশভূত দেবতা সকলের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেছেন; কোথাও বা কূপ, আরাম ও দেবালয়াদি প্রতিষ্ঠা দ্বারা ধর্ম্ম পূরণ করিতেছেন।[৬] কোথাও যদুশ্রেষ্ঠগণে বেষ্টিত হইয়া সিন্ধুদেশজাত অশ্বে আরোহণ করত মৃগয়া, এবং তাহাতে যজ্ঞীয় পশু সকল সংহার, করিতেছেন। কোথাও বা অব্যক্ত-লিঙ্গ[৭] যোগেশ্বর বিশেষ বিশেষ ভাব সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুর ও গৃহাদিতে স্ত্রী সকলের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন।

অনন্তর নারদ মানুষী-রতি-প্রাপ্ত কেশবের যোগমায়া দর্শন করত ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনার যোগমায়া সকল যোগেশ্বরদিগেরও দুর্দ্দর্শ বটে; কিন্তু আপনার পাদসেবা করি বলিয়া, ঐ সকল আমার মনোমধ্যে প্রতীত হইতেছে; অতএব আমি জানিতে পারিতেছি। দেব! যশোদ্বারা পরিপ্লুত আপনার যে সকল লোক আছে, আমাকে

৬ অর্থাৎ, ইষ্টাপূর্ত্তাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন।
৭ অর্থাৎ, অন্যবেশে আচ্ছন্ন।

তথায় গমন করিতে অনুমতি করুন।[৮] আমি আপনার ভুবন পাবনী লীলা সকল গান করিয়া পর্য্যটন করিতেছি।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও অনুমোদয়িতা। লোক সকলকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি। অতএব, পুত্র! মুগ্ধ হইও না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, (নারদ) একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই সকল গৃহে গৃহস্থদিগের পবিত্রকারক ধর্ম্ম সকল আচরণ করিতে দর্শন করিলেন। অনন্তবীর্য্য শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার মহোদয় বারম্বার দর্শন করত ঋষির কৌতুক জন্মিল: এবং তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে ঋষিকে এইপ্রকারে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পূজা করিলে পর, তিনি প্রীত হইয়া তাঁহাকেই স্মরণ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

রাজন্! অখিল-মঙ্গলের নিমিত্ত যিনি শক্তি ধারণ করিয়াছেন, সেই নারায়ণ মনুষ্য পদবী অনুকরণ করত ষোড়শ সহস্র উৎকৃষ্ট কামিনীর গৃহে সলজ্জ সৌহৃদ, কটাক্ষ ও হাস্য সম্ভোগ করত এইরূপে বিহার করিয়াছিলেন।

বিশ্বের লয়, উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ হরি এই পৃথিবীতে যে অসাধারণ কর্ম্ম সকল করিয়াছিলেন, যিনি ভূমণ্ডলে সেই সকল কর্ম্ম গান, শ্রবণ বা অনুমোদন করিবেন, মুক্তির দ্বার ভগবানে তাঁহার ভক্তি হইবে।

মায়াবিভূতি-বর্ণন নামক ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

৮ অর্থাৎ, আমি এই মানুষলীলায় মুগ্ধ হইলাম না, আমাকে প্রেরণ করুন।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীবেদব্যাসতনয় কহিলেন, অনন্তর [১] উষা আগত হইলে মাধব-মহিলা সকল শব্দকারী কুক্কুটদিগকে অভিশাপ করিতে লাগিলেন; কারণ, (এ পর্য্যন্ত) স্বামী তাঁহাদিগের কণ্ঠ ধারণ করিয়া ছিলেন; (এক্ষণে তাঁহারা) বিরহজন্য কাতর হইয়া উঠিলেন। অলিকুল মন্দার বায়ুর সঙ্গে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলে পক্ষী সকল বিনিদ্র হইয়া বন্দীদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে প্রবোধিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিল; ঐ শব্দ অতি সুন্দর হইলেও, প্রিয়ের বাহুদ্বয়ের মধ্যগতা বিদর্ভনন্দিনী, [২] আলিঙ্গনের বিশ্লেষ ঘটিল, এই জন্য মুহূর্ত্তমাত্রও উহা সহ্য করিলেন না। [৩]

মাধব ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া বারি আচমন করত, যে আত্মা অজ্ঞানের বহির্ভূত, উপাধিশূন্য, (সুতরাং) অনন্ত, (অতএব) অব্যয়, অবিদ্যা যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, (সুতরাং) যিনি সাক্ষাৎ জ্যোতিঃ, যাঁহার নাম ব্রহ্ম, এবং এই জগতের উৎপত্তি ও নাশের হেতুভূত যদীয় শক্তি সকলের দ্বারা যাঁহার সত্তা ও আনন্দ লক্ষিত হইয়া থাকে, প্রসন্ন মনে সেই আত্মা ধ্যান করিলেন। পরে সাধুশ্রেষ্ঠ নির্ম্মল জলে স্নান করত বসন ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া যথাবিধানে

---

১ "শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে" ইত্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে আহ্নিক-ক্রিয়ার কথা উঠিয়াছিল, "অনন্তর" এই শব্দ দ্বারা পুনর্ব্বার তাহা ধরা হইতেছে।

২ "বিদর্ভনন্দিনী" টী কেবল উপলক্ষণমাত্র; অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের সকল কামিনীই।

৩ "এই শব্দ হইতেই যেন বিচ্ছেদ ঘটিতেছে" এই পর্য্যালোচনা করিয়া সহ্য করিলেন না।

সন্ধ্যোপাসনাদি কার্য্যকলাপ, এবং অগ্নিতে হোম করিয়া বাগ্‌-যত হইয়া গায়ত্রী জপ, করিলেন। মনস্বী উত্থানপ্রবৃত্ত আদি-ত্যকে নমস্কার, এবং নিজের অংশ দেবতা, ঋষি, পিতৃ, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা, করিয়া, প্রতি দিন[৪] (যেরূপ করিতেন) অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণদিগকে বদ্ধ[৫] বদ্ধ সুবর্ণশৃঙ্গী, সাধ্বী[৬], মৌক্তিকমালিনী, পয়স্বিনী, প্রথমপ্রসূতা, সবৎসা, সুন্দরবসনা, রৌপ্য-মণ্ডিত-খুরাগ্রা গাভী পট্টবস্ত্র, মৃগচর্ম্ম ও ও তিলের সহিত দান করিলেন। নিজ বিভূতি গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, বৃদ্ধ, গুরু ও যাবতীয় প্রাণীকে নমস্কার করিয়া (কপিলা গাভী প্রভৃতি) মঙ্গলদ্রব্য সকল স্পর্শ করিলেন; (পরে) নরলোকের বিভূষণস্বরূপ আপনাকে স্বীয় বসন, ভূষণ এবং দিব্য মাল্য ও চন্দন দ্বারা ভূষিত করিলেন; ঘৃত, দর্পণ, এবং গোবৃষ, দ্বিজ ও দেবতাদিগকে দর্শন করিয়া, সর্ব্ব বর্ণের পুরবাসী ও অন্তঃপুরচারীদিগের অভিলষিত সকল দেওয়াইয়া, আর, সুহৃদ্বর্গকে তুষ্ট করিয়া স্বয়ং আনন্দিত হই-লেন; অগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে চন্দন ও তাম্বূল দান করিয়া পশ্চাৎ উপভোগের নিমিত্ত স্বয়ং মিত্র, আত্মীয় ও মহিষী সকলকে সঙ্গে লইলেন। এই সময় সারথি সুগ্রীবাদি-অশ্ব-যুক্ত পরম অদ্ভুত রথ আনয়ন করত প্রণাম করিয়া সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হইল। (ভগবান্) হস্ত দ্বারা সারথির হস্তদ্বয় গ্রহণ করত সাত্যকি ও উদ্ধবের সমভিব্যাহারে, উদয় পর্ব্বতে ভাস্করের ন্যায়,

---

৪ "প্রতি গৃহেও" শ্রীধরস্বামী এই কথাটী যোগ করেন।
৫ ১৩০৮৪ সংখ্যা।
৬ সজ্জাতা।

রথে আরোহণ করিলেন। অন্তঃপুরকামিনী সকল সলজ্জ প্রেমদৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল; (তিনি তজ্জন্য ক্ষণকাল অবস্থিতি করিলেন; পরে) সেই সকল দৃষ্টি কর্ত্তৃক অতি কষ্টে পরিত্যক্ত হইয়া হাস্য করত মন হরণ করিয়া নির্গত হইলেন; এবং যদুগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া সুধর্ম্মানাম্নী সভায় প্রবেশ করিলেন[*]; রাজন্! যাঁহারা ঐ সভায় প্রবেশ করেন, তাঁহাদিগের ষড় রিপু নিবৃত্তি পায়।

(যাহা হউক্;) বিভু যদুশ্রেষ্ঠ সেই সভায় প্রবেশ করত, যেমন তারানাথ তারকগণ দ্বারা, তেমনি নৃসিংহ যদুগণ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া নিজ কিরণে দিঙ্মণ্ডল প্রকাশ করত দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। রাজন্! তথায় পরিহাসকেরা বিবিধ রস দ্বারা এবং নটাচার্য্য ও নর্ত্তকী সকল স্বীয় স্বীয় সমুদায় নৃত্য দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিল। সূত, মাগধ ও বন্দী সকল মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজ, বেণু, করতাল ও শঙ্খের শব্দের সহিত নৃত্য, গান ও তাঁহাকে তুষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। তথায় উপবিষ্ট কতকগুলিন কথন-চতুর ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র সকল ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং পূর্ব্ব কালের পবিত্রযশাঃ রাজাদিগের কথাও কহিতে লাগিলেন।

রাজন্! সেই স্থানে এক অপূর্ব্বদর্শন ব্রাহ্মণ আগমন করিলেন। ভগবানের সন্নিকটে জ্ঞাপন করা হইলে পর, প্রতীহারী তাঁহাকে প্রবেশ করাইল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে

---

[*] পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সকল গৃহ হইতে পৃথক্ পৃথক্ নির্গত হইয়া শেষে এক হইয়া সভায় প্রবেশ করিলেন।

পরেশ ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া রাজাদিগের জরাসন্ধ কর্ত্তৃক বন্ধনজন্য দুঃখ নিবেদন করিলেন। জরাসন্ধের দিগ্বিজয়ে যে সকল রাজা তাঁহার নিকট নত হন নাই, গিরিব্রজ (নামক দুর্গ-মধ্যে) তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক বদ্ধ করা হইয়াছিল। তাঁহারা সংখ্যায় দুই অযুত ছিলেন।

রাজারা কহিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে প্রপন্ন জনের ভয়ভঞ্জন! আমরা ভেদদর্শী; ভবভয়ে ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম। এই লোক কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে সাতিশয় রত হইয়া আপনা কর্ত্তৃক কথিত [৮] আপনার অর্চ্চনরূপ নিজ কুশল কর্ম্মে অনবধান হইবামাত্র যে বলবান্ তৎক্ষণাৎ তাঁহার জীবিতমায়া ছেদন করেন, সেই কালস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। জগতের ঈশ্বর আপনি সাধুদিগের রক্ষা, এবং খল ব্যক্তিদিগের নিগ্রহ, করিবার নিমিত্ত লোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন; হে ঈশ্বর! অন্য কেহ কি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে, কিম্বা লোক আপন আপন কর্ম্ম ভোগ করিতেছে, আমরা কিছু জানিতে পারিতেছি না [৯]। রাজসুখ বিষয়-সাধ্য; [১০] (সুতরাং) তাহা

---

৮ যথা গীতায়।

"যাহা করিবে, যাহা খাইবে, যাহা হোম করিবে, যাহা দান করিবে, এবং যে তপস্যা করিবে, হে কুন্তি-নন্দন! সে সমুদায়ই আমাতে অর্পণ করিবে।"

পঞ্চ রাত্রে বিশেষ বর্ণনা আছে।

৯ আপনি সাধুদিগের রক্ষা করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি যদি আমাদিগকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তবে, হয় জরাসন্ধাদি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে, না হয় জীব নিজ নিজ কর্ম্ম ভোগ করিতেছে; এই দুই-য়ের এক অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

১০ অর্থাৎ, রাজসুখ ভোগ করিবার নিমিত্ত ভোগ্য বস্তু রাজ্য স্রক্ চন্দ-নাদির অপেক্ষা করিতে হয়।

স্বপ্নের ন্যায় হইয়াছে; (আর,) নিরন্তর ভয়সমন্বিত দেহ দ্বারা ভার বহন করিতেছি। নিষ্কাম ব্যক্তি সকল আপনা হইতে যে স্বতঃ-সিদ্ধ সুখ লাভ করেন, আপনার মায়া নিবন্ধন সেই সুখ পরিত্যাগ করিয়াই আমরা কষ্ট পাইতেছি। আপনার পাদযুগল প্রণত জনের শোক হরণ করে; অতএব, একাকী অযুত নাগের বলধারী [১১] যে মগধরাজ, সিংহ যেমন মেষগণকে, তেমনি রাজাদিগকে ভবনে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আপনি সেই মগধরাজরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে আমাদিগকে মোচন করুন। হে উদ্যত-সুদর্শন-ধারিন্! এই (মগধরাজ) আপনার সহিত অষ্টাদশ বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, সপ্তদশ বার পরাজয় লাভ করত একবার মাত্র অনন্তবীর্য্য, (কিন্তু) নরলোকানুকারী আপনাকে জয় করিয়া দর্পিত হইয়া আপনার লোকদিগকে পীড়ন করিতেছে; হে অজিত! এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।

(দূত কহিলেন,) এইপ্রকারে মগধরাজ কর্ত্তৃক সংরুদ্ধ রাজাসকল আপনার দর্শনে অভিলাষী হইয়া আপনার পাদ-মূলের আশ্রয় লইয়াছেন; দীনগণের মঙ্গল করুন।

রাজদূত এইরূপ কহিতেছে, এমন সময় পরম-কান্তি, পিঙ্গলবর্ণ-জটাভার-ধারী, দেবর্ষি (নারদ) সূর্য্যের ন্যায় উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বলোকেশ্বরের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন করত সভ্যগণ ও অনুচরবর্গের সহিত উত্থান করত আনন্দে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন, এবং যথাবিধানে পূজা করিয়া, মুনি

---

[১১] "তোমরা নিজেই কেন বিক্রম প্রকাশ করিয়া মুক্ত হও না;" এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য এই বিশেষণটী দেওয়া হইল।

আসনপরিগ্রহ করিলে পর, শ্রদ্ধা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া মিষ্ট বাক্যে কহিলেন, এখন ত ত্রিলোকের কোন বিষয় হইতে ভয় নাই? আপনি সর্ব্বলোক পর্য্যটন করিয়া থাকেন, (এটী আমাদিগের) পরম লাভ [১২]। ঈশ্বর যাঁহাদিগের কর্ত্তা, সেই (এই) সকল লোকের মধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, পাণ্ডবেরা কি করিতেছেন?

শ্রীনারদ কহিলেন, হে বিভো! হে ভূমন্! ব্রহ্ম, (তথাপি) মোহোৎপাদক, এবং ছন্ন-প্রকাশ অগ্নির ন্যায় নিজ শক্তি সকলের [১৩] দ্বারা ভূতগণে ভ্রমণকারী [১৪] আপনার মায়া অনেক বার দর্শন করিয়াছি; অতএব আপনার ইত্যাদিপ্রকার প্রশ্ন আমার পক্ষে আশ্চর্য্যের নহে। এই যে জগৎ (বস্তুতঃ অবিদ্যমান হইয়াও আপনার মায়ানিবন্ধন) বিদ্যমান বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে, আপনি নিজ মায়া দ্বারা ইহার সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন; (অতএব) আপনার চেষ্টা কে জানিতে যোগ্য হয়? আপনাকে (কেবল) নমস্কার করি; কারণ; আপনার স্বরূপ অচিন্ত্য। অনর্থপ্রাপক শরীর নিবন্ধন সংসারে প্রবৃত্ত, এবং তজ্জন্য মোচনবিষয়ে অজ্ঞ জীবের সম্বন্ধে যিনি লীলাবতারসমূহ দ্বারা জ্ঞানোৎপাদক স্বীয় যশঃ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই আপনাকে নমস্কার করি।

আপনি ব্রহ্ম, কিন্তু নরলোকের অনুকরণ করিয়াছেন; অতএব আপনার পৈতৃষ্বসেয়ের এবং ভক্তের রাজকার্য্য শ্রবণ করাই।

---

১২ কারণ, আমরা আপনার নিকট সর্ব্বলোকের বৃত্তান্ত জানিয়া থাকি।

১৩ বিদ্যাদি।

১৪ অর্থাৎ অন্তর্যামীরূপে বর্ত্তমান

রাজা পাণ্ডুনন্দন পর ব্রহ্মে স্থান কামনা করিয়া যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা আপনার যাগ করিবেন, আপনি তাহা অনুমোদন করুন। সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে দেবাদি এবং যশস্বী রাজা-রাও আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন। চণ্ডা-লেরাও নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মময় আপনার (নাম ও কর্ম্ম) শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং ধ্যান করিয়া পবিত্র হয়; তখন যাঁহারা আপনাকে দর্শন ও স্পর্শ করেন, তাঁহাদিগের কথা আর কি কহিব; আর, হে ভুবনমঙ্গল! দিঙ্‌মণ্ডলের বিতানভূত এবং স্বর্গে, মর্ত্তে ও পাতালে প্রথিত আপনার যশ, এবং মন্দাকিনী, গঙ্গা ও ভোগবতী নামে স্বর্গে, মর্ত্তে ও পাতালে প্রথিত আপনার পাদোদক বিশ্ব পবিত্র করিতেছে [১৫]।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, নারদ যে সকল কথা কহিলেন, তাহাতে জরাসন্ধকে জয় করিবার কথা ছিল, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষীয়েরা তাহা বুঝিতে না পারাতে, শ্রীকৃষ্ণ যেন ইতিকর্ত্তব্যতা বুঝিতে পারেন নাই, এইরূপ ভাব ধারণ করিয়া বাক্যকৌশলে ভৃত্য উদ্ধবকে কহিলেন,—তুমি আমাদিগের বন্ধু; এবং মন্ত্রণাসাধ্য বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ; সুতরাং পরম চক্ষুঃ। অতএব এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য বল; আমরা তাহাতেই শ্রদ্ধাবান্ হইব; এবং তাহাই করিব।

স্বামী সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় এইরূপ মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলে, উদ্ধব তাঁহার আজ্ঞা মস্তকে করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন।

উদ্ধবের প্রতি ভগবানের প্রশ্ন নামক সপ্ততিতম

অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১৫ তখন আপনার গমনে সকলই মঙ্গল এবং পবিত্র হইবে।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীবেদব্যাসতনয় কহিলেন, উদ্ধব এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং দেবর্ষি, সভ্যগণ ও শ্রীকৃষ্ণের মনোগত [১] অবগত হইয়া কহিলেন।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, দেব! আপনার পৈতৃষ্বসেয় যখন যজ্ঞ করিবেন, তখন আপনি তাঁহার সাহায্য করুন, ঋষি (এই যে) কথা কহিলেন, আপনার তাহা কর্ত্তব্য; আর, শরণপ্রার্থী রাজাদিগের রক্ষা করাও আপনার উচিত। বিভো! (যুধিষ্ঠির) দিকচক্র জয় করিয়াই রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন। অতএব আমার মতে দিগ্বিজয়নিবন্ধন যে জরাসন্ধকে জয় করা হইবে, তাহাতে দুইটী প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। [২] হে গোবিন্দ! আমাদিগেরও মহৎ উদ্দেশ্য ইহা দ্বারাই সাধিত হইবে। রাজাদিগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করাতে আপনারও যশঃ হইবে। সেই রাজা অযুত নাগতুল্য বলবান্; সমবল ভীম ব্যতীত বলীদিগের, অন্যের ও [৩] দুর্বিবসহ। দ্বৈরথ যুদ্ধে তাহাকে জয় করিতে হইবে। শত অক্ষৌহিণীর সহিত সে জেয় নহে। সে ব্রাহ্মণের ভক্ত; ব্রাহ্মণেরা যাচ্ঞা করিলে, সে কখনও প্রত্যাখ্যান করে না [৪]।

---

১ দেবর্ষির মত রাজসূয়ে গমন। সভ্যগণের মত রাজাদিগের রক্ষা। শ্রীকৃষ্ণের মত উভয়ই।

২ (১) রাজসূয়, (২) শরণাগত রক্ষা।

৩ অর্থাৎ, তাঁহা হইতে যাঁহারা অধিক বলবান্ তাঁহাদিগেরও। ভীম যদিও সমবল, তথাপি তাঁহা কর্ত্তৃক জরাসন্ধের বধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৪ "কেন সেনা দ্বারাই জয় করা যাইবে" না; সে সেনা দ্বারা জেয় নহে। "যদি দ্বন্দ্ব যুদ্ধ না করে, সেনাই নিযুক্ত করে," এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইতেছে।

বৃকোদর ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া গমন করত তাঁহাকে (যুদ্ধার্থ) প্রার্থনা করিবেন। তিনি আপনার সান্নিধ্যে দ্বৈরথযুদ্ধে (তাঁহাকে) বধ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রূপহীন কালাত্মা পরমেশ্বর আপনার বিশ্ব সৃজন ও ধ্বংসকরণবিষয়ে ব্রহ্মা এবং রুদ্র নিমিত্তমাত্র।[৫] যেমন গোপী সকল[৬], লব্ধশরণ মুনিগণ এবং আমরা কুঞ্জররাজের, জনকনন্দিনীর এবং (আপনার) পিতা-মাতার (মোক্ষণ) গান করিয়া থাকেন ও থাকি; তেমনি (জরাসন্ধ কর্ত্তৃক বদ্ধ রাজগণের) মহিষী সকল নিজ নিজ গেহে তাঁহাদিগের শত্রুর বধ এবং স্বামিগণের বিমোক্ষণ গান[৭] করিতেছেন। কৃষ্ণ! জরাসন্ধের বধে অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। (রাজাদিগের) পুণ্যবিপাকহেতু এই যজ্ঞ তোমারও অভিপ্রেত বটে[৮]।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! দেবর্ষি, শ্রীকৃষ্ণ এবং যদুগণ, সকলেই উদ্ধবের এইপ্রকার যুক্তিবর্দ্ধিত সর্ব্বতোভদ্র বাক্যের সমাদর করিলেন।

অনন্তর ক্ষমতাশালী ভগবান্ দেবকীনন্দন যাত্রা করিবার নিমিত্ত গুরুজনকে বিজ্ঞাপন করিয়া দারুকজৈত্রাদি ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন। শত্রুনাশন বলদেবের অনুজ্ঞা লইয়া স্বীয় মহিষীদিগকে পুত্রগণ ও পরিচ্ছদের সহিত বাহির করিয়া দিয়া

---

৫ "আমি ত কিছুই করিব না? তবে আমার সান্নিধ্যের প্রয়োজন কি?,, এই আশঙ্কায় উত্তর দেওয়া হইল।

৬ শঙ্খচূড়ের বধ ও তাঁহাদিগের মোচন গান করে।

৭ আপন আপন পুত্রকে বলিতেছে, "বৎস! রোদন করিস্ না; শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে সংহার করিয়া তোর পিতাকে মোচন করিবেন।,,

৮ পাঠান্তরে বলা হয়, জরাসন্ধের পাপবিপাকহেতু।

সারথি কর্ত্তৃক আনীত স্বীয় মহৎ গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করিলেন। পরে রথী, গজারোহী, পদাতিক ও অশ্বারোহীদিগের দ্বারা বিরচিত ভয়ানক সেনায় পরিবৃত হইয়া মৃদঙ্গ, ভেরী, ঢক্কা, শঙ্খ ও গোমুখসমূহের প্রচণ্ড শব্দে শব্দিত দিক্ হইতে নির্গত হইলেন। উৎকৃষ্ট-বসন-আভরণ-চন্দন-ও-মাল্য-ধারিণী পতিব্রতা (মহিষী) সকল অসিচর্ম্মহস্ত নরগণ দ্বারা উত্তমরূপে রক্ষিত হইয়া সন্তানগণের সহিত নরযান-অশ্বযান-ও-কাঞ্চন-নির্ম্মিত-শিবিকা-যোগে পতি অচ্যুতের অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরিজননারী এবং বারনারী সকল উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া কটকুটি [১], কম্বল ও বস্ত্রাদি গৃহসামগ্রী লইয়া ঐ সকল সামগ্রী বলীবর্দ্দাদির পৃষ্ঠে দৃঢ়রূপে আরোহণ করাইয়া নর-উষ্ট্র-গো-মহিষ-গর্দ্দভ-অশ্বতরী-শকট-ও-হস্তিনীযোগে সর্ব্ব দিক্ হইয়া যাইতে লাগিল। তুমুল-রব-পূরিত সেই সৈন্য বৃহৎ ধ্বজপট, ছত্র, চামর এবং উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্র, কিরীট ও রথ দ্বারা, আর, দিবাভাগে সূর্য্যাংশু দ্বারা, সমুদ্র যেমন ক্ষুভিত তিমিঙ্গিল ও তরঙ্গসমূহ দ্বারা, তেমনি শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর (নারদ) মুনি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পূজিত ও সভাজিত এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনহেতু সুখিতেন্দ্রিয় হইয়া তাঁহার উদ্যোগ শুনিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিতে করিতে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। ভগবান্ বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করত রাজদূতকে এই কথা কহিলেন ; দূত ! ভয় করিও না ; তোমাদিগের মঙ্গল হউক্ ; মগধরাজকে বিনাশ করাইব।

---

১ উষীর (বেনা) প্রভৃতি তৃণ দ্বারা নির্ম্মিত গৃহ।

এই কথা শুনিয়া দূত প্রস্থান করিয়া রাজাদিগকে যথাবৎ কহিল; তাঁহারাও মুক্তিবিষয়ে সাভিলাষ ছিলেন; সুতরাং শৌরীর সন্দর্শন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

হরি আনর্ত্ত, সৌবীর, মরুদেশ ও কুরু উত্তীর্ণ হইয়া গিরি, নগর, গ্রাম, ব্রজ ও আকর সকল অতিক্রম করিয়া চলিলেন। তাহার পর মুকুন্দ দৃশদ্বতী ও সরস্বতী উত্তীর্ণ হইয়া পাঞ্চাল ও মৎস্যদেশ (অতিক্রম করত) ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। নরগণের দুর্দ্দর্শ সেই (শ্রীকৃষ্ণ) আগমন করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া অজাতশত্রু আনন্দিত হইয়া উপাধ্যায় ও বন্ধুবর্গের সহিত নির্গত হইলেন। যেমন ইন্দ্রিয় সকল প্রাণের প্রতি, তেমনি সেই (পাণ্ডুনন্দন) হৃষীকেশের প্রতি গীত-বাদিত্রশব্দ এবং তুমুল বেদশব্দের সহিত আদরপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পাণ্ডবের হৃদয় স্নেহে আর্দ্রীভূত হইল; তিনি বহুকালের পর দৃষ্ট প্রিয়তমকে বারম্বার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। রমার নির্দ্দোষ আশ্রয়ভূত মুকুন্দগাত্র আলিঙ্গন করিয়া নৃপতির অশুভ নাশ পাইল; লোচন আনন্দজলে পরিপূর্ণ হইল; এবং শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; তিনি লোক-ব্যবহার ভুলিয়া গেলেন; (এই ভাবে) পরম নিবৃতি প্রাপ্ত হইলেন। সেই মাতুলতনয়কে আলিঙ্গন করিয়া ভীম সুখিত ও লোমাঞ্চিত-কলেবর হইলেন; প্রেমাশ্রুতে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল আকুল হইল। নকুলসহদেব এবং অর্জ্জুনও আনন্দে সাশ্রুপূর্ণ-লোচন হইয়া সুহৃত্তম অচ্যুতকে আলিঙ্গন করিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত এবং নকুলসহদেব কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধদিগকে যথোপযুক্ত নমস্কার করিয়া

মান্য কুরু, সৃঞ্জয় ও কেকয়বংশীয়দিগকে মান্য করিলেন। সূত, মাগধ, বন্দী ও উপহাসক সকল এবং ব্রাহ্মণেরাও মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পটহ, বীণা, পণব ও বেণুর সহিত নৃত্য, গান এবং পদ্মলোচনকে সন্তুষ্ট, করিতে লাগিলেন। যাঁহাদিগের নাম-গুণ কীর্ত্তন করিলে পবিত্রতা জন্মে, তাঁহাদিগের শিরোমণি ভগবান্ এইরূপে বন্ধুগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও স্থূয়মান হইয়া অলঙ্কৃত নগরে প্রবেশ করিলেন। করিগণের মদগন্ধবিশিষ্ট জল দ্বারা নগরের পথ সকল সিক্ত হইয়াছিল ; এবং নগর বিচিত্রধ্বজ, কণকতোরণ, পূর্ণ কুম্ভ আর মার্জ্জিতকলেবর নূতন-দুকুল-অলঙ্কার-মাল্য-ও-চন্দন-ধারী যুবক ও যুবতীগণে শোভা পাইতেছিল। (শ্রীকৃষ্ণ) কুরুরাজের বাসস্থান দর্শন করিলেন ; উহার প্রতিগৃহেই প্রদীপ্ত দীপশ্রেণী ও পূজোপহার আয়োজন করা রহিয়াছে। জালমার্গ দ্বারা বিনির্গত ধূপ-(ধূমে) উহা দেখিতে অতিসুন্দর হইয়াছে ; এবং উহাতে পতাকা সকল বিলসিত হইতেছে। আর, শিরোভাগে হেমকলসবিশিষ্ট রজতময়-শৃঙ্গ-সম্পন্ন গৃহ উহাতে অনেক আছে। পুরুষলোচনের [১০] পানপাত্র [১১] দ্রব্য আগমন করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া যুবতীসকল ঔৎসুক্যবশতঃ বিশ্লথকেশা এবং ভ্রষ্টনীবী হইয়া তৎক্ষণমাত্রে গৃহকর্ম্ম ও শয্যায় স্বামিগণকে পরিত্যাগ করিয়া রাজমার্গে (তাঁহাকে) দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক দ্বারা পরিব্যাপ্ত সেই (রাজমার্গে) ভার্য্যাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গৃহোপরি অধিরূঢ় নারী সকল তাঁহার উপর কুসুম বর্ষণ

---

১০ তখন আর নারী লোচনের কথা কি ?

১১ " পান " অর্থাৎ, আদরপূর্ব্বক দর্শন এবং " পাত্র " অর্থাৎ, বিষয়।

করত মনে মনে আলিঙ্গন করিয়া জাতবিস্ময় দৃষ্টিক্ষেপ দ্বারাই তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। চন্দ্রসহচরী তারকা সকলের ন্যায়, পথে মুকুন্দপত্নীদিগকে দর্শন করিয়া স্ত্রীগণ কহিতে লাগিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ উদার হাস্য, লীলা এবং অবলোকন-কপটে এই যে সকল কামিনীর আনন্দ বিস্তার করিতেছেন, ইহাঁরা কি (পুণ্যই) করিয়াছিলেন!

(সে যাহা হউক) শ্রেণী-[১২]মুখ্য পৌরজনেরা বিশেষ বিশেষ স্থানে মঙ্গল হস্তে লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করত পাপশূন্য হইতে লাগিল। মুকুন্দ ব্যস্তসমস্ত উৎফুল্ললোচন অন্তঃপুরজন দ্বারা প্রীতিহেতু বেষ্টিত হইয়া রাজমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কুন্তী ভ্রাতৃতনয় ত্রিভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তা হইয়া পুত্রবধূর সহিত পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করত (তাঁহাকে) আলিঙ্গন করিলেন। রাজা আদরপূর্ব্বক দেবদেবেশ মুকুন্দকে গৃহে আনয়ন করত প্রমোদে অভিভূত হইয়া পূজার প্রকারবিশেষ ভুলিয়া গেলেন। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ পিতৃস্বসাকে এবং গুরুপত্নীদিগকে অভিবন্দন করিলেন; স্বয়ংও দ্রৌপদী এবং ভগিনী কর্ত্তৃক বন্দিত হইলেন। দ্রৌপদী শ্বশ্রুর উপদেশক্রমে রুক্মিণী, সত্যা, ভদ্রা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, শৈব্যা ও নাগ্নজিতীকে এবং সমুদায় শ্রীকৃষ্ণপত্নীকেই পূজা করিলেন। অন্যান্যও যে সকল স্ত্রী আসিয়াছিলেন, বস্ত্র, মাল্য ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগেরও অর্চ্চনা করিলেন।

---

১২ "শ্রেণী" অর্থাৎ এক শিল্পদ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগের দল।

যিনি রাজার প্রিয় সাধন করিবার নিমিত্ত সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত রথে আরোহণ করত বিহার করিয়া কএক মাস (হস্তিনায়) বাস করিয়াছিলেন, এবং যিনি ফাল্গুণের সমভিব্যাহারী হইয়া খাণ্ডব-(প্রদান) দ্বারা অগ্নিকে সন্তুষ্ট করত ময়কে মোচন করিয়া রাজাকে দিব্য সভা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, ধর্ম্মরাজ সেই জনার্দ্দনকে এবং তাঁহার সেনা, অমাত্যবর্গ ও মহিষীদিগকে নিত্য নূতন নূতন সুখ সম্ভোগ করাইয়া বাস করাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থযাত্রা-নামক একসপ্ততিতম
অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, একদা যুধিষ্ঠির মুনি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ভ্রাতৃ, আচার্য্য, কুলবৃদ্ধ, জ্ঞাতি, সম্বন্ধি ও বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে উপবেশন করত ইহাঁদিগের শ্রবণ-গোচরেই সম্বোধন করিয়া এই কথা কহিলেন।

শ্রীযুধিষ্ঠির কহিলেন, হে গোবিন্দ! যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা তোমার পাবনী বিভূতি সকলের যাগ করিব; প্রভো! তুমি আমাদিগের ঐ যজ্ঞ সম্পাদন কর। হে কমল-নাভ! হে ঈশ্বর! যে পবিত্র ব্যক্তি সকল নিরন্তর পাদুকাদ্বয়ের সন্নিকটে বিচরণ করেন, ধ্যান করেন, অথবা অমঙ্গল নাশের

নিমিত্ত উঁহার গুণ কীর্ত্তন করেন, তাঁহারই সংসারমুক্তি প্রাপ্ত হন; আর, যদি মঙ্গল কামনা করেন, তাহা হইলে তাহারাই লাভ করেন, অন্যেরা [১] নহেন। [২] অতএব, দেব! এই সকল লোক ভবদীয়-চরণারবিন্দসেবার মহিমা দর্শন করুক; বিভো! কুরু ও সৃঞ্জয়দিগের মধ্যে যাঁহারা তোমাকে ভজনা করেন, আর, যাঁহারা না করেন, তাঁহাদিগের উভয়েরই মর্য্যাদা প্রদর্শন কর। তুমি উপাধিহীন, সকলের আত্মা, (সুতরাং) সমদর্শী এবং আত্মারাম; অতএব "নিজ" ও "পর" তোমার এ জ্ঞান নাই; তথাপি, যাঁহারা সেবা করেন, কল্পতরুর ন্যায়, তোমার তাহাদিগের প্রতিই অনুগ্রহ হইয়া থাকে; সেবার অনুযায়ী ফলোদয় হয়; ইহাতে অন্যথাভাব নাই [৩]।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে রাজন্! হে শত্রুকর্ষণ! আপনি সমুচিত উদ্যোগ করিয়াছেন। ইহা হইতে সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া আপনার মঙ্গলদায়িনী কীর্ত্তি হইবে। প্রভো! এই যজ্ঞরাজ ঋষিগণের, পিতৃগণের, দেবগণের, বন্ধুগণের, যাবতীয় প্রাণি-গণের এবং আমাদিগের ও অভীপ্সিত। সমুদায় নৃপতিকে জয় ও পৃথিবী বশীভূত করিয়া যাবতীয় সংভার সুসংপাদন

---

১ চক্রবর্ত্তীরাও।

২ যিনি চক্রবর্ত্তী রাজা তাঁহারই ত এইপ্রকার মনোরথ; তুমি ইহা কিরূপে করিবে?" এই বাক্য অশেঙ্কা করিয়া বলা হইল, "হে কমল-নাভ!" ইত্যাদি "নহে" পর্য্যন্ত।

৩ "আমি ত রাগাদিবিহীন আমাতে এরূপ বৈষম্য কিপ্রকারে সম্ভবে" এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল "তুমি উপাধিহীন" ইত্যাদি "নাই" পর্য্যন্ত।

অর্থাৎ, যেমন কল্পবৃক্ষের রাগাদি না থাকিলেও, যাঁহারা সেবা করেন, তাঁহাদিগকেই ফল প্রদান করিয়া থাকে, অন্যদিগকে নহে, তেমনি "তথাপি, যাঁহারা" ইত্যাদি।

করত উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। রাজন্! আপনার এই সকল ভ্রাতা লোকপালদিগের অংশে উৎপন্ন; আর, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিসকলের অজেয় আমাকে জিতেন্দ্রিয় আপনি বশীভূত করিয়াছেন। পার্থিবের কথা দূরে থাকুক, দেবতাও মৎপরায়ণ ব্যক্তিকে প্রভাব, যশঃ, লক্ষ্মী বা সৈন্যাদিসামগ্রী দ্বারা পরাজয় করিতে সমর্থ হন না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, ভগবানের উক্তি শ্রবণ করিয়া প্রীতিহেতু রাজার মুখপদ্ম প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। তিনি বিষ্ণুর তেজো দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ভ্রাতাদিগকে দিগ্বিজয়ে নিযুক্ত করিলেন। সৃঞ্জয়গণের সহিত সহদেবকে দক্ষিণ দিকে, মৎস্যদিগের সহিত নকুলকে পশ্চিম দিকে, কেকয়দিগের সহিত অর্জ্জুনকে উত্তর দিকে এবং মদ্রকদিগের সহিত ভীমকে পূর্ব্ব দিকে প্রেরণ করিলেন। রাজন্! সেই সকল বীর চতুর্দ্দিক্ হইতে বলপূর্ব্বক রাজাদিগকে জয় করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রচুর ধন আনিয়া দিলেন।

জরাসন্ধকে জয় করা হয় নাই, শ্রবণ করত রাজা চিন্তিত হইলে আদ্য হরি, উদ্ধব যে উপায় কহিয়াছিলেন, তাহাই প্রস্তাব করিলেন।

রাজন্! (অনন্তর) ভীমসেন, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ, এই তিন জন ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া, যে গিরিব্রজে বৃহদ্রথের পুত্র বাস করিতেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণবেশী ক্ষত্রিয়েরা গৃহস্থিত সেই (জরাসন্ধের) গৃহে আতিথ্যবেলায় গমন করিয়া তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণসেবা যাচ্ঞা করিলেন। (কহিলেন,) রাজন্! আমাদিগকে অতিথি বলিয়া জানুন;

আমরা অর্থী; দূর দেশে আগমন করিয়াছি; অতএব আমরা যাহা কামনা করি, তাহা দান করুন; আপনার মঙ্গল হউক্। ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগের অসহ্য কি? অসজ্জনগণের অকার্য্য কি? দানশীল লোকদিগের অদেয় কি? আর সমদর্শী-গণের পর কে? ৪ সাধুদিগের যশ চিরস্থায়ী; এবং কীর্ত্তন-যোগ্য; যিনি স্বয়ং সমর্থ হইয়া অনিত্য শরীর দ্বারা সেই যশ সংগ্রহ না করেন, তিনি নিন্দনীয়; তাঁহার জন্য শোক করিতে হয়। ৫ হরিশ্চন্দ্র, ৬ রন্তিদেব, ৭ মুদ্গল, ৮ শিবি, ৯ বলি, ১০

৪। "আচ্ছা, নির্দ্দেশ করিয়া বল যে, আমরা এই চাই; নতুবা যে পুত্রাদির বিয়োগ সহ্য করা যায় না, তাহাদিগকে কিপ্রকারে দেওয়া যায়? এইরূপ, রাজার ভূষণ কিরীটাদি অদেয়, ভিক্ষুককে কিপ্রকারে দেওয়া যায়? এইপ্রকার, মনোহর রত্নাভরণাদি পুত্রাদিরই যোগ্য, পরকে কি করিয়া দান করা যাইতে পারে?" ইত্যাদি বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল; "ক্ষমাশীল" ইত্যাদি "পর কে?" পর্য্যন্ত।

৫ আরও, যিনি বুদ্ধিমান্ হইবেন, তিনি মৃত্তিকা ও জলাদির ন্যায় অর্থীকে প্রাণ দান করিতেও অস্বীকার করিবেন না।

৬ হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের ঋণ শোধ করিবার নিমিত্ত ভার্য্যাপুত্রাদি সমুদায় বিক্রয় করত নিজে চণ্ডাল হইয়াও শেষে নির্ব্বিঘ্ন হইয়া অযোধ্যা বাসীদিগের সহিত স্বর্গে গমন করেন।

৭ রন্তিদেব কুটুম্বগণের সহিত অষ্টচত্বারিংশ দিবস জলমাত্রও না পাইয়া, শেষে কিঞ্চিৎ অন্ন পাইয়া তাহা অর্থীকে দান করত ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

৮ মুদ্গল উঞ্ছবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করিতেন; তিনি কুটুম্বদিগের সহিত ছয় মাস কষ্ট পাইয়াও অতিথিকে দান করত ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

৯ শিবি শরণাগত কপোতকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় মাংস শ্যেন পক্ষীকে দান করিয়া স্বর্গে গমন করেন।

১০ বলি ব্রাহ্মণরূপী হরিকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া তাঁহাকেই আত্মসাৎ করেন।

ব্যাধ, কপোত,[১১] এবং (অন্যান্য) অনেকে অনিত্য (শরীর) দ্বারা নিত্য (লোক) প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, স্বর, আকৃতি ও জ্যাঘাত-চিহ্নিত প্রকোষ্ঠ দ্বারা তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় এবং দৃষ্টপূর্ব্ব[১২] জানিয়া (জরাসন্ধ) চিন্তা করিতে লাগিলেন;—ইহাঁরা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের চিহ্ন ধারণ করিতেছেন; দুস্ত্যজ আত্মা প্রার্থিত হইলেও, অদ্য ইহাঁ-দিগকে দান করিব। শ্রীবিষ্ণু ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রাহ্মণবেশে বলিকে ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; তথাপি কি চারি দিকে বলির নিষ্কলঙ্ক কীর্ত্তি শ্রুতিগোচর হয় না? দৈত্যরাজ জানিতে পারিয়াও এবং নিবারিত হইয়াও ব্রাহ্মণরূপী শ্রীবিষ্ণুকে পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। দেহ পত-মান; ক্ষত্রিয়ের দেহ ব্রাহ্মণের কার্য্য সিদ্ধি করিয়া বিপুল যশ লাভ করিতে যদি চেষ্টা না করে, তাহা হইলে তাহার জীবিত থাকার প্রয়োজন কি?

উদারবুদ্ধি (জরাসন্ধ) এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও বৃকোদরকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আপনাদিগের অভিলষিত প্রার্থনা করুন; আমি আপনাদিগকে আপন মস্তকও দান করিব।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যদি মন হয়, আমাদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ দান করুন; আমরা ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ প্রার্থনা করিয়া উপস্থিত

---

১১ কপোত অতিথি ব্যাধকে কপোতীর সহিত নিজ মাংস প্রদান করিয়া বিমানে চড়িয়া স্বর্গে গমন করে: ব্যাধও তাহাদিগের সমস্ত দর্শন করত আত্মাকে ধিক্কার দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করত বনদাহে দগ্ধ ও পাপ-শূন্য হইয়া স্বর্গে আরোহণ করে।

১২ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরাদিস্থলে।

হইয়াছি ; অন্য কিছু কামনা করি না। ইনি কুন্তীর নন্দন বৃকোদর। ইনি ইহাঁর ভ্রাতা অর্জ্জুন। আমাকে এই দুই জনের মাতুলপুত্র এবং আপনার শত্রু কৃষ্ণ বলিয়া জানুন।

সেই মাগধ রাজা এই আবেদন শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন ; এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, রে মন্দ সকল ! তবে তোমাদিগকে যুদ্ধ দান করি। তুমি ভীরু ; যুদ্ধে তোমার চিত্ত অস্থির হয় ; তুমি নিজ পুরী মথুরা ত্যাগ করিয়া [১৩] সমুদ্রের শরণ লইয়াছ ; আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না। এই অর্জ্জুনও বয়সে কনিষ্ঠ ; ইহার বলও অধিক নহে ! দেহেও আমার তুল্য নহে ; অতএব এ যোদ্ধা হইতে পারে না। ভীম বলে আমার সমতুল্য।

(রাজা) এই কথা কহিয়া ভীমসেনকে মহতী গদা দান করিয়া স্বয়ং আর একটী গদা লইয়া ভবন হইতে বহির্ভাগে নির্গত হইলেন।

তাহার পর দুই রণদুর্ম্মদ বীর যুদ্ধাঙ্গনে মিলিত হইয়া বজ্র-সদৃশী দুই গদা দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। বাম ও দক্ষিণভাবে বিবিধ মণ্ডলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যুদ্ধ রঙ্গপ্রবিষ্ট দুই নটের যুদ্ধের ন্যায় [১৪] শোভা পাইতে লাগিল। রাজন্ ! অনন্তর প্রক্ষিপ্ত দুই গদার বজ্রপাত সদৃশ চট্‌চটাশব্দ, দুই হস্তীর দন্তদ্বারা (আঘাত শব্দের ন্যায়

---

১৩ অর্থাৎ, তুমি আমার ভয়ে স্বীয় পুরী ত্যাগ করিয়াছ, এই কারণে তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।

১৪ কাহারই কোন মঙ্গল সিদ্ধ হইল না, এই জন্য এইরূপ উপমা দেওয়া হইল।

শোভা পাইল।) যেমন দুই অর্ক[১৫]শাখা যুদ্ধপ্রবৃত্ত দীপ্তক্রোধ দুই হস্তীর, তেমনি ভুজবেগ দ্বারা প্রক্ষিপ্ত দুই গদা পরস্পরের নিকট হইতে (আসিয়া) স্কন্ধ, কটি, পাদ, হস্ত, উরু ও জত্রু প্রাপ্ত হইয়া চূর্ণীকৃত হইল। সেই দুই গদা এইরূপে প্রহত হইলে দুই নরবীর ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় স্বীয় লৌহস্পার্শমুষ্টি দ্বারা চূর্ণীকৃত করিলেন। দুই বারণের ন্যায়, প্রহারকারী তাঁহাদিগের দুই জনের তলতাড়ন হইতে নির্ঘাতবজ্রের ন্যায় কঠোর শব্দ হইল। রাজন্! তাঁহাদিগের দুই জনেরই শিক্ষা, বল, এবং প্রভাব সমান ছিল; কাঁহারই বেগ ক্ষীণ হইল না; তাঁহারা পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে যুদ্ধের কোন ইতর বিশেষ হইল না। হরি শত্রুর জন্ম,[১৬] মৃত্যু[১৭] এবং জীবিত জ্ঞাত ছিলেন; তিনি আপন তেজে পার্থকে আপ্যায়িত করিয়া জরা রাক্ষসীর কার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন[১৮]। অমোঘদর্শন (শ্রীকৃষ্ণ) চিন্তা করিয়া, একটী শাখা বিদারণ করিয়া সঙ্কেত দ্বারা ভীমকে শত্রুর বধোপায় প্রদর্শন করিলেন। মহা-বলবান্, প্রহারকারীদিগের শ্রেষ্ঠ ভীম তাহা বুঝিতে পারিয়া দুই পদ ধারণ করিয়া শত্রুকে ভূমিতলে পাতিত করিলেন। (অনন্তর) পদ দ্বারা এক পদ চাপিয়া দুই হস্তে অন্য পদ ধারণ করত, মহাগজ যেমন শাখা, তেমনি গুহ্যদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদারণ করিলেন। লোক

---

১৫ ভেরাণ্ডা।

১৬ খণ্ডরূপে জন্ম।

১৭ আবার খণ্ড হওয়া।

১৮ অর্থাৎ, জরা খণ্ড যোগ করিয়াছিল, এ কিপ্রকারে আবার খণ্ড হইবে, এই চিন্তা করিলেন।

সকল একমাত্র-পাদ-উরু-বৃষণ[১৯]-কটি-পৃষ্ঠ-স্তন-স্কন্ধ-বাহু-চক্ষুঃ-ভ্রূ-ওকর্ণ-বিশিষ্ট দুইটী খণ্ড দর্শন করিল। মগধরাজ নিহত হইলে মহা হাহাকার উঠিল। অর্জ্জুন ও অচ্যুত, আলিঙ্গন করিয়া, ভীমের পূজা করিলেন।

ভূতভাবন অমোঘাত্মা প্রভু ভগবান্ সেই (জরাসন্ধের) পুত্র সহদেবকে মাগধদিগের রাজা (করিয়া) অভিষেক করিলেন; এবং মগধরাজ যাঁহাদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই ক্ষত্রিয় সকলকে মোচন করাইয়া দিলেন।

জরাসন্ধ-বধ-নামক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, দুই অযুত অষ্ট শত (রাজা) যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গিরিদ্রোণীতে রুদ্ধ ছিলেন; মলিন, মলিন-বাসা, ক্ষুধাক্ষীণ, শুষ্কবদন এবং রুদ্ধকরণজন্য শীর্ণ-দেহ (সেই সকল রাজা উহা হইতে) বহির্গত হইয়া ঘনশ্যামকে দর্শন করিলেন; তাঁহার পরিধান পীত বসন; (বক্ষঃস্থলে) শ্রীবৎস চিহ্ন; চারি খানি বাহু; চক্ষু পদ্মের অভ্যন্তরভাগের ন্যায় অরুণবর্ণ; বদন সুন্দর ও প্রসন্ন; মকরকুণ্ডল স্ফূর্ত্তিশালি; এবং

---

১৯ বীজ-কোষ।

হস্তে পদ্ম ; তিনি গদা, শঙ্খ এবং চক্রচিহ্নে চিহ্নিত ; কিরীট, হার, কটক, কটিসূত্র ও অঙ্গদ দ্বারা ভূষিত হইয়াছেন ; তাঁহার গ্রীবার সংযোগে উৎকৃষ্ট মণি দীপ্তি পাইতেছে ; এবং বনমালা তাঁহার কণ্ঠ অবলম্বন করিয়া বিলম্বিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যে আহ্লাদ জন্মিল, তাহাতেই রাজাদিগের সংরোধজন্য ক্লেশ দূর হইল ; আর, তাঁহাদিগের পাপও নষ্ট হইল ; তাঁহারা চক্ষু-যুগল দ্বারা যেন পান, জিহ্বা দ্বারা যেন লেহন, দুই নাসারন্ধ্র দ্বারা যেন আঘ্রাণ, এবং বাহুযুগল দ্বারা যেন আলিঙ্গন করিয়া মস্তকরাজি দ্বারা হরির দুই চরণে প্রণাম করিলেন ; এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বাক্য দ্বারা হৃষীকেশের স্তব করিতে লাগিলেন।

রাজগণ কহিলেন, হে দেবদেবের ঈশ্বর ! হে অব্যয় ! আপনাকে নমস্কার ; হে কৃষ্ণ ! আমরা শরণাগত, আমাদিগের নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে ; ঘোর সংসার হইতে আমাদিগকে মুক্ত করুন। নাথ ! আমরা অণুমাত্রও দোষদৃষ্টিতে এই মগধরাজকে দর্শন করি না ; [১] কারণ, বিভো ! রাজাদিগের (যে) রাজ্যচ্যুতি, (সে আপনার অনুগ্রহ !) রাজা রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যমদে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া মঙ্গল প্রাপ্ত হন না ; আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া অনিত্য সম্পত্তিকে নিত্য মনে করেন। যেমন বালকেরা মৃগতৃষ্ণাকে জলাশয় মনে করে, তেমনি অবিবেকী ব্যক্তি সকল বৈকারিক [২] মায়াকে বস্তু জ্ঞান করে। পূর্ব্বে

---

১ "আপনারা জরাসন্ধের প্রতি অসূয়া করিতেছেন ; এবং ইহকালে ভোগে আসক্ত; পরকালেও ভোগে বাসনা করেন; অতএব আপনাদিগকে কি করিয়া মুক্ত করিব ?" এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল,।

২ অর্থাৎ, শব্দাদি বিকার সম্পন্ন।

ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে আমাদিগেরও বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছিল; পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করত, এই অতিনির্দ্দয় ও দুর্ম্মদ আমরা সম্মুখে মৃত্যুরূপী আপনাকে গ্রাহ্য না করিয়া আপন আপন প্রজা বধ করিয়াছি। হে শ্রীকৃষ্ণ! সম্পত্তির গভীরবেগশালি দুরন্ত বীর্য্য দ্বারা চালিত সেই আমরাই কালেতে এবং আপনার কিঞ্চিন্মাত্র অনুগ্রহেতে করিয়া নষ্টদর্প হইয়া অদ্য আপনার চরণযুগল স্মরণ করিতেছি। ইহার পর রাজ্য কামনা করি না; রাজ্য মৃগতৃষ্ণার সদৃশ, নিরন্তর-পতন-শীল এবং রোগ সকলের জন্মভূমি দেহ দ্বারা উহার উপাসনা করিতে হয়। বিভো! পর কালেও কর্ম্মফল অভিলাষ করি না; কর্ম্মফল কর্ণের রুচিজনকমাত্র।[৩] অতএব আমাদিগকে উপায় আজ্ঞা করুন, যাহাতে করিয়া, যদিও আমারা এই স্থানে সংসারে প্রবর্ত্তিত থাকি, তথাপি যেন ভবদীয় চরণযুগল স্মরণ করিতে বিরত না হই। শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, হরি, পরমাত্মা, প্রণতজনের ক্লেশনাশক গোবিন্দকে নমস্কার, নমস্কার।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, বৎস! শরণ্য দয়ালু ভগবান্ মুক্তবন্ধন রাজগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া মনোহর বাক্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে রাজগণ! আপনারা যেমন অভিলাষ করিয়াছিলেন, তেমনি আজি হইতে নিশ্চয়ই অখি-

---

৩ অর্থাৎ স্বর্গাদিতে গমন করিলেও স্পর্দ্ধা দূর না হওয়াতে সুখানুভব হয় না।

লেশ্বর আত্মা আমাতে আপনাদিগের সুদৃঢ় ভক্তি জন্মিবে। হে নৃপতি সকল! আপনাদিগের সংকল্প অতি উত্তম। আপনারা সত্য কথাই কহিতেছেন; আমি দেখিতেছি, শ্রী-ও-ঐশ্বর্য্যজন্য যদৃচ্ছাচার রাজগণের উন্মাদক। কার্ত্তবীর্য্য[৪] নহুষ,[৫] বেণ,[৬] রাবণ,[৭] নরক,[৮] এবং অন্যান্য দেব, দৈত্য ও রাজগণ ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব হেতু স্থান হইতে পতিত হইয়াছেন। এই দেহাদি উৎপাদ্য (বস্তুর) অন্ত আছে, আপনারা এই জানিয়া আমার যাগ করত সাবধান হইয়া ধর্ম্মপূর্ব্বক প্রজা রক্ষা করিবেন। সন্ততিবিস্তার, এবং সুখ দুঃখ, মঙ্গল অমঙ্গল, যেমন পাইবেন তেমনি ভোগ, করিয়া আমাতে চিত্ত বিনিবিষ্ট রাখিয়া বিচরণ করিবেন। দেহাদিতে উদাসীন আত্মানন্দে নিরত ও ধৃতব্রত হইয়া, সম্পূর্ণরূপে আমাতে মন আবিষ্ট রাখিয়া অন্তে ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, ভুবনেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিচারক ও পরিচারিকাদিগকে রাজাদিগের মজ্জনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। হে ভারত! তাঁহারা সুন্দররূপে স্নাত ও সমগ্ররূপে অলঙ্কৃত হইলে সহদেবের দ্বারা রাজোচিত বস্ত্র, ভূষণ,

---

৪ পরশুরামের পিতার কামধেনু হরণ করিয়া চক্রবর্ত্তী কার্ত্তবীর্য্য পুত্রদিগের সহিত নিহত হন।

৫ নহুষ ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া উন্মত্ত হইয়া শচীর সঙ্গ উপভোগ করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে শিবিকা বাহন করাইয়া সেই ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তৃকই স্বর্গ হইতে ভ্রংশিত হইয়া অজাগরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৬ বেণও উন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে তিরস্কার করত তাঁহাদিগের কর্ত্তৃকই হুংকার দ্বারা হত হন।

৭ রাবণের দশা বিখ্যাতই আছে।

৮ নরক অদিতির কুণ্ডল প্রভৃতি হরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হন।

মাল্য ও চন্দন, দেওয়াইয়া এবং উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগের পূজা করাইলেন; রাজোচিত তাম্বূলাদি ভোগও প্রদান করাইলেন। সেই সকল রাজা মুকুন্দ কর্তৃক ক্লেশ হইতে মোচিত এবং পূজিত হইয়া মার্জ্জিত কুণ্ডল ধারণ করত, বর্ষার শেষে গ্রহগণের ন্যায়, দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ) বিবিধ মিষ্ট বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া মণিকাঞ্চন-ভূষিত (রাজাদিগকে) রথ ও সদশ্ব সকলে আরোহণ করাইয়া নিজ নিজ দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা সাতিশয়মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এইপ্রকারে কষ্ট হইতে মোচিত হইয়া সেই জগৎ-পতিকে এবং তাঁহার কার্য্যসমূহকে চিন্তা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। (তাঁহারা) পৌরজনগণের নিকট মহাপুরুষের কার্য্য নিবেদন করিলেন; এবং ভগবান্ যেরূপ আদেশ করি-য়াছিলেন, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সেইরূপে খলের শাসন করিতে লাগিলেন।

কেশব ভীমসেন দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করিয়া সহদেব কর্তৃক পূজিত হইয়া কুন্তীর দুই পুত্রের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। শত্রুবিজয়ী তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া নিজ বন্ধুদিগকে আনন্দিত এবং শত্রুদিগকে দুঃখিত করিয়া তিন শঙ্খ বাদন করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থবাসী সকল তাহা শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিল, মগধরাজ হত হইয়াছেন; রাজা (যুধিষ্ঠিরও) আপনাকে লব্ধমনোরথ জ্ঞান করিলেন।

অনন্তর ভীম, অর্জ্জুন ও জনার্দ্দন রাজাকে বন্দনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সমুদায় শ্রবণ করাই লেন। ধর্ম্মরাজ কেশবের সেই কৃপা শ্রবণ করিয়া প্রেম-

বশতঃ আনন্দাশ্রুকণা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, কিছুই বলিলেন না।

জরাসন্ধবধের পর রাজগণের মোচননামক
ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, বিভো! রাজা যুধিষ্ঠির এইপ্রকারে জরাসন্ধের বধ এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রভাব শ্রবণ করত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন।

শ্রীযুধিষ্ঠির কহিলেন, ত্রৈলোক্যের গুরু সকল [১] এবং সমুদায় লোক ও লোকপালগণ (যাঁহার) দুর্লভ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মস্তকে করিয়া বহন করেন, হে পদ্মলোচন! হে ঈশ্বর! হে ভূমন্! সেই আপনি দীন ও অভিমানী আমাদিগের আজ্ঞা পালন করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত বিড়ম্বনা। [২] আপনি এক, অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা; যেমন সূর্য্যের, তেমনি আপনার তেজ কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধিও পায় না, হ্রস্বও হয় না। আর, হে মাধব! হে অজিত! আপনার ভক্তদিগের, পশুদিগের শরীরবিষয়ক বুদ্ধির ন্যায়, "আমার" ও "আমি" এবং "তোমার" ও "তুমি" এরূপ ভিন্ন বুদ্ধি নাই।

কুন্তীনন্দন এই কথা কহিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া

---

১ সনকাদি।

২ অর্থাৎ, নরলোকের বিশেষ অনুকরণ।

যজ্ঞোপযুক্ত সময়ে অভিযুক্ত,[৩] বেদবাদী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগকে বরণ করিলেন।

রাজন্! দ্বৈপায়ন, ভরদ্বাজ, সুমন্তু, গোতম, অসিত, বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিত, বিশ্বামিত্র, বামদেব, জৈমিনি, সুমতি, ক্রতু, পৈল, পরাশর, গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্ব্বা, কশ্যপ, ধৌম্য, ভার্গব, রাম, আসুরি, বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দ, বীরসেন, অকৃতব্রণ ও অন্যান্য (ঋষি,) আর, দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপাদি ও সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি বিদুর, ব্রাহ্মণগণ, বৈশ্যগণ, শূদ্রগণ, সমুদায় রাজগণ, এবং রাজ প্রকৃতিগণ যজ্ঞদর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া তথায় আগমন করিলেন।

অনন্তর সেই সকল ব্রাহ্মণ স্বর্ণলাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে বেদ-অনুসারে রাজাকে দীক্ষিত করিলেন। পূর্ব্বে যেমন বরুণের, তেমনি (রাজার যজ্ঞে) উপকরণ সকল সুবর্ণের হইয়াছিল।

বিরিঞ্চি ও শঙ্করের সহিত ইন্দ্রাদি লোকপালগণ; গণের সহিত সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও মহাউরগ সকল; মুনিগণ; যক্ষগণ; রাক্ষসগণ; পক্ষিগণ; কিন্নরগণ; চারণগণ; এবং সর্ব্বত্র হইতে যে সকল রাজা ও রাজপত্নীগণ নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিস্মিত না হইয়া,[৪] শ্রীকৃষ্ণভক্ত রাজা পাণ্ডুতনয়ের রাজসূয়যজ্ঞকে সুসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিলেন।

দেবতার ন্যায় কান্তিশালী যাজক সকল, দেবতারা যেমন

---

৩ বসন্তাদি সময়ে। যাঁহারা বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।

৪ কারণ, শ্রীকৃষ্ণ রাজার সহায়।

বরুণকে, তেমনি মহারাজকে রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা বিধিবৎ যাজন করিলেন। যজ্ঞান্তস্নানদিবসে পৃথিবীপতি সমাহিত হইয়া মহাভাগ যাজক ও সদসম্পতিদিগকে যথাবৎ পূজা করিলেন। যোগ্য ব্যক্তি অনেক হওয়াতে, কিনি সদস্যগণের অগ্র্য পূজা পাইবেন, সভাসদ্‌গণ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সহদেব কহিলেন;—যদুগণের অধিপতি ভগবান্ অচ্যুত অগ্র্য পূজা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য; ইনিই সকল দেবতা; এবং দেশ, কাল ও ধনাদি। ইনি এই বিশ্বের আত্মা; এবং যজ্ঞ সকলেরও আত্মা; আর, ইনি অগ্নি, আহুতি ও মন্ত্রসকল; এবং জ্ঞান ও যোগের চরম-সীমা। ইনি এক এবং অদ্বিতীয়; এই জগতের আত্মাও ইনি [৫]; হে সভ্যগণ! এই আত্মাশ্রয় অজ আপনা দ্বারা এই জগৎ সৃজন, পালন ও নাশ করিতেছেন। [৬] এই জন্য এই সমস্ত লোক ইহাঁর অনুগ্রহ দ্বারা ইহ লোকে বিবিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মাদিরূপ মঙ্গলসাধন করিতেছেন। অতএব মহৎ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ পূজা দান করুন; এরূপ হইলে সর্ব্বভূতের আত্মার পূজা করা হইবে। যিনি দানের আনন্ত্য ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বভূতের আত্মভূত, ভেদজ্ঞানবিহীন, শান্ত, পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে দান করা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবজ্ঞ সহদেব এই কথা কহিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সাধুশ্রেষ্ঠ সকলে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

---

৫ "আচ্ছা, জ্ঞান ত একপর, আর যোগ সবিশেষপর; তবে উভয়ের ঐক্য কিরূপে সম্ভবে?" এই আশঙ্কা করিয়া বলা হইল। অর্থাৎ, ইনি একই; বিশেষণভূত সমুদায় প্রপঞ্চ ইহারই স্বরূপ।

৬ এইটী পূর্ব্বকথার হেতু।

রাজা ব্রাহ্মণগণের বাক্য [৭] শ্রবণ করিয়া এবং সভাসদ-দিগের মত জানিয়া আনন্দিত ও প্রণয়ে বিহ্বল হইয়া হৃষীকেশের পূজা করিলেন। তাঁহার পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিয়া ভার্য্যা, অনুজ, অমাত্য ও কুটুম্বগণের সহিত আনন্দে লোক-পাবন সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন। পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র এবং অমূল্যভূষণ সকলের দ্বারা পূজা করিয়া অশ্রুজলে পূর্ণ-লোচন হইয়া ভাল করিয়া দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না।

সমুদায় লোক (শ্রীকৃষ্ণকে) এইরূপে পূজিত হইতে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া " জয় " " নমঃ " এই বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন ; পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল।

এইপ্রকার শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনহেতু দমঘোষ-তনয়ের ক্রোধ জন্মিল ; তিনি আপন আসন হইতে উত্থান করত ক্রুদ্ধ হইয়া এবং ভীত না হইয়া বাহু উত্তোলন করত ভগবান্‌কে বটুবাক্য সকল শ্রবণ করাইয়া এই কথা কহি-লেন ;—দুরত্যয় কালই ঈশ্বর, এই যে শ্রুতি আছে, তাহা সত্য ; কারণ বালকের বাক্যে বৃদ্ধগণেরও বুদ্ধি ভিন্ন হইতেছে। হে সদস্পতি সকল ! আপনারা পাত্রজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ ; শ্রীকৃষ্ণ পূজার যোগ্য, এই বালক-বাক্য গ্রাহ্য করিবেন না। কাক যেমন যজ্ঞীয় দ্রব্যের, তেমনি যাঁহারা তপস্যা-বিদ্যা-ও-ব্রতধারী, জ্ঞানেতে করিয়া যাঁহাদিগের পাপ নষ্ট হইয়াছে, যাঁহারা ব্রহ্ম-নিষ্ঠ এবং লোকপালেরা যাঁহাদিগের পূজা করেন, সেই সকল শ্রেষ্ঠ ঋষি সদস্পতিদিগকে অতিক্রম করিয়া, কুলপাংসন

---

৭ সাধু, সাধু।

গোপাল পূজার, কিরূপে যোগ্য হইতে পারে? যে বর্ণ, আশ্রম ও কল হইতে ভ্রষ্ট, [৮] সমুদায় ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত, [৯] স্বেচ্ছাচারী [১০] এবং সমুদায় গুণে হীন, [১১] সে কি করিয়া পূজা প্রাপ্ত হয়? যযাতি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত, সাধুগণ কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত, এবং নিরন্তর বৃথাপানে নিরত ইহাদিগের কুল কিপ্রকারে পূজার যোগ্য হয় [১২]? ইহারা দস্যু; ব্রহ্মর্ষিসেবিত দেশ পরিত্যাগ করিয়া যথায় বেদাধ্যয়ন জন্য তেজ নাই, সেই সমুদ্র দুর্গ আশ্রয় করিয়া প্রজা পীড়ন করিতেছে। [১৩]

---

৮ ইনি ব্রহ্ম, সুতরাং ইহার নাম গোত্র নাই।

৯ পূর্ব্বোক্ত কারণ হেতু অধিকারী নহেন, সুতরাং সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত।

১০ পরমেশ্বর, সুতরাং স্বেচ্ছাচারী।

১১ ঈশ্বর, সুতরাং তমঃ আদি গুণে হীন।

১২ "যযাতি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত" ইত্যাদি বিশেষণ কএকটি কাকূক্তি। অর্থাৎ, যযাতি অভিসম্পাত করিয়াছেন বলিয়াই কি সাধুজনেরা পরিত্যাগ করিয়ছেন? না, মস্তকে ধারণ করেন। আর, আমাদিগের কুলের ন্যায় কি বৃথা পানরত? না, নিত্যসদাচার নিরত। যদুদিগের ত এই মাহাত্ম্য; ইনি কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর; কেবল পূজা কি করিয়া পান?

১৩ এইটী মূলের যে কবিতাটীর অর্থ, সমাস ও সন্ধির বলে তাহার অন্য অর্থ করা যায়, যথা;—

বেদ ও বেদাধ্যয়ন-বিরুদ্ধ যে সকল পাষণ্ড, বাস্তবিক অধার্ম্মিক হইয়াও ধার্ম্মিকের ন্যায় দেখায়, সুতরাং যাঁহাদিগকে বুঝিয়া উঠা দুষ্কর; ইহাঁরা (যদুগণ) তাহাদিগকে পাষণ্ড-বেশ ছাড়াইয়া দণ্ড করেন; দস্যু প্রজাদিগকেও দণ্ড করেন।

পূর্ব্বে যে "যেমন কাক" ইত্যাদি বলা হইয়াছে তাহারও ঐরূপ অন্য অর্থ হয়। যথা:—

যিনি সুখদুঃখহীন, এবং পাষণ্ডদিগের নাশকারী সুতরাং যাঁহার সমুদায় অভিলষিতই লব্ধ হইয়াছে, তিনি যেমন অলব্ধকাম দেবাদির ভোগ্য কেবল পুরোডাশের যোগ্য হন না, ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত ভিন্নার্থ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে শিশুপাল স্তবই করিলেন।

নষ্ট-মঙ্গল (দম-ঘোষ-তনয়) ইত্যাদি পরুষ বাক্য সকল কহিলেন; সিংহ যেমন শৃগালরব, ভগবান্ তেমনি (ঐ সকল শ্রবণ করিয়া) কোন কথাই কহিলেন না। সভাসদ্গণ সেই অসহ্য ভগবন্নিন্দা শ্রবণ করিয়া কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করত ক্রোধে চেদিরাজকে অভিশাপ করিতে করিতে নির্গত হইলেন; যিনি ভগবানের বা ভগবৎপর জনের নিন্দা শ্রবণ করিয়া সে স্থান হইতে বহির্গত না হন, তিনি পুণ্য হইতে চ্যুত হইয়া নরকে গমন করেন।

অনন্তর পাণ্ডুনন্দন এবং মৎস্য, সৃঞ্জয় ও কেকয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন করিয়া শিশুপালকে সংহার করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলেন। হে ভারত! তাহার পর চেদিরাজও চঞ্চল না হইয়া সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় রাজাদিগকে ভর্ৎসনা করত অসিচর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ[১৪] ভগবান্ উত্থিত হইয়া স্বপক্ষীয়দিগকে নিবারণ করত; শত্রু যেমন আগমন করিতেছিলেন, তেমনি ক্ষুরধার চক্র দ্বারা রোষপূর্ব্বক স্বয়ং তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। শিশুপাল হত হইলে মহান্ কোলাহল শব্দ হইল। তাঁহার অনুবর্ত্তী রাজা সকল প্রাণরক্ষাবাসনায় পলায়ন করিলেন। যেনন আকাশ হইতে চ্যুত উল্কা পৃথিবীতে, তেমনি চৈদ্যের দেহ হইতে সমুত্থিত জ্যোতি সর্ব্ব লোকের সমক্ষে বাসুদেবে, প্রবেশ করিল। তিন জন্মে যে বৈর চিন্তা করা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা ক্রোধিত চিত্তে চিন্তা করাতে (শিশুপাল)

---

[১৪] অর্থাৎ, এ আমার পার্শ্বদ; ইহার বল আমার বলের তুল্য; এ সকলকেই সংহার করিবে, অতএব আমাকেই ইহাকে শীঘ্র সংহার করিতে হইবে, এই চিন্তা করিয়া "তৎক্ষণাৎ" ইত্যাদি।

তাঁহার স্বরূপতা লাভ করিলেন; ধ্যানই ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপতা-প্রাপ্তির কারণ।[১৫]

(যাহা হউক্, যুধিষ্ঠির) সদস্য এবং ঋত্বিক্‌দিগকে যথেষ্ট দক্ষিণা দিলেন, এবং বিধানানুসারে সকলকে পূজা করিয়া একরাজ হইয়া যজ্ঞান্ত স্নান করিলেন।

যোগেশ্বরের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রাজার যজ্ঞ সমাপণ করাইয়া বন্ধুগণের প্রার্থনানুসারে কতিপয় মাস (হস্তিনায়) বাস করিলেন। পরে, রাজার ইচ্ছা না থাকিলেও, তাঁহাকে জানাইয়া দেবকীতনয় ঈশ্বর অমাত্য ও ভার্য্যাদিগের সহিত নিজ নগরী যাত্রা করিলেন।

ব্রাহ্মণের শাপহেতু বৈকুণ্ঠবাসীর বারম্বার জন্ম হইয়াছিল, এই বহুবিস্তৃত উপাখ্যান আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম।

রাজসূয় যজ্ঞের অবসানে স্নান করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের মধ্যে দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কুরুকুলের রোগ, কলি-(রূপী,) পাপ দুর্য্যোধন ব্যতীত, দেবতা, মনুষ্য ও খেচর, সকলেই রাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যজ্ঞের এবং বাসুদেবের প্রশংসা করিতে করিতে আনন্দে আপন আপন আলয়ে চলিয়া গেলেন; পাণ্ডুপুত্রের সেই বর্দ্ধিত শ্রী দর্শন করিয়া (দুর্য্যোধনের) সহ্য হয় নাই।

যিনি শ্রীবিষ্ণুর এই শিশুপালবধাদি কার্য্য এবং রাজগণের মোচন ও যজ্ঞ কীর্ত্তন করিবেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।

শিশুপাল-বধ-নামক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

[১৫] দেখা যায়, কীট প্রজাপতি চিন্তা করিয়া প্রজাপতি হইয়া উঠে।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে ভগবন্! আমরা শুনিলাম যে, রাজা, ঋষি ও দেবগণ যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, সকলেই অজাতশত্রুর সেই রাজসূয়ের মহোদয় দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, কেবল রাজা দুর্য্যোধন হন নাই; ইহার কারণ কি বলুন।

শ্রীবেদব্যাসতনয় কহিলেন, তোমার সেই মহাত্মা পিতামহের যজ্ঞে বান্ধবগণ প্রেমে বদ্ধ হইয়া পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভীম মহানসের এবং দুর্য্যোধন ধনের অধ্যক্ষ (হইয়াছিলেন।) সহদেব অভ্যর্থনাকার্য্যে, নকুল দ্রব্য-প্রস্তুতকরণে, অর্জ্জুন সাধুগণের সেবায়,[১] শ্রীকৃষ্ণ পাদপ্রক্ষালনে, দ্রুপদনন্দিনী পরিবেশনে, এবং মহামনাঃ কর্ণ দানে (নিযুক্ত হইয়াছিলেন;) আর, হে রাজেন্দ্র! যুযুধান, বিকর্ণ, হার্দ্দিক্য, বিদুরাদি, এবং ভূর্য্যাদি বাহ্লীকপুত্রগণ ও সন্তর্দ্দন প্রভৃতি যাঁহারা (ছিলেন,) তাঁহারা তখন মহাযজ্ঞে নিযুক্ত হইয়া, রাজার প্রিয়সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ঋত্বিক, সদস্য ও বহুজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠতম বন্ধু সকল মিষ্টবাক্য, অলঙ্কারাদি ও দক্ষিণা দ্বারা সুন্দররূপে পূজিত, আর শিশুপাল যদুপতির চরণে প্রবিষ্ট, হইলে পর, (পুরোহিতেরা) গঙ্গাতে যজ্ঞান্ত স্নান করাইলেন। স্নানোৎসবে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব,

১ চন্দনলেপনাদি।

ধুধুরী, ঢক্কা, ও গোমুখ প্রভৃতি নানাবিধ বাদিত্র সকল বাজিতে লাগিল। নর্ত্তকীগণ আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল; এবং যূথে যথে গায়কেরা গাইতে লাগিল; তাহাদিগের সেই সকল বেণু, বীণা ও করতালি হইতে সমুৎথিত শব্দ স্বর্গ স্পর্শ করিল। যদু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কুরু, কেকয় ও কোশল (বংশীয়) রাজা সকল স্বর্ণের মালা ধারণ করত যজমান (যুধিষ্ঠিরকে) অগ্রে লইয়া বিবিধ বর্ণের ধ্বজ-ও-পতাকাগ্রবিশিষ্ট গজেন্দ্র, রথ ও অশ্ব এবং সুন্দররূপে অলঙ্কৃত সৈনিক [২] সকলের সহিত পৃথিবী কম্পিত করিয়া নির্গত হইলেন। সদস্য, ঋত্বিক্ এবং (অন্যান্য) ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠেরাও মহান্ বেদধ্বনি করত (বহির্গত হইলেন।) দেবর্ষি, পিতৃ ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্পবর্ষণ করত স্তব করিতে লাগিলেন। নর ও নারী সকল গন্ধ, মাল্য ও শ্রেষ্ঠ আভরণসমূহে ভূষিত হইয়া বিবিধ রস দ্বারা সেবা ও লেপন করত পরস্পর ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। বারনারী সকল তৈল, গোরস, গন্ধোদক্, হরিদ্রা এবং গাঢ়কুঙ্কুম দ্বারা পুরুষগণ কর্ত্তৃক লিপ্ত হইয়া তাহাদিগকে লিপ্ত করত ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই সমস্ত দর্শন করিবার নিমিত্ত, যেমন দেবী সকল আকাশে শ্রেষ্ঠ বিমানযোগে বহির্গত হইলেন, তেমনি রাজপত্নীগণ প্রহরীবর্গে রক্ষিত হইয়া (রথাদিযানে বহির্গত হইলেন।) মাতুলেয় এবং সখী সকল তাঁহাদিগকে সেচন করিতে প্রবৃত্ত হইলে লজ্জাসহকৃত হাস্যে তাঁহাদিগের মুখপদ্ম বিকসিত হইয়া উঠিল; তাহাতে তাহারা শোভা পাইতে লাগিলেন। আর, তাঁহারা দৃতি [৩]

২। অর্থাৎ, চতুরঙ্গ সৈন্য।

৩। যাহাতে জল প্রক্ষেপ করা যায়, এতাদৃশ চর্ম্মনির্ম্মিত যন্ত্র বিশেষ।

সকলের দ্বারা দেবর ও সখীদিগকে সেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের বস্ত্র ক্লিন্ন হইল; গাত্র, কুচ, উরু এবং মধ্যভাগ প্রকাশিত হইয়া পড়িল; ঔৎসুক্যহেতু কবরী মুক্ত হইল এবং মালা ভ্রষ্ট হইতে লাগিল; এই ভাবে বিবিধ মনোহর বিহার দ্বারা তাঁহারা কামীদিগের চিত্তচাঞ্চল্য উৎপাদন করিলেন। সেই রাজা পত্নীদিগের সহিত সদশ্বযুক্ত রত্নমালী রথে আরোহণ করিয়া, ক্রিয়াসমূহের[৪] সহিত সাক্ষাৎ যজ্ঞশ্রেষ্ঠ (রাজসূয়ের) ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই ঋত্বিকেরা পত্নীসংযাজ[৫] এবং যজ্ঞান্ত স্নান সম্বন্ধি কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিয়া আচমন করাইয়া সেই (রাজাকে) দ্রৌপদীর সহিত গঙ্গায় স্নান করাইলেন। নরদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; এবং দেব, ঋষি, পিতৃ ও মনুষ্যেরা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই স্থানে সমুদায় বর্ণের ও সমুদায় আশ্রমের লোকেরা সকলে স্নান করিলেন; স্নান করিলে মহাপাতকীও তৎক্ষণমাত্রে পাপ হইতে মুক্ত হয়।

অনন্তর রাজা নূতন ক্ষৌমযুগল পরিধান করত সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া আভরণ ও বস্ত্র দ্বারা ঋত্বিক্ ও সদস্যদিগকে পূজা করিলেন। নারায়ণপর রাজা নিরন্তর বন্ধু, জ্ঞাতি, রাজা, মিত্র, সুহৃদ, এবং অন্যান্য সকলকেও পূজা করিলেন। সকল লোক দেবতার ন্যায় কান্তিশালী হইয়া এবং মণিকুণ্ডল, মালা, উষ্ণীষ, কঞ্চুক, দুকূল ও মহামূল্য হার পরিধান করিয়া শোভা পাইতে লাগিল; নারীদিগের বদনলক্ষ্মীও কুণ্ডলযুগল

৪। অঙ্গভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়া সকল।
৫। যাগ বিশেষ।

ও অলকজালের সহিত সংযুক্ত হইল; তাহারা কনকমেখলা পরিধান করিয়া বিরাজিত হইল।

অনন্তর বক্তৃশ্রেষ্ঠ ঋত্বিক্, ব্রহ্মবাদী সদস্য, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শুদ্র ও রাজা সকল; আর, দেবর্ষি, পিতৃ, ভূত ও অনুচরবর্গের সহিত লোকপাল সকল, যাহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা পূজিত হইয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া আনন্দে আপন আপন ধামে গমন করিলেন। যেমন পার্থিব ব্যক্তি সুধা পান করিয়া তৃপ্ত হয় না, তেমনি তাঁহারাও হরিদাস রাজর্ষির রাজসূয় মহোদয়ের প্রশংসা করিয়া তৃপ্ত হইলেন না।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির পরিত্যাগকরণজন্য কাতর হইয়া সুহৃৎ, সম্বন্ধি, বান্ধব এবং শ্রীকৃষ্ণকেও প্রেমের সহিত বিদায় করিলেন। রাজন্! ভগবানও তাঁহার প্রিয়সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় যদুবীর সাম্বাদিকে কুশস্থলী প্রেরণ করিয়া তথায় বাস করিলেন। রাজা ধর্ম্মতনয় শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে এইপ্রকারে সুদুস্তর মনোরথ মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

একদা দুর্য্যোধন সেই অচ্যুতাত্মা (রাজা যুধিষ্ঠিরের) অন্তঃপুরে লক্ষ্মী ও রাজসূয়ের মহিমা দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইলেন। ঐ অন্তঃপুরে নরেন্দ্র, দৈত্যেন্দ্র ও সুরেন্দ্রদিগের নানাবিধ লক্ষ্মী ময় কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া শোভা পাইতেছিল; দ্রুপদরাজনন্দিনী ঐ সকলের সহিত পতির সেবা করিতেছিলেন; তাঁহাতে চিত্ত আসক্ত হওয়াতে কুরুরাজ তাপিত হইলেন। আর, ঐ অন্তঃপুরমধ্যে তখন শ্রীকৃষ্ণের সহস্র [৬] মহিষী শোভা পাইতেছিলেন; শ্রোণীর গুরুত্বনিবন্ধন তাঁহাদিগের পদ

৬। সহস্র কথাটি বহুত্বজ্ঞাপক।

বাজিতেছিল ; তজ্জন্য তাঁহাদিগের শোভা হইয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যভাগ মনোহর ; হার সকল কুচের কুঙ্কুম দ্বারা রক্তবর্ণ হইয়াছিল ; মুখগুলিন শ্রীমৎ এবং চপল-কুন্তল-ও-কুণ্ডল-সম্পন্ন ছিল।

কোন সময় অধিরাজ ধর্ম্মতনয় অনুজ, বন্ধুগণ ও নিজ চক্ষু-স্বরূপ [৭] শ্রীকৃষ্ণে পরিবৃত এবং পারমেষ্ঠ্য শ্রীসম্পন্ন [৮] হইয়া ময়-বিরচিত সভায় সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় কনকময় আসনে উপবেশন করিয়া আছেন ; বন্দী সকল তাঁহার স্তব করিতেছে। রাজন্ ! অহঙ্কারী, কিরীটমালী দুর্য্যোধন খড়্গ হস্তে লইয়া ভ্রাতৃগণে বেষ্টিত হইয়া ক্রোধে (দ্বাঃস্থব্যক্তিদিগকে) তিরস্কার করিতে করিতে তথায় প্রবেশ করিলেন ; (এবং) ময়ের মায়ায় বিমোহিত হইয়া জল বোধ করিয়া স্থলে বস্ত্রের প্রান্তভাগ সংযত করিলেন ; আর, স্থল ভ্রম করিয়া জলে পতিত হইলেন। রাজন্ ! তাঁহাকে দেখিয়া, যুধিষ্ঠির নিবারণ করিলেও, শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন পাইয়া ভীম, স্ত্রী সকল এবং অন্যান্য নৃপতিগণও হাস্য করিলেন। তিনি লজ্জিত হইয়া বদন অবনত করত ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে তূষ্ণীম্ভাবে হস্তিনায় গমন করিলেন। সাধু-দিগের "হা হা" এই মহৎ শব্দ হইল ; এবং যুধিষ্ঠির কিঞ্চিৎ বিমনা হইলেন। ভগবান্ (কিন্তু) চুপ্ করিয়া রহিলেন ; পৃথিবীর ভার হরণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল ; দুর্য্যোধন তাঁহারই দৃষ্টিমাত্রে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

রাজন্ ! তুমি এই স্থলে রাজসূয় মহৎযজ্ঞে দুর্য্যোধনের

৭। অর্থাৎ, হিতাহিত জ্ঞাপক।

৮। ব্রহ্মস্থিত ব্যক্তির শোভায় শোভিত।

যে দৌরাত্ম্যের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তোমাকে তাহা এই কহিলাম।

দুর্য্যোধনের মানভঙ্গ নামক পঞ্চসপ্ততিতম
অধ্যায় সমাপ্ত

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! যেপ্রকারে সৌভপতি নিহত হইয়াছিলেন, ক্রীড়ানিবন্ধন-নরশরীরধারী শ্রীকৃষ্ণের (সেই) আরও এক অদ্ভুত কর্ম্ম শ্রবণ কর।

শিশুপালের সখা সাল্ব রুক্মিণীর বিবাহে সমাগত যদুগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হন; এইপ্রকার জরাসন্ধাদিও পরাজিত হইয়াছিলেন। সাল্ব সকল রাজার কর্ণগোচরে প্রতিজ্ঞা করেন, পৃথিবীকে অযাদবা করিব, আমার পৌরুষ দর্শন করুন।

মূঢ় রাজা এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিদিন এক মুষ্টি পাংশু আহার করত দেব প্রভু পশুপতির আরাধনা করিলেন। সংবসরান্তে ভগবান্ আশুতোষ উমাপতি শরণাগত সাল্বকে কহিলেন, বর প্রার্থনা কর। সাল্ব দেবগণের অভেদ্য এবং যদুদিগের ভয়োৎপাদক যান প্রার্থনা করিলেন। "তাহাই হইবে" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত গিরিশ আজ্ঞা করিলে, ময় পরপুরঞ্জয় লৌহময় সৌভনামক যান নির্ম্মাণ করিয়া সাল্বকে দান করি-

লেন। সেই সাল্ব অন্ধকারের আশ্রয় দুষ্প্রাপ্য কামচারি যান প্রাপ্ত হইয়া যদুগণের কৃত বৈর স্মরণ করত দ্বারকায় গমন করিলেন। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! সাল্ব মহতী সেনা দ্বারা অবরোধ করিয়া সর্ব্বদিকে পুরী, উপবন এবং উদ্যান সকল ভগ্ন করিলেন। তিনি গোপুর, দ্বার, প্রাসাদ, অট্টাল ও তোলিকা [১] সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আর, বিমানাগ্র হইতে শস্ত্রবৃষ্টি, শিলা, বৃক্ষ, বজ্র, সর্প ও আসারশিলা [২] সকল পতিত হইল। প্রচণ্ড বায়ু উঠিল; এবং ধূলিতে দিক্ সকল আচ্ছন্ন হইল।

রাজন্! পৃথিবী যেমন ত্রিপুর দ্বারা, [৩] তেমনি শ্রীকৃষ্ণের নগর সৌভ দ্বারা এই প্রকারে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া সুখে থাকিতে পারিল না। নিজ প্রজা সকলকে পীড়িত হইতে দেখিয়া "ভয় করিও না" বলিয়া মহারথ বীর ভগবান্ প্রদ্যুম্ন রথে আরোহণ করিয়া ধাবিত হইলেন। সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, সাম্ব, অক্রূর, অনুজগণের সহিত হার্দ্দিক্য, ভানুবিন্দ, গদ, শুক ও সারণ এবং অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর যূথপতিদিগের যথপতি সকলও বর্ম্ম পরিধান করত রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিকগণে রক্ষিত হইয়া বহির্গত হইলেন।

ইহার পর, যেমন দেবতাদিগের সহিত অসুরগণের, তেমনি যদুদিগের সহিত সাল্বপক্ষীয়দিগের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, শ্রবণ করিলে লোমাঞ্চ হয়। যেমন সূর্য্য নিশাকালীন তমো-

---

১। প্রাসাদের উপরিস্থ গৃহের নাম "অট্টাল"; অট্টালের পর্য্যন্ত-প্রাচীরের নাম "তোলিকা"।

২। ধারাবৃষ্টির ন্যায় শিলা সকল।

৩। অসুর বিশেষ। অর্থাৎ, যাহার স্বর্গাদি তিন স্থানে নগর ছিল। মহাদেব এই অসুরকে সংহার করেন।

রাশি, তেমনি রুক্মিণীনন্দন সৌভপতির বিখ্যাত মায়া সকল দিব্যাস্ত্র দ্বারা ক্ষণমাত্রে নাশ করিলেন। পঞ্চবিংশতি লৌহ-মুখ, স্বর্ণপুঙ্খ, সন্নতপর্ব্ব বাণ দ্বারা সাল্বের সেনানীকে বিদ্ধ করিলেন; আর, শত বাণে সাল্বকে, এক এক বাণে ইহাঁর সৈনিকদিগকে, দশ দশ বাণে সেনানায়কদিগকে এবং তিন তিন বাণে বাহন সকলকে আঘাত করিলেন। মহাত্মা প্রদ্যুম্নের সেই মহৎ অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করিয়া স্বীয় এবং পর, (উভয়) সৈনিকেরা তাঁহার পূজা করিলেন। ময়কৃত মায়াময় (সৌভ) কখন বহুরূপ, কখন বা একরূপ, কখন দৃষ্ট, কখন বা অদৃষ্ট হইল; (অতএব,) শত্রুগণ উহাকে বুঝিতে পারিল না। সৌভ কখন ভূমিতে, কখন আকাশে, কখন জলে, কখন পর্ব্বত-শিখরে, অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল; (এই-রূপে.) উহা স্থিরও রহিল না। সাল্ব সৌভের ও সৈনিকগণের সহিত যেখানে যেখানে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন, যদুযথপতি সকল সেই সেই স্থানেই শরজাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় স্পর্শ বিশিষ্ট, [৪] সর্পের ন্যায় দুঃসহ, [৫] শত্রু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শরসমূহ দ্বারা সাল্বের পুর ও সৈন্য বিপাটিত হইতে লাগিল; তিনি মোহ প্রাপ্ত হইলেন। লোকদ্বয় জয় করিতে যদুদিগের ইচ্ছা ছিল; তাঁহারা সাল্বের সেনানায়কদিগের অস্ত্রজালে সাতিশয় পীড়িত হইয়াও আপন আপন রণভূমি পরিত্যাগ করিলেন না। দ্যুমৎ নামে

৪। অগ্নির ন্যায় দাহক এবং সূর্য্যের ন্যায় এককালে সর্ব্বদিকে যাহার স্পর্শ অনুভূত হয়।

৫। স্পর্শমাত্রে প্রাণনাশক।

সাল্বের অমাত্য পূর্ব্বে প্রদ্যুম্নের নিকট পীড়া পাইয়াছিলেন; সেই বলী নিকটে গিয়া কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত গদা দ্বারা প্রহার করিয়া শব্দ করিলেন। দ্যুমতের গদা দ্বারা বক্ষঃস্থল বিশীর্ণ হইলে, ধর্ম্মজ্ঞ দারুকনন্দন সারথি অরিন্দম (প্রদ্যুম্নকে) রণস্থল হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণতনয় মুহূর্ত্তমধ্যে চেতন লাভ করিয়া সারথিকে কহিলেন, অহো, সূত! তুমি আমাকে রণস্থল হইতে আনয়ন করিয়া কুকার্য্য করিয়াছ! ক্লীবচিত্ত সারথি তোমা দ্বারা প্রাপ্তাপরাধ আমি ভিন্ন যদুকুলে জাত কেহ রণ হইতে পলায়ন করিয়াছেন শ্রবণ করা যায় না। ধর্ম্ম-যুদ্ধ হইতে পলায়ন করত নিকটে উপস্থিত হইয়া পিতা রাম-কেশবকে আমাদিগের নিজের অনুচিত কি নিবেদন করিব! স্পষ্টই (দেখা যাইতেছে যে,) আমার ভ্রাতৃভার্য্যারা হাস্য করিয়া "বীর! কি, কি করিয়া যুদ্ধে শত্রু তোমার বীর্য্য নাশ করিয়াছিল বল;" (এই বলিয়া) আমার (ক্লীবতার) কথা কহিবেন।

সারথি কহিলেন, হে আয়ুষ্মন্! হে বিভো! সারথি বিপদ-গ্রস্ত রথীকে এবং রথী বিপদগ্রস্ত সারথিকে রক্ষা করিবেন, এই ধর্ম্ম অবগত হইয়াই আমি এইরূপ করিয়াছি। এই জানিয়া, এবং আপনি শত্রু কর্ত্তৃক গদা দ্বারা হত হইয়া পীড়িত ও মূর্চ্ছিত হইলেন, এই কারণে, আমি আপনাকে অন্যত্র আনয়ন করিয়াছি।

সৌভের সহিত যুদ্ধ-আরম্ভ নামক ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীবেদব্যাসতনয় কহিলেন, সেই (প্রদ্যুম্ন) জল আচমন করত কবচ পরিধান করিয়া ধনুঃ লইয়া সারথিকে কহিলেন, আমাকে বীর দ্যুমতের পার্শ্বে লইয়া যাও। দ্যুমৎ প্রদ্যুম্নের সৈন্যকে দূরীকৃত করিতেছিলেন, রুক্মিণীনন্দন তাঁহাকে বাধা দিয়া হাসিয়া অষ্ট নারাচ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন:—চারি নারাচ দ্বারা চারি অশ্বকে ও আর এক নারাচে সারথিকে (ভেদ করিলেন।) দুই নারাচে ধনুঃও কেতু এবং এক নারাচে দ্যুমতের মস্তক (ছেদন করিলেন।) গদ, সাত্যকি ও সাম্ব প্রভৃতি সৌভপতির সৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সৌভসৈনিকেরা সকলেই ছিন্নগ্রীব হইয়া সমুদ্রে পতিত হইল।

এইপ্রকারে পরস্পরনাশকারী যদু ও সাল্বপক্ষীয়দিগের সপ্ত বিংশতি রাত্রি তুমুল উৎকট যুদ্ধ হইল। ধর্ম্মতনয় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া ছিলেন; রাজসূয় সমাপন এবং শিশুপাল নিহত হইলেপর তিনি অতি ভয়ানক দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করত কুরুবৃদ্ধ ও মুনিগণকে এবং কুন্তী ও তাঁহার পুত্রদিগকে জানাইয়া দ্বারকা যাত্রা করিলেন। (পথি-মধ্যে মনে মনে) কহিতে ও লাগিলেন, আমি আর্য্যমিশ্র (বল-রামের) সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছি; নিশ্চয়ই শিশু-পালপক্ষীয় রাজা সকল আমার নগরী নষ্ট করিতেছে। (পরে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া) কেশব স্বীয় (জন) গণের পূর্ব্বোক্তপ্রকার নাশ দর্শন করত (রামকে) নগররক্ষায়

নিযুক্ত করিয়া সৌভ ও শাল্বরাজকে দেখিয়া দারুককে কহিলেন, সারথে! শীঘ্র শাল্বের নিকট আমার রথ লইয়া যাও; তুমি চঞ্চল হইবে না, এই সৌভরাজ মায়াবী।

দারুক এই কথা শুনিয়া উত্তমরূপে রথের উপর উপবেশন করিয়া চালনা করিলেন; স্বীয় এবং পরপক্ষীয় সকলেই অরুণের অনুজকে [১] প্রবেশ করিতে দেখিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শাল্বের অধিকাংশ বল নাশ পাইল; তিনি তাদৃশ বলের ঈশ্বর হইয়া যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণসারথিকে ভীষণরবশালিনী শক্তি প্রহার করিলেন। শৌরি মহতী উল্কার ন্যায় দিঙ্মণ্ডল প্রকাশিত করিয়া আকাশপথে বেগে আগমন-কারিণী সেই (শক্তিকে) বাণ দ্বারা শতধা ছিন্ন করিলেন। সেই (শাল্বকেও) শোড়ষ বাণে বিদ্ধ করিয়া, সূর্য্য যেমন কিরণসমূহ দ্বারা আকাশ, তেমনি শরজাল দ্বারা আকাশে ভ্রমণকারী সৌভ [২] ভেদ করিলেন। শাল্ব কিন্তু শার্ঙ্গধারী সৌরির শার্ঙ্গসহিত বাম বাহু ভেদ করিলেন; শার্ঙ্গ হস্ত হইতে পতিত হইল; সেই (এক) অদ্ভুত ঘটিল। যে সকল প্রাণী দেখিতে ছিলেন, তাঁহারা মহা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সৌভরাজ উচ্চনাদ পরিত্যাগ করিয়া জনার্দ্দনকে এই কথা কহিলেন; — রে মূঢ়! আমাদিগের সমক্ষে তুই যে আমাদিগের সখা ও ভ্রাতার ভার্য্যা হরণ করিয়াছিলি, এবং আমাদিগের সখা

১। গরুড়কে। শ্রীকৃষ্ণের রথের ধ্বজে গরুড়ের আকৃতি থাকিত।

২। সুনীলতা এবং বিপুলতা হেতু সৌভের সহিত আকাশের উপমা। অচিন্ত্যবেগতা এবং বহুলতা হেতু বাণ সকলের সহিত কিরণজালের উপমা। অযত্নপূর্ব্বকই কিরণের ন্যায় শরজাল বিস্তার করাতে সূর্য্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপমা।

অসাবধান থাকাতে তুই যে তাঁহাকে সভামধ্যে সংহার করিয়াছিলি, যদি তুই আমার অগ্রে অবস্থিতি করিস্, তাহা হইলে সেই তোকে অদ্য শাণিত শর দ্বারা মৃত্যুর নিকট প্রেরণ করিব, তুই মনে করিস্ যে তুই পরাজিত নহিস।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, রে মন্দ! তুই বৃথা শ্লাঘা করিতেছিস্; সম্মুখভাগে যমকে দেখিতেছিস্ না। বীরেরা পৌরুষ প্রদর্শন করেন, বিস্তর বাক্য ব্যয় করেন না।

ভগবান্ এই বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ানক-বেগ-শালিনী গদা দ্বারা সাল্বকে প্রহার করিলেন। তিনি রুধির বমন করত কাঁপিতে লাগিলেন। গদা নিবৃত্তি পাইল; কিন্তু সাল্ব অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর মুহূর্তমধ্যেই এক পুরুষ আগমন করিয়া মস্তক দ্বারা অচ্যুতকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এই কথা কহিল " (দেবী) দেবকী আমাকে পাঠাইয়াছেন"। হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে পিতৃবৎসল! যেমন শৌনিক পশুকে, তেমনি সাল্ব আপনার পিতাকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছে।

মানুষস্বভাবপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ অশুভ সংবাদ শ্রবণ করত স্নেহে বিবশ ও দয়াবান্ হইয়া, সামান্য জনের ন্যায়, কহিলেন, কি সুরাসুরের অজেয় অনুন্মত্ত রামকে জয় করিয়া ক্ষুদ্র সাল্ব আমার পিতাকে লইয়া গিয়াছে! (বুঝিলাম,) বিধি বলবান্।

গোবিন্দ এই কথা কহিতেছিলেন, (ইতিমধ্যে) সৌভরাজ সাল্ব উপস্থিত হইয়া, বসুদেবের ন্যায় এক ব্যক্তিকে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা কহিলেন, এই তোর জন্মদাতা পিতা, যাহার

নিমিত্ত এই পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিতেছিস্; আমি তোর সমক্ষে ইহাকে বধ করিব; রে মূর্খ! যদি শক্তি থাকে রক্ষা কর।

মায়াবী এই কথা কহিয়া খড়্গ দ্বারা বসুদেবের মস্তক ছেদন করত গ্রহণ করিয়া আকাশস্থ সৌভে প্রবেশ করিল। (শ্রীকৃষ্ণ) স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান্; (তথাপি) স্বজনস্নেহ হেতু মুহূর্ত্তমাত্র মানুষস্বভাবে নিমগ্ন হইয়া অবস্থিতি করিলেন; মহানুভাব (পরেই) বুঝিতে পারিলেন যে, উহা সাল্ব কর্ত্তৃক বিস্তৃত ময়-কথিত আসুরী মায়া। যুদ্ধ প্রবৃদ্ধ হইলে পর অচ্যুত, স্বপ্ন-প্রপঞ্চের ন্যায়, আর তথায় দূত বা পিতার কলেবর দেখিতে পাইলেন না; এবং শত্রুকে সৌভের উপর অবস্থিতি করত আকাশে বিচরণ করিতে দর্শন করিয়া বধ করিতে উদ্যত হই-লেন। হে রাজর্ষে! পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান না করিয়া কতকগুলিন ঋষি এইপ্রকার কহিয়া থাকেন; (কিন্তু ইহাতে) যে তাঁহা-দিগের নিজের বাক্য বিরুদ্ধ হয়[৩] তাহা তাঁহারা স্মরণ করেন না। অজ্ঞ জনে যাহার উৎপত্তি হয়, সেই শোক ও মোহ,[৪] স্নেহ[৫] বা ভয়[৬] কোথায়, আর, যাঁহার বিজ্ঞান ও জ্ঞান[৭] অখণ্ডিত, সেই দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত (শ্রীকৃষ্ণই) বা কোথায়? (আরও,) সাধুগণ যদীয় পাদসেবাজন্য পরিবর্দ্ধিত আত্ম-

---

৩। শ্রীকৃষ্ণ রামের সহিত রাজসূয় যজ্ঞে গমন করেন নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। "তিনি রামকে জানাইয়া" ইত্যাদি। সুতরাং নিজের বাক্য বিরুদ্ধ হইয়াছে।

৪। দুর্নিমিত্ত দর্শন জন্য শোক ও মোহ।

৫। "নিশ্চয়ই আমার পুরী নষ্ট করিতেছে" এই চিন্তা জন্য স্নেহ।

৬। "হস্ত হইতে শার্ঙ্গ পতিত হইল, এই প্রকারভয়।

৭। বিজ্ঞান স্বরূপবিষয়ক। জ্ঞান বাহ্যবিষয়ক।

বিদ্যা দ্বারা আদি আত্মবিপর্য্যয়গ্রহ [৮] নাশ করেন, নিজ এবং অনন্ত ঐশ্বর (পদ) প্রাপ্ত হন্ সেই সাধুদিগের গতি পরমেশ্বরের মোহ কোথায়! [৯]

সাল্ব বলপূর্ব্বক শস্ত্রসমূহ দ্বারা প্রহার করিতেছিলেন, অমোঘবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ বাণজালে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া বর্ম্ম, ধনুঃ এবং শিরোমণি ছেদন করিলেন; শত্রুর সৌভ (যান ও) গদা দ্বারা ভঙ্গ করিলেন। সেই (যান) শ্রীকৃষ্ণের হস্ত-বিক্ষিপ্ত গদা দ্বারা সহস্রধা চূর্ণীকৃত হইয়া জলে পতিত হইল; সাল্ব উহা পরিত্যাগ করত ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া গদা উত্তোলন করত বেগে অচ্যুতের প্রতি ধাবিত হইলেন। (শ্রীকৃষ্ণ) সম্মুখের দিকে ধাবমান সাল্বের গদাসহিত বাহু ভল্ল দ্বারা ছেদন করিয়া তাঁহার সংহারের নিমিত্ত প্রলয়-কালীন সূর্য্যসদৃশ অদ্ভুত চক্র ধারণ করত, সূর্য্যসহিত উদয়-পর্ব্বতের ন্যায়, দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। যেমন ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরের, তেমনি হরি সেই (চক্র) দ্বারাই বহুতরমায়া-শালী (সাল্বের) কিরীটযুক্ত সকুণ্ডল মস্তক ছেদন করিলেন। তখন মনুষ্যদিগের "হা! হা!" এই বাক্য (উদিত) হইল। রাজন্! সেই পাপ বিনষ্ট, এবং সৌভ গদা দ্বারা ভগ্নীকৃত হইলে স্বর্গে দেবগণকর্ত্তৃক আহত দুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল। দন্তবক্র সখাদিগের ঋণশোধ করিবার নিমিত্ত ক্রোধে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইল।

সাল্ববধ নামক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

৮। আমি কৃশ; আমি সুখী; আমি দুঃখী ইত্যাদিরূপ।

৯। অতএব পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকলই মিথ্যা। তবে সত্য কি? বলি; এই বলিয়া পরে আরম্ভ করিতেছেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, মহারাজ! মহাবল দুর্ম্মতি (দন্তবক্র) পরলোকগত শিশুপাল, সাল্ব এবং পৌণ্ড্রকেরও অসাক্ষাতে বন্ধুত্ব (প্রকাশ) করিবার নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একাকী এবং এই পৃথিবী কম্পিত করত পাদচারী হইয়া দৃষ্ট হইল। তাহাকে সেইপ্রকারে গদা উদ্যত করত আগমন করিতে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ত্বরান্বিত হইয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত, যেমন বেলা সিন্ধুকে, তেমনি তাহাকে রোধ করিলেন। দুর্ম্মদ কারূষ গদা উদ্যত করিয়া মুকুন্দকে কহিল, ভাগ্যে, ভাগ্যে অদ্য তুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ।[১] কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের মাতুলপুত্র এবং মিত্রঘাতী; আমাকেও বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ; অতএব, হে মন্দ! অদ্য তোমাকে বজ্রসদৃশী গদা দ্বারা সংহার করিব।[২] হে অজ্ঞ! মিত্রবৎসল আমি

১। সংস্কৃত বলে কবিতাটীর পরমার্থ অনুসারেও অর্থ হয়, যথা:—কারূষ "দুর্ম্মদ" অর্থাৎ গর্ব্বহীন হইয়া "মুকুন্দ" অর্থাৎ তৃতীয় জন্মে মুক্তি দান করিবার নিমিত্ত আগত শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন; "অদ্য" অর্থাৎ তিন জন্ম অন্বেষণ করিবার পর অদ্য ব্রহ্মশাপের অবসানে আমার স্বামী আপনি দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন, ইহা ভাগ্য, ভাগ্য।

২। পরমার্থ পক্ষে অর্থ, যথা:—
তুমি আমাদিগের "মাতুলেয়" অর্থাৎ বন্ধু। ইহা হইলেও বন্ধুদিগকে বিনাশ করিয়াছ, আমাকেও করিবে। অতএব তোমা হইতে আমাদিগের মৃত্যু সনকাদির অনুগ্রহবলে যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা বারণ করিবার নহে। তোমাকে এই মাত্র যাচ্ঞা করি, হে সর্ব্বসহনসমর্থ! ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে সেবা করিবার নিমিত্ত তোমাকে অবজ্রসদৃশী (কোমলা) গদা প্রহার করিব; একবার সহ্য কর।

দেহচর ব্যাধির ন্যায় বন্ধুরূপী শত্রুকে সংহার করিয়া মিত্রদিগের ঋণ শোধ করিব।[৩]

যেমন অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীকে, তেমনি রুক্ষ[৪] বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পীড়িত করিয়া সেই (দন্তবক্র) গদা দ্বারা মস্তকে প্রহার করিল; এবং সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিল। যদুশ্রেষ্ঠ যুদ্ধস্থলে গদা দ্বারা আহত হইয়াও বিচলিত হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণও কৌমোদকী গদা দ্বারা দুই স্তনের মধ্যদেশে তাহাকে প্রহার করিলেন। (সে) গদা দ্বারা ভিন্নহৃদয় হইয়া মুখ হইতে রুধির বমন করিয়া কেশ, বাহু ও পাদ বিস্তার করত প্রাণশূন্য হইয়া পতিত হইল। রাজন্! যেমন শিশুপালের বধে, তেমনি অবশেষে অদ্ভুত সূক্ষ্মতর জ্যোতি সর্ব্ব প্রাণীর সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহার ভ্রাতা বিদূরথ ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত অসিচর্ম্ম লইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আগমন করিল। হে রাজেন্দ্র! শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্র দ্বারা আগমনকারী সেই (বিদূরথের) সকুণ্ডল ও সকিরীট মস্তক ছেদন করিলেন।

অন্য কর্ত্তৃক দুর্ব্বিসহ সৌভ, সাল্ব, এবং অনুজের সহিত দন্তবক্রকে এইরূপে বিনাশ করিয়া (শ্রীকৃষ্ণ) যদুশ্রেষ্ঠগণে বেষ্টিত হইয়া অলঙ্কৃত নগরী প্রবেশ করিলেন; দেবতা ও মনুষ্যগণ

৩। হে "অজ্ঞ!" অর্থাৎ যাঁহা হইতে "জ্ঞ" অর্থাৎ জ্ঞানী আর নাই; অর্থাৎ হে সর্ব্বজ্ঞ! পরমার্থতঃ স্বামী, এই দেহের সম্বন্ধে বন্ধু এবং ব্রহ্মশাপ হেতু শত্রুরূপে প্রতীত, আর "দেহচর" অর্থাৎ অন্তর্যামী, "ব্যাধি" অর্থাৎ যাঁহাকে বিশেষ রূপে চিন্তা করা যায়, সেই তোমাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে আরাধনা করিয়া যেমন সেই আরাধনা দ্বারা পিত্রাদির ঋণশোধ করে তেমনি ঋণ শোধ করিব।

৪। রুক্ষরূপে প্রতীত।

তাঁহার স্তব, এবং মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ, অপ্সর, পিতৃ, যক্ষ, কিন্নর ও চারণগণ তাঁহার চরিত্র গান ও তাঁহার উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে [৪] জয় করেন বলিয়া, যাহাদিগের দৃষ্টি পশুর ন্যায়, তাহারা কহিয়া থাকে, যোগেশ্বরের ঈশ্বর ভগবান্ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত [৫] হইয়া ছিলেন।

কুরুদিগের সহিত পাণ্ডবদিগের যুদ্ধের উদ্যম হইতেছে শ্রবণ করিয়া রাম মধ্যস্থ (হইবার মানসে) তীর্থস্নানছলে যাত্রা করিলেন। প্রভাতে স্নান করিয়া দেব, ঋষি, পিতৃ ও মানব দিগের তর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত প্রতিলোমা [৬] সরস্বতী গমন করিলেন। (ক্রমে) পৃথূদক, বিন্দুসরোবর, ত্রিতকূপ, সুদর্শন, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চক্র, পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতী, আর, যমুনার পর যে সকল তীর্থ এবং গঙ্গার পর যে সকল তীর্থ, সমুদায় (অতিক্রম করিয়া পরে,) যে স্থানে ঋষিগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন। তিনি রাম আসিলেন, জানিতে পারিয়া দীর্ঘব্যাপি যজ্ঞে প্রবৃত্ত মুনিগণ ন্যায়ানুসারে অভিনন্দন করত প্রণতিপূর্ব্বক উত্থান করিয়া অর্চ্চনা করিলেন। তিনি সগণে পূজিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিয়া দেখিলেন, মহর্ষি (ব্যাসের) শিষ্য রোম-হর্ষণ উপবেশন করিয়া আছেন। তিনি (জাতিতে) সূত; উঠিয়া দাঁড়াইলেন না; প্রণাম এবং অঞ্জলিও করিলেন না; (আর,) ব্রাহ্মণ-

৪। অর্থাৎ, লীলা করিয়া। অর্থাৎ, বলবান্ হইয়াও হঠাৎ বধ না করিয়া শত্রুকে লইয়া ক্রীড়া করেন, পশ্চাৎ বধ করেন।

৫। জরাসন্ধাদি দ্বারা।

৬। যাহা উজান বহিতেছে। অথবা, সরস্বতীর উজানে।

দিগের অপেক্ষাও উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়া আছেন; দেখিয়া মাধব ক্রুদ্ধ হইলেন:— এ প্রতিলোম[৭]; এই সকল ধর্ম্মপাল ব্রাহ্মণের এবং আমাদিগের অপেক্ষাও উচ্চ আসনে কেন উপবেশন করিয়া আছে? এই দুর্ম্মতি বধের যোগ্য। ভগবান্ ঋষির[৮] শিষ্য হইয়া অনেক ইতিহাস, পুরাণ ও সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া (এ) দান্ত ও বিনীত হয় নাই; অনর্থক (আপনাকে) পণ্ডিত বোধ করিতেছে; আত্মা জয় করিতে পারে নাই; (অতএব) নটের ন্যায়, (ইহার সেই সমুদয়) গুণের নিমিত্ত হয় নাই। যাহারা ধর্ম্মের চিহ্ন ধারণ করে, তাহারা অধিক পাপী, আমার বধ্য; এই নিমিত্তই আমি অবতার গ্রহণ করিয়াছি।"

ভগবান্ অসৎকেও সংহার করিতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন,[৯] তথাপি প্রভু পূর্ব্বোক্ত কথা কহিয়া, ভবিতব্যতা বশতঃ, হস্তস্থিত কুশাগ্র দ্বারা তাঁহাকে বধ করিলেন। "হা! হা!" এই কথা কহিয়া সকল মুনি খিন্নমনা হইয়া দেব সঙ্কর্ষণকে কহিলেন, প্রভো! আপনি অধর্ম্ম করিলেন। হে যদুনন্দন! যত দিন যজ্ঞ সমাপ্ত না হয়, তত দিনের জন্য আমরা ইহাঁকে ব্রহ্ম আসন এবং শারীরিক-ক্লেশশূন্য আয়ুও দান করিয়া ছিলাম[১০]। আপনি না জানিয়া ব্রহ্মবধের ন্যায় (বধ) করিয়াছেন; আপনি যোগেশ্বর, বেদও আপনার নিয়ামক নহে; তথাপি,

---

৭। নিকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে, উৎকৃষ্টবর্ণার গর্ভে জাত।

৮। বেদব্যাসের।

৯। কারণ, তখন তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন।

১০। অধার্ম্মিক প্রতিলোমজকে বধ করিয়াছি; এ আবার অধর্ম্ম কি? এই আশঙ্কায় বলা হইল।

হে লোকপাবন! যদি আপনি অন্য কর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া (স্বয়ংই) এই ব্রহ্ম-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাহা হইলেই ত লোকসংগ্রহ [১১] হয়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমি লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার বাসনায় হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিব। মুখ্য পক্ষে যত নিয়ম, আপনারা তাহা বিধান করুন। হে মুনিগণ! এই (সূতের) দীর্ঘ আয়ু ও ইন্দ্রিয়পটুতা, এবং অন্যও যাহা প্রার্থনা করেন, বলুন, আমি যোগমায়া দ্বারা তাহা করিয়া দিব।

ঋষিগণ কহিলেন, হে রাম! যেপ্রকারে আপনার অস্ত্র ও বীর্য্য, (ইহাঁর) মৃত্যু, এবং আমদিগের বাক্যও সত্য হয়, আপনি সেইপ্রকার করুন [১২]।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, বেদে এই উপদেশ আছে যে, নিজেই পুত্র হইয়া উৎপন্ন হয়। অতএব ইহাঁর পুত্র (উগ্রশ্রবা আপনাদিগের) বক্তা হইবেন; এবং আয়ু, ইন্দ্রিয়পটুতা ও বল প্রাপ্ত হইবেন [১৩]। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ইহার পর আপনাদিগের কোন্ কার্য্য করি বলুন। আমি নিষ্কৃতি [১৪]

১১। অর্থাৎ, আপনার আচরণ দ্বারা উপদেশ দিয়া লোককে সেই পথে আনয়ন করত অনুগ্রহ করা।

১২। অর্থাৎ, যদি ইহাঁকে পুনরায় জীবিত করেন, তাহা হইলে আপনার বীর্য্য ও অস্ত্র মিথ্যা হয়; ইহার মৃত্যুও মিথ্যা হয়; আর, যদি না করেন, তাহা হইলে, যত দিন যজ্ঞ সমাপ্ত না হয়, তত দিন তুমি শারীরিক ক্লেশশূন্য হইয়া জীবিত থাকিবে, আমাদিগের এই বাক্য মিথ্যা হয়। যাহাতে দুইই বজায় থাকে, করুন।

১৩। ইহা হইলেই, লোমহর্ষণের সাক্ষাৎ জীবিত না হওয়ায়, অস্ত্রের, বীর্য্যের ও মৃত্যুর সত্যতা থাকে। আর, পুত্ররূপে ইহার আয়ু প্রভৃতি সিদ্ধ হওয়ায়, আপনাদিগের বাক্যেরও সত্যতা বজায় থাকে।

১৪। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণবধজন্য দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কিরূপে নিষ্কৃতি পাইতে হয়, তাহা জানি না।

জানি না; আপনারা পণ্ডিত; যাহা উপযুক্ত হয়, চিন্তা করুন।

ঋষিরা কহিলেন, ইল্বলের পুত্র বল্কল নামে ঘোর দানব (আছে।) সে পর্ব্বে পর্ব্বে আসিয়া আমাদিগের যজ্ঞ দূষিত করে। হে যাদব! সেই পাপকে সংহার করুন; সেই আমাদিগের যথেষ্ট উপকার করা হইবে; (সে) পূয়, শোণিত, বিষ্ঠা, মূত্র, সুরা ও মাংস বর্ষণ করে। পরে, আপনি কাম-ক্রোধাদিরহিত হইয়া ভারতবর্ষ পর্য্যটন পূর্ব্বক দ্বাদশ মাস কষ্ট আচরণ করত তীর্থস্নান করিয়া বিশুদ্ধ হইবেন।

বলদেবের তীর্থযাত্রায় সূতবধনামক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! অনন্তর পর্ব্ব উপস্থিত হইলে, পাংশুবর্ষী, প্রচণ্ড, ভয়ানক বায়ু উঠিল; এবং সর্ব্ব দিকে পূতি-গন্ধ (বহির্গত) হইল। তাহার পর যজ্ঞশালায় বল্কল কর্ত্তৃক অপবিত্র-দ্রব্যময় বর্ষণ হইল; পরে শূলধারী তাহাকে দেখা গেল; সে ভিন্ন অঞ্জন-রাশির সদৃশ; তাহার শিখা ও শ্মশ্রু তপ্ত তাম্রের ন্যায়; ভ্রুকুটীযুক্ত মুখ দংষ্ট্রা দ্বারা (দেখিতে) অতি ভয়ানক; শরীর বৃহৎ। তাহাকে দেখিয়া রাম শত্রুসৈন্য-

বিদারণ মূষল এবং দৈত্যদমন হল স্মরণ করিলেন। তাহারা শীঘ্র উপস্থিত হইল। বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ব্রাহ্মণবিরোধী গগণচর বল্কলকে হল দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মূষল দ্বারা প্রহার করিলেন। ললাট চূর্ণীকৃত হইয়া, সে রুধির বমন এবং আর্ত্ত-নাদ করিতে করিতে, বজ্রাহত অরুণবর্ণ[১] শৈলের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। সেই সকল মহাভাগ ঋষি রামকে স্তব এবং অমোঘ আশীর্ব্বাদ করিয়া, দেবগণ যেমন বৃত্রহন্তা (ইন্দ্রকে,) তেমনি তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। রামকে অম্লান-পঙ্কজা, লক্ষীর আবাসভূমি বৈজয়ন্তী মালা এবং দিব্য বস্ত্র ও উত্তরীয়, আর, দিব্য আভরণ সকল দান করিলেন।

অনন্তর (রাম) তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা লইয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত কৌশিকীতে আসিয়া স্নান করিয়া, যে স্থান হইতে সরযূ বহির্গত হইয়াছে, সেই সরোবরে গমন করিলেন। তিনি অনুলোমক্রমে সরযূ হইয়া প্রয়াগে আসিয়া স্নান করত দেবাদির তর্পণ করিয়া পুলহাশ্রমে গমন করিলেন। গোমতী, গণ্ডকী ও বিপাশাতে স্নান করিয়া, শোণে অবগাহন করত গয়ায় গিয়া পিতৃদিগের পূজা করিয়া, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করত মহেন্দ্র পর্ব্বতে রামকে দেখিয়া ও প্রণাম করিয়া, সপ্ত গোদাবরী, বেণ্বা, পম্পা ও ভীমরথী (হইয়া,) পরে স্কন্দকে দেখিয়া, রাম গিরিশালয় শ্রীশৈলে গমন করিলেন। প্রভু দ্রাবিড়ে মহাপুণ্য বেঙ্কট পর্ব্বত দর্শন করিয়া, আর, কাম-কোষ্ঠী, পুরী, কাঞ্চী, সরিদ্বরা কাবেরী, যথায় হরি সন্নিহিত সেই মহাপুণ্য শ্রীরঙ্গ, হরিক্ষেত্র ঋষভপর্ব্বত ও দক্ষিণ মথুরা

১। শৈল গৈরিক দ্বারা দৈত্য রুধির দ্বারা।

দেখিয়া, মহাপাতকনাশন সামুদ্র সেতু গমন করিলেন। হলায়ুধ তথায় ব্রাহ্মণদিগকে দশ সহস্র ধেনু দান করিলেন। (পরে) কৃতমাল ও তাম্রপর্ণী (হইয়া) মলয়ে (উপস্থিত হইলেন।) তথায় উপবিষ্ট অগস্ত্যকে নমস্কার ও অভিবাদন করত তাঁহার আশী-র্ব্বাদ ও অনুজ্ঞা পাইয়া দক্ষিণ সমুদ্র যাত্রা করিলেন। তিনি তথায় কন্যানাম্নী দুর্গা দেবীকে দর্শন করিলেন। তাহার পর ফাল্গুণে আসিয়া উত্তম পঞ্চাপ্সর (সরোবরে) স্নান করিয়া দশ সহস্র গো দান করিলেন; বিষ্ণু ঐ স্থানের সন্নিহিত। অনন্তর কেরল ও ত্রিগর্ত্ত দেশ এবং, যে স্থানে মহাদেবের সান্নিধ্য রহিয়াছে, সেই গোকর্ণ নামক শিবক্ষেত্র গমন করিয়া ভগবান্ বলদেব আর্য্যা দ্বৈপায়নীকে দর্শন করত সূর্পারকে গমন করিলেন। পরে তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্ব্বিন্ধ্যায় স্নান করিয়া, দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া, যথায় মাহেশ্বরী পুরী, সেই রেবায় গমন করিলেন। (শেষে) মনুতীর্থে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার প্রভাসে উপস্থিত হইলেন। (তথায়) ব্রাহ্মণেরা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে সর্ব্ব ক্ষত্রিয়ের নিধনের কথা কহিতেছিলেন, শ্রবণ করিয়া মানিলেন, পৃথিবীব ভার হরণ করা হইয়াছে।

(তৎকালে) ভীম ও দুর্য্যোধন যুদ্ধস্থলে গদা দ্বারা যুদ্ধ করিতে ছিলেন; যদুনন্দন তাঁহাদিগের বিনাশ বারণ করিবার নির্মিত্ত গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, আর অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করত, (ইনি) কি বলিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিলেন (ভাবিয়া) নিস্তব্ধ রহিলেন। উভয়ে গদা হস্তে করত ক্রুদ্ধ হইয়া বিজয় ইচ্ছা করিয়া বিবিধ মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, দেখিয়া (রাম)

এই কহিলেনঃ—হে রাজন্! হে বৃকোদর! তোমাদিগের দুই জনের বল সমান; (দুই জনই সমান) বীর; আমি এক জনকে প্রাণের অধিক, আর এক জনকে শিক্ষা দ্বারা অধিক জ্ঞান করি। অতএব এই যুদ্ধে সমবীর্য্য তোমাদিগের দুই জনের এক জনের জয় বা পরাজয় লক্ষিত হইতেছেনা; (সুতরাং) নিষ্ফল যুদ্ধ নিবারিত হউক।

রাজন্! দুই জন পরস্পরের সহিত শত্রুতা বন্ধন করিয়াছিলেন; পরস্পরের দুর্ব্বাক্য ও অপকার স্মরণ করিয়া (বলদেবের) সেই সার্থক বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না। উহা অদৃষ্ট, (এই) বোধ করিয়া রাম দ্বারকায় গমন করত জ্ঞাতি উগ্রসেনাদির সহিত মিলিত হইলেন; তাঁহারা আনন্দ অনুভব করিলেন।

তিনি পুনর্ব্বার নৈমিষে উপস্থিত হইলে পর, যজ্ঞ যাঁহার অঙ্গ এবং যাঁহার সমুদায় ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, মুনিরা (তাদৃশ) তাঁহাকে আনন্দপূর্ব্বক সর্ব্ব যজ্ঞ করাইলেন। বিভু ভগবান্ তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিতরণ করিলেন, যদ্দ্বারা (তাঁহারা) এই বিশ্বকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্ব্বত্রে অবস্থিত বলিয়া জানিলেন। (রাম) জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃদ্গণে বেষ্টিত হইয়া নিজপত্নীর সহিত যজ্ঞান্ত স্নান করত সুন্দর বসন পরিধান করিয়া এবং মালায় অলঙ্কৃত হইয়া, জ্যোৎস্নার সহিত চন্দ্রের ন্যায়, দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। মায়ামনুষ্য, বলশালী, অপ্রমেয়, অনন্ত বলদেবের এইপ্রকার অনেক (কর্ম্ম) আছে। যিনি সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে অদ্ভুতকর্ম্মা অনন্ত বলরামের কর্ম্ম সকল স্মরণ করেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুর প্রিয় হন।

বলদেবের তীর্থযাত্রা নামক নবসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীরাজা কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা অনন্তবীর্য্য মুকুন্দের আর আর যে সকল বীর্য্য (আছে,) প্রভো! তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মন্! উত্তমশ্লোকের সৎ কথা একবারমাত্র শ্রবণ করিয়া, অভিলাষের বাণে যিনি বিষণ্ণ হইয়াছেন, এবং যিনি সারজ্ঞ, এরূপ কোন্ ব্যক্তি বিরত হইবেন? যদ্দ্বারা তাঁহার গুণ সকল বর্ণিত হয়, সেই বাক্য; যে তাঁহার কর্ম্ম করে, সেই হস্তযুগল; যে তাঁহাকে স্থাবরজঙ্গমে বাস করিতে স্মরণ করে, সেই (মন;) যে তাঁহার পুণ্য কথা শ্রবণ করে, সেই কর্ণ; যে তাঁহার উভয় রূপকেই[১] নমস্কার করে, সেই মস্তক; যে তাঁহার (উভয়) রূপই দর্শন করে, সেই চক্ষু; আর, যে সকল সেই শ্রীবিষ্ণুর এবং তদীয় জনগণের পাদোদক নিত্য ভজনা করে, সেই সকলই অঙ্গ।

শ্রীসূত বলিলেন, ভগবান্ বেদব্যাসতনয় বিষ্ণুদত্ত কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে চিত্ত নিমগ্ন করিয়া কহিলেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, কোন এক বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়সেব্য বিষয় সকলে বিরক্ত হইয়া প্রশান্তাত্মা এবং জিতেন্দ্রিয় হন। যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত দ্রব্যে জীবন ধারণ করত গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতেন।

সেই কুৎসিত-বস্ত্রধারী র ভার্য্যা সেইপ্রকারেই ক্ষুধায় ক্ষীণ

১। স্থাবর ও জঙ্গম।

ইহয়াছিলেন। পতিব্রতা (ভর্ত্তার ভোগ সম্পাদন করিতে শক্তি না থাকায়) দুঃখিত থাকিতেন; তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে [২] ম্লান-বদনে স্বামীকে কহিলেন, আচ্ছা, ব্রহ্মন্! লক্ষ্মীর পতি, ব্রাহ্মণের হিতকারী, শরণ্য, ভগবান্ যাদবশ্রেষ্ঠ ত আপনার সখা। হে মহাভাগ! সাধুদিগের পরম স্থান তাঁহার নিকট গমন করুন। আপনি পরিবারী, কষ্ট পাইতেছেন; তিনি আপনাকে যথেষ্ট ধন দিবেন। তিনি এক্ষণে ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের রাজা হইয়া দ্বারকায় বাস করিতেছেন। যিনি তাঁহার পাদ-কমল চিন্তা করেন, জগদ্গুরু তাঁহাকে আত্মাও দান করেন; যে সকল অতি অভীষ্ট নহে, [৩] ভজনকারীকে যে সেই সকল (দান করিবেন,) তাহাতে আর কথা কি?

সেই ব্রাহ্মণ ভার্য্যা কর্ত্তৃক এইরূপে মুহুর্মুহু অনেক বার প্রার্থিত হইয়া, এই পরম লাভ যে, উত্তমশ্লোকের দর্শন (ঘটিবে,) মনে এই চিন্তা করিয়া গমন করিতে মন করিলেন। (কহিলেন,) হে কল্যাণি! গৃহে কি কোন উপহার (সামগ্রী) আছে? দেও।

(ব্রাহ্মণী) ব্রাহ্মণদিগের নিকট চতুর্ম্মুষ্টি চিপিটক যাচ্ঞা করিয়া চেলখণ্ডে বন্ধন করত স্বামীকে উপায়ন দান করিলেন। সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ সেই চতুর্ম্মুষ্টি চিপিটক লইয়া, কি করিয়া আমার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শন ঘটিবে, এই চিন্তা করিতে করিতে দ্বার-কায় গমন করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণগণের সহিত তিন গুল্ম [৪]

২। স্বামীর ভয়ে।

৩। ভোগ্যবস্তু সকল পরিণামবিরস বলিয়া অতিশয় অভীষ্ট নহে।

৪। রক্ষার জন্য সৈন্যস্থান।

ও তিন কক্ষ অতিক্রম করিলেন; (পরে) দ্বিজ বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দিগের অগম্য গৃহ সকলের মধ্যে, হরির ষোড়শ সহস্র মহিষীর একতম গৃহে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার বোধ হইল, যেন ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

অচ্যুত প্রিয়ার পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া ছিলেন; দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া সহসা উত্থান করত নিকটে আসিয়া আনন্দে দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। প্রিয়-সখা বিপ্রের অঙ্গসংস্পর্শ হেতু পঙ্কজলোচনের আনন্দ জন্মিল; তিনি আনন্দিত হইয়া দুই চক্ষু দিয়া জলবিন্দু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাজন্! অনন্তর পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সখার পূজাসামগ্রী আনয়ন করিয়া তাঁহার পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিয়া লোকপাবন ভগ-বান্ পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন; দিব্যগন্ধবিশিষ্ট চন্দন ও অগুরু কুঙ্কুম দ্বারা প্রিয়কে লিপ্ত করিলেন; এবং সুগন্ধিধূপ ও প্রদীপাবলি দ্বারা আনন্দে মিত্রের অর্চ্চনা করিয়া তাম্বূল এবং গো নিবেদন করত স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ মলিন ও ক্ষীণ, কদর্য্য বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, শরীর শিরাসমূহে ব্যাপ্ত, সাক্ষাৎ দেবী সখীদিগের সমভিব্য-হারে ব্যজন দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। নির্ম্মল-কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ অতি প্রীতি পুরঃসর অবধূতকে পূজা করিলেন, দেখিয়া অন্তঃপুর জন আশ্চর্য্যান্বিত হইল;—"এই অবধূত, ভিক্ষুক, শ্রীহীন, লোকে নিন্দিত, অধম (ব্যক্তি) কি পুণ্য করিয়া-ছিল যে, এ লোকগুরু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মানিত এবং পর্য্যঙ্কশায়িনী প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রজের ন্যায় আলিঙ্গিত, হইল!"

রাজন্! (শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ) পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া, আপনারা পূর্ব্বে যখন গুরুকুলে ছিলেন, তখনকার মনোহর গল্প সকল কহিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে ধর্ম্মজ্ঞ! দক্ষিণা দিয়া গুরুকুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপনি সদৃশী ভার্য্যা বিবাহ করিয়াছেন কি না? আমার জানাই আছে, প্রায় আপনার মন গৃহেতে কাম দ্বারা বিহত হয় না; বিদ্বন্![৫] তাই আপনি ধনেতে প্রীত নহেন।[৬] কতকগুলিন লোক কাম সকলের দ্বারা হতচেতা না হইয়া ঈশ্বর-মায়ারচিত বাসনা সকল পরিত্যাগ করিয়া, যেমন আমি, যেরূপে লোকসংগ্রহ হয়, সেইরূপে (কর্ম্ম করি,) তেমনি কর্ম্ম সকল করিয়া থাকেন।[৭] ব্রহ্মন্! দ্বিজ যে গুরুতে বিজ্ঞেয় জ্ঞাত হইয়া অজ্ঞানের পারে গমন করেন, আমাদিগের দুই জনের (সেই) গুরুর কুলে বাস কি মনে আছে? সখে! ইহ সংসারে যাঁহা হইতে জন্ম হয়, তিনি প্রথম গুরু; যাঁহাতে দ্বিজগণের সৎকর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তিনি (দ্বিতীয়) গুরু; আর, (সর্ব্ব) আশ্রমীর যিনি জ্ঞানগুরু, তিনি সাক্ষাৎ যেন আমি।[৮] ব্রহ্মন্! গুরু (রূপী) আমার উপদেশ মাত্রে যাঁহারা সুখে ভবার্ণব উত্তীর্ণ হন, এই পৃথিবীতে সমুদায় আশ্রমীদিগের মধ্যে নিশ্চয় তাঁহারাই প্রয়োজনবোধবিষয়ে সুপণ্ডিত। আমি[৯]

৫। আপনি বিদ্বান্, সুতরাং আপনার এ উপযুক্তই বটে।

৬। কোম নিষেধ নাই; সুতরাং বিবাহ অনুমত এই ভাবিয়া বলা হইল।

৭। কামে অভিহত না হইলে গৃহস্থাশ্রমের ক্লেশ স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর দেওয়া হইল।

৮। অর্থাৎ, ঈশ্বর আমার ন্যায়; অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্ত দুই গুরু অপেক্ষা পূজ্যতম।

৯। পরমেশ্বর।

গুরুসেবা দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই, গৃহস্থ ধর্ম্ম, ব্রহ্মচারিধর্ম্ম, বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম, অথবা যতিধর্ম্ম দ্বারা তাদৃশ হই না।

ব্রহ্মন্! যখন আমরা গুরুকুলে বাস করিতাম, তখন আমাদিগের সম্বন্ধে যে এক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কি আপনার মনে পড়ে? হে দ্বিজ! কদাচিৎ আমরা, "কাষ্ঠ লইয়া আইস," গুরুপত্নীর এই আজ্ঞা পাইয়া মহারণ্যে প্রবেশ করিলে, অকালে প্রখর বাতবর্ষণ ও নিষ্ঠুর মেঘ সকল উদ্ভূত, হয়; সূর্য্য অস্ত যান; তৎক্ষণমাত্রে দশদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ও নিম্নকুল জলময় হয়; কিছুই জানা যায় না। পরে জল-মিশ্রিত সেই বনে আমরা মহা বাত ও জল দ্বারা বারম্বার নিরতিশয় আহত হইতে থাকি; এবং দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরস্পর হস্ত ধারণ করত কাতর হইয়া ভার বহন করি। এই জানিয়া, সূর্য্য উদিত হইলে পর, আচার্য্য গুরু সন্দীপনি শিষ্য আমাদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে কাতরাবস্থ দর্শন করেন। (কহেন) "অহো; হে পুত্রগণ! আত্মাই প্রাণিগণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ; তোমরা সেই আত্মাকে অনাদর করিয়া আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ মানিয়া আমাদিগের নিমিত্ত দুঃখিত হইয়াছ! বিশুদ্ধভাবে গুরুতে সর্ব্বার্থ-সাধক দেহ সমর্পণ, যাঁহারা সৎশিষ্য হইবেন, তাঁহারা এতাবৎ (পরিমাণেই) গুরুর প্রত্যুপকার করিবেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ![১০] আমি তোমাদিগের উপর সন্তুষ্ট হইলাম; তোমাদিগের মনোরথ চরিতার্থ হউক; (আমার

১০। আদরে বহু বচন।
"দ্বিজ", অর্থাৎ, যাঁহাদিগের উপনয়নসংস্কার আছে।

নিকট অধীত) বেদ সকলের সার যেন ইহ ও পরকালে দুর না হয়।”

গুরুকুলে বাসকালীন আমাদিগের পক্ষে এইপ্রকার অনেক (যে ঘটনা ঘটিয়াছিল,) তাহা কি আপনার স্মরণ আছে? পুরুষ গুরুর কৃপায়ই শান্তির উপযুক্ত হন।

শ্রীব্রাহ্মণ কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগদ্গুরো! সত্য-কাম আপনার সহিত যাহাদিগের গুরুকুলে বাস হইয়াছিল; সেই আমাদিগের কি না সম্পন্ন হইয়াছে? প্রভো! যাঁহার দেহ বেদময় ব্রহ্ম এবং মঙ্গলনিকরের উদ্ভবস্থান, সেই আপনার গুরুকুলে বাস অতিশয় অনুকরণ [১১]।

চিপিটক-উপাখ্যানে অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সর্ব্বপ্রাণীর মনোভিজ্ঞ সেই হরি হাস্য করিয়া কহিলেন।

ব্রাহ্মণের হিতকারী, সাধুদিগের গতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়কে প্রেমদৃষ্টিতেই দর্শন করিয়া হাস্য করিয়া [১] (বলিলেন।)

১১। মানবদিগের অনুকরণ।

১। রহস্য করিয়া।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি গৃহ হইতে আমার নিকট কি উপায়ন আনয়ন করিয়াছেন ? ভক্তগণ কর্ত্তৃক আনীত অণুমাত্র (দ্রব্যও) প্রেম হেতু আমার অধিক হয় ; অভক্ত কর্ত্তৃক আনীত ভূরি (দ্রব্যও) আমার সন্তোষ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। পত্র, পুষ্প, ফল ও জল, ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে যে (যা) দান করে, আমি প্রযতচিত্ত তাহার ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত তাহাই আহার করি।

রাজন্ ! দ্বিজ এইপ্রকার কথিত হইয়াও[২] লজ্জিত হইয়া শ্রীপতিকে চিপিটকপ্রসৃতি[৩] দান করিলেন না ; অধোমুখ হইয়া (রহিলেন।)

সাক্ষাৎ সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণসাক্ষী (শ্রীকৃষ্ণ) সেই (ব্রাহ্মণের) আগমনকারণ জানিয়া চিন্তা করিলেন, ইনি লক্ষ্মী কামনা করিয়া পূর্ব্বে আমার ভজনা করেন নাই। সখা কিন্তু পতিব্রতা পত্নীর প্রিয়সাধন করিবার নিমিত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন ; অতএব ইহাঁকে দেবতা-দিগের দুর্ল্লভ সম্পত্তি দান করিব।

(শ্রীকৃষ্ণ) এইরূপ চিন্তা করিয়া, এ কি ?, এই বলিয়া দ্বিজের বসন হইতে চীরবদ্ধ চিপিটক গুলিন স্বয়ং কাড়িয়া লইলেন। আচ্ছা, সখে এই ত আমার সাতিশয় প্রীতিসাধন উপঢৌকন আনিয়াছেন। সখে ! এই সকল চিপিটক বিশ্বাত্মা আমার তৃপ্তিসাধন করিতেছে।

২। অর্থাৎ, কিঞ্চিৎ তুচ্ছ পদার্থ পাইলেও আমি সন্তুষ্ট হইব, শ্রীকৃ-ষ্ণের এই কথা শুনিয়াও।

৩। " প্রসৃতি ", অর্থাৎ, এক নোট। বাং।

এই বলিয়া একবার (এক) মুষ্টি আহার করিয়া, আহার করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণ করিলেন। অমনি লক্ষ্মী তৎপরা[৪] হইয়া পরম ব্রহ্মের হস্ত ধারণ করিলেন। হে বিশ্বাত্মন্! যেরূপে তোমার সন্তোষ জন্মে,[৫] সেই রূপে ইহ অথবা পর লোকে পুরুষের সর্ব্বসম্পত্তিসমৃদ্ধির জন্য ইহাই যথেষ্ট।

যাহা হউক, বৎস! ব্রাহ্মণ অচ্যুতের মন্দিরে সেই রাত্রি বাস করিয়া সুখে ভোজন পান করত আপনাকে যেন স্বর্গগত বোধ করিলেন। পর দিন হইলে নিজ আলয়ে যাত্রা করিলেন। বিশ্বোৎপাদক (শ্রীকৃষ্ণ) সঙ্গে সঙ্গে কতক পথ গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম, ও বিনয়োক্তি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট, করিলেন। সেই (ব্রাহ্মণ) সখার নিকট ধন না পাইয়া নিজেও যাচ্ঞা করিলেন না; লজ্জিত হইয়া[৬] আপন গৃহে যাইতে লাগিলেন। মহতের দর্শনে তাঁহার সুখবোধ হইল;— "অহো; আমি ব্রহ্মণ্যদেবের ব্রহ্মণ্যতা দর্শন করিলাম; যেহেতু তিনি বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীকে ধারণ করিতেছেন, তথাপি দরিদ্রতম আমাকে আলিঙ্গন করিলেন! দরিদ্র, নীচ আমি কোথায়, আর লক্ষ্মীর নিবাসভূমি শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? আমি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, এই জন্যই আমাকে বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন; ভ্রাতৃগণের ন্যায় লক্ষ্মীসংযুক্ত পর্য্যঙ্কে বসাইলেন;

৪। যে সকল সম্পত্তি আমার কটাক্ষ-বিলসিত, এতদ্দ্বারাই তাদৃশ সম্পত্তির সমৃদ্ধি যাবতীয় ভূতের যাবতীয় হয়, সকলই ইহাঁর লাভ হইবে। দ্বিতীয় মুষ্টি আহার করিয়া আমাকে ইহাঁর অধীন করিবেন না; এই আশয়ে লক্ষ্মী "তৎপরা হইয়া" ইত্যাদি।

৫। ভক্তের সমৃদ্ধি দেখিয়া।

৬। আপন চিত্তের ক্ষুদ্রতা ভাবিয়া।

এবং চামরহস্তা মহিষী শ্রীও আমাকে বীজন করিলেন! আর, যেমন বিপ্র দেবতাকে, তেমনি দেবদেব আমাকে পরম সেবা ও পাদমর্দ্দনাদি দ্বারা পূজা করিলেন! তাঁহার চবণসেবা পুরুষের স্বর্গ ও মুক্তির, পৃথিবীতে ভূরি সম্পত্তির এবং সমুদায় সিদ্ধিরই মূল; (তথাপি,) এ নির্দ্ধন; ধন পাইয়া অত্যন্ত মত্ত হইয়া আমাকে স্মরণ করিবে না; নিশ্চয়ই এই ভাবিয়া পরম-দয়ালু আমাকে যথেষ্ট ধন দেন নাই।

(ব্রাহ্মণ) এইপ্রকারে অন্তঃকরণমধ্যে উহা চিন্তা করিতে করিতে নিজগৃহের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। ঐ প্রান্ত-ভাগ সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রের সদৃশপ্রভ বিমান সকলে, আর, শব্দকারি-দ্বিজকুল দ্বারা আকুলিত এবং প্রস্ফুটিত-কুমুদ-পদ্ম-কহ্লার-উৎপল-সমন্বিত-জলাশয়-শালী বিচিত্র উদ্যান ও উপ-বন সকলে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সুন্দররূপে অলঙ্কৃত স্ত্রী ও পুরুষগণ উহাকে সেবা করিতেছিল। এ কি?[৭] কাহার?[৮] কিপ্রকারে সেই এই স্থান[৯]? (ব্রাহ্মণের মনে) ইত্যাদি-প্রকার বিতর্ক হইল।

সেই মহাভাগ (ব্রাহ্মণ) এইরূপ বিতর্ক করিতেছিলেন; দেবপ্রভ নর ও নারী সকল সগধিক গীতবাদিত্রের সহিত আনন্দে (উপায়নাদি দান করত) তাঁহার সমাদর করি-লেন। স্বামী আগমন করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া সতীর আনন্দ জন্মিল; তিনি সাতিশয়-আদর-বিশিষ্টা হইয়া মূর্ত্তি-মতী লক্ষ্মীর ন্যায় শীঘ্র আলয়[১০] হইতে বহির্গত হইলেন।

৭। প্রথমতঃ তেজঃপুঞ্জ দেখিয়া বলা হইল।
৮। পরে বিমান দেখিয়া বলা হইল।
৯। আপন স্থান নিশ্চয় করিয়া বলা হইল। ১০। কমলবন।

পতিকে দেখিয়া প্রেমোৎকণ্ঠাহেতু পতিব্রতার লোচনে জল আসিল; তিনি চক্ষু নিমীলন করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক [১১] তাঁহাকে নমস্কার এবং মনোদ্বারা [১২] তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পত্নী বিমানরূঢ়া দেবীর ন্যায় স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন, এবং পদক-কণ্ঠী দাসীদিগের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, দেখিয়া সেই (দ্বিজ) আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; (পরে) আনন্দিত হইয়া তাঁহার সহিত স্বয়ং মহেন্দ্র ভবনের ন্যায় শতস্তম্ভ-সমন্বিত নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দুগ্ধফেণনিভ শয্যা, রুক্ম-পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট গজদন্তময় পর্য্যঙ্ক, স্বর্ণদণ্ড চামর ও ব্যজন, মৃদুআস্তরণে আচ্ছাদিত আসন, বিলম্বিত-মুক্তাদামসমন্বিত কান্তিশালী বিমান, এবং ললনাদিগের রত্নসমূহের সহিত সংযুক্ত হইয়া, স্বচ্ছ-স্ফটিক-ও-মহামরকতময় কুড্য সকলে শোভমান রত্নপ্রদীপ সকল; সেই গৃহে (ইত্যাদি) সর্ব্ব সম্পত্তির সমৃদ্ধি সকল দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ ব্যগ্র না হইয়া আকস্মিকী নিজ সমৃদ্ধি চিন্তা করিতে লাগিলেন;—এই দুর্ভগ, নিরন্তর দরিদ্র আমার সমৃদ্ধির কারণ মহাবিভূতিশালী যদূত্তমের দর্শন ব্যতীত নিশ্চয়ই অন্য কিছু যুক্তিসঙ্গত হয় না। যদুদিগের শ্রেষ্ঠ ভূরিভোজ [১৩] আমার সখা (ভূরিও দান করিয়া,) স্বয়ং উহাকে পর্জ্জন্যের ন্যায় দর্শন করত, [১৪] সমক্ষে না বলিয়াই যাচককে অধিকতর দান করেন;

১১। ইনিই বন্দ্য, এই নিশ্চয় করিয়া।

১২। সংকল্প দ্বারা।

১৩। হেতুগর্ভ বিশেষণ; তিনি আপ্তকাম ও লক্ষ্মীপতি; সুতরাং ভূরিভোজ অর্থাৎ, তাঁহার ভোগ বিবিধ ও প্রচুর।

১৪। যেমন পারাবারপূরক অতিবদান্য পর্জ্জন্য প্রভূত বর্ষণ করিয়াও, যেন লজ্জাতেই, সমক্ষে বর্ষণ না করিয়া, রাত্রিতে যখন কৃষকেরা নিদ্রিত থাকে, তখন তাহাদিগের ক্ষেত্র সকল প্লাবিত করে, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণও "সমক্ষে" ইত্যাদি।

তাঁহার নিজের যে দান, তাহা অধিক হইলেও কিঞ্চিৎ মনে করেন; আর, সুহৃৎকৃত অতি তুচ্ছ হইলেও, অনেক জ্ঞান করেন; (এই কারণেই,) মহাত্মা, আমি যে চিপিটকমুষ্টি লইয়া গিয়াছিলাম, প্রীতিযুক্ত হইয়া তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। জন্মে জন্মে পুনর্ব্বার যেন আমার তাঁহারই সহিত সৌহার্দ্দ্য,[১৫] সখ্য[১৬] ও মৈত্রী[১৭] হয়, (এবং যেন তাঁহারাই) দাস্য করি। (আর,) গুণালয় মহানুভাবের বিশেষ রূপ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া আমার যেন তদীয় ভক্তদিগের সহিত অত্যুৎকৃষ্ট মেলন হয়। স্বয়ং বিবেকী ভগবান্ অজ ধনীদিগের গর্ব্বজন্য নিপাত দর্শন করিয়া অবিবেকী[১৮] ভক্তকে বিবিধ সম্পত্তি,[১৯] রাজ্য[২০] ও বিভূতি[২১] দান করেন না।[২২]

বুদ্ধি দ্বারা এইপ্রকার অবধারণ করিয়া, জনার্দ্দনে অতীব ভক্তিমান্ হইয়া, (দ্বিজ) অল্পে অল্পে ত্যাগ অভ্যাস করত অতি আসক্ত না হইয়া, জায়ার সহিত বিষয় সকল ভোগ করিতে লাগিলনে।

ব্রাহ্মণগণ সেই দেবদেব, যজ্ঞপতি প্রভু হরির প্রভু ও দেব; তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই।

তখন সেই ভগবৎসখ ব্রাহ্মণ অজিতকে নিজ ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইতে দেখিয়া তাঁহার ধ্যান দ্বারা ছিন্নাহঙ্কার হইয়া অচিরে ব্রহ্মবেত্তাদিগের গতি সেই (শুদ্ধ) ধাম প্রাপ্ত হইলেন।

১৫। প্রেম। ১৬। হিতচেষ্টা। ১৭। উপকারকরণ।

১৮। "স্বয়ং বিবেকী," "অবিবেকী," এই দুইটী হেতুগর্ভ বিশেষণ।

১৯। কোষাদি। ২০। ঐশ্বর্য্য।

২১। স্ত্রীপুত্রাদি।

২২। আচ্ছা, ভক্তির ফল সম্পত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন কেন? এই আশঙ্কায় বলা হইল "স্বয়ং," ইত্যাদি।

মনুষ্য ব্রহ্মণ্যদেবের এই ব্রহ্মণ্যতা শ্রবণ করিয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ করত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

চিপিটকোপাখ্যাননামক একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বি-অশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রামকৃষ্ণ দ্বারকায় বাস করিতেছেন, ইতিমধ্যে একদা, যেমন কল্পক্ষয় কালে, তেমনি মহৎ সূর্য্যগ্রহণ হইল। রাজন্! সর্ব্বদিক্ হইতে মনুষ্যেরা পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিয়া[১] মঙ্গল সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া, শস্ত্রধারীদিগের শ্রেষ্ঠ রাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া রাজাদিগের রুধিরস্রোতে যথায় মহাহ্রদ সকল করিয়াছিলেন, এবং ভগবান্ ঈশ্বর রাম কর্ম্মস্পৃষ্ট না হইয়াও, যেমন অন্য[২] ব্যক্তি পাপক্ষালনের নিমিত্ত, তেমনি লোকসংগ্রহের জন্য যথায় যজ্ঞও করিয়াছিলেন, (সেই) সমন্তক পঞ্চকে গমন করিল। মহতী তীর্থযাত্রায় ভারতবর্ষের সমুদায় প্রজা তথায় আগমন করিল। হে ভারত! অক্রূর, বসুদেব এবং আহুকাদি বৃষ্টিগণও নিজ পাপ দূর করিতে বাসনা করিয়া সেই ক্ষেত্রে গমন করিলেন। গদ, প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব; সুচন্দ্র, শুক ও সারণের সহিত অনিরুদ্ধ; আর

১। দৈবজ্ঞদিগের নিকট।
২। অজ্ঞ।

সেনানী কৃতকর্ম্মা (দ্বারকার) রক্ষাকার্য্যে রহিলেন। দিব্য-মাল্য-বস্ত্র-বর্ম্মশালী, কাঞ্চন-মালী মহাতেজা সস্ত্রীক সেই সকল (যাদব) পথিমধ্যে বিমানসঙ্কাশ রথ, তরল তরঙ্গতুল্য বেগবান্ অশ্ব, মেঘসদৃশ গর্জ্জনকারী করী ও বিদ্যাধরকান্তি মনুষ্যদিগের সহিত দেবগণের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। মহাতেজা সকল তথায় স্নান করত সাতিশয় সমাহিত হইয়া উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বস্ত্র, মাল্য ও কাঞ্চনমালা-শালিনী ধেনু দান করিলেন। বৃষ্ণিগণ পুনর্ব্বার রামহ্রদ-সকলে বিধানানুসারে স্নান করত, শ্রীকৃষ্ণে আমাদিগের ভক্তি হউক, এই বাসনা করিয়া দ্বিজাতিদিগকে স্বাদু অন্ন দান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদিগের দেবতা! সেই সকল বৃষ্ণি তাঁহার অনুজ্ঞা পাইয়া আপনারাও ভোজন করিয়া স্নিগ্ধচ্ছায় শাখী সকলের মূলদেশে যথেষ্ট বাস করিলেন। রাজন্! সেই স্থানে আসিয়া তাঁহার সুহৃৎ ও সম্বন্ধি রাজগণ মৎস্য, উশীনর, কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কেকয়, মদ্র, কুন্তী, আনর্ত্ত ও কেরল এবং শত শত অন্যান্য আত্মপক্ষীয় রাজগণ, আর, সুহৃৎ নন্দাদি গোপ ও উৎকণ্ঠিত গোপী সকলকেও দর্শন করিলেন। পরস্পর সন্দর্শন হইতে যে হর্ষ (হইল,) তাহার বেগে তাঁহাদিগের সুন্দর মুখ-পঙ্কজ-লক্ষ্মী প্রকৃষ্টরূপে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন; গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগের নয়ন হইতে জলধারা পতিত হইতে লাগিল; (এই ভাবে) তাঁহারা আনন্দ অনুভব করিলেন। পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়া অতিসৌহৃদজন্য হাস্য বশতঃ স্ত্রীদি-গের কটাক্ষদৃষ্টি নির্ম্মল হইল; তাঁহারা (এই ভাবে) স্তন

দ্বারা কুঙ্কুমপঙ্করঞ্জিত স্তন সকল পেষণ করিয়া বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন; লোচন সকলে প্রণয়াশ্রু বহিতে লাগিল।

অনন্তর তাঁহারা বৃদ্ধদিগকে অভিবাদন এবং কনিষ্ঠগণ কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া স্বাগত ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পরস্পর শ্রীকৃষ্ণকথা কহিতে লাগিলেন। কুন্তী ভ্রাতৃগণ, ভগ্নিগণ ও তাঁহাদিগের পুত্রগণকে, পিতা মাতাকে, ভ্রাতৃপত্নীদিগকে এবং মুকুন্দকেও দর্শন করিয়া কথোপকথনে শোক ত্যাগ করিলেন।

শ্রীকুন্তী কহিলেন, আর্য্য ভ্রাতঃ! আমি আত্মাকে অপূর্ণমনোরথ বোধ করি; কারণ; সত্তম তোমরা আপৎ কালে আমার বার্ত্তা লও না। যাহার দৈব প্রতিকূল, সে স্বজন হইলেও, সুহৃদ, জ্ঞাতি এবং পুত্র, ভ্রাতা, পিতা ও মাতাও তাঁহাকে স্মরণ করেন না।

শ্রীবসুদেব কহিলেন, হে স্নেহপাত্রি! (ভগিনি!) আমাদিগের দোষ দিও না; আমরা নর, দেবের ক্রীড়ার বস্তু; লোক ঈশ্বরেরই বশে কার্য্য করে, অথবা কারিত হয়। আমরা কংস কর্ত্তৃক নিরতিশয় তাপিত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিয়াছিলাম; ভগিনি! দৈব হেতু সংপ্রতিই পুনর্ব্বার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, পূর্ব্বোক্ত রাজা সকল বসুদেব ও উগ্রসেনাদি যদুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অচ্যুতসন্দর্শনজন্য পরমানন্দে সুখিত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রগণের সহিত গান্ধারী, সস্ত্রীক পাণ্ডবগণ, কুন্তী, সঞ্জয়, বিদুর, কৃপ, কুন্তিভোজ, বিরাট্, ভীষ্মক, মহৎ নগ্নজিৎ, পুরু-

জিৎ, দ্রুপদ, শৈব, ধৃষ্টকেতু, কাশিরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ মৈথিল, মদ্র, কেকয়, যুধামন্যু, সুশর্ম্মা, সপুত্র বাহ্লিকাদি এবং যুধিষ্ঠিরের অনুগত অন্যান্য রাজারা ও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনিকেতন[৩] সস্ত্রীক দেহ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা কৃষ্ণরামের নিকট হইতে উপযুক্ত পূজা লাভ করত আনন্দযুক্ত হইয়া কৃষ্ণপরিজন যদুদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অহো; ভোজপতে! ইহ (লোকে) মনুষ্যদিগের মধ্যে আপনারাই জন্ম লাভ করিয়াছেন; কারণ, আপনারা যোগীদিগেরও দুর্দ্দর্শ শ্রীকৃষ্ণকে বারম্বার দর্শন করিতেছেন। (আর,) যাঁহার শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক স্তুত কীর্ত্তি, পাদপ্রক্ষালনজল[৪] এবং বাক্য-(রূপ) শাস্ত্র এই বিশ্বকে সাতিশয় পবিত্র করিতেছে, এবং, কালকর্ত্তৃক ভাগ্য দগ্ধ হইলেও, যাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ হইতে শক্তি উত্থিত হওয়াতে, ধরিত্রী আমাদিগের অখিল প্রয়োজন বর্ষণ করিতেছে, আপনারা সংসারকারণ গৃহে বসতি করিলেও, সেই শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং আপনাদিগের সহিত দর্শন, স্পার্শন, অনুগমন, কথোপকথন, শয়ন, উপবেশন, বিবাহ ও দৈহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া স্বর্গ ও অপবর্গদ্বারা আপনাদিগকে তৃষ্ণাশূন্য করিয়াছেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যদুগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন জানিয়া শ্রীনন্দ, দর্শন করিবার বাসনায়, যে সকল গোপ শকটের উপর সম্পত্তি উঠাইয়া লইয়াছিল,[৫]

৩। শ্রীর; অর্থাৎ, সুবর্ণরেখাকারা লক্ষ্মীর নিকেতন। অথবা, সরস্বতীর আবাসস্থান; কারণ, তিনি জ্ঞানময় ও বেদময়।

৪। গঙ্গা।

৫। সেই স্থানে বাস করিবার বাসনা।

সেই সকল গোপের সহিত তথায় আগমন করিলেন। যেমন প্রাণকে দেখিয়া দেহ সকল, তেমনি তাঁহাকে দেখিয়া চিরদর্শনকাতর যদুগণ আনন্দিত হইয়া উৎথান করত গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। কংসকৃত ক্লেশ সকল এবং গোকুলে পুত্রন্যাস স্মরণ করত বসুদেব আলিঙ্গন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত ও প্রেমে বিহ্বল হইলেন। হে কুরু-শ্রেষ্ঠ! পিতা মাতাকে আলিঙ্গন এবং অভিবাদন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ও রামের কণ্ঠ প্রেম হেতু অশ্রুতে রুদ্ধ হইল; তাঁহারা কিছুই কহিলেন না। মহাভাগা যশোদা সেই দুই পুত্রকে আপনার আসনে উপবেশন করাইয়া এবং বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্ব শোক পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর রোহিণী এবং দেবকী ব্রজেশ্বরীকে আলিঙ্গন করিয়া তৎকৃত মিত্রতা স্মরণ করত বাষ্পকণ্ঠী হইয়া একসঙ্গে কহিলেন;—হে ব্রজেশ্বরি! কোন্ কামিনী ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও তোমা-দিগের দুইজনের মিত্রতা বিস্মৃত হইবে? নিবৃত্তিকারণ থাকিতেও ঐ মিত্রতা অনুগমন করিতেছে।[৩] ইহ সংসারে উহার প্রতি-ক্রিয়া নাই। ইহাঁরা দুই জন পিতাকে দর্শন করেন নাই; পদ্ম যেমন চক্ষুর, তেমনি রক্ষক তোমাদিগের দুই জনের নিকট ন্যস্ত হইয়া নিজ পিতা মাতার আদর, অভ্যুদয়, পোষণ ও পালন লাভ করিয়া অকুতোভয় হইয়া বাস করিয়াছিলেন; সাধুদিগের পর ও নিজ নাই।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, যাঁহাকে দেখিতে হইলে, গোপীরা,

৩। অর্থাৎ, প্রতিশোধ করিবার বিবিধ উপায় করিলেও তাহার শোধ হয় না।

যিনি চক্ষু সকলে পক্ষ্ম করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে শাপ দিত, [৭] সেই অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া নেত্রদ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, পরিপক্ক যোগীরাও যাহা কষ্টে লাভ করেন, সকলেই সেই তদাত্মতা প্রাপ্ত হইলেন।

ভগবান্ তথাভূত তাহাদিগের সহিত নির্জ্জনে মিলিত হইয়া আলিঙ্গন করত অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া হাসিয়া এই কথা কহিলেন ;— হে সখীসকল! তোমরা কি আমাদিগকে স্মরণ কর ; আমরা নিজ ব্যক্তিদিগের প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম। আমরা অকৃতজ্ঞ, তোমাদিগের কি এরূপ অণুমাত্রও আশঙ্কা আছে? সেই জন্য কি তোমরা আমাদিগকে অবজ্ঞা কর? নিশ্চয়ই সেই [৮] ভগবান্ প্রাণীদিগকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করিতেছেন। যেমন বায়ু মেঘরাজি এবং তৃণ, তূলা ও ধূলিকণা সকল সংযুক্ত করিয়া বিযুক্ত করে, তেমনি প্রাণীস্রষ্টাও প্রাণীদিগকে। আমাতে ভক্তি প্রাণীদিগের মোক্ষসাধন করে। ভাগ্যবশে তোমাদিগের আমার প্রতি স্নেহ হইয়া ছিল ; উহা আমাকে লাভ করায়। হে অঙ্গনা সকল! যেমন আকাশ, জল, পৃথিবী, বায়ু ও তেজ ভৌতিক পদার্থ সকলের, তেমনি আমিই সর্ব্বভূতের আদি, অন্ত, অনন্তর ও বাহ্য। [৯] এই সকল ভূত এই প্রকার ;

৭। পরে যে "অভীষ্ট" বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে, এই টুকু উহার হেতু।

৮। অর্থাৎ, প্রসিদ্ধ।

৯। আচ্ছা, তুমি কিরূপ, যাঁহাকে আমরা স্নেহ দ্বারা প্রাপ্ত হইলাম? এই প্রশ্নের উত্তর, তোমরা এই প্রকার, অর্থাৎ, ব্যাপক আমাকে প্রাপ্ত হইলে।

আত্মা আত্ম দ্বারা ভূত সকলে বিস্তৃত; পরে ঐ উভয়কে পর আমাতে প্রকাশমান দর্শন কর। [১০]

শ্রীশুক কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক এইরূপে স্বরূপশিক্ষা দ্বারা শিক্ষিত হইয়া, তাঁহার স্মরণ হেতু গোপী সকলের জীবকোশ ধ্বংস পাইল; তাহারা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইল; এবং কহিল, যদিও আমরা গৃহসেবিনী, তথাপি, হে পদ্মনাভ! অগাধবোধ যোগিগণ যাহা হৃদয়ে চিন্তা করেন, এবং যাহা সংসার-কূপে পতিত ব্যক্তির উত্তরণ-সাধক অবলম্বন, তদীয় সেই পাদারবিন্দ যেন সর্ব্বদা আমাদিগের মনে উদিত হয়।

কুরুক্ষেত্র-যাত্রা নামক দ্বি-অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রি-অশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, সেই গুরু ও গতি ভগবান্ গোপীদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, পরে যুধিষ্ঠিরকে ও সমুদায় বন্ধুদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা এইরূপে লোকনাথ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত ও সুন্দররূপে পূজিত হইয়া সানন্দচিত্তে

১০। "এই সকল ভূত এইপ্রকার" অর্থাৎ, যেমন মহা ভূত সকল ভৌতিক শরাবাদির আদ্যন্ত; তেমনি পৃথিবী আদি চারিপ্রকার ভূতও কারণ মহাভূত সকলের অন্তর্গত।

"আত্ম দ্বারা" অর্থাৎ, ভোক্তৃ রূপে।

আচ্ছা, চতুর্ব্বিধ ভূতের ভোক্তা আত্মাই আদ্যন্তাদি রূপ; সর্ব্বব্যাপক তাঁহাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিতি করে; তবে তোমাকে আমরা কিরূপে পাইলাম? এই প্রশ্নের উত্তর "এই সকল" ইত্যাদি "দর্শন কর" ইত্যন্ত।

প্রত্যুত্তর করিলেন; তাঁহার পাদসন্দর্শন দ্বারা তাঁহাদিগের পাপ নষ্ট হইয়া ছিল।

(তাঁহারা কহিলেন,) প্রভো! আপনার পাদাম্বুজাসব[১] দেহীদিগের দেহজননী অবিদ্যা[২] ছেদ করে; যাঁহারা মহতের মন হইতে মুখ দ্বারা বিনিঃসৃত সেই (পাদাম্বুজাসব) কখনও কর্ণপুটে করিয়া সাতিশয় পান করেন, তাঁহাদিগের অকুশল কোথায়? আমরা আপনাকেই নমস্কার করি; স্বরূপপ্রকাশ দ্বারা আপনাতে আপনার নিজেরই কৃত তিন অবস্থা[৩] দূরীকৃত হইয়াছে; অতএব আপনি সর্ব্বানন্দ-কদম্বস্বরূপ; আর, আপনি অখণ্ড; (কারণ) আপনার শক্তি কুণ্ঠিত নহে; কালবশে বিলুপ্ত বেদ সকলের রক্ষার নিমিত্ত, আপনি যোগমায়াযোগে বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন;[৪] আপনি পরম হংসগণের গতি।[৫]

শ্রীঋষি কহিলেন, লোকেরা এইরূপে উত্তমশ্লোকশিরোমণির স্তব করিতে থাকিলে, অন্ধক-ও-কৌরবকামিনী সকল

১। "আসব" শব্দের অর্থ মদ্য। মদ্য সেবিত হইলে মনকে আনন্দে মগ্ন করে এবং সংসার হইতে পৃথক্ করিয়া উহার সর্ব্ব সন্তাপ দূর করে। এই সাদৃশ্যে হরিপাদপদ্মের সহিত উহার উপমা।

২। দেহকৃৎ, অর্থাৎ, ঈশ্বর; তদ্বিষয়ক অস্মরণ ছেদ করে। সংস্কৃতবলে এরূপ অর্থও হইতে পারে।

৩। জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি।

৪। আচ্ছা, যদি শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ, তবে তাঁহাকে আমাদিগের ন্যায় বোধ হইতেছে কেন? এই তর্কের আশঙ্কায় বলা হইল 'কালবশে', ইত্যাদি।

৫। সংস্কৃত বলে "আমরা আপনাকে নমস্কার করি" ইত্যাদি "পরম হংসগণের গতি" ইত্যন্তের মধ্যে কেবল "স্বরূপ প্রকাশ দ্বারা" এই টুকু না বলিয়া "শরীর ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে নমস্কার করি" ইত্যাদিপ্রকার অর্থও করিতে পারা যায়।

মিলিত হইয়া পরস্পর ত্রিলোকগীত বিবিধ মুকুন্দকথা কহিতে লাগিলেন ; বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

শ্রীদ্রৌপদী কহিলেন, হে অচ্যুতে বিদর্ভনন্দিনি! হে ভদ্রে! হে জাম্ববতি! হে সত্যে! হে সত্যভামে! হে কালিন্দি! হে মিত্রবিন্দে! হে রোহিণি [৬]! হে লক্ষণে! হে (অন্যান্য) শ্রীকৃষ্ণপত্নীসকল! স্বয়ং ভগবান্ নিজ মায়াযোগে লোক-দিগের অনুকরণ করত যেরূপে আপনাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কীর্ত্তন করুন।

শ্রীরুক্মিণী কহিলেন, শিশুপালকে আমায় দেওয়াইবার জন্য রাজগণ ধনুঃ উদ্যত করিয়া থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ) (নিজ) চরণ-রেণুকে অজেয় যোদ্ধৃগণের মুকুট করিয়া, [৭] মৃগেন্দ্র শৃগাল-পালের মধ্য হইতে স্বীয় ভাগের ন্যায়, আমাকে হরণ করিয়া-ছিলেন ; আমি সেই শ্রীনিবাসের চরণ অর্চ্চনা করি।

শ্রীসত্যভামা কহিলেন, সনাভির [৮] বধ হেতু তপ্তহৃদয় মদীয় পিতা যে অপযশ লেপন করিয়াছিলেন, সেই (অপযশ) ক্ষালন করিবার নিমিত্ত যিনি ভল্লূকরাজকে সংহার করিয়া রত্ন আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং পশ্চাৎ আমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন ; পিতা, সেই নিজ কৃত অপরোধে ভীত হইয়া, যদিও আমি বাগ্দত্তা হইয়াছিলাম, [৯] তথাপি আমায় সেই প্রভুকে দান করিয়াছিলেন।

শ্রীজাম্ববতী কহিলেন, পিতা ইহাঁকে তাঁহার নিজের নাথ

৬। পট্টমহিষীর তুল্য একজন।
৭। অর্থাৎ, পরাজয় করিয়া।
৮। যাহার সহিত নাভি সমান ; অর্থাৎ জ্ঞাতি। এস্থলে ভ্রাতা (প্রসেন।)
৯। অক্রূরাদিকে।

ঈশ্বর সীতাপতি বলিয়া না জানিয়া সপ্তবিংশতি দিবস ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করেন। (পরে) পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়া পাদদ্বয় ধারণ করত মণির সহিত আমাকে লইয়া পূজাসামগ্রী-স্বরূপে (ইহাঁকে) প্রদান করেন; আমি ইহাঁর দাসী [১০]।

শ্রীকালিন্দী কহিলেন, আমি পাদস্পর্শের অভিপ্রায়ে তপস্যা আচরণ করিতে ছিলাম জানিতে পারিয়া সেই যিনি সখার সমভিব্যাহারে (যাইয়া) পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার গৃহমার্জ্জনকারিণী।

ভদ্রা কহিলেন, যে শ্রীনিবাস স্বয়ং স্বয়ম্বরস্থলে আসিয়া রাজাদিগকে, এবং অপকারকরণে প্রবৃত্ত আমার ভ্রাতাদিগকে জয় করিয়া, সিংহ কুক্কুরযূথের মধ্যগত স্বীয় বলির ন্যায়, আমাকে নিজ পুরে লইয়া যান, জন্মে জন্মে যেন আমি তাঁহার পাদ ক্ষালন করি।

শ্রীসত্যা কহিলেন, পিতা রাজাদিগের বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত [১১] সাতটী বৃষভের বলবীর্য্য বৃদ্ধি এবং শৃঙ্গ সকল সুতীক্ষ্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন: যেমন শিশু সকল ছাগশাবক-সমূহকে, তেমনি (যিনি) বীরগণের দুর্ম্মদনাশক সেই [১২] বৃষ সকলকে লীলাক্রমে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়াছিলেন; যিনি এই-রূপে বীর্য্য রূপ শুল্ক দান করত পথে রাজাদিগকে জয় করিয়া চতুরঙ্গিণী-সেনা-ও-দাসীগণ-সমভিব্যাহারিণী আমাকে লইয়া আসেন, আমি যেন তাঁহার দাসী হই।

১০। "অতএব আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ;" এই আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, না, আমি ইহাঁর দাসী।

১১। যিনি বলীর শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে আমায় সম্প্রদান করা হইবে, এই অভিপ্রায়ে।

১২। অর্থাৎ, প্রসিদ্ধ,

শ্রীমিত্রবিন্দা কহিলেন, হে কৃষ্ণে! পিতা স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণ-চিত্তা আমাকে লইয়া সখীজন ও অক্ষৌহিণীর সহিত মাতুলপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে দান করেন। আমি বিবিধ কর্ম্মবশতঃ ভ্রমণ করিতেছি; যদ্দ্বারা আমার সেই [১৩] মঙ্গল হইবে, জন্মে জন্মে যেন আমার ইহাঁর সেই পাদসংস্পর্শ হয় [১৪]।

শ্রীলক্ষ্মণা কহিলেন, হে রাজ্ঞি! নারদের মুখে বারম্বার অচ্যুতের জন্ম কর্ম্ম শ্রবণ, এবং তিনি কমলহস্তা (লক্ষ্মী) কর্ত্তৃক পরিবৃত, সুন্দররূপে এই বিচার, করিয়া আমারও [১৫] চিত্ত লোকপালদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মুকুন্দে অবস্থিতি করিত। হে সাধ্বি! আমার মত জানিতে পারিয়া, "বৃহৎসেন" এই নামে বিখ্যাত দুহিতৃবৎসল মদীয় পিতা তদ্বিষয়ে উপায় করিলেন। রাজ্ঞি! যেমন (আপনার) স্বয়ম্বরে অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইবার বাসনায় মৎস্য নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, (তেমনি মৎস্য করা হইল;) এই মৎস্যটী কিন্তু বাহিরে মাত্র আচ্ছন্ন ছিল; সেটী কেবল জলে দেখা যাইত। [১৬]

এই কথা শুনিয়া সর্ব্বাস্ত্র-শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ সহস্র সহস্র রাজা

১৩। প্রসিদ্ধ; অর্থাৎ, কৈবল্য।

১৪। সংস্কৃতবলে এরূপও অর্থ করা যায়, যথা;—কারণ, ঐ পাদসংস্পর্শ আত্মার পুরুষার্থ।

১৫। অর্থাৎ যেমন মিত্রবিন্দার।

১৬। তবে ঐ মৎস্যকেও কেন অর্জ্জুন বিদ্ধ করিতে পারিলেন না? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলা হইতেছে, "এই মৎস্যটী" অর্থাৎ আপনার স্বয়ম্বরে বিরচিত মৎস্যটী কেবল বাহিরেই আচ্ছন্ন ছিল, ভিতরে নহে; সুতরাং স্তম্ভসংলগ্নীকৃত ঊর্দ্ধ দৃষ্টি দ্বারা দেখা যাইত। "সেটী" অর্থাৎ আমার স্বয়ম্বরে কৃত মৎস্যটী সেরূপ নহে; স্তম্ভের মূলে রক্ষিত কলসের জলেই কেবল দেখা যাইত; সুতরাং নিম্নে দৃষ্টি করিয়া ঊর্দ্ধে লক্ষ্য ভেদ করিতে হইয়াছিল। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও সাধ্য ছিল না।

উপাধ্যায়দিগের[১৭] সহিত সর্ব্বদিক্ হইতে আমার পিতার নগরে আসিতে লাগিলেন। বীর্য্য-ও-বয়ঃক্রম-অনুসারে পিতা কর্ত্তৃক সুন্দররূপে পূজিত হইয়া সকলে আমাতে চিত্ত স্থাপন করিয়া[১৮] বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত সভাস্থলে সশর ধনুঃ গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ (ধনুঃ) গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ করিতে সমর্থ না হইয়া পরিত্যাগ করিলেন; অপর কতকগুলিন প্রায় কোটি পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত এই (ধনুঃ) দ্বারাই আহত হইয়া পতিত হইলেন; মগধ, অম্বষ্ঠ ও চেদিপতি (প্রভৃতি) অন্যান্য বীর সকল এবং ভীম, দুর্য্যোধন ও কর্ণ শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া মৎস্যের অবস্থিতি জানিতে পারিলেন না[১৯] জলে মৎস্যের ছায়া দেখিয়া এবং মৎস্যের অবস্থিতিও জানিয়া অর্জ্জুন যত্নবান্ হইয়া বাণ ত্যাগ করিলেন; (কিন্তু) ছেদন করিতে পারিলেন না; কেবল স্পর্শ করিলেন[২০]।

ক্ষত্রিয়গণ নিবৃত্ত, এবং মানী সকল ভগ্নমান হইলে পর, ভগবান্ ধনুঃ গ্রহণ এবং অবলীলাক্রমে জ্যারোপণ করিয়া, তাহাতে বাণ যোজনা করত জলে একবারমাত্র মৎস্যকে দেখিয়া, সূর্য্য অভিজিৎ[২১] মুহূর্ত্তে অবস্থিতি করিলে পর, বাণ দ্বারা ছেদন করিয়া উহাকে পাতিত করিলেন। স্বর্গে দুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল। পৃথিবীতে(ও) জয়শব্দের

১৭। শিক্ষকদিগের।

১৮। সুতরাং, অন্যমনস্ক; অতএব লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। অন্যমনস্কের কার্য্য সকল পরে বলা হইতেছে।

১৯। অর্থাৎ, তাঁহারা জ্যারোপণ করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু কোথায় মৎস্য অবস্থিতি করিতেছে, তাহা জানিতে পারিলেন না।

২০। অর্থাৎ, অর্জ্জুনের যদিও জ্ঞান ছিল, তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণের মত পূর্ণবল ছিলেন না।

২১। সর্ব্বার্থসাধক মুহূর্ত্ত।

সহিত সংযুক্ত (হইয়া ছুন্দুভি সকল বাজিতে লাগিল।) দেবতারা হর্ষে ব্যাকুলিত হইয়া কুসুমবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমি দুই নূতন শ্রেষ্ঠ পট্টবস্ত্র পরিধান ও উত্তরীয়, করিয়া স্বর্ণ দ্বারা উজ্জ্বলা রত্নমালা লইয়া মনোহর-রাবি-নূপুর-বিশিষ্ট পদযুগল দ্বারা সেই সভায় প্রবেশ করিলাম; আমার বদনে লজ্জাসহকৃত হাস্য (শোভা পাইতে) ছিল; আমি কবরীতে মাল্য পরিধান করিয়াছিলাম। বিশালকুণ্ডলকান্তি-সমন্বিত-গণ্ডস্থল-বিশিষ্ট মুখ উত্তোলন করত, আমি স্নিগ্ধ[২২] হাস্যযুক্ত কটাক্ষ-বিলোকন দ্বারা চতুর্দ্দিকে অল্পে অল্পে রাজাদিগকে দর্শন করিয়া মুরারির স্কন্ধে নিজ মালা স্থাপন করিলাম; আমার হৃদয় তাঁহাতেই অনুরক্ত ছিল। তখনই মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী ও ঢক্কা প্রভৃতি (বাদ্যযন্ত্র) সকল বাজিয়া উঠিল; নটনর্ত্তকী সকল নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল; এবং গায়কেরা গাইতে লাগিল। হে যাজ্ঞসেনি! আমি এইপ্রকারে ভগবান্ ঈশ্বরকে বরণ করিলে, রাজযূথপতি সকল কামে কাতর হইয়া[২৩] স্পর্দ্ধা করত সহ্য করিলেন না। তখন চতুর্ভুজ[২৪] আমাকে চারি-অশ্বরত্ন-সংযুক্ত রথে আরোহণ করাইয়া বর্ম্মপরিধান করত শার্ঙ্গ তুলিয়া যুদ্ধস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞি! দারুক কাঞ্চন-পরিচ্ছদ-ভূষিত রথ চালাইয়া দিলেন; মৃগগণের মধ্য দিয়া মৃগরাজের ন্যায়, হরি দর্শনকারী রাজাদিগের মধ্য দিয়া (গমন

২২। অর্থাৎ, সন্তাপহর।

২৩। আচ্ছা, পূর্ব্বোক্তপ্রকার পরম ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াও রাজারা স্পর্দ্ধা করিবার অবসর পাইল? এই বাক্য দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল।

২৪। দুই ভুজে আমায় আলিঙ্গন, অপর দুই ভুজে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া রহিলেন।

করিতে লাগিলেন।) সেই সকল রাজা পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। কেহ কেহ (অগ্রে গমন করিয়া,) যেমন কুক্কুরগণ সিংহকে, তেমনি (শ্রীকৃষ্ণকে) পথে বাধা দিবার নিমিত্ত ধনুঃ সকল উর্দ্ধী-কৃত করিয়া যুদ্ধসজ্জায় রহিলেন। তাঁহাদিগের কতক শার্ঙ্গচ্যুত বাণসমূহ দ্বারা ছিন্নবাহু, ছিন্নপদ ও ছিন্নকলেবর হইয়া যুদ্ধে পতিত হইলেন; আর কতক (যুদ্ধ) পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর যদুপতি, সূর্য্য যেমন নিজ নিকেতনে,[২৫] তেমনি স্বর্গে ও মর্ত্তে অভিষ্টুতা নিজ অলঙ্কৃতা নগরীতে প্রবেশ করিলেন; উহাতে বিবিধপ্রকার তোরণ সকল (রচিত হইয়া) ছিল; ধ্বজে যে সকল পতাকা (প্রদত্ত হইয়া ছিল,) তদ্দ্বারা সূর্য্য আচ্ছন্ন হইা ছিলেন।

আমার পিতা মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার সকল এবং শয্যা, আসন ও পরিচ্ছদসমূহ দ্বারা সুহৃৎ, সম্বন্ধি ও বান্ধবদিগকে পূজা করিয়াছিলেন। (তিনি) ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ণকে[২৬] দাসী, সর্ব্বসম্পত্তি, সেনা, গজ ও অশ্বনিচয়ের সহিত মহামূল্য অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা এই কয়[২৭] সর্ব্বসঙ্গ হইতে নিবৃত্তি ও স্বধর্ম্মপ্রতিপালন দ্বারা সেই আত্মারামের সাক্ষাৎ গৃহদাসিকা হইয়াছি।

মহিষী সকল[২৮] কহিলেন, দলবলের সহিত ভৌমকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, তাহার দিগ্‌বিজয়ে যে সকল রাজারা পরাজিত

২৫। মণ্ডলে, অথবা অস্তাচল শিখরে।

২৬। যদিও তিনি পূর্ণ, অর্থাৎ তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, তথাপি তাঁহাকে।

২৭। অর্থাৎ অষ্ট পট্টমহিষী।

২৮। পট্টমহিষী ভিন্ন।

শ্রীমদ্ভাগবতের সূচী।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

প্রমাদ সংশোধন।

দশমস্কন্ধ।

প্রমাদ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙক্তি।
কন্যা দান করিলেন	কন্যা দর্শন করিলেন	৩৬৫	৩ (টীকা)
দীপ্তিশালী	দীপ্তিমান্,	৩৭৯	৯

হইয়া ছিল, তাঁহাদিগের কন্যারা তৎকর্ত্তৃক বদ্ধ রহিয়াছে জানিয়া, উদ্ধার করত, যিনি, আপ্তকাম হইয়াও, সংসারমোচন-সাধন-পাদাম্বুজ-চিন্তাকারিণী সেই সকলকে বিবাহ করিয়াছিলেন, রাজ্ঞি! আমরা সাম্রাজ্য, ইন্দ্রত্ব, ভোজ্য, [২৯] বৈরাজ্য [৩০] ব্রহ্ম-পদ, মোক্ষ, বা হরির পদ [৩১] প্রার্থনা করি না; সেই গদাধারী-রই লক্ষ্মীর কুচকুঙ্কুমের গন্ধবিশিষ্ট [৩২] পাদরজঃ মস্তকে করিয়া বহন করিতে (বাসনা করি); যেমন ব্রজস্ত্রী, পুলিন্দী [৩৩] ও গোপালসকল গোসমূহকে তৃণ লতা ভক্ষণ করাইয়া চারণকারী মহাত্মার পাদস্পর্শ কামনা করে। [৩৪]

ত্রী-অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীশুক কহিলেন, পৃথা, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং রাজাদিগের পত্নী ও শ্রীকৃষ্ণভক্তা গোপী সকল অখিলাত্মা হরি [১] শ্রীকৃষ্ণে প্রণয়বন্ধনের কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূরে আকুলাক্ষী

২৯। চক্রবর্ত্তী পদের ও ইন্দ্রত্ব পদের বিবিধ ভোগ।

৩০। অণিমাদি সিদ্ধি।

৩১। তাঁহার সালোক্য-সাযুজ্যাদি।

৩২। অর্থাৎ, ব্রহ্মাদির সেব্য শ্রীও উঁহার সেবা করেন।

৩৩। বনিতাদিগের স্ত্রী।

৩৪। আচ্ছা, তবে ত সে অতি দুর্ল্লভ; তবে তাহাতে বাসনা করিয়া লাভ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল।

অর্থাৎ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপর, তাঁহাদিগের পক্ষে উহা সুলভ।

১। অর্থাৎ, যিনি জীবের তাপ হরণ করেন।

হইয়া সাতিশয় বিস্ময় (প্রকাশ) করিলেন। রাজন্ ! স্ত্রীগণ স্ত্রীদিগের, এবং রাজগণ রাজাদিগের, প্রতি এই রূপ কহিতেছেন, ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার বাসনায় দ্বৈপায়ন, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভারদ্বাজ, গোতম, রাম, সশিষ্য ভগবান্ বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ত্রিত, একত, ব্রহ্মপুত্রগণ, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য এবং বামদেবাদি ঋষিগণ তথায় আগমন করিলেন। পূর্ব্বে উপবিষ্ট রাজাদি, পাণ্ডবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও রাম বিশ্ববন্দিত তাঁহাদিগকে দর্শন করত সহসা উত্থান করিয়া প্রণাম করিলেন। সকলে যথাবিধানে তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিলেন; রামের সহিত অচ্যুত স্বাগত-(জিজ্ঞাসা,) এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, মাল্য, ধূপ ও চন্দন দ্বারা (যথাবিধানে তাঁহাদিগের) পূজা করিলেন। যাঁহার দেহ ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, সেই ভগবান্ সুখে উপবিষ্ট সেই সকলকে কহিতে লাগিলেন; সেই মহতী সভা যতবাক্ হইয়া শ্রবণ করিতে থাকিল।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, অহো ! আমাদিগের জন্ম সফল হইল; (কারণ) দেবতাদিগেরও দুষ্প্রাপ্য যোগেশ্বরদর্শনরূপ যে জন্মের ফল, তাহা সমগ্ররূপে লব্ধ হইল। মনুষ্যদিগের তপস্যা অল্প[২]; তাঁহারা প্রতিমাকে দেবতা (স্বরূপে) দর্শন করেন; (যোগেশ্বরদিগের) দর্শন ও স্পর্শন, এবং (তাঁহাদিগকে) প্রশ্ন করা, নমস্কার করা ও (তাঁহাদিগের) পাদ অর্চ্চনা করা, সেই মনুষ্যদিগের কি প্রকারে ঘটিল !

২। তীর্থস্নানাদি মাত্রে তাঁহাদিগের তপস্যাজ্ঞান আছে।

জলময় (স্থান) সকল তীর্থ নহে ; মৃত্তিকা-ও-শিলাময় (বস্তু) সকল দেবতা নহেন ; তাঁহারা অনেক কালে পবিত্র করেন ; সাধু সকল দর্শনমাত্রেই (পবিত্র করিয়া থাকেন।) অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু এবং বাক্য ও মন,[৩] এই সকল ভেদ (দর্শন) করে[৪], সুতরাং উপাসিত হইয়া পাপ নাশ করিতে সমর্থ হয় না ; পণ্ডিতেরা মুহূর্ত্তমাত্র সেবিত হইলে নাশ করিয়া থাকেন। যাহার ত্রিধাতুক[৫] দেহে আত্মবুদ্ধি, ভার্য্যাদিতে আত্মীয়বুদ্ধি, ভূবিকারে[৬] দেবতাবুদ্ধি এবং জলে তীর্থবুদ্ধি আছে, কখনও তত্ত্ববিৎ জনগণে সেই সকল বুদ্ধি নাই, সেই গোগণের গর্দ্দভ[৭]।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, অকুণ্ঠ-ধীশক্তি-সম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার অননুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিপ্রগণের বুদ্ধি ঘুরিতে লাগিল ; তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন। মুনিগণ অনেকক্ষণ তর্ক করিয়া ঈশ্বরের অনীশ্বরতাকে “ জনসংগ্রহ ” এই (নিশ্চয় করিয়া) হাসিতে হাসিতে সেই জগদ্গুরুকে কহিলেন।

৩। বাক্য এবং মনও বেদে উপাস্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; যথা,— “ যিনি বাক্যকে, ব্রহ্ম, এই বলিয়া উপাসনা করেন, যিনি মনকে, ব্রহ্ম, এই বলিয়া উপাসনা করেন। ” ইত্যাদি শ্রুতি।

৪। “ এ উঁহার সেবক, আমার নহে ”, ইত্যাদিপ্রকার ভেদ দর্শন করে। পণ্ডিতেরা কিন্তু সকলকেই এক দেখেন।

এ স্থলে সংস্কৃতবলে ভেদদর্শন উপাসকেরও বিশেষণ হইতে পারে।

৫। যাহার তিন ধাতু, অর্থাৎ প্রকৃতি ; (১) বাত ; (২) পিত্ত ; (৩) শ্লেষ্মা।

৬। ভূমিরই বিকৃতি, অর্থাৎ অন্যথাকৃত, অর্থাৎ মৃৎ-প্রস্তরাদিনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি।

৭। সংস্কৃতে “গোখর” এই শব্দ আছে ; ইহার দুই অর্থ হয় ; ১. গোগণের মধ্যে, খর, অর্থাৎ, দারুণ ; অর্থাৎ, অত্যন্ত গো। ২. গোগণের গর্দ্দভ, অর্থাৎ গোগণের আহারের জন্য তৃণাদি-ভার-বাহক গর্দ্দভ।

শ্রীমুনিগণ কহিলেন, বিশ্বস্রষ্টাদিগের অধীশ্বর আমরা তত্ত্ববিংদিগের শ্রেষ্ঠ হইয়াও আপনার মায়ায় বিমোহিত হইলাম; যে হেতু আপনি নরচেষ্টিত দ্বারা গুপ্ত হইয়া অনীশ্বরের ন্যায় আচরণ করিতেছেন[৮]; অহো! ভগবানের চেষ্টিত অচিন্ত্য[৯]। ক্রিয়াহীন হইয়াই, এক আপনি ইহাকে[১০] নানাপ্রকারে সৃজন, এবং পালন ও রক্ষা করিতেছেন; (কিন্তু) লিপ্ত হন না; যেমন (একা) ভূমি ভৌম পদার্থ সকলে উপলক্ষিত হইয়া বহু নাম ও রূপ প্রাপ্ত হয়; অহো! পরিপূর্ণ আপনার চেষ্টিত অনুকরণমাত্র[১১]। স্বজনদিগকে রক্ষা এবং খলদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত আপনি কালে যথোপযুক্ত সময়ে শুদ্ধসত্ত্বাত্মক রূপ ধারণ করিয়া থাকেন; বর্ণাশ্রমাত্মা পুরুষ ভগবান্ (আপনি) নিজ আচার দ্বারা বেদপথও পালন করিয়া থাকেন। তপস্যা, স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা যাহাতে কার্য্য, কারণ এবং তাহা হইতে পর সংমাত্র ব্রহ্ম উপলব্ধ হইয়া থাকে, সেই (বেদাখ্য) ব্রহ্ম আপনার বিশুদ্ধ হৃদয়[১২]; ব্রহ্মন্! সেই হেতু আপনি শাস্ত্রযোনি আপনার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিস্থান[১৩] ব্রাহ্মণকুলের পূজা করিয়া

৮। অনীশ্বরের ন্যায় আচরণ করাই আপনার মায়া, আমরা ঐ মায়ায় বিমোহিত হইলাম।

৯। যদি আমি ঈশ্বরই হইব, তবে এরূপ আচরণ করিব কেন? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় বলা হইল।

১০। অর্থাৎ, এই জগৎকে।

১১। "ভূবিকার", অর্থাৎ, ঘটাদি। "আমি [illegible] পুত্র, সৃষ্টি আদির কর্ত্তা কেমন করিয়া হইব?" এই প্রশ্নের উত্তর "অহো!" [illegible]

১২। অর্থাৎ, অন্তরঙ্গ।

১৩। অর্থাৎ, প্রাপ্তি-স্থান; কারণ, ব্রাহ্মণেরা বেদপ্রবর্ত্তক; বেদে আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

থাকেন; সুতরাং আপনি ব্রহ্মণ্যগণের অগ্রগণ্য [১৪]। আপনি মঙ্গল সকলের অবধি; এই জন্য অদ্য আপনার সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের জন্মের, বিদ্যার, তপস্যার ও দৃষ্টির সাফল্য (হইল।) নিজ যোগমায়া দ্বারা যাঁহার মহিমা আচ্ছন্ন হইয়াছে, যাঁহার মেধা অকুণ্ঠিত, এবং এই সকল রাজা ও, এক স্থানেই যাঁহাদিগের আরাম, সেই এই যদুগণ মায়ারূপ জবনিকায় [১৫] আচ্ছন্ন যাঁহাকে কালরূপী [১৬] ঈশ্বর [১৭] আত্মা বলিয়া জ্ঞাত নহেন, সেই পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। যেমন স্বপ্নদর্শী পুরুষ স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সকলকে যথার্থ রূপে দর্শন করত আপনাকে মনো দ্বারা নামমাত্রে প্রকাশিত-রূপ [১৮] জানে, তদ্বিরহিত অন্য [১৯] জানে না, ব্রহ্মন্! এমনি এই লোক স্বপ্নতুল্য বিষয়সমূহে যে ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি, তদ্রূপিণী মায়া দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া স্মৃতির নাশ হেতু আপনাকে জানে না; আমরা সেই আপনার পাপরাশিধ্বংসকারক তীর্থের [২০] আশ্রয়, এবং, যাঁহাদিগের যোগ সুপক্ক হইয়াছে, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক হৃদয়ে কৃত পদ দর্শন করিলাম; অতএব ভক্ত (করিয়া) আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন। প্রবৃদ্ধ ভক্তি দ্বারা যাঁহাদিগের বাসনারূপ জীবকোশ নাশ পাইয়াছিল, তাঁহারাই আপনার গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। [২১]

১৪। অর্থাৎ, নিজে ব্রাহ্মণের হিত আচরণ করিয়া অন্যকে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি দেন।

১৫। পর্দ্দা। বাং।

১৬। সৃষ্টি আদির কারণ।

১৭। নিয়ন্তা।

১৮। সিংহব্যাঘ্রাদিরূপ।

১৯। রাম শ্যাম ইত্যাদি রূপ।

২০। গঙ্গার।

২১। ভক্তিতে প্রয়োজন কি? পূর্ব্বের ন্যায় তপস্যাই কর। এই আশঙ্কায় বলা হইল।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে রাজর্ষে! এইপ্রকার (কহিয়া) শ্রীকৃষ্ণের, ধৃতরাষ্ট্রের এবং যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা লইয়া মুনিগণ নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিতে মন করিলেন। তাঁহাদিগকে সেই-প্রকার [২২] দেখিয়া বসুদেব নিকটে গিয়া (হস্ত দ্বারা) চরণ ধারণ করিয়া সুন্দররূপে বিনীত হইয়া এই কহিলেন।

শ্রীবসুদেব কহিলেন, সর্ব্বদেব [২৩] আপনাদিগকে নমস্কার; হে ঋষিগণ! আপনাদিগের শ্রবণ করা উচিত হইতেছে। যে কর্ম্ম দ্বারা, অথবা যেপ্রকারে কৃত (কর্ম্ম) দ্বারা আমা-দিগের কর্ম্ম ক্ষয় হইবে, তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক্।

শ্রীনারদ কহিলেন, হে বিপ্রগণ! বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র ভাবিয়া, বুঝিবার বাসনায় যে নিজ মঙ্গল আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা আশ্চর্য্যেরও নহে। সন্নিকর্ষই মনুষ্যদিগের অনাদরের কারণ; যেমন গঙ্গার জল পরিত্যাগ করিয়া তত্রত্য [২৪] ব্যক্তিরা শুদ্ধির নিমিত্ত অন্য জলে [২৫] গমন করে। যাঁহার জ্ঞান কাল দ্বারা, [২৬] এই বিশ্বের লয় বা উৎপত্তি দ্বারা, কিম্বা আপনাপনি, [২৭] অন্য হইতে, [২৮] বা গুণ [২৯] হইতে কখনও নাশ পায় না, যেমন সূর্য্যকে (তাঁহার নিজে-রই কার্য্য) মেঘ, হিম ও রাহু দ্বারা, তেমনি প্রাকৃত ব্যক্তি,

২২। অর্থাৎ, গমনোন্মুখ।
২৩। অর্থাৎ, যাঁহাদিগেতে সর্ব্বদেবতা বসতি করেন। যথা শ্রুতি;— "যত দেবতা আছেন, তাঁহারা সকলে বেদবিৎ ব্রাহ্মণে বসতি করেন।"
২৪। গঙ্গাতীরবাসী।
২৫। যমুনাদি অন্য তীর্থ সকলে।
২৬। কর্কটিকা ফলের ন্যায়।
২৭। বিদ্যুতাদির ন্যায়।
২৮। মুদ্গরাদি দ্বারা ঘটাদির ন্যায়।
২৯। অপূর্ব্ব রূপাদি দ্বারা দেহাদির ন্যায়।

অব্যাহত-জ্ঞান সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে তাঁহার নিজেরই কার্য্য ক্লেশ, কর্ম্ম, (কর্ম্মের) পরিপাক, [৩০] গুণপ্রবাহ এবং প্রাণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন মনে করেন।

রাজন্! মুনিগণ শ্রবণকারী সর্ব্ব রাজার ও রামকৃষ্ণের সমক্ষে বসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া থাকে, ইহা সাধুগণ নিরূপণ করিয়াছেন; যে হেতু শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞ দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর যাগ করা বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্র যাঁহাদিগের চক্ষু, সেই সকল পণ্ডিত ইহাকে [৩১] চিত্তের উপশমের হেতু, মোক্ষের সুগম উপায়, আত্মার আনন্দবহ এবং ধর্ম্ম [৩২] (রূপে) প্রদর্শন করিয়াছেন। শুদ্ধ, প্রাপ্ত বিত্ত দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পুরুষের যাগ করিবে, গৃহস্থ-দ্বিজাতির এই যে পথ, ইহা মঙ্গলপ্রাপক। হে বসুদেব! পণ্ডিত যজ্ঞ ও দান দ্বারা ধনের ইচ্ছা, গৃহোচিত ভোগ সকল দ্বারা স্ত্রীপুত্রের ইচ্ছা, এবং কাল দ্বারা আপনার (স্বর্গাদি) লোকের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবেন [৩৩]। সমুদায় ধীর ব্যক্তি গ্রামে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে গমন করিয়াছেন। প্রভো! দ্বিজ তিন ঋণের সহিত জন্ম গ্রহণ করেন;—দেবতাদিগের, ঋষিদিগের ও পিতৃদিগের। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও পুত্র দ্বারা সেই সকল শোধ না করিয়া (ইচ্ছা) পরিত্যাগ করিলে, পতিত

৩০। সুখ দুঃখ।

৩১। যাগরূপ কর্ম্মকে।

৩২। অর্থাৎ, যাগ বিহিত; বিহিত কর্ম্ম না করিলে মালিন্য ঘটে; সুতরাং করা আবশ্যক ধর্ম্ম।

৩৩। "আচ্ছা, কর্ম্ম, পুত্র বা ধন দ্বারা নহে, এক মাত্র ত্যাগ দ্বারাই ত মুক্তি পাওয়া যায়।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া "যজ্ঞ দান" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল, না; প্রথমেই ত্যাগ দুঃসাধ্য।

হইবেন [৩৪]। হে মহামতে! আপনি কিন্তু এক্ষণে দুই ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন; যজ্ঞ দ্বারা দেবতার ঋণ পরিশোধ করত ঋণ-শূন্য হইয়া গৃহত্যাগী হউন। হে বসুদেব! নিশ্চয়ই আপনি পরম শক্তি দ্বারা জগৎ সকলের অধীশ্বর হরির প্রকৃষ্ট রূপে অর্চ্চনা করিয়াছেন; যে হেতু তিনি আপনাদিগের দুই জনের পুত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।[৩৫]

শ্রীবেদব্যাসতনয় কহিলেন, তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামনাঃ বসুদেব মস্তক দ্বারা প্রণাম এবং প্রসাদন করিয়া সেই সকল ঋষিকেই ঋত্বিক্ বরণ করিলেন। রাজন্! সেই সকল ঋষি ধর্ম্মপূর্ব্বক বৃত হইয়া, সেই ক্ষেত্রে উত্তমকল্পক[৩৬] যজ্ঞ সকলের দ্বারা এই ধার্ম্মিককে যাজন করিলেন। রাজন্! তাঁহার দীক্ষা আরব্ধ হইলে, যদুগণ এবং রাজগণ স্নান করিয়া পদ্মের মালা ধারণ ও সুন্দর বসন পরিধান করিলেন, এবং সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইলেন। সেই (রাজাদিগের) মহিষী সকলও আনন্দিত হইয়া কণ্ঠে পদক ধারণ এবং সুন্দর বসন পরিধান করিয়া হস্তে পূজাসামগ্রী লইয়া দীক্ষাশালায় উপস্থিত হইলেন।

৩৪। শ্রুতি যথা:—

"জায়মান ব্রাহ্মণ তিন ঋণ দ্বারা ঋণগ্রস্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন;—ঋষি-দিগের নিকট ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা, দেবতাদিগের নিকট যজ্ঞ দ্বারা, এবং পিতৃ-দিগের নিকট পুত্র দ্বারা।"

মনু—যথা

"তিন ঋণ শোধ করিয়া পরে মোক্ষে মনকে নিযুক্ত করিবে। ঋণ শোধ না করিয়া যিনি মোক্ষ সেবা করেন, তিনি অধোগমন করেন।"

৩৫। "যাহাদিগের চিত্ত অবিশুদ্ধ, তাহাদিগের পক্ষেই এইপ্রকার ক্রম বিহিত হইয়াছে; আপনি কিন্তু কৃতার্থ ই হইয়াছেন" এই কথা বলা হইল।

৩৬। যাহার "কল্প" অর্থাৎ, অনুষ্ঠেয় ক্রমের বিধান উত্তম, অর্থাৎ, প্রধান: অর্থাৎ প্রধান প্রধান।

মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী, ঢক্কা ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল; নটনর্ত্তকী সকল নৃত্য করিতে লাগিল; সূত-মাগধ সকল স্তব করিতে আরম্ভ করিল; (এবং) সুকণ্ঠী গন্ধর্ব্বী সকল স্বামিগণের সহিত সঙ্গীত গাইতে থাকিল। ঋত্বিকেরা, যেমন তারাগণের সহিত চন্দ্রকে, তেমনি অষ্টাদশ পত্নীর সহিত অক্ত [৩৭] ও অভ্যক্ত [৩৮] তাঁহাকে বিধিবৎ অভিষেক করিলেন। (তিনি) দুকূল, বলয়, হার, কুণ্ডল ও নূপুর সকলের দ্বারা সুন্দর রূপে অলঙ্কৃত সেই সকলের সহিত দীক্ষিত ও অজিনে আবৃত হইয়া বিশেষ রূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! যেমন ইন্দ্রের যজ্ঞে, তেমনি সদস্যগণের সহিত তাঁহার ঋত্বিক সকল (তাঁহার যজ্ঞে) পীত কৌশয় বস্ত্র পরিধান করিয়া, শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সময় জীবগণের ঈশ্বর রাম ও কৃষ্ণ স্বীয় স্বীয় বন্ধুদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া নিজ স্ত্রী ও পুত্র এবং নিজ বিভূতি সকলের সহিত দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। (তাঁহারা) প্রতি যজ্ঞে অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণ প্রাকৃত, [৩৯] বৈকৃত [৪০] সর্ব্ব (যজ্ঞ) দ্বারা দ্রব্য, [৪১] মন্ত্র ও ক্রিয়ার ঈশ্বরের যজ্ঞ করিলেন। অনন্তর (বসুদেব) যথোপযুক্ত সময়ে বেদোক্ত অনুসারে সুন্দর-রূপে অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণদিগকে অলঙ্কৃত করিয়া গো, ভূমি, কন্যা ও মহাধন সকল দক্ষিণার সহিত দান করিলেন। সেই সকল মহর্ষি ব্রাহ্মণ পত্নীসংযাজ ও অবভৃত বিষয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল

৩৭। নয়নে অঞ্জন দ্বারা।
৩৮। সর্ব্বাঙ্গে নবনীত দ্বারা।
৩৯। জ্যোতিষ্টোম, দর্শ, পৌর্ণমাসাদি।
৪০। সৌর্য্য সত্রাদি যাগাঙ্গ বিশেষ।
৪১। ঘৃতাদি।

সমাপন করিয়া যজমানকে অগ্রে লইয়া রামহ্রদে স্নান করিলেন। (বসুদেব) বন্দীদিগকে নানা অলঙ্কার, বস্ত্র এবং স্ত্রীসকল দান করিলেন। তাহার পর সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া কুক্কুর (প্রভৃতি সমুদায় জীব জন্তু হইতে আরম্ভ করিয়া) অন্ন দ্বারা সর্ব্ব বর্ণের পূজা করিলেন। স্ত্রীগণের সহিত বন্ধুদিগের; বিদর্ভ, কোশল, কুরু, কাশি, কেকয় ও সৃঞ্জয়দিগের; সদস্য ও ঋত্বিক্‌দিগের; দেবতাদিগের; এবং মনুষ্য, ভূত, পিতৃ ও চরাণদিগেরও পারিবর্হ[৪২] (ও প্রীতি প্রদান) দ্বারা পূজা করিলেন; (তাঁহারা) শ্রীনিকেতনের অনুজ্ঞা লইয়া যজ্ঞের প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, পার্থগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, পৃথা, নকুল ও সহদেব, নারদ, ভগবান্ ব্যাস এবং সুহৃৎ, সম্বন্ধি ও বান্ধবগণ, (ইহাঁরা) বন্ধু যদুদিগকে আলিঙ্গন করিয়া সৌহৃদে আক্লিন্নচেতা হইয়া বিরহ কষ্টের সহিত নিজ নিজ দেশে যাত্রা করিলেন; অপরাপর জনেরাও (চলিয়া গেলেন।) বন্ধুবৎসল শ্রীনন্দ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, রাম ও উগ্রসেনাদি কর্ত্তৃক গোপাল গণের সহিত মহতী পূজায় পূজিত হইয়া বাস করিলেন। বসুদেব শীঘ্র মনোরথ মহাসাগর উত্তীর্ণ, ও বন্ধুগণে পরিবৃত, হইয়া আনন্দিত মনে কর ধারণ করিয়া শ্রীনন্দকে কহিলেন।

শ্রীবসুদেব কহিলেন, ভ্রাতঃ! মনুষ্যগণের যে ঈশ্বরকৃত স্নেহ নামক পাশ, আমি উহাকে বীরদিগের[৪৩] এবং যোগিদিগেরও দুস্ত্যজ বোধ করি, যে হেতু সত্তম আপনারা অকৃতজ্ঞ আমাদিগেতে যে অনুপমা মিত্রতা অর্পণ করিয়াছেন, প্রতিকারশূন্যা

৪২। রাজোচিত হস্তী, অশ্ব ও রথাদি পরিচ্ছদ।
৪৩। বীরগণের বল দ্বারা, আর যোগিগণের জ্ঞান দ্বারা।

হইলেও উহা কখনও নিবৃত্ত হইতেছে না[৪৪]। ভ্রাতঃ! পূর্ব্বে অসমর্থ ছিলাম বলিয়া আপনাদিগের প্রিয় সাধন করি নাই; এক্ষণে শ্রীমদে অন্ধ-লোচন হইয়া সম্মুখে সাধুদিগকে দেখিতেছি না। হে মানদ! যাহাতে করিয়া অন্ধদৃষ্টি হইয়া পুরুষ স্বজনদিগকে, কিম্বা বন্ধুদিগকে দর্শন করেন না, যে পুরুষ মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহার (সেই) রাজ্য যেন না হয়।

এইরূপে আনন্দে শিথিল-চিত্ত হইয়া, বসুদেব তৎকৃত মিত্রতা স্মরণ করত সাশ্রুলোচন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীনন্দ, "অদ্য," "কল্য," এই করিয়া[৪৫] যদুগণ কর্ত্তৃক মানিত হইয়া রামকৃষ্ণের প্রেমহেতু সখার প্রিয় সাধন করত তিন মাস বাস করিলেন। তাহার পর মহামূল্য আভরণ, পট্ট বস্ত্র ও নানা অমূল্য পরিচ্ছদ (প্রভৃতি) কামসকলে ব্রজ ও বান্ধবগণের সহিত পূর্য্যমান হইয়া, বসুদেব ও উগ্রসেন, আর শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধব ও বলাদি কর্ত্তৃক দত্ত পারিবর্হ গ্রহণ করিয়া যদুগণ কর্ত্তৃক মহতী সেনা দ্বারা প্রস্থাপিত হইয়া গমন করিলেন। শ্রীনন্দ এবং গোপী ও গোপসকল গোবিন্দের চরণপদ্মে প্রক্ষিপ্ত মনকে পুনর্ব্বার আহরণ করিতে অসমর্থ হইয়া মথুরা গমন করিলেন।

৪৪। অর্থাৎ, 'আপনারা আমাদিগের প্রতি স্নেহ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা উহার প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই, তথাপি স্নেহ করিতেছেন; সুতরাং আপনাদিগের এই স্নেহপাশ ঈশ্বর-কৃতই বলিতে হইতেছে; সেই জন্য আপনারা উহা হইতে মুক্তি পাইতে পারিতেছেন না।

৪৫। অর্থাৎ, প্রাতে বাহির হইলে, "আচ্ছা, অদ্যই যাইবেন, এ বেলা না যাইয়া ওবেলাই যাইবেন," আবার ওবেলা বাহির হইলে, "আচ্ছা, কল্যই যাইবেন;" বারম্বার এই বলিয়া আদর করিয়া যদুগণ নন্দকে শীঘ্র যাইতে দেন নাই।

বন্ধুগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর, শ্রীকৃষ্ণদৈবত যদুসকল বর্ষা আসন্ন দেখিয়া পুনর্ব্বার দ্বারাবতী গমন করিলেন; (তথায়) লোকের নিকট তীর্থ যাত্রায় সুহৃৎ সন্দর্শন প্রভৃতি. এবং বসু-দেবের (যজ্ঞ) মহোৎসব কহিতে লাগিলেন।

তীর্থযাত্রা সমাপ্ত নামক চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীবেদব্যাসতনয় কহিলেন, অনন্তর এক দিন দুই পুত্র রামকৃষ্ণ উপস্থিত হইয়া পাদ বন্দন করিলে পর, বসুদেব (তাঁহাদিগকে) প্রীতিসহকারে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন। তিনি দুই পুত্রের প্রভাবসূচক মুনিগণের বাক্য শুনিয়া, (এবং) তাঁহাদিগের বীর্য্য সকল দর্শন করত জাতবিশ্বাস হইয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—হে মহাযোগিন্ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে সনাতন সঙ্কর্ষণ! এই বিশ্বের যে (স্বরূপভূত) কারণ প্রধান ও পুরুষ, আমি তোমাদিগের দুই জনকে সেই প্রধান ও পুরুষ, এবং পর [১] বলিয়া জানি। যাহাতে, যাহা দ্বারা, যাহা হইতে, যাহার নিমিত্ত, যাহার প্রতি, যাহা যাহা [২] যথায় যে-প্রকারে হয়, সে সমস্তই প্রধান ও পুরুষের [৩] ঈশ্বর ভগবান্ তুমিই সাক্ষাৎ। হে অধোক্ষজ! হে আত্মন্! জন্মহীন তুমি

১। অর্থাৎ, তাহাদিগের দুইয়েরও কারণভূত ঈশ্বর।
২। অর্থাৎ, কর্ত্তা ও কর্ম্ম।
৩। প্রধান ভোগ; আর, পুরুষ ভোক্তা।

আত্মসৃষ্ট এই নানাবিধ বিশ্বে আত্ম দ্বারা প্রবেশ করিয়া ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি হইয়া ধারণ ও পালন করিতেছ। ক্রিয়াশক্তিপ্রভৃতি বিশ্বের কারণ সকলের যে সকল শক্তি, সে সকল ঈশ্বরেরই; কারণ তাহাদিগের পারতন্ত্র্য ও বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে [৪]; নিশ্চয় জানিবে উহাদিগের সে চেষ্টাই [৫]। চন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, এবং তারকা ও বিদ্যুতের যে কান্তি, তেজ, প্রভা ও স্ফূরণমাত্রে অবস্থিতি, আর, ভূভৃৎগণের যে স্থৈর্য্য, এবং ভূমির যে আধারস্বরূপ হইয়া স্থিতি, আর গন্ধ, সে বস্তুতঃ তুমি। জলের তৃপ্তিজনকতা ও জীবনহেতুতা, জল, এবং জলের রস তুমি। হে ঈশ্বর! বায়ুর ইন্দ্রিয়বল, মনোবল এবং দেহবলও তুমি। দিক্ সকলের অবকাশ [৬] ও দিক্ সকল তুমি; আকাশ [৭] (তুমি; উহার) আশ্রয় শব্দতন্মাত্র (তুমি;) নাদ [৮] (তুমি;) ওঙ্কার [৯] (তুমি;) বর্ণ [১০] (তুমি;) এবং যাহা

৪। অর্থাৎ, যেমন বেধকরণশক্তি পুরুষেরই, বাণের নহে। সুতরাং উহারা পরতন্ত্র। আর, প্রাণাদি অচেতন, আর ঈশ্বর চেতন, সুতরাং তাহারা বিসদৃশ। অথবা, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করে বলিয়া উহারা প্রত্যেক দুই দুইটী বিসদৃশ।

৫। আচ্ছা, যদি শক্তি না রহিল, তবে প্রাণাদি কিরূপে ক্রিয়া করিবে?" এই আশঙ্কায় বলা হইল "নিশ্চয়" 'ইত্যাদি। অর্থাৎ, যেমন বায়ুর শক্তিতে তৃণাদি চলিয়া বেড়ায় উহাদিগের ক্রিয়াকেও সেইরূপ জানিবেন।

৬। অর্থাৎ, উপাধিকৃত আকাশ সকল। ৭। সামান্য আকাশ।

৮। বর্ণরূপ যে নাদ, উহা যদি মূল আধার নাভি হইতে প্রথম উদিত হয়, তাহা হইলে উহার নাম "পর"। "শব্দ-তন্মাত্র" বলিয়া উহাকেই বলা হইয়াছে।

ঐ "পর" হৃদয়গত হইলে উহাকে "পশ্যন্তী" কহে। "নাদ" এই শব্দ দ্বারা ঐ "পশ্যন্তী" কে বলা হইল।

৯। ওঙ্কার মধ্যমা; বুদ্ধিগতা।

১০। "পর" "পশ্যন্তী" "ওঙ্কার" আর পরে কথ্যমান "বৈখরী" এই চারির সাধারণ নাম "বর্ণ"।

হইতে পদার্থ সকলের নামকরণ হয়, [১১] তাহা ও (তুমি)। ইন্দ্রিয় সকলের ইন্দ্রিয়, [১২] দেবতা [১৩] ও তাঁহাদিগের অধিষ্ঠানশক্তি তুমি; বুদ্ধির অধ্যবসায়শক্তি এবং সাধ্বী অনুসন্ধানশক্তিও তুমি। তুমি ভূতগণের (কারণ) তামস অহঙ্কার; ইন্দ্রিয় সকলের (কারণ) রাজস অহঙ্কার; দেবতাদিগের (কারণ) সাত্ত্বিক অহঙ্কার এবং জীবগণের (সংসারকারণ) প্রকৃতি। যেমন দ্রব্যের বিকার সকলের মধ্যে দ্রব্যমাত্র, [১৪] তেমনি নশ্বর এই ভাব সকলের মধ্যে যাহা অনশ্বর বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, তাহা তুমি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই নামে গুণত্রয়, এবং তাহাদিগের যে সকল বৃত্তি [১৫], সে সকল সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তোমাতে যোগমায়া দ্বারা কল্পিত হইয়াছে [১৬]; অতএব এই সকল পদার্থ কিছুই নাই; যখন এই সকল তোমাতে বিকল্পিত হইয়া থাকে, তখনই তুমি এই সকল বিকারে (অবস্থিতি কর, [১৭]) অন্য সময়ে (তুমি) নির্ব্বিকল্প [১৮]। এই গুণপ্রবাহে অখিলাত্মার প্রপঞ্চহীনা গতি না বুঝিয়া

১১। বুদ্ধি হইতে উৎথিত কণ্ঠগত নাদ। উহা হইতেই বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া বর্ণ সকল বহির্গত হইয়া সকলের প্রত্যক্ষ হয়; উহার নাম "বৈখরী"।

১২। অর্থাৎ, বিষয়প্রকাশনশক্তি। ১৩। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

১৪। ঘট কুণ্ডলাদির মধ্যে মৃত্তিকা সুবর্ণাদি যেমন নিত্য।

১৫। অর্থাৎ, পরিণাম, অর্থাৎ, মহদাদি।

১৬। আচ্ছা, আমাকেও ত "তুমি ত্রিগুণাত্মক কার্য্যরূপা" আপনি এই কথা বলিলেন; তবে আমি আবার অনশ্বর কেমন করিয়া হইলাম? এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল।

১৭। অর্থাৎ, কারণ রূপে ইহাদিগের অনুগত থাক।

১৮। অর্থাৎ, জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাবশূন্য, এবং বিশেষ্যবিশেষণভাবশূন্য; অর্থাৎ, নিরবচ্ছিন্ন।

"আচ্ছা, যদি এই সকল কিছুই নাই, তবে ইহাদিগের প্রতীতি হয় কেন? "এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল, "যখন" ইত্যাদি দ্বারা।

দেহাভিমানজন্য কৃত কর্ম্ম সকলের দ্বারা (জীব) এই স্থানে সংসারে প্রবৃত্ত হয়। হে ঈশ্বর! পৃথিবীতে পটুতর-ইন্দ্রিয়শালি দুর্লভ মনুষ্যত্ব যদৃচ্ছা ক্রমে লাভ করিয়া তোমার মায়ায় স্বার্থে প্রমত্ত হইয়া বয়স অতীত হইয়াছে। তুমি এই সমুদায় জগৎকে দেহে এবং দেহের বংশাদিতে "এই আমি" ও "ইহারা আমার" (এইরূপ) স্নেহ পাশ দ্বারা বন্ধন কর। তোমরা দুই জনে আমার পুত্র নহ,[১৯] প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর; ভূভারভূত ক্ষত্রিয়দিগের নাশের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ; (ইহা) নিশ্চিতই কহিয়া থাক। অতএব, হে আর্ত্তবন্ধো! আপন্নগণের সংসারভার-হর তোমার পদারবিন্দের অদ্য শরণ লইলাম; ইন্দ্রিয়তৃষ্ণা দ্বারা যে মর্ত্ত্য (শরীরকে) আত্মা রূপ দর্শন করিয়াছি, এবং পরমেশ্বর তোমাকে যে পুত্রবোধ করিয়াছি, এই যথেষ্ট, যথেষ্ট হইয়াছে[২০]। সূতিকাগৃহে তুমি কহিয়াছ যে, আমাদিগের প্রত্যেক দাম্পত্যেই[২১] তুমি নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত অজ হইয়াও জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। গগনের ন্যায়,[২২] তুমি নানা তনু ধারণ করিয়া ত্যাগ করিয়া থাক[২৩]। হে

১৯। অহো, আমরা আপনার পুত্র, আমাদিগেতে এরূপ আরোপ করিতেছেন কেন? এই কথার উত্তর দেওয়া হইল।

২০। "আচ্ছা, আপনি ত পরম সুখী, বৃথা কেন নির্ব্বেদ অবলম্বন করিতেছেন?" এই কথা আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল।

২১। অর্থাৎ, যখনই আমরা স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছিলাম। অর্থাৎ, আমরা যখন পূর্ব্বে সুতপা ও প্রশ্নি এবং কশ্যপ ও অদিতি হইয়াছিলাম; আর, যখন এক্ষণে বসুদেব ও দেবকী হইয়াছি।

২২। অর্থাৎ, নিঃসঙ্গ হইয়াই।

২৩। "যিনি বলিয়াছিলেন, তিনি চতুর্ভুজ দেবতা, আমি নহি।" এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল।

উরুগায়! হে সর্ব্বগত! তোমার বিভূতিরূপা মায়া কে বুঝিতে পারে।

শ্রীবেদব্যাসতনয় কহিলেন, ভগবান্ যদুশ্রেষ্ঠ পিতার এই-প্রকার বাক্য শ্রবণ করত বিনয়ে সম্যক্ রূপে নত হইয়া স্নিগ্ধ বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, পিতঃ! (আপনারা) যদ্দ্বারা পুত্র আমাদিগকে উদ্দেশ করিয়া তত্ত্বসমূহ সম্যক্ রূপে নিরূপণ করিলেন, আপনাদিগের[২৪] সেই এই বাক্য আমরা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মান্য করিলাম। হে যদুশ্রেষ্ঠ! আমি, আপনারা, এই আর্য্য (বলদেব,) এই দ্বারকাবাসিগণ, এই সকল, এবং সচরাচর (এই) জগৎ; এই সমস্তকে এইরূপে[২৫] বিবেচনা করা উচিত। এক, স্বয়ং জ্যোতিঃ, নিত্য, অনন্য ও নির্গুণ ব্রহ্ম আত্মসৃষ্ট গুণ সকলের দ্বারা গুণকৃত ভূত সমূহে নানা রূপে[২৬] প্রতীত হন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী উপাধি-অনুসারে তাহা-দিগের কর্ত্তৃক কৃত (ঘটাটি পদার্থ) সকলে আবির্ভাব, তিরো-ভাব, অল্পতা, বহুলতা ও বিবিধপ্রকারতা লাভ করে; আত্মাও এইরূপ[২৭]।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ কর্ত্তৃক এইপ্রকার

২৪। গৌরবে বহুবচন।

২৫। অর্থাৎ, ব্রহ্মরূপে।

২৬। এক হইয়া বহুরূপে, স্বয়ং জ্যোতিঃ হইয়া দৃশ্যরূপে, নিত্য হইয়া অনিত্যরূপে, অনন্য হইয়া অন্যরূপে, এবং নির্গুণ হইয়া সগুণ রূপে, এইরূপে নানারূপে প্রতীত হন।

২৭। অর্থাৎ আত্মসৃষ্ট গুণগণবিরচিত দেহ সকলে নানারূপে প্রতীত হন; আবার উপাধি-অনুসারে আবির্ভাব তিরোভাবাদি রূপে প্রতীত হন; বস্তুতঃ নহেন।

কথিত শ্রবণ করিয়া, বসুদেবের ভেদ-বুদ্ধি বিনাশ পাইল; তিনি প্রীতমনাঃ হইয়া নিস্তব্ধ রহিলেন।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সেই স্থানে সর্ব্বদেবতা দেবকী, তাঁহার গর্ভজাত দুই পুত্র গুরুপুত্রকে আনিয়া দিয়াছেন, (এই বার্ত্তা) শ্রবণ করত বিস্মিত হইয়া, কংস কর্ত্তৃক বিনাশিত পুত্র সকলকে স্মরণ করিয়া দুঃখিতা ও বৈক্লব্যবশতঃ সাশ্রু-লোচনা হইয়া রামকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন।

শ্রীদেবকী কহিলেন, হে অপ্রমেয়াত্মন্ রাম! রাম! হে যোগেশ্বরের ঈশ্বর কৃষ্ণ! আমি তোমাদিগের দুই জনকে বিশ্ব-স্রষ্টাদিগের ঈশ্বর আদি পুরুষ বলিয়া জানি। হে আদ্য! তোমরা কালবশে হীনবল, উৎশাস্ত্রবর্ত্তী, (সুতরাং) ভূমির ভার-ভূত রাজাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত আমাতে অবতীর্ণ হইয়াছ। (তোমরা) পিতৃস্থান হইতে গুরুকে গুরুদক্ষিণা আনিয়া দিয়াছিলে, যোগেশ্বরের ঈশ্বর তোমরা সেইরূপে আমার অভিলাষ (পূর্ণ) কর; ভোজরাজ কর্ত্তৃক নিহত পুত্র-দিগকে আনীত দর্শন করিতে অভিলাষ করি।

ঋষি কহিলেন, হে ভারত! রাম এবং কৃষ্ণ মাতা কর্ত্তৃক এইরূপে আজ্ঞপ্ত হইয়া যোগমায়া আশ্রয় করত সুতলে প্রবেশ করিলেন। বিশ্বের, বিশেষতঃ আপনার আত্ম-দেবতা সেই দুই জনকে তথায় প্রবিষ্ট দেখিয়া, তাঁহা-দিগের দর্শন জন্য আহ্লাদে দৈত্যরাজের [২৮] চিত্ত অভিসিক্ত হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ সবংশে উত্থান করিয়া প্রণাম করি-লেন; আনন্দে তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ আসন আনিয়া দিয়া, সেই

২৮। অর্থাৎ, বলির।

দুই মহাত্মা তাহাতে উপবেশন করিলে পর, যাঁহার জল[২৯] আব্রহ্ম পবিত্র করিয়াছে, সেই পাদযুগল ধৌত করিয়া, সেই ধৌত জল সপরিজনে (মস্তকে) ধারণ করিলেন; (এবং) মহাবিভূতি, মহামূল্য বস্ত্র ও আভরণ, চন্দন, আর মাল্য, ধূপ, দীপ, অমৃত ভক্ষণাদি, এবং নিজ বংশ, বিত্ত ও আত্মসর্পণ দ্বারা পূজা করিলেন। রাজন্! সেই বলি প্রেমমিশ্রিত বুদ্ধিতে বারম্বার ভগবানের পাদাম্বুজ ধারণ করত আনন্দজলে আকুল-লোচন, এবং প্রহৃষ্টরোমা ও গদগদ-বাক্য হইয়া কহিলেন।

বলি কহিলেন, বৃহৎ[৩০] অনন্তকে নমস্কার; বিধাতা কৃষ্ণকে নমস্কার; সাংখ্য ও যোগের বিস্তৃতিকারণ, ব্রহ্ম, পরমাত্মাকে[৩১] (নমস্কার।) আপনাদিগের দুই (পুরুষের) দর্শন প্রাণীদিগের দুর্লভ এবং সুলভও (বটে;)[৩২] যে হেতু রজস্তমঃপ্রকৃতি আমাদিগের নিকট যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলেন। দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রমথ, নায়ক, ইহারা এবং আমরা, আর, ইহাদিগের ন্যায় অন্যেরা, সাক্ষাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বের ধাম, শাস্ত্রশরীরী আপনাতে শত্রুতা বন্ধন করিয়াছে ও করিয়াছি; কেহ কেহ প্রবৃদ্ধ শত্রুতা হেতু যে ভক্তি, তদ্দ্বারা, (আর) কেহ কেহ কামহেতু যেভক্তি, তদ্দ্বারা যেরূপ সন্নিকৃষ্ট, দেবগণ ভক্তিতে আবিষ্ট হইয়াও সেরূপ নহেন। হে যোগেশ্বরের ঈশ্বর। যোগের ঈশ্বরগণও

২৯। অর্থাৎ, ধৌত জল, অর্থাৎ, গঙ্গা।

৩০। কারণ ফণার এক দেশে পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন।

৩১। "সাংখ্য যোগের বিস্তৃতি-কারণ" ইত্যাদি পদত্রয় দ্বারা দুইয়ের একতা উদ্দেশ করা হইল।

৩২। অর্থাৎ, আপনাদিগের কৃপা হইলে, অতি সুলভ। তাহাই পরে দেখান হইতেছে, "যে হেতু" ইত্যাদি দ্বারা।

"এই" [৩৩] এবং "এই প্রকার" [৩৪] (এইরূপে) আপনার মায়া বুঝিতে পারেন না; আমরা কোথায়? অতএব আমাদিগের প্রতি সেইরূপে প্রসন্ন হউন, যে রূপে আমরা আপ্তকাম ব্যক্তিদিগেরও অন্বেষণীয় আপনাদিগের পাদারবিন্দরূপ যে আশ্রয়, তাহা হইতে অন্য যে গৃহ, তদ্রূপ অন্ধকূপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিশ্বের রক্ষাকর্ত্তা বৃক্ষ সকলের পাদমূলে জীবিকা [৩৫] প্রাপ্ত ও শান্ত হইয়া একাকী অথবা, সকলের সখা (যে মহৎ ব্যক্তি সকল,) তাঁহাদিগের সহিত বিচরণ করি। হে সর্ব্ব জীবের ঈশ্বর! আমাদিগকে অনুশাসন করুন; [৩৬] হে প্রভো! আমাদিগকে নিষ্পাপ করুন; আপনার অনুশাসন আশ্রয় করিলে, পুরুষ প্রেরণা হইতে মুক্তি পায় [৩৭]।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, প্রথম (মন্ব-) ন্তরে [৩৮] ঊর্ণাতে [৩৯] মরীচির ছয় পুত্র হইয়াছিল; ব্রহ্মা নিজ দুহিতাকে রমণ করিতে উদ্যত হইলেন, দেখিয়া (ঐ) দেবতা সকল উপহাস করেন; সেই পাপকর্ম্ম হেতু তৎক্ষণাৎ আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া হিরণ্যকশিপুর (ঔরসে) জন্ম গ্রহণ করেন; (পরে)

৩৩। অর্থাৎ, স্বরূপতঃ।

৩৪। অর্থাৎ, বিশেষতঃ।

৩৫। অর্থাৎ, ফলাদিরূপা।

৩৬। "তোমাদিগের পুণ্য অল্প; অতএব কিরূপে তোমরা এরূপ হও।" এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "আমাদিগকে অনুশাসন করুন; অর্থাৎ, যাহাতে আমরা এইরূপ হইতে পারি, আমাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দিউন।

৩৭। "প্রেরণা" অর্থাৎ, বিধিও নিষেধ। অর্থাৎ, যাঁহারা আপনার ভক্ত, তাঁহাদিগকে বিধিনিষেধের দাস হইতে হয় না; আপনার অনুশাসন অনুসারে কার্য্য করিলেই সিদ্ধ হন।

৩৮। অর্থাৎ, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে।

৩৯। ঊর্ণানাম্নী মরীচির ভার্য্যাতে।

তাঁহারা যোগমায়া কর্ত্তৃক নীত হইয়া দেবকীর গর্ভে জন্মান; রাজন্! কংস তাঁহাদিগকে বধ করেন; সেই দেবকী তাঁহাদিগকে নিজ পুত্র বোধ করিয়া শোক করিতেছেন; এই তাঁহারা (তোমার) নিকটে রহিয়াছেন; মাতার শোক দূর করিবার নিমিত্ত এস্থান হইতে ইহাঁদিগকে লইয়া যাইব; তাহার পর (ইহাঁরা) শাপমুক্ত ও বিজ্বর হইয়া দেবলোকে গমন করিবেন। স্মর, উদ্গীথ্, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃক্ ও ঘৃণি, এই ছয় আমার প্রসাদে পুনর্ব্বার মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন।

এই বলিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া (কামকেশব) বলি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুনর্ব্বার দ্বারকায় আসিয়া মাতাকে পুত্রসকল সমর্পণ করিলেন। সেই সকল বালককে দেখিয়া পুত্রস্নেহ হেতু দেবীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল; তিনি আলিঙ্গন করত ক্রোড়ে বসাইয়া বারম্বার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। যদ্দ্বারা সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, শ্রীবিষ্ণুর সেই মায়ায় মোহিত হইয়া, (তিনি,) পুত্রের স্পর্শ হেতু যাহা হইতে দুগ্ধক্ষরণ হইতেছিল, (ঐ সকল পুত্রকে) প্রীত মনে সেই স্তন পান করাইতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পান করিয়া যাহা অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন,[৪০] তাঁহার সেই অমৃত দুগ্ধ পান করিয়া, (পরে) নারায়ণের অঙ্গসংস্পর্শহেতু তাঁহাদিগের আত্মজ্ঞান[৪১] লাভ হইল; তাঁহারা গোবিন্দকে, দেবকীকে, পিতাকে এবং বলদেবকে নমস্কার করিয়া দর্শনকারী সর্ব্বভূতের সমক্ষে আকাশপথে দেবলোকে গমন করিলেন। রাজন্!

৪০। সুতরাং "অমৃত"।

৪১। অর্থাৎ, "আমরা দেবতা" এই জ্ঞান।

মৃতদিগের সেই আগমন ও নির্গমন দর্শন করত সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেবী দেবকী, শ্রীকৃষ্ণরচিত মায়া বলিয়া মানিলেন। হে ভারত! অনন্তবীর্য্য পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এবম্ভূত অদ্ভুত বীর্য্য অনন্ত আছে।

শ্রীসূত কহিলেন, পূজনীয় ব্যাসতনয় কর্তৃক বর্ণিত অমৃতকীর্ত্তি মুরারির জগতের পাপনাশক, এবং তদীয় ভক্তদিগের সুখাবহ কর্ণালঙ্কার (স্বরূপ) এই চরিত যিনি অনুক্ষণ নিঃশেষরূপে শ্রবণ করিবেন, বা করাইবেন, তিনি ভগবানে চিত্ত আবিষ্ট করিয়া তাঁহার মঙ্গলময় ধামে গমন করিবেন।

রামকৃষ্ণ কর্তৃক দেবকীর মৃতপুত্র আনয়ন নামক
পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! যিনি আমার পিতামহী ছিলেন, রামকৃষ্ণের সেই ভগিনীকে অর্জ্জুন যেরূপে বিবাহ করেন, (তাহা) শুনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, প্রভু অর্জ্জুন তীর্থযাত্রার সময় পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভাসে গিয়া শ্রবণ করিলেন, তাঁহার নিজের মাতুলপুত্রীকে, অন্যান্য ব্যক্তিরা[১] নহেন, রাম দুর্য্যোধনকে দান করিবেন। তাঁহাকে লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি

১। অর্থাৎ, বসুদেবাদি।

ত্রিদণ্ডী যতির বেশ ধরিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। পৌরজন এবং অজ্ঞ[২] রাম কর্ত্তৃকও বারম্বার পূজিত হইয়া কন্যাপ্রাপ্তি-বাসনায় তথায় এক বৎসর বাস করিলেন। একদা অতিথি হইবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিয়া বলদেব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্ষ্য-দ্রব্য আনিয়া দিলে, (অর্জ্জুন) আহার করিতে লাগিলেন। তিনি সেই স্থানে ধীরমনোহরা উৎকৃষ্টা কন্যা দর্শন করিলেন; এবং আনন্দে উৎফুল্ল-লোচন হইয়া তাঁহাতে রতি-বিচলিত মন স্থাপন করিলেন। (সেই কন্যাও) নারীকুলের হৃদয়ঙ্গম তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন;—হাসিতে লাগিলেন; লজ্জিত ভাবে বক্র দৃষ্টি করিতে থাকিলেন; এবং তাঁহাতে হৃদয় ও মন ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। (হরণ করিবার) অবসর লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, তাঁহাকে একান্ত চিন্তা করাতে বলবান্ কামে অর্জ্জুনের চিত্ত ঘুরিতে লাগিল; (সুতরাং তিনি) সুখ[৩] লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারথ (অবশেষে) পিতা মাতার[৪] ও শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি পাইয়া, মহতী দেবযাত্রায় তিনি রথে করিয়া দুর্গ হইতে নির্গত হইলে, রথস্থ হইয়া ধনু গ্রহণ করত রোধকারী বীর সৈনিকদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া, মৃগরাজ নিজ ভাগের ন্যায়, চীৎকারকারী স্বজনদিগের মধ্য হইতে তাঁহাকে হরণ করিলেন। রাম তাহা শ্রবণ করিয়া, পর্ব্ব দিবসে মহাসাগরের ন্যায়, ক্ষুভিত হইলেন; পাদ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, এবং বন্ধুগণও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। বলদেব আনন্দে বরবধুকে মহামূল্য গৃহসামগ্রী, হস্তী, রথ, অশ্ব এবং দাস দাসী সকল উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন।

২। অর্থাৎ, তাঁহাকে অর্জ্জুন বলিয়া জানিতে অসমর্থ।
৩। অর্থাৎ, রামাদির সম্মান জন্য সুখ।
৪ অর্থাৎ, কন্যার পিতামাতার,—বসুদেব ও দেবকীর।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, “শ্রুতদেব এই নামে বিখ্যাত (এক) ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের (ভক্ত) ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণে যে একান্ত ভক্তি ছিল, তদ্দ্বারাই তাঁহার প্রয়োজন সকল পূর্ণ হইয়াছিল; তিনি শান্ত, পণ্ডিত ও লোভশূন্য ছিলেন; বিদেহ দেশের মধ্যে মিথিলায় গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতেন। চেষ্টা ব্যতীত যে ভোজ্য উপস্থিত হইত, তদ্দ্বারা নিজ ক্রিয়া সকল সম্পাদন করিতেন। যাহাতে শরীর রক্ষাদি নির্ব্বাহ হয়, অহরহঃ দৈবাৎ তাহাই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, তাহার অধিক নহে; (তিনি) তাহাতেই তুষ্ট হইয়া যথোচিত ক্রিয়া সকল করিতেন। রাজন্! “বহুলাশ্ব” এই নামে ঐ রাজ্যের পালকও ঐপ্রকার ছিলেন। উভয়েই অচ্যুতের প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদিগের দুই জনের উপর প্রসন্ন হইয়া, প্রভু ভগবান্ দারুক কর্ত্তৃক আনীত রথে আরোহণ করিয়া মুনিগণের সহিত বিদেহ দেশে যাত্রা করিলেন। নারদ, বামদেব, অত্রি, কৃষ্ণ, রাম, অসিত, অরুণি, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয় ও চ্যবন প্রভৃতি, এবং আমি, (সকলেই গমন করিলাম।) রাজন্! সেই (শ্রীকৃষ্ণ) যে যে দেশ হইয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই দেশের পৌর ও জনপদবাসী সকল হস্তে অর্ঘ্য লইয়া, গ্রহগণের সহিত উদিত সূর্য্যের ন্যায়, তাঁহার অভিমুখে আসিতে লাগিল। হে নরপাল! আনর্ত্ত, মরু, কুরুজাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল, ও অর্ণ, এই সকল দেশের, এবং অন্যান্য দেশেরও নর নারী সকল উদারহাস্য-ও-স্নিগ্ধদৃষ্টি-সমন্বিত তদীয় মুখপদ্ম নেত্র দ্বারা পান করিল। ত্রিলোকগুরু, তাঁহাকে দর্শন করাতে যাহাদিগের অন্ধদৃষ্টি নষ্ট

হইয়া গেল, সেই ঐ সকল নর নারীকে অভয় ও তত্ত্বজ্ঞান দান করিয়া দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক গীত দিগন্তধবল, অশুভ-নাশক নিজ যশ শ্রবণ করিতে করিতে অল্পে অল্পে বিদেহ গমন করিলেন। রাজন্! তাহারা অচ্যুতকে আগত শ্রবণ করিয়া, পুরবাসী ও জনপদবাসী সকল আনন্দিত হইয়া পূজা-সামগ্রী হস্তে লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত অগ্র-বর্ত্তী হইল। সেই উত্তমশ্লোককে দর্শন করিয়া তাহাদিগের মুখ ও অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইল; তাহারা (তাঁহাকে এবং) পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে শ্রবণ করিয়াছিল, সেই সকল ঋষিকে, মস্তক সকলে অঞ্জলি করিয়া, সেই সকল মস্তক দ্বারা প্রণাম করিল। তাঁহাদিগকেই অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত জগদ্গুরু উপস্থিত হই-য়াছেন, (এই) বোধ করিয়া মৈথিল ও শ্রুতদেব প্রভুর পাদ-যুগলে পতিত হইলেন। মৈথিল ও শ্রুতদেব এক কালেই অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, অতিথি হইবার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণগণের সহিত যাদ-বকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান্ তাহা স্বীকার করিয়া দুই জনের প্রিয়-সাধন করিবার নিমিত্ত তখন উভয় কর্ত্তৃক অলক্ষিত হইয়া[১] উভয়েরগৃহে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, (বহুলাশ্ব) শ্রান্ত ও দূর হইতে স্বগৃহে আগত তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ আসন সকল আনিয়া দিলেন; তাঁহারা তাহাতে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিলে পর প্রবৃদ্ধ ভক্তি হেতু তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ জন্মিল এবং নয়ন অশ্রুজলে আবিল হইয়া উঠিল; তিনি নমস্কার করিয়া তাঁহা-দিগের পাদ সকল প্রক্ষালন করিয়া দিয়া সেই লোকপাবন

১। অর্থাৎ, ইনি আমার গৃহ হইতে অন্য গৃহে যাইতেছেন, উভয়ের কেহই এরূপ লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। অথবা, উভয় রূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহা-দিগের লক্ষ্য হইলেন না।

জন কুটুম্বগণের সহিত মস্তকে ধারণ করিলেন ; এবং গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র, ভূষণ, ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য ও গোবৃষ সকলের দ্বারা পূজা করিলেন। তাঁহাদিগকে অন্ন দ্বারা তৃপ্ত করিয়া, আনন্দে শ্রীবিষ্ণুর পাদযুগল ক্রোড়ে রাখিয়া অল্পে অল্পে স্পর্শ করত মধুর বাক্যে প্রীত করিয়া এই কহিলেন।

রাজা কহিলেন, বিভো ! স্বপ্রকাশ আপনিই সর্ব্ব জীবের চেতন-প্রদাতা ও প্রকাশক ; এই কারণে ভবদীয় পাদপদ্মস্মরণকারী আমাদিগকে দর্শন দিলেন। আপনি যে কহিয়া থাকেন যে, "একান্ত ভক্ত হইতে অনন্ত,[৬] লক্ষ্মী,[৭] এবং ব্রহ্মাও[৮] আমার প্রিয় নহে" সেই নিজ বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত আপনি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইলেন। কোন্ ব্যক্তি ইহা জানিয়াও, যে আপনি নিষ্কিঞ্চন শান্ত মুনি সকলেরও আত্মদ, (সেই) আপনার চরণপদ্ম পরিত্যাগ করিবেন ? যিনি এই পৃথিবীতে সংসারী মনুষ্যদিগের মধ্যে যদুর বংশে অবতীর্ণ হইয়া সেই (সংসার-) শান্তির নিমিত্ত ত্রৈলোক্যের পাপনাশক যশ বিস্তার করিয়াছেন, (সেই) অকুণ্ঠিত-মেধাবী, শান্ত, তপস্যাবলম্বী নারায়ণ ঋষি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে নমস্কার। হে ভূমন্ ! দ্বিজগণের সমভিব্যাহারে কিছু দিন আমাদিগের গৃহে বাস করুন ; পদধূলি দ্বারা নিমির এই বংশ পবিত্রিত করুন।

লোকভাবন ভগবান্ রাজা কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া মিথিলার নরনারী সকলের কল্যাণ করত বাস করিলেন।

৬। বন্ধু হইলেও।
৭। পত্নী হইলেও।
৮। পুত্র হইলেও।

জনকের ন্যায়, শ্রুতদেবও নিজ গৃহে উপস্থিত অচ্যুতকে ও মুনিদিগকে নমস্কার করিয়া আনন্দিত হইয়া বস্ত্র ভ্রমণ করাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি আনীত তৃণপীঠ ও কুশময় আসন সকলে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া স্বাগতজিজ্ঞাসা দ্বারা বন্দনা করিয়া ভার্য্যার সহিত আনন্দে পদ সকল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। মহাভাগ সর্ব্ব মনোরথ প্রাপ্ত ও জাতহর্ষ হইয়া সেই জল দ্বারা গৃহ ও বংশের সহিত আপনাকে স্নান করাইলেন। (পরে) ফল দ্বারা পূজা, উশীর, সুবাসিত অমৃত জল, সুগন্ধি মৃত্তিকা,[৯] তুলসী, কুশ ও পদ্ম এবং সত্ত্ববিবর্দ্ধন[১০] অন্ন, (এই সকল) অনায়াস-সম্পন্ন পূজায় পূজা করিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, অহো! শ্রীকৃষ্ণের এবং যাঁহারা ইহাঁর মূর্ত্তির বাসস্থান, ও যাঁহাদিগের পাদরেণু সর্ব্ব তীর্থের আস্পাদ, সেই এই সকল ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গ, গৃহরূপ অন্ধ কূপে পতিত আমার কোথা হইতে হইল!

আতিথ্য করা হইলে পর (শ্রীকৃষ্ণ) সুখে উপবেশন করিলে, শ্রুতদেব ভার্য্যা, স্বজন ও পুত্রদিগের সহিত নিকটবর্ত্তী হইয়া পাদ মর্দ্দন করিতে করিতে কহিলেন।

শ্রীশ্রুতদেব কহিলেন, হে পরম পুরুষ! আপনি যে অদ্যই আমাদিগকে প্রাপ্ত হইলেন, এরূপ নহে; যখন শক্তি সকলের দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া নিজ সত্তা দ্বারা ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, (তখনই প্রাপ্ত হইয়াছেন;) দর্শনপথে

৯। কস্তুরী প্রভৃতি।

১০। "সত্ত্ব" অর্থাৎ, প্রাণীদিগের বৃদ্ধিসাধন, অর্থাৎ প্রাণীদিগের প্রতি উপদ্রব না করিয়া লব্ধ।

(কিন্তু) কেবল অদ্যই পতিত হইলেন[১১]; যেমন নিদ্রিত পুরুষ আত্মমায়া[১২] সহকারে মনোদ্বারাই কেবল স্বাপ্ন লোক সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করত অবভাসিত হয়[১৩]। যে অমলাত্মা মনুষ্য সকল নিরন্তর আপনার গুণকর্ম্মাদি শ্রবণ ও গান করেন, আপনাকে অর্চ্চনা ও বন্দনা করেন, এবং আপনার সহিত সঙ্গত হন, আপনি তাঁহাদিগের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রকাশিত হন।[১৪] যে সকল ব্যক্তির চিত্ত কর্ম্মদ্বারা বিক্ষিপ্ত[১৫], আপনি হৃদিস্থিত হইয়াও তাহাদিগের দূরস্থিত। (আর,) যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ (শ্রবণকীর্ত্তনাদি) সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে, আপনি অহঙ্কারাদি দ্বারা ব্যবহিত হইয়াও তাঁহাদিগের নিকটে (আছেন।) আপনাকে নমস্কার; আপনি অধ্যাত্মবেত্তাদিগের[১৬] পরমাত্মা;[১৭] আপনি অনাত্মা[১৮]। (আর,) আপনি নিজ মায়া দ্বারা দৃষ্টি সংবরণ ও আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন;[১৯] (সুতরাং) সকারণ

১১। সংস্কৃতবলে এরূপও অর্থ হইতে পারে; যথা;—“অদ্যই যে দর্শনপথে পতিত হইলেন, এরূপ নহে; যখন শক্তি সকলের দ্বারা এই বিশ্ব-সৃষ্টি করিয়া নিজ সত্তা দ্বারা ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, তখনই হইয়াছেন।” ১২। নিজ অবিদ্যা।

১৩। অবিদ্যাসৃষ্টি ও তাহাতে প্রবেশ, এই দুই, মায়াসৃষ্টি ও তাহাতে প্রবেশ, এই দুইয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লিখিত হইল।

১৪। তাঁহাদিগেরও হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশিত হন মাত্র; আমার কিন্তু দর্শনপথে পতিত হইলেন; অহো; আমার ভাগ্যের ইয়ত্তা নাই।

১৫। অর্থাৎ, আপনা হইতে অন্যত্র পতিত।

১৬। যাঁহাদিগের দেহাদিতে অহংবুদ্ধি নাশ পাইয়াছে।

১৭। প্রকাশক;— মোক্ষ প্রদাতা।

১৮। অর্থাৎ, দেহাদিতে অভিমানী জীব।

১৯। আপনার দৃষ্টি “সংবরণ,” আর অন্যের দৃষ্টি “আবরণ” করিয়া রাখিয়াছেন। “আপনি নিজ” ইত্যাদি “রাখিয়াছেন” এই পর্য্যন্ত যে টুকুর অর্থ, সংস্কৃতবলে তাহার এরূপ অর্থও হয়, যথা;—
“হে নিজ মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন! আপনি (অন্যের) দৃষ্টি রোধ করিয়া রাখিয়াছেন; কারণ আপনি মায়াবী।)

ও অকারণ[২০] উপাধিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন;[২১] (অতএব) নিজের নিকট হইতে সংসার সমর্পণ করিয়া থাকেন।[২২] সেই আপনি ভৃত্য আমাদিগকে আজ্ঞা করুন; হে দেব! আপনার কোন্ কার্য্য করিব? আপনি যে দৃষ্টিগোচর হইলেন, এই পর্য্যন্তই মনুষ্যদিগের ক্লেশ।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণত জনের পীড়াহারী ভগবান্ হস্ত দ্বারা হস্ত ধারণ করিয়া হাস্য করত তাঁহাকে কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই সকল মুনি তোমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন জানিবে; ইহাঁরা পাদরেণু দ্বারা লোক সকল পবিত্রিত করিয়া আমার সহিত বিচরণ করিতেছেন। দেবতা, (পুণ্য) ক্ষেত্র ও তীর্থ সকল দর্শনস্পর্শনাদি দ্বারা দীর্ঘকালে অল্পে অল্পে পবিত্রিত করেন; সেও ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টিতে। ব্রাহ্মণ ইহ লোকে জন্মেতে করিয়াই সর্ব্ব প্রাণীর শ্রেষ্ঠ; যে সকল ব্রাহ্মণ তপস্যা, বিদ্যা, তুষ্টি, ও মদীয় উপাসনাযুক্ত, তাঁহাদিগের আর কথা কি? আমার এই চতুর্ভুজ রূপ, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আমার প্রিয় নহে; ব্রাহ্মণ সর্ব্ব বেদময়, আর আমি সর্ব্ব দেবময়[২৩]। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা। এই প্রকার না জানিয়া দোষ দর্শন করত অবজ্ঞা করে; পূজ্য

২০। "স্বকারণ" অর্থাৎ, মহদাদি কার্য্য। "অকারণ" অর্থাৎ, প্রকৃতি।

২১। অর্থাৎ, নিয়ম্যরূপে। অর্থাৎ, উহাদিগকে নিয়মন করিয়া থাকেন।

২২। আপনি উহাদিগের নিয়ন্তা; আর জীব উহাদিগের বশ; সুতরাং জীবকে সংসার নিজের নিকট হইতেই বিভাগ করিয়া দেন।

২৩। ইহা দ্বারা বলা হইতেছে যে, বেদ দেবতার প্রমাপক; অর্থাৎ, বেদ প্রমাণ, আর দেবতারা প্রমেয়। প্রমেয় প্রমাণের অধীন: সুতরাং বেদময় ব্রাহ্মণ দেবময় আমা হইতে শ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধি ব্যক্তিরা কিন্তু অর্চ্চনাদি বিষয়ে ব্রাহ্মণকে গুরু আত্মা আমাকে (বোধ করেন।) চরাচর এই বিশ্ব এবং ইহার কারণ (মহদাদি) ভাব, আমারই সর্ব্বত্র দৃষ্টি আছে, এই বলিয়া ব্রাহ্মণ এই সকলকে আমার রূপ বলিয়াই মনে ধারণ করেন। অতএব, ব্রহ্মন্‌ ! এই সকল ব্রহ্মর্ষিকে সৎশ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চনা কর ; যদি এই হয়, তাহা হইলে সাক্ষাৎ আমি অর্চ্চিত হইলাম ; অন্য প্রকারে ভূরি সম্পত্তি দ্বারাও (পূজিত হই না।)

বেদব্যাসতনয় কহিলেন, সেই মৈথিল (ব্রাহ্মণ) প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত দ্বিজ শ্রেষ্ঠদিগকে একাত্ম্যভাবে আরাধনা করত তদ্গতি লাভ করিলেন।

রাজন্‌ ! ভক্তবৎসল সেই ভগবান্‌ দুই ভক্তের (নিকট) এই রূপে বাস করত সৎপথ[২৪] আদেশ করিয়া পুনর্ব্বার দ্বারকা গমন করিলেন।

ভগবানের মিথিলাযাত্রা নামক ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

২৪। ত্রিকাণ্ড বিষয় বেদ সকলের প্রবৃত্তিপ্রকার। অর্থাৎ, ব্রহ্মপরত্ব।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

পরীক্ষিত কহিলেন, ব্রহ্মন্! কার্য্য কারণের সঙ্গহীন, (সুতরাং) নির্গুণ, সুতরাং অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মে সগুণ শ্রুতি-সকল কিপ্রকারে সাক্ষাৎ বিচরণ করিতে পারে? ১

১। অর্থাৎ, কিরূপে তাঁহাকে প্রতিপাদন করিতে পারে? পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে ঋষি বলিয়াছেন যে, বেদগণের ব্রহ্মপরত্ব, অর্থাৎ, ব্রহ্ম বেদ সকলের গোচর, এই আদেশ করিয়া গমন করিলেন। পরীক্ষিত বেদ সকলের ব্রহ্মপরত্ব ঘটিতে পারে না, এই মনে করিয়া হেতুনির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রশ্ন করিতেছেন।

শব্দের অর্থ তিন প্রকার। মুখ্য, লক্ষ্য, ও গৌণ। "গঙ্গাতে গোপেরা বাস করে" এই বাক্যে বিশেষ জলপ্রবাহ "গঙ্গা" এই শব্দের মুখ্য অর্থ। কিন্তু জলপ্রবাহে গোপেরা বসতি করিতে পারে না, এই নিমিত্ত সন্নিকর্ষ সম্বন্ধ লইয়া "গঙ্গা" শব্দের "গঙ্গাতীর" এই অর্থ করা যায়। "তীর" এই অর্থটী "গঙ্গা" শব্দের লক্ষ্যার্থ। আর, "অমুক গর্দ্দভ" এই বাক্যে মনুষ্য-বিশেষের "গর্দ্দভ" হওয়া অসম্ভব, এই জন্য "গর্দ্দভ" এই শব্দের গর্দ্দভ-গুণনির্ব্বোধতাদি সম্পন্ন গর্দ্দভসদৃশ, এই অর্থ করা যায়। এটী "গর্দ্দভ" শব্দের গৌণার্থ। পূর্ব্বোক্ত মুখ্য অর্থ দুই প্রকার (১) শক্যার্থ, অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রত্যয় অপেক্ষা না করিয়াই যে অর্থ সিদ্ধ হয়; যেমন "গো" এই শব্দ বলিবা মাত্র গলকম্বলাদিবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ বুঝায়। (২) প্রকৃতি প্রত্যয়সিদ্ধ অর্থ; যেমন "দিবাকর" এই শব্দ বলিবা মাত্রই সূর্য্যকে বুঝা যায় না; "দিবা" শব্দে দিন, আর "কর" অর্থাৎ যিনি করেন, এই দুই অর্থ বুঝিয়া পরে, সূর্য্য, এই বুঝা যায়।

পরীক্ষিত "সাক্ষাৎ" এই কথা বলিয়া বেদ সকলের ব্রহ্মে "রূঢ়ি" বৃত্তি বারণ করিলেন; তাঁহার হেতু "অনির্দ্দেশ্য" অর্থাৎ তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না; সুতরাং কেমন করিয়া তিনি বৈদিক শব্দের রূঢ় অর্থ হইবেন? কেন "অনির্দ্দেশ্য"? তাহার হেতু দিতেছেন, তিনি "নির্গুণ" বেদ "সগুণ" সুতরাং গৌণার্থও নহে। কেন নির্গুণ? তাহার হেতু দিতেছেন "কার্য্য কারণের সঙ্গহীন"। কার্য্য কারণের সঙ্গহীন হওয়াতে, তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই; সুতরাং তিনি লক্ষ্যার্থ এবং যৌগিক অর্থও হইতে পারেন না, এই বলা হইল। এই প্রকারে, ব্রহ্ম বেদের গোচর হইতে পারেন না, ইহা প্রতিপাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঋষি কহিলেন, প্রভু জনগণের অর্থ, ধর্ম্ম, কাম ও মুক্তির নিমিত্ত বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছেন [২]। সেই [৩] এই ব্রহ্মপরা শ্রুতি পূর্ব্বজদিগের পূর্ব্বজেরাও ধারণ করিয়াছিলেন; যিনি শ্রদ্ধা [৪] সহকারে উহা ধারণ করিবেন, তিনি দেহাদি উপাধি নিরাস করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন। [৫] এই বিষয়ে তোমার নিকট একটী ইতিহাস কহিব; ঐ ইতিহাসে নারায়ণ বক্তৃরূপে সম্বন্ধ আছেন; উহা নারদ ও নারায়ণ ঋষির কথোপকথন। একদা ভগবৎপ্রিয় নারদ লোক সকল ভ্রমণ করিতে করিতে সনাতন ঋষিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নারায়ণের আশ্রমে গমন করিলেন; যিনি এই ভারতবর্ষে মনুষ্যদিগের শুভ ও স্বস্তির নিমিত্ত কল্পের আরম্ভ হইতে ধর্ম্মজ্ঞান-ও-শমসংযুক্ত তপস্যা অবলম্বন করিয়া আছেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই স্থানে কলাপগ্রামবাসী ঋষিগণে বেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট (ঋষিকে) নমস্কার করিয়া (দেবর্ষি) ইহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান পূর্ব্বকালীন জনলোক-নিবাসী-

---

২। "জনগণের" এই শব্দ প্রয়োগ করাতে বলা হইল যে, জীবের নিমিত্তই ঈশ্বরের সৃষ্টি আদিতে প্রবৃত্তি হয়। আর, "প্রভু" এই শব্দ প্রয়োগ করাতে বলা হইল যে, উপাধির বশ নহেন বলিয়া ঈশ্বর নিত্যমুক্ত। "প্রভু জনগণের" ইত্যাদি বাক্যের অভিপ্রায় এই;
বেদবাক্য সকল সগুণ ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করে; তিনি গুণগণ দ্বারা অভিভূত নহেন; তিনি সর্ব্বজ্ঞ; সর্ব্বশক্তিমান্; সকলের ঈশ্বর; সকলের নিয়ন্তা; সকলের উপাস্য; সকল কর্ম্মের ফলপ্রদাতা; সকল কল্যাণগুণের আলয়; এবং সৎচিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু এরূপ ঈশ্বরতা প্রতিপাদন সংসারী জীবের সংসারনিবৃত্তির নিমিত্তই করিয়া থাকে।

৩। অর্থাৎ, যেরূপ বলিলাম, সেই রূপ সগুণ ব্রহ্মকে যাহা আলম্বন করিয়া আছে।

৪। অর্থাৎ, শ্রবণাদি।

৫। "সেই এই" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল, এই শ্রুতি অনাদিশিষ্ট-ব্যক্তিপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, ইহাতে সন্দেহ করা উচিত হয় না।

দিগের যে ব্রহ্মবাদ, শ্রবণকারী ঋষিদিগের সমক্ষে সেই (নারদকে) সেই এই কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে স্বয়ম্ভূনন্দন! পূর্ব্বে তুমি যখন শ্বেতদ্বীপের অধীশ্বরকে[৬] দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিয়াছিলে,[৭] তখন জনলোকে তত্রস্থ ঊর্দ্ধরেতা মানস মুনি-দিগের ব্রহ্মসত্র[৮] হইয়াছিল; সেই স্থানে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই প্রশ্নই হইয়াছিল। সকলেরই শাস্ত্র; জ্ঞান ও তপস্যা সমান ছিল এবং সকলেই শত্রু, মিত্র ও উদাসীন ব্যক্তিদিগকে সমান জ্ঞান করিতেন; তথাপি কতকগুলি শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া এক জনকে বক্তা করি-লেন।

শ্রীসনন্দ কহিলেন, নিজের সৃষ্ট এই (বিশ্ব) সংহার করিয়া নিজ শক্তি সকলের সহিত যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ঈশ্বরকে শ্রুতিগণ প্রলয়ের অন্তে প্রলয়ান্তপ্রতিপাদক বাক্য সকলের দ্বারা প্রবোধিত করিতে লাগিলেন; যেমন অনুজীবী বন্দী সকল প্রত্যূষে আসিয়া নিদ্রিত চক্রবর্ত্তীকে শোভমান-কীর্ত্তিগর্ভ পরাক্রম সকল বর্ণনা করিয়া প্রবোধিত করে।

শ্রীশ্রুতিসকল কহিলেন, হে অজ! উৎকর্ষতা আবিষ্কার করুন; স্থাবর ও জঙ্গম সকল যাহাদিগের শরীর, তাঁহাদিগের

৬। তত্রস্থ অনিরুদ্ধমূর্ত্তি আমাকেই।

৭। অহো! তবে আমি জানি না কেন? এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল "পূর্ব্বে" ইত্যাদি।

৮। "সত্র" অর্থাৎ যজ্ঞ। যে যজ্ঞে পরস্পর সমান ব্যক্তিরা আপনা-রাই যজমান ও পুরোহিত হইয়া কার্য্য করেন, তাহার নাম কর্ম্ম সত্র। আর যে যজ্ঞে পরস্পর সমান ব্যক্তিরা বক্তা ও শ্রোতা হইয়া ব্রহ্ম মীমাংসা করেন, তাহার নাম ব্রহ্ম সত্র।

অবিদ্যা নাশ করুন; ৯ সে দোষের নিমিত্ত গুণ সকল ধারণ করিয়াছে; ১০ হে নিখিল শক্তির উদ্বোধক! আপনি স্বরূপ দ্বারাই সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন ১১। শ্রুতি কোনও সময় ১২ মায়া দ্বারা ক্রীড়াকারী এবং স্বরূপে বর্ত্তমান ১৩ আপনাকে প্রতিপাদন করে। ১৪ (বেদ সকল) এই (সমুদায়)

৯। অর্থাৎ, জীবগণের অবিদ্যা নাশ করিয়া উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন।

১০। সে গুণবতী, তাহাকে নাশ করিব কেন? এই আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, আনন্দাদির আবরণের নিমিত্ত গুণ ধারণ করে। যেমন স্বৈরিণী পরকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত গুণ ধারণ করে, তেমনি এ দোষের, অর্থাৎ আনন্দাদির আবরণের নিমিত্ত গুণ ধারণ করে; অতএব ইহাকে নাশ করা উচিত।

১১। "আচ্ছা, তবে ত আমাতেও দোষ উৎপাদন করে; তবে তাহাতে আমার শক্তি কি,, এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল, আপনি মায়া বশীকৃত করিয়াছেন, সুতরাং সমুদায় সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন।
আচ্ছা, জীবসকল জ্ঞানবৈরাগ্যাদি দ্বারা আপনারাই কেন উহাকে নাশ করুক না; এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বিশেষণ দেওয়া হইল "নিখিল শক্তির উদ্বোধক" অর্থাৎ, তাহারা জ্ঞানাদি বিষয়ে স্বতন্ত্র নহে।

১২। সৃষ্টি আদি সময়ে।

১৩। স্বরূপে, অর্থাৎ, ঐশ্বর্য্য কখনই লুপ্ত নহে, এই জন্য সত্য, জ্ঞান, আনন্দমাত্র, একসুখ স্বরূপে।

১৪। আচ্ছা, অকুণ্ঠিত জ্ঞানৈশ্বর্য্যগুণসম্পন্ন আমি জীবগণের কর্ম্ম-জ্ঞানাদি শক্তির উদ্বোধন করত অবিদ্যা নাশ করি, ইহাতে প্রমাণ কি? যদি এই কথা বলেন, তাহা হইলে বলিব, আমি বেদই প্রমাণ।
আচ্ছা, আমি যদি ঐরূপ হইলাম, তবে শ্রুতিগণ আমাকে প্রতিপাদন কিরূপে করিতে পারে? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "শ্রুতি কোনও সময়" ইত্যাদি।
"যাঁহা হইতে এই সকল ভূত; যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন; যিনি তাঁহাকে বেদ সকল প্রদান করেন; মুমুক্ষু আমি আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক সেই দেবের শরণ লইলাম।"
তথা "যিনি স্বরূপে অবস্থিত, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ব্রহ্ম; যিনি সর্ব্বজ্ঞ; সর্ব্ববিৎ;,, ইত্যাদি শ্রুতিসকল আপনাকে এবম্ভূত প্রতিপাদন করে।

দৃশ্যকে বৃহৎ [১৫] বলিয়া জানে; [১৬] (কারণ,) যেমন মৃত্তিকাতে (ঘটাদি) বিকারের, তেমনি ঐ অবিকৃত বৃহৎ হইতে (সমুদায়ের) উদয় ও লয় হয়, সুতরাং বৃহৎ অবশিষ্ট থাকে; [১৭] এই জন্য মন্ত্র সকল মন ও বচনের আচরিত আপনাতে ধারণ করে [১৮]; মনুষ্যদিগের প্রক্ষিপ্ত পদ সকল কি করিয়া পৃথিবীতে প্রদত্ত না হয়? [১৯] এই বলিয়া, হে ত্রিগুণ-মায়ামৃগী নর্ত্তক! [২০] বিবেকী সকল মনুষ্যদিগের যাবতীয়

১৫। অর্থাৎ, ব্রহ্ম।

১৬। "আচ্ছা, বেদ সকল কি করিয়া আমাকে উক্তরূপে প্রতিপাদন করে? "ইন্দ্র স্থাবর জঙ্গমাদির রাজা" "অগ্নি স্বর্গের রাজা" ইত্যাদি বেদ সকল ইন্দ্র ও অগ্নি প্রভৃতিকেই ঐরূপ প্রতিপাদন করিয়া থাকে।" এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল, "বেদ সকল" ইত্যাদি।

১৭। দৃশ্যকে ব্রহ্ম আপনা বলিয়াই জানে, এই বাক্যের উপমার সহিত হেতু দেওয়া হইল, "কারণ" ইত্যাদি। বিকার সকল নাম মাত্র। "বিকার" (ঘটাদি) এই নাম বাক্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; মৃত্তিকা এই সত্য; এই সমস্তই নিশ্চিত ব্রহ্ম;" ইত্যাদি শ্রুতি।

"আচ্ছা, যখন তুমি ঘটাদি ও মৃত্তিকার সহিত দৃশ্যের ও ব্রহ্মের উপমা দিলে, তখন কি তোমার অভিপ্রায় যে, ব্রহ্ম বিকারী?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, না, তিনি অবিকৃত, অর্থাৎ বিবর্ত্তভূত দৃশ্যের আশ্রয়।

১৮। পূর্ব্বোক্ত হেতু প্রমাণ দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করা হইতেছে, "এই জন্য" ইত্যাদি।

এ স্থলে "মন্ত্র" শব্দে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি সকল, এরূপ অর্থ করিলেও চলে।

মনের আচরিত, তাৎপর্য্য, আর বাক্যের আচরিত, বাচ্য। "আপনাতে বাক্য ও মনের আচরিত ধারণ করে, অর্থাৎ মন্ত্র সকলের তাৎপর্য্য এবং বাচ্যও আপনি।

১৯। মন্ত্র সকলের বাচ্য ও তাৎপর্য্য আপনি, পূর্ব্বে এই যে বলা হইয়াছে, ইহাই নিদর্শন দ্বারা স্পষ্টীকৃত করা হইতেছে, "মনুষ্যদিগের প্রক্ষিপ্ত পদ" ইত্যাদি। অর্থাৎ, যেমন মৃত্তিকা, পাষাণ বা ইষ্টকাদি, যাহাতেই প্রদত্ত হউক, মনুষ্যগণের প্রক্ষিপ্ত পদ পৃথিবীতেই পতিত হয়, অন্যথা হয় না, তেমনি বেদসকল যে কোনও বিকারের কথা কহুক না কেন, সর্ব্বকারণভূত পরমাত্মা আপনাকেই কহিয়া থাকে।

২০। আপনি সকলের কারণ, সুতরাং পরমার্থ, এই বলিয়া।

পাপনাশের হেতুভূত ভবদীয় কীর্ত্তি রূপ সুধাসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া পাপ সকল পরিত্যাগ করেন; যাঁহারা স্বরূপবিস্ফুরণ দ্বারা অন্তঃকরণের ও কালের গুণ সকল পরিত্যাগ করত, অনন্ত আনন্দানুভব রূপ ত্বদীয় পদ ভরসা করেন। তাঁহাদিগের কথা আর কি বলিব? [২১] প্রাণী সকল [২২] যদি আপনার ভক্ত হয়, তাহা হইলেই তাহারা যথার্থ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে; (অন্যথা) ভস্ত্রার ন্যায়; [২৩] মহৎ অহঙ্কারাদি আপনার প্রবেশ হেতু সামর্থ্য লাভ করিয়া অণ্ড (সমষ্টি-

---

২১। অন্তঃকরণের গুণ রাগাদি, আর কালের গুণ জরাদি।
বেদ সকল আপনাকেই প্রতিপাদন করে, "বিবেকী সকল" ইত্যাদি "পরিত্যাগ করেন," ইত্যন্ত দ্বারা সম্প্রদায় সকলের প্রবৃত্তি উল্লেখ করিয়া এই বাক্য দৃঢ় করা হইল; আর বলা হইল যে, যখন আপনার কথা মাত্রেই পাপ ত্যাগ হয়, তখন আপনার ভজনাকারী উক্তপ্রকার ব্যক্তিদিগের কথা আর কি কহিব? অর্থাৎ, তাঁহারা তথাবিধ হইয়া দুঃখ ত্যাগ করেন। এবিষয়ে বেদ যথা;—
"যেমন পদ্মপত্রে জল সংশ্লিস্ট হয় না, তেমনি, যিনি এরূপ জানেন, তাঁহাতে পাপ কর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না; তিনি পাপ কর্ম্মের সহিত লিপ্ত হন না; কর্ম্মজন্য পাপপুণ্য পরিত্যাগ করেন; "আমি কোন্ সৎকর্ম্ম করি নাই?" "কি পাপ করিয়াছি?" এইরূপ চিন্তাও ইহঁাকে তপ্ত করে না।" ইত্যাদি।

২২। অর্থাৎ, মনুষ্য সকল।

২৩। ভস্ত্রা, অর্থাৎ, কর্ম্মকারাদির যন্ত্র, অর্থাৎ যাঁতা। অর্থাৎ, তাহাদিগের নিশ্বাস অচেতন যাঁতার নিশ্বাসের ন্যায়; অর্থাৎ তাহাদিগের জীবন বৃথা।
"যে সকল লোক সূর্য্য হীন, গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যাহারা আত্মহা, (অর্থাৎ, আত্মাকে বিস্মৃত হয়) তাহারা সেই সকল লোকে যায়;" এই। আর "আত্মাকে না জানিয়া বিনষ্ট হয়" ইত্যাদি শ্রুতি সকল পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত উভয়বিধ ভক্তিবিহীন ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করিতেছে, "প্রাণী সকল" ইত্যাদি।

ব্যষ্টিরূপ দেহ) সৃষ্টি করিয়াছে ; [২৪] পুরুষের ন্যায় আপনার প্রকার ; [২৫] ইহাতে অন্বিত ; [২৬] অন্নময়াদির মধ্যে চরম ; [২৭] আপনি সদসৎ ব্যতিরিক্ত ; [২৮] এই সকলের মধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আপনি ; অতএব সত্য [২৯]।

২৪। "আচ্ছা যাহারা অভক্ত, তাহাদিগেরও ত কামাদি ফল আছে? না, কার্য্য কারণের সামর্থ্য প্রদান করেন বলিয়া, জীবনকারণ আপনার ভজনা না করায়, তাহারা কৃতঘ্ন ; সুতরাং তাহাও তাহাদিগের সিদ্ধ হয় না ; "মহৎ" ইত্যাদি দ্বারা এই কথা বলা হইল।

২৫। "পুরুষের" অর্থাৎ, অন্নময়াদি পঞ্চবিধ (অন্নময়, মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়) পুরুষের "প্রকার", অর্থাৎ, আপনি বাস্তবিক তিনি নহেন। তাঁহার মত।

এতদ্দ্বারা বলা হইল যে, সেই সমষ্টিব্যষ্টিরূপ দেহ সকলের মধ্যে অন্নময়াদি পঞ্চ কোষে প্রবেশ করিয়া যিনি চেতন প্রদান করেন, তিনিও আপনি।

২৬। আচ্ছা, নিরবচ্ছিন্নজ্ঞানসুখস্বরূপ ব্রহ্মের অন্নময়াদি আকার কিরূপে সম্ভবে? এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল "ইহাতে অন্বিত"।

২৭। যদি এরূপ হইলাম, তবে আমার সত্যত্ব ও সঙ্গহীনতা কি করিয়া থাকে? এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল "অন্নময়াদির মধ্যে চরম"। অর্থাৎ অন্নময়াদি পুরুষ সকলকে উপদেশ করিবার সময় যাঁহাকে শেষে "পুচ্ছ" শব্দে, অর্থাৎ অবশিষ্টস্বরূপে, অর্থাৎ সৎস্বরূপে বলা হইয়াছে, তিনিও আপনি।

২৮। অর্থাৎ, "সদসৎ" স্থূল সূক্ষ্ম অন্নময়াদি কোষ সকল হইতে ভিন্ন। অর্থাৎ, উহার সাক্ষীভূত। "যাহা হউক, অন্নময়াদিতে অন্বিত, এই কথা বলিলে সঙ্গহীনতার নাশ হয়" এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল "সদসদ্ ব্যতিরিক্ত।"

২৯। তবে ঐ সকলে আমার সম্বন্ধ আছে বলিতেছ কেন? আপনার শুদ্ধস্বরূপ বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত। কেমন করিয়া? বলিতেছি ;—

"সেই এই পুরুষ অন্নরসময় ; এই তাঁহার মস্তক ;—ইত্যাদি দ্বারা স্থূলসূক্ষ্ম ক্রমে পঞ্চ কোষ উপদেশ করিয়া, পরে "ইনি পুরুষে অন্বিত বলিয়া পুরুষবিধ" অর্থাৎ, পুরুষের মত, এই বলিয়া বারম্বার ঐ পঞ্চ কোষের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া, পরে, "যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহা ব্রহ্মের পুচ্ছ," এই কথা বলাতে সর্ব্বসাক্ষী শুদ্ধ স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে ; যেমন, প্রথমে কেহ "চন্দ্র কৈ?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলা যায়, ঐ বৃক্ষের শাখায়।

ঋষিদিগের (সম্প্রদায়) পথে যাঁহারা স্থূলদর্শী, ৩০ তাঁহারা উদরকে উপাসনা করেন; আরণিরা ৩১ নাড়ী সকলের প্রসরণ-স্থান সূক্ষ্ম হৃদয়কে উপাসনা করেন; হে অনন্ত! তাহা ৩২ হইতে, আপনার উপলব্ধিস্থান পরম ৩৩ মস্তকে উৎথিত হন। ঐ স্থান প্রাপ্ত হইয়া কৃতান্তমুখে পতিত হয় না। ৩৪ কারণ বলিয়া, আপনি নিজকৃত বিবিধ যোনিতে যেন প্রবেশ করিয়া, ৩৫ যোনির অনুকারক ৩৬ অনলের ন্যায়, ন্যূনাধিকভাবে অবভাসিত

৩০। মূলে "কূর্পদৃক্" এই শব্দ আছে, অর্থাৎ, রজোগুণ যাঁহাদিগের চক্ষুতে আছে, অর্থাৎ স্থূলদর্শী। উদর, হৃদয় অপেক্ষা স্থূল, সুতরাং যাঁহারা উদরকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা স্থূলদর্শী। "কূর্প" শব্দের অর্থ, সূক্ষ্মও হয়; সে মতে "কূর্পদৃক্" শব্দের অর্থ স্থূলদর্শী না হইয়া, তদ্বিপরীত "সূক্ষ্মদর্শী" এই অর্থ হয়। সেরূপ অর্থ করিলে এই হইবে যে, তাহারা হৃদয়স্থ সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া সেই হৃদয়ে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত উদরকে উপাসনা করেন।

৩১। ঋষিদিগের সম্প্রদায় বিশেষ।

৩২। অর্থাৎ, সেই হৃদয় হইতে। হৃদয় হইতে মস্তকে উৎথান করেন, এই বলিবার নিমিত্তই "নাড়ী সকলের প্রসরণ স্থান," হৃদয়ের এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

৩৩। অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ; জ্যোতির্ময়; সুষুম্না নামক।

৩৪। পূর্ব্বে, ব্রহ্ম সাধুদিগের ভজনীয়, এই কথা বলা হইয়াছে; পরে অভক্তের নিন্দা করিয়া সেই বাক্য দৃঢ় করা হইয়াছে। এক্ষণে "ঋষিদিগের (সম্প্রদায়) পথে" ইত্যাদি "পতিত হইতে হয় না" ইত্যন্ত দ্বারা বলা হইল যে, ব্রহ্মের মহিমা অগাধ; শ্রুতিগণ প্রথমতঃ উপাধি-আশ্রয়ী তাঁহার উপাসনা বিধান করে।

৩৫। পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, এই জন্য এই যোনিতে, অর্থাৎ, প্রকাশ-স্থান দেহাদিতে, আপনার মুখ্য প্রবেশ, অর্থাৎ, প্রকৃতরূপে ইহার অন্তর্বর্ত্তিতা সম্ভবে না; এই জন্য বলা হইল, "যেন প্রবেশ করিয়া"।

৩৬। "যোনির" অর্থাৎ, উৎপত্তি স্থান কাষ্ঠাদির, "অনুকারক" অর্থাৎ অনুরূপ আকৃতিস্বীকারকারক। অর্থাৎ, অগ্নির বস্তুতঃ ন্যূনাধিক্য নাই; ইন্ধনভূত কাষ্ঠাদির ন্যূনাধিক্যেই উহার ন্যূনাধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

হন ; ৩৭ অতএব ঐহিক-ও-আমুষ্মিক-কর্ম্মফল-রহিত নির্ম্মলবুদ্ধি (পণ্ডিত) সকল মিথ্যাভূত এই সকলে আপনার স্বরূপকে অবিশেষ, সুতরাং সৎমাত্র ও সত্য বলিয়া জানেন ৩৮। নিজ নিজ কর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জিত এই সকল শরীরে (যে) কার্য্যকারণরূপ-আবরণশূন্য পুরুষ, (তাঁহাকে) সর্ব্বশক্তির আশ্রয় আপনার স্বরূপ বলিয়া বলেন ; ৩৯ জীবের এই তত্ত্ব বিচার করিয়া পৃথিবীতে ৪০ বিদ্বানেরা ৪১ বিশ্বাস করিয়া, সমুদায় বেদোক্ত কর্ম্মের ক্ষেত্র স্বরূপ ৪২ ভবনিবর্ত্তক ভবদীয় চরণ উপাসনা করেন।

৩৭। আচ্ছা, তবে যদি ঈশ্বরেরও জীবের ন্যায় উদরাদিসম্বন্ধ থাকিল, তাহা হইলেত উদরাদিতে প্রবিষ্ট হওয়াতে তাঁহার তারতম্য থাকিতেছে। এরূপ হইলে তাঁহাকে কোন্ রূপে উপাসনা করা যায়? এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল, আপনি বাস্তবিক প্রবিষ্ট নহেন, প্রবিষ্ট বলিয়া আপনার ভান হয় মাত্র।

৩৮। "অতএব, উপাধিকৃত ন্যূনাধিক্যের অভাব হেতু যাঁহার ঐশ্বর্য্য কখনই চ্যুত হয় না, তৎস্বরূপ ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবে" এই তাৎপর্য্যার্থ বলা হইল।

৩৯। তাৎপর্য্য এই ;

ভগবানের দেহাদি কৃত দোষ ঘটে, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না ; যেহেতু ভগবানের কথা দূরে থাকুক "তিনি তুমি" অর্থাৎ "সেই ব্রহ্ম তুমি" (আত্মার প্রতি উক্তি) ইত্যাদি বেদ বাক্য সকল লক্ষণা দ্বারা কাল-কর্ম্মাদিবশে সংসারে প্রবৃত্ত জীবেরও ভগবৎস্বরূপতা বুঝাইয়া সেই সকল নিবারণ করিতেছে। যদি বলেন, বাস্তবিক আত্মাকে ঈশ্বররূপে বুঝান হইতেছে না ; তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উহার প্রশংসা করা হইতেছে মাত্র। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, একথা যুক্তিসঙ্গত হয় না ; কারণ, "যাঁহার দেবতায় পরম ভক্তি, যেমন দেবতায়, তেমনি গুরুতে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই যে সকল পুরুষার্থ কহিলাম, এই সকল প্রকাশিত হয়।" ইত্যাদি শ্রুতি সকলে সিদ্ধ হওয়া বিষয়ে অবতীর্ণ ভগবানের চরণভজনকেই উপায় নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

৪০। "পৃথিবীতে" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মর্ত্ত্য লোকে ইহাই কর্ত্তব্য।

৪১। অর্থাৎ, যাঁহারা জানেন যে, অন্য প্রকারে স্বরূপ লাভ করা যায় না।

৪২। অর্থাৎ, যাঁহাতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করিতে হয়।

হে ঈশ্বর ! দুর্ব্বোধ আত্মজ্ঞান জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত মূর্ত্তি-প্রকাশকারী আপনার চরিতরূপ মহা সুধাসাগরে অবগাহন দ্বারা গতশ্রম হইয়া, কেহ কেহ ৪৩ অপবর্গ ইচ্ছা করেন না ; আপনার চরণপদ্মের হংসগণের ৪৪ সঙ্গ পাইয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন। ৪৫ আপনার অনুবর্ত্তি এই শরীর আত্মা, বন্ধু ও প্রিয়ের ন্যায় আচরণ করে ; ৪৬ তথাপি, আপনি উন্মুখ, ৪৭ হিতকারী, প্রিয় ও আত্মা হইলেও, আপনাকে সখ্যাদি ভাবে ভজনা করে না ; অহো কি কষ্ট ! অসতের উপাসনা দ্বারা (দেহাদি প্রতিপালন করত) প্রমাদগ্রস্ত হয় ; (কারণ) উহাতে ইচ্ছুক হইয়া কুশরীর ধারণ করত বিশেষভয়সম্পন্ন (সংসারে) ভ্রমণ করে। ৪৮ যে সকল মুনি প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় দমন, এবং দৃঢ় যোগ যোজনা, করিয়াছেন, তাঁহারা হৃদয়ে যাহা উপাসনা করেন, স্মরণহেতু শত্রুরাও তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন ; উরগ-রাজের শরীরসদৃশ ভুজদণ্ডদ্বয়ে আসক্তবুদ্ধি ৪৯ স্ত্রী সকলও

৪৩। এরূপ ভক্তিরসিক ব্যক্তি অতি বিরল ; এই অভিপ্রায়ে বলা হইল, "কেহ কেহ"। ৪৪। অর্থাৎ, পদ্মে হংসের ন্যায়, চরণে রমমান ভক্তগণের।

৪৫। ভক্তি সুখসাধ্য; এই কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু,এরূপ বাক্য অনুচিত, এই বোধ করিয়া, এক্ষণে গতশ্রম হইয়া "কেহ কেহ" ইত্যাদি দ্বারা ভক্তিকেই প্রধান করা হইল। ইহা দ্বারা শ্রবণকীর্ত্তনও প্রদর্শন করা হইল। বেদও মুক্তি হইতে ভক্তির প্রাধান্য বলিয়া থাকে ; যথা--"সর্ব্ব দেবতা, মুমুক্ষু এবং ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহাকে মনন করেন"। ভাষ্যকার এই শ্রুতির অর্থ করেন, "মুক্ত ব্যক্তিরাও লীলা দ্বারা দেহ ধারণ করিয়া ভজনা করেন" ইত্যাদি।

৪৬। অর্থাৎ, স্বাধীন হইয়া অবস্থিতি করে।

৪৭। অর্থাৎ, হিত করিতে ইচ্ছুক।

৪৮। "আপনি উন্মুখ" ইত্যাদি দ্বারা ভগবানে রতি উপদেশ করা হইল।

৪৯। অর্থাৎ, তাহারা আপনাকে পরিচ্ছিন্ন স্বরূপে দর্শন করে। "স্ত্রী-সকল" অর্থাৎ, আপনাতে অভিলাষিণী স্ত্রীসকল।

(উহা প্রাপ্ত হইয়াছে;) সমদর্শী[৫০] আমরা আপনার সমান হইয়া পাদপদ্ম সুন্দররূপে ধারণ করিয়া আছি[৫১]। অহো! অর্ব্বাচীনজন্মমরণসম্পন্ন কোন ব্যক্তি সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান আপনাকে জানিতে পারিবে? আপনা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন; তাঁহার পরে উভয় দেবতা সকল;[৫২] যখন আপনি (সমুদায়) আকর্ষণ করিয়া শয়ন করেন, তখন স্থূল সূক্ষ্ম[৫৩]; কিম্বা উভয়;[৫৪] অথবা কালবেগ;[৫৫] কিম্বা শাস্ত্র;[৫৬] কিছুই থাকে না[৫৭]। (যাঁহারা) অসতের উৎপত্তি;[৫৮] (যাহারা) সতের নাশ;[৫৯] যাঁহারাও আত্মাতে ভেদ[৬০] এবং (যাঁহারা)[৬১] কর্ম্মফলব্যবহারকে সত্য বলেন, তাঁহারা ভ্রম

৫০। অর্থাৎ, আপনাকে অপবিচ্ছিন্ন স্বরূপে দর্শনকারী।

৫১। "যে সকল মুনি" ইত্যাদি "ধারণ করিয়া আছি" ইত্যন্ত দ্বারা ধ্যানকেও ভক্তির অঙ্গ বলা হইল। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই:—

আপনাকে ধ্যান করার এমনই প্রভাব যে, যে সকল যোগী আপনাকে হৃদয়ালম্বিস্বরূপে চিন্তা করিতেছেন, যে আমরা আপনাকে অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ দর্শন করিতেছি, যে স্ত্রীসকল কামহেতু আপনাকে চিন্তা করে, এবং, যে সকল শত্রু বিদ্বেষ হেতু আপনাকে ধ্যান করে, সে সকলকেই উহা আপনাকে পাওয়াইয়া দেয়।

৫২। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক।

৫৩। স্থূল, আকাশাদি; আর, সূক্ষ্ম, মহদাদি।

৫৪। অর্থাৎ, স্থূল সূক্ষ্ম, এই উভয় দ্বারা আরব্ধ শরীর।

৫৫। শরীরের কারণীভূত কালের ক্ষোভ।

৫৬। অর্থাৎ, যাহা জানাইয়া দেয়।

৫৭। "অহো!" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে, আপনার তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় আপনাতে ভক্তিই প্রধান।

৫৮। বৈশেষিক ও পাতঞ্জলাদি। বৈশেষিকেরা বলেন, জগৎ ছিল না, উৎপন্ন হইয়াছে; আর, পাতঞ্জলেরা বলেন, ব্রহ্মত্ব ছিল না, উৎপন্ন হইয়াছে।

৫৯। নৈয়ায়িকাদি। তাঁহারা অসৎ একবিংশতিপ্রকার দুঃখের নাশকে মুক্তি বলেন।

৬০। সাংখ্যাদি।

৬১। মীমাংসকেরা।

দ্বারাই উপদেশ করেন ; [৬২] যেহেতু, "ত্রিগুণময় পুরুষ" এই ভেদাদি ত্বদ্বিষয়ক অজ্ঞান কর্ত্তৃক বিজৃম্ভিত ; [৬৩] ঐ অজ্ঞানের সঙ্গহীন, জ্ঞানঘন পুরুষে ঐ অজ্ঞান কখনও সম্ভাবিত হয় না। [৬৪] পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া, [৬৫] মনোমাত্রবিলসিত এই ত্রিগুণাত্মক প্রপঞ্চসমূহ অসৎ হইয়াও আপনাতে [৬৬] যেন সৎ রূপে প্রকাশ পায় [৬৭]। আত্মবেত্তারা এই অশেষ (বিশ্বকে) আত্মস্বরূপ বলিয়াই সৎ বলিয়া জানেন ; (যাঁহারা স্বর্ণ কামনা করেন, তাঁহারা স্বর্ণের বিকৃতি (কুণ্ডলাদি) পরিত্যাগ করেন না ; কারণ উহা স্বর্ণাত্মক ; অতএব স্বকৃত এই (বিশ্ব) এবং উহাতে অনুপ্রবিষ্ট পুরুষ আত্মারূপেই নিশ্চিত। [৬৮] যাঁহারা

৬২। "যাঁহারা অসতের উৎপত্তি" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে, ভক্তি হইতে জ্ঞান সুকর নহে ; কারণ যাঁহারা জ্ঞান উপদেশ করেন, তাঁহাদিগের বহুল ভ্রম হইয়া থাকে।

৬৩। ইহা দ্বারা বলা হইতেছে যে, যদি পুরুষ বস্তুতঃ ত্রিগুণময় হইতেন, তাহা হইলেই উক্তপ্রকার উপদেশ সকল সম্ভাবিত হইত ; কিন্তু বাস্তবিক তিনি ত্রিগুণময় নহেন ; সুতরাং ঐ সকল উপদেশও ভ্রমদৃষ্ট।

৬৪। তবে কি পুরুষে বস্তুতঃ অজ্ঞান আছে? এই প্রশ্নের উত্তরক্রমে বলা হইল, "ঐ অজ্ঞানের" ইত্যাদি।

৬৫। অর্থাৎ, পুরুষকেও যে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান হয়, সেও মনোবিলসিত মাত্র।

৬৬। আধারভূত আপনাতে।

৬৭। আচ্ছা, যদি যাহা ছিলনা, তাহা উৎপন্নই না হইল, যদি পুরুষও ত্রিগুণময় না হইলেন, তাহা হইলেও তোমাদিগের বলা হইতেছে যে, এই প্রপঞ্চ ও পুরুষ, পৃথক্ নাই ; যদি নাই রহিল, তবে তাহাদিগকে আছে বলিয়া প্রতীতি হয় কেন? এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল "পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া" ইত্যাদি। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা :—"অসৎ হইতে মন সৃষ্টি করিলেন ; মন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিল ; প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিলেন ; অতএব যে কিছু এই সকল, সমস্তই মনেতে একান্ত অধিষ্ঠিত।" ইত্যাদি।

৬৮। আচ্ছা, যাঁহারা আত্মতত্ত্ববেত্তা, তাঁহাদিগেরও সম্বন্ধে কেন বিশ্ব সৎ বলিয়া স্ফূর্ত্তি পায়? এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল, "আত্মবেত্তারা" ইত্যাদি।

আপনাকে নিখিলসত্ত্বের আবাস রূপে পরিচর্য্যা করেন, তাঁহারা অবজ্ঞা করিয়াই, পদ দ্বারা মৃত্যুর মস্তক আক্রমণ করেন ; কিন্তু যাঁহারা বিমুখ, তাঁহারা পণ্ডিত হইলেও, আপনি বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে পশুর ন্যায় বন্ধন করেন ; যাঁহারা আপনাতে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পবিত্র করেন।[৬৯] ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ-রহিত হইয়াও, আপনি অখিল প্রাণীর ইন্দ্রিয় সকল প্রেরণ করিয়া থাকেন ; [৭০] কারণ, আপনি নিজেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন ; [৭১] অতএব অবিদ্যা সহিত [৭২] দেবতা এবং বিশ্বস্রষ্টা সকল আপনাকে পূজা করেন ; এবং, যেমন খণ্ডরাজ্য-

৬৯। আচ্ছা, "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, ও অনন্তজ্ঞানস্বরূপ ; সংসারে নানা কিছুই নাই; যিনি সংসারে নানা দেখেন, তিনি সংসার দুঃখ ভোগ করেন।" ইত্যাদি বেদ বাক্যসকল ভগবান্‌কে এইরূপ প্রতিপাদন করিতেছে, সুতরাং ভগবদ্‌-জ্ঞান সুকর; অতএব ভক্তিতে প্রয়োজন কি? এই তর্কের আশঙ্কায় বলা হইল "যাঁহারা" ইত্যাদি। ভাবার্থ এই ;—

যদিও বস্তুসকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানই উৎপন্ন হয়, তথাপি সম্যক্‌ভাবনার অভাব, বা বিপরীত ভাবনা দ্বারা অভিভূত হওয়াতে, মলিনচিত্ত-সমূহে অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই সদৃশ হইয়া থাকে ; সুতরাং প্রত্যক্ষ সংসারভ্রমকে নিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু ভগবৎ পরিচর্য্যা দ্বারা যাঁহাদিগের চিত্ত নির্ম্মল হয়, ভগবৎপ্রসাদে তাঁহারা ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষসিদ্ধরূপে দেখিতে পান ; অতএব মুক্তি তাঁহাদিগের করস্থিত। এবিষয়ে শ্রুতি যথা "যাহার দেবে পরম ভক্তি" ইত্যাদি।

৭০। আচ্ছা, "যদি সকল প্রাণীর নিকেতন বলিয়া, ভগবান্ সেব্য, এই কথা বলা হয়, তাহা হইলে ত প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতু তিনিও কর্ত্তা ও ভোক্তা হইয়া উঠেন। যদি বল, বস্তুতঃ সেরূপ নহেন ; তাহা হইলে ত জীব ও তাঁহার তুল্য হয় ; তবে কি ইতরবিশেষহেতু ভগবান্ জীবের সেব্য হইতে পারেন?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল "ইন্দ্রিয়সম্বন্ধরহিত হইয়াও" ইত্যাদি।

৭১। অর্থাৎ, যাঁহার জ্ঞানশক্তি স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহার ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা কি?

৭২। "অবিদ্যাসহিত" বলাতে বলা হইল যে, যেমন কিঙ্করেরা সস্ত্রীক হইয়াই স্বামীর সেবা করে, তেমনি দেবতারা অবিদ্যার সহিত আপনার সেবা করেন।

ভোগী রাজা সকল মণ্ডল রাজার, তেমনি আপনার পূজা ভক্ষণ করেন; [৭৩] যাঁহারা যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, আপনার (ভয়ে) ভীত হইয়া, তাঁহারা (সেই সেই) কর্ম্ম করিয়া থাকেন। [৭৪] হে নিত্যমুক্ত! মায়া হইতে দূরে বর্ত্তমান আপনার যখন দৃষ্টিলেশ (মাত্রে) মায়ার সহিত বিহার হয়, তখনই (দৃষ্টি দ্বারাই) আবির্ভূত কর্ম্ম সকলের সহিত সংযোগ প্রাপ্ত স্থাবর অস্থাবর জীব সকলের উৎপত্তি হয়; [৭৫] বাক্য মনের অগোচর, (সুতরাং) শূন্যের সাদৃশ্যসম্পন্ন, আকাশ তুল্য, [৭৬] পরমকারুণিক আপনার কখনও স্বীয় বা অস্বীয় নাই। [৭৭] হে ধ্রুব! যদি অনন্ত, নিত্য, [৭৮] ও সর্ব্বগত জীব থাকে, তাহা হইলে, তাহারা সমান বলিয়া, আপনার (তাহাদিগকে)

৭৩। অর্থাৎ, খণ্ডরাজেরা তাঁহাদিগের নিজের প্রজাদিগের নিকট হইতে যে কর গ্রহণ করেন, সে কেবল মণ্ডলরাজকে প্রদান করিবার নিমিত্ত; তেমনি ইন্দ্রাদি দেবতা ও ব্রহ্মাদি বিশ্বস্রষ্টা সকল যে বলি ভক্ষণ করেন, সে কেবল আপনাকে লইয়া দিবার নিমিত্ত।

৭৪। অর্থাৎ, এই প্রকারে আপনার পূজা করেন; অর্থাৎ, আপনার আজ্ঞা পালন করাই আপনার পূজা করা।

৭৫। পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক এবং জীবগণ ইন্দ্রিয়ের পরতন্ত্র; অতএব পরমেশ্বর তাঁহাদিগের সেব্য; পূর্ব্বে এই কথা বলা হইয়াছে; এক্ষণে "হে নিত্যমুক্ত!" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইতেছে যে, কেবল ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক বলিয়াই নহে, পরমেশ্বর হইতে জীব উৎপন্ন হইয়াছে, এ বলিয়াও পরমেশ্বর জীবের সেব্য। "আচ্ছা আমাতে লীন জীবগণের কিপ্রকারে উৎপত্তি হয়?" এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল "দৃষ্টি দ্বারাই আবির্ভূত কর্ম্ম সকলের সহিত সংযোগপ্রাপ্ত।"

৭৬। অর্থাৎ, সম।

৭৭। "আচ্ছা উৎথিত কর্ম্মের সহিত সংযোগ পাইবার প্রয়োজন কি? আমার ইচ্ছাতেই জীবের উৎপত্তি হউক না কেন?" এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল "বাক্য মনের অগোচর" ইত্যাদি। অর্থাৎ, আপনি কাহারও অনিষ্ট বা ইষ্ট চেষ্টা করেন না।

৭৮। যেহেতু "অনন্ত," অতএব, "নিত্য"।

নিয়মন করা সম্ভবে না ; অন্যথা (সম্ভবে ;) ৭৯ উপাধি হইতে বিকারময় (জীব নামে) যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞাত হইলে দোষ হয়, এই জন্য, যেসকল ব্যক্তি "আমরা জানি" এই কথা বলেন, তাঁহাদিগের বিশেষরূপে অজ্ঞাত ৮০ (সকলেতে গ্রথিত বলিয়া) সম। তাহা (স্বয়ং উহার কারণ বলিয়া উহাকে) পরিত্যাগ না করিয়া উহার নিয়ন্তা হইতে পারে। অজ প্রকৃতি ও পুরুষের উৎপত্তি সম্ভবে না ; উভয় সম্বন্ধেতে করিয়া, জল বুদ্বুদের ন্যায়, ৮১

৭৯। এই প্রকারে পরমাত্মার নিকট হইতে অবিদ্যাকৃত কর্ম্মোপাধিক তদীয় অংশ সকলই জীব হইয়া সংসার ভজনা করে, এই কথা বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে কেহ কেহ তর্ক করেন যে, "যদি বল যে অবিদ্যা এক, তাহা হইলে এক জীবের মুক্তি হইলেই সকল জীব মুক্ত হইয়া পড়ে ; আর যদি বল যে অবিদ্যা নানা, তাহা হইলে জীব যদিও মুক্ত হয়, তথাপি অন্য অংশে বদ্ধ থাকায়,তাহার সংসার দূর হয় না।" এই তর্ক করিয়া তাঁহারা স্থির করেন যে, বস্তুতঃ আত্মা নানা এবং তাহারা সর্ব্বগত ও নিত্য, কারণ যদি বল যে তাহারা অণু, তাহা হইলে চৈতন্য দেহব্যাপী হয় না ; আর যদি বল যে তাঁহারা দেহের পরিমিত, তাহা হইলে, (অণু ও অতি বৃহৎ, এই দুই পরিমাণ ভিন্ন ইহাদিগের অন্তঃপাতি) মধ্যম পরিমাণ সকলের অবয়ব আছে, এবং অবয়বীর ধ্বংস আছে, এই বলিয়া তাহারা অনিত্য হইয়া উঠে ; (সুতরাং তাহারা সর্ব্বগত ও নিত্য।) সর্ব্বগত ও নিত্য হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটে না ; অবিদ্যাভেদেতে করিয়াই বদ্ধ বা মুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরের কোনও অংশেতে করিয়াই সংসারশঙ্কা থাকে না।" এই সিদ্ধান্ত উদ্দেশ করিয়া বলা হইল, "যদি অনন্ত" ইত্যাদি।

৮০। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা ;—

"যিনি বলেন, মনের অগোচর, তাঁহারাই মনের গোচর; যিনি বলেন, মনের গোচর, তাঁহারই মনের অগোচর ; যিনি বলেন জানি, তাঁহারই অজ্ঞাত ; যিনি বলেন জানি না, তাঁহারাই জ্ঞাত।"

৮১। অর্থাৎ যেমন কেবল বায়ু বা কেবল জল দ্বারা বুদ্বুদ হয় না, কিন্তু উভয়ে মিলিত হইয়া হয়, তেমনি। আর, যেমন বুদ্বুদ বিষয়ে অনিল নিমিত্ত আর, কারণ এবং জল উপাদান কারণ, তেমনি এ বিষয়ে ও প্রকৃতি নিমিত্ত কারণ, পুরুষ উপাদান কারণ।

প্রাণী সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে; [৮২] অতএব [৮৩] এই সকল জীব বিবিধ নাম গুণের সহিত, যেমন নদী সকল সমুদ্রে এবং অশেষ রস মধুতে, তেমনি কারণাত্মা আপনাতে লীন হইয়াছিল। [৮৪] এই সমস্ত জীবে আপনার মায়াযোগে জন্মহীন ভ্রমণ অবগত হইয়া, সুধিগণ ভবনিবর্ত্তক আপনার সাতিশয় অনুবৃত্তি করিয়া থাকেন; [৮৫] যাঁহারা আপনার অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহা-

---

৮২। "আচ্ছা, যদি পরমাত্মা হইতে জীব সকল উৎপন্ন হয়, এই বলিয়া নিয়ন্তা ও নিয়ম্য, এই সম্বন্ধ বলাই হইল; কিন্তু তাহা বলিলে ত জীবগণের অনিত্যত্ব ঘটে, এবং তাহা হইলেই ত প্রতিদিন কৃতের নাশ ও অকৃতের অভ্যাগম হয়। আরও, জীবের স্বরূপ হানির নামই মোক্ষ হইয়া উঠে। যদি বল হউক্ না কেন? না, তাহা যুক্ত হয় না; কারণ স্বপ্রকাশ আনন্দাত্মার অবিদ্যা-জন্য অনর্থের নিবৃত্তি মাত্রকেই মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।" এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া "অজ প্রকৃতি ও পুরুষের উৎপত্তি সম্ভবে না" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইতেছে যে, ঔপাধিক জন্মকেই জীবগণের জন্ম বলা হয়, নিজে তাহারা জন্মায় না। কারণ যদি বল যে, "প্রকৃতি পুরুষের জীবরূপে জন্ম হয়;" তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে (১) কি প্রকৃতি জীবরূপে জন্মান? (২) না পুরুষ জীবরূপে জন্মান? যদি বল, প্রকৃতি; তাহা হইলে বলিব, তাহা হইলে জীব জড় হইয়া পড়েন। যদি বল, পুরুষ তাহা হইলে বলিব, তাহা হইলে পুরুষ বিকারী হইয়া পড়েন। আর, যখন প্রকৃতি বা পুরুষ কাহারই প্রত্যেকের জীবরূপে জন্ম হয় না; তখন কাজে কাজেই উভয়েরও জীবরূপে জন্ম হয় না। শ্রুতি সকলেও তাহাদিগকে অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এই জন্য বিশেষণ দেওয়া হইল, "অজ"।

৮৩। যেহেতু বাস্তব জন্ম নাই।

৮৪। "এক অজ এক অজাকে ভোগ করত উহাকে আলিঙ্গন করে, ঐ অজা লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা (সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী,) আপনার সদৃশ অনেক সন্ততি প্রসব করে। উহাকে ভোগ করত চরিতার্থ হইয়া আর এক অজ উহাকে পরিত্যাগ করে।" ইত্যাদি এবং অন্যান্য শ্রুতিরও বলে, এবং, উৎপত্তি শ্রবণ আছে, এই বলিয়াও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জীবগণের জন্ম ঔপাধিক, বাস্তব নহে। এক্ষণে "অতএব" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইতেছে যে, কেবল সেই জন্যই নহে; শুনা যায় যে উপাধির লয় হইলে জীবগণের পুনর্ব্বার পরমাত্মাতেই লয় হয়, এই জন্যও জীবের জন্মকে ঔপাধিকই বলিতে হইবে।

৮৫। পরমেশ্বর হইতে জীবগণ উৎপন্ন হয়, তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে, এবং পুনর্ব্বার তাঁহাতেই লীন হয়; পূর্ব্বে এই কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে "এই সমস্ত" ইত্যাদি দ্বারা পরমেশ্বরের অনুবৃত্তি বিধান করা হইতেছে।

দিগের ভবভয় কি প্রকারে হয়? কারণ আপনার যে ভ্রুকুটী-(স্বরূপ) নেমিত্রয়বিশিষ্ট [৮৬] (সংবৎসর,) আপনি যাহাদিগের রক্ষক নহেন, তাহাদিগের সম্বন্ধেই বারম্বার (জন্মমরণাদিরূপ) ভয় সৃজন করিতেছে। [৮৭] হে অজ! যাঁহারা ইন্দ্রিয়-প্রাণ-জয়ী হইয়াও, অদমিত,অতি চপল মনস্তুরঙ্গকে, গুরুর চরণ আশ্রয় না করিয়া, দমন করিতে চেষ্টা পান, তাঁহারা উপায় বিষয়ে কষ্ট পাইয়া, সাগর মধ্যে অস্বীকৃতকর্ণধার বণিকদিগের ন্যায়, বহুব্য-সনে আকুল হইয়া এই সংসারে অবস্থিতি করেন। [৮৮] সেবমান (ব্যক্তির) আত্মা, সর্ব্বসুখময় আপনি থাকিতে, মনুষ্যদিগের স্বজন, পুত্র, দেহ, স্ত্রী, ধন, গৃহ, রাজ্য, প্রাণ ও রথ সকলে প্রয়োজন কি? এই পরমার্থ সুখ না জানিয়া, যাহারা স্ত্রীপুরুষ-সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া, মায়াসুখের নিমিত্ত জীবন ধারণ করে, আপ-নাপনিই নশ্বর এবং আপনা হইতেই বিগতসার এই সংসারে তাহাদিগকে কোন্ (অর্থই) সুখিত করিতে পারে? [৮৯] বিমদ

৮৬। তিন "নেমি" অর্থাৎ শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষারূপ তিন অবচ্ছেদ-বিশিষ্ট।

৮৭। অতএব, সুধিগণ সংসারকে এইরূপ ভাবিয়া সংসারনিবৃত্তির নিমিত্ত আপনার অনুবৃত্তি করেন।

৮৮। "হে অজ!" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে, পূর্ব্বে যে ভগবানের অনুবৃত্তি করণের কথা বলা হইয়া ছিল, সেই অনুবৃত্তি মন দমন করিলে ঘটিয়া থাকে; মন দমন আবার গুরুর সেবা না করিলে হয় না; এই জন্য গুরুর সেবা কর্ত্তব্য।

৮৯। "সেবমান ব্যক্তির আত্মা" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে, পূর্ব্বোক্ত ভগবদনুবৃত্তির বিষয়ে বৈরাগ্যও এক অঙ্গ। প্রমাণ যথাঃ—

"যখন ইহার হৃদিস্থিত সমুদায় কাম দূর হয়, মর্ত্ত্য তখনই মৃত্যুশূন্য হয়; এই স্থানেই ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করে।" ইত্যাদি।

"আপনাপনিই নশ্বর এবং আপনা হইতেই বিগতসার" এই দুইটী বিশেষণ, পাঠান্তরে, "কোন্ অর্থ" ইহার বিশেষণ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ঋষিরা কিন্তু, যদিও তাঁহাদিগের হৃদয়ে আপনার পদাম্বুজ অবস্থিতি করিতেছে বলিয়া তাঁহাদিগের পাদজল পাপ নাশ করে, তথাপি পৃথিবীতে সমধিক পবিত্র তীর্থ ও ক্ষেত্র সকল আশ্রয় করিয়া থাকেন; [২০] যিনি নিত্যসুখময় আত্মা আপনাতে একবার মাত্র মন ধারণ করেন, তিনি আর পুরুষের সার-[২১] নাশক গৃহ ভজনা করেন না। এই বিশ্ব সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সৎ, যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে তর্ক দ্বারা হত হয়; [২২] কোথাও ইহার ব্যভিচার দেখা

২০। এই প্রকারে গুরুর উপদেশ দ্বারা তত্ত্ব লাভ করত; সার অসার বিবেচনা পূর্ব্বক সমুদায় হইতে বিরক্ত হইয়া, মুনিগণ পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বই সাধুসঙ্গ সহকারে তর্ক বিতর্ক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অবধারণ করিবার নিমিত্ত তীর্থ পর্য্যটন করেন; "বিমদ ঋষিরা কিন্তু" ইত্যাদি দ্বারা এই কথা বলা হইল। প্রমাণ যথা:— "আত্মাকে শ্রবণ করা, মনন করা উচিত" ইত্যাদি শ্রুতি।
মূলে "পুরুপুণ্য তীর্থসদনানি" এইরূপ বাক্য আছে। তাহার অর্থ করা হইয়াছে "সমধিক পবিত্র তীর্থ ও ক্ষেত্রসকল"। সংস্কৃতবলে অন্য অর্থও হয়। যথা:—
"যাঁহাদিগের ভগবদ্ভজনরূপ পুণ্য আছে, সেই সকল গুরু, অর্থাৎ মহৎ ব্যক্তিদিগের গৃহ সকল"।

২১। বিবেক, ধৈর্য্য, ক্ষমা শান্তি ইত্যাদি।

২২। মনন দ্বারা কি রূপে তত্ত্ব অবধারণ করা হইবে, "এই বিশ্ব সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি দ্বারা আরম্ভ করিয়া প্রশ্ন ও উত্তর ক্রমে তাহা বলা হইতেছে।
"কেমন করিয়া তর্ক দ্বারা হত হয়?" এই (ধর্ম্মী) বিশ্ব সৎ, (সাধ্যধর্ম্ম বলিতেছি;) কারণ; সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কারণ যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সে তন্ময়ই হয়, দেখা গিয়া থাকে, যেমন স্বর্ণ হইতে উৎপন্ন কুণ্ডলাদি স্বর্ণময়।
আচ্ছা, তোমার প্রমাণ ত এইরূপ হইল; এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, তুমি কি সাধিতেছ যে, এই বিশ্ব সৎ হইতে অভিন্ন? যদি বল হাঁ, তাহা হইলে বলিব, "সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে" এই কথা বলাতেই ত তোমার তাহা হইতে ভিন্ন বলা হইল।

যায়; ^১৩^ কোথাও মিথ্যা হয়; ^১৪^ উভয়সম্বন্ধিও নহে; ^১৫^ ব্যব-

১৩। যদি বল "না, অভেদ প্রতিপাদন করি নাই; কিন্তু সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই বলিয়া সুবর্ণ ও কুণ্ডলের ন্যায় কোনও ভেদ নাই, এই কথা বলিতেছি, তাহা হইলে অভেদই হইল।" ইহাতে বলিব যে, ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে; যেমন,—পুত্র পিতা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু পিতার সহিত অভিন্ন নহে। অতএব তোমার "সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে" এই হেতু নিয়মিত নহে, দুষ্ট: "চুল্লীতে অগ্নি আছে, সুতরাং চুল্লী ধূম-বিশিষ্টা, এরূপ প্রতিপাদন করা যায় না; কারণ, অগ্নি থাকিলেই যে ধূম থাকিবে, এরূপ নহে।

১৪। যদি বল যে তোমার "পুত্র পিতা হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু পুত্র পিতার সহিত অভিন্ন নহে," এই ব্যভিচার দেখান সঙ্গত হইল না; কারণ আমি নিমিত্ত কারণ ধরিয়া বলি নাই, উপাদান কারণ (কার্য্যে অন্বিত কারণ, যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ) ধরিয়াই বলিয়াছি।

ইহাতে বলিব যে, "কোথাও মিথ্যা হয়"। যথাঃ—

যে খানে রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতেছে, সেখানে, যদিও রজ্জু সর্পের কারণ, তথাপি সেই সর্প রজ্জু নহে, কিন্তু মিথ্যা; যদি মিথ্যা না হইত, তাহা হইলে, সর্প নহে, বলিয়া জ্ঞান হইত না; অতএব এরূপে ধরিলেও তোমার হেতু দুষ্ট হইতেছে।

১৫। "আচ্ছা, কেবল রজ্জুমাত্র সর্পের উপাদান কারণ নহে, কিন্তু অজ্ঞানযুক্ত রজ্জু উহার কারণ; সুতরাং যখন সর্পের উপাদান কারণ মিথ্যা, তখন উহাও মিথ্যা; ইহাতে বাধা কি?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইতেছে, "উভয় সম্বন্ধিও নহে,"। অর্থাৎ, এখানেও অজ্ঞানযুক্ত সৎ পদার্থই জগতের উপাদান কারণ; সুতরাং উহা বাস্তবিক সৎ নহে; অতএব "সৎ ইহার উপাদান কারণ বলিয়া ইহাও সৎ," তুমি এই যে প্রতিপাদন করিতে যাইতেছিলে, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে না।

হারের নিমিত্ত [৯৬] অন্ধপরম্পরায় [৯৭] ভ্রমটা প্রয়োজনীয়; আপনার বাক্য সকল [৯৮] নানা বৃত্তি দ্বারা [৯৯] কর্ম্মশ্রদ্ধাভরাক্রান্ত মন্দবুদ্ধি (ব্যক্তি) দিগকে মোহিত করে। [১০০] যেহেতু এই (বিশ্ব সৃষ্টির) অগ্রে ছিল না; [১০১] এবং যেহেতু প্রলয়ের পরেও থাকিবে না, [১০২] এই হেতু, মধ্যে কেবল আপনাতে মিথ্যারূপেই প্রকাশ পায়, ইহা নিশ্চিত; এই জন্য দ্রব্যমাত্রের ভেদ-

---

৯৬। অর্থাৎ, বলা কওয়ার জন্য।

৯৭। "আচ্ছা, পূর্ব্বোক্ত হেতু বলিয়া "বিশ্ব সৎ" ইহা প্রতিপাদন করিব না, অন্য হেতু বলিয়া করিব; যথা;--বিশ্ব প্রয়োজনসাধক ও ক্রিয়াকারক, সুতরাং সত্য; কারণ যাহা এরূপ নহে, তাহা সত্য নহে; যেমন শুক্তিকা তদ্রূপ নহে, সুতরাং উহাকে রৌপ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।"
এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "ব্যবহারের নিমিত্ত ভ্রমটা প্রয়োজনীয়" অর্থাৎ বিশ্ব সত্য, ইহা বিশ্বাস না করিলে লৌকিক কার্য্যাদি চলে না, যেমন কূটকার্ষাপণাদি (মেকি মুদ্রাদি) দ্বারাও কোথায় ক্রয়বিক্রয়-কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায়।

"আচ্ছা, যে বস্তু এক স্থানে বাস্তবিক আছে, সেই বস্তু অন্যত্র আরোপ করাকেই ভ্রম বলিয়া থাকে; যদি একবারেই না থাকিল, তাহা হইলে বিশ্ব-ভ্রমই বা কিরূপে সম্ভবে। যদি বল ছিল, তাহা হইলে অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না।"
এই কথা আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "অন্ধপরম্পরায়" ইত্যাদি। অর্থাৎ, অজ্ঞানটা অনাদি; সুরতাং তাহাতে একপ্রকার বিশ্বাসই হইয়া গিয়াছে।

৯৮। বেদরূপ।

৯৯। গৌণলক্ষণাদিরূপ।

১০০। "আচ্ছা, যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য যাগ করেন, তাঁহাদিগের সুকৃত অক্ষয় হয়" ইত্যাদি বেদবাক্য সকল যখন কর্ম্মফলের অক্ষয়তাবিধানই করিতেছে, তখন দ্বৈতটা সিদ্ধই হইতেছে; নিত্যবস্তু কখনও অনিত্য হয় না"।
এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল "আপনার বাক্য সকল" ইত্যাদি।

১০১। প্রমাণ যথাঃ—
"হে সৌম্য! এই এক আত্মাই অগ্রে ছিলেন" ইত্যাদি শ্রুতি।

১০২। প্রমাণ যথাঃ—
"তখন অসৎ ছিল না; সৎ ছিল না।" ইত্যাদি শ্রুতি।

প্রকারের সহিত উপমিত হইয়া থাকে; [১০৩] মিথ্যা মনোবিলাসকে যাহারা সত্য জানে, তাহারা অজ্ঞ। [১০৪] যে হেতু সেই (জীব) মায়াযোগে অবিদ্যাকে আলিঙ্গন করে, সেই হেতু গুণগণকেও, [১০৫] এবং তাহার পর উহার ধর্ম্ম-সম্বন্ধকেও সেবন করত [১০৬] ভাগ্যশূন্য হইয়া [১০৭] সংসার প্রাপ্ত হয়। [১০৮] আপনি কিন্তু, সর্প যেমন নির্ম্মোককে, তেমনি সেই (মায়াকে) পরিত্যাগ করেন; [১০৯] (কারণ) আপনার ঐশ্বর্য্য নিয়তই প্রাপ্ত হইয়াছে; [১১০] অপরিমিত-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন

১০৩। "দ্রব্যমাত্রের," মৃত্তিকা লৌহাদির "ভেদ," ঘটকুণ্ডলাদি। অর্থাৎ, যেমন ঐ সকল স্থলে নামমাত্রই কার্য্যস্বরূপ ঘটকুণ্ডলাদির কারণ, এবং মৃত্তিকাদিই সত্য, তেমনি নামমাত্রই আকাশাদির কারণ, ব্রহ্মই সত্য।

১০৪। কারণ, উহার সত্ত্বা বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই, কিন্তু অসত্ত্বা বিষয়ে বিলক্ষণ প্রমাণ রহিয়াছে।

১০৫। দেহ-ইন্দ্রিয়াদি।

১০৬। অর্থাৎ, আত্মা বলিয়া বোধ করত।

১০৭। আনন্দাদি গুণ সকল আচ্ছন্ন হওয়াতে "ভাগ্যশূন্য"।

১০৮। "আচ্ছা, যদি প্রপঞ্চই না থাকিল, এবং অসৎ উহার সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধগন্ধও না থাকিল, তবে জীব কি অপরাধ করিল, যে সে সংসারী হয়? ঈশ্বরেরই বা এত কি পুণ্য যে তিনি নিত্যমুক্ত হন? আর এরূপ হইলে, কর্ম্মকাণ্ডেরই বা কি বিষয় থাকে?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল "যে হেতু সেই (জীব)" ইত্যাদি অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড এ-বিষয়ক।

১০৯। "আচ্ছা, সে ত আমাতেই রহিয়াছে, তবে তাহার ত্যাগ হইল কৈ?" এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল, "সর্প যেমন নির্ম্মোককে" ইত্যাদি। ভাবার্থ এই:—
যেমন সর্প নিজদেহগত নির্ম্মোককে গুণ বোধ করে না, তেমনি আপনিও অবিদ্যাকে গুণ বোধ করেন না। নিরন্তরামোদিজ্ঞানস্বরূপকামধেনুবৃন্দের অধিপতি আপনার অবিদ্যার প্রয়োজন নাই, এই বলিয়া উহাকে উপেক্ষা করেন।

১১০। অর্থাৎ, অন্যের ঐশ্বর্য্যের ন্যায় দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে।

আপনি অণিমাদি-অষ্টগুণ-বিশিষ্ট পরম ঐশ্বর্য্যে বিরাজ করিয়া থাকেন। যোগী সকল যদি হৃদিস্থিত কামের মূল (বাসনা) উৎপাটন না করেন, তাহা হইলে আপনি হৃদিস্থিত হইয়াও, বিস্মৃত কণ্ঠমণির তুল্য [১১১] সেই সকল অসতের দুষ্প্রাপ্য ; (আর,) ইন্দ্রিয়-তর্পণ-কর যোগীদিগের [১১২] উভয়তঃই [১১৩] দুঃখ ; অনিবৃত্ত মৃত্যু হইতে, [১১৪] (আর) অপ্রাপ্তস্বরূপ আপনা হইতে। [১১৫] হে ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যযুক্ত! যাঁহারা আপনাকে জানিতে পারেন, তাঁহারা আপনা হইতে উত্থিত (প্রাক্তন) পুণ্যাপুণ্যের (ফলভূত) সুখ-দুঃখসম্বন্ধ জানেন না; তাদৃশ অবস্থায় দেহধারীদিগের (প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিকারী বিধিনিষেধরূপ) বাক্য সকলও জানেন না ; [১১৬]

১১১। যদি মনে না থাকে, তাহা হইলে কণ্ঠে থাকিলেও, যেন অপ্রাপ্তই থাকে ; অর্থাৎ কার্য্যকালে তাহাতে কোনও ফল দর্শে না।

১১২। অর্থাৎ, যাহারা যোগী ছল করে।

১১৩। পরেই দেখান হইতেছে।

১১৪। লোকের আরাধনা এবং ধনোপার্জ্জন জন্য ক্লেশ, আর ভোগ বা বৈভব প্রকাশ করার ভয়।

১১৫। যদি আপনাকে না পাইল, তাহা হইলে অবিদ্যার বিষয় হইয়া রহিল; সেই হেতু নিজধর্ম্ম অতিক্রমকরণজন্য ভবদীয় দণ্ডরূপ নরক প্রাপ্ত হইল ; সুতরাং পরকালেও দুঃখ পাইল।

"পূর্ব্বোক্ত সাধন সমুদায় দ্বারা যাঁহারা ভগবান্‌কে ভজনা করেন, তাঁহারাই মুক্ত হন, অন্যেরা সংসারে প্রবৃত্ত হয় ;" এই কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে "যোগীসকল" ইত্যাদি দ্বারা, যাঁহারা বাহ্যসঙ্গ পরিত্যাগ করত ভগবৎপথে প্রবৃত্ত হইয়াও কোনও প্রকারে মনোমধ্যে সেই পরিত্যক্ত বস্তু ভোগ করত কাম সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, তাঁহারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন না, ইহ এবং পরকালেও সুখ ভোগ করিতে পান না ; কেবল কুযোনিই প্রাপ্ত হন ; এই সকল যোগীকে উদ্দেশ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে। উক্তপ্রকার যোগী সকল যে দুঃখাদি প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ যথাঃ—

"যিনি মনে মনে ভোগে স্পৃহা করেন, তিনি ঐ সকল ভোগের সহিত তত্তদ্বিষয়ে জন্ম গ্রহণ করেন।" ইত্যাদি শ্রুতি।

১১৬। দেহাভিমান দূর হওয়াতে কার্য্য বোধ নাই, সুতরাং তাঁহাকে নিয়োগ করিতে হয় না।

কারণ, প্রতিযুগের যে উপদেশসন্ততি, তদনুসারে মনুষ্যগণ শ্রবণ দ্বারা আপনাকে প্রতিদিন চিত্তমধ্যে ধারণ করিলে, আপনি তাহাদিগের মুক্তিরূপা (সদ্) গতি হইয়া থাকেন। [১১৭] অহো; আকাশে ধূলিপটলের ন্যায়, আপনাতে আবরণ-সহিত [১১৮] ব্রহ্মাণ্ডসমূহ কালচক্রযোগে এককালেই [১১৯] ভ্রমণ করিতেছে; (সুতরাং আপনি) অন্তহীন; (এই জন্য) স্বর্গ (প্রভৃতি লোকসমূহের) অধিপতি (ব্রহ্মাদিও) আপনার অন্ত পান নাই; আপনি নিজেও পান নাই; [১২০] যেহেতু এইরূপ, সেই হেতু, যে সকলের আপনাতেই সমাপ্তি, সেই সকল বেদ,

---

১১৭। "আচ্ছা, যতির ত কোন কার্য্যই নাই; তিনি সুখ দুঃখ ভোগ করত প্রারব্ধ কর্ম্মেরই ক্ষয় করিয়া থাকেন; তবে উভয়তঃই তাঁহার দুঃখ, এই বলিয়া তাঁহাকে অভিশাপ করিতেছ কেন? শ্রুতিও "আছে যে "ব্রাহ্মণের„ এই নিত্য মহিমা কর্ম্ম দ্বারা ক্ষীণও হয় না, বর্দ্ধিতও হয় না,„ ইত্যাদি„।

এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "হে ষড়গুণৈশ্বর্য্যযুক্ত„ ইত্যাদি। ভাবার্থ এইঃ—

যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহাদিগের কর্ম্মাধিকারের শঙ্কাও নাই; আর, যাঁহারা অনবরত ভবদীয়কথাশ্রবণে নিষ্ঠ, তাঁহাদিগের পক্ষেও বিধিনিষেধবাক্যের আবশ্যকতা নাই; যে হেতু আপনার চরণ তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী।

১১৮। উত্তরোত্তর সপ্তগুণআবরণবিশিষ্ট।

১১৯। পর্য্যায়ক্রমে নহে।

১২০। ব্রহ্মাদি অন্ত পান নাই, কারণ যাহার অন্ত আছে, আপনি এরূপ কোন বস্তুই নহেন।

"আচ্ছা যদি আমি নিজে আমার অন্ত না পাইলাম, তাহা হইলে, আমার সর্ব্বজ্ঞতা, অথবা সর্ব্বশক্তিমত্তা কিরূপে থাকিতেছে?„ এই তর্কের উত্তরক্রমে বলা হইল, "আপনি অন্তহীন„; সুতরাং আপনি আপনার অন্ত না জানাতে আপনার সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তার দোষ পড়ে না; শশকের শৃঙ্গ না জানিলে, অথবা তাহা প্রাপ্ত হইতে না পারিলে, সর্ব্বজ্ঞতা, অথবা সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয় না।

আপনা ভিন্ন সমুদায় বস্তু নিষেধ করিয়া, তাৎপর্য্যার্থস্বরূপে আপনাকে প্রতিপাদন করে। [১২১]

শ্রীভগবান্ কহিলেন, এই সকল ব্রহ্মার পুত্র আত্মতত্ত্বোপদেশশ্রবণপূর্ব্বক আত্মগতি লাভ করত সিদ্ধ হইয়া, পরে সনন্দনকে অর্চ্চনা করিলেন। আকাশচারী মহাত্মা সকল সর্ব্বশ্রুতি ও পুরাণের এই গোপনীয় তাৎপর্য্য কহিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মপুত্র! তুমিও মনুষ্যগণের কামসমূহের দাহসাধন এই আত্মতত্ত্বোপদেশ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ধারণ করত যথেচ্ছ পৃথিবী পর্য্যটন কর।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, সেই মহামনা নৈষ্ঠিক মুনি, গুরুর এই প্রকার উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়া, শ্রুত অর্থ মনোমধ্যে ধারণ করত কহিলেন। শ্রীনারদ কহিলেন, "যিনি সর্ব্বভূতের মুক্তির নিমিত্ত বিবিধ অংশ ধারণ করেন, সেই অমলকীর্ত্তি ভগবান্ কৃষ্ণকে নমস্কার।" ঋষি এইপ্রকার (কহিয়া) আদ্য ঋষিকে এবং তাঁহার মহাত্মা শিষ্য সকলকে নমস্কার

১২১। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যাঁহারা আপনাকে জানেন, তাঁহারা সুখ দুঃখ জানেন না, এবং তাঁহারা বিধিনিষেধেরও অধীন নহেন। এবিষয়ে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আপনাকে কি প্রকারে জানা যায়? কারণ, বলা হইয়াছে যে আপনি দুর্জ্ঞেয়। ইহাতে বক্তব্য এই যে, সত্য বটে, আপনি জ্ঞানের অবিষয়, কারণ আপনার মহিমা বাক্য মনের গোচর নহে, সুতরাং বুঝাও যায় না; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? আপনাকে এইরূপ দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই জানিব।

"অহো! আকাশে ধূলিপটলের ন্যায়" ইত্যাদি দ্বারা উপরিউক্ত ভাব প্রকাশ করা হইল। উপরিউক্তসিদ্ধান্তবিষয়ে প্রমাণ যথা:— "হে গার্গি! যাহা স্বর্গের ঊর্দ্ধে; যাহা পৃথিবীর নিম্নে; এই স্বর্গ ও পৃথিবী, এবং যাহা হইয়াছিল; হইয়াছে, এবং হইতেছে; ও হইবে, (এই সকল) যাহার মধ্যে।" ইত্যাদি শ্রুতি।

করিয়া, পরে আমার সাক্ষাৎ পিতা[১২২] দ্বৈপায়নের আশ্রমে গমন করিলেন; (তথায়) ভগবান্ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করত, নারায়ণের মুখ হইতে সেই যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট তাহা বর্ণন করিলেন।

রাজন্! ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য এবং নির্গুণ হইলেও, যেপ্রকারে বেদ সকল তাঁহাকে প্রতিপাদন করিবে, তুমি আমাকে (এই) যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহা এই এইপ্রকার বর্ণন করিলাম।

যিনি এই (বিশ্বের) আদিতে, মধ্যে ও নিধনে উৎপ্রেক্ষক,[১২৩] যিনি অব্যক্ত জীবের ঈশ্বর;[১২৪] যিনি এই (বিশ্ব) সৃষ্টি করিয়া জীবের সহিত উহাতে প্রবেশ করত শরীর সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং পালন করিতেছেন; যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া (চরণমূলে) দণ্ডবৎ শয়ান (জীব,) যেমন সুপ্ত ব্যক্তি দেহকে,[১২৫]

১২২। অর্থাৎ, যোনিব্যবধানব্যতিরেকে জন্মদাতা। ইতিহাস যথাঃ—ব্যাসদেব কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেছিলেন; এই সময় হঠাৎ তাঁহার রেতঃ স্খলিত হইয়া ঐ কাষ্ঠের উপর পতিত হয়; তিনি উহা ঘর্ষণ করিয়া ফেলেন; তাহা হইতে শুকদেব উৎপন্ন হন।

১২৩। অর্থাৎ, "এইপ্রকারে আমার পশ্চাৎ সুপ্ত জীবগণের সর্ব্বপুরুষার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করা আবশ্যক," যিনি এইপ্রকার আলোচনা করেন। (ইহা দ্বারা নিমিত্ত কারণতা উল্লেখ করা হইল।)
এইরূপ আলোচনা করিয়া বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার কার্য্যে যিনি প্রবৃত্ত হন। (ইহা দ্বারা উপাদান কারণতা উল্লেখ করা হইল।)

১২৪। "আচ্ছা প্রকৃতি পুরুষেরই ত নিমিত্তকারণতা ও উপাদান কারণতা প্রসিদ্ধ আছে?" এই প্রশ্নের উত্তর ক্রমে বলা হইল "যিনি অব্যক্ত জীবের ঈশ্বর"। অর্থাৎ, প্রকৃতি পুরুষও তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

১২৫। "আচ্ছা যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্ম, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত, হইয়াছেন, তাঁহারও ত দেহসম্বন্ধ দেখা যায়।" এই তর্কের উত্তর ক্রমে উপমা দেওয়া হইল, "যেমন সুপ্ত ব্যক্তি দেহকে"। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিদ্রিত, অন্যে দেখিতে পায় যে তাহার শরীর আছে, কিন্তু সে নিজে তদবস্থায় তাহার শরীর দেখিতে পায় না; এইরূপ অন্যে দেখে যে, জীবন্মুক্তের দেহসম্বন্ধ আছে, কিন্তু তিনি নিজে কিছুই দেখিতে পান না।

(তেমনি কার্য্যকারণরূপা) অবিদ্যাকে ত্যাগ করে ; যিনি অপ্রচ্যুতস্বরূপে অবস্থান করণ দ্বারা মায়াকে তিরস্কৃত করিয়াছেন; সেই ভয়নিবর্ত্তন হরিকে অনবরত ধ্যান করিবে।

নারায়ণ ঋষি ও নারদের কথোপকথনে বেদগণ কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব সমাপ্ত নামক সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীরাজা কহিলেন, যিনি ভোগ সকল তুচ্ছ করিয়াছেন, সেই শিবকে, দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা ভজনা করেন, প্রায় তাঁহারাই ধনী ও ভোগী ; কিন্তু লক্ষ্মীর পতিকে [১] (যাঁহারা ভজনা করেন, তাঁহারা নহেন ;) এবিষয়ে আমাদিগের মহান্ সন্দেহ (জন্মিয়াছে ;) বিরুদ্ধ-চরিত্র প্রভুদ্বয়ের ভজনকারীদিগের এই বিরুদ্ধ গতি জানিতে ইচ্ছা করি। [২]

শ্রীশুকদেব কহিলেন, শিব নিরন্তর শক্তিযুক্ত, গুণসংবৃত ও ত্রিলিঙ্গ ; (কারণ) বৈকারিক, তৈজস ও তামস, অহঙ্কার এই তিন প্রকার; তাহা হইতে ষোড়শ বিকার উৎপন্ন হইয়াছে ; ঐ সকলের মধ্যে কিঞ্চিৎ (বিকারোপাধি) ভজনা করিলেই

১। অর্থাৎ, সর্ব্ব ভোগের আস্পদ।

২। "ভয়নিবর্ত্তন হরিকে অনবরত ধ্যান করিবে" ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে যে, হরি ভজনকারীদিগকে মুক্তি দান করেন। পরীক্ষিত এই বিষয়ে সন্দেহ করিয়া বলিলেন, "যিনি ভোগ সকল তুচ্ছ করিয়াছেন" ইত্যাদি।

(উপাধির অনুরূপ) বিভূতি সকলের স্বরূপ লাভ করে। হরি সাক্ষাৎ নির্গুণ, প্রকৃতির পর পুরুষ; তিনি সর্ব্বদর্শী ও সকলের সাক্ষী; তাঁহাকে ভজনা করিয়া নির্গুণ হয়। অশ্বমেধ শেষ হইলে পর তোমার পিতামহ রাজা (যুধিষ্ঠির) ভগবদ্ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে করিতে অচ্যুতকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যিনি মনুষ্যদিগের মুক্তির জন্য যদুর কুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ঐ প্রভু ভগবান্ প্রীত হইয়া শ্রবণেচ্ছুক তাঁহাকে কহিয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিয়াছিলেন, যাঁহার প্রতি আমি অনুগ্রহ করিব, অল্পে অল্পে তাঁহার ধন হরণ করিব; [৩] উহাকে দুঃখের উপর দুঃখিত দেখিয়া, [৪] উহার স্বজনেরা আপনাপনিই (উহাকে) ত্যাগ করে। সে যখন ধনচেষ্টা দ্বারা বিফলোদ্যম হওয়াতে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া মৎপর ব্যক্তিদিগের সহিত মিত্রতা করিবে, তখনই আমি তাহার প্রতি মদীয় (বিশেষ) অনুগ্রহ করিব। ধীর ব্যক্তি সেই পরমসূক্ষ্মজ্ঞানমাত্র, সৎ, অমৃত ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে জ্ঞাত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হন। [৫]

৩। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিষয় সকল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, বিষয় বিদ্যমান থাকিতে কোন না কোনও প্রকারে তাহাতে আসক্ত হইয়া কষ্ট পায়, আমি তাহার বিষয় হরণ করিয়াই তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি। অথবা, প্রথমে অভিলাষানুরূপ বিভূতি সকল প্রদান করিয়া ক্রমে ক্রমে বিষয়-ভোগের শেষে উহার নির্ব্বেদ উৎপাদন করিয়াই বিষয় হরণ করি।
ভগবদ্গীতায় ভগবানই কহিয়াছেন, "যাঁহাদিগের চিত্ত আমাতে বিনিবেশিত, ভোগ তাঁহাদিগের বাসনা উত্তেজিত করিতে পারে না।"

৪। অর্থাৎ, এক দুঃখের পরেই আর এক দুখে দুঃখিতের ন্যায় প্রতীয়-মান।

৫। "ধীর ব্যক্তি" ইত্যাদি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "বিশেষ অনুগ্রহ" ব্যক্ত করা হইল।

এই হেতু [৬] নিতান্ত দুরারাধ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া লোক অন্যান্যকে ভজনা করে। অনন্তর তাহারা আশুতোষদিগের নিকট রাজ্যশ্রী লাভ করিয়া উদ্ধত, মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া সেই (দেবতা) দিগকে বিস্মৃত হয়, ও অবজ্ঞা করে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি (সকলেই) শাপ ও প্রসাদের অধীশ্বর; (তন্মধ্যে) শিব এবং ব্রহ্মা এককালেই শাপ, এবং প্রসাদ দান করিয়া থাকেন; বিষ্ণু সেরূপ নহেন। পুরাবিতেরা এই বিষয়ে এই ইতি-হাস কহিয়া থাকেন;—গিরিশ বৃকাসুরকে বর দিয়া সঙ্কটে পতিত হন। শকুনির পুত্র বৃক নামে দুর্ম্মতি অসুর পথে নারদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই) তিন দেবের মধ্যে কিনি আশুতোষ? তিনি কহিলেন, দেব গিরিশের আরাধনা কর, শীঘ্র সিদ্ধ হইবে; তিনি অল্প গুণ দোষে শীঘ্র তুষ্ট ও কুপিত হন; বন্দীর ন্যায় স্তবকারী দশানন ও বাণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, অতুল ঐশ্বর্য্য দান করত, তাহা-দিগের হইতে সাতিশয় সঙ্কট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। [৭]

এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, অসুর নিজ গাত্র দ্বারাই আরাধনা করিল;—কেদারে গমন করিয়া অগ্নিমুখ হরকে আত্মমাংস দ্বারা হোম করিল। দেবের দর্শন না পাইয়া, নির্ব্বেদ হেতু, সপ্তম দিবসে স্বধিতি দ্বারা সেই (কেদার) তীর্থের জলে অভিষিক্তকেশ মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইল। তখন পরমকারুণিক সেই

৬। অর্থাৎ, আমার ভক্ত বিষয়ে নির্ব্বিণ্ণ, অর্থাৎ, সংসার-ত্যাগী হয়, এই হেতু।

৭। দশানন তাঁহার আবাসভূত কৈলাস উৎপাটন করে; এবং বাণ তাঁহাকে পুররক্ষক করিয়া রাখে।

ধূর্জ্জটি, অনল হইতে অনলের ন্যায় উত্থিত হইয়া, যেমন আমরা,[৮] তেমনি দুই বাহু দ্বারা দুই বাহু ধারণ করত নিবারণ করিলেন; তাঁহার স্পর্শহেতু তাহারও দেহ পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। হে রাজন্! (তিনি) তাহাকে কহিলেনও, নিবৃত্ত হও; নিবৃত্ত হও; আমার নিকট প্রার্থনা কর; যেমন অভিলাষ, তেমনি বর তোমাকে দান করিব; আমি কেবল জল পাইয়াই, প্রপন্ন মনুষ্যদিগের প্রতি প্রীত হই; অহো! তুমি অনর্থক আত্মাকে নিরতিশয় পীড়ন করিতেছ।

সেই পাপিষ্ঠ দেবের নিকট, "যাহার যাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিব, সেই মরিবে" এই ভূতগণের ভয়ঙ্কর বর প্রার্থনা করিল। হে ভারত! ভগবান্ রুদ্র তাহা শ্রবণ করত কিঞ্চিৎ দুর্ম্মনা হইয়া "ওঁ" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে, যেমন সর্পকে অমৃত, তেমনি তাহাকে (ঐ বর) দান করিলেন। সেই অসুর সেই বর পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শম্ভুর মস্তকে নিজ হস্ত দান করিতে উদ্যত হইল; সেই শিব নিজ কর্ম্ম হইতে ভীত হইলেন; ভয়ে ত্রস্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিক্ হইয়া স্বর্গ ও ভূমির সীমা সকলের অন্ত পর্য্যন্ত বেগে ধাবিত হইলেন; সেই (অসুর) তাহার অনুগমন করিল; প্রতিবিধান না জানিয়া, সুরেশ্বরেরা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর (আশুতোষ) অন্ধকারের পরস্থিত ভাস্বর বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন; যথায় ন্যস্তদণ্ড, শান্ত ভাবকদিগের পরমা গতি সাক্ষাৎ নারায়ণ (অবস্থিতি করিতেছেন;) এবং যথায় গমন করিলে (জীব)

৮। অর্থাৎ, যেমন এখনও কাহাকেও মরিতে উদ্যত দেখিয়া আমরা তাহার হস্ত ধারণ করি।

আর ফিরিয়া আইসে না। দুঃখহন্তা ভগবান্ তাদৃশ বিপদ্গ্রস্ত তাঁহাকে দূর হইতেই দর্শন করত যোগমায়াযোগে বটু হইয়া মেখলা, অজিন, দণ্ড ও অক্ষ লইয়া তেজো দ্বারা যেন জ্বলিতে জ্বলিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। (দানব) কুশ হস্তে লইয়া সাতিশয় বিনীত ভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে শকুনিতনয়! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তুমি শ্রান্ত হইয়াছ; দূর হইতে কি আগমন করিতেছ? ক্ষণকাল বিশ্রাম কর; পুরুষের এই আত্মাই সর্ব্ব অভিলাষ দোহন করে। বিভো! যদি তোমার চেষ্টা আমাদিগের শ্রবণ করিবার হয়, হে পুরুষব্যাঘ্র! তাহা হইলে বল; পুরুষগণের দ্বারা স্বার্থ সাধন করিয়া থাক।[১]

শ্রীশুকদেব কহিলেন, ভগবান্ কর্ত্তৃক অমৃতবর্ষি বাক্যে এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, (অসুরের) শ্রান্তি দূর হইল; (সে) পূর্ব্বে যেরূপ করিয়াছে, তাঁহাকে সমস্ত কহিল।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যদি এই রূপ হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করি না; দক্ষের শাপে পিশাচ-বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, তিনি পিশাচের রাজা হইয়াছেন। হে দানবেন্দ্র! যদি তোমার সেই জগদ্গুরুতে বিশ্বাস হইয়া থাকে, অহে! তাহা হইলে নিজ মস্তকে হস্ত অর্পণ করিয়া প্রতীত হও। হে দানবশ্রেষ্ঠ! যদি শম্ভুর বাক্য কথঞ্চিৎ মিথ্যাই হয়, তাহা

১। "পুংভিঃ স্বার্থান্ সমীহসে" মূলে এই বাক্য আছে। ইহার দুই অর্থ হয়; (১) যাহা করা হইয়াছে; অর্থাৎ, তুমি মনুষ্যদিগকে ধরিয়া নিজ কার্য্য সাধন করিয়া থাক; (২) লোক ব্যক্তিদিগকে সহায় করিয়াই নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিয়া থাকে; অতএব আমার নিকট বল, হয় ত আমার দ্বারা তোমার সাহায্য হইতে পারিব।

হইলে, (পরীক্ষার) পর সেই মিথ্যা বাক্য পরিত্যাগ কর, যে পুনর্ব্বার আর মিথ্যা না বল।

ভগবানের এই প্রকার সুকোমল চিত্র বাক্যসমূহে ভগ্নবুদ্ধি ও বিস্মিত হইয়া, কুমতি নিজ মস্তকে হস্ত স্থাপন করিল; অমনি ছিন্নশিরা হইয়া, বজ্রাহতের ন্যায়, তৎক্ষণাৎই পতিত হইল; স্বর্গে জয় শব্দ, সাধু শব্দ ও নমঃ শব্দ হইল। পাপ বৃকাসুর নিহত হইলে পর দেব, ঋষি, পিতৃ ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন; শিবও সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন। পুরুষোত্তম মুক্ত গিরিশের নিকট আসিয়া কহিলেন, অহো! দেব মহাদেব! এই পাপ নিজ পাপেই নষ্ট হইয়াছে; হে ঈশ্বর! মহৎ ব্যক্তিদিগের অপরাধ করিয়া কোন্ ব্যক্তির মঙ্গল হয়? যে জগদগুরু আপনার নিকট অপরাধী, তাহার কথা আর কি কহিব?

যিনি অবাঙমনসগোচর শক্তির সমুদ্রস্বরূপ সাক্ষাৎ পরমাত্মা পরমেশ্বর হরির এইপ্রকার শিবমোচন (কথা) কহেন, বা শ্রবণ করেন, তিনি (নানাযোনিরূপ) সংসারসমূহ এবং শত্রুনিকর হইতে মুক্তি পান।

গিরিশমোক্ষণ নামক অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! সরস্বতীর তীরে ঋষিগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন; "তিন অধীশ্বরের মধ্যে কিনি মহান্?" তাঁহাদিগের এই বিতর্ক উপস্থিত হইল। হে নৃপ! উহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া, তাঁহারা ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুকে উহা অবগত হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন; তিনি ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলেন; সত্ত্ব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই (ব্রহ্মাকে) প্রণাম বা স্তব করিলেন না; ভগবান্ (কমলযোনি) নিজ তেজোদ্বারা সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। সেই প্রভু আত্মযোনি আত্মজের প্রতি আত্মাতে উত্থিত ক্রোধকে, যেমন তাঁহার নিজের কার্য্য[১] বারি দ্বারা অগ্নিকে শান্ত করে, তেমনি আপনা দ্বারাই[২] শান্ত করিলেন। অনন্তর ভৃগু কৈলাসে গমন করিলেন; দেব মহেশ্বর আনন্দে উৎথান করিয়া সেই ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন; (তিনি) তাহা ইচ্ছা করিলেন না। "তুমি বিপথগামী" এই বলিয়া দেব (ত্রিনয়ন) কুপিত হইলেন; (এবং) রুক্ষলোচন হইয়া শূল উদ্যত করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। দেবী পাদদ্বয়ে পতিত হইয়া বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। পরে (ব্রহ্মতনয়) বৈকুণ্ঠে

১। অর্থাৎ, ব্রহ্মার প্রকাশস্থান।

২। অর্থাৎ, পুত্রকে নিমিত্ত করিয়াই।

গমন করিলেন, যেস্থানে দেব জনার্দ্দন (অবস্থিতি করেন।) (নারায়ণ) লক্ষ্মীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ছিলেন; (ভৃগু) পাদ দ্বারা (তাঁহাকে) বক্ষোদেশে আঘাত করিলেন। অনন্তর সাধুদিগের গতি ভগবান্ লক্ষ্মীর সহিত উত্থান করিয়া নিজ শয্যা হইতে শীঘ্র অবরোহণ করত মস্তক দ্বারা মুনিকে নমস্কার করিলেন। কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার সুখে আগমন হইল ত? ক্ষণকাল এই আসনে উপবেশন করুন; আপনি উপস্থিত হইয়াছেন, আমরা জানিতে পারি নাই; প্রভো! আমাদিগকে ক্ষমা করা উচিত হইতেছে; ভগবন্! তীর্থ সকলের পবিত্রকারক পাদোদক দ্বারা লোকের সহিত আমাকে, এবং আমার অনুগত লোকপালদিগকে পবিত্র করুন; হে ভগবন! অদ্য আমি শোভার একমাত্র পাত্র হইলাম; আপনার পাদ-(প্রহার) দ্বারা শূন্যীকৃতপাপ আমার বক্ষঃস্থলে (এই) বিভূতি অবস্থিতি করিবে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, বিষ্ণু এইরূপ কহিলে পর, ভৃগু তাঁহার গভীর বাক্য দ্বারা তর্পিত ও সুখিত হইয়া মূকভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; ভক্তি হেতু তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; (এবং) চক্ষুতে জল আসিল। রাজন! (তিনি) নিজ যজ্ঞস্থলে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রহ্মবাদী ঋষি-দিগের নিকট, আপনি যাহা অনুভব করিয়া আসিলেন, অশেষপ্রকারে তাহা বর্ণন করিলেন। অনন্তর মুনিগণ তাহা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত, ও সন্দেহ হইতে মুক্ত হইয়া, যাঁহা হইতে শান্তি ও ভয় প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই বিষ্ণুকে মহত্তম বলিয়া নিশ্চয় করিলেন।

যাঁহা হইতে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও চতুর্ব্বিধ[৩] বৈরাগ্য; যাঁহা হইতে অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও আত্মার মলানাশক যশ; যাঁহাকে ন্যস্তদণ্ড, শান্ত, শমচেতা, অকিঞ্চন মুনিগণের পরম গতি কহিয়া থাকে; সত্ত্ব যাঁহার প্রিয়ামূর্ত্তি ও ব্রাহ্মণসকল (যাঁহার) ইষ্টদেবতা; নিষ্কাম, শান্ত, নিপুণবুদ্ধি (মহাত্মা) সকল যাঁহাকে ভজনা করেন; (যদ্যপি) সেই (ভগবানের) রাক্ষস, অসুর ও দেবতা, এই ত্রিবিধ আকৃতি গুণময়ী মায়া-দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, তথাপি ঐ সকলের মধ্যে সত্ত্ব (মূর্ত্তিই) পুরুষার্থসাধন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, মনুষ্যদিগের সংসারহরণের নিমিত্ত এইপ্রকার (নিশ্চয় করিয়া) সরস্বতীর তীরবাসী মুনিগণ পুরুষের পদাম্ভোজ-সেবা দ্বারা তদীয় গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীসূত কহিলেন, মুনিতনয়ের মুখপদ্মের গন্ধযুক্তঅমৃত (স্বরূপ,) ভবভয়নাশক এবম্বিধ, পরম পুরুষের প্রশস্ত যশ যে পথিক শ্রবণপুটে করিয়া বারম্বার পান করেন, তিনি পথভ্রমণজন্য পরিশ্রম[৪] নাশ করেন।

শ্রীবেদব্যাস তনয় কহিলেন, হে ভারত! দ্বারকায় (এক) বিপ্রপত্নীর কুমার জন্মিবামাত্রই ভূমিস্পর্শ করিয়া মৃত হইল।

৩। (১) বিষয় ত্যাগ করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু বিষয়ে আদর ও ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছে। (২) পরে বিষয়ের মধ্যে লবণাদি ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতেছে; (৩) ঐ প্রকারে জীবন ধারণ করিয়াও মনোমধ্যে আসক্তির শিথিলতাপ্রযুক্ত কেবল বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারাই বিষয় সেবন করিতেছে; (৪) কেবল বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়সেবনেও উদাসীন হইয়াছে।

৪। অর্থাৎ, সংসারপথে ভ্রমণজন্য পরিশ্রম।

সেই ব্রাহ্মণ সেই মৃত কুমার গ্রহণ করত, রাজদ্বারে স্থাপন করিয়া কাতর ও দুঃখিতমনা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে এই কহিতে লাগিলেন;—ব্রহ্মদ্বেষ্টা, শঠবুদ্ধি, লুব্ধ, বিষয়-(নিরত)-চেতা ক্ষত্রিয়াধমের কর্ম্মদোষে আমার পুত্র মরিয়াছে; হিংসা যাঁহার বিহার, চরিত্র যাঁহার দুষ্ট, এবং ইন্দ্রিয় যাঁহার অজিত, প্রজা সকল সেই রাজাকে ভজনা করিলে দরিদ্র ও দুঃখিত হইয়া কষ্ট পায়।

বিপ্রর্ষি এই এই প্রকারে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় (পুত্রকেও) রাজদ্বারে প্রক্ষেপ করত ঐ বাক্যই বলিলেন। নবম পুত্র মরিলে পর, অর্জ্জুন কেশবের নিকটে থাকিয়া ঐ বাক্য শ্রবণ করত ব্রাহ্মণকে বলিলেন, ব্রহ্মন্! বৃথা কেন রোদন করিতেছেন? আপনার এই বাসস্থানে, কেবল ধনুর্দ্ধারণ করিতে পারে, এরূপ নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ও কেহ নাই[৫]; ইহারা সকল ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ করিতেছে।[৬] যাহারা জীবিত থাকিতে ব্রাহ্মণেরা ধন, পত্নী ও পুত্র-বিরহিত হইয়া শোক করেন, তাহারা প্রাণপোষক নট, ক্ষত্রিয়বেশে জীবিত থাকে।[৭] ভগবন্! আপনারা (স্ত্রীপুরুষ) দুই জনে দুঃখিত হইয়াছেন, আমি আপনাদিগের সন্তান রক্ষা করিব; প্রতীজ্ঞা তীর্ণ হইতে না পারিলে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পাপশূন্য হইব।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, ধনুর্দ্ধারীদিগের শ্রেষ্ঠ বলরাম, বাসুদেব

৫। যখন ধনুর্দ্ধারণই করিতে পারে না, তখন যে ব্রাহ্মণদিগের হিতসাধন করিতে পারে, এরূপ সম্ভাবনাই নাই।

৬। অর্থাৎ, এস্থলে যে সকল ক্ষত্রিয় আছে, তাহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় একত্রিত হইয়া যজ্ঞ করিবার যোগ্য।

৭। পূর্ব্বোক্তই স্পষ্ট করা হইল। অর্থাৎ, ইহাদিগকে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ বা যে কিছু বল, বলা যায়।

ও প্রদ্যুম্ন, এবং যাঁহার প্রতিরথী নাই, সেই অনিরুদ্ধ, যাহাকে ত্রাণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না, তুমি মূর্খতা বশতঃ কেমন করিয়া সেই জগদীশ্বরগণের দুষ্কর কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ? অতএব আমরা বিশ্বাস করি না।

অর্জ্জুন কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি বলদেব, কৃষ্ণ বা কৃষ্ণনন্দন নহি; আমি অর্জ্জুন, যাহার ধনু গাণ্ডীব। ব্রহ্মন্! আমার বীর্য্যকে অবজ্ঞা করিবেন না, উহা ত্রিনয়নের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। প্রভো! যুদ্ধে মৃত্যুকে জয় করিয়া আপনার পুত্রদিগকে আনিয়া দিব।

হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণ ফাল্গুন কর্ত্তৃক এইরূপে বিশ্বসিত হইয়া তাঁহার বীর্য্য শ্রবণ করত নিজ গৃহে যাত্রা করিলেন।

(অনন্তর) ভার্য্যার প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হইলে, দ্বিজসত্তম কাতর হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, মৃত্যু হইতে সন্তানকে রক্ষা করুন্, রক্ষা করুন্। সেই (অর্জ্জুন) পবিত্র জল আচমন করিয়া মহেশ্বরকে নমস্কার পূর্ব্বক দিব্য অস্ত্র সকল স্মরণ করত জ্যাযুক্ত গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন। পৃথানন্দন বিবিধ অস্ত্রযোজিত বাণসমূহ দ্বারা সূতিকাগার ঊর্দ্ধ, অধঃ ও বক্রদিকে রোধ করত বাণের পিঞ্জর করিলেন। অনন্তর বিপ্রপত্নীর সন্তান জাত হইয়া বারম্বার ক্রন্দন করত তৎক্ষণমাত্রে সশরীরে আকাশপথে অদর্শন হইল। তখন ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সন্নিকটে অর্জ্জুনকে নিন্দা করত কহিলেন, আমার মূঢ়তা দর্শন করুন; আমি ক্লীবের আত্মশ্লাঘায় শ্রদ্ধা করিয়াছিলাম! প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, রাম এবং কেশব যাহাকে পরিত্রাণ করিতে পারেন নাই, অন্য কোন্ ব্যক্তি তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? মিথ্যাবাদী

অর্জ্জুনকে ধিক্; যে দুর্ম্মতি মূর্খতা বশতঃ দেব কর্তৃক পরিত্যক্ত (বস্তুকে) আনয়ন করিতে ইচ্ছা করে, (সেই) আত্ম-শ্লাঘীর ধনুষ্ককে ধিক্।

বিপ্র এইরূপে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, অর্জ্জুন বিদ্যা অবলম্বন করত সংযমনী পুরীতে গমন করিলেন, যথায় ভগবান্ যম অবস্থিতি করিতেছেন। (তথায়) ব্রাহ্মণপুত্রকে না দেখিয়া, পরে ইন্দ্রের পুরীতে গমন করিলেন। অনন্তর অগ্নির, নির্ঋতির, চন্দ্রের, বায়ুর ও বরুণের পুরীতে এবং রসাতলে, স্বর্গে, ও অন্যান্য স্থানেও অস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক (গমন করিলেন।) অবশেষে ব্রাহ্মণের পুত্র না পাইয়া, প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইতে না পারায়, অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন; শ্রীকৃষ্ণ বারণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তোমাকে দ্বিজের পুত্র সকল প্রদর্শন করিব; আপনি আপনাকে অবজ্ঞা করিও না; যে সকল মনুষ্য নিন্দা করিতেছে, তাহারাই আমাদিগের বিমলা কীর্ত্তি স্থাপন করিবে।

ভগবান্ ঈশ্বর এইরূপ কহিয়া অর্জ্জুনের সমভিব্যাহারে দিব্য-অশ্ব-যুক্ত রথে আরোহণ করিয়া পশ্চিম দিকে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সমুদ্রসহিত সপ্তদ্বীপ, সপ্ত সপ্ত ৮ পর্ব্বত, এবং লোকালোক অতিক্রম করিয়া অতিমহৎ অন্ধকারে প্রবেশ করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক, (এই) অশ্ব সকল তথায় চলিতে সমর্থ হইল না। মহাযোগেশ্বর সকলের ঈশ্বর প্রভু ভগবান কৃষ্ণ তাহাদিগকে (তদবস্থ) দেখিয়া সহস্রসূর্য্যতুল্যপ্রভাশালি

৮। প্রতি দ্বীপে সাত করিয়া পর্ব্বত আছে। পঞ্চমস্কন্ধের ২০ অধ্যায় দেখ।

নিজ চক্রকে প্রেরণ করিলেন। যেমন জ্যা দ্বারা প্রক্ষিপ্ত রাম-শর সৈন্যশ্রেণী, তেমনি মনের ন্যায় বেগশালী সুদর্শন প্রচুরতর তেজোদ্বারা প্রকৃতির পরিণামস্বরূপ, [৯] নিবিড়, অতি-ভয়ানক মহৎ অন্ধকার বিদারণ, ও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। চক্রের পশ্চাৎবর্ত্তী পথ দিয়া, সেই অন্ধকারের পরবর্ত্তী, শ্রেষ্ঠ, [১০] অনন্ত ও অপার জ্যোতিকে বিস্তৃত হইতে দেখিয়া অর্জ্জুন, তাড়িতনেত্র হইয়া উভয় নেত্র নিমীলন করিলেন। (অনন্তর) তাঁহারা আকাশপথে অতি বেগে জলে প্রবেশ করিলেন; তথায় চঞ্চল-বৃহৎ-তরঙ্গ-রূপ-শিরোভূষণ-বিশিষ্ট, কান্তি-শালিবস্তু-নিকরের শ্রেষ্ঠ, দেদীপ্যমান সহস্র মণিময় স্তম্ভে শোভিত এক ভবন; সেই ভবনে সহস্র মস্তকের ফণায় অবস্থিত মনিগণের প্রভায় প্রকাশমান, দ্বিগুণ [১১] লোচন দ্বারা দেখিতে ভীষণ, স্ফটিকপর্ব্বতসন্নিভ, নীলকণ্ঠ, নীলজিহ্ব, দীর্ঘ-কায় অদ্ভুত অনন্তকে; এবং সেই অনন্তের দেহরূপ আসনে (আসীন) মহানুভাব, বিভু, পরমেষ্টিপতি পুরুষোত্তমকে অব-লোকন করিলেন; তাঁহার আভা নিবিড় মেঘের ন্যায়; বস্ত্র সুন্দর ও পীতবর্ণ; বদন প্রসন্ন; লোচন দীর্ঘ ও মনোহর; সহস্র সহস্র কুন্তল মহামণিনিকর-খচিত কিরীট ও কুন্তলের প্রভায় সর্ব্ব দিকে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে; অষ্ট বাহু আজানুলম্বিত ও সুন্দর; (তিনি) কৌস্তুভ ধারণ করিয়াছেন; এবং শ্রীবৎসচিহ্নে চিহ্নিত ও বনমালায় ব্যাপ্ত হইয়াছেন; সুনন্দ, নন্দ প্রভৃতি

৯। অর্থাৎ, কেবল অন্ধকারের অভাব নহে।
১০। অর্থাৎ, বিষ্ণুসম্বন্ধীয়।
১১। অর্থাৎ, মস্তকের দ্বিগুণ। অর্থাৎ, দ্বিসহস্র।

নিজ পার্ষদগণ, মূর্ত্তিমান্ চক্র প্রভৃতি নিজ অস্ত্র শস্ত্র, এবং পুষ্টি, কীর্ত্তি, অজা, নিখিল সমৃদ্ধি, ও শ্রী তাঁহার সেবা করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করত জাতসম্ভ্রম হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন (সেই) অনন্ত আত্মাকে নমস্কার করিলেন। ভূমা, পরমেষ্ঠিগণের অধিপতি, যোড় করে দণ্ডায়মান তাঁহাদিগের দুই জনকে হাস্যপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ বাক্যে কহিলেন, আমি তোমাদিগের দুই জনকে দর্শন করিবার বাসনায় ব্রাহ্মণের পুত্রদিগকে হরণ করিয়াছি; তোমরা আমার অংশ, ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছ; ধরণীর ভারভূত অসুরদিগকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার এই স্থানে আমার নিকট শীঘ্র আগমন কর; নর ও নারায়ণ ঋষি (লোকশ্রেষ্ঠ) তোমরা যদিও পূর্ণকাম, তথাপি মর্য্যাদারক্ষার নিমিত্ত, যাহাতে লোকের শিক্ষা হয়, তাদৃশ ধর্ম্ম আচরণ কর।

সেই দুই কৃষ্ণ ভগবান্ পরমেষ্ঠী কর্ত্তৃক এইরূপ আজ্ঞপ্ত হইয়া "যে আজ্ঞা" এই বলিয়া বিভুকে নমস্কার করত ব্রাহ্মণের পুত্র সকলকে লইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়া, যেরূপে গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপে আপনাদিগের আলয়ে প্রত্যাগমন করিলেন; এবং যেরূপ ছিল, প্রভুদ্বয় ব্রাহ্মণকে সেইরূপ পুত্রসকল প্রদান করিলেন; পার্থ বিষ্ণুর স্থান দর্শন করিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; এবং মানিলেন, যে পুরুষের যে কিছু পৌরুষ আছে, সকলই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে।

(শ্রীকৃষ্ণ) এই (পৃথিবীতে) এইপ্রকার অনেক বীর্য্য প্রদর্শন করত গ্রাম্য বিষয় সকল ভোগ করিয়াছিলেন, এবং মহা মহা যজ্ঞ সকলও করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রেষ্ঠতা অবলম্বন

ক্ষরত, যেমন ইন্দ্র, তেমনি ব্রাহ্মণাদি প্রজাদিগের মধ্যে যথা-কালে অখিল অভিলষিত বর্ষণ করিয়াছিলেন; অধর্ম্মিষ্ঠ রাজাদিগকে বধ করিয়া এবং অর্জ্জুনাদি দ্বারা বধ করাইয়া যুধিষ্ঠিরাদি দ্বারা ধর্ম্মকে যথার্থরূপে স্থাপন করাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণপুত্র-আনয়ন নামক ঊননবতিতম
অধ্যায় সমাপ্ত।

নবতিতম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, দ্বারকা সর্ব্বসম্পত্তিতে সমৃদ্ধ ছিল; যাদবশ্রেষ্ঠেরা, এবং হর্ম্ম্যসকলে কন্দুকাদি দ্বারা ক্রীড়াকারিণী, বিদ্যুৎপ্রভা, নবযৌবনের কান্তিশালিনী, উৎকৃষ্টবেশা স্ত্রীসকল তথায় বাস করিতেন; মদস্রাবী মাতঙ্গ, সুন্দররূপে অলঙ্কৃত যোদ্ধা, আর, রথ ও অশ্বনিকরে উহার পথ সকল নিত্য ব্যাপ্ত হইয়া থাকিত; উহাতে উদ্যান ও উপবন সকল ছিল; চারিদিকে কুসুমিত বৃক্ষশ্রেণীতে উপবেশন করিয়া বিহঙ্গ ও ষট্পদকুল শব্দ করিত; লক্ষ্মীপতি নিজের সেই পুরীতে সুখে বাস করত ষোড়শসহস্র পত্নীর একমাত্র বল্লভ হইয়া তাবৎসংখ্যক রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের গৃহ সকলে বিহার করিতেন; ঐ সকল গৃহের জলাশয় সমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত উৎপল, কহ্লার, কুমুদ, ও পদ্মের রেণুপুঞ্জে বাসিত থাকিত, এবং (উহাদিগের জলে ও তীরে বসিয়া) পক্ষীসকল গান করিত।

মহোদয় সরোবরনিকরের মধ্যে জলে অবগাহন করিয়া, স্ত্রীগণের কুচলগ্ন কুঙ্কুমে লিপ্তগাত্র ও তাঁহাদিগের কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বিহার করিতেন; গন্ধর্ব্বগণ মৃদঙ্গ, পণব ও ঢক্কা সকল বাদন, এবং সূত, মাগধ ও বন্দী সকল তাঁহার গুণ গান করিত। সেই সকল (স্ত্রী) হাসিতে হাসিতে রেচক দ্বারা অচ্যুতকে সেক করিতেন; তিনিও তাঁহাদিগকে সেক করিয়া, যক্ষীদিগের সহিত যক্ষরাজের ন্যায়, ক্রীড়া করিতেন। সেক করিতে করিতে তাঁহা-দিগের বস্ত্র ভিজিয়া যাইত, সুতরাং কুচপ্রদেশ প্রকাশ পাইয়া উঠিত; আর বৃহৎ কবরী হইতে কুসুম সকল পতিত হইতে থাকিত; আপন আপন রেচক কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত কান্তকে আলিঙ্গন করিয়া কাম উদ্দীপিত হওয়াতে, তজ্জন্য লজ্জায় তাঁহাদিগের বদন দীপ্তি পাইত; তাহাতে তাঁহাদিগের শোভা হইত। শ্রীকৃষ্ণও সেক করত যুবতিগণ কর্তৃক প্রতিসিচ্যমান হইয়া, করেণুগণে বেষ্টিত হইয়া করিরাজের ন্যায়, ক্রীড়া করিতেন; ঐ সকল যুবতীর স্তনের (পেষণে) তাঁহার কুঙ্কুমমালা ছিন্ন হইয়া যাইত; এবং ক্রীড়াতে যে অভিনিবেশ হইত, তাহাতে করিয়া তাঁহার কুন্তলসমূহের বন্ধন সকল কম্পিত হইতে থাকিত। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার মহিষীসকল নট, নর্ত্তকী এবং গানবাদ্যোপজীবীদিগকে ক্রীড়াসময়োচিত অলঙ্কার ও বস্ত্র সকল দান করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণ গতি, আলাপ, হাস্য, পরিহাস, দৃষ্টি, ক্রীড়া ও আলিঙ্গন দ্বারা এইরূপে বিহার করিয়া স্ত্রীগণের চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা কেবল মুকুন্দেই চিত্ত স্থাপন করিয়াছি-লেন, (সেই ঐ সকল স্ত্রী) পদ্মনয়নকে চিন্তা করত উন্মত্তের ন্যায়,

যাহাতে বুদ্ধিহীনতা বুঝা যায় সেইরূপে, বাক্য সকল বলিতেন; আমি সেই সকল বাক্য বলিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর।

মহিষী সকল কহিতেন, হে কুররি! জগতের মধ্যে গুপ্তবোধ ঈশ্বর রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেছেন; তোমার নিদ্রা নাই; শয়ন করিতেছ না; বিলাপ করিতেছ; সখি! নলিন-লোচনের হাস্য সহিত যে উদার লীলাবলোকন, তদ্দ্বারা কি আমাদিগের ন্যায় তোমারও চিত্ত গাঢ়রূপে বিদ্ধ হইয়াছে? আহা, চক্রবাকি! তুমি নিজ কান্তের দর্শন না পাপাইয়া রাত্রিকালে লোচনযুগল মুদ্রিত করিতেছ না; করুণা করিয়া রোদন করিতেছ! অথবা, তুমি কি দাসীভাবপ্রাপ্ত আমাদিগের ন্যায়, অচ্যুতের পাদ-সেবিত মালা কবরীতে ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? অহে, অহে জলনিধে! তুমি সর্ব্বদা শব্দ করিতেছ; তোমার নিদ্রা-লাভ হইতেছে না, এই জন্যই জাগ্রত রহিয়াছ; অথবা মুকুন্দ নিজ চিহ্ন হরণ করাতে [১] আমরা যে দুস্ত্যজ দশা প্রাপ্ত হই-য়াছি তুমিও কি সেই দশা প্রাপ্ত হইয়াছ? চন্দ্র! তুমি বলবান্ রাগে আক্রান্ত হইয়া ক্ষীণ হইয়াছ, সেই জন্যই নিজ কিরণ-জাল দ্বারা অন্ধকার নাশ করিতে যোগ্য হইতেছ না; অথবা, অহে! মুকুন্দের বাক্য সকল বিস্মৃত হইয়াই কি তুমি স্তব্ধবাক্য হইয়াছ? [২] আমরা তোমাকে সেইরূপ দেখিতেছি। হে মলয়া-নিল! আমরা তোমার কি অপ্রিয়াচরণ করিয়াছিলাম, যে

১। অর্থাৎ, যেমন সম্ভোগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের কুচকুঙ্কুমাদি চিহ্ন হরণ করিয়াছেন, দেখা যাইতেছে, সেই রূপ তিনি তোমারও কৌস্তুভাদি চিহ্ন হরণ করিয়াছেন। অহো; কি কষ্টের বিষয়!

২। অর্থাৎ, নিরন্তর কেবল সেই সকল বাক্য চিন্তা করিয়াই কি ক্ষীণ হইয়াছে?

তুমি, গোবিন্দের কটাক্ষ বিক্ষেপ দ্বারা ভগ্নীকৃত আমাদিগের হৃদয়ে মদনকে প্রেরণ করিতেছ? হে শ্রীমন্ মেঘ! নিশ্চয় তুমিই যাদবেন্দ্রের প্রিয়; [৩] (এই জন্য) প্রেমে বদ্ধ হইয়া আমাদিগের ন্যায় তুমি শ্রীবৎসচিহ্নধারীকে চিন্তা করিতেছ; আমাদিগের ন্যায় সরলহৃদয় তুমি বারম্বার স্মরণ করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠা বশত বাষ্পধারা পরিত্যাগ করিতেছ; [৪] অহো! তাঁহার সহিত সম্বন্ধ দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। [৫] হে কোকিল! তুমি এই মৃতসঞ্জীবন স্বর দ্বারা প্রিয়ম্বদ (শ্রীকৃষ্ণের) বাক্যের ন্যায় বাক্যগুলি কহিতেছ; হে রমণীয়কণ্ঠ! আমাকে বল, অদ্য আমি তোমার কি প্রিয় সাধন করিব? হে ক্ষিতিধর! তোমার বুদ্ধি অতি মহতী; এই জন্য তুমি গুরুতর বিষয় চিন্তা করিতেছ; নড়িতেছও না; কহিতেছও না; অথবা, অহো! তুমি কি আমাদিগের ন্যায়, বসুদেবনন্দনের চরণ স্তন [৬] দ্বারা বহন করিতে অভিলাষ করিতেছ? হে সিন্ধুপত্নী [৭] সকল! যেমন আমরা অভীষ্ট স্বামী মধুপতির প্রণয়াবলোকন না পাইয়া শুষ্ক-হৃদয় ও সাতিশয় কৃশ হইয়া থাকি, তেমনি এক্ষণে [৮] তোমরাও কৃশ হইয়াছ; তোমাদিগের হ্রদ সকল শুষ্ক হইয়াছে; এবং পদ্মজন্য শোভা দূর হইয়াছে। হংস! সুখে আগমন হইল ত? উপবেশন কর; জল পান কর; অহে! শ্রীকৃষ্ণের কথা কহ; বোধ করিতেছি তুমি দূত; শ্রীকৃষ্ণ ত সুখে আছেন? আমা-

---

৩। তাঁহার ন্যায় তুমিও পীড়িত জনের তাপ হরণ কর; সুতরাং তুমিও তাঁহার মত; এইজন্য তাঁহার প্রিয়তম সখা। ৪। এই গুলিন ধ্যানের চিহ্ন।

৫। অহো; কেন তাঁহার সহিত মিত্রতা করিয়াছিলে!

৬। অর্থাৎ, স্তনসদৃশ শৃঙ্গ সকল।

৭। নদী। ৮। অর্থাৎ, এই গ্রীষ্মকালে।

দিগকে পূর্ব্বে যে কথা কহিয়াছিলেন, অস্থিরসৌহৃদ কি তাহা স্মরণ করিয়া থাকেন? আমরা তাঁহাকে কেন ভজনা করিব? [৯] হে ক্ষুদ্রের দুত! লক্ষ্মীকে নহে; সেই কামদকে এই স্থানে ডাকিয়া আন; [১০] আমাদিগের মধ্যে সেই কি এক-নিষ্ঠা? [১১]।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, যোগেশ্বরের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে এই প্রকারে এইরূপ আসক্তিকরণ দ্বারা মাধবী সকল বৈষ্ণবী গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি যে কোন ব্যক্তিদিগের দ্বারা যে কোন প্রকারে গীত হইয়া, শ্রুত মাত্রেই কামিনীদিগের মন বল-পূর্ব্বক আকর্ষণ করেন, তাঁহাকে যে সকল মহিলা দর্শন করে, তাহাদিগের কথা আর কি বলিব? যাঁহারা স্বামীবুদ্ধিতে পাদমর্দ্দনাদি দ্বারা প্রেমসহকারে জগদ্‌গুরুকে অর্চ্চনা করি-

৯। "স্মরণ করিয়াই ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন;" হংসের এই বাক্য কল্পনা করিয়া বলা হইল।

১০। "আপনারা আজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়াই, অভিলাষ পুরণের নিমিত্ত আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন;" হংসের এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল।

"আচ্ছা যাই" এই বলিয়া যেন হংস যাইতে উদ্যত হইল; এইরূপ কল্পনা করিয়া ডাকিয়া পুনর্ব্বার বলা হইল, "লক্ষ্মীকে নহে"। অর্থাৎ, সে আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া একাকিনী বিহার করিতেছে; অতএব তাহার সহিত আমরা আলাপ করিতে চাহিনা।

১১। "লক্ষ্মী একনিষ্ঠা; তাঁহাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি-বেন?" হংসের এই বাক্য কল্পনা করিয়া বলা হইল; "সেই কি এক-নিষ্ঠা; আমরা নই? পাঠান্তরে "হে ক্ষুদ্রের দূত! সেই কামদেবকে" ইত্যাদি "এক নিষ্ঠা?" ইত্যন্তের পরিবর্ত্তে অন্য প্রকার অর্থ হয়। যথা;—

"তাঁহার আলাপ মধুর ন্যায় মিষ্ট; (কিন্তু) তিনি অভিলাষ পূরণ করেন না; লক্ষ্মী ব্যতীত আমরা তাঁহাকে কেন ভজনা করিব? একমাত্র (সম্মা-নেই) আমাদিগের নিষ্ঠা। অর্থাৎ, আমরা মানিনী স্ত্রী; তিনি আমাদিগের অপমান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে ভজনা করিব না; লক্ষ্মী বারম্বার অনাদৃতা হইয়াও করুক।

য়াছিলেন, তাঁহাদিগের তপস্যা আর কি বর্ণনা করিব? সাধু-দিগের গতি (শ্রীকৃষ্ণ) বেদোক্ত ধর্ম্ম এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া গৃহধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সকলের স্থল বারম্বার প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

গৃহস্থাশ্রমীদিগের পরমধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র একশত[১২] মহিষী ছিলেন। স্ত্রীরত্নভূত সেই সকলের মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতি যে আট জন, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি; রাজন্! তাঁহাদিগের পুত্রগণকেও আনুপূর্ব্বিক (কীর্ত্তন করিয়াছি।) অমোঘরতি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজের যত গুলিন ভার্য্যা ছিলেন, (তাঁহাদিগের) প্রত্যেকেতে দশ দশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। উদ্দামবীর্য্য সেই সকল (পুত্রের) মধ্যে অষ্টাদশ জন উদারযশা মহারথী ছিলেন; আমার নিকট তাঁহাদিগের নাম সকল শ্রবণ কর;—প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান্, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহদ্‌ভানু, ভানুবৃন্দ, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবর্হি, বরুথ, কবি, ন্যগ্রোধ। হে রাজেন্দ্র! পিতার সম কক্ষ, রুক্মিণীনন্দন অনিরুদ্ধ মধুরিপুর এই সকল পুত্রদিগের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই মহারথ রুক্মীর দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহার গর্ব্ভে তাঁহা হইতে অযুত নাগের বলসমন্বিত অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি দৌহিত্র হইয়াও রুক্মীর পৌত্রীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে তাঁহার গর্ব্ভে বজ্র উৎপন্ন হন, যিনি মৌষল-যুদ্ধের প ঃ অবশিষ্ট ছিলেন।

১২। ইহাঁরা পট্টমহিষী নহেন; ইহাঁদিগের ভিন্ন, পরে বক্ষ্যমাণা রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্ট পট্ট মহিষী ছিলেন। সর্ব্ব সমেত ১৬১০৮ মহিষী।

তাঁহা হইতে প্রতিবাহু জন্ম গ্রহণ করেন; সুবাহু তাঁহার তনয়; সুবাহু হইতে উপসেন উৎপন্ন হন; তাঁহার পুত্র ভদ্রসেন। এই কুলে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ধনহীন, বহুপ্রজাহীন, অল্পায়ু, অল্পবীর্য্য, বা ব্রাহ্মণের অহিতচারী হন নাই। যদুবংশপ্রসূত বিখ্যাতযশা পুরুষদিগের সংখ্যা শতবর্ষেও বলা যায় না; শুনিয়াছি অপরিমিত কুমারদিগের (অধ্যাপনার নিমিত্ত) তিন কোটি একশত অষ্টাশীতি জন যদুকুলের আচার্য্য ছিলেন। মহাত্মা যাদবদিগের সংখ্যা কে করিতে পারিবে, যে (কুলে) আহুক সর্ব্বদা অযুত লক্ষ অযুত (যাদব গণের) সহিত অবস্থিতি করিতেন? যে সকল সুদারুণ দৈত্য দেবাসুরের যুদ্ধে নিহত হয়, তাহারা মনুষ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করত দর্পিত হইয়া প্রজা পীড়ন করিত; তাহাদিগকে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত হরি কর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া দেবতারা যদুর কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; রাজন্! তাঁহাদিগের এক শত এক কুল (ছিল।) ভগবান্ হরি, প্রভুত্ববিষয়ে তাঁহাদিগের প্রমাণস্বরূপ হইয়াছিলেন। যাদবেরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তী হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচেতা যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, আলাপ, ক্রীড়া, স্নান ও ভোজনাদিবিষয়ে আপনাদিগের অস্তিত্বই অবগত ছিলেন না।

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের যে (কীর্ত্তিরূপ) তীর্থ যদুকুলে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার নিজের পাদশৌচ রূপ তীর্থকে খর্ব্বিত করিয়াছিল, ইহা বিচিত্র নহে; শ্রীকৃষ্ণের শত্রু এবং মিত্রেরাও তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাও আশ্চর্য্য নহে; যাঁহার নিমিত্ত

অন্যের প্রযত্ন, সেই অপ্রাপ্য এবং পূর্ণা লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণেরই হই-য়াছিলেন, ইহাও বিচিত্র নহে; (কারণ) তাঁহার নাম শ্রুত ও উচ্চারিত হইলেই অমঙ্গল নাশ করে এবং তিনি গোত্র ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; আর, সেই শ্রীকৃষ্ণের এই ক্ষিতি-ভারহরণকর্ম্ম আশ্চর্য্যের নহে; কালচক্র তাঁহার অস্ত্র।

যিনি জীবগণের আশ্রয়; [১৩] দেবকীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইটী যাঁহার কেবল অপবাদ; যদুশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সেবক; যিনি নিজ বাহু সকলের দ্বারা অধর্ম্মকে সংহার করেন; [১৪] যিনি স্থাবর ও জঙ্গমের (সংসার-)দুঃখ-হন্তা; [১৫] যিনি সুন্দরহাস্যশোভিত শ্রীমুখ দ্বারা ব্রজপুরকামিনী-দিগের কামকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তাঁহার জয় হউক।

যিনি পরমেশ্বরের পাদযুগলের অনুবৃত্তি ইচ্ছা করিবেন, তিনি স্বকীয় ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত দেহধারী ইহাঁর সেই সেই দেহের, বিশেষতঃ যদূত্তম মূর্ত্তির অনুরূপ অনুকারক, কর্ম্মনাশক কর্ম্ম সকল শ্রবণ করিবেন। সেই অনুবৃত্তি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত, মুকুন্দকথাশ্রবণ-কীর্ত্তন-চিন্তা দ্বারা মনুষ্য তাঁহার সালোক্য, এবং রাজারাও যাহার নিমিত্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, সেই কৃতান্তবেগমুক্তি প্রাপ্ত হন।

নবতিতম অধ্যায়ে

দশমস্কন্ধ সমাপ্ত।

১৩। অথবা, যিনি অন্তর্যামীরূপে জীবগণে অবস্থিতি করিতেছেন।

১৪। ইচ্ছামাত্রেই সমর্থ হইয়াও, যিনি ক্রীড়া করত বাহুদ্বারা অধর্ম্ম নাশ করেন।

১৫। অর্থাৎ, অধিকারী বিবেচনা না করিয়াই বৃন্দাবনের বৃক্ষগবা-দিকেও মুক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত।

একাদশ স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাম ও যদুগণে পরিবৃত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ বেগবত্তর [১] কলহ উৎপাদন করত, দৈত্য বধ করিয়া পৃথিবীর ভার অবতারণ করিয়াছিলেন। যে পাণ্ডুপুত্রেরা শত্রুগণ কর্তৃক কপটদ্যূত, অবজ্ঞা ও কেশগ্রহাদি দ্বারা অনেক বার কোপিত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে নিমিত্ত করিয়া, উভয় পক্ষে মিলিত রাজাদিগকে নাশ করত নিঃশেষরূপে ক্ষিতিভার হরণ করিয়াছিলেন [২]।

নিজ বাহু সকলের দ্বারা [৩] রক্ষিত যাদবগণের দ্বারা পৃথিবীর ভারভূত রাজগণ ও তাঁহা-দিগের সেনাসমূহ নাশ

১। অর্থাৎ, হিংসাতে যাহার পর্য্যবসান হইয়াছিল।

২। "যে পাণ্ডুপুত্রেরা" ইত্যাদি মূলের যে অংশ টুকুর অর্থ, অন্বয়-প্রভেদে তাহার অন্য এক অর্থও হয় ;—

"যে পাণ্ডুপুত্রেরা শত্রুগণ কর্তৃক কপটদ্যূত, অবজ্ঞা ও কেশগ্রহাদিদ্বারা অনেকবার কোপিত হইয়াছিলেন ; সেই সকল (পাণ্ডুপুত্র ও তাঁহাদিগের শত্রুগণের) পরস্পরকে নিমিত্ত করিয়া" ইত্যাদি। অর্থাৎ, পুতনাদি যে সকল কপটদৈত্য, তাহাদিগকে নিজেই সংহার করিয়াছিলেন ; আর যে সকল দৈত্য বান্ধবরূপে ছিল, (অর্থাৎ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসনাদি) তাহাদিগকে, পরস্পরকে নিমিত্ত করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন।

৩। দ্বারকাতে বাস্তবিক চতুর্ভুজ ধারণ করিয়া থাকিতেন, এই অভিপ্রায়ে বলা হইল "ভুজ সকল"।

করিয়া, অপ্রমেয় (ভগবান্) চিন্তা করিলেন, বোধ করিতেছি, পৃথিবীর ভার যাইয়াও যেন যায় নাই; যে হেতু, অহো! অবিষহ্য যাদবকুল অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে[৪]। এই কুল আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে; এবং (গজ তুরঙ্গাদি) বিভবে উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে; অতএব অন্য হইতে কোনও প্রকারে ইহার পরিভব হইবে না[৫]। বেণুস্তম্বের অভ্যন্তরে বহ্নির ন্যায়, যদুকুলের অভ্যন্তরে কলহ উৎপাদন করিয়া, শান্তি, (তদন্তর বৈকুণ্ঠ) ধাম, প্রাপ্ত হই।

রাজন্! সত্যসঙ্কল্প বিভু ঈশ্বর এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ব্রাহ্মণগণের শাপচ্ছলে নিজ কুল সংহার করিয়াছিলেন। যাহা লোকসমূহের লাবণ্য ত্যাগ করাইয়াছিল[৬], সেই নিজ মুর্ত্তি দ্বারা মনুষ্যগণের লোচন; বাক্য সকলের দ্বারা সেই সকল (বাক্য) স্মরণকারীদিগের চিত্ত; এবং (বিবিধ স্থানে অঙ্কিত) পদচিহ্ন সকলের দ্বারা, সেই সকল (পদচিহ্ন) দর্শনকারী-দিগের (অন্যত্র গমনাদি) ক্রিয়া সকল আকর্ষণ; আর, ''ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই অনায়াসে অজ্ঞান পার হইতে পারিবে'' এই

৪। "আচ্ছা; শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, ইহা জানিয়া যাদবেরা কেন তাঁহার হিংসা করেন নাই?" এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল, "অপ্রমেয়;" অর্থাৎ, তিনি কি ইচ্ছা করেন, কেহ তাহা অনুমান করিতে পারে না।

"যাদব" কুলের এই বিশেষণ দেওয়াতেই সূচন করা হইল যে, ঐ কুল স্বয়ং ধ্বংস করা উচিত নহে।

৫। "তবে কেন অন্যে ঐ কুল নাশ করুক না;" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল "এই কুল আমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে" ইত্যাদি।

৬। অর্থাৎ, যাহা অপেক্ষা লোকে আর লাবণ্য নাই। অথবা, মূল বাক্যের এরূপও অর্থ হয়, যথা;—

যাহা লোকদিগকে লাবণ্যদান করে; অর্থাৎ, যাহার সংসর্গে লোক-দিগের লাবণ্য জন্মে।

অভিপ্রায় করত পৃথিবীতে (কবিগণের) সুন্দররূপে বর্ণনীয় কীর্ত্তি বিস্তার, করিয়া ঈশ্বর নিজধামে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীরাজা কহিলেন, ব্রাহ্মণগণের হিতকারী, বদান্য, নিত্য বৃদ্ধগণের সেবাকারী, শ্রীকৃষ্ণচেতা যাদবগণের (প্রতি) ব্রহ্ম-শাপ কিরূপে হইয়াছিল? হে দ্বিজসত্তম! সেই শাপের যে কারণ এবং যে রূপ; আর, একাত্ম (যাদবগণের) ভেদ কি প্রকারে হইয়াছিল; এই সমস্ত আমাকে বলুন।

শ্রীবেদব্যাসতনয় কহিলেন, আপ্তকাম উদারকীর্ত্তি (শ্রীকৃষ্ণ) সকল-সুন্দর-বস্তুর-সন্নিবেশ-সমন্বিত দেহ ধারণপূর্ব্বক পৃথি-বীতে সুমঙ্গল কর্ম্ম সকল আচরণ করত, তখনও তাঁহার কর্ত্তব্য অবশিষ্ট ছিল, এই জন্য গৃহ আশ্রয়পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া বংশ উচ্ছেদ করিতে ইচ্ছা করিলেন [৭]। পুণ্যপ্রাপক, অতিসুখাত্মক, গানকারী জগতের কলিপাপাপহারক কর্ম্ম সকল সমাপন করিয়া [৮], বসুদেবের গৃহে বাসকারী কাল-

---

৭। "আপ্তকাম" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে, ঈশ্বরেচ্ছাই ঐ বিষয়ের কারণ।

তাঁহার দেহ সকল সুন্দর বস্তুর সন্নিবেশ সমন্বিত; এই কথা বলা হইল। ইহাতে তর্ক হইতে পারে, তবে কি তিনি বিষয়ে রত ছিলেন। এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, না, সুমঙ্গল কর্ম্ম সকল করিয়াছিলেন। কর্ম্ম কি কোনও কামনায় করিতেন? না, তিনি "আপ্তকাম," অর্থাৎ, সকল অভিলষিতই তাঁহার নিত্য প্রাপ্ত। তবে কেন কর্ম্ম করিতেন? লোককে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, দ্বারকাগৃহ আশ্রয় করিয়া ক্রীড়া করিতেন। আচ্ছা যিনি আপ্তকাম, তাঁহার গৃহরতির ও কর্ম্মের আবশ্যক কি? আছে; তাঁহার কীর্ত্তি বহু ফল প্রদান করে; তিনি সেই কীর্ত্তি বিস্তারের নিমিত্ত গৃহ আশ্রয় ও কর্ম্ম সকল করিয়াছিলেন।

৮। পূর্ব্বোক্ত উদারকীর্ত্তিমত্তা স্পষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে নানা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতেন, "পুণ্য প্রাপক" ইত্যাদি দ্বারা সেই সকল কর্ম্ম উল্লেখ করা হইতেছে।

রূপী [৯] (শ্রীকৃষ্ণ) কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইয়া, বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ এবং নারদাদি মুনি সকল পিণ্ডারকে [১০] গমন করিলেন। যদু-বংশের অবিনীত কুমার সকল ক্রীড়া করত জাম্ববতীনন্দন সাম্বকে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া তাঁহাদিগের নিকটে গমন করিয়া পাদ ধারণপূর্ব্বক বিনীতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রকৃত-অমোঘ-দর্শন বিপ্রগণ! এই অসিতনয়না অন্তর্বত্নী; পুত্র কামনা করিতেছেন; ইহাঁর প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; সাক্ষাৎ আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইহাঁর লজ্জা হই-তেছে; (এইজন্য আমাদিগের মুখ দ্বারা) আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কি প্রসব করিবেন? (পুত্র, না কন্যা?)

রাজন্! মুনিগণ এইরূপে বঞ্চিত হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, রে মন্দগণ! তোদের কুলনাশন মূষল প্রসব করিবে। তাহা শ্রবণ করিয়া তাহারা অতিশয় ভীত হইয়া সহসা সাম্বের উদর [১১] মোচন করিয়া তাহাতে সত্যই লৌহময় মূষল দর্শন করিল। "মন্দভাগ্য আমরা কি করিলাম! লোকেরা আমাদিগকে কি বলিবে!" এই চিন্তায় বিহ্বল হইয়া মূষল গ্রহণ করত গৃহে প্রস্থান করিল; এবং সেই (মূষল) সভায় লইয়া পরিম্লান-মুখশ্রী হইয়া সমুদায় যাদবের নিকটে রাজাকে নিবেদন করিল। রাজন্! অমোঘ ব্রহ্মশাপ শ্রবণ, এবং মূষল

৯। ঋষিদিগকে কেন বিদায় দিলেন? ইহার হেতু দেখান হইল, "বসুদেবের গৃহে বাসকারী কালরূপী" এই বলিয়া। অর্থাৎ তিনি নিজ কুল ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

১০। দ্বারকার নিকটবর্ত্তী এই নামে তীর্থ।

১১। কৃত্রিম উদর।

দর্শন করিয়া, দ্বারকাবাসী সকল বিস্মিত ও ভয়ে সাতিশয় ভীত হইল। যদুরাজ আহুক সেই মুষল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন; ইহার (যে চূর্ণ) লৌহ অবশিষ্ট রহিল, তাহাও (প্রক্ষেপ করিলেন।) কোনও মৎস্য লৌহ গ্রাস করিল; চূর্ণ সকল তরঙ্গ-নিকর দ্বারা ইতস্ততঃ বাহ্যমান হওয়াতে বেলায় সংলগ্ন হইয়া এরকা হইল। মৎস্য জালুকদিগের কর্ত্তৃক অন্যান্য মৎস্য সকলের সহিত সাগরে জাল দ্বারা ধৃত হইল। সেই লুব্ধক তাহার উদরগত লৌহে দুইটী শল্য প্রস্তুত করিল। সর্ব্ববিষয়জ্ঞ ভগবান্, সমর্থ হইয়াও, সেই ব্রহ্মশাপকে অন্যথা করিতে ইচ্ছা করিলেন না; (প্রত্যুত) কালরূপী অনুমোদন করিলেন।

মৌষল যুদ্ধের উপক্রম নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে কুরুধুরন্ধর! নারদ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে উৎসুক হইয়া গোবিন্দের ভুজরক্ষিতা দ্বারকায়[১] বার বার[২] বাস করিতেন। রাজন্! যাঁহার সর্ব্ব লোকেই মৃত্যু (নিশ্চিত;) এরূপ কোন্ ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন ব্যক্তি অমরশ্রেষ্ঠ-দিগেরও উপাস্য মুকুন্দ-পাদ-পদ্ম ভজনা না করিবেন? একদা গৃহাগত সেই দেবর্ষি অর্চ্চিত হইয়া সুখে উপবিষ্ট হইলে পর, বসুদেব অভিবাদন করিয়া এই কথা কহিলেন। শ্রীবসু-দেব কহিলেন, যেমন পিতামাতার আগমন (পুত্রদিগের,) যেমন মহাত্মাদিগের (আগমন) কৃপণ ব্যক্তিদিগের, তেমনি ভগবৎস্বরূপ আপনার (আগমন) সর্ব্ব দেহীর মঙ্গলের নিমিত্ত। দেবচরিত ভূতগণের পক্ষে দুঃখের, এবং সুখের নিমিত্তও হইয়া থাকে[৩]; (কিন্তু) ভবাদৃশ অচ্যুতাত্মা সাধুদিগের (চরিত) কেবল সুখেরই নিমিত্ত হয়। যাঁহারা যেপ্রকার দেবতাদিগকে ভজনা করেন, কর্ম্মসহায় দেবতারাও, ছায়ার ন্যায়,[৪] তাঁহাদিগকে সেই প্রকারেই (ভজনা করেন।)[৫]

১। আচ্ছা, দক্ষশাপাদিহেতু নারদের এক স্থানে অবস্থিতি হইত না। এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া দ্বারকার বিশেষণ দেওয়া হইল, "গোবিন্দের ভুজ দ্বারা রক্ষিতা"। অর্থাৎ, তথায় শাপাদির প্রভাব সম্ভাবিত নহে।

২। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বার বার বিদায় দিলেও, তিনি পুনঃ পুনঃ বাস করিতেন। ৩। অতি বৃষ্ট্যাদি দ্বারা।

৪। অর্থাৎ, যেমন পুরুষ যে প্রকার করে, তাহার ছায়াও সেই প্রকার করিয়া থাকে।

৫। অর্থাৎ, তাহাকে সেই রূপই ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

(কিন্তু) সাধুরা দীনবৎসল [৬]। ব্রহ্মন্! তথাপি [৭] আপনাকে বিবিধ ভাগবত [৮] ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছি; যে সকল শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে মর্ত্ত্য সমুদায় ভয় হইতে মুক্ত হয়। আমি নিশ্চয়ই দেবমায়ায় মোহিত হইয়া, ভূমণ্ডলে মুক্তিপ্রদ সেই পুরাণ (পুরুষকে) পুত্রলাভপ্রয়োজনে পূজা করিয়াছি; মোক্ষপ্রয়োজনে নহে। হে সুব্রত! আপনাদিগকে হেতু করিয়া, আমি যাহাতে বিবিধ-ব্যসন-ভূমি, সর্ব্বত্র হইতে ভয়-সমন্বিত (সংসার) হইতে অনায়াসে সাক্ষাৎ মুক্ত হইতে পারি, তদ্বিষয়ে শিক্ষিত করুন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! ধীমান্ বসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবর্ষি আনন্দিত হইলেন; এবং হরির গুণ গণ দ্বারা [৯] (হরিকে) স্মারিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন।

শ্রীনারদ কহিলেন, হে যাদবশ্রেষ্ঠ! তুমি যে সর্ব্বশোধক ভাগবত ধর্ম্ম সকল জিজ্ঞাসা করিলে, এ তোমার উত্তম উদ্যোগই হইয়াছে। ভাগবত ধর্ম্ম শ্রুত, পঠিত, ধ্যাত, আদৃত বা অনুমোদিত হইলে দেবতা-এবং-বিশ্ব-দ্রোহীকেও [১০] তৎক্ষণাৎ পবিত্র করে। তুমি অদ্য আমাকে পরমকল্যাণ, পুণ্য-শ্রবণ, পুণ্য-কীর্ত্তন, দেব নারায়ণকে স্মরণ করাইয়া দিলে। এই বিষয়ে ঋষভের পুত্রগণ ও মহাত্মা বিদেহরাজের কথোপকথনবিষয়ক

৬। অর্থাৎ, তাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া মঙ্গল করেন।

৭। অর্থাৎ, যদিও আপনাদিগের আগমন মাত্রেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, তথাপি।

৮। অর্থাৎ, যে ধর্ম্মদ্বারা ভগবান্ তুষ্ট হন।

৯। বর্ণনীয়রূপে প্রস্তুত।

১০। অথবা "হে বসুদেব! বিশ্বদ্রোহীকেও" এরূপও অর্থ হইতে পারে।

এক পুরাতন ইতিহাস কথিত হইয়া থাকে;—স্বায়ম্ভুব মনুর যে প্রিয়ব্রত নামে পুত্র, তাঁহার (পুত্র) অগ্নিধ্র; তাঁহা হইতে নাভি; নাভির পুত্র ঋষভ নামে জাত হইয়া থাকেন; (লোকে) বলিয়া থাকে, তিনি বাসুদেবের অংশ; মোক্ষধর্ম্ম বলিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার এক শত ব্রহ্মবিদ্যা-পারগ পুত্র জন্মে; নারায়ণপরায়ণ ভরত তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ; যাঁহার নামে এই অদ্ভুত বর্ষ ভারত (বর্ষ) নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তিনি ভুক্তভোগা এই (পৃথিবীকে) পরিত্যাগ করত নির্গত হইয়া তিন জন্মে তপস্যা দ্বারা হরিকে উপাসনা করিয়া তদীয় পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (ঋষভের) পূর্ব্বোক্ত (পুত্র) সকলের মধ্যে নয় জন এই (ভারতবর্ষের) চতুর্দ্দিকে নয় দ্বীপের অধিপতি হন; একাশীতি জন কর্ম্মতন্ত্র-প্রণেতা ব্রাহ্মণ হন। কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন, (এই) নয় জন পরমার্থ-নিরূপক, (আত্মবিদ্যাভ্যাসে) শ্রমশীল, দিগম্বর, আত্মবিদ্যাবিশারদ মহাভাগ মুনি হইয়াছিলেন। সেই তাঁহারা আত্মনির্ব্বিশেষে সদসদাত্মক বিশ্বকে ভগবৎস্বরূপ দর্শন করত পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অভীষ্ট গতি কোথাও নিবারিত হইত না; তাঁহারা মুক্ত হইয়া সুর, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, ও নাগলোক সকল এবং মুনি, চারণ, ভূতনাথ, বিদ্যাধর, দ্বিজ, এবং গোগণের ভুবন সকলে যথেষ্ট ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একদা ভারতবর্ষে ঋষিদিগের দ্বারা অনুষ্ঠীয়মান মহাত্মা নিমির যজ্ঞে যদৃচ্ছা ক্রমে উপস্থিত হইলেন। রাজন্! সূর্য্যসঙ্কাশ মহাভাগবত

তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া যজমান, এবং অগ্নি ও ব্রাহ্মণ, সকলেই উৎথিত হইলেন। বিদেহ তাঁহাদিগকে নারায়ণপরায়ণ জানিয়া, আনন্দিত হইয়া, তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে পর, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্যরূপে পূজা করিলেন। পরম সন্তুষ্ট রাজা নিজ নিজ প্রভায় প্রকাশমান ব্রহ্মপুত্রতুল্য সেই নয় জনকে, বিনয়ে অবনত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিদেহ কহিলেন, বোধ করিতেছি, আপনারা সাক্ষাৎ ভগবান, মধুরিপুর পার্ষদ; বিষ্ণুর (ভক্ত) জীবগণ লোকদিগকে পবিত্র করত (সর্ব্বত্র) পর্য্যটন করিয়া থাকেন। ক্ষণভঙ্গুর (হইলেও,) মানুষ দেহ দেহিগণের দুর্লভ; সেই (দেহেও) আবার বোধ করি, অচ্যুতপ্রিয় ব্যক্তিদিগের দর্শন দুষ্প্রাপ্য। অতএব, হে নিষ্পাপ সকল! আপনাদিগকে আত্যন্তিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করি; এই সংসারমধ্যে ক্ষণার্দ্ধমাত্রের জন্য হইলেও, সাধুসঙ্গ মনুষ্যগণের পক্ষে নিধি [১১]। হরি যে ধর্ম্ম সকলের দ্বারা প্রীত হইয়া প্রপন্ন ব্যক্তিকে তাঁহার আপনাকেও দান করেন, (আপনারা) সেই সকল ভাগবত-ধর্ম্ম বলুন, যদি আমাদিগের শ্রবণ করিবার হয়।

শ্রীনারদ কহিলেন, হে বসুদেব! নিমি কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই সকল মহত্তম প্রতিপূজা করত প্রীতিপূর্ব্বক সদস্য, ঋত্বিক্ ও রাজাকে কহিলেন।

শ্রীকবি কহিলেন, বোধ করি এই (সংসারে) অচ্যুতের পাদাম্বুজসেবনই সর্ব্বথা অকুতোভয়; অসৎ (দেহাদিতে) আত্ম-

১১। অর্থাৎ, যেমন নিখিলাভে আনন্দ হয়, তেমনি ইহাতেও পরমানন্দ জন্মে।

বুদ্ধিহেতু নিত্যউদ্বিগ্নবুদ্ধি জনগণের উহাদ্বারা ভয়ের নিবৃত্তি হয়। ভগবান্ আত্ম (জ্ঞান) প্রাপ্তির নিমিত্ত অজ্ঞ পুরুষদিগকেও অতিসহজে[১২] যে সকল উপায় বলিয়াছিলেন, সেই সকলকে ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে; রাজন্! যে সকল আশ্রয় করিলে বিঘ্ন দ্বারা ব্যাহত হইতে হয় না;[১৩] এবং এই সকলে[১৪] নেত্রদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক ধাবমান হইলেও স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না; অনুযায়ী স্বভাব হেতু শরীর, বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ, এবং বুদ্ধি ও চিত্ত দ্বারা (জীব) যে যে কর্ম্ম করে, সে সমুদায়ই "পরমেশ্বর নারায়ণকে" এই বলিয়া সমর্পণ করিবে।[১৫] ঈশ্বর-

---

১২। অর্থাৎ, নিজমুখে; কারণ উহা অতি গূঢ়। বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম মন্বাদির মুখ দ্বারা উপদেশ করিয়াছিলেন।

১৩। যেমন যোগাদিতে নানা বিঘ্ন, ইহাতে তেমন নহে।

১৪। অর্থাৎ, এই সকল ভাগবত ধর্ম্মে।

১৫। "নিমীলন" অর্থাৎ অজ্ঞান। কথিত আছে;—"বেদ ও স্মৃতি, (মনুষ্যের) এই দুইটী চক্ষু। যাঁহার একটী নাই, তিনি কাণ; (আর) যাঁহার দুইটী নাই, তিনি অন্ধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।" অর্থাৎ, না জানিয়া।

যেমন পদন্যাসস্থান অতিক্রমপূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র উহার পর পর পদক্ষেপ করত গমন করিলে ধাবন করা হইয়া থাকে, তেমনি এই সকল ভাগবত ধর্ম্মেও কিছু কিছু অতিক্রমপূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র পর পর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়; সেরূপ অনুষ্ঠান করিলে "স্খলিত" (বিঘ্নভাগী) হইতে হয় না; "পতিত" (ফল হইতে ভ্রষ্টও) হইতে হয় না।

"আচ্ছা, ঐ সকল ভাগবত ধর্ম্ম কি? সকল কর্ম্মই ত ঈশ্বরে অর্পিত হইয়া থাকে।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "অনুযায়ী স্বভাব হেতু।" অর্থাৎ, কেবল যে বিধিবিহিত কর্ম্মই অর্পণ করিতে হইবে, এরূপ নহে; স্বভাবানুসারি লৌকিক কর্ম্মও অর্পণ করিতে হইবে।

অথবা এরূপ আশঙ্কাও হইতে পারে, যথা; "আচ্ছা দেহাদিরইত কর্ম্ম, আত্মার ত নহে।" এই আশঙ্কা করিয়াও উত্তর দেওয়া হইতে পারে, "অনুযায়ী স্বভাব হেতু" অর্থাৎ, আত্মা তাঁহার নিজের উপর ব্রাহ্মণাদি স্বভাব অধ্যাস করিয়া লন; সেই স্বভাব হেতু যে সকল কর্ম্ম করেন।"

অর্থাৎ ঈশ্বরে সমর্পণ করা হইলে সকল কর্ম্মই ভাগবত ধর্ম্ম হইল। ভাবার্থ এই।

বিমুখ ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার মায়াবশতঃ স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয় না; (তাহা হইতে, "দেহ আত্মা,") এই (বুদ্ধি-) বিপর্য্যয় ঘটে; (সেই) দ্বিতীয় অভিনিবেশ হইতে ভয় উৎপন্ন হয়; অতএব পণ্ডিত গুরুকে ঈশ্বর ও আত্মস্বরূপ দর্শন করত অব্যভিচারিণী ভক্তি সহকারে সেই ঈশ্বরকে সম্যক্‌রূপে ভজনা করিবেন। [১৬] দ্বৈতপ্রপঞ্চ অবিদ্যমান হইলেও, ধ্যাতার মনো হেতু, স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায়, বিদ্যমানস্বরূপে প্রকাশ পায়; অতএব, যে কর্ম্ম সকলকে সঙ্কল্পিত ও বিকল্পিত করে, সেই মনকে দমন করিবে; তাহার পর অভয় হইবে। [১৭] লোকমধ্যে গীত, চক্রপাণির সুমঙ্গল জন্ম ও কর্ম্ম, এবং জন্ম-কর্ম্মনিচয় যাহার প্রয়োজন, সেই সকল নাম, শ্রবণপূর্ব্বক নির্লজ্জ হইয়া গান করত নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করিবে। [১৮] এইরূপ আচরণকারী ব্যক্তি নিজের প্রিয় (হরির) নাম কীর্ত্তন দ্বারা জাতপ্রেম, ও শ্লথহৃদয় হইয়া, বিবশ উন্মাদের ন্যায়, উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করেন, রোদন করেন, চীৎকার করেন, গান করেন,

---

১৬। "আচ্ছা, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হইতেই ত ভয় হয়; দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিও ত অহঙ্কার হইতে হইয়া থাকে; অহঙ্কারও ত স্বরূপের অস্মৃতিবশতঃই ঘটিয়া থাকে; স্বরূপের অস্মৃতিও ত জ্ঞানদ্বারাই নিবৃত্ত হয়; সুতরাং জ্ঞান হইতেই ভয়ের নিবৃত্তি হয়; তবে পরমেশ্বরকে ভজনা করিবার প্রয়োজন কি?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তির" ইত্যাদি।

১৭। "আচ্ছা জীবের চিত্ত বিষয়ে বিক্ষিপ্ত; তবে তাহার অব্যভিচারিণী ভক্তির সম্ভাবনা কি? অতএব আমরা কি উপায়ে ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "দ্বৈত-প্রপঞ্চ" ইত্যাদি।

১৮। "ইহা ত কোন মতেই করিতে পারা যায় না" এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া "লোকমধ্যে গীত" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে, ইহা অনায়াসে করা যায়।

নৃত্য করেন। [১৯] আর এমন সম্ভাবনা যে, (তিনি) আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতির্গণ, ভূতগণ, দিক্‌সকল, বৃক্ষাদি, নদী, ও সমুদ্র সকলকে, এবং যে কোন ভূতমাত্রকে হরির শরীর (বোধ করিয়া) প্রণাম করিবেন। যেমন ভোজনকারী ব্যক্তির প্রতিগ্রাসেই [২০] সুখ, উদর-পূরণ ও ক্ষুন্নিবৃত্তি, তেমনি (হরির) ভজনকারীর ভক্তি, [২১] প্রেমাস্পদ-ভগবদ্রূপ স্ফূরণ, এবং অন্যত্র (সংসারাদিতে) বিরক্তি, এই তিন এক সময়েই [২২] (উৎপন্ন হয়) [২৩]। রাজন্‌! অনুবৃত্তিপূর্ব্বক অচ্যুতের পাদসেবী ভাগবতের এই প্রকার ভক্তি, বিরক্তি ও ভগবৎ-স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে; তাহার পর তিনি সাক্ষাৎ পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।

শ্রীরাজা কহিলেন, ইহার পর মনুষ্যগণের মধ্যে ভাগবত (ব্যক্তিকে) কীর্ত্তন করুন;—তাঁহার যে ধর্ম্ম; যাদৃশ স্বভাব; যেরূপ আচরণ করেন; যাহা বলেন; এবং যে সকল চিহ্ন দ্বারা ভগবানের প্রিয় হন।

১৯। ভক্তজন ভগবানকে পরাজয় করিতে পারেন, এই ভাবিয়া হাস্য করেন; এতকাল উপেক্ষিত হইয়াছি, এই ভাবিয়া রোদন করেন; সাতিশয় উৎকণ্ঠাবশতঃ চীৎকার করেন; জয় করিয়াছি, এই ভাবিয়া নৃত্য করেন। "পরের নিকট দম্ভ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কি এই সকল করিয়া থাকেন?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, না, "উন্মাদের ন্যায় অবশ হইয়া"।

২০। "গ্রাস" টা উপলক্ষণ মাত্র; অর্থাৎ, প্রতিবারের ভোজনেই।

২১। প্রেমস্বরূপা। ২২। অর্থাৎ, ভজনের সঙ্গেসঙ্গেই।

২৩। "আচ্ছা, আপনি যে গতির কথা কহিলেন, উহা, যাঁহাদিগের যোগ পক্ক হইয়াছে, সে সকল যোগীরও অনেক জন্মেও দুর্ল্লভা; এক জন্মে কেবল নাম কীর্ত্তন করিলেই কিরূপে ঐ গতি লাভ করা যাইবে?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া দৃষ্টান্তের সহিত বলা হইল "যেমন ভোজনকারী ব্যক্তির" ইত্যাদি।

শ্রীকবি কহিলেন, যিনি ব্রহ্মস্বরূপতা হেতু, সর্ব্ব প্রাণীতে আপনার সমন্বয়, এবং ব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে সর্ব্ব ভূতকে, দর্শন করেন, [২৪] ইনিই উত্তম ভাগবত। যিনি ঈশ্বরে, তাঁহার (ঈশ্বরের) অধীন (ব্যক্তি) সকলে, মূর্খগণে, এবং শত্রুনিকরে প্রেম, মিত্রতা, দয়া ও উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম [২৫]। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিমাতেই হরির পূজা করেন, তাঁহার ভক্তগণে বা অন্য কিছুতেই (করেন না,) তিনি প্রাকৃত [২৬]। চিত্ত বাসুদেবে আবিষ্ট থাকাতে, যিনি ইন্দ্রিয়নিবহ দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া, এই (বিশ্বকে) এক বিষ্ণুরই মায়া বলিয়া দর্শন করত দ্বেষও করেন না, হৃষ্টও হন না, [২৭] তিনিই উত্তম ভাগবত। হরি-স্মৃতি হেতু যিনি দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সংসার ধর্ম্ম জন্ম ও মরণ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ও কষ্ট [২৮]

২৪। "যিনি ব্রহ্মস্বরূপতা হেতু," ইত্যাদি যে টুকুর অর্থ, সংস্কৃত বলে তাহার এরূপ অর্থও হয়; যথা;— "যিনি (মশকাদি) সর্ব্ব প্রাণীতেই (নিয়ন্তৃ স্বরূপে বর্ত্তমান হরির সমানরূপ) নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য, আর আত্মা হরিতেই সর্ব্বভূত, দর্শন করেন।"

২৫। ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরাধীন ব্যক্তি সকলে মিত্রতা, মূর্খগণে দয়া, আর শত্রুনিকরে উপেক্ষা করেন; এইরূপে ক্রমে বিভাগ করিয়া লইতে হইবে।

যিনি এরূপ করেন, তাঁহার ভেদদৃষ্টি আছে; এই জন্য তিনি মধ্যম।

২৬। অর্থাৎ, তাঁহার ভক্তি তখনই আরম্ভ হইয়াছে ক্রমে তিনি উত্তম হইবেন।

"যিনি ব্রহ্মস্বরূপতা হেতু," ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "তিনি প্রাকৃত," ইত্যন্ত দ্বারা "তাঁহার যে ধর্ম্ম," রাজার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল।

২৭। অর্থাৎ, বিষয়ে দ্বেষ করেন না; এবং বিষয় ভোগ করিয়া হৃষ্টও হন না।

২৮। দেহের সংসারধর্ম্ম জন্ম ও মরণ; প্রাণের সংসার ধর্ম্ম ক্ষুধা; মনের সংসার ধর্ম্ম ভয়; বুদ্ধির সংসার ধর্ম্ম তৃষ্ণা; আর ইন্দ্রিয়গণের সংসার ধর্ম্ম কষ্ট; এই রূপ ক্রম বুঝিয়া লইতে হইবে।

দ্বারা মুগ্ধ হন না, (তিনিই) ভাগবত-প্রধান। যাঁহার চিত্তে কাম, কর্ম্ম ও বীজের [২৯] সম্ভব নাই, এবং বাসুদেব যাঁহার একমাত্র আশ্রয়, তিনিই ভাগবতের মধ্যে উত্তম। জন্ম, কর্ম্ম, এবং বর্ণ, আশ্রম ও জাতি হেতু যাঁহার এই দেহে অহংভাব উৎপন্ন না হয়, তিনিই হরির প্রিয়। [৩০] বিত্ত এবং দেহবিষয়ে যাঁহার "নিজ" ও "পর" এরূপ ভেদ (জ্ঞান) নাই; এবং যিনি সর্ব্বভূতেই সমান ও শান্ত, তিনিই ভাগবতের মধ্যে উত্তম। (ভগবৎ পদ অপেক্ষা অন্য সার বস্তু নাই, এইরূপ) স্মৃতি ভ্রষ্ট না হওয়াতে, [৩১] যিনি ত্রিভুবনের রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্তও লবার্দ্ধ এবং নিমিষার্দ্ধের জন্যও, শ্রীকৃষ্ণ-বিনিবিষ্ট-চেতা দেবাদি কর্ত্তৃক বিমৃগ্য [৩২] ভগবৎপদারবিন্দ হইতে বিচলিত না হন, তিনিই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ। যেমন চন্দ্র উদিত হইলে রবিতাপ (প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না,) তেমনি ভগবানের উরু-বিক্রমশালি-চরণ-যুগলের অঙ্গুলি সকলের নখমণির শীতল কান্তি দ্বারা সেবকদিগের হৃদয়ের (কামাদি) তাপ নিরস্ত হইলে পর, আর তাহাতে সে তাপ

২৯। অর্থাৎ, কামের ও কর্ম্মের বীজের।—অর্থাৎ, বাসনার।

৩০। "যে চিহ্ন দ্বারা ভগবানের প্রিয় হন;"
"জন্ম, কর্ম্ম," ইত্যাদি দ্বারা, রাজার পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল।

৩১। পরে যে বলা হইতেছে যে "লবার্দ্ধের, নিমিষার্দ্ধের জন্যও" "ভগবৎ পদারবিন্দ হইতে বিচলিত না হন;" ইহাতে বলা যায় যে, যদি নিমিষার্দ্ধ ও লবার্দ্ধের জন্য বিচলিত হইলে ত্রিভুবনের রাজ্য পাওয়া যায়, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি কি?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল, "ভগবৎপদ অপেক্ষা অন্য সার বস্তু নাই, এইরূপ স্মৃতিভ্রষ্ট না হওয়াতে," অর্থাৎ তিনি বিচলিত হইতে পারেন না।

৩২। "ভগবৎপদারবিন্দ হইতে অন্য সার বস্তু নাই;" কেন? কারণ, দেবাদিও প্রাপ্ত হন না; কেবল অন্বেষণ মাত্র করিয়া থাকেন।

কিরূপে সামর্থ্য প্রকাশ করিতে পারে? [৩৩] যিনি, অবশতা-হেতু [৩৪] অভিহিত হইয়াও, পাপরাশি নাশ করিয়া থাকেন, সেই হরি প্রণয়রজ্জু দ্বারা (হৃদয়মধ্যে) বদ্ধ-চরণপঙ্কজ হইয়া যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ না করেন, তিনিই ভাগবতপ্রধান বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo——

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীরাজা কহিলেন, পরম পুরুষ ঈশ্বর বিষ্ণুর মায়া মায়ীদি-গেরও মোহ উৎপাদন করিয়া থাকে; আমরা (ঐ মায়া) জানিতে ইচ্ছা করি; হে ভগবান্ সকল! আমাদিগকে বলিতে আজ্ঞা হউক। [১] আমরা মর্ত্ত্য, সংসারতাপ দ্বারা সাতিশয়

৩৩। অভিলাষ হেতু সাতিশয় মনস্তাপ জন্মিলেই বিষয়াভিসন্ধিতে করিয়া বিচলন হইয়া থাকে; কিন্তু ভগবানের সেবা করিয়া যিনি সুখিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে উহার সম্ভাবনা নাই; "যেমন চন্দ্র উদিত হইলে" ইত্যাদি দ্বারা ইহাই বলা হইল।

"চিত্ত এবং দেহ বিষয়ে" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "প্রকাশ করিতে পারে।" ইত্যন্ত দ্বারা "তিনি যে প্রকার" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল।

৩৪। অর্থাৎ, পীড়াদি বিপদে পতিত হইয়া, অগত্যা।

১। "এই বিশ্বকে এক বিষ্ণুরই মায়া বলিয়া দর্শন করিয়া," এই কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে "পরম পুরুষ ঈশ্বরের মায়া" ইত্যাদি দ্বারা সেই মায়া জিজ্ঞাসা করা হইল।

রূপে তপ্ত হইয়াছি; সেই তাপের ঔষধ হরি-কথা-মৃতরূপ ভবদীয় বাক্য সেবন করিয়া আশা নিবৃত্ত হইতেছে না [২]।

শ্রীঅন্তরীক্ষ কহিলেন, হে মহাবাহো! ভূতাত্মা আদ্য (পুরুষ) নিজ অংশ (জীবগণের) বিষয় ভোগ ও মুক্তির নিমিত্ত, [৩] এই সকল(মহাভূত)দ্বারা,উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট প্রাণী সকল সৃজন করিয়াছিলেন। এই জন্য [৪] পঞ্চ মহাভূত দ্বারা সৃষ্টভূত সকলের মধ্যে (অন্তর্যামীরূপে) প্রবেশ করত এক ও দশপ্রকারে [৫] আপনাকে বিভাগ করিয়া বিষয় সকল ভোগ করেন [৬]। সেই প্রভু [৭] আত্ম-প্রদ্যোতিত গুণগণ দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করত এই সৃষ্ট (শরীরকে) আত্মা বোধ করিয়া ইহাতে আসক্ত হন। দেহধারী ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা বাসনাসহিত কর্ম্ম সকল করিয়া, দুঃখাত্মক কর্ম্মফল সকল লইয়া এই (সংসারে) ভ্রমণ করেন। পুরুষ বহু-অমঙ্গলা-বহ কর্ম্মগতি সকল লাভ করত অবশ হইয়া প্রলয় কাল অবধি উৎপত্তি ও নাশ ভোগ করেন। মহাভূতগণের নাশ নিকটবর্ত্তী হইলে, অনাদি অনন্ত কাল স্থূল সূক্ষ্মাত্মক কার্য্যকে কারণের দিকে আকর্ষণ করে। পৃথিবীতে শত বর্ষ ধরিয়া অতি ভয়ানক বৃষ্টি হইবে; তৎকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উষ্ণ দিবাকর তিন লোককে আত্যন্তিকরূপে তাপিত করিবেন; অনন্তের মুখজাত অগ্নি পাতালতল হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধশিখ

২। "আচ্ছা, পূর্ব্বোক্তরূপ ভাগবত হইয়াইত কৃতার্থ হইতে পার; তবে আর অধিক জিজ্ঞাসা কেন?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "আমরা মর্ত্ত্য," ইত্যাদি।

৩। অথবা, "জীবগণের প্রকৃষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত" এরূপ অর্থও হয়।

৪। অর্থাৎ, জীবগণের উপকারকরণজন্য।

৫। মনোদ্বারা এক প্রকারে, আর দশ বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা দশ প্রকারে।

৬। অর্থাৎ, করান। ৭। অর্থাৎ, জীব।

হইয়া দগ্ধ করিতে করিতে বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সর্ব্ব দিকে বৃদ্ধি পাইয়া উঠিবেন; সম্বর্ত্তক নামে মেঘগণ হস্তি-শুণ্ড-প্রমাণ ধারানিকর দ্বারা শত বৎসর ধরিয়া বর্ষণ করিবে; বিরাট্[৮] জলে লীন হইবেন। রাজন্! তাহার পর বৈরাজ পুরুষ[৯] বিরাটকে পরিত্যাগ করিয়া, ইন্ধনশূন্য অনলের ন্যায়, সূক্ষ্ম কারণে প্রবেশ করিবেন। পৃথিবী বায়ু কর্ত্তৃক হৃতগন্ধ হইয়া জল হইবে; সেই জল হৃত-রস হইয়া জ্যোতিঃ হইবে; জ্যোতিঃ অন্ধকার কর্ত্তৃক হৃত-রূপ হইয়া বায়ুতে লীন হইবে; বায়ু নিজকারণীভূত আকাশ কর্ত্তৃক হৃতস্পর্শ হইয়া আকাশে লীন হইবে; আকাশ কাল-রূপী ঈশ্বর কর্ত্তৃক হৃত-গুণ[১০] হইয়া ঈশ্বরে লীন হইবে। রাজন্! ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বৈকারিক দেবগণের সহিত অহংতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইবে; অহংতত্ত্ব নিজ গুণগণের[১১] সহিত মহৎতত্ত্বে প্রবেশ করিবে।[১২] ভগবানের এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী ত্রিগুণামায়া আমরা বর্ণন করিলাম; আবার কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর?

রাজা কহিলেন, মহর্ষে! যাঁহারা অন্তঃকরণ বশীভূত করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের দুস্তরা এই ঐশ্বরী মায়া স্থূলবুদ্ধি[১৩] ব্যক্তিগণ যে প্রকারে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক্।

৮। ব্রহ্মাণ্ডাদি স্থূল শরীর। ৯। বিরাট-অভিমানী দেবতা।

১০। "গুণ," অর্থাৎ, উহার অসাধারণ গুণ,—শব্দ।

১১। নিজের কার্য্য গুণত্রয়।। ঐ মহৎতত্ত্ব আবার প্রকৃতিতে প্রবেশ করিবে। টীকাকার।

১২। স্বরূপতঃ মায়া নির্দ্দেশ করা অশক্য, এই জন্য "হে মহাবাহো! ভূতাত্মা আদ্য," ইত্যাদি দ্বারা আরম্ভ করিয়া "মহত্তত্ত্বে প্রবেশ করিবে।" ইত্যন্ত দ্বারা যাবদীয় কার্য্য বর্ণনা করিয়া মায়া বর্ণনা করা হইল।

১৩। অর্থাৎ, যাঁহাদিগের দেহে আত্মবুদ্ধি আছে।

শ্রীপ্রবুদ্ধ কহিলেন, স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া (কার্য্যে) প্রবর্ত্তমান, দুঃখনাশ ও সুখের নিমিত্ত কর্ম্ম-আরম্ভকারী মনুষ্যগণের ফলবৈপরীত্য দেখিবে। নিত্য-পীড়াদায়ক, দুর্ল্লভ ও নিজের মৃত্যুস্বরূপ বিত্ত, আর চঞ্চল গৃহ, পুত্র, বন্ধু ও পশু সকল প্রাপ্ত হইয়া কি প্রীতি (হইতে পারে)? লোককে এইরূপ কর্ম্ম-নির্ম্মিত, সুতরাং সাতিশয় নশ্বর বলিয়া জানিবে। আর, যেমন চক্রবর্ত্তীদিগের, তেমনি (মনুষ্যদিগের এই লোককেও) সমান ও শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তৃক ধ্বংসবিশিষ্টস্বরূপে (দেখিবে।) অতএব উত্তম-মঙ্গল-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শব্দব্রহ্মের পারগত, এবং পর ব্রহ্মে নিমগ্ন,[১৪] উপশমাশ্রয়ী[১৫] গুরুর শরণ লইবে। গুরুকেই আত্মা এবং দৈবত জ্ঞান করত অকাপট্য ও সেবা দ্বারা সেই স্থানেই ভাগবত ধর্ম্ম সকল শিক্ষা করিবে; আত্মপ্রদ[১৬] আত্মা হরি যে সকল ধর্ম্ম দ্বারা তুষ্ট হন। প্রথমতঃ সর্ব্ব বিষয় হইতে মনের সঙ্গহীনতা; সাধুদিগের সহিত সঙ্গ; যথোচিতরূপে[১৭] ভূতগণে দয়া, মিত্রতা ও বিনয়; শৌচ;[১৮] স্বধর্ম্মাচরণ; ক্ষমা; বৃথা বাক্যের অকথন; স্বাধ্যায়;[১৯] সরলতা; ব্রহ্মচর্য্য;[২০] অহিংসা; দ্বন্দ্বে সমভাব;[২১] সর্ব্বত্র আত্ম-

---

১৪। অপরোক্ষ ব্রহ্মের অনুভবশালী। ১৫। এইটী পূর্ব্বোক্তের চিহ্ন।

১৬। অর্থাৎ, যিনি উপাসকদিগকে (যেমন বলি প্রভৃতিকে) তাঁহার আপনাকে প্রদান করেন।

১৭। "যথোচিতরূপে" বলাতে বলা হইল, দীনদিগের প্রতি দয়া, সমান ব্যক্তিদিগের সহিত মিত্রতা, এবং শ্রেষ্ঠব্যক্তিদিগের নিকট বিনয়-করণ শিক্ষা করিবে।

১৮। মৃত্তিকা জলাদির দ্বারা বাহ্য শৌচ, আর অদাম্ভিকতা ও অনভিমানিতা দ্বারা আভ্যন্তরিক শৌচ। ১৯। অধিকারানুসারী বেদাদি-অধ্যয়ন।

২০। যাহার যেরূপ বিহিত আছে।

২১। দ্বন্দ্বে, অর্থাৎ, সুখ দুঃখে, শীত গ্রীষ্মে, হর্ষ-ও-বিষাদহীনতা।

দৃষ্টি ও ঈশ্বরদৃষ্টি; [২২] একান্তশীলতা; [২৩] গৃহাদিতে অভিমানশূন্যতা; বিজন প্রদেশে পতিত চীর পরিধান; [২৪] যে কিছুতে সন্তোষ; ভাগবত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা; অন্য (শাস্ত্রে) অনিন্দা; মন-বাক্য-ও-কর্ম্মের দণ্ড করণ; [২৫] সত্য, শম ও দম; [২৬] অদ্ভুতকর্ম্মা হরির জন্ম, কর্ম্ম ও গুণগণের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যান; তাঁহার উদ্দেশে সমুদায় কর্ম্ম করণ; এবং ইষ্ট, দান, তপস্যা, জপ, [২৭] আত্মার প্রিয় যে সদাচার, আর স্ত্রী, গৃহ, পুত্র ও প্রাণকে যে পরমেশ্বরে নিবেদন, [২৮] (তাহা শিক্ষা করিবে।) এইরূপ, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগের আত্মা ও নাথ, সেই সকল মনুষ্যের সহিত মিত্রতা; (স্থাবর জঙ্গম) উভয়ের, এবং মনুষ্যগণের, (বিশেষতঃ) সাধুদিগের, (তন্মধ্যেও) ভগবদ্ভক্তগণের পূজা; পরস্পরের মধ্যে পাবন ভগবদ্‌যশঃ-কথন; পরস্পরে অনুরাগ; পরস্পরে তুষ্টি; ও পরস্পরে আত্মার (সমস্ত দুঃখ-) নিবৃত্তি (শিক্ষা করিবে।) [২৯] পাপরাশিনাশক হরিকে স্মরণ পরস্পর করিয়া ও স্মরণ করাইয়া ভক্তিহেতু [৩০] সমুৎপন্ন ভক্তি [৩১] দ্বারা জাতপুলক দেহ ধারণ করিবে। অচ্যুতচিত্ততাহেতু কখনও

২২। নিত্যজ্ঞান স্বরূপে আত্মদৃষ্টি ;—আর নিয়ন্তা-স্বরূপে ঈশ্বর দৃষ্টি।

২৩। একরূপ-চরিত্রতা। অর্থাৎ, সর্ব্ব-স্থানে সর্ব্ব সময়ে ও সর্ব্ব বিষয়ে একই রূপ ব্যবহার করা।

২৪। অথবা, শুদ্ধ বল্কলাদি পরিধান।

২৫। প্রাণায়ামাদি দ্বারা মনের, মৌনব্রত দ্বারা বাক্যের, আর চেষ্টাহীনতা দ্বারা কর্ম্মের দণ্ডকরণ।

২৬। সত্য,—যথার্থ কথন ; শম,—অন্তঃকরণ-বশীকরণ ; দম,—বাহ্যেন্দ্রিয়-বশীকরণ।

২৭। পুষ্পচন্দনাদি।

২৮। তাঁহার সেবক স্বরূপে, তাঁহাকে নিবেদন করণ।

২৯। পরস্পরে, অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্ত সাধুদিগের সহিত "পরস্পরে"।

৩০। সাধন ভক্তি। ৩১। প্রেম-স্বরূপা ভক্তি।

রোদন করিবে; কখন হাস্য, (কখনও) আনন্দ প্রকাশ করিবে; কখনও অলৌকিক বাক্য ব্যয় করিবে; (কখনও) নৃত্য, (কখনও) গান করিবে; (কখনও) হরিকে অভিনয় করিবে; এইরূপে পরমকে প্রাপ্ত হওয়াতে সুখিত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিবে। এইরূপে ভাগবত ধর্ম্ম সকল শিক্ষা করিতে করিতে সেই (শিক্ষা) জন্য ভক্তিতে করিয়া নারায়ণপর হইয়া দুস্তর মায়া বলপূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইবে।

শ্রীরাজা কহিলেন, নারায়ণনামা পরমাত্মা ব্রহ্মের স্বরূপ আমাগিকে বলা উচিত হইতেছে; [৩২] কারণ আপনারা ব্রহ্ম-বেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ।

শ্রীপিপ্পলায়ন কহিলেন, যাহা এই (বিশ্বের) স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ, এবং স্বয়ং অকারণ; (যাহা) স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি দশায় এবং বাহ্যে (সমাধিপ্রভৃতিতে) অনু-বর্ত্তমান; (আর) দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন যাহা কর্ত্তৃক জীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; হে নরেন্দ্র! তাহাকেই পরম (তত্ত্ব) জান। [৩৩] মন ইহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে না;

৩২। জিজ্ঞাসার ভাবার্থ এই!—

ব্রহ্মই "নারায়ণ," "ভগবান্" ও "পরমাত্মা" কথিত হইয়া থাকেন। নারায়ণ, ভগবান্, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম, ইহাঁরা কি সেই এক বস্তু, না ইহাঁদিগের মধ্যে কোনও বিশেষ আছে?

৩৩। অর্থ এই;—যিনি স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ, এবং স্বয়ং অকারণ, তিনি নারায়ণ, এই পরম তত্ত্ব জান; যিনি স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি দশায় এবং সমাধি প্রভৃতিতে অনুবর্ত্তমান, তিনি ব্রহ্ম, এই পরমতত্ত্ব জান; দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন যাঁহা কর্ত্তৃক জীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনি পরমাত্মা, এই পরম তত্ত্ব জান। আর ইত্যাদি উক্ত লক্ষণ সকলের দ্বারা নারায়ণাদি নামে কথিত হইলেও সকলকেই এক বস্তু বলিয়া জান।

এবং যেমন (অগ্নির) নিজের প্রভা সকল ৩৪ অগ্নিকে (প্রকাশিত বা দাহ করিতে পারে না,) তেমনি বাক্য, চক্ষু, আর বুদ্ধি, প্রাণ ও (অন্যান্য) ইন্দ্রিয় সকলও (ক্রিয়া শক্তি দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। ৩৫) (নিজেই) বোধকনিষেধস্বরূপ বলিয়া, ৩৬ শব্দও আত্মবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ হইয়া, উদ্দেশ্য কথন (মাত্র) রূপে (ইহাকে) কহিয়া থাকে ; (সাক্ষাৎ নহে ;) ইহা না থাকিলে নিষেধ হয় না ৩৭। কার্য্য ও কারণ (সমুদায় সেই) ব্রহ্মরূপেই প্রকাশ পায়; ৩৮ কারণ বিবিধ-শক্তিশালী ৩৯ (ব্রহ্ম) এই দুইয়ের কারণ। আদিতে যে একমাত্র ব্রহ্ম, তাঁহাকেই সত্ব, রজ; তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক (প্রকৃতি) বলিয়া থাকে ; (পরে ক্রিয়া শক্তি হেতু তাঁহাকেই) সূত্র, (আর জ্ঞানশক্তি হেতু) মহৎ বলে; তাহার পর (তাঁহাকেই) "আমি"

৩৪। স্ফুলিঙ্গাদি।

৩৫। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "জ্ঞান ;" ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে "তবে কি তিনি জ্ঞানের বিষয় ?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া "মন ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে না" ইত্যাদি দ্বারা উত্তর দেওয়া হইল "না"।

৩৬। "না পাইয়া, বাক্য, মনের সহিত, যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সকল তাহাদিগের নিজেরই বোধকতা নিষেধ করিতেছে।

৩৭। সমুদায় নিষেধেরই একটী সীমা আছে অর্থাৎ, "ইহা নহে," "উহা নহে" ইত্যাদি ক্রমশঃ নিষেধ করিয়া শেষে একত্র পর্য্যবসান অবশ্যই হইয়া থাকে ; সুতরাং বেদবাক্য সকল যখন নিষেধ করিতেছে, তখন একটা অবধিকে অবশ্যই উদ্দেশ করিতেছে। এই প্রকারে উদ্দেশার্থ-রূপে বেদবাক্য সকল পরমাত্মা প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

৩৮। "আচ্ছা, যদি প্রমাণের গোচর না হইলেন, তাহা হইলে ত "ব্রহ্ম নাই; এই স্থির হইয়া পড়ে"। এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "কার্য্য ও কারণ" ইত্যাদি।

৩৯। "আচ্ছা এক কি করিয়া অনেকের কারণ হয় ?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বিশেষণ দেওয়া হইল, "অনেক-শক্তি-শালী"। অথবা, "মায়াশক্তিশালী" এরূপও অর্থ করা যায়।

এই জীবোপাধিক অহঙ্কার বলিয়া থাকে; (চরমে তিনিই) দেবতা-ইন্দ্রিয়-বিষয়-ও-বিষয়-প্রকাশ-স্বরূপতা হেতু (ব্রহ্মরূপেই প্রকাশ পান। [৪০]) ব্রহ্ম জন্মান না [৪১]; মরিবেন না; বৃদ্ধিও পান না; [৪২] কারণ ইনি জন্ম-বিনাশ-শালী (বস্তু) সকলের বিশেষ বিশেষ অবস্থার দ্রষ্টা; [৪৩] সর্ব্বত্র নিরন্তর অনপায়ি জ্ঞান মাত্র; [৪৪] যেমন প্রাণ ইন্দ্রিয় বল দ্বারা, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানই বিবিধরূপে কল্পিত হইয়া থাকে [৪৫]। [৪৬] প্রাণ বিশেষ বিশেষ অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ সকলে জীবের অনুবর্ত্তন করে; যখন সুষুপ্ত দশায় ইন্দ্রিয়গণ ও অহংতত্ত্ব নাশ পায়, (তখন) আশ্রয় না থাকাতে, (আত্মা) কূটস্থই; আমা-

---

৪০। অর্থাৎ, নিজে সর্ব্বরূপে ভাসমান ব্রহ্মের তাঁহার নিজের অস্তিত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত প্রমাণ অপেক্ষা করে না। ভাবার্থ এই।

৪১। ইহা দ্বারাই বলা হইল যে, তবে তাহার পরেও থাকেন না।

৪২। ইহা দ্বারা বলা হইল যে, সুতরাং তাঁহার বিপরিণামও নাই।

৪৩। অবস্থাসম্পন্ন বস্তু সকলকে যিনি দর্শন করেন, তিনি কখনও তাহাদিগের তুল্যাবস্থ হইতে পারেন না।

৪৪। "আচ্ছা, অবস্থাহীন ইনি আবার কোন্ আত্মা?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলা হইল "জ্ঞান মাত্র"। "আচ্ছা, তবে ত ক্ষণিক হইয়া পড়িলেন" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বিশেষণ দেওয়া হইল, "সর্ব্বত্র অনুবর্ত্তমান"।

৪৫। "আচ্ছা, জ্ঞান ত অনপায়ি নহে; "এই বস্তুটী নীল," এই রূপ জ্ঞান জন্মিলে পূর্ব্বে যে তাহাতে "পীত জ্ঞান" হইয়াছিল, সে জ্ঞান ধ্বংস পায়।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল "যেমন প্রাণ" ইত্যাদি।

৪৬। "আচ্ছা, যদি ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ হন, তাহা হইলে, সমুদায় কার্য্যের জন্মমরণাদি বিকার আছে, সুতরাং ব্রহ্মও বিকারী হইয়া পড়েন।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া "ব্রহ্ম জন্মান না" ইত্যাদি "কল্পিত হইয়া থাকে" ইত্যন্ত দ্বারা উহার নিষেধ করা হইল।

দিগের তাঁহাকে স্মরণ হইয়া থাকে।[৪৭] যখন পদ্মনাভেরই চরণেচ্ছাজাত উরুভক্তি দ্বারা (পুরুষ) গুণকর্ম্মজাত চিত্তমল সকল নাশ করিবেন, তখন সেই (চিত্ত) বিশুদ্ধ হইলে পর, যেমন দৃষ্টি-দ্বয় নির্ম্মল হইলে তাহাদিগের পক্ষে সূর্য্য প্রকাশ, তেমনি (তাঁহার পক্ষে) সাক্ষাৎ আত্মতত্ত্ব লব্ধ হইবে।[৪৮]

শ্রীরাজা কহিলেন, আমাদিগকে কর্ম্মযোগ বলুন, পুরুষ যদ্দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ইহ লোকে শীঘ্র কর্ম্ম সকল বিধুনন করত কর্ম্ম নিবৃত্তিজন্য পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হন। আমি পূর্ব্বে পিতার[৪৯] নিকট এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম, (কিন্তু) ব্রহ্মার পুত্রেরা উত্তর করেন নাই; তদ্বিষয়ে কারণ বলুন।

শ্রীআবির্হোত্র কহিলেন, কর্ম্ম, অকর্ম্ম আর বিকর্ম্ম,[৫০]

৪৭। "আচ্ছা অহঙ্কার পর্য্যন্ত সমুদায়ের লয় হইলে, শূন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে; তখন আর কূটস্থ আত্মা কোথায়?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল, "আমাদিগের তাঁহাকে স্মরণ হইয়া থাকে"। যথা;— "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই;" নিদ্রাবসানে এরূপ স্মরণ হইয়া থাকে। অতএব যখন এরূপ স্মরণ হয়, এবং যে বস্তু অনুভূত না হয়, তাহার স্মরণ সম্ভবে না, ইহা নিশ্চিত, তখন সুষুপ্তিদশায় আত্মা থাকেনই; বিষয়সম্বন্ধের অভাব হেতু স্পষ্টভাবে থাকেন না। ভাবার্থ এই।

৪৮। "আচ্ছা যদি সুষুপ্তিদশায় কূটস্থ আত্মার অনুভব হইল, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সংসার হয় কেন? যদি বল যে অবিদ্যা ও তজ্জন্য সংস্কার সকল তখনও বিদ্যমান থাকাতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যানিবর্ত্তক অনুভব কবে হইবে?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল "যখন পদ্মনাভের" ইত্যাদি।

৪৯। অর্থাৎ, ইক্ষ্বাকুর। "ব্রহ্ম পুত্রেরা, অর্থাৎ," সনকাদি।

৫০। কর্ম্ম;—বিহিত কর্ম্ম; অকর্ম্ম,—নিষিদ্ধ কর্ম্ম; বিকর্ম্ম,—বিহিত কর্ম্মের অকরণ।

এ সকল বেদবাক্য, পুরুষবাক্য নহে; [৫১] বেদও ঈশ্বরাত্ম[৫২] বলিয়া পণ্ডিতগণ তাহাতে মুগ্ধ হন। [৫৩] পরোক্ষবাদ [৫৪] এই বেদ, যেমন বালকদিগকে অনুশাসন করিয়া ঔষধ (প্রদান করা হয়,) তেমনি কর্ম্মমোক্ষের নিমিত্ত কর্ম্ম সকল উপদেশ করে। [৫৫] কিন্তু অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং অজ্ঞ যে ব্যক্তি স্বয়ং বেদোক্ত আচরণ না করে, সে বিহিত কর্ম্মের অনাচরণ-রূপ অধর্ম্ম-হেতু মৃত্যুর পর মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়। (পুরুষ) নিঃসঙ্গ হইয়া ঈশ্বরে অর্পণপূর্ব্বক বেদোক্ত কার্য্য করিয়াই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন; ফলশ্রুতির প্রয়োজন প্রবৃত্তি। [৫৬] যিনি পর জীবাত্মার অহঙ্কার-বন্ধন শীঘ্র ছেদন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈদিক বিধির

৫১। পুরুষ বাক্য হইলে বক্তার অভিপ্রায়বলে অর্থজ্ঞান করিতে পারা যায়; বেদবাক্যের, অর্থাৎ ঈশ্বর বাক্যের কেবল বাক্যের পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া অর্থ জ্ঞান করা যাইতে পারে; সেটী অতি দুষ্কর।

৫২। অর্থাৎ, ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত।

৫৩। অতএব, তুমি তখন বালক বলিয়া সনকাদি তোমার প্রশ্নের উত্তর করেন নাই। ভাবার্থ এই।

রাজার প্রথম প্রশ্ন অতি গহন, এই জানাইবার নিমিত্ত প্রথমে তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

৫৪। যেখানে অন্য প্রকার অর্থ গোপন করিবার নিমিত্ত অন্যথা করিয়া বলা হয়, তাহার নাম "পরোক্ষবাদ"।

৫৫। দৃষ্টান্ত এই;—

যেমন পিতা বালক পুত্রকে ঔষধ পান করাইবার সময় লড্ডুকাদি দ্বারা প্রলোভন করেন, এবং লড্ডুকাদি প্রদানও করেন; কিন্তু যেমন এস্থলে লড্ডুকাদিলাভ ঔষধ পানেরপ্রয়োজন নহে, আরোগ্যই তাহার একমাত্র প্রয়োজন; তেমনি বেদও অবান্তর ফল দ্বারা প্রলোভন করিয়া কর্ম্ম করায়, ঐ সকল অবান্তর ফল প্রদান করে; কিন্তু ঐ সকল ফললাভ কর্ম্ম-করণের প্রয়োজন নহে; কর্ম্মমোক্ষই উহার একমাত্র প্রয়োজন।

৫৬। "আচ্ছা কর্ম্ম-মোক্ষই যদি পুরুষের প্রয়োজন হইল, তবে প্রথম হইতেই কেন কর্ম্ম করুক না?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল, "কিন্তু অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং" ইত্যাদি দ্বারা।

সহিত একত্রিত করিয়া তন্ত্রোক্ত[৫৭] বিধিদ্বারা দেব কেশবের অর্চ্চনা করিবেন। আচার্য্য হইতে অনুগ্রহ লাভ করত, তিনিই অর্চ্চনার প্রকার প্রদর্শন করিলে পর, নিজের অভিমত মূর্ত্তি দ্বারা মহাপুরুষকে অর্চ্চনা করিবেন। পবিত্র হইয়া (প্রতিমার) সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণসংযম ও ভূত-শুদ্ধ্যাদি দ্বারা দেহকে শোধন করিয়া হরিকে অর্চ্চনা করিবেন। প্রতিমাদিতে বা হৃদয়েই হউক, (প্রথমতঃ) পুষ্পাদি, মৃত্তিকা, আত্মা ও প্রতিমাকে অর্চ্চনার যোগ্য করিয়া[৫৮] যথালব্ধ উপচার দ্বারা, পরে পাদ্যাদিপাত্রবিরচন করত সমাহিত হইয়া, হৃদয়ে যাঁহাকে পূজা করা হইয়াছে, তাঁহাকে মূর্ত্তিতে বিশোধন করতঃ হৃদয়াদিন্যাস করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। অঙ্গ-উপাঙ্গ-সহিতা[৫৯] সপরিবারা সেই সেই মূর্ত্তিকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয়াদি[৬০] এবং গন্ধ, মাল্য, আতপ তণ্ডুল,[৬১] মালা, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা নিজ নিজ মন্ত্র সহকারে (অর্চ্চনা করিবেন।) বিধিবৎ সাঙ্গ পূজা করিয়া স্তুতি দ্বারা স্তব করত হরিকে নমস্কার করিবেন। আপনাকে

৫৭। "তন্ত্র" অর্থাৎ আগম। আগম সপ্তলক্ষণযুক্ত;—(১) সৃষ্টি; (২) প্রলয়; (৩) দেবতাদিগের অর্চ্চন; (৪) সমুদায় দেবতার সাধন; (৫ পুরশ্চরণ; (৬) ষট্‌কর্ম্ম সাধন; (৭) চতুর্ব্বিধ ধ্যানযোগ।

এই শাস্ত্র শিবের মুখ হইতে আগত; গিরিজার শ্রুতিপথপ্রাপ্ত; এবং বাসুদেবের অভিমত; এই জন্য ইহার নাম "আগম" হইয়াছে।

৫৮। অর্থাৎ, শোধন করিয়া।

৫৯। "অঙ্গ,"—হৃদয়াদি; আর "উপাঙ্গ,"—সুদর্শনাদি; তৎসহিতা।

৬০। "আদি" শব্দে মধুপর্ক বিবক্ষিত।

৬১। আতপ তণ্ডুল তিলকালঙ্কার বিরচন করিবার নিমিত্ত, পূজায় ব্যবহার করিবার নিমিত্ত নহে। "আতপ তণ্ডুল দ্বারা বিষ্ণুকে আর কেতকী দ্বারা মহেশ্বরকে পূজা করিবে না।" এই নিষেধ আছে।

তন্ময় চিন্তা করিয়া হরির মূর্ত্তি পূজা করিবেন; এবং নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া পূজিতকে নিজ স্থানে স্থাপন করিয়া [৩২] (পূজা সমাপন করিবেন।) এই প্রকারে অগ্নি, সূর্য্য, জলাদি, অতিথি বা হৃদয়ে যিনি ঈশ্বর আত্মাকে অর্চ্চনা করিবেন, তিনি শীঘ্র মুক্ত হইবেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo——

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীরাজা কহিলেন, হরি যে যে ইচ্ছাজন্ম স্বীকার করত ইহলোকে যে যে কর্ম্ম সকল করিয়াছিলেন, করিতেছেন, বা করিবেন, আপনারা আমাদিগকে সেই সকল বলুন।

শ্রীদ্রবিড় কহিলেন, যিনি অনন্তের অনন্ত গুণ সকল গণনা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বালবুদ্ধি[১]। অনেক কালে কোনও প্রকারে পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করিতে পারিবেন, অখিল শক্তির আধার (ভগবানের গুণকর্ম্ম-গণনা করিতে পারিবেন না।) আত্মসৃষ্ট পঞ্চভূত দ্বারা বিরাজ পুর[২] নির্ম্মাণ করত যখন নিজ অংশ দ্বারা[৩]

৩২। হৃদয়ে দেবকে, আর পুষ্পপাত্রে মূর্ত্তিকে স্থাপন করিয়া।

১। বালকের বুদ্ধির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি; অর্থাৎ, তিনি মন্দবুদ্ধি। অথবা, তাঁহার বুদ্ধি বালা, অর্থাৎ অদূরদর্শিনী।

২। অর্থাৎ, ব্রহ্মাণ্ড শরীর।

৩। ইহাতে করিয়া বলা হইল, লীলাক্রমে প্রবেশ করিয়া; ভোক্তৃ-স্বরূপে নহে।

তাহাতে প্রবেশ করিলেন, আদিদেব নারায়ণ তখন "পুরুষ" নাম প্রাপ্ত হইলেন। এই ত্রিভুবনসন্নিবেশ তাঁহার শরীর। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা দেহধারীদিগের উভয়বিধ ইন্দ্রিয় সকল; তাঁহার নিজ স্বরূপ ভূতসত্ত্ব হইতে জ্ঞান; (এবং তাঁহার) প্রাণ হইতে দেহশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি (উৎপন্ন হইয়াছে।) সত্ত্বাদি দ্বারা স্থিতি, লয় ও সৃষ্টি-কার্য্যে (তিনি) আদিকর্ত্তা। আদিতে যাঁহার রজোদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি কার্য্যে ব্রহ্মা; (সত্ত্ব দ্বারা) পালন কার্য্যে যজ্ঞপতি, দ্বিজধর্ম্মসেতু বিষ্ণু; এবং তমোদ্বারা ধ্বংস কার্য্যে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন; আর (যাঁহা হইতে) এই প্রজাবর্গে সতত এই প্রকার স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে, তিনি আদ্য পুরুষ।

দক্ষের দুহিতা ধর্ম্মের (ভার্য্যা) মূর্ত্তির গর্ভে প্রশান্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ নর ও নারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন; তিনি কর্ম্মত্যাগ-রূপ কর্ম্ম উপদেশ ও আচরণ করিয়াছিলেন; অদ্যাপিও প্রধান ঋষিদিগের কর্ত্তৃক সেবিতপাদ হইয়া অবস্থিতি করিতে-ছেন। "(ইনি তপস্যাবলে) আমার ধাম গ্রহণ করিতে অভি-লাষী হইয়াছেন," ইন্দ্র এই আশঙ্কা করিয়া পরিবারের সহিত মদনকে (তাঁহার নিকটে) প্রেরণ করেন; তিনি অপ্সরোগণ, বসন্ত ও সুমন্দ বায়ুর সমভিব্যাহারে বদরি নামক (আশ্রমে) গমন করিয়া, তাঁহার প্রভাব না জানিয়া, স্ত্রীদিগের দৃষ্টিরূপ বাণ-সমূহ দ্বারা (তাঁহাকে) বিদ্ধ করিলেন। আদিদেব, অপরাধ ইন্দ্রকৃত জানিয়া, গর্ব্বশূন্য[৪] হইয়া হাস্য করত (শাপভয়ে)

৪। "অহো! আমি ধীর" এই প্রকার গর্ব্বশূন্য।

কম্পমান (কামদেব প্রভৃতিকে) কহিলেন, "হে সমর্থ মদন! হে মারুত! হে দেবকামিনীবৃন্দ! ভয় করিও না; আমাদিগের পূজা গ্রহণ কর; এই আশ্রমকে অশূন্য কর[৫]।" হে রাজন্! অভয়প্রদ (নারায়ণ) এই প্রকার কহিলে দেবতারা লজ্জাভরে নতশির হইয়া কৃপাযুক্ত[৬] তাঁহাকে কহিলেন, বিভো! আপনি (মায়ার) পরবর্ত্তী, (সুতরাং) অবিকৃত; আত্মারাম ব্যক্তি সকল আপনার পাদপদ্মে আনত; আপনাতে ইহা[৭] আশ্চর্য্যের নহে। যাঁহারা আপনাকে সেবা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে দেবতাকৃত অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; (যেহেতু) তাঁহারা (তাঁহাদিগের) নিজের ধাম (স্বর্গ) অতিক্রম করিয়া আপনার পরম পদে গমন করিতেছেন; অন্যের (সে সকল বিঘ্ন) ঘটে না; (কারণ) সে যজ্ঞে (তাঁহাদিগকে) তাঁহাদিগের নিজ নিজ ভাগ বলি প্রদান করে। (কিন্তু) আপনি রক্ষাকর্ত্তা থাকাতে, (আপনার ভক্তেরা) নিশ্চয়ই বিঘ্নের মস্তকে পদার্পণ করেন। কেহ কেহ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ত্রিকাল-গুণ সমূহ,[৮] মারুত, জিহ্বার ভোগ ও শিশ্নের ভোগস্বরূপ অপার জলধি আমাদিগকে উত্তীর্ণ হইয়া বিফল ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়; গোষ্পদে মগ্ন হয়; অনর্থক দুশ্চর তপস্যা পরিত্যাগ করে।[৯]

৫। যদি আতিথ্য না করা হয়, তাহা হইলে আশ্রমশূন্যপ্রায় হইবে।

৬। অথবা,—"যাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে কৃপা জন্মায়, এইরূপ করিয়া" কহিলেন।

৭। ক্ষোভিত না হওয়া ও অনুকম্পা করা।

৮। শীত, উষ্ণ, বর্ষা।

৯। যেমন মনুষ্য জলে মগ্ন হইলে বিবশ হইয়া মস্তকস্থিত ভার ফেলিয়া দেয়, তেমনি শাপাদি দান করিয়া বৃথা তপস্যা নষ্ট করে; তাহাতে না মোক্ষ, না ভোগ, কিছুই সাধিত হয় না।

তাঁহারা এইরূপ বলিতে থাকিলে, বিভু তাঁহাদিগকে সুন্দররূপে অলঙ্কৃতা অদ্ভুত-দর্শনা স্ত্রী সকল প্রদর্শন করিলেন, (তাহারা তাঁহার) সেবা করিতেছিল। সেই সকল দেবানুচর মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় স্ত্রী সকলকে দর্শন করিয়া রূপ এবং ঔদার্য্য দ্বারা হতশ্রী হইয়া তাহাদিগের গন্ধে মুগ্ধ হইলেন। দেবদেবেশ হাস্য করিয়া প্রণত তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইহাদিগের মধ্যে সমানরূপা এক জনকে স্বর্গ-ভূষণ রূপে বরণ কর। [১০] "যে আজ্ঞা" এই বলিয়া আজ্ঞা গ্রহণ করত তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সুরবন্দী সকল অপ্সরঃ-প্রধান উর্ব্বশীকে অগ্রে করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন; এবং প্রণাম করিয়া সভাতে শ্রবণকারী দেবগণের সমক্ষে ইন্দ্রকে নারায়ণের বল নিবেদন করিলেন। ইন্দ্র বিস্মিত হইয়া ত্রস্ত হইলেন।

হংসস্বরূপী দত্তাত্রেয়, (সনকাদি) কুমার, আমাদিগের পিতা ভগবান্ ঋষভ, (ইহাঁরা) বিষ্ণু, জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত অংশে অবতীর্ণ হইয়া যোগ কহিয়াছিলেন; হয়গ্রীবাবতারে মধুরিপু বেদ সকল আহরণ করিয়াছিলেন; মৎস্যাবতারে মনু, ইলা এবং ওষধি সকলকে বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন; জল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করিবার সময় ক্রোড়দেশে দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন; কূর্ম্মাবতারে অমৃতোন্মথনকালে পৃষ্ঠে করিয়া পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন; কুম্ভীরের মুখ হইতে বিপদ্‌-গ্রস্ত কাতর গজেন্দ্রকে মোচন করিয়াছিলেন; (গোষ্পদে)

১০। বরণ করিতে বলিতেছেন, কিন্তু আমরা নিকৃষ্ট, ইহাদিগকে কি করিয়া বরণ করিব? এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "সমানরূপা"। "কৈ একজনও আমাদিগের অনুরূপা নহে" এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, আচ্ছা নাই হউক্, তথাপি "স্বর্গভূষণরূপে বরণ কর।"

নিপতিত, স্তবকারী শ্রমণ ঋষিদিগকে,[১১] বৃত্রের বধ হেতু (ব্রহ্মহত্যারূপ) পাতকে প্রবিষ্ট ইন্দ্রকে, এবং অসুর গৃহে নিরুদ্ধ অনাথ দেবমহিলাদিগকে (বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন; (নৃসিংহ অবতারে) সাধুদিগের অভয়ের নিমিত্ত অসুররাজকে সংহার করিয়াছিলেন; সমুদায় মন্বন্তরে দেবতাদিগের উপকারার্থ দেবাসুরের সংগ্রামে অংশ সকলের দ্বারা দৈত্যপতিদিগকে সংহার করিয়া ভুবন সকল পালন করিয়াছিলেন; বামন হইয়া যাচ্ঞাচ্ছলে বলির নিকট হইতে এই পৃথিবী হরণ করিয়াছিলেন, এবং অদিতির পুত্রদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন; হৈহয় বংশের নাশের নিমিত্ত (জাত) ভার্গবরূপ অগ্নি রাম ত্রিসপ্ত বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন; সেই রাম সাগরকে বন্ধন করিয়াছিলেন; লঙ্কাস্থিত দশকন্ধরকে সংহার করিয়াছিলেন; লোক-মলনাশক-কীর্ত্তিশালী সীতাপতি জয়ভাগী হইয়া আছেন[১২]। অজন্মা পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবতাদিগেরও দুষ্কর কর্ম্ম সকল করিবেন; যজ্ঞের অপাত্র, যজ্ঞকারী (দৈত্যদিগকে অহিংসা) বাদ দ্বারা বিমুগ্ধ করিবেন;[১৩] শেষে কলিতে শূদ্র[১৪] রাজাদিগকে সংহার করিবেন। হে মহাভুজ! ভূরিযশাঃ (নারায়ণের) এই প্রকার ভূরি ভূরি জন্ম ও কর্ম্ম; এই স্থলে বর্ণন করিলাম।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

১১। "শ্রমণ" যতি বিশেষ "ঋষি" বালিখিল্য গণ।
১২। বর্ত্তমান অবতার।
১৩। বৌদ্ধাবতার বলা হইল।
১৪। অর্থাৎ যবনপ্রায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীরাজা কহিলেন, প্রায় অনেকে ভগবান্ হরিকে ভজনা করেন না ; হে আত্মতত্ত্ববেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ সকল ! অজিতচেতা, (সুতরাং) অনিবৃত্ত-কাম সেই সকল (ব্যক্তির) প্রাপ্য কি ? [১]

শ্রীচমস কহিলেন, গুণের দ্বারা [২] ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ পৃথক্ আশ্রম সকলের সহিত পুরুষের মুখ, বাহু, ঊরু ও পাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। [৩] ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা সাক্ষাৎ নিজের নিজের উৎপত্তিস্থান পুরুষ ঈশ্বরকে ভজনা না করেন, [৪] অথবা অবজ্ঞা করেন, [৫] তাঁহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন। হরিকথা, (সুতরাং) অচ্যুতকীর্ত্তন কতক গুলির দূরবর্ত্তী ; ইহারা, আর স্ত্রীগণ ও শূদ্রাদি ভবাদৃশ (ব্যক্তি) সকলের অনুকম্পনীয়। [৬] জন্ম এবং উপনয়ন ও অধ্যয়নাদি দ্বারা হরির পাদসান্নিকট্য লাভ করিয়াও, বেদোক্ত অর্থবাদ [৭] জ্ঞাত

১। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভক্তেরা বিঘ্নের মস্তকে পদার্পণ করেন, আর অভক্তদিগের অনেক বিঘ্ন ঘটে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে যে, তবে তাহাদিগের গতি কি হয় ?

২। সত্ত্ব গুণ দ্বারা ব্রাহ্মণ ; সত্ত্ব ও রজোগুণ দ্বারা ক্ষত্রিয় ; রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা বৈশ্য ; আর তমোগুণ দ্বারা শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

৩। নিজের জনক ; অতএব গুরুভগবান্কে অনাদর করে, সুতরাং গুরুদ্রোহহেতু দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, এইটী বলিবার নিমিত্ত ভগবান্ হইতে চারিবর্ণের উৎপত্তি বলা হইল।

৪। জানেন না, সুতরাং ভজনা করেন না।

৫। যাঁহারা জানিয়াও ভজনা করেন না

৬। তন্মধ্যে যাহারা অজ্ঞ, আপনার সদৃশ ব্যক্তিদিগের তাহাদিগের প্রতি দয়া করা কর্ত্তব্য।

৭। স্তুতিবাক্য

থাকাতে, ব্রাহ্মণ, অথবা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মোহে পতিত হন।[৮] কর্ম্মে অপণ্ডিত, অনম্র, মূর্খ, অথচ পণ্ডিতাভিমানী (সেই) মূঢ় সকল যে মিষ্ট বাক্য দ্বারা মুগ্ধ হয়, সেই বাক্য হেতুই চারু বাক্য সকল কহিয়া থাকে[৯]। রজোগুণ থাকাতে ভয়ানক অভিসন্ধিসম্পন্ন,[১০] কামুক, সর্পসদৃশক্রোধশালী, দাম্ভিক, অভিমানী (ঐ) পাপিষ্ঠ সকল অচ্যুতপ্রিয় (সাধুদিগকে) উপহাস করিয়া থাকে। স্ত্রীর উপাসক ঐ সকল ব্যক্তি, যাহাতে মৈথুনসুখই শ্রেষ্ঠ, সেই সকল গৃহে (বসতি করিয়া) পরস্পর মঙ্গলের কথা কহিতে থাকে।[১১] দক্ষিণা, অন্নদান বা দক্ষিণাবিধান না করিয়া যাগ করে; এবং বিশেষ না জানিয়া[১২] কেবল জীবিকার নিমিত্ত পশুহত্যা করে। খল সকল ধনাদি সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য, বিদ্যা, দান, রূপ, বল ও কর্ম্মনিবন্ধন সমুৎপন্ন গর্ব্বেতে করিয়া অন্ধবুদ্ধি হইয়া হরিপ্রিয় সাধুদিগকে ও ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে। মূর্খেরা সমুদায় দেহীতে, আকাশের ন্যায়,[১৩] নিরন্তর অবস্থিত, অভীষ্ট,[১৪] বেদে উপগীত,[১৫] ঈশ্বর আত্মাকে শ্রবণ করে না; (কারণ) মনোরথ সকলের আলাপেই কথোপকথন করিয়া থাকে।[১৬]

৮। যাহারা ঈষৎ জ্ঞানলাভ করিয়া অহঙ্কৃত, তাহাদিগকে পারা ভার; সুতরাং তাহারা উপেক্ষণীয়।

৯। স্বর্গে অপ্সরোদিগের সহিত বিহার করিব। ইত্যাদি।

১০। মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি।

১১। আমি অদ্য এই লাভ করিয়াছি; এই লাভ করিব, ইত্যাদি।

১২। হিংসার দোষ না জানিয়া। ১৩। ইহা দ্বারা সঙ্গহীনতা বলা হইল।

১৪। ইহা দ্বারা বলা হইল যে তিনি পুরুষার্থ।

১৫। ইহা দ্বারা তাঁহার স্ফুটতা প্রকাশ করা হইল।

১৬। এরূপ পণ্ডিতাভিমানী হইলেও তাহারা বেদের তত্ত্বার্থ অবগত নহে, "মূর্খেরা" ইত্যাদি "করিয়া থাকে" ইত্যন্ত দ্বারা এইটী বলা হইল।

লোকে স্ত্রীসঙ্গম, এবং আমিষ ও মদ্য সেবা প্রাণিমাত্রেরই রাগ-প্রাপ্ত; অতএব তদ্বিষয়ে প্রেরণা নাই।[১৭] বিবাহ, যজ্ঞ এবং সুরাগ্রাহ[১৮] দ্বারা ঐ সকলেতে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে;[১৯] ইহাদিগেতে নিবৃত্তিই অভীষ্ট।[২০] যে ধর্ম্ম হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান, পরেই (নির্ব্বাণরূপা) প্রকৃষ্টা শান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই ধর্ম্মই ধনের একমাত্র ফল। (এই) ধনকে (উপরি-উক্ত মূঢ়েরা) গৃহে[২১] যোজনা করে; দেহের দুরন্ত-বীর্য্য মৃত্যুকে দেখিতে পায় না। সুরার আঘ্রাণভক্ষণ(ই) বিহিত হই-

---

১৭। যখন ঐ কএকটী রাগতঃ প্রাপ্তই আছে, তখন সুতরাং ঐ সকলে "প্রেরণা" অর্থাৎ বিধির আবশ্যকতা নাই। অর্থাৎ "স্ত্রীসঙ্গ, মদ্য ও আমিষ ভোজন করিবে" লোককে এরূপ বিধি দিতে হয় না; কারণ সেরূপ বিধি না দিলেও তাহারা স্বভাবতঃ তদ্বিষয়ক অনুরাগহেতু তাহা করিবেই করিবে।

১৮। সৌত্রামণী যাগে সুরাগ্রহণ কার্য্য। এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগেরও সুরাপান বিহিত আছে।

১৯। "আচ্ছা যদি ঐ সকল রাগতঃই প্রাপ্ত হইল, সুতরাং ঐ সকল বিধান করিবার আবশ্যকতা থাকিল না, তবে "ঋতুতে ভার্য্যা গমন করিবে" এরূপ বিধি হয় কেন?" সত্য এরূপ বিধি আছে; কিন্তু এ বাস্তবিক বিধি নয়; কারণ যাহা পূর্ব্বে প্রাপ্ত ছিল না, তাহাকে যে পাওয়ায় তাহারই নাম বিধি; এস্থলে স্ত্রীগমন প্রাপ্তই ছিল; সুতরাং "ঋতুতে ভার্য্যাগমন করিবে" এটী নিয়মবিধি নহে; কিন্তু নিয়মবিধি স্বরূপে রাগীদিগের পক্ষে অনুজ্ঞা মাত্র করা হইতেছে। "বিবাহ যজ্ঞ" ইত্যাদি "প্রদত্ত হই-য়াছে" ইত্যন্ত দ্বারা ইহাই বলা হইল।

"বিবাহেই স্ত্রী সেবা; যজ্ঞেই মাংস সেবা; এবং সৌত্রামণীতেই মদ্য সেবা করিবে" এই সকল বাক্য দ্বারা বলা হইতেছে, যে তোমরা ত এই সকল করিবেই; তবে এই সকল স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে করিবে না। কিন্তু এ সকল বাক্য দ্বারা লোকদিগকে ঐ সমুদায় করণে নূতন বিধি দেওয়া হইতেছে না।

২০। "আচ্ছা যখন যেপ্রকার হউক, এক প্রকারে ইহাদিগের কর্ত্ত-ব্যতাবিষয়ে নিয়ম করা হইতেছে, তখন নিন্দাটা কর্ত্তব্য হয় না," এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল "এই সকলে নিবৃত্তিই অভীষ্ট।)"

২১। অর্থাৎ, দেহাদি প্রতিপালনার্থ।

য়াছে; এইরূপ পশুদিগেরও আলভন (মাত্র)[২২] (বিহিত হই-য়াছে;) হিংসা[২৩] নহে; (সুতরাং যথেষ্ট ভক্ষণে অনুমতি নাই;) এইপ্রকার সন্তানের নিমিত্তই স্ত্রীসঙ্গমের (বিধান করা হই-য়াছে;) রতির নিমিত্ত নহে; (অতএব মনোরথবাদীরা) ইহাকে বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম জ্ঞান করেন না। এই বিষয়ে অজ্ঞ যে সকল গর্ব্বিত সদভিমানী অসাধু নিঃশঙ্ক[২৪] হইয়া পশু হিংসা করে, সেই সকল (পশু) পরকালে তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। যাহারা (অভিচারাদি দ্বারা) পরের শরীরে আত্মা ঈশ্বর হরির দ্বেষ করে, তাহারা পুত্রাদির সহিত এই দেহে বদ্ধ-স্নেহ হইয়া অধঃপতিত হয়। যাহারা মূঢ়তা অতিক্রম করি-য়াছে, অথচ যাহারা ত্রিবর্গপ্রধান, ও উপশান্তিক্ষণরহিত,[২৫] সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা (নিজেই) সৎ আত্মাকে অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। অজ্ঞানে জ্ঞানমানী অশান্ত এই সকল আত্মঘাতী কালেতে করিয়া নষ্টমনোরথ, (সুতরাং) অকৃতকৃত্য হইয়া দুঃখ পায়। বাসুদেবপরাঙ্মুখ (এই সকল ব্যক্তি) আত্মমায়া দ্বারা বিরচিত গৃহ, পুত্র, সুহৃৎ ও শ্রী পরিত্যাগ করিয়া, ইচ্ছা না করিলেও, নরকে প্রবেশ করে।

শ্রীরাজা কহিলেন, সেই ভগবান্ কোন্ কালে, কিরূপ-আকারসম্পন্ন, কীদৃশবর্ণশালী হইয়া কি নামে, এবং কি প্রকার

২২। অর্থাৎ, দেবতার উদ্দেশে পশু হনন। "কথিত আছে, দেবতার উদ্দেশে যে হিংসা সে হিংসা নহে।" ২৩। ভক্ষণোদ্দেশে পশু হনন।

২৪। মূলে "বিস্রব্ধাঃ" এই শব্দ আছে। ইহার তিন অর্থ হয়; (১) "নিঃশঙ্ক হইয়া;" (২) "ইহা দ্বারা মনোরথ সিদ্ধ হইবে, এইরূপ বিশ্বস্ত হইয়া;" (৩) "তৎকালে প্রতিপালন করিতেছে, সুতরাং তাহাদিগের উপর পশুগণের বিশ্বাস আছে"।

২৫। অথবা দেহাদি নিত্য; এইরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন।

বিধিতে মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, এস্থলে তাহা কীর্ত্তন করুন।

শ্রীকরভাজন কহিলেন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই সকলে কেশব নানাবর্ণ, নানানামধারী, নানাবিধ-আকার-সম্পন্ন হইয়া নানা বিধিতেই পূজিত হইয়া থাকেন। সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, জটিল, বল্কলবাসা এবং কৃষ্ণাজিনের উপবীত, অক্ষ, দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী। তখন শান্ত, বৈরহীন, সুহৃদ্,[২৬] সমদর্শী মনুষ্যসকল চিন্তা, এবং শম ও দম দ্বারা দেবকে পূজা করেন। (এই কালে ভগবান্) হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত, ও পরমাত্মা, (এই সকল নামে) গীত হইয়া থাকেন। ত্রেতাযুগে ইনি রক্তবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, ত্রিমেখল,[২৭] পিঙ্গকেশ, বেদাত্মা এবং স্রক্‌স্রুকাদি চিহ্নে চিহ্নিত[২৮]। তখন ধর্ম্মিষ্ঠ, ব্রহ্মবাদী মনুষ্যেরা সর্ব্বদেবময় সেই দেব হরিকে বেদত্রয়োক্ত কর্ম্ম সকল দ্বারা পূজা করেন। (এই যুগে ভগবান্) বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিপুত্র, সর্ব্বদেব, উরুক্রম[২৯] বৃষাকপি,[৩০] জয়ন্ত[৩১] এবং উরুগায়,[৩২] (এই সকল নামে) কথিত হইয়া থাকেন। দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবাসা, নিজ-(চক্রাদি-) অস্ত্রশস্ত্রধারী, এবং শ্রীবৎসাদি চিহ্ন

২৬। অর্থাৎ, সর্ব্বপ্রাণীর "সুহৃদ্"।

২৭। অর্থাৎ, দীক্ষার অঙ্গভূতা ত্রিগুণা (যাহার তিনটী থাই) মেখলা-সম্পন্ন। অর্থাৎ, যজ্ঞমূর্ত্তি।

২৮। "স্রক্" অর্থাৎ মাল্য। "স্রুক্" অর্থাৎ, বিকঙ্কত কাষ্ঠে বিনির্ম্মিত বটপত্রাকৃতি যজ্ঞপাত্র বিশেষ।

২৯। বিশাল বিক্রমশালী।

৩০। অর্থাৎ, যিনি কাম সকল বর্ষণ এবং ক্লেশ সমূহ বিধূনন করেন।

৩১। যিনি সর্ব্বদা জয়শালী আছেন।

৩২। যাঁহার কীর্ত্তি বিশালা।

সকলে চিহ্নিত। রাজন্! ঈশ্বরকে জানিতে ইচ্ছুক মর্ত্ত্য সকল তখন মহারাজচিহ্নে চিহ্নিত [৩৩] পুরুষকে বেদ ও তন্ত্র দ্বারা পূজা করেন। "বাসুদেব আপনাকে নমস্কার; সঙ্কর্ষণকে নমস্কার; প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, ভগবান্ আপনাকে নমস্কার; নারায়ণ, ঋষি, [৩৪] পুরুষ, মহাত্মা, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপী, সর্ব্বভূতাত্মা (আপনাকে) নমস্কার;" হে পৃথিবীপতে! দ্বাপরে (লোকেরা) এই বলিয়া জগদীশ্বরের স্তব করিয়া থাকেন। কলিতেও নানাতন্ত্র-বিধান দ্বারা, [৩৫] যেরূপ (পূজা করিয়া থাকেন,) তাহা শ্রবণ কর। বিবেকী ব্যক্তিরা (তখন) কৃষ্ণবর্ণ, কান্তিতে করিয়া কৃষ্ণ, [৩৬] অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-ও-পার্ষদ-সহিত [৩৭] (দেবকে) সংকীর্ত্তনবহুল [৩৮] অর্চ্চনা দ্বারা অর্চ্চনা করেন। "হে মহাপুরুষ! আমি সর্ব্বদা ধ্যেয়, পরিভব-নাশক [৩৯], মনোরথ-পূরক, তীর্থের আস্পদী-ভূত, [৪০] বিধিবিরিঞ্চ কর্ত্তৃক স্তুত, শরণ্য [৪১] ভৃত্যের আর্ত্তিহারক, প্রণতজনের রক্ষাসাধন ভবসাগরতরণি আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। হে মহাপুরুষ! আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা

৩৩। ছত্রচামরাদিযুক্ত।

৩৪। নর ঋষি।

৩৫। ইহা দ্বারা বলা হইল যে কলিতে তন্ত্রমার্গই প্রধান।

৩৬। অর্থাৎ, কৃষ্ণাবতার। এতদ্দ্বারা কলিতে শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রাধান্য প্রদর্শন করা হইল।

৩৭। "অঙ্গ,"—হৃদয়াদি; "উপাঙ্গ,"—কৌস্তুভাদি; "অস্ত্র"—সুদর্শনাদি; "পার্ষদ,"—সুনন্দাদি।

৩৮। "সংকীর্ত্তন," অর্থাৎ নামোচ্চারণ এবং স্তুতি।

৩৯। "পরিভব,"-অর্থাৎ কুটুম্বাদিকৃত তিরস্কার।

৪০। অর্থাৎ, গঙ্গাদির আশ্রয় হওয়াতে পবিত্রকারক।

৪১। "আচ্ছা, শিব ও বিরিঞ্চ ত কৃতার্থ; তাঁহারা কি অভিলাষে তাঁহার স্তব করিবেন?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল "শরণ্য" অর্থাৎ তিনি আশ্রয়ের যোগ্য; অর্থাৎ, সুখাত্মক।

করি ; যে ধর্ম্মিষ্ঠ[৪২] আপনি সুদুস্ত্যজা[৪৩] দেববাঞ্ছিতা রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া পিতার বচনক্রমে বনে গমন এবং দয়িতার অভীপ্সিত মায়ামৃগের অনুসরণ করিয়াছিলেন।”

হে রাজন্! মঙ্গলনিকরের অধীশ্বর ভগবান্ হরি যুগজীবী মনুষ্যদিগের কর্ত্তৃক এইপ্রকার যুগানুরূপ নাম ও মূর্ত্তি দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। গুণজ্ঞ,[৪৪] সারভাগী,[৪৫] আর্য্যসকল কলির সর্ব্বাপেক্ষা আদর করিয়া থাকেন; যাহাতে কেবল সংকীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্ব পুরুষার্থ লব্ধ হইয়া থাকে।[৪৬] ইহ (সংসারে) ভ্রমণকারী মনুষ্যদিগের ইহা[৪৭] অপেক্ষা পরম লাভ আর নাই। ইহা হইতে পরমা শান্তি লাভ করিতে পারেন; এবং (ইহা হইতে) সংসার নাশ পায়। রাজন্! সত্যাদির মনুষ্য সকল কলিতে জন্ম ইচ্ছা করেন। মহারাজ! কলিতে কোন কোন স্থানে (প্রজা সকল) নারায়ণপরায়ণ হইবে; দ্রবিড়ে অনেকে (হইবে;) যথায় তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী কাবেরী, মহাপুণ্যা প্রতীচী ও মহানদী। হে লোকনাথ! যে সকল মনুষ্য ঐ সকলের জলপান করেন, তাঁহারা প্রায় ভগবান্ বাসুদেবের

৪২। “বনে গিয়াছিলেন কেন? কি রাজ্যের বৈফল্য দেখিয়া?” এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল না “ধার্ম্মিক”। তবে কেন গিয়াছিলেন? “পিতার বচন ক্রমে”।

৪৩। ভবাদৃশ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের “সুদুস্ত্যজা”।

৪৪। অর্থাৎ, যাঁহারা কলির গুণ জ্ঞাত আছেন।

৪৫। “আচ্ছা, কলিতে ত দোষই অনেক, তবে কেন প্রশংসা করিয়া থাকেন?” এই প্রশ্নের উত্তরক্রমে বলা হইল “সারভাগী” অর্থাৎ “সারগ্রাহী,” অর্থাৎ যাঁহারা দোষাংশ গ্রহণ না করিয়া কেবল গুণাংশই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৪৬। “এই যুগে গুণ কি?” এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল “যাহাতে কেবল সংকীর্ত্তন দ্বারা” ইত্যাদি।

৪৭। অর্থাৎ, সংকীর্ত্তন।

ভক্ত হন; এবং তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়। রাজন্! যিনি কার্য্য[৪৮] পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে শরণ্য মুকুন্দের শরণ লইয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব, মনুষ্য ও পিতৃগণের কিঙ্কর বা ঋণী নহেন। নিজপাদমূল-ভজনকারী, অন্যে পরিত্যক্ত-রাগ[৪৯] প্রিয়ের[৫০] যদি কোন প্রকারে কোনও বিকর্ম্ম ঘটে, তাহা হইলে পরেশ হৃদিস্থিত হরি[৫১] সে সমুদায় দূর করেন।

শ্রীনারদ কহিলেন, সেই মিথিলরাজ এই প্রকার ভাগবত ধর্ম্ম সকল শ্রবণ করত প্রীত হইয়া, উপাধ্যায়ের সহিত, জয়ন্তীর পুত্র ঋষিদিগকে পূজা করিলেন। অনন্তর দর্শন-কারী সর্ব্বলোকের সমক্ষে সিদ্ধগণ অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ধর্ম্ম সকল আচরণ করত পরমা গতি প্রাপ্ত হইলেন। হে মহা-ভাগ! আপনিও শ্রদ্ধাযুক্ত এবং নিঃসঙ্গ হইয়া এই সকল শুভ ভাগবত ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে পরম পদ লাভ করিবেন। আপনাদিগের স্ত্রী পুরুষের যশে জগৎ পূরিত হইয়াছে; যে হেতু ভগবান্ ঈশ্বর হরি আপনাদিগের পুত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণে পুত্রস্নেহকারী আপনাদিগের আত্মা

৪৮। অথবা, "ভেদ দর্শন" পরিত্যাগ করিয়া। অর্থাৎ, "বাসুদেবই সমুদায়" এই বুঝিয়া।

৪৯। "অন্যে" অর্থাৎ, দেহাদিতে; অথবা অন্য দেবতাতে।

৫০। "আচ্ছা যে বিকর্ম্ম করিল, সে ত তাঁহার আজ্ঞা ভঙ্গ করিল, হরি কি করিয়া তাহা সহ্য করিবেন?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "প্রিয়ের"।

৫১। "আচ্ছা তিনি ত পাপক্ষালনের নিমিত্ত তাঁহাকে ভজনা করিতে-ছেন না।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল "হৃদিস্থিত"। অর্থাৎ, তিনি তাঁহার হৃদয়ে থাকেন, সুতরাং তিনি নিজেই তাঁহার বিকর্ম্ম দূর করেন।

দর্শন, আলিঙ্গন, স্পর্শন; এবং একত্র শয়ন, উপবেশন ও ভোজন দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়াছে। শিশুপাল, পৌণ্ড্রক ও শাল্বাদি নৃপতি সকল বৈরবশতঃ ভোজন এবং উপবেশনকালে গতি, বিলাস ও বিলোকনাদি যোগে তাঁহার আকৃতি ধ্যান করিয়া তদীয় গতিলাভ করিয়া ছিলেন; তখন যাঁহাদিগের চিত্ত তাঁহাতে অনুরক্ত, তাঁহাদিগের কথা আর কি বলিব? সর্ব্বাত্মা, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে পুত্রবুদ্ধি করিবেন না; মায়ামনুষ্যভাবে তাঁহার ঐশ্বর্য্য গূঢ় রহিয়াছে; তিনি অব্যয় পর (পুরুষ;) পৃথিবীর ভারভূত অসুরাবতার রাজাদিগকে নাশ এবং সাধুদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ তাঁহার যশ (লোকের) মুক্তির নিমিত্ত সংসারে বিস্তার করা হইতেছে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, মহাভাগ বসুদেব এবং মহাভাগা দেবকী ইহা শ্রবণ করত সাতিশয় বিস্মিত হইয়া আত্মার মোহ দূর করিলেন। যিনি সমাধিসম্পন্ন হইয়া এই পবিত্র ইতিহাস ধারণ করেন, তিনি সংসারে মোহ দূর করিয়া ব্রহ্ম হইবার উপযুক্ত হন।

পঞ্চম অধ্যায়ে জায়ন্তেয় উপাখ্যান সমাপ্ত।

——00——

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীবেদব্যাস-তনয় কহিলেন, অনন্তর আত্মজগণ, দেবগণ ও ব্রজেশ্বরগণে পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা; ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া প্রাণিবর্গের মঙ্গলের অধীশ্বর ভব; মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্র; ভগবান্ আদিত্যগণ; বসুগণ; অশ্বিনযুগল; অঙ্গিরস; রুদ্রগণ; বিশ্বেদেবগণ; সাধ্যগণ; গন্ধর্ব্বগণ; অপ্সরোগণ; নাগগণ; সিদ্ধ, চারণ ও গুহ্যকগণ; ঋষিগণ; পিতৃগণ; এবং বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ; সকলে শ্রীকৃষ্ণকে সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া দ্বারকায় আগমন করিলেন; যে (শ্রীকৃষ্ণ-) দেহ দ্বারা ভগবান্ লোকের মনোরম হইয়া লোকমধ্যে সর্ব্ব লোকের পাপনাশক যশঃ বিস্তার করিয়াছিলেন। (তাঁহারা) সেই বিভ্রাজমানা, মহাঋদ্ধিতে সমৃদ্ধা (নগরীতে) অদ্ভুতদর্শন শ্রীকৃষ্ণকে অবিতৃপ্ত লোচন হইয়া দর্শন করিলেন; এবং স্বর্গের উদ্যানস্থিত মাল্যনিকর দ্বারা যদুশ্রেষ্ঠকে আচ্ছাদন করিয়া মনোহরপদ [১] ও অর্থ সম্পন্ন বাক্য সকলের দ্বারা জগদীশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবতারা কহিলেন, নাথ! কর্ম্মময় দৃঢ় পাশ হইতে মুক্তি ইচ্ছা করত ভাবুকেরাও অন্তর্হৃদয়ে যাহা চিন্তা করেন, [২] আমরা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রাণ, মন ও বাক্য দ্বারা [৩] আপনার

১। শৃঙ্খলাবদ্ধ।

২। তাঁহারাও কেবল চিন্তামাত্র করেন; দেখিতে পান না।

৩। প্রণাম অষ্টাঙ্গ; (১) বাহুদ্বয় দ্বারা (২) পাদদ্বয় দ্বারা (৩) জানুদ্বয় দ্বারা (৪) বক্ষঃস্থল দ্বারা (৫) মস্তক দ্বারা (৬) চক্ষু দ্বারা (৭) মনো দ্বারা (৮) বাক্য দ্বারা।

সেই পদারবিন্দে নমস্কার করি। হে অজিত! আপনি মায়ার গুণে অবস্থিত হইয়া[৪] ত্রিগুণা মায়া দ্বারা আপনাতে এই দুর্বিভাব্য প্রপঞ্চ সৃজন, পালন ও ধ্বংস করিয়া থাকেন,[৫] (অথচ) এই সকল কর্ম্মের সহিত লিপ্ত হন না; (কারণ) আপনি (রাগাদি-) দোষরহিত; যেহেতু অনাবৃত আত্ম-সুখে অভিরত। হে পূজ্য! হে শ্রেষ্ঠ! আপনার যশোবিষয়ে শ্রবণযোগে পরিপুষ্টা সৎশ্রদ্ধা দ্বারা সাধুদিগের যেরূপ (শুদ্ধি হয়,) বিদ্যা, শ্রুত, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা ও কর্ম্ম দ্বারা রাগীদিগের সেরূপ শুদ্ধি হয় না[৬]। হে ঈশ! মুনিগণ মোক্ষের নিমিত্ত প্রেমার্দ্র হৃদয়ে করিয়া আপনার যে চরণ বহন করেন; ভক্তেরা সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করিবার বাসনায় যাহাকে (বাসুদেবাদি) মূর্ত্তিতে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; এবং ধীর ব্যক্তিরা স্বর্গ অতিক্রম পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাহাকে ত্রিকাল অর্চ্চনা করেন; সংযত-হস্ত (যাজ্ঞিকেরা) হবিঃ গ্রহণ করত বেদোক্ত বিধি অনুসারে[৭] যাহাকে চিন্তা করেন;

৪। নিয়ন্তারূপে অবস্থিত হইয়া।

৫। "আচ্ছা, আমিও ত দৃষ্টাদৃষ্ট কর্ম্ম সকল করিতেছি, তবে মুমুক্ষুরা কেন কর্ম্মপাশ ছেদনের নিমিত্ত আমার পাদ চিন্তা করিবেন?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া "হে অজিত!" ইত্যাদি দ্বারা উত্তর দেওয়া হইল। অর্থাৎ, এ সকল অল্প কর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, রাগীদিগের মুক্তিসাধন যশোবিস্তার করিবার নিমিত্ত আপনি সৃষ্ট্যাদি গুরুতম কর্ম্মসকল করিয়া থাকেন।

৬। সুতরাং তাহাদিগকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত, আত্মারাম হইলেও, আপনাকে কর্ম্ম করিতে হয়।

৭। "আচ্ছা, যে দেবতার নিমিত্ত হবিঃ গ্রহণ করা হয়, হবিঃ প্রক্ষেপ করিতে হইলে তাঁহারই ধ্যান করিবে" এই বচন থাকাতে সেই দেবতারই চিন্তা করার বিধান রহিয়াছে, তবে আমাকে কিরূপে চিন্তা করা হয়?" এই—তর্কের উত্তর ক্রমে বলা হইল "যে বেদোক্তবিধান অনুসারে"। অর্থাৎ, ইন্দ্রাদি-রূপে যজ্ঞপুরুষকেই চিন্তা করা হয়।

আত্মা আপনার মায়াকে জানিতে অভিলাষী যোগীরা অধ্যাত্ম যোগে যাহাকে চিন্তা করিয়া থাকেন; আর পরম ভাগবতেরা যাহাকে সর্ব্বতঃ পূজা করেন; সেই চরণ আমাদিগের বিষয়-বাসনা সকলের ধূমকেতু[৮] হউক। বিভো! ভগবতী লক্ষ্মী সপত্নীর ন্যায় এই পর্য্যুসিতা বনমালার সহিত স্পর্দ্ধা করেন;[৯] (তথাপি) যে আপনি "অতি সুসম্পাদিত হইয়াছে" এই ভাবিয়া এই বনমালা দ্বারা সম্পাদিত পূজা গ্রহণ করেন,[১০] সেই আপনার পাদপদ্ম আমাদিগের বিষয়বাসনা-সমূহের ধূমকেতু হউক।[১১] হে ভূমন্! হে ভগবন্! আপনার যে ত্রিবিক্রমশালী, বিজয়ধ্বজস্বরূপ,[১২] ত্রিধাপাতিনী-[১৩]গঙ্গা-রূপ-পতাকাসম্পন্ন, দেবাসুরসেনার অভয়-ও-ভয়প্রদ, এবং সাধুদিগের স্বর্গ, ও খল ব্যক্তিদিগের অধোগমনের নিমিত্ত-ভূত পদ, তাহা ভজনকারী আমাদিগকে পাপ হইতে বিশুদ্ধ করুক। পরস্পর পীড্যমান[১৪] ব্রহ্মাদি দেহী সকল, নাসিকা বিদ্ধ করিয়া বদ্ধ গোসমূহের, ন্যায় প্রকৃতি-পুরুষের পরবর্ত্তী যে কালরূপী[১৫] আপনার বশে অবস্থিতি করিতেছেন,[১৬]

৮। অর্থাৎ, দাহক।

৯। "আমি যথায় বাস করি, সেই বক্ষঃস্থলেই এ পর্য্যুসিতা হইলেও বাস করিতেছে!" এইরূপ স্পর্দ্ধা।

১০। অথবা, "আপনার যে পাদ পূজা গ্রহণ করে" এরূপ অর্থও করা যায়।

১১। "বিভো! ভগবতী লক্ষ্মী" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে, পূর্ব্বোক্ত সেবকদিগের মধ্যে পরমভাগবতদিগের উপরেই আপনার লক্ষ্মী হইতেও অধিকতরা প্রীতি।

১২। তন্মধ্যে মধ্যম বিক্রমে পদ সত্যলোকে গমন করিয়াছিল; অতএব অতি উন্নত "বিজয়ধ্বজস্বরূপ"। ১৩। অথবা তিন লোকে পাতিনী"।

১৪। যুদ্ধ দ্বারা। ১৫। অর্থাৎ, প্রবর্ত্তক।

১৬। অতএব তাঁহারা জয় পরাজয় বিষয়ে স্বাধীন নহেন।

সেই পুরুষোত্তম আপনার চরণ আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুক।[১৭] আপনি এই বিশ্বের উদয়, স্থিতি, ও সংযমের হেতু; (কারণ) আপনাকে প্রকৃতি, পুরুষ, ও মহৎতত্ত্বের নিয়ন্তা বলিয়া থাকে; (আর যে) ত্রিনাভিসম্পন্ন,[১৮] সমুদায়ের নাশে প্রবৃত্ত, গভীরবেগশালী কাল, সেও এই আপনি; অতএব আপনি উত্তম পুরুষ।[১৯] যে অমোঘবীর্য্য পুরুষ আপনা হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে মায়ার সহিত, গর্ব্ভের ন্যায়, মহৎতত্ত্ব ধারণ করেন, সেই পুরুষই সেই মায়ার সহিত অনুগত হইয়া বাহ্য-আবরণ-সমূহ-সমন্বিত হৈম অণ্ডকোষ সৃজন করিয়াছেন।[২০] অতএব আপনি স্থাবরের ও জঙ্গমের অধীশ্বর; কারণ; হে হৃষীকেশ! মায়া কর্ত্তৃক প্রকাশিত যে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, তদ্দ্বারা উপস্থাপিত বিষয় সকল ভোগ করিয়াও আপনি লিপ্ত নহেন; যাঁহারা অন্য[২১] তাঁহারা নিজে নিজেই অবিদ্যমান[২২] বিষয় হইতে ভীত হয়।[২৩] মন্দহাস্য-বিলসিত-পূর্ব্বক কটাক্ষ দৃষ্টি দ্বারা প্রদর্শিত অভিপ্রায় হেতু মনোহারি ভ্রূমণ্ডল দ্বারা বিক্ষিপ্ত সুরত-সম্বন্ধি-মন্ত্র-সহযোগে চতুর

১৭। "আচ্ছা দেবতা ও অসুরেরা ত যুদ্ধে পরস্পরেই জয়ী ও পরাজিত হইতেছেন; আমি সে বিষয়ে কে?" এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল "পরস্পর পীড্যমান" ইত্যাদি দ্বারা।

১৮। তিনটী মাস চতুষ্টয় বিশিষ্ট।

১৯। "আমি ক্ষয়ের অতীত; অক্ষয হইতেও উত্তম; এই জন্য লোকে এবং বেদেও আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত"। ভগবদ্গীতা।

২০। বলা হইয়াছে যে আপনিই প্রকৃতি প্রভৃতি দ্বারা জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা। এক্ষণে, যে প্রকারে ইহার কর্ত্তা, "যে অমোঘবীর্য্য" ইত্যাদি দ্বারা তাহা বলা হইল।

২১। জীব বা যোগী সকল। ২২। অথবা, পরিত্যক্ত।

২৩। "আচ্ছা আমার ঐরূপ ঈশ্বরত্ব কোথা হইতে জানিতে পারিলে?" ই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল "অতএব আপনি" ইত্যাদি দ্বারা।

মন্মোহন কামকলা দ্বারা যোড়শসহস্র পত্নী যাঁহার মন মুগ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই, (সেই আপনি লিপ্ত নহেন।) (অতএব) আপনার অমৃত কথারূপ-উদক-বাহিনী [২৪] এবং পাদ-প্রক্ষালন-জল-নদী [২৫] সকল ত্রিলোকের পাপসমূহ ক্ষালন করিতে সমর্থ;—বেদজাত (তীর্থ) [২৬] শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা, আর পাদজাত (তীর্থ) অঙ্গসঙ্গ দ্বারা; (এই জন্য) নিজ নিজ আশ্রমধর্ম্মাবলম্বী সকল আপনার তীর্থদ্বয় সেবা করিয়া থাকেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, শঙ্করের সহিত ব্রহ্মা দেবগণের সমভিব্যাহারে হরির এই প্রকার স্তব করত গোবিন্দকে নমস্কার করিয়া আকাশে থাকিয়া [২৭] কহিতে লাগিলেন।

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন, হে প্রভো! পূর্ব্বে আমরা পৃথিবীর ভার অবতারণের নিমিত্ত আপনাকে জানাইয়াছিলাম; হে অশেষাত্মন্! তাহা সেই রূপই করিয়াছেন। আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ সাধুদিগেতে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন; সর্ব্ব লোকের পাপ-নাশিকা কীর্ত্তিও সর্ব্বদিকে বিস্তার করিয়াছেন; অনুত্তম রূপ-ধারণ করত যদুর বংশে অবতীর্ণ হইয়া জগতের হিতের নিমিত্ত উদ্দাম-বিক্রম-সম্পন্ন কার্য্য সকল করিয়াছেন; হে ঈশ! আপনার যে সকল চরিত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া কলিতে সাধু মনুষ্যবর্গ সহসা অজ্ঞান পার হইবেন। হে পুরুষোত্তম! হে বিভো! আপনি যদুবংশে অবতীর্ণ হওয়া অবধি পঞ্চবিংশাধিক এক শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। হে অখিলা-

২৪। কীর্ত্তি নদী।
২৫। গঙ্গাদি। ২৬। কীর্ত্তি নদী।
২৭। দেবতারা পৃথিবী স্পর্শ করেন না।

ধার! এখন আর আপনার দেবকার্য্য অবশিষ্ট নাই; এই কুলও বিপ্রশাপ হেতু নষ্টপ্রায় হইয়াছে; অতএব, যদি কর্ত্তব্য মনে করেন, নিজ পরম ধামে প্রবেশ করুন; বৈকুণ্ঠের কিঙ্কর লোকপাল আমাদিগকে লোক সহ পরিত্রাণ করুন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে দেবেশ! আপনি যাহা বলিলেন, আমিও ইহা অবধারণ করিয়াছি; আপনাদিগের সমুদায় কার্য্য করিয়াছি; পৃথিবীর ভার অবতারণ করিয়াছি। শৌর্য্য-বীর্য্য-যুক্ত শ্রী দ্বারা উদ্ধত প্রসিদ্ধ যাদবকুল লোক গ্রাস করিতে উদ্যত; বেলা কর্ত্তৃক সমুদ্রের ন্যায়, আমা কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া আছে। যদি দর্পিত যাদবগণের বংশ সংহার না করিয়া যাই, তাহা হইলে উদ্বেল ইহা দ্বারা এই লোক নষ্ট হইবে। এক্ষণে বংশের দ্বিজ-শাপ-জন্য নাশ উপস্থিত হইয়াছে; হে নিষ্পাপ ব্রহ্মন্! ইহার অবসানে তোমার ভবনে গমন করিব [২৮]।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, দেব স্বয়ম্ভু লোকনাথ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত, দেবগণের সহিত নিজ ধামে গমন করিলেন।

অনন্তর সেই দ্বারকায় মহা উৎপাত সকল সমুত্থিত হইল। দর্শন করিয়া ভগবান্ সমাগত বৃদ্ধ যাদবদিগকে কহিলেন, শ্রীভগবান্ কহিলেন, এই (নগরীতে) সর্ব্বদিকে মহা উৎপাত সকল উৎথিত হইতেছে; আমাদিগের কুলের উপর ব্রাহ্মণগণের দুরত্যয় শাপও আছে। হে আর্য্য সকল! জীবিত ইচ্ছা করিলে, আমাদিগের এস্থানে বাস করা উচিত হয় না;

২৮। অর্থাৎ, বৈকুণ্ঠে যাইবার সময় তোমার ভবন হইয়া যাইব।

অদ্যই সাতিশয়পবিত্র প্রভাস তীর্থে গমন করা যাউক; বিলম্ব করা নহে; যে (প্রভাসে) স্নান করিয়া দক্ষশাপ হেতু যক্ষ্মারোগগ্রস্ত তারানাথ তৎক্ষণমাত্রে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার কলাবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরাও তাহাতে স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবতাদিগর তর্পণ করত নানা-গুণসম্পন্ন অন্ন দ্বারা শোভন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া সেই সকল পাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিয়া, নৌকা সকলের দ্বারা সমুদ্রের ন্যায়, বিবিধ দান দ্বারা পাপ সকল উত্তীর্ণ হইব।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে কুরুনন্দন! যদুগণ ভগবান্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তীর্থগমনে মন করিয়া যান সকল যোজনা করিতে লাগিলেন। রাজন্! তাহা দর্শন করিয়া, ভগবানের বাক্য শুনিয়া, এবং ভয়ানক উৎপাত সকল নিরীক্ষণ করিয়া, শ্রীকৃ-ষ্ণের নিত্য অনুগত উদ্ধব নির্জ্জনে মিলিত হইয়া জগতের ঈশ্বর সকলের ঈশ্বরের পাদযুগলে মস্তক দ্বারা প্রণাম করত কৃতা-ঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে দেবেদেবেশ! হে যোগেশ! হে পুণ্যশ্রবণ! হে পুণ্যকীর্ত্তন! নিশ্চয়ই তুমি এই কুল সংহার করিয়া লোক পরিত্যাগ করিবে; যেহেতু ঈশ্বর তুমি সমর্থ হইয়াও বিপ্রশাপ খণ্ডন করিলে না। হে কেশব! হে নাথ! আমি ক্ষণার্দ্ধের নিমিত্তও তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে সাহসী হই না; আমাকেও নিজ ধামে লইয়া চল। হে কৃষ্ণ! মনুষ্যগণের পরম-মঙ্গলস্বরূপ, কর্ণের পীযূষতুল্য ত্বদীয় বিক্রী-ড়িত আস্বাদন করিয়া লোকেরা অন্য স্পৃহা পরিত্যাগ করে;

আমরা ভক্ত হইয়া কিরূপে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, স্থিতি, স্নান, ক্রীড়া ও ভোজনাদিতে প্রিয় আত্মা তোমাকে ত্যাগ করিব! তোমা কর্ত্তৃক উপভুক্ত মাল্য, চন্দন, বস্ত্র ও অলঙ্কারে চর্চ্চিত হইয়া উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা তোমার মায়া জয় করিয়া থাকি [২৯]। বাতবসন, [৩০] ঊর্দ্ধরেতা, শ্রমণ, শান্ত, অমল, সন্ন্যাসী ঋষি সকল তোমার ব্রহ্মনামক ধামে গমন করেন; হে মহাযোগিন্! আমরা কিন্তু সংসারে কর্ম্ম মার্গ সকলে ভ্রমণ করিলেও, তোমার ভক্তগণের সহিত তোমার বিষয়ে কথোপকথন করিয়া মনুষ্যগণের অনুকরণ যে গতি, ও হাস্য-সম্বলিত পরিহাস এবং কর্ম্ম ও বাক্য সকল তাহা স্মরণ করিয়া ও স্মরণ করাইয়া দুস্তর অন্ধকার উত্তীর্ণ হইব।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ দেবকীনন্দন এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়া একমনাঃ, প্রিয় ভৃত্য উদ্ধবের প্রতি বাক্য বলিলেন।

ভগবান্ ও উদ্ধবের কথোপকথন আরম্ভ নামক
ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

——০০——

২৯। "তোমা কর্ত্তৃক উপভুক্ত" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে, ত্যাগ করিতে পারি না বলিয়াই প্রার্থনা করিতেছি, মায়ার ভয়ে নহে।
৩০। অর্থাৎ, দিগম্বর।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি আমাকে যাহা কহিলে, আমি তাহাই করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ব্রহ্মা, ভব এবং লোকপাল সকলে আমার বৈকুণ্ঠবাস প্রার্থনা করিয়াছেন। আমি এই লোকে দেবকার্য্য অশেষ প্রকারে নিষ্পাদন করিয়াছি, আমি যাহার নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অংশে অবতীর্ণ হইয়াছি। বংশ শাপে নির্দ্দগ্ধ হইয়া পরস্পর কলহ করত নাশ পাইবে; সপ্তম দিনে সমুদ্রও এই নগরীকে প্লাবিত করিবে। হে সাধো! এই লোক যেমন আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে, অমনি ইহার মঙ্গল নাশ পাইবে; এবং কলি শীঘ্রই ইহাকে আক্রমণ করিবে। আমি মহীতল পরিত্যাগ করিলে, তুমি এস্থানে বাস করিবে না। হে ভদ্র! কলিযুগে লোকের প্রবৃত্তি জঘন্য হইবে। তুমি স্বজন ও বন্ধুগণে স্নেহ এবং সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমাতে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করত সমদর্শী হইয়া পৃথিবী বিচরণ কর। মন, বাক্য, চক্ষুযুগল ও শ্রবণাদি দ্বারা গৃহ্যমাণ এই যে (বিশ্ব,) ইহাকে মনোময়, মায়াময় ও নশ্বর বলিয়া জান।[১] বিক্ষিপ্তমনা পুরুষের ভেদবিষয়ক ভ্রমই গুণদোষভাগী। গুণদোষবুদ্ধি (পুরু-

---

১। "লোক গুণ ও দোষ দ্বারা পরস্পর বিভিন্ন; তাহাদিগের প্রতি কি প্রকারে সমদৃষ্টি হইব?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "মন, বাক্য" ইত্যাদি।

যের) কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম, এই ভ্রম (হইয়া থাকে)[২]। অতএব যুক্তেন্দ্রিয় এবং যুক্তচিত্ত হইয়া এই জগৎকে আত্মায় বিতত, এবং আত্মাকে অধীশ্বর আমাতে (বিতত) দর্শন কর। জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত, (সেই জন্য) আত্মানুভব দ্বারাই সন্তুষ্ট, অতএব শরীরী সকলের[৩] আত্মভূত হইলে বিঘ্ন দ্বারা অভি-ভূত হইতে হয় না।[৪] যিনি উভয়[৫] হইতে অতীত, তিনি বাল-কের ন্যায় "দোষ" এই বোধ করিয়া নিষেধ হইতে নিবৃত্ত হন না; "গুণ" এই বোধ করিয়াও বিহিত (কার্য্য) করেন না।[৬] (এবংভূত ব্যক্তি) সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, শান্ত, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিশ্চয়সম্পন্ন হইয়া বিশ্বকে মদাত্মক স্বরূপে দর্শন করত আর বিপদ্‌গ্রস্ত[৭] হইবেন না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! মহাভাগবত উদ্ধব ভগ-বানের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রণাম করত অচ্যুতকে কহিলেন।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে যোগেশ্বর[৮]! হে যোগবেত্তাদিগের

২। "আচ্ছা বেদেই ত বিধি ও নিষেধ দ্বারা ভেদের সত্যতা বলা হই-য়াছে।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া "গুণদোষবুদ্ধি" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল "না, তাহা হয় নাই; ভ্রম দ্বারা প্রকাশিতগুণদোষবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি রই কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম, এইরূপ ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে; যাঁহার ভ্রম নাই, তাঁহার গুণ দোষ বোধ নাই, সুতরাং তাঁহার এরূপ ভেদজ্ঞানও নাই।

৩। অর্থাৎ, দেবতাদি দেহীর।

৪। "আচ্ছা, এইরূপ যুক্তচিত্ত হইয়া যিনি কর্ম্ম করিতে যাইবেন, তদ্বিষয়ে দেবতারা ত তাঁহার বিঘ্ন করিবেন।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল "অতএব" ইত্যাদি।

৫। গুণ ও দোষ।

৬। "যিনি উভয়" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে যাঁহার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার যথেচ্ছাচরণের প্রসঙ্গই নাই।

৭। অর্থাৎ, সংসারী।

৮। যোগফলদাতুন্!

নিক্ষেপস্বরূপিন্! [৯] হে যোগাত্মন্! হে যোগের উৎপত্তি স্থান! মুক্তির নিমিত্ত সংন্যাস-স্বরূপ ত্যাগ [১০] আমাকে উপদেশ করিয়াছ; হে ভূমন্! যাহাদিগের চিত্ত বিষয়ে আসক্ত, কাম সকল ত্যাগ করা তাহাদিগের দুষ্কর; যাহারা সর্ব্বাত্মা তোমাতে ভক্তিহীন, তাহাদিগের বিশেষ (দুষ্কর;) এই আমার বুদ্ধি। (যাহার প্রতি ত্যাগাদি উপদেশ করিলে,) সেই আমি মূঢ়বুদ্ধি; (কারণ) তোমার মায়া দ্বারা বিরচিত পুত্রাদিসহিত দেহে "আমি" ও "আমার" (এই ভাবিয়া আমি) নিমগ্ন। অতএব আমি তোমা কর্ত্তৃক কথিত ঐ (উপদেশ) যাহাতে শীঘ্র সাধন করিতে পারি, ভগবন্! ভৃত্যকে তাহা অল্পে অল্পে শিক্ষা করাও। হে ঈশ্বর! স্বপ্রকাশ সত্যস্বরূপ তোমার আত্মীয় আমাকে উপদেশ করিতে পারেন, দেবতাদিগের মধ্যেও এরূপ অন্য ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না। ব্রহ্মা প্রভৃতি এই সমস্ত দেহী, সকলেই তোমার মায়া দ্বারা মোহিত; ইহাঁরা বিষয়কে প্রয়োজন মনে করেন। অতএব দুঃখ সকলের দ্বারা অভিতপ্ত, (সুতরাং) নির্ব্বিণ্নবুদ্ধি আমি অনিন্দিত, অনন্তপার, সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর, অকুণ্ঠিত-বৈকুণ্ঠধামা, [১১] নরসখ নারায়ণ তোমার শরণ লইলাম।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, পৃথিবীতে লোকতত্ত্বের পরীক্ষক মনু-

৯। অথবা, "যাঁহাতে যোগ করা যায়"।

১০। অর্থাৎ, সর্ব্বস্ব ত্যাগের ন্যায় এ ত্যাগ নহে; কিন্তু আসঙ্গ ত্যাগ।

১১। অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে কেহ কেহ দুশ্চরিত্র হন; কেহ কেহ সেবিত হইয়া ফলকালে নাশ পান; কেহ কেহ অজ্ঞ; কেহ কেহ রক্ষা করিতে পারেন না; কেহ কেহ স্থানভ্রষ্ট হইয়া আছেন; তুমি কিন্তু এই সকল প্রকার হইতেও বিভিন্ন; "আনন্দিত" ইত্যাদি ৫টী বিশেষণ দ্বারা ইহাই বলা হইল।

ষ্যেরা প্রায় আত্মা দ্বারাই আত্মাকে বিষয়বাসনা হইতে উদ্ধার করেন। আত্মাই আত্মার গুরু;[১২] বিশেষতঃ পুরুষের; যাঁহার[১৩] প্রত্যক্ষ ও অনুভব দ্বারা ইনি[১৪] শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হন। সাংখ-যোগ-বিশারদ পণ্ডিতেরা আমাকে সর্ব্বশক্তি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত পুরুষরূপেই প্রকাশ্যতর দর্শন করেন। একপাদ, দ্বিপাদ, ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ, বহুপাদ ও অপাদ; শরীর এই প্রকারে অনেক আছে; তন্মধ্যে পুরুষশরীরই আমার প্রিয়[১৫]। অপ্রমত্ত (ব্যক্তিরা) ইহাতে গুহ্যমান গুণ ও চিহ্নরূপ হেতু দ্বারা অনুমানযোগে অগ্রাহ্য আমাকে অনুসন্ধান করেন[১৬]। এবিষয়ে অমিততেজা যদু ও অবধূতের কথোপকথন রূপ এই প্রাচীন ইতিহাস কহিয়া থাকে;—ধর্ম্মবিৎ যদু অকুতোভয়ে বিচরণকারী কোন এক পণ্ডিত যুবা অবধূতকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীযদু কহিলেন, ব্রহ্মন্! অকর্ত্তা আপনার এই সুবিশদা বুদ্ধি কোথা হইতে (উৎপন্ন হইল;) যাহা প্রাপ্ত হইয়া আপনি বিদ্বান্ হইয়াও অতি বালকের ন্যায় লোক পর্য্যটন করিতেছেন? প্রায় মনুষ্যেরা আয়ু, যশ ও মঙ্গলের কামনা হেতুই ধর্ম্মে, অর্থকামে ও আত্মবিচারে চেষ্টিত হইয়া থাকে; আপনি কিন্তু সমর্থ, পণ্ডিত, নিপুণ, সৌভাগ্যশালী ও মিতভাষী হইয়াও জড়, উন্মত্ত এবং পিশাচের ন্যায় (কেন) কর্ম্ম করেন

১২। যেমন পশুরা আপনাপনিই হিতাহিত শিক্ষা করিয়া থাকে।
১৩। অর্থাৎ, আত্মার।
১৪। অর্থাৎ, পুরুষ।
১৫। ইহা বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করা হইল।
১৬। অনুমান প্রদর্শন করা হইল।

না; কিছু ইচ্ছাও করেন না। লোক সকল কামলোভরূপ দবাগ্নি দ্বারা দহমান হইতেছে; আপনি কিন্তু অগ্নিযুক্ত হইয়াও গঙ্গাজলস্থিত হস্তীর ন্যায় তাপিত হইতেছেন না। হে ব্রহ্মন্! আমি কলত্রশূন্য, (সুতরাং) বিষয়ভোগরহিত আপনার আত্মার আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে বলুন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, মহাভাগ, ব্রাহ্মণের হিতাকাঙ্ক্ষী সুমেধা যদু কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত ও পূজিত হইয়া বিনয়ে অবনত রাজাকে কহিলেন।

শ্রীব্রাহ্মণ কহিলেন, আমার বুদ্ধি দ্বারা আশ্রিত [১৭] অনেক গুরু আছেন, যাঁহাদিগের হইতে বুদ্ধি লাভ করত মুক্ত হইয়া পর্য্যটন করিতেছি। তাঁহাদিগকে শ্রবণ কর। পৃথিবী বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্রমা, রবি, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর,[১৮] গজ, মধুহা,[১৯] হরিণ, মীন, পিঙ্গলা,[২০] কুরু, বালক, কুমারী, শরকার, সর্প, ঊর্ণনাভি, সুপেশকার [২১] রাজন্! এই চতুর্ব্বিংশতি গুরু আমি আশ্রয় করিয়াছি; ইহাদিগের আচরণ দ্বারা আমি আমার নিজের গ্রাহ্য অগ্রাহ্য শিক্ষা করিয়াছি। হে নহুষনন্দন পুরুষব্যাঘ্র! যাহা হইতে যে প্রকারে যাহা শিক্ষা করিয়া থাকি, তাহা তোমাকে সেই প্রকার কহিতেছি, শ্রবণ কর। দৈববশের অনুগামী ভূতগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান হইলেও, উহা জ্ঞাত হইয়া [২২] পণ্ডিত ব্যক্তি

১৭। অর্থাৎ, তাঁহাদিগের নিকট উপদেশ পাইয়া তাঁহাদিগকে গুরু স্বীকার করি নাই; আপনিই বুঝিয়া করিয়াছি।

১৮। দুই প্রকার; (১) ভ্রমর; (২) মধুমক্ষিকা।

১৯। অর্থাৎ, যাহারা মধুচক্র ভঙ্গ করে।

২০। এতনাম্নী কোন এক বেশ্যা।

২১। অর্থাৎ, প্রজাপতি।

২২। অর্থাৎ, উহারা দৈবের বশবর্ত্তী, এই জানিয়া।

পথ হইতে বিচলিত হইবেন না, পৃথিবী হইতে আমি এই নিয়ম শিক্ষা করিয়াছি। সাধু ব্যক্তি পর্ব্বতের নিকট হইতে নিরন্তর পরের উপকারার্থ সমুদায় চেষ্টা এবং পরের নিমিত্তই একান্ত উৎপত্তি শিক্ষা করিবেন; এইরূপ বৃক্ষের শিষ্য হইয়া আত্মাকে পরাধীন করা [২৩] (শিক্ষা করিবেন।) মুনি, জ্ঞান না নাশ পায়, এইজন্য কেবল প্রাণবৃত্তি দ্বারাই [২৪] তুষ্ট হইবেন; ইন্দ্রিয়ের প্রিয় (রূপরসাদি দ্বারা নহে;) বাক্য ও মনকে বিক্ষিপ্ত করিবেন না। যোগী সর্ব্বতঃ নানাধর্ম্মশীল [২৫] বিষয় সকল সেবা করিয়াও গুণ এবং দোষ হইতে আত্মাকে পৃথক্ রাখিয়া বায়ুর ন্যায় লিপ্ত হইবেন না। আত্মদর্শী যোগী সংসারে পার্থিব দেহ সকলে প্রবিষ্ট এবং সেই সকলের গুণাশ্রয়ী হইয়া, গন্ধসমূহের সহিত বায়ুর ন্যায়, গুণগণের সহিত যুক্ত হইবে না। মুনি দেহের অন্তর্গত হইয়াও, ব্রহ্মস্বরূপতা বোধ করিয়া স্থাবর জঙ্গমাদি দেহ সকলে সম্বন্ধজন্য যে ব্যাপ্তি, তদ্দ্বারা বিস্তৃত আত্মার, আকাশের ন্যায় অপরিচ্ছিন্নতা ও অসঙ্গতা ভাবনা করিবেন। আকাশ বায়ুচালিত মেঘাদি দ্রব্যের সহিত সংস্পৃষ্ঠ হয় না; তেমনি পুরুষ তেজ-জল-ও-পৃথিবীময় কালসৃষ্ট গুণ সকলের সহিত (স্পৃষ্ট হন না।) রাজন্! নির্ম্মল, [২৬] স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, [২৭] মধুর, [২৮] তীর্থভূত,

---

২৩। যেমন্ বৃক্ষ পরকে উৎপাটন বা ছেদন করিয়া লইয়া যাইতে দেয়। বৃক্ষ ও পর্ব্বত পৃথিবীরই মধ্যে।

২৪। অর্থাৎ, যে আহারাদিতে কেবল প্রাণমাত্র ধারণ হইতে পারে।

২৫। শীতোষ্ণাদি-ধর্ম্মশীল।

২৬। মুনির পক্ষে,—রাগাদিশূন্য।

২৭। মুনির পক্ষে,—লোকের প্রতি অনুরাগবান্।

২৮। মুনির পক্ষে,—মধুর আলাপী।

জলের বন্ধু[২৯] মুনি দর্শন, স্পর্শন, ও কীর্ত্তন[৩০] দ্বারা পবিত্রিত করেন। তেজস্বী,[৩১] তপস্যা দ্বারা দীপ্ত, দুর্দ্ধর্ষ,[৩২] পরিগ্রহ-শূন্য যুক্তাত্মা মুনি অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভোজী হইয়াও মল গ্রহণ করেন না। (অগ্নির ন্যায়) কখন প্রচ্ছন্ন, কখনও বা ব্যক্ত হইয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ অশুভ দহন করত সর্ব্বত্র দাতাদিগের নিকট হইতে ভোজন করেন[৩৩]। অগ্নি যেমন ইন্ধনে, আত্মা তেমনি নিজ মায়া দ্বারা সৃষ্ট সদসৎস্বরূপ[৩৪] এই বিশ্বে প্রবেশ করতও তৎ-স্বরূপ হইয়া প্রবর্ত্তিত হন।[৩৫] জন্ম প্রভৃতি শ্মশান পর্য্যন্ত অবস্থা সকল দেহের, আত্মার নহে; যেমন অব্যক্তগতি কাল কর্ত্তৃক চন্দ্রের কলা সকলেরই (বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে, চন্দ্রের নহে।) জলপ্রবাহের ন্যায় বেগসম্পন্ন কালকর্ত্তৃক প্রাণীদিগেরই নিত্য উৎপত্তি ও নাশ দেখা যায়, আত্মার নহে; যেমন শিখাসমূহেরই (প্রভব ও ধ্বংস দৃষ্ট হইয়া থাকে, অগ্নির নহে।) যেমন সূর্য্য কিরণনিকর দ্বারা জল-রাশি, তেমনি যোগী ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা বিষয় সকল গ্রহণ এবং

২৯। অর্থাৎ, জলের সমান।

৩০। অর্থাৎ, তাঁহার গুণ কীর্ত্তন দ্বারা।

৩১। জ্ঞানের আতিশয্য বশতঃ।

৩২। অর্থাৎ, যাঁহাকে ক্ষোভিত করা যায় না।

৩৩। অর্থাৎ, যেমন অগ্নি পরের ইচ্ছায় দ্রব্যাদি গ্রহণ করেন, তেমনি মুনিও দাতার ইচ্ছায় আহারাদি গ্রহণ করেন, নিজের ইচ্ছায় নহে।

৩৪। দেবতা-পশু-পক্ষ্যাদি স্বরূপ।

৩৫। অর্থাৎ, আত্মার উচ্চ নীচাদি উপাধির সংযোগেই হইয়া থাকে, স্বরূপতঃ তাঁহার উচ্চ নীচাদি নাই; যেমন স্বরূপতঃ অগ্নির কোন আকার নাই; দাহ্যমান কাষ্ঠাদির আকারের তারতম্য বশতঃই তাঁহার আকারের তারতম্য বোধ হইয়া থাকে।

যথা কালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।[৩৬] স্বরূপে অবস্থিত আত্মা স্বরূপতঃ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন না, উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া, সূর্য্যের ন্যায়, যেন তদ্গত বলিয়া স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক লক্ষিত হইয়া থাকেন। কেহ অতি স্নেহ বা অতি প্রসঙ্গ [৩৭] করিবেন না; করিলে দীনবুদ্ধি কপোতের ন্যায় দুঃখ পাইবেন। কোন এক কপোত বনমধ্যে বনস্পতিতে নীড় নির্ম্মাণ করত ভার্য্যা কপোতীর সহিত কএক বৎসর বাস করে। গৃহধর্ম্মী কপোতকপোতী স্নেহ দ্বারা বদ্ধহৃদয় হইয়া দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টি, অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ এবং বুদ্ধি দ্বারা বুদ্ধি বন্ধন করিয়াছিল। বনস্থলীতে স্ত্রীপুরুষ একত্রিত হইয়া নিঃশঙ্কভাবে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, কথোপকথন, ক্রীড়া এবং ভোজনাদি করিত। রাজন্! তৃপ্তিপ্রদায়িনী, (সুতরাং) অনুকম্পিতা সেই (কপোতী) যাহা যাহা বাঞ্ছা করিত, অজিতেন্দ্রিয় (কপোত) কষ্ট করিয়াও সেই সেই অভিলষিত আনিয়া দিত। সময় উপস্থিত হইলে, সাধ্বী কপোতী প্রথম গর্ব্ভধারণ করিয়া নিজ স্বামীর সম্মুখে নীড়ে কএকটী অণ্ড প্রসব করিল। হরির দুর্ব্বিভাব্য শক্তিসমূহের দ্বারা বিরচিতাবয়ব, কোমল-অঙ্গ-ও-লোম-[৩৮]বিশিষ্ট (কএকটী পক্ষী) সেই সকলে জন্মগ্রহণ করিল। সন্তানগণের কুজিত শ্রবণ করত মধুর ভাষিত দ্বারা প্রীত হইয়া পুত্রবৎসল স্ত্রীপুরুষ তাহা-

---

৩৬। সুতরাং তাঁহারা তাহাতে আসক্ত হন না; নিজেও তাহা ভোগ করেন না।

৩৭। অর্থাৎ, লালনাদি জন্য সংসর্গ।

৩৮। পক্ষীর শিশুদিগের গাত্রে প্রথমতঃ হরিদ্রা বর্ণ কেশরের ন্যায় দেখা যায়; সেই গুলিই এই স্থলে রোম শব্দে বাচ্য হইয়াছে।

দিগকে পোষণ করিতে লাগিল। পিতা মাতা আনন্দিত তাহাদিগের সুখস্পার্শ পক্ষ, কুজিত, মুখচেষ্টিত এবং প্রত্যুদ্গম [৩৯] হইতে আমোদ পাইতে থাকিল। বিষ্ণুর মায়ায় পরস্পর স্নেহ দ্বারা বদ্ধহৃদয়, দীন বুদ্ধি এবং বিমোহিত হইয়া শিশু সন্তান দিগকে পোষণ করিতে লাগিল। একদা কুটুম্বী পিতা মাতা তাহাদিগের আহারের নিমিত্ত গমন করিল; এবং অনুসন্ধান করত অনেকক্ষণ সেই কাননে বিচরণ করিল। (এ দিকে) কোন এক লুব্ধক যদৃচ্ছাক্রমে বনে বিচরণ করিতে করিতে সেই (কপোতপোতদিগকে) তাহাদিগের নিজ নিকেতনের নিকটে দর্শন করিয়া জাল বিস্তার করত ধারণ করিল। সন্তান-পোষণে সমুৎসুক বহির্গত কপোত এবং কপোতী আহার লইয়া নিজ নীড়ে আগমন করিল। কপোতী নিজবালক সন্তানদিগকে জালবদ্ধ দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে চীৎকারকারী তাহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিল। বিষ্ণুর মায়ায় বারম্বার স্নেহপাশে বদ্ধা, দীনমানসা সেই কপোতী (শিশুদিগকে) বদ্ধ দেখিয়া স্মৃতিভ্রষ্টা [৪০] হইয়া নিজে গিয়া জালে বদ্ধ হইল। আপনা হইতেও প্রিয়তর আত্মজদিগকে এবং আত্মসমা ভার্য্যাকেও জালবদ্ধ দেখিয়া কপোত অতিদুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল;—অহো, অল্পপুণ্য, দুর্ম্মতি আমার বিনাশ দর্শন কর! অতৃপ্ত, অকৃতার্থ আমার ত্রিবর্গসাধন গৃহ নাশ পাইল! যে আমার অনুরূপা, অনুকূলা, পতিদেবতা (ভার্য্যা) আমাকে শূন্য গৃহে

৩৯। অর্থাৎ, পিতা মাতা দর্শনে তাহাদিগের নিকট অগ্রবর্ত্তী হইয়া আগমন।

৪০। অর্থাৎ, শোকদুঃখাদিবিরহিত, নিত্যমুক্ত আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া।

পরিত্যাগ করিয়া সাধুপুত্রদিগের সহিত স্বর্গে গমন করিতেছে; সেই আমি দীন, মৃতদার, মৃতপুত্র, বিধুর ও দুঃখজীবী হইয়া কি জন্য শূন্যগৃহে জীবন ধারণ করত বাস করিব?

সেই (দারাপুত্রদিগকে) জালে আবৃত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া চেষ্টা করিতে[৪১] দেখিয়াও মূর্খ, দুঃখিত (কপোত) নিজেও জালে পতিত হইল। ক্রূর ব্যাধ গৃহমেধী সেই কপোতকে এবং কপোতী ও কপোত-পোতদিগকে লাভ করত চরিতার্থ হইয়া গৃহে প্রস্থান করিল।

অশান্তচেতা, দ্বন্দারাম[৪২] কুটুম্বী এই প্রকারে (কপোত) পক্ষীর ন্যায় কুটুম্ব পোষণ করত দুঃখিত হইয়া দেহাদির সহিত অবসন্ন হয়। উদ্ঘটিত-মুক্তি-দ্বার-স্বরূপ মানুষ লোক প্রাপ্ত হইয়া যে পক্ষীর ন্যায় গৃহে আসক্ত হয়, তাহাকে "আরূঢ়চ্যুত"[৪৩] কহিয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

৪১। অর্থাৎ, ছট্‌ফট্‌ করিতে। বাঙ্গালা।
৪২। যাহারা সুখ, দুঃখ ইত্যাদিতে আসক্ত।
৪৩। অর্থাৎ, উপরে উঠিয়া ভ্রষ্ট।

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! যেমন দুঃখ, তেমনি দেহিগণের যে ঐন্দ্রিয়সুখ, তাহা স্বর্গে এবং নরকেও হইয়াই থাকে। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহা ইচ্ছা করিবেন না। উদাসীন আজগরবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক, মিষ্টই হউক্, বিরসই হউক, অধিকই হউক, অল্পই হউক, যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত গ্রাস ভক্ষণ করিবেন। যদি গ্রাস উপস্থাপিত না হয়, তাহা হইলে "দৈবই উপস্থাপক" এইরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করত অজগরের ন্যায় নিরাহার ও নিরুদ্যম হইয়া অনেক দিন শয়ন করিয়া থাকিবেন। ইন্দ্রিয়বল-মনোবল-ও-দেহবল-সম্পন্ন দেহকেও কর্ম্মশূন্য করিয়াই ধারণ করত স্বার্থে[১] দৃষ্টিদানপূর্ব্বক শয়ন করিয়াই থাকিবেন; ইন্দ্রিয়বান্ হইলেও চেষ্টা করিবেন না[২]। মুনি স্তিমিত-জল সাগরের ন্যায়, প্রশান্ত, গম্ভীর, দুর্ব্বিগাহ্য,[৩] অনতিক্রমণীয়,[৪] অনন্তপার[৫] এবং অক্ষোভ্য[৬] হইবেন।

১। ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তি বিষয়ে।

২। ইহা দ্বারা দর্শনাদি ব্যাপারও নিবারণ করা হইল।

৩। মুনির পক্ষে,—তাঁহার অভিপ্রায় এপ্রকার দুর্লক্ষ্য হইবে, যে ইনি এইরূপ ব্যক্তি, ইহা অনুমান করা যাইবে না।

৪। তেজস্বী, সুতরাং "অনতিক্রমণীয়"।

৫। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়াছেন, সুতরাং দেশ ও কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন।

৬। তাঁহার রাগাদি নাই, সুতরাং তাঁহার বিকার জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই।

সাগর যেমন নদী সকলের দ্বারা,[৭] নারায়ণপরায়ণ[৮] মুনি তেমনি কাম সকল যথেষ্টরূপে লাভ করিয়া, বা ঐ সকলে হীন হইয়া উদ্বেল বা শুষ্ক হইবেন না। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেব মায়ারূপিণী স্ত্রীকে দর্শন করত তাহার ভাব সকলে প্রলোভিত হইয়া, অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় অন্ধ নরকে পতিত হয়। মায়ারচিত স্ত্রী, স্বর্ণ-আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্রব্যসমূহে উপভোগ বুদ্ধিতে প্রলোভিতচেতা হইয়া মূর্খ নষ্টদৃষ্টি[৯] পতঙ্গের ন্যায় নাশ পায়। যাহাতে দেহ থাকিতে পারে, গৃহ সকল পীড়ন না করিয়া, তাবৎমাত্র গ্রাস অল্প অল্প করিয়া ভোজন করিবেন; মুনি (এইরূপে) ভ্রমরবৃত্তি অবলম্বন করিবেন[১০]। ষট্‌পদ যেমন সকল পুষ্প হইতেই, পণ্ডিত মনুষ্য তেমনি স্বল্প বা বৃহৎ, সকল শাস্ত্র হইতেই সার গ্রহণ করিবেন। ভিক্ষিত দ্রব্য সায়ংকাল বা কল্যের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন না; হস্তমাত্র বা উদরমাত্র পাত্র করিবেন; সংগ্রহ করিলে মক্ষিকার ন্যায় নাশ পাইবেন। ভিক্ষুক, সন্ধ্যা বা কল্যের নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন না; সংগ্রহ করিলে মক্ষিকার ন্যায় ঐ (সংগৃহীত দ্রব্যের) সহিত নষ্ট হইবেন। যুবতী দারুময়ী হইলেও,

---

৭। অর্থাৎ, যেমন বর্ষাকালে অতি পরিপূর্ণ নদী সকলের জল পাইয়া সাগর বেলা অতিক্রম করে না, এবং গ্রীষ্মকালে নদী সকল শুষ্ক হইলেও নিজে শুষ্ক হয় না, সেইরূপ।

৮। এই বিশেষণটী দ্বারা উদ্বেল ও শুষ্ক না হইবার কারণ নির্দ্দেশ করা হইল।

৯। তত্ত্বজ্ঞানরূপ দৃষ্টি।

১০। ভাবার্থ এই;— যেমন ভ্রমর উৎকৃষ্ট গন্ধের লোভে একমাত্র পদ্মে বসিয়া মধুপান করিতে করিতে সূর্য্যাস্ত সময়ে ঐ পদ্ম মুকুলিত হইলে, তাহার অভ্যন্তরে বদ্ধ হয়, তেমনি মুনিও "অনেক গৃহ পীড়ন না করিয়া" গুণলোভে একমাত্র গৃহেই বাস করত তাহাদিগের প্রতি মায়ায় বদ্ধ হন।

ভিক্ষুক তাহাকে পাদ দ্বারাও স্পর্শ করিবেন না; স্পর্শ করিলে, করিণীর অঙ্গসঙ্গহেতু করীর ন্যায় বদ্ধ হইবেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখনও নিজের মৃত্যুস্বরূপিণী স্ত্রীকে গ্রহণ করিবেন না; (করিলে) যেমন অন্য হস্তিগণের দ্বারা হস্তী সকল, তেমনি অধিক বলশালিগণ কর্ত্তৃক হত হইবেন। লুব্ধ ব্যক্তিরা দুঃখে সঞ্চয় করিয়া যাহা দান বা উপভোগ না করে, অর্থবেত্তা[১১] মধুহা যেমন মধু, অন্যে তেমনি তাহাও ভোগ করে। যেমন মধুহা (মক্ষিকাদিগের,) তেমনি যতি, নিতান্ত দুঃখে উপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা গৃহের মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষাকারী গৃহস্থদিগের অগ্রেই ভোগ করিয়া থাকেন।[১২] বনচর যতি কখনও গ্রাম্য[১৩] গীত শ্রবণ করিবেন না; ব্যাধের গীতে মোহিত বদ্ধ মৃগের নিকট (এইটী) শিক্ষা করিবেন। হরিণীতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ স্ত্রীদিগের গ্রাম্য গীত, বাদিত্র ও নৃত্য উপভোগ করিয়া, তাঁহাদিগের বশ্য ও ক্রীড়নক হইয়াছিলেন। মীন যেমন বড়িশ দ্বারা, অসদ্বুদ্ধি ব্যক্তি তেমনি অতিচাপল্যজনিকা জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করত বিমোহিত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতেরা রসনা ব্যতীত, সকল ইন্দ্রিয়কেই শীঘ্র জয় করিতে পারেন; নিরাহার ব্যক্তির উহা বৃদ্ধিই পাইতে থাকে; পুরুষ অন্য ইন্দ্রিয় জয় করিলেও

১১। কোথায় দ্রব্য আছে, চিহ্ন দ্বারা তাহা বুঝিতে পারে; এবং তাহা কিরূপে হস্তগত হইবে, তাহার উপায়ও জানে।

১২। বচন দ্বারা গৃহস্থদিগের প্রতি অগ্রে যতি ও ব্রহ্মচারীকে দান করিবার বিধান করা হইয়াছে। বচন, যথা;—"যতি আর ব্রহ্মচারী, ইহাঁরা উভয়ে পক্কান্নের স্বামী। ইহাঁদিগকে না দিয়া যদি আহার করে, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ করিবে" ইতি।

১৩। অশ্লীল; নিকৃষ্ট। নারায়ণের গুণকর্ম্মাদি-গীত ভিন্ন অন্যান্য সকল গীতই ঐপ্রকার।

যে পর্য্যন্ত রসনা জয় না করেন, সে পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না; রসনা জয় করিলে সকল (ইন্দ্রিয়ই) জয় করা হইল। [১৪]

পূর্ব্বে বিদেহনগরে পিঙ্গলা নামে (এক) বেশ্যা ছিল; হে নৃপনন্দন! তাহা হইতে আমি কিছু শিক্ষা করিয়াছি, শ্রবণ করুন। সেই স্বৈরিণী একদা সঙ্কেত স্থানে নাগরকে লইয়া আসিবার বাসনায় উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করত যথা-কালে বর্হিদ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মানা হইল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অর্থকামুকা (পিঙ্গলা) পথেতে পুরুষদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া, তাহাদিগকে ধনসম্পন্ন শুল্কপ্রদ নাগর মনে করিল। (কিন্তু) তাহারা নিকটে আসিয়া চলিয়া যাইলে পর, সঙ্কেতো-পজীবিনী সেই (বেশ্যা মনে করিতে লাগিল,) অন্য কোনও ধনী ব্যক্তি আমার নিকটে আগমন করিয়া অনেক দান করিতে পারে। এই প্রকার দুরাশায় নষ্ট-নিদ্রা হইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল; ভিতরে প্রবেশ করিল; আবার বর্হিগত হইয়া আসিল; এইরূপ করিতে করিতে নিশীথ উপস্থিত হইল। ধনাশায় তাহার বদন শুষ্ক হইয়া আসিল; এবং অন্তঃকরণ দুঃখিত হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় তাহার (ধন)-চিন্তাজন্য সুখাবহ পরম নির্ব্বেদ [১৫] জন্মিল। অন্তকরণ নির্ব্বিণ্ন হইলে সে যাহা

১৪। ভাবার্থ এই ;— যদি আহার ত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় হীনবল হইয়া আইসে, সুতরাং তাহাদিগকে জয় করা হয় বটে, কিন্তু রসনেন্দ্রিয়কে জয় করা হয় না ; কারণ যতই আহার না করা যায়, ততই আহার-লালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব আহার ত্যাগ করা রসনেন্দ্রিয়-জয়ের উপায় হইতে পারে না। আহার করিবে, কিন্তু আহারে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ঔষধের ন্যায় আহার করিবে ; তাহা হইলেই রসনা জয় করা যাইবে ; রসনা জয় করিলেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় জিত হইয়া আসিবে।

১৫। " ইহাতে আর প্রয়োজন নাই " এইপ্রকার বুদ্ধি।

বলিল, তাহা আমার নিকট যথাবৎ শ্রবণ কর ; নির্ব্বেদ পুরুষের আশাপাশনিকরের খড়্গ ; হে রাজন্ ! যাঁহার নির্ব্বেদ জন্মায় নাই, তিনি দেহবন্ধন ছেদন করিতে পারেন না।

পিঙ্গলা কহিল; আহা! অজিতচিত্তা আমার মোহের বিস্তৃতি দর্শন কর! যাহার জন্য মন্দবুদ্ধি আমি অসৎ নাগর হইতে অভিলাষ আশা করিতেছি! অদ্ভ আমি নিকটে বর্ত্তমান, [১৬] নিত্যরাগপ্রদ, ধনপ্রদ এই রমণকে [১৭] পরিত্যাগ করিয়া অকামদ, দুঃখ-ভয়-মনস্তাপ-শোক-মোহ-প্রদ তুচ্ছ (রমণকে) ভজনা করিতেছি! সাঙ্কেতবৃত্তি অতি-নিন্দনীয়া বৃত্তি; আহা! তাহা দ্বারা আমি অনর্থক আত্মাকে পরিতাপিত করিয়াছি; যে আমি লম্পট, (অথচ) অর্থ-লুব্ধ, (অতএব) অনুশোচ্য নরের নিকট হইতে (তৎকর্ত্তৃক) ক্রীত দেহ দ্বারা ধন ও রতি ইচ্ছা করিয়াছি! অস্থি দ্বারা যাহার বংশ, [১৮] বংশ্য, [১৯] ও স্থূণা [২০] নির্ম্মিত হইয়াছে; যাহা ত্বক্, রোম ও নখ দ্বারা আবৃত; (তথাপি) যাহার নব দ্বার ক্ষরিত হইতেছে, (এতদ্রূপ) এই বিষ্ঠা-মূত্র-পরিপূর্ণ গৃহ [২১] আমা ভিন্ন অন্য কোন্ কামিনী সেবা করে? এই বিদেহ নগরে নিশ্চয় আমিই একা মূঢ়বুদ্ধি; যে অসতী আমি এই আত্মপ্রদ [২২] অচ্যুত ভিন্ন অন্যের নিকট কাম ইচ্ছা করিতেছি। ইনি শরীরীদিগের সুহৃৎ, প্রিয়তম, নাথ ও আত্মা;

১৬। যে হেতু তিনি অন্তর্যামী।
১৭। অর্থাৎ, পরমাত্মাকে।
১৮। ঘরের খুঁটিতে পোঁতা আড় বাঁশ।
১৯। সেই আড় বাঁশের দুইদিকে লাগান বাঁশ।
২০। খুঁটি।
২১। মানব শরীর।
২২। অর্থাৎ, যিনি অর্থীকে তাঁহার নিজকেও প্রদান করেন।

আমি আপনা দ্বারা ইহাঁকেই ক্রয় করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় ইহাঁর সহিত বিহার করিব। আদ্যন্তশালী যে সকল বিষয়, বা বিষয়প্রদ নর, বা কালবিদ্রুত[২৩] দেবতা, তাঁহারা ভার্য্যার কতটুকু প্রিয় সাধন করিয়াছেন? দুরাশাসম্পন্না আমার যে এই সুখাবহ নির্ব্বেদ উদ্গাত হইল, ইহাতে করিয়াই জানা যাইতেছে যে নিশ্চয়ই কোনও কর্ম্মবশতঃ ভগবান্ বিষ্ণু আমার প্রতি সতুষ্ট হইয়াছেন। আমি যদি মন্দভাগ্যা হইতাম, তাহা হইলে আমার নির্ব্বেদের হেতুভূত এত ক্লেশ হইত না; যে (নির্ব্বেদ) দ্বারা (গৃহাদি) অনুবন্ধ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ সুখ লাভ করেন। তৎকর্ত্তৃক কৃত উপকার[২৪] মস্তকে লইয়া গ্রাম্যসঙ্গত[২৫] দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া সেই অধীশ্বরের শরণ লই। সন্তুষ্টা হইয়া ইহাতে শ্রদ্ধা করিয়া, এবং যাহা পাইব তাহাতেই জীবন ধারণ করিয়া আমি এই রমণ আত্মার সহিত বিহার করিব। আমার আত্মা সংসারকূপে পতিত হইয়াছে; বিষয় সকল ইহার চক্ষু হরণ করিয়াছে; এবং কালসর্প ইহাকে গ্রাস করিয়াছে; অন্য কে ইহাকে উদ্ধার করিতে পারে? যখন এই (জগৎকে) কালসর্প কর্ত্তৃক গ্রস্ত দেখিবে; এবং সেই হেতু অপ্রমত্ত হইয়া (ঐহিক ও আমুষ্মিক) সমুদায় (ভোগ) হইতে বিরক্ত হইবে, তখন নিজেই নিজের রক্ষাকর্ত্তা হইবে।

শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন, এইরূপ নিশ্চয় করত নাগরলাভের জন্য এইপ্রকার দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া সেই বেশ্যা শান্তি অব-

২৩। অর্থাৎ, গ্রাস করিবার নিমিত্ত কাল যাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়াইয়া যাইতেছে।

২৪। সেই বিষ্ণু কর্ত্তৃক কৃত। নির্ব্বেদরূপ "উপকার"।

২৫। তুচ্ছ বিষয় বা ব্যক্তির উপর।

লম্বন করত শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। আশাই পরম দুঃখ; আশাত্যাগই পরম সুখ;—যেমন নাগরের আশা পরিত্যাগ করিয়া পিঙ্গলা সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল।

পিঙ্গলাবাক্য নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo——

নবম অধ্যায়।

শ্রীব্রাহ্মণ কহিলেন, যাহা যাহা প্রিয়তম, তাহার তাহার পরিগ্রহই দুঃখের নিমিত্ত; যাঁহার কিছুই নাই,[১] তিনি তাহা জানিয়াছেন। আমিষ-সম্পন্ন কুররকে আমিষহীন অন্যান্য (কুররেরা) বধ করে; সেই আমিষ পরিত্যাগ করিয়া সে সুখ প্রাপ্ত হয়।

আমার মান অপমান নাই; যাহাদিগের গৃহ পুত্র আছে, তাহাদিগের (যে চিন্তা হইয়া থাকে,) তাহাও আমার নাই; আমি আপনাপনিই ক্রীড়া করিয়া এবং আপনাতেই আসক্ত হইয়া বালকের ন্যায় এই সংসারে বিচরণ করি। দুই জন মাত্র চিন্তাহীন এবং পরম আনন্দে নিমগ্ন;—যে অজ্ঞ উদ্যম-রহিত বালক; আর, যিনি প্রকৃতির পরবর্ত্তী ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কোনও সময়ে (কতকগুলি ব্যক্তি কোনও এক কুমারীকে) বরণ করিবার নিমিত্ত (তাহার) গৃহে উপস্থিত হয়; (তখন)

১। অর্থাৎ, যিনি পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বন্ধুজন স্থানবিশেষে গমন করাতে, কুমারী নিজেই তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিল। হে পৃথিবীনাথ! তাহাদিগের আহারের নিমিত্ত নির্জ্জনে শালী (ধান্য) আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, (সেই কুমারীর) প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খ সকল মহৎ শব্দ করিতে লাগিল। সে উহাকে লজ্জাজনক[২] বোধ করত লজ্জিতা হইয়া অবশেষে এক এক করিয়া শঙ্খ সকল ভগ্ন করিল; দুই দুই গাছি করিয়া এক এক হস্তে অবশিষ্ট রাখিল। তথাপি, আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নিজের শঙ্খদ্বয়ের শব্দ হইতে লাগিল। তাহা হইতেও একগাছি ভগ্ন করিল; এক গাছ হইতে আর শব্দ হইল না। হে শত্রুদমন! লোকতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় এই সকল লোকে বিচরণ করিতে করিতে আমি সেই (কুমারী হইতে) এই উপদেশ শিক্ষা করিয়াছি;—বহুজনের (একত্র) বাস; বা দুই জনের একত্রবাসও কলহের কারণ হইয়া থাকে; অতএব কুমারীর কঙ্কনের ন্যায় একাকীই বসতি করিবে। জিতাসন, ও জিতশ্বাস হইয়া স্থিরীক্রিয়মাণ[৩] মনকে আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য এবং অভ্যাসযোগ দ্বারা এক বিষয়ে সংযুক্ত করিয়া রাখিবে। যে এই[৪] মন যাহাতে স্থান লাভ করিয়া অল্পে অল্পে কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ করে, এবং উপশমাত্মক সত্ত্ব দ্বারা রজস্তম নাশ করিয়া গুণ-ও-গুণকার্য্য-রহিত নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত-হয়, (ইহাকে তাহাতে সংযুক্ত করিয়া

২। অর্থাৎ, তদ্দ্বারা দরিদ্রতা প্রকাশ পায়।

৩। অর্থাৎ, লক্ষ্য পরমেশ্বর বিষয়ে স্থিরীক্রিয়মাণ।

৪। যে মনের বিষয়ান্তরে পতিত হইবার সম্ভাবনা; এবং যাহার, যেমন নিদ্রাতে, তেমনি বিলীন হইবার সম্ভাবনা।

রাখিবে[৫]।) এই প্রকারে চিত্তকে অবরুদ্ধ করিলে, তখন বাহে ও অভ্যন্তরে কিছুই জানিবেন না ; যেমন বাণে দত্তচিত্ত[৬] বাণ-নির্ম্মাতা পার্শ্বে গমনকারী রাজাকে[৭] জানিতে পারে নাই।

মুনি একচারী, নিকেতন-হীন, সাবধান, গুহাশায়ী, আচার দ্বারা অলক্ষ্য,[৮] অসহায় ও অল্পভাষী হইবেন।[৯] নশ্বর-দেহ (মনুষ্যের) গৃহারম্ভই দুঃখের কারণ ও নিষ্ফল ; সর্প পরকৃত গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে প্রকারে সুখ হয়, সেই প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

কারক-নিরপেক্ষ,[১০] আত্মাধার, অখিলাশ্রয় দেব নারায়ণ পূর্ব্বসৃষ্ট এই জগৎ কল্পান্তসময়ে কালশক্তি দ্বারা সংহার করিয়া সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত হন। আত্মশক্তি কাল কর্ত্তৃক শক্তি সকল এবং সত্ত্বাদি এক এক করিয়া স্ব স্ব কারণে লীন হইলে পর, প্রধান পুরুষের ঈশ্বর আদি-পুরুষ ব্রহ্মাদি ও অন্যান্য মুক্ত জীবগণের প্রাপ্য হইয়া অবস্থিতি

৫। "আচ্ছা, ক্ষণকালের নিমিত্ত নিশ্চল হইলেও মন বিষয়বাসনা বশতঃ বিষয়ান্তরে পরিক্ষিপ্ত হইতে পারে। অথবা যেমন সুষুপ্তি সময়ে তেমনি ত একবারে লীন হইতেও পারে। তাহা হইলে কি হইবে ?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল বৈরাগ্য দ্বারা বিক্ষেপ নিবারণ করিবে, আর অভ্যাস-যোগ দ্বারা স্থিরীকৃত করিবে।

৬। অর্থাৎ, বাণ সরল করিতেই যাহার মন একেবারে নিমগ্ন হইয়াছে।

৭। সুতরাং ভেরী প্রভৃতি বিবিধ উচ্চরাবি বাদ্যযন্ত্রের সহিত গমনকারী।

৮। যেমন গতি দ্বারা জানা যায় না যে এই সর্প সবিষ কি নির্ব্বিষ।

৯। সর্প হইতে উপদেশ প্রাপ্তি নির্দ্দেশ করা হইল।

১০। অর্থাৎ, ক্রিয়ার জনক দ্রব্যাদির অপেক্ষা না করিয়া পরমেশ্বর নিজ হইতেই করিয়া থাকেন। ঊর্ণনাভির দৃষ্টান্ত পাইয়া আমি এইটী সম্ভাবনা করিয়াছি "কারক নিরপেক্ষ হইয়া" ইত্যাদি "মহেশ্বরও এই প্রকার করিয়া থাকেন।" ইত্যাদি দ্বারা ইহাই বলিতেছেন। তন্মধ্যে "নির্ব্বিষয় স্বপ্রকাশ আনন্দ-সন্দোহ" ইত্যন্ত দ্বারা সংহারপ্রকার বলা হইতেছে।

করেন; (কারণ) তিনি নিরুপাধিক, (সুতরাং) নির্ব্বিষয়-স্বপ্রকাশ-আনন্দ-সন্দোহ; (অতএব) মোক্ষ শব্দের প্রতিপাদ্য। হে অরিন্দম [১১]! নিরবচ্ছিন্ন-আত্ম-শক্তি (কাল) দ্বারা, ত্রিগুণাত্মিকা নিজা মায়াকে ক্ষোভিত করিয়া [১২] তদ্দ্বারা প্রথমে মহত্তত্ত্ব সৃজন করেন। তাহাকেই নানাবিধ-বিশ্ব-সৃজন-কর গুণ-ত্রয়-কার্য্য কহিয়া থাকে, যাহাতে এই বিশ্ব ওতপ্রোত রহিয়াছে; এবং যাহা দ্বারা পুরুষ সংসারে প্রবৃত্ত হয়। যেমন ঊর্ণনাভি মুখ দ্বারা হৃদয় হইতে ঊর্ণা বিস্তার করত পুনর্ব্বার তাহা গ্রাস করে; মহেশ্বরও এই প্রকার (করিয়া থাকেন।)

দেহী স্নেহ, দ্বেষ, বা ভয় হেতু যাহাতে যাহাতে সমগ্র মন ধারণ করে, তাহার তাহারই স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়; রাজন্! কীট পেশস্কারকে ধ্যান করত, তৎকর্ত্তৃক ভিত্তির মধ্যে প্রবেশিত হইয়া, পূর্ব্ব রূপ পরিত্যাগ না করিয়াই, [১৩] তাহার সারূপ্য লাভ করে।

এই সকল গুরু হইতে আমি এইপ্রকার বুদ্ধি শিক্ষা করিয়াছি। হে প্রভো! নিজ হইতে যে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি, বলিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর। দেহ আমার গুরু; (কারণ,) নিরন্তর মনঃপীড়া যাহার চরম ফল, ইহা তাদৃশ উৎপত্তি বিনাশ ধারণ করিতেছে; (আর,) আমি ইহা দ্বারা যথাবৎ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকি; (অতএব ইহা

১১। কিন্তু ইহাতে তোমার ভয় নাই, কারণ তুমি রাগাদি শত্রুদিগকে দমন করিতে সমর্থ "অরিন্দম!" বিশেষণটী দিয়া এই কথা বলা হইল।

১২। অর্থাৎ, তাহাকে কার্য্যশক্তি দান করিয়া।

১৩। ইহা দ্বারা বলা হইল যে, যখন সেই দেহেতেই অন্য সারূপ্য দেখা যাইতেছে, তখন যে দেহান্তরে সারূপ্য প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর বলিবার কি আছে?

আমার) বিবেকের হেতু; তথাপি[১৪] (ইহাকে) পরকীয়[১৫] নিশ্চয় করত সঙ্গহীন হইয়া বিচরণ করিয়া থাকি। (পুরুষ) যে দেহের প্রিয়-সাধন করিবার নিমিত্ত জায়া, পুত্র, অর্থ, পশু, ভৃত্য, গৃহ ও আত্মীয়বর্গ বিস্তার করিয়া কষ্টের সহিত ধন সঞ্চয় করত পোষণ করে, বৃক্ষের ন্যায় ধর্ম্মশালী সেই দেহ এই পুরুষের (কর্ম্ম স্বরূপ দেহান্তর-) বীজ উৎপাদন করিয়া অবসন্ন হয়। যেমন অনেক সপত্নী গৃহস্বামীকে শীর্ণ করিয়া ফেলে,[১৬]। (তেমনি) জিহ্বা ইহাকে এক দিকে আকর্ষণ করে; তৃষ্ণা আর কোন দিকে; শিশ্ন অন্য দিকে; ত্বক্, উদর, ও কর্ণ (আর) কোনও দিকে; নাসিকা অন্য দিকে; চপল চক্ষু আর কোনও দিকে; কর্ম্মশক্তি (অন্য দিকে।) দেব (নারায়ণ) আত্মশক্তি মায়া দ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী ও দন্দশূক[১৭] প্রভৃতি বিবিধ শরীর সৃষ্টি করিয়া, ঐ ঐ সকলে হৃদয় তুষ্ট না হওয়াতে, ব্রহ্মদর্শনের জন্য বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ-(শরীর) সৃষ্টি করিয়া পরম সুখ লাভ করিলেন[১৮]। এই সংসারে বহু জন্মের পর অনিত্য, তথাপি পুরুষার্থ-প্রাপক মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, নিরন্তর (বিবিধ-) মৃত্যুসম্পন্ন ইহা পতিত না হইতে হইতেই. ধীর ব্যক্তি শীঘ্র মুক্তির নিমিত্ত যত্ন পান; বিষয় সর্ব্বত্র হইতেই হইয়াই থাকে[১৯]।

এই প্রকারে জাতবৈরাগ্য হইয়া বিজ্ঞানরূপ দীপ লইয়া

১৪। আমার বিবেকের কারণ, সুতরাং উপকারক হইলেও।
১৫। কুক্কুর শৃগালাদির ভক্ষ্য।
১৬। ওষধি প্রয়োগ করত ঐ ওষধির বলে রোগী করিয়া আনে।
১৭। সর্প প্রভৃতি ক্রূর জন্তু।
১৮। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন যে, পুরুষ শরীর আমার প্রিয়তম।
১৯। অর্থাৎ, পশ্বাদি যোনিতেও।

অহঙ্কার ও সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মাতে অবস্থিতি করত এই সংসারে এই পৃথিবী বিচরণ করিয়া থাকি। নিশ্চয়ই এক গুরুর নিকট হইতে সুস্থির সুপুষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; এই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ঋষিগণ কর্ত্তৃক বহুধা গীত হইয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, গম্ভীরবুদ্ধি সেই ব্রাহ্মণ এই কথা কহিয়া যদুকে আমন্ত্রণ করিয়া, (সেই) রাজা কর্ত্তৃক বন্দিত, সুন্দররূপে পূজিত, (এবং) (তজ্জন্য) আনন্দিত হইয়া, যে প্রকারে আগমন করিয়াছিলেন, সেই প্রকারে প্রস্থান করিলেন। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের পূর্ব্বজন্মা সেই (যদু) অবধূতের বাক্য শ্রবণ করত সর্ব্ব-সঙ্গ হইতে বিশেষপ্রকারে মুক্ত ও সমদর্শী হইয়াছিলেন।

অবধূত-বাক্যনামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

দশম অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন আমি যে সকল স্ব স্ব ধর্ম্ম কহিয়াছি,[১] তাহাতে সাবধান হইয়া আমাকে আশ্রয় করত চিত্ত হইতে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বর্ণ, আশ্রম ও কুলের আচার আচরণ করিবে। শুদ্ধচিত্ত হইয়া,[২] বিষয়চেতা দেহীসকল বিষয়কে যথার্থ বোধ করিয়া যে সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকে, সে সমুদায়েরই বিপরীত ফল

১। পঞ্চ রাত্রাদিতে। ২। স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা।

ফলিয়া থাকে, (ইহা) দর্শন করিবে। সুপ্ত ব্যক্তির বিষয়-দর্শন, বা চিন্তাকারীর মনোরথ যেমন নানা বলিয়া অর্থশূন্য, বিষয় সকলে আত্মবুদ্ধিও তেমনি ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব হেতু (নিষ্ফলা) মৎপরায়ণ হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মই করিবে; কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে; আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া নিবৃত্তিকর্ম্ম-প্রেরণাও[৩] আদর করিবে না। (কিন্তু) মৎপরায়ণ হইয়া সংযম[৪] সকল নিত্য শিক্ষা করিবে; নিয়ম[৫] সকল কখন কখন; (আর) যিনি আমাকে বিশেষরূপে জানেন, তাদৃশ মদ্রূপী শান্ত গুরুর উপাসনা করিবে[৬]। অভিমান, মাৎসর্য্য, আলস্য ও মমতা পরিত্যাগ করিবে; (গুরুতে) দৃঢ়রূপে সৌহার্দ্দ বন্ধন করিবে; ব্যগ্র হইবে না; তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী হইবে; এবং অসূয়া ও অনর্থক আলাপ পরিত্যাগ করিবে[৭]। আপনার প্রয়োজনকে সর্ব্বত্রই সমান দেখিয়া[৮] জায়া, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন ও ধনাদিতে উদাসীন হইয়া (গুরুর উপাসনা করিবে।) যেমন দাহক ও প্রকাশক অগ্নি দাহ্য (ও প্রকাশ্য) কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন; তেমনি দর্শক ও স্বপ্রকাশ আত্মা স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে পৃথক্[৯]। রোষ,

---

৩। "নিবৃত্তি কর্ম্ম করিবে," এইরূপ শাস্ত্রীয় বিধি। ৪। অহিংসাদি।

৫। দ্বাদশ নিয়ম ।। ঊনবিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইবে।

৬। অর্থাৎ, যমাদিতেও অনাদর হইয়াও গুরুর উপাসনা করিবে।

৭। অর্থাৎ, যিনি গুরু সেবা করিবেন, এই গুলি তাঁহার ধর্ম্ম হওয়া উচিত।

৮। তাহা হইলেই উদাসীন হইতে পারিবেন; কারণ তখন তিনি বুঝিতে পারিবেন, যখন সকল হইতেই নিজের সুখাদি সমান রূপেই পাইতে পারি, তখন কি জন্য জায়াদির প্রতি বিশেষ মমতা করিব?

৯। "আচ্ছা, যাঁহার ঐক্য হইতে সুখাদি সকলেতেই সমান হইতে পারে এই আত্মা কি প্রকার?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল।

উৎপত্তি, অণুতা, বৃহত্ত্ব ও নানাত্ব (অগ্নির গুণ নহে; অগ্নি কাষ্ঠের) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার কৃত (কাষ্ঠের) গুণ সকল ধারণ করিয়া থাকে; এইরূপ আত্মাও দেহের গুণ সমূহ (ধারণ করিয়া থাকেন।) ঈশ্বরের গুণগণ দ্বারা [১০] এই স্থূল ও এই যে সূক্ষ্ম দেহ বিরচিত হইয়াছে, জীবের সংসার ইহাদিগেরই অধ্যাসহেতু উৎপাদিত; আত্মজ্ঞান (তাহার) ছেদনকারি। অতএব কার্য্যকারণসমূহেই অবস্থিত, নিষ্কল, পরম আত্মাকে বিচার দ্বারা সম্যক্‌রূপে জানিয়া যথাক্রমে [১১] এই (দেহাদিতে) বাস্তব বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে। আচার্য্য নিম্নস্থ কাষ্ঠ; শিশ্য উপরিস্থ কাষ্ঠ; উপদেশ মধ্যস্থ (মথন) কাষ্ঠ; আর, বিদ্যা উহাদিগের সংঘটনোদ্ভূত সুখাবহ অগ্নি। অতি-নিপুণ (শিষ্য) কর্তৃক প্রাপ্তা [১২] সেই অতি-বিশুদ্ধা বুদ্ধি গুণ কার্য্য-রূপা মায়াকে নিবর্ত্তন করে; এবং এই বিশ্ব যদাত্মক, সেই সকল গুণকে দাহ করিয়া, নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায়, আপনিও নিবৃত্তি পায় [১৩]। যদি কর্ম্মকর্ত্তা ও সুখ দুঃখের ভোক্তা এই সকল (জীবাত্মার) নানাত্ব স্বীকার কর; [১৪]

১০। অর্থাৎ, ঈশ্বরের অধীন মায়ার গুণ।

১১। স্থূল সূক্ষ্ম ক্রমে।

১২। অথবা, "অতি নিপুণ গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্টা"।

১৩। অতএব, কার্য্য, কারণ, ও বিদ্যা ব্যবধান না থাকাতে, (কারণ, উক্ত প্রকারে সকলেই ক্রমে লীন হইয়া গেল) উক্ত শিষ্য সাক্ষাৎ পরমানন্দ-স্বরূপ হন।

১৪। বেদের সহিত সমন্বয় করিয়া যে অর্থ নির্ণয় করা হইল। মতান্তর কল্পনা করিয়া সে মতেও বিরোধ না হয়, এই জন্য সেমতও নিরাকরণ করিতেছেন "যদি কর্ম্ম কর্ত্তা" ইত্যাদি দ্বারা।

মীমাংসকেরা কহিয়া থাকেন, "আমি" এই জ্ঞান দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় তিনিই আত্মা; তিনি প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন ভিন্ন; এবং কর্ত্তা ও ভোক্তা। সেই আত্মার স্বরূপভূত নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় পরমাত্মা নাই।"

যদি লোক,[১৫] কাল,[১৬] আগম[১৭] ও আত্মার নিত্যতা মনে কর;[১৮] যদি সমুদায় (ভোগ্য) পদার্থের যথাবৎ[১৯] স্থিতিকে প্রবাহ রূপে নিত্যা বলিয়া মান;[২০] এবং যদি মনে কর যে তত্তৎ আকৃতির[২১] ভেদেতে করিয়া বুদ্ধি উৎপন্ন হয়; (সুতরাং অনিত্যা বলিয়া) নাশ পায়; তাহা হইলেও, দেহসংযোগ এবং কালের অবয়ব[২২] হেতু সমুদায় দেহীর বারম্বার জন্মাদি অবস্থা সকল হইতে পারে। (আর,) সে পক্ষেও,[২৩] কর্ম্ম সকলের কর্ত্তা এবং সুখদুঃখের ভোক্তার অস্বাধীনতা লক্ষিত হইতেছে;[২৪] অস্বাধীনকে কোন্ পুরুষার্থ ভজনা করিবে? পণ্ডিত দেহীগণেরও কিঞ্চিৎ সুখ নাই; এইরূপ মূঢ়দিগেরও (কোথাও) দুঃখ নাই;[২৫] অতএব কেবল বৃথাই অহঙ্কার[২৬]। যদিই সুখ ও দুঃখের প্রাপ্তি এবং নাশ[২৭]

১৫। ধর্ম্ম কর্ম্মাদি দ্বারা প্রাপ্য স্বর্গাদি লোক।

১৬। ভোগকাল। ১৭। কর্ম্ম-বোধক শাস্ত্র।

১৮। মীমাংসকেরা এই সকলের নিত্যতা মানিয়া বলিয়া থাকেন যে, সুতরাং বৈরাগ্যও সম্ভব হইতে পারে না।

১৯। অর্থাৎ, মায়াময়ী নহে।

২০। এই মানিয়া বিপক্ষ মতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন যে, সুতরাং "সমুদায় স্রকচন্দনাদি ভোগ্য বস্তু নশ্বর ও মায়াময় বলিয়া তাহাদিগেতে বৈরাগ্য জন্মিতে পারে" ইহাও বলিতে পার না। আর, ইহা দ্বারা প্রমাণও হইতেছে যে, ঐ সকলের কর্ত্তা ঈশ্বরও কেহ নাই।

২১। ঘট পটাদি আকৃতি। ২২। সংবৎসরাদি।

২৩। অর্থাৎ, তোমাদিগের মতের প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আত্মার স্বাধীনতা পক্ষেও।

২৪। দুষ্কর্ম্ম ও দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা থাকিতেছে।

২৫। আচ্ছা, যাঁহারা কর্ম্ম করিতে জানেন, তাঁহারাই সুখী; আর যাঁহারা না জানেন, তাঁহারাই দুঃখী, এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেয়ওা হইল।

২৬। "আমরা কর্ম্ম করিতে জানি, সুতরাং আমরা সুখী" এইরূপ অহঙ্কার।

২৭। সুখের প্রাপ্তি; দুঃখের নাশ; এইরূপ ক্রম বুঝিতে হইবে।

জানে, তথাপি সে যোগ জানিতে পারে না, যাহাতে করিয়া সাক্ষাৎ মৃত্যু প্রভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে না। (যখন) বধ্যস্থানে নীয়মান বধ্যের ন্যায়, নিকটে অতুষ্টিদ মৃত্যু অবস্থিতি করিতেছে, (তখন) কোন্ পুরুষার্থ বা কাম ইহাকে সুখিত করিতে পারে? দৃষ্টের[২৮] ন্যায়, শ্রুতও[২৯] স্পর্দ্ধা,[৩০] অসূয়া,[৩১] নাশ, ও অপক্ষয় দ্বারা দূষিত; এবং যাহাতে অনেক বিঘ্ন, সেই সুখ থাকাতে, ইহা কৃষির ন্যায়[৩২] নিষ্ফল। স্বীকার করিলাম যে, সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিঘ্নশূন্যই; তদ্দ্বারা উপার্জ্জিত স্থান যে রূপে প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ কর;—যাজ্ঞিক ইহ লোকে যজ্ঞ সকলের দ্বারা দেবগণের যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন; তথায় দেব-তার ন্যায়, নিজ কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত দিব্য ভোগ সকল ভোগ করিতে পান। মনোহর বেশ ধারণ করত নিজ পুণ্য দ্বারা সর্ব্ব-ভোগ-সম্পন্ন শুভ্র বিমানে (আরোহণপূর্ব্বক) দেবকামিনী-দিগের মধ্যে বিহার করিয়া গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক উপগীত হইয়া থাকেন। দেবতাদিগের ক্রীড়াস্থান সকলে কিঙ্কিণীজাল-মালি কামগামি যানযোগে স্ত্রীদিগের সহিত ক্রীড়া করত সুখিত হইয়া আপনার পতন জানিতে পারেন না। যত কাল পুণ্য সমাপ্ত না হয়, ততকাল তিনি স্বর্গে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন; পুণ্য ক্ষয় পাইলে পর কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত

২৮। ইহ লোক।
২৯। স্বর্গ।
৩০। পরের সুখ সহ্য করিতে না পারা।
৩১। পরের গুণে দোষ আবিষ্কার করা।
৩২। কৃষির অনেক বিঘ্ন।

হইয়া, ইচ্ছা না করিলেও, অধঃপতিত হন। যদি বা অসৎ ব্যক্তিদিগের সঙ্গ হেতু জীব অধর্ম্মনিরত, অজিতেন্দ্রিয়, নীচাশয়, লুব্ধ, স্ত্রৈণ এবং ভূতগণের হিংসক হইয়া, পশু লাভ করত, অবিধি ক্রমে প্রেতভূতগণের যাগ করেন, তাহা হইলে ত অবশ হইয়া বিবিধ নরকে গমন করত ভয়ানক অজ্ঞানে প্রবিষ্ট হন। কর্ম্ম সকলের উত্তর কাল দুঃখপ্রদ; দেহ দ্বারা সেই সকল কর্ম্ম করত তাহাদিগের দ্বারাই আবার দেহ লাভ করে; (অতএব) মর্ত্ত্যধর্ম্মীদিগের সে সকলে সুখ কি? লোক এবং কল্পজীবী লোকপাল সকলের আমা হইতে ভয় (আছে;) দ্বিপরার্দ্ধ (সংবৎসর) যাঁহার পরমায়ু, সেই ব্রহ্মারও আমা হইতে ভয়। গুণ সকল কর্ম্মনিবহ সৃজন করে; গুণ সকল ইন্দ্রিয়বর্গ সৃজন করে; এই[৩৩] জীব ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত হইয়া কর্ম্মফল সকল ভোগ করিয়া থাকেন।[৩৪] যতকাল গুণগণের বৈষম্য[৩৫] থাকে, ততকাল আত্মার নানাত্ব (থাকে;[৩৬]) যতকাল আত্মার নানাত্ব, তত কাল পারতন্ত্র্য; যত কাল ইহাঁর পারতন্ত্র্য, তত কাল ঈশ্বর হৈতে ভয়। যাঁহারা ইহাকে,[৩৭] সেবন করেন, তাঁহারা শোকে গ্রথিত হইয়া মুগ্ধ হন।[৩৮] মায়াক্ষোভ থাকাতে, আমাকে কাল, আত্মা, আগম,

---

৩৩। অর্থাৎ, ঐ সকলে অহম্বুদ্ধি-সম্পন্ন।

৩৪। পূর্ব্বে যে অন্য মত কল্পনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, "আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা" তাহার নিরাকরণ করা হইতেছে।

৩৫। অহঙ্কারাদি কার্য্য।

৩৬। মতান্তরে স্বীকৃত আত্মার নানাত্ব নিরাকরণ করা হইল।

৩৭। গুণবৈষম্যকে এবং তৎকৃত ভোগ ও কর্ম্মকে।

৩৮। "কর্ম্ম প্রবৃত্তিই শ্রেয়সী" মতান্তরের এই যে গূঢ় অভিপ্রায়, ইহারই নিরাকরণ করা হইল।

লোক,[৩৯] স্বভাব[৪০] বা ধর্ম্ম,[৪১] এইরূপ বহুপ্রকার কহিয়া থাকে[৪২]।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, গুণগণে বর্ত্তমান থাকিয়াও দেহী (গুণকার্য্য) দেহ হইতে জাত (কর্ম্ম ও সুখাদিতে) কিরূপে বদ্ধ না হয়? অনাবৃত হইলেই বা, কি রূপে গুণগণ দ্বারা বদ্ধ না হয়?[৪৩] (বদ্ধ আর মুক্ত ব্যক্তি) কিরূপে ব্যবহার করেন; কিরূপ বিহার করেন? কি কি চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাত হন? কি প্রকারে ভোজন করেন? কি পরিত্যাগ করেন? কি রূপে শয়ন করেন? কি রূপে উপবেশন করেন? কি রূপে গমন করেন? হে প্রশ্নবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ! এই আমার প্রশ্ন; উত্তর কর; একই আত্মা নিত্য বদ্ধ ও নিত্যমুক্ত,[৪৪] এই আমার ভ্রম।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

৩৯। এবং লোক পাল।

৪০। দেবত্বাদিরূপ পরিণামের হেতু।

৪১। উহাঁদিগের ভোগের হেতু।

৪২। "মায়া ক্ষোভ থাকাতে" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে, ভোগাদি সকলই কেবল অনিত্য নহে, মায়াময়ও বটে। অতএব নিবৃত্তিই মুক্তির হেতু, সুতরাং শ্রেয়সী; ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

৪৩। বলা হইয়াছে যে, আত্মা একই; গুণকার্য্য দেহের সহিত সম্বন্ধই তাহার সংসার; আত্মজ্ঞান দ্বারা তাহা হইতে মুক্তি পান। মতান্তর নিরা করণ করিয়াও উহা দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে। এক্ষণে এই বিষয়ে উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, মুক্তি কি গুণগণ বর্ত্তমান থাকিতেই হয়? না নিবৃত্তি পাইলে পর হয়? থাকিতে হইতে পারে না; কারণ তখন মুক্তির সাধন থাকিতেছে না। যদি বলেন, নিবৃত্তি পাইলে পর হয়; তাহা হইলে "গুণগণ বর্ত্তমান" ইত্যাদি।

৪৪। গুণ অনাদি, তাহার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকাতে তিনি "নিত্য-বদ্ধ"; আর, যদি "নিত্য-মুক্ত না হন" তাহা হইলে মুক্তি জন্য, সুতরাং অনিত্য হইয়া পড়ে; অতএব তিনি "নিত্যমুক্ত" স্বীকার করিতে হয়।

একাদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমার গুণহেতু (আত্মা) বদ্ধ ও মুক্ত, বস্তুতঃ নহেন; গুণ মায়ামূলক বলিয়া বদ্ধ বা মোক্ষ নাই; আমার এই ব্যাখ্যা[১]। শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ, এবং দেহোৎপত্তি মায়া দ্বারা (হইয়া থাকে;) যেমন স্বপ্ন বুদ্ধির কার্য্য, তেমনি সংসার বাস্তবিক নহে। হে উদ্ধব! জানিবে, শরীরীদিগের বদ্ধ-মোক্ষকর বিদ্যা ও অবিদ্যা আমার দুই আদ্যা শক্তি; আমার মায়া দ্বারা বিরচিত। হে মহামতে! আমার অংশ, অদ্বিতীয়, এই অনাদি জীবেরই অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধ এবং বিদ্যা দ্বারা তদ্ভিন্ন[২] (হইয়া থাকে।)[৩] হে তাত! ইহার পর এক ধর্ম্মীতে অবস্থিত,[৪] বিরুদ্ধধর্ম্মশীল বদ্ধ ও মুক্তের[৫] বৈলক্ষণ্য তোমাকে বলিতেছি। ইহাঁরা উভয়ে

১। "এরূপ সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিতেছেন কেন?" এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল "আমার এই ব্যাখা," অর্থাৎ, নির্ণয়।
যে কবিতার "আমার গুণহেতু" ইত্যাদি ব্যাখা করা গেল, তাহার অন্যরূপ ব্যাখ্যাও হয়; যথা;—"আত্মা বদ্ধ ও মুক্ত, এই যে ব্যাখা, ইহা আমারই গুণহেতু; (অর্থাৎ আমারই গুণপারতন্ত্র্য হেতু;) গুণ মায়ামূলক বলিয়া, (গুণনিয়ন্তা) আমার বন্ধন বা মোক্ষ নাই; (সুতরাং আমারই গুণ হেতু ঐরূপ উক্তি হইয়া থাকে।"

২। অর্থাৎ, মোক্ষ।

৩। "আচ্ছা আত্মা আপনার সহিত অভিন্ন; তবে কি আপনারও বদ্ধ মোক্ষ আছে?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, না; "এই জীবেরই"।
"আচ্ছা আত্মার অভেদ সিদ্ধ হইলে "জীব" নামে আর কে থাকিতে পারেন? বদ্ধ মোক্ষ; সুখ দুঃখ; ইত্যাদি ব্যবস্থাই বা কিরূপে সম্ভবে?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "আমার অংশ"।

৪। অর্থাৎ শরীরে। নিয়ম্য ও নিয়ন্তারূপে "অবস্থিত"।

৫। জীবাত্মার ও পরমাত্মার।

সুন্দর-পক্ষ-বিশিষ্ট ;[৬] সদৃশ ;[৭] সখা ;[৮] যদৃচ্ছাক্রমে[৯] বৃক্ষে[১০] নীড়[১১] নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহঁাদিগের একটী পিপ্পলান্ন ভক্ষণ করেন[১২] ; অন্যটী নিরাহার হইলেও, বলেতে করিয়া শ্রেষ্ঠতর[১৩]। যিনি পিপ্পল ভক্ষণ করেন না, সেই বিদ্বান্ আত্মাকে ও তদ্ভিন্নকে জ্ঞাত আছেন ; যিনি পিপ্পল আহার করেন, তিনি সেরূপ নহেন। যিনি অবিদ্যার সহিত যুক্ত, তিনি নিত্যবদ্ধ ; যিনি বিদ্যাময়, তিনি নিত্যমুক্ত। স্বপ্ন হইতে উত্থিত ব্যক্তির ন্যায়, বিদ্বান্ দেহস্থ হইয়াও দেহস্থ নহেন ;[১৪] স্বপ্নদর্শীর ন্যায়, কুবুদ্ধি দেহস্থ না হইয়াও, দেহস্থ। যিনি বিক্রিয়াশূন্য বিদ্বান্, ইন্দ্রিয় সকল বিষয়সমূহ এবং গুণগণ গুণবৃন্দ গ্রহণ করিতে থাকিলেও, তিনি "আমি গ্রহণ করিতেছি" এরূপ মনে করিবেন না। অপণ্ডিত গুণভাব্য কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম করত এই দৈবাধীন শরীরে বাস করিয়া "আমি কর্ত্তা" এই মনে করত তাহাতে নিবদ্ধ হয়।

৬। দুইটী পক্ষী স্বরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে নিরূপণ করা হইতেছে। "সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট ;" অর্থাৎ, বৃক্ষারূঢ় দুইটী পক্ষী যেমন বৃক্ষ হইতে পৃথক, তেমনি ইহঁারাও দেহ হইতে বিভিন্ন।

৭। উভয়েই জ্ঞানস্বরূপ ; সুতরাং "সদৃশ"।

৮। উভয়ের পরস্পর বিয়োগ নাই ; এবং ঐক্যমত্য আছে ; সুতরাং "সখা"।

৯। অর্থাৎ, অনিরুক্তমায়াযোগে।

১০। অর্থাৎ, দেহে।

১১। অর্থাৎ, হৃদয়রূপ নিকেতন।

১২। "পিপ্পল" অর্থাৎ, অশ্বত্থ বৃক্ষ ; অর্থাৎ, দেহ ; তাহাতে জাত "অন্ন" অর্থাৎ, কর্ম্মফল। পক্ষিপক্ষে অশ্বত্থের ফল।

১৩। কারণ তিনি নিজানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন, অতএব জ্ঞানাদি "বলেতে করিয়া" অধিকতর বলবান্।

১৪। দেহ-গুণ সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন না।

বিদ্বান্ ব্যক্তি এইরূপে বিরক্ত হইয়া,[১৫] শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, মজ্জন, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন ও শ্রবণাদি বিশেষ বিশেষ বিষয় সকলে ইন্দ্রিয়গণকে ভোজন করাইয়া[১৬], ঐ প্রকার বদ্ধ হন না; প্রকৃতিতে অবস্থিতি করিয়াও আকাশ, সূর্য্য ও অনিলের ন্যায় সঙ্গহীন হইয়া বৈরাগ্যযোগ দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃতা নিপুণবুদ্ধি-সম্বদ্ধিনী দৃষ্টি দ্বারা সংশয় ছেদন করত, স্বপ্ন হইতে জাগরিত ব্যক্তির ন্যায়, নানাত্ব হইতে নিবৃত্ত হন। যাঁহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির আচরণ সকল সংকল্পশূন্য হয়, তিনি দেহস্থ হইয়াও তাহার গুণগণ হইতে মুক্ত।

যাঁহার দেহ হিংস্রগণ কর্ত্তৃক হিংসিত, বা কোথাও যে কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক যদৃচ্ছাক্রমে কিঞ্চিৎ পূজিত হয়, তিনিই পণ্ডিত, যদি তাহাতে তাঁহার বিকার না জন্মে[১৭]। সমদর্শী মুনি গুণদোষ হইতে বর্জ্জিত হইয়া সাধু বা অসাধু কারী বা বাদী দিগকে স্তব বা নিন্দা করিবেন না। মুনি কিছু সাধু বা অসাধু করিবেন না; বলিবেন না, বা চিন্তা করিবেন না; আত্মারাম হইয়া এই বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জড়ের ন্যায় বিচরণ করিবেন। শব্দব্রহ্মের[১৮] পারগত হইয়াও যদি পরব্রহ্মে ধ্যানাদি যোজনা না করে, তাহা হইলে অধেনুর[১৯]

১৫। অন্যগত কর্ম্মই আমাকে বন্ধন করিতেছে, এই বুঝিয়া "বিরক্ত"।

১৬। অর্থাৎ, তৎতৎসাক্ষীস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া; নিজে আহার করিয়া নহে।

১৭। বদ্ধ মুক্তের বিশেষ বৈলক্ষণ্য কহিয়া, এক্ষণে তাহাদিগকে কি লক্ষণ দ্বারা চিনিতে পারা যায়, তাহা বলা হইতেছে।

১৮। অর্থাৎ, বেদের।

১৯। যে গাভী অনেক দিন প্রসব হইয়াছে।

প্রতিপালকের ন্যায়, তাহার পরিশ্রমের ফল কেবল পরিশ্রম। যাহার দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছে,[২০] এরূপ গাভী; অসতী স্ত্রী;[২১] পরাধীন[২২] দেহ; অসৎ[২৩] পুত্র; অপাত্রসাৎকৃত[২৪] ধন; (আর) আমাকর্ত্তৃক হীন বাক্য; হে উদ্ধব; যাহার দুঃখের পর দুঃখ (নির্দ্দিষ্ট,) সেই (এই সকল) রক্ষা করে। অহে! যাহাতে এই বিশ্বের স্থিতি-উদ্ভব-বিনাশ-স্বরূপ (মদীয়) পাবন কর্ম্ম, বা লীলাবতারেই অভীপ্সিত জন্ম না থাকে, সে বন্ধ্য বাক্য; পণ্ডিত তাহা ধারণ করিবেন না।

এইরূপ তত্ত্ববিচার দ্বারা আত্মাতে নানাত্ব ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া, নির্ম্মল মন সর্ব্বত্রগামি আমাতে সমর্পণ করত উপরত হইবে।[২৫] যদি ব্রহ্মেতে নিশ্চল মন ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে নিরপেক্ষ হইয়া[২৬] আমাতে সমুদায় কর্ম্ম কর। হে উদ্ধব! (পুরুষ) শ্রদ্ধালু হইয়া আমার লোক-পাবনী, সুমঙ্গলা কথা শ্রবণ, গান ও স্মরণ; এবং বারম্বার আমার জন্ম ও কর্ম্ম অনুকরণ দ্বারা আমার জন্য ধর্ম্মার্থ কাম সকল আচরণ করিয়া সনাতন আমাতে নিশ্চলা ভক্তি লাভ করেন।[২৭] তিনি[২৮] সৎসঙ্গজন্য আমাতে লব্ধ ভক্তি

২০। অর্থাৎ, যাহার আর দুগ্ধ হইবে না।
২১। তাহা দ্বারা আর অভিলাষ চরিতার্থ হইতে পারে না।
২২। অর্থাৎ, প্রতিক্ষণেই দুঃখের কারণ।
২৩। যাহা দ্বারা ঐহিক বা আমুষ্মিক উপকারের সম্ভাবনা নাই।
২৪। অর্থী উপস্থিত হইলেও তাহাকে অদত্ত।
২৫। অর্থাৎ, এইরূপ করিতে পারিলে তবে উপরত হইতে পারিবে; কেবল শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেই হইবে না।
২৬। ফলাদি কামনা না করিয়া।
২৭। মদর্পিত কর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তির অন্তরঙ্গভক্তি উল্লেখ করা হইতেছে।
২৮। অর্থাৎ, এই প্রকারে লব্ধভক্তি ভক্ত।

দ্বারা আমার ধ্যানকারী হন; তিনি[২৯] সাধুগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত মদীয় পদ নিশ্চয়ই সুখে লাভ করেন।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে উত্তম-শ্লোক! হে প্রভো! কি-প্রকার সাধু তোমার উত্তম বলিয়া অভিমত? সাধুগণ কর্ত্তৃক আদৃতা কিরূপ ভক্তিই বা তোমাতে যোগ করা যায়? হে পুরুষাধ্যক্ষ! হে লোকাধ্যক্ষ! হে জগৎপ্রভো! প্রণত, অনুরক্ত ও বিপন্ন আমাকে ইহা বলিতে আজ্ঞা হউক্। তুমি আকাশসদৃশ, সঙ্গহীন, প্রকৃতির পর পুরুষ, পরম ব্রহ্ম; হে ভগবন্! স্বেচ্ছাক্রমে ভিন্ন[৩০] দেহ ধারণ করত অবতীর্ণ হইয়াছ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, (যিনি) সর্ব্বদেহীর প্রতি কৃপালু' অহিংস্রক, ও ক্ষমাশীল; সত্য যাঁহার বল; যিনি দোষরহিত; সমদর্শী ও সর্ব্বোপকারক; যাঁহার চিত্ত কাম সকলের দ্বারা অভিভূত নহে; যিনি জিতেন্দ্রিয়; যিনি মৃদু-(চিত্ত,) সদাচার, অকিঞ্চন, নিরীহ, মিতভোজী, জিতান্তঃকরণ, স্বধর্ম্মে নিরত, মদেকাশ্রয় ও চিন্তাশীল; যিনি সাবধান, নির্ব্বিকারাত্মা, ধৈর্য্যশালী, ষড়্গুণ-[৩১]বিজয়ী, মানবিষয়ে অপ্রত্যাশী, মান-প্রদ, পরকে বোধনবিষয়ে দক্ষ, অবঞ্চক, কারুণিক[৩২] ও সম্যক্ জ্ঞানী; তিনি সাধুশ্রেষ্ঠ। আর, যিনি গুণ এবং দোষ সকল[৩৩]

২৯। এইরূপে ধ্যানশীল হইয়াছেন যে ভক্ত।

৩০। অর্থাৎ, পরিমিত। আকাশের ন্যায় অপরিমিত অপরিচ্ছিন্ন নহে।

৩১। ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু এই ছয় গুণ।

৩২। পরের উপর দয়াহেতুই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, দৃষ্ট বস্তুর উপরে লোভ করিয়া নহে।

৩৩। ধর্ম্ম আচরণ করিলে সত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতি যে সকল গুণ উৎপন্ন হয়, আর না করিলে যে সকল দোষ জন্মে।

জ্ঞাত হইয়াও আমা কর্ত্তৃকও আদিষ্ট স্বকীয় কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনিও এইরূপ। আমি যে, যতটুকু, ও যেপ্রকার, (ইহা) পুনঃ পুনঃ জানিয়া [৩৪] যাঁহারা একান্ত ভাবে আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ অভিমত। হে উদ্ধব! আমার (প্রতিমাদি) চিহ্নের এবং আমার ভক্ত জনগণের দর্শন, স্পর্শন, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, স্তুতি ও মনোহর গুণকর্ম্মের কীর্ত্তন; মদীয়কথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা; আমার চিন্তা; সমুদায় লব্ধ বস্তুর (আমাতে) সমর্পণ; দাস্যভাবে আত্মনিবেদন; মদীয়-জন্ম-কর্ম্ম-কথন; মদীয় পর্ব্ব সকলের [৩৫] অনুমোদন; গীত, বাদিত্র এবং সম্প্রদায় দ্বারা আমার গৃহে উৎসব; সমুদায় বার্ষিক পর্ব্বেতে যাত্রা, [৩৬] ও পুষ্পোপহারাদি সমর্পণ; বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা; মদীয় ব্রত-ধারণ; আমার প্রতিমাস্থাপনে শ্রদ্ধা; উদ্যান, উপবন, [৩৭] ক্রীড়াস্থান, পুর ও মন্দির কর্ম্মে স্বতঃ [৩৮] বা মিলিত হইয়া উদ্যম; সংমার্জ্জন, উপলেপন, সেক ও মণ্ডলা-বর্ত্তন [৩৯] দ্বারা দাসের ন্যায় অকাপট্যভাবে আমার গৃহসেবা; অমানিতা; অদাম্ভিকতা; (এবং) আচরিত (ধর্ম্মকর্ম্মের) কীর্ত্তন না করা; (এই সকল ভক্তির লক্ষণ। ভক্তির আরও

৩৪। "জানিয়া এবং না জানিয়াও" এরূপও অর্থ হয়।

৩৫। জন্মাষ্টমী প্রভৃতি।

৩৬। মেলা। বাং॥ বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্য একাদশী প্রভৃতিতে।

৩৭। যাহাতে পুষ্প অধিক, সেই উপবন; যাহাতে ফল অধিক, সেই উদ্যান।

৩৮। ক্ষমতা থাকিলে।

৩৯। "উপলেপন" গোময়াদি দ্বারা আলেপন; "সেক" গোময়াদি প্রোক্ষণ; "মণ্ডলাবর্ত্তন" সর্ব্বতোভদ্রাদিমণ্ডলকরণ।

লক্ষণ বলি ;) আমার দীপালোক[৪০] এবং নৈবেদ্য[৪১] গ্রহণ করিবে না ;[৪২] লোকে যাহা যাহা ইষ্টতম, এবং যাহা নিজের প্রিয়, আমাকে তাহা তাহা নিবেদন করিবে ; ঐ সকল অনন্ত ফল প্রসব করিবে। হে ভদ্র ! সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা ও সমুদায় প্রাণী, আমার পূজার অধিষ্ঠান। অহে ! বেদবিদ্যা দ্বারা সূর্য্যেতে, ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে, আতিথ্য দ্বারা ব্রাহ্মণেতে, তৃণাদি দ্বারা গোদিগেতে, বন্ধুর ন্যায় সম্মাননা দ্বারা বৈষ্ণবেতে, ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা হৃদয়াকাশেতে, প্রাণদৃষ্টি দ্বারা বায়ুতে, জল প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা[৪৩] জলেতে, এবং গুপ্তমন্ত্রন্যাস দ্বারা পৃথিবীতে আমার পূজা করিবে। (আর) বিবিধ ভোগ দ্বারা আত্মাতে আত্মা (আমার) অর্চ্চনা করিবে ; এবং সমত্ব দ্বারা সর্ব্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞ (আমার)

৪০। অর্থাৎ, আমাকে নিবেদিত দীপালোক।

৪১। স্বয়ং বা অন্য কর্ত্তৃক নিবেদিত সামগ্রী।

৪২। এই নিষেধ সাধারণতঃ স্থাবর বস্তু গ্রহণের, অথবা রাগতঃ ব্যবহার করিবার পক্ষে। ভক্তিতে করিয়া গ্রহণ করিতেই পারে। বচন যথা ;—
"ছয় মাস উপবাসের যে ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, কলিতে হরির প্রসাদ যাঁহারা ভোজন করেন, তাঁহাদিগেরও সেই ফল।" পুনশ্চ ;—
"যাঁহার হৃদয়ে হরির রূপ ; মুখে হরির নাম ; উদরে হরির প্রসাদ ; এবং মস্তকে হরির পাদোদক ও নির্ম্মাল্য ; তাঁহাকে ভ্রষ্ট হইতে হয় না।"
"গ্রহণ করিবেন না" এই নিষেধের অন্য অর্থও করা যায় ;—যথা ;—
"অন্যকে যাহা নিবেদন করা হইয়াছে, তাহা আর আমাকে নিবেদন করিবে না। এই বিষয়ের নিষেধবচন যথা ;—
"বিষ্ণুকে যে অন্ন নিবেদন করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা অন্য দেবতার যাগ করিবে ; পিতৃগণকেও তাহা দিবে : (দিলে) উহা অনন্ত ফল প্রসব করিবে।" কিন্তু যিনি পিতৃগণের শেষান্ন পরমাত্মা হরিকে দান করেন, তাঁহার পিতৃগণ বংশহীন হইয়া কষ্ট পান।"

৪৩। অর্থাৎ, তর্পণাদি দ্বারা।

যাগ করিবে। সমাধিস্থ হইয়া আমার শঙ্খ-চক্র-গদাম্বুজ-যুক্ত, চতুর্ভুজ, শান্ত রূপ ধ্যান করত এইপ্রকারে এই সকল অধিষ্ঠানে অর্চ্চনা করিবে। যিনি সমাধিস্থ হইয়া ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা এইপ্রকারে আমার যাগ করিবেন, তিনি আমাতে সৎভক্তি প্রাপ্ত হইবেন; সাধুসেবা দ্বারা মদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে। হে উদ্ধব! সৎসঙ্গজন্য যে ভক্তিযোগ, তদ্ব্যতীত (সংসারতরণের) অন্য সম্যক্ উপায় নাই; যে হেতু আমি সাধুদিগের প্রকৃষ্ট আশ্রয়। হে যদুনন্দন! তুমি পরম গোপনীয় শ্রবণ করিতেছ; ইহার পর তোমাকে আরও সাতিশয় গোপনীয় বলিব; তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ ও সখা।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

দ্বাদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, সর্ব্বসঙ্গনিবর্ত্তক সৎসঙ্গ যেরূপ; যোগ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, ইষ্টাপূর্ত্ত, দক্ষিণা, ব্রত, দেবপূজা, গোপনীয় মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম এবং যম সকল আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না। দৈত্য, রাক্ষস, পক্ষী, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর এবং বিশেষ বিশেষ যুগে মনুষ্যলোকের মধ্যে রজস্তমপ্রকৃতি বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ও অন্ত্যজগণ; আর, বৃত্র ও প্রহ্লাদাদি; এবং বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্, ভল্লূক (জাম্ববান্,) গজ, গৃধ্র (জটায়ু,)

তুলাধার, ব্যাধ, কুব্জা, ব্রজে গোপীগণ ও যজ্ঞপত্নী সকল, অনেকেই সৎসঙ্গ হেতু আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহারা শ্রুতিগণ পাঠ করে নাই; মহত্তম ব্যক্তিদিগের উপাসনা করে নাই; ব্রতাচরণ করে নাই; তপস্যা করে নাই; আমার সঙ্গ[১] হেতু আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। গোপীগণ, গোগণ, নগগণ[২], মৃগগণ, নাগগণ[৩] এবং অন্যান্য যে সকল মূঢ়বুদ্ধিগণ, (তাহারা) কেবল প্রীতি দ্বারাই কৃতার্থ হইয়া সুখে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে[৪]। যত্নবান্ হইলেও যোগ, জ্ঞান, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা, বেদাধ্যয়ন ও সন্ন্যাস দ্বারা (আমাকে) প্রাপ্ত হইবে না। অক্রূর রামের সহিত আমাকে মথুরা লইয়া যাইলে পর, আমাতে অতিদৃঢ়প্রেমহেতু অনুরক্ত-চিত্তা, আমার বিয়োগ হেতু তীক্ষ্ণ-মনোব্যথা-সম্পন্না গোপী সকল অন্যকে সুখের হেতু দর্শন করে নাই। তাহারা বৃন্দাবনে গোচারণকারী প্রিয়তম আমার সহিত সেই সেই রাত্রি সকল ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় অতিবাহন করিয়াছিল; অহে! আমা কর্ত্তৃক হীন হইয়া, আবার সেই সকল (রাত্রিই) তাহাদিগের পক্ষে কল্পতুল্য হইয়াছিল। আসক্তিহেতু আমাতে চিত্ত বদ্ধ করাতে, তাহারা, যেমন মুনিরা সমাধিসময়ে নাম ও রূপ (অবগত থাকেন না;) তেমনি সন্নিহিত ও দূরস্থ নিজ

১। সাধুদিগের সঙ্গই আমার সঙ্গ, এই অভিপ্রায় করিয়া বলা হইল, "আমার সঙ্গ"।

২। যমলার্জ্জুন। অথবা, তৎকালীন সমুদায় বৃক্ষ লতা গুল্মাদি।

৩। কালীয়াদি।

৪। বৃত্রাসুরাদির অন্য সাধন থাকিতে পারে; গোপী প্রভৃতিরা কিন্তু কেবল প্রীতি দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছে, এই বলিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলা হইল।

দেহকে [৫] জানে নাই; (কিন্তু) জলধি-জলে নদী সকলের ন্যায়, (আমাতে) প্রবিষ্ট (হইয়াছিল। এই প্রকারে তাহাদিগের কেবল) আমাতে অভিলাষ ছিল; (তাহারা) স্বরূপ [৬] জানিত না; (তথাপি এইরূপ) সহস্র সহস্র অবলা সৎসঙ্গহেতু, জার রমণ (বুদ্ধিতে জ্ঞেয় হইলেও,) পরমব্রহ্মস্বরূপেই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব [৭] উদ্ধব! শ্রুতি, স্মৃতি, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি; এবং শ্রোতব্য ও শ্রুত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব দেহীর আত্মা একমাত্র আমারই একাগ্র ভক্তিতে শরণ লও; আমা কর্ত্তৃকই অকুতোভয় হও।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে যোগেশ্বরের ঈশ্বর! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার আত্মস্থ [৮] সংশয় নিবৃত্ত হইতেছে না; যদ্দ্বারা আমার মন ভ্রান্ত হইতেছে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, চক্র সকলের [৯] মধ্যে যাঁহার প্রকাশ, সেই অপরোক্ষ পরমেশ্বর নাদসম্পন্ন প্রাণের সহিত গুহায় [১০] প্রবেশ করত সূক্ষ্ম মনোময় রূপ প্রাপ্ত হইয়া [১১] মাত্রা, [১২]

৫। অথবা মমতাস্পদ (পতি পুত্রাদিকে, এবং অহঙ্কারাস্পদ (আপনাকে)।

৬। অর্থাৎ, ব্রহ্মস্বরূপ।

৭। যে হেতু আমাকে ভজনের প্রভাব এই প্রকার।

৮। "আমি যে সকল স্বস্ব ধর্ম্ম কহিয়াছি," ইত্যাদি দ্বারা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য। এক্ষণে আবার বলিতেছেন যে, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমারই শরণ লও। এস্থলে আত্মার কর্ত্তৃত্ব আছে? কি না আছে? এই রূপ আত্মবিষয়ক সংশয়।

অথবা;—কর্ম্ম কার্য্য? কি অকার্য্য? এইরূপ "আত্মস্থ" অর্থাৎ হৃদিস্থিত সংশয়।

৯। তন্ত্রমতে এই শরীরের মধ্যে আধার, লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, তালুমূল ও ললাট, এই ছয় স্থানে ছয়টী পদ্মাকার চক্র আছে।

১০। অর্থাৎ, ষট্‌চক্রের মধ্যে প্রথম "আধার" চক্রে।

১১। পরে মণিপুর চক্রে (নাভিমূলে), এবং শুদ্ধিচক্রে (তালুমূলে) মধ্যমরূপ প্রাপ্ত হইয়া।

১২। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত।

স্বর [১৩] ও বর্ণ, [১৪] এই প্রকারে অতি স্থূল হন [১৫]। যেমন আকাশে উষ্মাস্বরূপ অগ্নি, কাষ্ঠেতে বলে মথ্যমান হইয়া, বায়ু-সহায়ে অণুরূপে [১৬] উৎপত্তি লাভ করত (প্রকৃষ্ট হইয়া) ঘৃত দ্বারা বর্দ্ধিত হয় [১৭], তেমনি এই বাণী আমার প্রকাশ। এইরূপ বচন; আর কর্ম্ম, গতি, বিসর্জ্জন, ঘ্রাণ, রসন, দর্শন, স্পর্শন ও শ্রবণ, এবং সংকল্প, বিজ্ঞান, অভিমান, সূত্র [১৮] ও সত্ত্বরজস্তমোগুণের বিকার (আমার) প্রকাশ। এই পরমেশ্বর (আদিতে) অব্যক্ত একমাত্রই; বীজ যেমন ক্ষেত্র পাইয়া, শক্তি সকল বিভক্ত হওয়াতে, তিনি তেমনি যেন বহুপ্রকার প্রতীয়মান হন; (যে হেতু) তিনি ত্রিগুণের আশ্রয় পদ্মযোনি [১৯]। যেমন বস্ত্র সূত্রবিস্তারে, তেমনি এই

১৩। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। ১৪। অকারাদি।

১৫। পরে মুখে গিয়া মাত্রাদি রূপে বর্দ্ধিত হন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, "ঈশ্বর মায়াবশে প্রপঞ্চরূপে প্রকাশ পান; সেই প্রপঞ্চের অধ্যাসহেতু মায়া দ্বারা জীবগণের কর্তৃত্বাদি এবং তাহা হইতে, বিধি ও নিষেধ হইয়া থাকে। তখন সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে পারে। সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে পর, আর অন্য কর্ম্ম করিবে না, কেবল দৃঢ় বিশ্বাসে আমাকে ভজনা করিবে। শেষে যখন বিদ্যা জন্মিবে, তখন আর কিছুই করিতে হইবে না।"

এই বাক্যের মধ্যে যে প্রপঞ্চের কথা বলা হইয়াছে, ঈশ্বর হইতে বাগীন্দ্রিয় দ্বারা যেরূপে জীবের সংসার-কারণ সেই প্রপঞ্চ উদ্গত হয়, তাহা বলা হইতেছে,—"চক্র সকলের মধ্যে" ইত্যাদি দ্বারা।

১৬। সূক্ষ্মস্ফুলিঙ্গাদি রূপে।

১৭। অর্থাৎ, প্রথমে কেবল অব্যক্ত উষ্মামাত্র থাকে; পরে কাষ্ঠে মথ্যমান হইয়া বায়ুর সহায়তা পাইয়া স্ফুলিঙ্গরূপে প্রকাশ পায়; শেষে বৃদ্ধি পাইয়া ঘৃত পাইলে অধিকতর বর্দ্ধিত হয়।

১৮। কর্ম্ম, হস্তের; গতি পাদের; বিসর্জ্জন পায়ু ও উপস্থের; ঘ্রাণ নাসিকার; দর্শন চক্ষুর; স্পর্শন ত্বকের; শ্রবণ কর্ণের; সংকল্প মনের; বিজ্ঞান বুদ্ধি ও চিত্তের; অভিমান অহঙ্কারের; এবং সূত্র প্রকৃতির বৃত্তি।

১৯। অর্থাৎ, পদ্মের উৎপত্তি কারণ।

অশেষ বিশ্ব উহঁাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে। উনি এই অনাদি, প্রবৃত্তি-স্বভাব সংসারতরু; (এই তরু) পুষ্পফল [২০] প্রসব করে; ইহার দুইটী বীজ; [২১] সাত শত মূল; [২২] তিনটী নাল; [২৩] পাঁচটী স্কন্ধ; [২৪] (ইহা) পঞ্চ রস [২৫] প্রসব করে; (ইহার) একাদশ শাখা; [২৬] দুইটী সুন্দরপক্ষবিশিষ্ট (পক্ষী) [২৭] ইহাতে নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে; (ইহার) তিনখানি [২৮] বল্কল; দুইটী [২৯] ফল; (ইহা) সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত [৩০]। গ্রামচর গৃধ্রেরা [৩১] ইহার একটী ফল [৩২] ভক্ষণ করে; অরণ্য-বাসী হংসেরা [৩৩] (আর) একটী; (যিনি) পূজ্য (গুরুগণের) সহায়ে এককে মায়াময় বলিয়া বহুরূপ জানেন, তিনি তত্ত্বার্থ জানেন।

ধীর (তুমি) এইরূপে গুরূপাসনাজন্যা ভক্তি যোগে তীক্ষ্ণী-কৃত বিদ্যা-কুঠার দ্বারা সাবধানপূর্ব্বক জীবোপাধি লিঙ্গ শরীর ছেদন করত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া পরে অস্ত্র [৩৪] ত্যাগ কর।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

২০। ভোগ আর মুক্তি। অথবা, কর্ম্ম আর কর্ম্মফল।

২১। পুণ্য আর পাপ।

২২। অসংখ্য বাসনা।

২৩। তিন গুণ;—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

২৪। পঞ্চ ভূত;—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ।

২৫। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ।

২৬। একাদশ ইন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, রসনা; বাক, পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, আর, মন।

২৭। জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

২৮। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা।

২৯। সুখ ও দুঃখ।

৩০। সূর্য্যকে ভেদ করিয়া যিনি গমন করেন, তাঁহার আর সংসার হয় না।　৩১। গৃহস্থ কামীরা।

৩২। দুঃখ।　৩৩। সন্ন্যাসী বিবেকীরা।

৩৪। অর্থাৎ, ছেদনসাধন বিদ্যারূপ অস্ত্র।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই সকল গুণ বুদ্ধির, আত্মার নহে; সত্ত্ব দ্বারা অন্যতম দুইটীকে, আর সত্ত্ব দ্বারাই সত্ত্বকে নাশ করিবে। পরিবর্দ্ধিত সত্ত্ব হইতে পুরুষের মদীয়-ভক্তি-স্বরূপ ধর্ম্ম হইবে; সাত্ত্বিক (পদার্থ) সকলের সেবা দ্বারা সত্ত্ব বৃদ্ধি পাইবে। তাহা হইতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে। সত্ত্বের বৃদ্ধিসম্পন্ন অনুত্তম ধর্ম্ম রজস্তমঃ নাশ করিবে; উভয় নিহত হইলে, তন্মূলক অধর্ম্ম শীঘ্র নাশ পাইবে। শাস্ত্র, জল, জন, দেশ, কাল, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র, আর সংস্কার, এই দশ গুণজন্য।[১] এই সকলের মধ্যে সেই সেই টী সাত্ত্বিক, বৃদ্ধেরা যে যেটীর প্রশংসা করেন; যাহার যাহার নিন্দা করেন, তাহা তাহা তামস; (আর) যাহার নিন্দাও করেন না, স্তবও করেন না, তাহা রাজস। সত্ত্ব-বৃদ্ধির নিমিত্ত পুরুষ সাত্ত্বিক (আগমাদি)ই সেবন করিবেন;[২]

১। সাত্ত্বিক পদার্থের উপাসনা দ্বারা সত্ত্ববৃদ্ধি পায়; এই কথা বলা হইয়াছে। সত্ত্বের বৃদ্ধির সেই সকল কারণ প্রদর্শন করিতে অভিপ্রায় করিয়া সামান্যতঃ গুণত্রয়ের বৃদ্ধির কারণ সকল বলিতেছেন।

২। যথা;—শাস্ত্রের মধ্যে প্রবৃত্তি শাস্ত্র নহে, নিবৃত্তি শাস্ত্র; জলের মধ্যে গন্ধ জলাদি নহে, তীর্থ জল; জনের মধ্যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত দুরাচারী জন নহে, নিবৃত্ত জন; দেশের মধ্যে পথাদি নহে, নির্জ্জন দেশ; ধ্যানাদি সময়ে কালের মধ্যে প্রদোষনিশীথাদি নহে, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত; কর্ম্মের মধ্যে ব্যভিচারাদি কাম্য কর্ম্ম নহে, নিত্য কর্ম্ম; জন্মের মধ্যে শক্তিদীক্ষা রূপ নহে, বৈষ্ণব ও শৈবদীক্ষা রূপ জন্ম; ধ্যানের মধ্যে কামিনী ও শত্রুদিগের নহে, শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান; মন্ত্রের মধ্যে কাম্য মন্ত্র সকল নহে, প্রণবাদি মন্ত্র; সংস্কারে মধ্যে কেবল গৃহাদির সংস্কার নহে, আত্মার সংস্কার "সেবন করিবেন"।

তাহা হইতে ধৰ্ম্ম; (এবং) তাহা হইতে স্মৃতি[৩] ও নাশ পর্য্যন্ত জ্ঞান[৪] (উৎপন্ন হইবে।) বেণুঘর্ষণ-জাত অগ্নি সেই বন দাহ করিয়া নিবৃত্ত হয়; এইরূপ গুণের মেলনজন্য দেহও উহার ন্যায় কার্য্য করিয়া শান্ত হয়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে কৃষ্ণ! মর্ত্ত্যেরা অনেকেই বিষয় সকলকে আপদের পদ (বলিয়া) জানে; তথাপি কেন কুক্কুর, গৰ্দ্দভ ও ছাগের ন্যায়[৫] ভোগ করে?

শ্রীভগবান্ কহিলেন, বিবেকশুন্য ব্যক্তির হৃদয়ে "আমি" এই মিথ্যাবুদ্ধি যথাবৎ উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে সত্ত্বপ্রধান মনের প্রতি দুঃখাত্মক রজঃ[৬] (জন্মে।) রজো-যুক্ত মন হইতে সবিকল্পক[৭] সংকল্প (উৎপন্ন হয়;) তাহা হইতে বিষয়চিন্তাহেতু দুর্ম্মতির দুঃসহ কাম সকল (প্রবৃত্ত হয়।) রজোগুণে বিমোহিত, কামের বশবর্ত্তী, অজিতেন্দ্রিয় (দুর্ব্বুদ্ধি) উত্তর কালকে দুঃখপ্রদ দেখিয়াও, কৰ্ম্ম সকল করিয়া থাকে। যদিও রজস্তমো দ্বারা মুগ্ধ-বুদ্ধি হন্, বিদ্বান্ তথাপি দোষ দেখিয়া অনলস হইয়া পুনর্ব্বার মন যোজনা করত সঙ্গত হন না। সাবধান ও অনলস ভাবে যথাকালে[৮] জিতশ্বাস এবং

৩। "আত্মা অপরোক্ষ" এইরূপ স্মৃতি।

৪। স্থূল সূক্ষ্ম-দেহ; এবং ঐ দেহদ্বয়ের কারণীভূত গুণগণের "নাশ"। ঐ জ্ঞান দ্বারা ঐ দুই সিদ্ধ হইবে।
এরূপ জ্ঞান কেবল বাক্যশ্রবণ হইতে হয় না।

৫। কুক্কুর ভৎর্সনা বাক্যে বারম্বার তাড়িত হইয়াও আহারাদি ভক্ষণ করিতে আইসে; গৰ্দ্দভ পাদ দ্বারা আহত হইলেও গৰ্দ্দভীর অনুগমন করে; ছাগ হত্যা করিবার জন্য আনীত হইলেও ছাগীর অনুধাবন করে।

৬। চেষ্টাদিকারক প্রকৃতি-গুণ।

৭। "ইহা এই প্রকারে আমার ভোগ্য" এই প্রকার কল্পনা।

৮। ত্রিসন্ধ্যা।

জিতাসন হইয়া মন আমাতে অর্পণ করত অল্পে অল্পে যোজনা করিবে। "মনকে সর্ব্ববিষয় হইতে আকর্ষণ করত সাক্ষাৎ আমাতে যথাবৎ ধারণ করিবে" ইত্যাকার যোগ মদীয় শিষ্য সনকাদি আদেশ করিয়াছেন।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে কেশব! তুমি যখন, যে রূপে, এতদ্রূপ যোগ সনকাদিকে আদেশ করিয়াছিলে, আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ব্রহ্মার মানস পুত্র সনকাদি পিতাকে যোগের দুর্জ্ঞেয়া পরা কাষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

শ্রীযোগিগণ কহিয়াছিলেন, প্রভো! চিত্ত বিষয় সকলে, এবং বিষয় সকল মনে প্রবেশ করে; [৯] (বিষয়সমূহকে) অতিক্রম করিতে অভিলাষী মুমুক্ষুর সম্বন্ধে পরস্পরের বিশ্লেষ কিরূপে (হইয়া থাকে?)

শ্রীভগবান্ কহিলেন, মহান্ দেবতা (ব্রহ্মা) স্বয়ম্ভু, এবং ভূতগণের সৃষ্টিকর্ত্তা (হইয়াও) বিচার করিয়াও প্রশ্নের বীজ [১০] জানিতে পারিলেন না; (যে হেতু) তাঁহার চিত্ত কর্ম্ম দ্বারা বিক্ষিপ্ত। সেই দেব প্রশ্নের পারে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া আমাকে চিন্তা করিলেন; আমি তখন হংসরূপে [১১] তাঁহার নিকটে গমন করিলাম। তাঁহারা আমাকে দর্শন করত ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া পাদবন্দনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? হে উদ্ধব! তত্ত্বজিজ্ঞাসু মুনি-

৯। স্বভাবতঃ রাগাদিবলে মন বিষয় সকলে, এবং মন কর্ত্তৃক অনুভূত বিষয় সকল বাসনারূপে মনে প্রবেশ করে।

১০। অর্থাৎ, যে অজ্ঞান হইতে ঐ প্রশ্ন উৎপন্ন হইয়াছে।

১১। যেমন হংস দুগ্ধ ও জলকে পৃথক করিতে পারে, তেমনি আমি গুণ

গণ কর্ত্তৃক এইপ্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি তখন তাঁহা-দিগকে যাহা কহিয়াছিলাম, আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর।

শ্রীহংস কহিয়াছিলেন, হে বিপ্রগণ! তোমাদিগের এই প্রশ্ন[১২] যদি আত্মার সম্বন্ধে হয়, তাহা হইলে, যখন তাঁহার পরমাত্মস্বরূপের নানাত্ব নাই, তখন (উহা) কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? উত্তরদাতা আমারই বা আশ্রয়[১৩] কি (হয়? আর যদি প্রাণিসমূহের সম্বন্ধে হয়, তাহা হইলে,) পঞ্চাত্মক সমুদায় ভূত[১৪] যখন বস্তুতঃ অভিন্ন, তখন "আপনি কে?" তোমাদিগের এই প্রশ্ন অনর্থক, সুতরাং বাক্যমাত্রে আরব্ধ (হইয়া পড়ে।)

মন, বাক্য, দৃষ্টি, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারাও (যাহা যাহা) গৃহীত হইয়া থাকে, (সকলই) আমি; আমা হইতে অন্য (নাই;) তত্ত্ব বিচার দ্বারা ইহা অবগত হও! হে পুত্রগণ! (সত্যই) চিত্ত গুণগণে, এবং গুণগণ চিত্তে প্রবিষ্ট হয়; গুণগণ এবং চিত্ত, উভয় মদাত্মক জীবের দেহ[১৫]। পুনঃ পুনঃ গুণগণ সেবন করিয়া চিত্ত গুণগণে প্রবিষ্ট হয়; চিত্তে উদ্‌ভূত গুণগণও (এই প্রকার,[১৬];) মৎস্বরূপ হইয়া (এই) উভ-য়কে ত্যাগ করিবে। জাগর, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, (এই কয়)

ও চিত্ত এই প্রকাশ করিবার নিমিত্ত "হংস রূপে" ইত্যাদি।

১২। "আপনি কে?" এই প্রকার বহুনির্দ্ধারণরূপ প্রশ্ন।

১৩। অর্থাৎ, যে জাতি ও গুণাদি বৈলক্ষণ্য আশ্রয় করিয়া আমি উত্তর দিব।

১৪। দেবতা, মনুষ্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতি ত্রিবিধ প্রপঞ্চ।

১৫। অর্থাৎ, উপাধি ;—স্বরূপ নহে।

১৬। অর্থাৎ, চিত্ত পুনঃ পুনঃ গুণ (বিষয়) সকল সেবন করাতে, ঐ সকল গুণ বাসনা রূপে চিত্তে বৃদ্ধি পাইয়া উঠে।

বুদ্ধির বৃত্তি, গুণ হইতে (জাত [১৭];) সাক্ষী বলিয়া, জীব (কিন্তু) তাহাদিগের হইতে বিভিন্ন [১৮] রূপে বিনিশ্চিত হইয়াছেন। বুদ্ধি দ্বারা এই যে বন্ধন, ইহাই আত্মাকে বৃত্তি [১৯] দান করে; অতএব চতুর্থ [২০] আমাতে অবস্থিত হইয়া (এই বুদ্ধিবন্ধন) পরিত্যাগ করিবে; তখন গুণগণ ও চিত্তের (পরস্পর) ত্যাগ (হইবে।) অহঙ্কার কর্ত্তৃক কৃত বন্ধন আত্মার অনর্থের [২১] কারণ; (ইহা) জানিয়া নির্ব্বিণ্ণ হইয়া চতুর্থ আমাতে অবস্থিতি করত অহংবুদ্ধি [২২] পরিত্যাগ করিবে। যত দিন যুক্তি সকলের দ্বারা পুরুষের নানাত্মবুদ্ধি নিবৃত্ত না হয়, তত দিন, যেমন স্বপ্নে জাগরণ, তেমনি (তিনি) জাগিয়াও নিদ্রা যান; (কারণ তিনি) সম্যক্ দর্শন করেন না। আত্মা হইতে অন্যান্য বস্তু নাই বলিয়া, (দেহাদি) পদার্থ-সমূহের তৎকৃত ভেদ, [২৩] গতি [২৪] এবং কারণ [২৫] সকল, যেমন স্বপ্নদর্শীর, তেমনি ইঁহার [২৬] সম্বন্ধে মিথ্যা। যিনি জাগরণকালে বাহ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ক্ষণিক-ধর্ম্মী, [২৭] এবং (যিনি) নিদ্রাকালে হৃদয়ে তৎসদৃশ, [২৮] অর্থ সকল

১৭। বুদ্ধির স্বাভাবিকী বৃত্তি নহে। "সত্ত্বগুণ হইতে জাগরণ; রজোগুণ হইতে স্বপ্ন (নিদ্রা; মুগ্ধভাব); এবং তমোগুণ হইতে সুষুপ্তি (অজ্ঞানে বিলয়) উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

১৮। ঐ-তিন-অবস্থাশূন্য।

১৯। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি।

২০। অর্থাৎ, শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্ম।—"বিরাট্; হিরণ্যগর্ভ; ও কারণ; এই তিনটী উপাধি; ঈশ্বরের যে স্বরূপ এই তিন শূন্য তাহারই নাম চতুর্থ"।

২১। আনন্দাদির আবরণরূপ অমঙ্গলের।

২২। এবং অভিমানকৃত। ভোগচিন্তা।

২৩। বর্ণ-আশ্রমাদি-রূপ।

২৪। স্বর্গাদি ফল। ২৫। কর্ম্মসকল।

২৬। অর্থাৎ, আত্মার। ২৭। বাল্য-ও-তারুণ্যাদি-ধর্ম্মশালী।

২৮। জাগরণে দৃষ্টের সদৃশ;—বাসনাময়।

ভোগ করেন; (আর যিনি) সুষুপ্তি সময়ে (সমুদায় অর্থ) উপসংহার করেন; তিনি এক [২৯]; কারণ স্মৃতি দ্বারা সম্বন্ধ থাকাতে, [৩০] (তিনি) অবস্থাত্রয়দর্শী ইন্দ্রিয়েশ্বর [৩১]। মনের তিন অবস্থা গুণ হইতে আমার মায়া দ্বারা আমাতে কৃত হইয়াছে, এইরূপ বিচার করত এই (আত্মরূপ) অর্থ নিশ্চয় করিয়া তোমরা অনুমান-ও-সদুক্তি-যোগে তীক্ষ্ণীকৃত জ্ঞানখড়্গ দ্বারা নিখিল সংশয়ের আধানস্থান (অহঙ্কার) ছেদনপূর্ব্বক হৃদিস্থিত আমাকে ভজনা কর। মনোদ্বারা প্রকাশিত, দৃষ্ট, বিনাশি, অতিলোল, অলাতচক্র [৩২] এই (বিশ্ব)কে বিভ্রমস্বরূপ দেখিবে; এক বিজ্ঞান যেন বহুপ্রকারে প্রতিভাত হয়; (অতএব) গুণের পরিণাম দ্বারা কৃত যে ত্রিবিধ বিকল্প, সেই মায়াস্বপ্ন। সেই (দৃশ্য বিশ্ব) হইতে দৃষ্টি প্রতিনিবর্ত্তন করিয়া তৃষ্ণা নিবর্ত্তন ও চেষ্টা পরিত্যাগ করত নিজ সুখানুভবে নিরত হইবে। যদি কখনও ইহা দৃষ্ট হয়, [৩৩] (তথাপি,) পূর্ব্বে বস্তু নহে, এই বুঝিয়া ত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া, আর ভ্রমের কারণ হইতে পারিবে

২৯। অর্থাৎ, তিনই এক ব্যক্তি।

৩০। "যে আমি স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলাম; এবং তাহার পর আর কিছুই জানি নাই; সেই আমি জাগ্রত রহিয়াছি" এই প্রকার স্মৃতির তিন অবস্থাতেই সম্বন্ধ রহিয়াছে।

৩১। "আচ্ছা ইন্দ্রিয় সকলই ত জাগ্রদবস্থা দর্শন করে; আর বুদ্ধিই ত স্বপ্নে মনকে দর্শন করে; তবে আত্মা কিপ্রকারে দ্রষ্টা হন!" এই তর্কের উত্তর দিবার নিমিত্ত বলা হইল, "ইন্দ্রিয়েশ্বর"।

৩২। "অলাত" অর্থাৎ জ্বলন্ত অঙ্গার ঘূর্ণন করিলে যে অগ্নিচক্র বিরচিত হয়, তৎসদৃশ চঞ্চল।

৩৩। "কখনও" অর্থাৎ, আহারাদি সময়ে; "ইহা" অর্থাৎ বিশ্ব; "দৃষ্ট হয়;" অর্থাৎ, "আমি এই যাহা আহার করিতেছি, ইহা ত আত্মাভিন্ন বস্তু; এইরূপ জ্ঞান হয়।

না; স্মৃতি (দেহ-) নিপাত পর্য্যন্ত (থাকিবে।)[৩৪] যাহা দ্বারা স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন, সেই নশ্বর দেহ উপবিষ্টই থাকুক্, উত্থিতই হউক্, দৈববশে স্থানচ্যুতই হউক্, আর দৈববশে স্থানে প্রতিনিবৃত্তই হউক, সিদ্ধ ব্যক্তি তাহাকেও দর্শন করেন না,[৩৫] যেমন মদিরামদে অন্ধব্যক্তি পরিহিত বস্ত্রকে (দেখে না।) দেহও দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া, নিজের উৎপাদক কর্ম্ম যত দিন (থাকে; ততদিন) প্রাণ-ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন হইয়া জীবিত থাকে;[৩৬] যিনি সমাধি পর্য্যন্ত যোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব পরমার্থ বস্তু জানিতে পারিয়াছেন, তিনি স্বপ্নতুল্য, সপ্রপঞ্চ উহাকে পুনর্ব্বার ভজনা করেন না।

হে বিপ্রগণ! জ্ঞান ও যোগের যাহা গোপনীয়, আমি (তাহা) এই তোমাদিগকে কহিলাম; জানিও আমি বিষ্ণু, তোমাদিগকে ধর্ম্ম বলিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! আমি যোগ, জ্ঞান, সত্য, ঋত,[৩৭] প্রভাব, শ্রী, কীর্ত্তি, ও দমের পরম গতি। সমতা ও অসঙ্গাদি গুণগণ নির্গুণ, নিরপেক্ষক, সুহৃদ্, প্রিয়, আত্মা আমাকে নিত্য ভজনা করে।

আমা কর্ত্তৃক এইপ্রকারে ছিন্ন-সন্দেহ হইয়া সনকাদি মুনি

৩৪। অর্থাৎ, "কেবল পূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছিল" এইরূপ সংস্কার মাত্রে ভাসমান থাকিবে, বাস্তবিক রূপে প্রতীত হইবে না।

৩৫। যখন নিজদেহকেও দেখেন না, তখন যে অন্য বস্তু দেখিবেন না, তাহা আর বলিতে হয় না।

৩৬। "আচ্ছা, যাহাকে পরিপালন করা গিয়াছে, সে মরিতে বসিলেও যদি তাহাকে না দেখা যায়, তাহা হইলে ত পতিত হইতে হয়।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া "দেহও" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল "না, পতিত হইতে হয় না।"

৩৭। "সত্য" অর্থাৎ, প্রতীয়মান ধর্ম্ম; "ঋত" অর্থাৎ অনুষ্ঠীয়মান ধর্ম্ম।

গণ পরম ভক্তি দ্বারা সভাজন করিয়া স্তুতি সকলের দ্বারা আমার স্তব করিয়াছিলেন। আমি সেই সকল পরম ঋষি কর্ত্তৃক সম্যক্ রূপে পূজিত ও স্তুত হইয়া দর্শনকারী ব্রহ্মার সমক্ষে নিজধামে প্রত্যাগমন করিয়াছিলাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—00—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদীরা মুক্তির অনেক সাধন নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; তাহাদিগের কি বিকল্প দ্বারা প্রাধান্য [১]? না একেরই শ্রেষ্ঠতা? হে স্বামিন্! তুমি অহেতুক ভক্তিযোগ কহিয়াছ; যদ্দ্বারা মন সর্ব্বত্র হইতে সঙ্গ দূর করত তোমাতে প্রবিষ্ট হইবে [২]।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, বেদনামিকা এই বাণী কালেতে করিয়া প্রলয়সময়ে নষ্ট হইয়াছিল; আদিতে আমি ইহা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম; যদ্দ্বারা আমাতে চিত্ত (আবিষ্ট হয়,) সেই ধর্ম্ম ইহাতে (অধিষ্ঠিত।) সেই (ব্রহ্মা) নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র মনুকে

১। অর্থাৎ, এটাও প্রধান, ওটাও প্রধান!

২। অভিপ্রেতার্থ এই!—

আপনি যে ভক্তিযোগ কহিলেন; আর অন্যেরা যে বিবিধ মুক্তিসাধন কহিয়া থাকেন, সে সকল কি সকলেই সাক্ষাৎফল সাধন করে বলিয়া সকলেরই সমান প্রাধান্য? না তাহাদিগের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি ভাব আছে? আর যদিই প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে কি তাহাদিগের বিকল্প দ্বারা সকলেরই সমানফলতা? না বিশেষ আছে?

কহিয়াছিলেন; তাঁহা হইতে ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সকল পিতৃ হইতে তাঁহাদিগের পুত্র দেব, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিংদেব,[৩] কিন্নর,[৪] নাগ, রাক্ষস ও কিম্পুরুষাদি[৫] (গ্রহণ করিয়াছিল;) তাহাদিগের বাসনা অনেক; কারণ রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ তাহাদিগের উৎপত্তিস্থান। ঐ সকলের দ্বারা ভূত ও ভূতপতিগণ পরস্পর বিভিন্ন হন; যেমন প্রকৃতি, তদনু-সারে সকলের বিবিধপ্রকার বাক্য[৬] ক্ষরিত হয়। প্রকৃতির এবংপ্রকার নানাত্ব হেতু মনুষ্যসকলের বুদ্ধি ভিন্ন হয়; কতকগুলির পারম্পর্য্য দ্বারা;[৭] অপর কতকগুলি পাষণ্ডবুদ্ধি। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমার মায়া দ্বারা মোহিত-বুদ্ধি পুরুষেরা কর্ম্ম ও রুচি অনুসারে নানাবিধ শ্রেয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; কতকগুলি কর্ম্মকে; অন্যে যশ, কাম, সত্য, দম ও শমকে; আর কতকগুলিন ঐশ্বর্য্য, দান ও ভোজ-নকে; কেহ কেহ বা যজ্ঞ, তপস্যা, দান,[৮] ব্রত নিয়ম ও সংযম সকলকে[৯] পুরুষার্থ কহিয়া থাকে। ইহাঁদিগের

৩। দ্বীপান্তরের মনুষ্য;—তাঁহাদিগের পরিশ্রম, ঘর্ম্ম ও তজ্জন্য গাত্রে দুর্গন্ধাদি নাই বলিয়া, তাঁহাদিগকে কি দেবতা? না নর? বলিয়া সন্দেহ হয়।

৪। অর্দ্ধ নর অর্দ্ধ ঘোটক; সুতরাং তাঁহারা কি নর? না পশু? এইরূপ সন্দেহ হয়।

৫। বানরাদি। তাহারা কতক পুরুষের ন্যায়।

৬। বেদার্থব্যাখ্যানবিষয়ক বাক্য।

৭। অর্থাৎ, যদিও কতক গুলির বেদাধ্যয়ন নাই; [illegible]াপি উপদেশ পরম্প-রাতে করিয়া তাহারা ভিন্ন হয়।

৮। অর্থাৎ, যজ্ঞে দেবতাদিগকে পূজা প্রদান।

৯। মীমাংসকেরা "কর্ম্মকে," কাব্য ও অলঙ্কারকারেরা "যশকে;" বাৎস্যায়নদিয়া "কামকে;" এবং যোগশাস্ত্রকারেরা "সত্য, দম ও শমকে" নীতিশাস্ত্র কারেরা "ঐশ্বর্য্যকে" যাহারা লোকের আয়তি মানেন, তাঁহারা "দান, ভোজন, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রত, নিয়ম ও যম সকলকে" পুরুষার্থ বলিয়া থাকেন।

কর্ম্ম দ্বারা বিনির্ম্মিত লোক সকল নিশ্চয়ই আদ্যন্তবিশিষ্ট; পরিণাম-বিরস; মোহে পর্য্যবসায়ী; ক্ষুদ্র; মন্দ; ও শোকে পরিব্যাপ্ত [১০]। হে সভ্য! যিনি আমাতে আত্মা সমর্পণ করিয়াছেন, এবং কোনও বিষয়েরই অপেক্ষা রাখেন না, পরমানন্দস্বরূপ স্বরূপভাবে স্ফূর্ত্তিশালী (আমা) দ্বারা তাঁহার যে সুখ, যাহাদিগের চিত্ত বিষয়ে নিমগ্ন, তাহাদিগের তাহা কোথা? যিনি অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমচেতা ও আমাকে লইয়া সন্তুষ্ট, তাঁহার সমুদায় দিক্ সুখময়। যিনি আমাতে আত্মা সমর্পণ করিয়াছেন, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপদ, ঐন্দ্র পদ, চক্রবর্ত্তীপদ, পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, বা মোক্ষ, অন্য (কিছুই) ইচ্ছা করেন না। যেরূপ তুমি, [১১] সেরূপ ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী এবং (নিজের) আত্মাও আমার প্রিয়তম নহে। আমি পাদরেণু দ্বারা পবিত্রীকৃত করিব, এই উদ্দেশে অপেক্ষাশূন্য, শান্ত, বৈরহীন, সম-দর্শী মুনির নিত্য অনুগমন করিয়া থাকি। নিষ্কিঞ্চন, আমাতে অনুরক্ত-চেতাঃ, শান্ত, নিরভিমান, নিখিল জীবের প্রতি বৎসল, কাম কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট-চিত্ত মদীয় (ভক্তেরা) যে সুখ ভোগ করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন, (অন্যেরা) জানেন না; কারণ যাঁহারা কিছুরই অপেক্ষা করেন না, তাঁহারাই উহা পাইতে পারেন। আমার অজিতেন্দ্রিয় ভক্ত(ও) বিষয় সকলের দ্বারা আকৃষ্য-মাণ হইয়াও সমর্থভক্তিহেতু প্রায় বিষয়সমূহে অভিভূত হন না। হে উদ্ধব! যেমন সাতিশয়রূপে সমৃদ্ধ-শিখ অগ্নি

১০। অর্থাৎ, যখন ভোগ করিতেছে, তখনও তাহাতে অসূয়াদি আছে।

১১। "ভক্ত" বলিতে অভিপ্রায় করিয়া সাতিশয় আনন্দবশতঃ "তুমি" বলিয়া ফেলিয়াছেন।

কাষ্ঠ সকল, তেমনি মদ্বিষয়া ভক্তি যাবদীয় পাপ ভস্মসাৎ করে। হে উদ্ধব! মদ্বিষয়ে পরিবর্দ্ধিতা ভক্তি যেরূপ, যোগ, বিজ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, এবং দান সেরূপ আমাকে লাভ করাইতে পারে না। শ্রদ্ধাতে করিয়া যে ভক্তি, সাধুদিগের প্রিয় আত্মা আমি তদ্দ্বারা প্রাপ্য। মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালদিগকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্রিত করে। সত্য-দয়া-সমন্বিত ধর্ম্ম, বা তপোযুক্তা বিদ্যা মদীয়-ভক্তি-শূন্য আত্মাকে নিশ্চয়ই সুন্দররূপে পবিত্রিত করিতে পারে না। রোমহর্ষ, দ্রবীভবৎ চিত্ত ও আনন্দাশ্রুকলা ভিন্ন কিরূপে (ভক্তি জানা যায়?) ভক্তি বিনা চিত্ত কিরূপে শুদ্ধ হয়? যাঁহার বাক্য গদ্ গদ ও হৃদয় দ্রবীভূত হয়; যিনি পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করেন; কখনও হাস্য করেন; বিলজ্জ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন; নৃত্য করেন; (এতাদৃশ) মদীয় ভক্ত ভুবন পবিত্র করেন। যেমন সুবর্ণ অগ্নি দ্বারা তাপিত হইয়া মলা ত্যাগ, এবং পুনর্ব্বার নিজরূপ লাভ করে, তেমনি আত্মা মদীয়-ভক্তি-যোগে কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ করিয়া মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হন। যেমন চক্ষু অঞ্জন দ্বারা সম্পৃক্ত হইয়া, তেমনি আত্মা মদীয় পুণ্য কথা শ্রবণ ও কথন দ্বারা, যেমন যেমন শুদ্ধ হন, তেমনি তেমনি সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করেন। যিনি বিষয়সমূহ চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত বিষয় সকলেই আসক্ত হয়; যিনি আমাকে চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত আমাতেই সাতিশয়রূপে বিলীন হয়। অতএব স্বপ্ন ও মানোরথের সদৃশ অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মদীয়-ভক্তি-পূরিত মনকে আমাতে সমাধান কর। ধীর ব্যক্তি স্ত্রীগণের এবং স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তিগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ

করিয়া ভয়শূন্য নির্জ্জন প্রদেশে উপবেশন করত অনলস হইয়া আমাকে চিন্তা করিবেন। কামনীর সঙ্গ এবং কামিনী-সঙ্গীদিগের সঙ্গ হইতে যেরূপ, অন্যের সঙ্গ হইতে এই পুরুষের সেরূপ ক্লেশ হইবে না।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে পদ্মলোচন! মুমুক্ষু ব্যক্তি যাদৃশ, যাবদাত্মক, তোমাকে ধ্যান করিবে, তাহা আমাকে বলা তোমার উচিত হইতেছে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, অতি উচ্চও নহে, অতি নিম্নও নহে, এতাদৃশ আসনে সরল শরীরে যথাসুখে উপবেশন করত, ক্রোড়ে হস্তদ্বয় রাখিয়া নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক পূরক, কুম্ভক ও রেচক, দ্বারা প্রাণবায়ুর পথ শোধন করিবে; ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদিগের নিজ নিজ বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া বিপর্য্যয়ক্রমেও [১২] অল্পে অল্পে অভ্যাস করিবে। অবিচ্ছিন্ন, [১৩] ঘন্টানাদ-সদৃশ, হৃদয়ে অবস্থিত, মৃণালসূত্র-তুল্য ওঁকারকে প্রাণবায়ু দ্বারা ঊর্দ্ধে [১৪] লইয়া গিয়া তথায় উহার মস্তকে বিন্দু যোজনা করিবে। এইরূপ ওঁকারসংযুক্ত প্রাণায়াম ত্রিসন্ধ্যা দশ বার করিয়া অভ্যাস করিবে; এক মাসের মধ্যেই (প্রাণ) বায়ু জয় করিতে পারিবে। যাহার নাল ঊর্দ্ধ এবং মুখ অধোবর্ত্তি, [১৫] সেই

১২। অর্থাৎ, রেচক; পূরক ও কুম্ভক, ইত্যাকার "বিপর্য্যয় ক্রমে"। অথবা—বাম নাড়ী দ্বারা পূরিত বায়ুকে দক্ষিণ নাড়ী দ্বারা, এবং দক্ষিণ নাড়ী দ্বারা পূরিত বায়ুকে বাম নাড়ী দ্বারা ত্যাগ করা। এইরূপ "বিপর্য্যয় ক্রমে"।

১৩। অর্থাৎ, মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া বিস্তৃত।

১৪। অর্থাৎ, দ্বাদশ অঙ্গুল পর্য্যন্ত।

১৫। অর্থাৎ, মুকুলিত-কদলী-পুষ্পতুল্য।

অন্তঃস্থ হৃৎপদ্মকে ঊর্দ্ধমুখ, প্রস্ফুটিত, অষ্টপত্রশালি ও কর্ণিকাসহিতরূপে[১৬] ভাবনা করিয়া কর্ণিকাতে উত্তরোত্তর সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিকে চিন্তা করিবে। অগ্নির মধ্যে আমার বক্ষ্যমাণ রূপ ধ্যান করিবে;—(ঐ রূপ) ধ্যানের মঙ্গলময় বিষয়।—অনুরূপ-অবয়ব-সম্পন্ন। প্রশান্ত। সুন্দর-মুখযুক্ত। দীর্ঘ-মনোহর-চতুর্ভুজ-শালি। অতিরম্য-সুন্দর-গ্রীবাসমন্বিত। সুন্দর-কপোল-বিশিষ্ট। সুন্দর-হাস্য-সহিত। একরূপ কর্ণ-যুগলে মকরকুণ্ডল বিন্যস্ত। সুবর্ণবর্ণ বসন পরিধান। মেঘের ন্যায় শ্যাম বর্ণ। শ্রীবৎস এবং লক্ষ্মীর নিকেতন। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও বনমালায় বিভূষিত। পদ নূপুরসমূহ দ্বারা বিলসিত হইতেছে। কৌস্তুভের প্রভায় পরিবৃত। কান্তি-শালি কিরীট, কটক, কটিসূত্র ও অঙ্গদে অলঙ্কৃত। সমুদায় অঙ্গে সুন্দর। মনোহর। প্রসন্নতা হেতু মুখ ও নয়ন অতি শোভাকর।—সর্ব্বাঙ্গে মন ধারণ করিয়া (এই) সুকুমার (রূপ) ধ্যান করিবে। ধীর ব্যক্তি মনো দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া বুদ্ধি সারথির সহায়ে ঐ মনকে সর্ব্বপ্রকারে আমাতে বিনিবেশন করিবে। সর্ব্বব্যাপক ঐ চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া এক প্রদেশে[১৭] ধারণ করিবে; অন্যান্য অঙ্গ চিন্তা করিবে না; সুন্দর-হাস্য-সমন্বিত মুখ ভাবনা করিবে[১৮]। চিত্ত তথায় স্থান প্রাপ্ত হইলে পর তাহাকে আকর্ষণ করিয়া (সর্ব্বকারণস্বরূপ) আকাশে ধারণ

১৬। অর্থাৎ, বিপরীত ভাবে।

১৭। অর্থাৎ, একমাত্র অঙ্গে।

১৮। একমাত্র অঙ্গ কি? তাহারই উত্তর দেওয়া হইল।

করিবে ;—তাহাও ত্যাগ করিয়া (শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ) আমাতে আরোহণ করত "ধ্যাতা" আর "ধ্যেয়" এই বিভাগও চিন্তা করিবে না। চিত্ত এইরূপে ধৃত হইলে পর, যেমন জ্যোতিতে জ্যোতিকে সংযুক্ত (দেখে,) তেমনি আত্মাতে আমাকে, এবং সর্ব্বাত্মা আমাতে আত্মাকে দর্শন করিবে। এইপ্রকার সুতীক্ষ্ণ ধ্যান দ্বারা চিত্তযোজনাকারী যোগীর দ্রব্য, জ্ঞান, ও ক্রিয়াভ্রম শীঘ্র শান্তি পাইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—00—

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, জিতেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত, জিত-প্রাণ, আমাতে চিত্তধারণকারী যোগীর নিকট যাবদীয় সিদ্ধি উপস্থিত হয়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে অচ্যুত! কোন্ ধারণায় কি প্রকারে কোন্ সিদ্ধি হয় ; যোগীদিগের কতই বা সিদ্ধি আছে, বল ; তুমি যোগীদিগের সিদ্ধিদাতা।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যাঁহারা ধারণার এবং যোগের পারগামী, তাঁহারা অষ্টাদশ সিদ্ধি কহিয়া থাকেন। ঐ সকলের মধ্যে আটটীর আমি স্বভাবতঃ আশ্রয় ; গুণ[১] (আর) দশটীর কারণ। অণিমা, মহিমা, লঘিমা, (এই তিনটী)

১। অর্থাৎ, সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ।

দেহের (সিদ্ধি;) প্রাপ্তি [২] (নামে যে সিদ্ধি, তাহা সর্ব্ব-প্রাণীর) ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত (হইয়া থাকে;) শ্রুত ও দৃষ্ট, সমুদায়ে [৩] (যে ভোগ-দর্শন-সামার্থ্য, তাহা) প্রাকাম্য (নামে সিদ্ধি;) শক্তি সকলের প্রেরণ [৪] ঈশিতা (নামে সিদ্ধি;) বিবিধ-বিষয়-ভোগে সঙ্গহীনতা বশিতা; (নামে সিদ্ধি; আর) যাহা যাহা কামনা করা যায়, তাহার তাহার সীমা প্রাপ্ত হইতে পারে; (ইহাই অষ্টমী সিদ্ধি।) হে সৌম্য! এই অষ্ট সিদ্ধি আমার স্বাভাবিকী (সিদ্ধি) বলিয়া বিবেচিত।

এই দেহে ক্ষুৎ-পিপাসাদি-রাহিত্য; দূর হইতে শ্রবণ ও দর্শন; মনোবেগে দেহের গতি; অভিলষিত-রূপ-প্রাপ্তি; পরের শরীরে প্রবেশকরণ; স্বেচ্ছামৃত্যু; (অপ্সরোগণের) সহিত দেবতাদিগের যে ক্রীড়া, তাহার প্রাপ্তি; মননের অনুরূপ লাভ; [৫] (আর) যাহার গতি কোথাও প্রতিহত হয় না, এতাদৃশী আজ্ঞা; (এই দশ গুণ-জন্যা সিদ্ধি।)

ত্রিকালজ্ঞতা, (শীতোষ্ণাদি) দ্বন্দ্ব দ্বারা অভিভূত না হওয়া; পরের চিত্তাদি জানিতে পারা; অগ্নি, সূর্য্য, জল ও বিষ প্রভৃতি স্তম্ভিত করিয়া রাখা; এবং (উহাদিগের দ্বারা) পরাজিত না হওয়া; যোগধারণার এই কয় সিদ্ধি উদ্দেশে কথিত হইয়াছে [৬]।

২। অর্থাৎ, তত্তৎ-অধিষ্ঠাত্রীদেবতারূপে ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্বন্ধ।

৩। ভূবিবরাদিতে আচ্ছন্ন সমুদায় পদার্থেও।

৪। "শক্তি সকলের," অর্থাৎ, মায়া ও মায়ার অংশ সকলের। তন্মধ্যে, ঈশ্বরে মায়ার প্রেরণ; আর অন্যান্য সকলে মায়ার অংশ সকলের প্রেরণ।

৫। অর্থাৎ, যাহা কল্পনা করে, তাহাই পাওয়া।

৬। শেষোক্ত পঞ্চ সিদ্ধি ক্ষুদ্রসিদ্ধি।

যে ধারণা দ্বারা যে প্রকারে যে সিদ্ধি হইবে, তাহা আমার নিকট জান। যিনি সূক্ষ্মভূতাত্মক[৭] আমাতে সূক্ষ্মভূতাকার মন ধারণ করেন, সেই সূক্ষ্মভূতের উপাসক (ব্যক্তি) আমার অণিমা (সিদ্ধি) প্রাপ্ত হন। মহত্তত্ত্বাত্মক আমাতে মহত্তত্ত্বাত্মক মন ধারণ করিয়া মহিমা প্রাপ্ত হন; এবং (আকাশাদি-স্বরূপ আমাতে মন ধারণা করিয়া সেই সেই) ভূতগণের ভিন্ন ভিন্ন (মহিমা লাভ করেন।) ভূত সকলের পরমাণুময় আমাতে চিত্তকে অনুরক্ত করিয়া যোগী কালপরমাণুস্বরপতারূপা লঘিমা প্রাপ্ত হন। বৈকারিক অহংতত্ত্বাত্মক আমাতে একাগ্র মন ধারণ করিয়া, আমাতে আহিতমনা ব্যক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধরূপ প্রাপ্তি (সিদ্ধি) লাভ করেন। সূত্রভূত মহান্ আত্মা আমাতে (যিনি) মন ধারণ করিবেন, (তিনি) অব্যক্তজন্মা আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট (সিদ্ধি) প্রাকাম্য প্রাপ্ত হইবেন। (যিনি) ত্রিগুণা মায়ার অধীশ্বর, (অতএব) সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণু আমাতে মন ধারণ করিবেন, (তিনি) জীব ও জীবের উপাধিসকলের প্রেরণারূপা ঈশিতা (সিদ্ধি) প্রাপ্ত হইবেন। ভগবান্ শব্দে শব্দিত চতুর্থনামক নারায়ণ আমাতে মন ধারণা করিয়া মদ্ধর্ম্মী যোগী বশিতা লাভ করিবেন। নির্গুণ ব্রহ্ম আমাতে বিশদ মন ধারণ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন, যাহাতে সমুদায় অভিলাষ সমাপ্ত হয়

সত্ত্বাত্মক, ধর্ম্মময় শ্বেতদ্বীপাধিপতি আমাতে চিত্ত ধারণ

৭। অর্থাৎ, সূক্ষ্মভূতোপাধিক।
উত্তরোত্তর যদ্‌যদাত্মক বলা হইবে, সেই সকলকেই উপাধি ধরিতে হইবে।

করিয়া মনুষ্য ষড়ূর্ম্মিবিরহিত [৮] হইয়া শুদ্ধরূপতা প্রাপ্ত হয় [৯]। আকাশাত্মা সমষ্টিরূপী আমাতে মনো দ্বারা শব্দ ভাবনা করিয়া এই জীব বিবিধ প্রাণীর সেই আকাশে অভিব্যক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করে। চক্ষুকে সূর্য্যেতে এবং সূর্য্যকে চক্ষুতে যোজনা করিয়া, তাহাতে [১০] মনোদ্বারা আমাকে চিন্তা করত দূর হইতে বিশ্বকে দেখিতে পায়। মন ও দেহকে, ঐ দুইয়ের অনুবর্ত্তী বায়ু দ্বারা আমাতে সুন্দররূপে যোজনা করিয়া (যে) ধারণা (অনুষ্ঠান করা হয়,) তাহার প্রভাবে, মন যেস্থানে (যায়,) দেহও (সেই স্থানে গমন করে।) মনকে উপাদান কারণ করিয়া যখন যে যে রূপ অভিলাষ করেন, (যোগী) মনের সেই সেই বাঞ্ছিত রূপ হইতে পারেন; (যে হেতু) মদীয় ধারণার বল কারণ (রহিয়াছে।) সিদ্ধ ব্যক্তি পরের শরীরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাতে আত্মাকে চিন্তা করিবেন; (তাহা হইলে) নিজ দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ-বায়ু হইয়া, যেমন ভ্রমর, [১১] তেমনি প্রবেশ করিতে পারিবেন। পার্ষ্ণি দ্বারা গুহ্যদেশ চাপিয়া প্রাণোপাধিক আত্মাকে হৃদয়, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ ও মস্তকে তুলিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বার দিয়া ব্রহ্মে [১২] লইয়া দেহ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন। দেবতা-দিগের ক্রীড়াভূমিতে বিহার করিতে ইচ্ছা করিলে, মদীয়-মূর্ত্তি-

৮। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, ও মৃত্যু।

৯। গুণহেতুক কোন্ সিদ্ধি কিপ্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহা বলিতে আরম্ভ করিতেছেন।

১০। অর্থাৎ, সেই উভয়ের সংযোগে।

১১। অর্থাৎ, ভ্রমর যেমন অনায়াসে এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে প্রবেশ করে।

১২। "ব্রহ্ম" উপলক্ষণ মাত্র। যে স্থানে ইচ্ছা হয়, সেই স্থানে লইয়া গিয়া।

রূপ শুদ্ধ সত্ত্ব চিন্তা করিবে ; (তাহা হইলে) সত্ত্বের অংশ-ভূতা সুরকামিনী সকল বিমানে করিয়া উপস্থিত হইবে। মৎ-পর পুরুষ চিত্তে যখন যেপ্রকারে যাহা সংকল্প করিবেন, সত্যসংকল্প আমাতে মন যোজনা করিলে, সেইপ্রকারে তাহা প্রাপ্ত হইবেন। যে পুরুষ সর্ব্বনিয়ন্তা স্বাধীন আমার স্বভাব প্রাপ্ত হন, যেমন আমার, তেমনি তাঁহার আজ্ঞা কোথাও প্রতিহত হয় না।

ধারণা জানিয়াছেন, এবং চিত্ত আমার ভক্তি দ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ যোগীর জন্ম-মৃত্যু সহিত [১৩] ত্রৈকালিক জ্ঞান (জন্মিয়াছে।) [১৪] মদীয় যোগ দ্বারা আশ্রান্তচিত্ত যোগীর দেহ অগ্ন্যাদি দ্বারা ব্যাহত হয় না ; যেমন জল যাদোগণের (অভিঘাতক হয় না।) যিনি শ্রীবৎস-অস্ত্র-বিভূষণ-ধ্বজ-ছত্র-ব্যজন-সহিত মদীয় অবতার সকল ধ্যান করেন, তিনি অপরাজিত হন।

এইপ্রকার যোগধারণা দ্বারা আমাকে উপাসনাকারী যোগীর (নিকট) পূর্ব্বে কথিত অশেষ সিদ্ধি উপস্থিত হয়। জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, জিতপ্রাণ, জিত-চিত্ত, আমার ধারণাধারী যোগীর (যে) সুদুর্লভা, সে কোন্ সিদ্ধি? এই সকলকে উত্তম-যোগাচরণকারী, এবং আমা কর্ত্তৃক সম্পাদ্যমান যোগীর বিঘ্ন বলিয়া বলিয়াছেন ; (যে হেতু ইহারা) কালক্ষেপের কারণ। ইহ লোকে জন্ম, ওষধি, তপস্যা ও মন্ত্র দ্বারা যে সকল সিদ্ধি হয়, (যোগী) সে সকল যোগ দ্বারা প্রাপ্ত হন ; যোগের

১৩। ইহা দ্বারা বলা হইল যে, যখন নিজের জন্ম মৃত্যু জানিতে পারিয়াছেন, তখন অন্যের চিত্তাদিও অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

১৪। এক্ষণে ক্ষুদ্র সিদ্ধি সকলের উৎপত্তিপ্রকার বলিতেছেন।

গতি [১৫] অন্য উপায় সকলের দ্বারা প্রাপ্ত হইবেন। আমি সমুদায় সিদ্ধিরই ; এবং মোক্ষ, (মোক্ষ-সাধন) জ্ঞান, ধর্ম্ম আর (ধর্ম্মোপদেষ্টা) ব্রহ্মবাদীদিগের কারণ, পালনকর্ত্তা, ও প্রভু। আমি সর্ব্বদেহীর অনাবৃত, ব্যাপক, অন্তর্যামী [১৬] আত্মা ; যেমন ভূত সকল ভূতগণের অন্তর ও বাহ্যে (অবস্থিত,) তেমনি আমিও।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, তুমি সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম ; অনাদি, অনন্ত, স্বতন্ত্র ; (অতএব) সমুদায় পদার্থেরই রক্ষণ, জীবন, অপ্যয় ও উদ্ভব তোমা হইতে হইয়া থাকে। ভগবন্! ব্রাহ্মণেরা [১] অসিদ্ধাত্মা ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক দুর্জ্ঞেয় তোমাকে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট প্রাণিগণে যথার্থস্বরূপে উপাসনা করেন। পরম ঋষি সকল যে যে প্রাণীতে ভক্তিপূর্ব্বক তোমাকে উপাসনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন, আমাকে তাহা বল।

১৫। মদীয়-সালোক্যাদি-রূপা।

১৬। পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, আমি সিদ্ধির এবং মোক্ষাদির কারণ ইত্যাদি। তাহারই হেতু দেওয়া হইতেছে আমি "আত্মা"। কেন? যেহেতু আমি "অন্তর্যামী"। তবে কি তুমি পরিচ্ছিন্ন? না, আমি "ব্যাপক"। ব্যাপক কিসে? যেহেতু আমি "অনাবৃত"।

১। অর্থাৎ, বেদের তাৎপর্য্যবেত্তা ব্যক্তি সকল।

হে ভূতভাবন! প্রাণিগণের অন্তর্যামী তুমি অস্ফুটভাবে প্রাণীদিগের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাক; তোমা কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া প্রাণিগণ দর্শনকারী তোমাকে দেখিতে পায় না। হে মহাবিভূতিশালিন্! পৃথিবী, স্বর্গ, পাতাল এবং দিক্ সকলে তোমা কর্ত্তৃক কোনও বিশেষ শক্তি দ্বারা সংযোজিত যে কোনও বিভূতি (আছে,) আমাকে সে সমুদায় বল; আমি তীর্থের স্থান ত্বদীয় পাদপদ্মে নমস্কার করি।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে প্রশ্নবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ! [২] কুরু-ক্ষেত্রে জ্ঞাতিদিগের সহিত যুদ্ধকরণে প্রবৃত্ত অর্জ্জুন আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। "আমি হন্তা" ও "ইনি হত" এইরূপ লৌকিক বুদ্ধি থাকাতে, রাজ্য হেতুক জ্ঞাতি-বধকে অধর্ম্ম ও নিন্দিত জানিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হন। হে পুরুষব্যাঘ্র! তখন আমি যুক্তি দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে পর, তিনি রণস্থলে, যেমন তুমি, তেমনি আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন। হে উদ্ধব! আমি এই সকল ভূতের আত্মা, সুহৃদ্ ও ঈশ্বর। আমি সর্ব্বভূত; এবং (আমি) তাহাদিগের স্থিতি, উৎপত্তি ও ধ্বংস [৩]। আমি গতিসম্পন্ন (ব্যক্তি ও বস্তু) সকলের গতি; আমি বশীভূত-কারীদিগের বশীকর্ত্তা; আমি গুণগণের প্রকৃতি; এবং গুণবিশিষ্টের স্বাভাবিক গুণ। আমি গুণিগণেরও প্রথমকারণ; এবং আমি মহান্ সকলের মহত্তত্ত্ব। আমি সূক্ষ্ম সকলের

২। নরাবতার অর্জ্জুন যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমিও তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ; সুতরাং তুমি "প্রশ্নবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ"।

৩। অর্থাৎ, আমি এই সকলের কারণ।

মধ্যে জীব[৪]; এবং দুর্জ্জয়দিগের মধ্যে মন। আমি বেদগণের সম্বন্ধে হিরণ্যগর্ভ,[৫] এবং মন্ত্রগণের মধ্যে অবয়বত্রয়সম্পন্ন ওঁকার। আমি অক্ষর সকলের মধ্যে অকার; আমি ছন্দো-গণের মধ্যে গায়ত্রী। আমি সর্ব্বদেবতার মধ্যে ইন্দ্র; আমি বসুগণের মধ্যে অগ্নি। আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু; এবং রুদ্রগণের মধ্যে নীললোহিত। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু; আমি রাজর্ষিদিগের মধ্যে মনু। আমি দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ; আমি ধেনু সকলের মধ্যে কামধেনু। আমি সিদ্ধেশ্বর সকলের মধ্যে কপিল; এবং পক্ষীদিগের মধ্যে গরুড়। আমি প্রজাপতিদিগের মধ্যে দক্ষ; আমি পিতৃদিগের মধ্যে অর্য্যমা। হে উদ্ধব! জানিবে আমি দৈত্যদিগের মধ্যে অসুরেশ্বর প্রহ্লাদ; নক্ষত্র এবং ওষধিগণের মধ্যে চন্দ্র; যক্ষ ও রাক্ষসদিগের মধ্যে কুবের; গজেন্দ্রদিগের মধ্যে ঐরাবত; যাদোগণের প্রভু বরুণ; প্রতাপশালী ও দীপ্তিশালীদিগের মধ্যে সূর্য্য; আর, মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা। আমি তুরঙ্গসকলের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা; আমি ধাতুসকলের মধ্যে কাঞ্চন; আমি দণ্ড-কারীদিগের মধ্যে যম। আমি সর্পদিগের বাসুকি; আমি নাগেন্দ্রদিগের অনন্ত; আমি শৃঙ্গী ও দংষ্ট্রীদিগের সিংহ। হে অনঘ! আমি আশ্রমসকলের মধ্যে চতুর্থ (আশ্রম;) এবং বর্ণ সকলের মধ্যে প্রথম বর্ণ[৬]। আমি প্রবাহবতী-দিগের মধ্যে গঙ্গা; এবং স্থিরোদক জলাশয়নিকরের মধ্যে

৪। জীব সূক্ষ্মোপাধিক এবং দুর্জ্ঞেয়; অতএব জীব সমুদায়ের অপেক্ষা সূক্ষ্মতম।

৫। অর্থাৎ, উহাদিগের অধ্যাপক।

৬। "চতুর্থ আশ্রম" অর্থাৎ, ভিক্ষুক। "প্রথম বর্ণ" অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ।

সমুদ্র। আমি অস্ত্র সকলের মধ্যে ধনুঃ ; এবং ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে ত্রিপুরঘাতী। আমি অধিষ্ঠানসকলের মধ্যে সুমেরু ; দুর্গমসকলের মধ্যে হিমালয় ; বনস্পতিদিগের মধ্যে অশ্বত্থ ; এবং ওষধিগণের মধ্যে যব। আমি পুরোহিতদিগের মধ্যে বশিষ্ঠ ; এবং বেদার্থনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মধ্যে বৃহস্পতি। আমি সমুদায় সেনানীদিগের মধ্যে কার্ত্তিকেয়; এবং সম্মানপ্রবর্ত্তক-দিগের মধ্যে ভগবান্ ব্রহ্মা। আমি যজ্ঞসকলের মধ্যে ব্রহ্ম-যজ্ঞ ; এবং সমুদায় ব্রতের মধ্যে অহিংসা। আমি শোধক-দিগের মধ্যে শোধক বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, জল, বাক্য ও আত্মা। আমি যোগসকলের মধ্যে সমাধি ; জয়েচ্ছুদিগের নীতি ; কৌশল সকলের আন্বীক্ষিকী ;[৭] এবং খ্যাতিবাদী-দিগের বিকল্প[৮]। আমি স্ত্রীদিগের মধ্যে শতরূপা[৯] ; পুরুষ-দিগের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু ; মুনিগণের মধ্যে নারায়ণ ; এবং ব্রহ্মচারীদিগের মধ্যে সনৎকুমার। আমি ধর্ম্মসকলের মধ্যে সন্ন্যাস ; অভয়স্থানসকলের মধ্যে অন্তর্নিষ্ঠা। আমি গুহ্য সকলের মধ্যে প্রিয়ভাষণ ও মৌন[১০] ; এবং মিথুনদিগের মধ্যে প্রজাপতি[১১]! আমি অপ্রমত্তদিগের মধ্যে সংবৎসর ; এবং ঋতু সকলের মধ্যে চৈত্র ও বৈশাখ[১২]। আমি মাস সকলের

৭। "কৌশল সকলের" অর্থাৎ, বিবেকাদি নৈপুণ্য সকলের, "আন্বী-ক্ষিকী" অর্থাৎ, "আত্মানাত্মবিবেক"।

৮। "খ্যাতি-বাদীদিগের" অর্থাৎ ভ্রমবাদীদিগের "ইহা কি এইরূপ কিম্বা এইরূপ?" ইত্যাকার বিকল্প, অর্থাৎ, ভ্রান্তি-উৎপাদক কল্পনা।

৯। ব্রহ্মার পত্নী।

১০। প্রিয়ভাষণ ও মৌন হইতে পুরুষের অভিপ্রায় জানা যায় না।

১১। প্রজাপতির দেহের অর্দ্ধার্দ্ধ ভাগে স্ত্রীপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে।

১২। অর্থাৎ, বসন্ত।

মধ্যে অগ্রহায়ণ; এবং নক্ষত্র সকলের মধ্যে অভিজিৎ[১৩]। আমি যুগসকলের মধ্যে সত্যযুগ; এবং ধীর ব্যক্তিগণের মধ্যে দেবল ও অসিত। আমি ব্যাস সকলের[১৪] মধ্যে দ্বৈপায়ন; পণ্ডিতদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান্ শুক্র। আমি ভগবান্‌দিগের[১৫] মধ্যে বাসুদেব; ভাগবতদিগের মধ্যে তুমি; বানরদিগের মধ্যে হনুমান্; এবং বিদ্যাধরদিগের মধ্যে সুদর্শন। আমি মণিসকলের মধ্যে পদ্মরাগ; এবং সুন্দর সকলের মধ্যে পদ্মকোষ। আমি দর্ভজাতির[১৬] মধ্যে কুশ; এবং ঘৃত সকলের মধ্যে গব্য ঘৃত। আমি ব্যবসায়ীদিগের ধনাদি-সম্পত্তি; এবং ধূর্ত্তদিগের ছলগ্রহণ। আমি ক্ষমাশীল বক্তি-দিগের ক্ষমা; এবং সত্ত্বশালীদিগের সত্ত্ব। আমি বলশালী-দিগের ইন্দ্রিয়বল ও দেহবল; এবং ভাগবতদিগের (ভক্তি-কৃত) কর্ম্ম। আমি ভাগবতদিগের (পূজ্যা) নব মূর্ত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠা আদি মূর্ত্তি[১৭]। আমি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোদিগের মধ্যে বিশ্বাবসু এবং পূর্ব্বচিত্তি। আমি ভূধরদিগের স্থৈর্য্য; এবং পৃথিবীর গন্ধতন্মাত্র[১৮]। আমি জলের মধুর রস; তেজস্বী-দিগের বিভাবসু; সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকগণের প্রভা; এবং আকাশের পরনামক শব্দ। আমি ব্রাহ্মণের হিতকারীদি-

১৩। উত্তরাষাঢ়ার চতুর্থ পাদ।

১৪। অর্থাৎ, বেদের বিভাগকর্ত্তাদিগের মধ্যে।

১৫। যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, প্রলয়, আগতি, গতি; এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা জ্ঞাত আছেন, তিনি "ভগবান্" পদবাচ্য।

১৬। কাশ ও দূর্ব্বাদির।

১৭। বৈষ্ণবেরা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ, এবং ব্রাহ্মণ, এই নবব্যূহে ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই নবমূর্ত্তিব্যূহের মধ্যে "বাসুদেব" মূর্ত্তি আদ্যা ও শ্রেষ্ঠা।

১৮। "তন্মাত্র" অর্থাৎ, অসাধারণ গুণ।

গের মধ্যে বলি; আমি বীরগণের মধ্যে অর্জ্জুন। আমি প্রাণীদিগের স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়। আমি গমন, বাক্য, উৎসর্গ, গ্রহণ, আনন্দ; এবং স্পর্শ, দৃষ্টি, আস্বাদ শ্রবণ ও ঘ্রাণ; (আর আমি) সকল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়[১৯]। আমি পৃথিবী; বায়ু; আকাশ; জল; তেজ; মহত্তত্ত্ব; জীব; প্রকৃতি; সত্ত্ব; রজঃ; তমঃ; এবং ব্রহ্ম। আমি এই সকলের পরিগণন; জ্ঞান;[২০] ও ফল। ঈশ্বর ও জীব; গুণ ও গুণী; সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্ব (স্বরূপ) আমা বিনা কোথাও কোনও পদার্থ নাই। পরমাণুগণের গণনা আমা কর্ত্তৃক কালে কৃত হইয়া থাকে;[২১] (কিন্তু) আমার বিভূতি সকলের সেরূপ গণনা করা হয় না; আমি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া থাকি[২২]। যাহাতে যাহাতে প্রভাব, সম্পত্তি, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, সৌভাগ্য;[২৩] ভাগ্য; বল; তিতিক্ষা; ও বিজ্ঞান (আছে,) সেই আমার বিভূতি; তোমাকে এই সমুদায় বিভূতি সংক্ষেপে কহিলাম; এই সকল কেবল মনের বিকার; যেমন (কতক গুলিন বস্তু) বাক্যমাত্রে কথিত হইয়া থাকে[২৪]। বাক্য সংযত কর; মন সংযত কর; প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকল সংযত কর; এবং আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংযত কর; সংসারপথে প্রবর্ত্তিত হইতে হইবে না। যে যতি চিত্ত দ্বারা বাক্য

১৯। অর্থাৎ, বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অর্থগ্রহণসামর্থ্য।

২০। অর্থাৎ, লক্ষণ দেখিয়া অবগত হওয়া।

২১। অর্থাৎ, পরমাণু সকলের কথঞ্চিৎ সংখ্যা করা যায়; সেও আবার আমিই করিতে পারি; কিন্তু আমার বিভূতি সকলের সংখ্যা হয় না।

২২। অর্থাৎ, যখন আমি এরূপ, তখন সুতরাংই সংখ্যা হইতে পারে না।

২৩। মন ও নয়নের আহ্লাদজনকসামর্থ্য।

২৪। যেমন “আকাশপুষ্প” ইত্যাদি।

ও মনকে সম্যক্ সংযত না করিয়াছেন, তাঁহার ব্রত, তপস্যা ও দান আমঘটস্থ বারির ন্যায় বিগলিত হয়। অতএব মৎপরায়ণ ব্যক্তি বাক্য, মন ও প্রাণ নিয়মন করিবেন; তাহার পর মদ্বিষয়া-ভক্তি-যুক্তা বিদ্যা দ্বারা কৃতকৃত্য হইবেন।

মহাবিভূতি-কথন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, পূর্ব্বে [১] তুমি বর্ণাশ্রমশালীদিগের, এবং সমুদায় দ্বিপদগণেরও [২] ত্বৎ-প্রাপ্তি-সাধন যে ধর্ম্ম বলিয়াছিলে, হে পদ্মনয়ন! (সেই) স্বধর্ম্ম যেরূপে অনুষ্ঠিত হইলে মনুষ্যগণের তোমাতে ভক্তি হইবে, তাহা আমাকে বলা তোমার উচিত হইতেছে। হে মহাবাহো! হে প্রভো! হে মাধব! পূর্ব্বে তুমি হংসরূপে ব্রহ্মাকে পরম-সুখ-রূপ যে ধর্ম্ম কহিয়াছিলে, হে শত্রুবিমর্দ্দন! পূর্ব্বে অনুশাসিত সেই (ধর্ম্ম) এক্ষণে দীর্ঘ কালেতে করিয়া আর প্রায় পৃথিবীতে থাকিবে না। হে অচ্যুত! পৃথিবীতে ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও রক্ষিতা অন্য নাই; ব্রহ্মার সভাতেও (নাই;) যথায় বেদবিদ্যাসকল মূর্ত্তিধারিণী হইয়া (অবস্থিতি করিতেছে।) হে

১। অর্থাৎ কল্পের আদিতে।

২। অর্থাৎ, বর্ণাশ্রমহীন নীচজাতি মনুষ্যদিগেরও।

মধুসূদন! হে দেব! কর্ত্তা, রক্ষিতা ও বক্তা তুমি মহীতল পরিত্যাগ করিলে বিনষ্ট (ধর্ম্মকে) কোন্ ব্যক্তি কহিবেন? অতএব, হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! হে প্রভো! ত্বদীয়-ভক্তি-স্বরূপ ধর্ম্ম আমাদিগের[৩] মধ্যেও যাঁহার যে রূপ করা কর্ত্তব্য, আমাকে সেইরূপ বল।

শ্রীবেদব্যাস-তনয় কহিলেন, নিজ ভৃত্যবর্গের শ্রেষ্ঠ (ব্যক্তি) কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই ভগবান্ হরি প্রীতি লাভ করত মর্ত্ত্যদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্ম কহিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, তোমার এই প্রশ্ন ধর্ম্মসঙ্গত; (যে হেতু) বর্ণ-আশ্রম-আচার-শালী মনুষ্যদিগের মুক্তি-সাধন; হে উদ্ধব! আমার নিকট ঐ ধর্ম্ম শ্রবণ কর। আদিতে সত্যযুগে মনুষ্যগণের "হংস" এই নামে জানিত বর্ণ ছিল। (ঐ যুগে) মনুষ্য সকল জন্মেতে করিয়াই কৃতকৃত্য (হইত;) সেই জন্য (উহাকে) কৃতযুগ বলে। অগ্রে ওঁকারই বেদ (ছিল; এবং) বৃষরূপধারী[৪] আমি(ই) ধর্ম্ম (ছিলাম; অতএব) তপোনিষ্ঠ মুক্তপাপ (মনুষ্যগণ) বিশুদ্ধ আমার উপাসনা করিতেন। হে মহাভাগ! ত্রেতার প্রারম্ভে আমার হৃদয় হইতে প্রাণচক নিমিত্ত করিয়া ত্রয়ী বিদ্যা প্রাদুর্ভূত হয়; তাহা হইতে আমি ত্রিরূপ[৫] যজ্ঞস্বরূপ হই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ বৈরাজ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে উৎপন্ন হয়; স্বধর্ম্মানুষ্ঠান তাহাদিগের

৩। অর্থাৎ, মনুষ্যদিগের।
৪। অর্থাৎ, চতুষ্পাদে সম্পূর্ণ।
৫। হোতা; অধ্বর্য্যু; উদ্গাতা।

জ্ঞাপক। গৃহস্থাশ্রম (আমার) জঘন হইতে; ব্রহ্মচর্য্য আমার হৃদয় [৬] হইতে; এবং বনে বাস [৭] (আমার) বক্ষঃস্থল হইতে (উৎপন্ন হয়;) ন্যাস (আমার) মস্তকে স্থিত। মনুষ্যগণের বর্ণ ও আশ্রম সকলের প্রকৃতি জন্মভূমির অনুসারে হইয়াছিল; নীচ (জন্মভূমিতে) নীচ; আর উত্তম (জন্মভূমিতে) উত্তম। শম, দম, আলোচনা, [৮] শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, আমাতে ভক্তি, দয়া, এবং সত্য; এই সকল ব্রাহ্মণের প্রকৃতি। প্রভাব, বল, ধৈর্য্য, ধীরতা, তিতিক্ষা, ঔদার্য্য, উদ্যম, স্থৈর্য্য, ব্রাহ্মণের হিত-কারিতা, এবং ঐশ্বর্য্য; এই সকল ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি। আস্তিকতা, দাননিষ্ঠা, দম্ভরাহিত্য, ব্রাহ্মণের সেবাকরণ, এবং অর্থের বৃদ্ধিতে তুষ্টিহীনতা; এই সকল বৈশ্যের প্রকৃতি। অকপট ভাবে ব্রাহ্মণ, গো এবং দেবতাদিগের সেবা করা, আর তাহাতে করিয়া উপার্জ্জিত বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকা; এই সকল শূদ্রের প্রকৃতি। শৌচহীনতা, মিথ্যা, চৌর্য্য, নাস্তিকতা, অমূলক কলহ, এবং কাম, ক্রোধ, ও লোভ; অন্ত্যাবসায়ীদিগের [৯] এই স্বভাব। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, কাম-ক্রোধ-লোভ-হীনতা, এবং প্রাণিগণের প্রিয়সাধনে চেষ্টা; ইহা সর্ব্ব বর্ণের ধর্ম্ম।

দ্বিজ [১০] (গর্ভাধানাদি সংস্কার-) ক্রমের অনুসারে উপনয়ন (নামক) দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিয়া দান্তভাবে গুরুকুলে

৬। বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগ।

৭। অর্থাৎ বানপ্রস্থ।

৮। শাস্ত্র, পদার্থ, ও তত্ত্ব আলোচনা।

৯। শ্বপচ চাণ্ডালাদি।

১০। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। যাঁহাদিগের উপনয়নরূপ দ্বিতীয় জন্ম আছে।

বাস করত (আচার্য্য কর্ত্তৃক) আহুত হইয়া বেদ অধ্যয়ন, এবং তাহার অর্থ বিচার করিবেন। মেখলা, অজিন, দণ্ড, জপমালা, ব্রহ্মসূত্র, কমণ্ডলু এবং কুশ ধারণ করিবেন; জটিল হইবেন; [১১] বস্ত্র ও দন্ত ধৌত করিবে না; এবং তাঁহার আসন রঞ্জিত হইবে না[১২]। স্নান, ভোজন, হোম; এবং জপ ও মলমূত্র ত্যাগ কালে কথা কহিবেন না। নখ, আর কক্ষ-এবং-উপস্থগত রোম সকলও ছেদন করিবেন না। ব্রহ্মব্রতাচারী [১৩] কখনও রেতঃ পাতন করাইবেন না; স্বয়ং স্খলিত হইলে, জলে স্নান করিয়া প্রাণায়াম করত গায়ত্রী জপ করিবেন। শুচি ও সমাহিত হইয়া দ্বিসন্ধ্যা মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক [১৪] জপ করত অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবতাদিগের উপাসনা করিবেন। আচার্য্যকে আমার স্বরূপ জানিবেন; কখনও অবজ্ঞা করিবেন না; মানুষ বোধ করিয়া (তাঁহার) অসূয়া করিবেন না; গুরু সর্ব্বদেবময়। ভিক্ষা দ্বারা যাহা পাইবেন; কিম্বা অন্যও যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবেন, তাহাও সায়ং এবং প্রাতঃকালে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিবেন; তিনি যাহা ভোজন করিতে অনুমতি করিবেন, সংযত হইয়া তাহা ভোজন করিবেন। সর্ব্বদা নীচের ন্যায় সেবা করত কৃতাঞ্জলিপুটে অনতি দূরে অবস্থান করণ; [১৫] এবং গমন, শয়ন,

---

১১। স্নানাদি না করার জন্য।

১২। অর্থাৎ, ভাল দেখাইবে এই মনে করিয়া।

১৩। অর্থাৎ, ব্রহ্মচারী;—যিনি উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়া পাঠের জন্য গুরুকুলে বাস করিতেছেন।

১৪। মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যাকালে বাগ্‌যমন করিতে হয় না।

১৫। অর্থাৎ, তাঁহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া।

ও উপবেশন দ্বারা [১৬] আচার্য্যের সেবা করিবেন। যত দিন বিদ্যা সমাপ্ত না হয়, তত দিন অখণ্ডিত ব্রত ধারণ পূর্ব্বক এই-রূপ আচরণ করত ভোগবিরহিত হইয়া গুরুকুলে বাস করিবেন। [১৭]

যদি ইনি বেদ সকলের বসতিস্থান ব্রহ্মলোকে আরো-হণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বৃহৎ ব্রত ধারণপূর্ব্বক [১৮] অধিক অধ্যয়নের জন্য [১৯] গুরুকে দেহ সমর্পণ করিবেন। বেদাধ্যয়নজন্যতেজঃশালী ও নিষ্পাপ হইয়া ভিন্ন বুদ্ধি পরি-ত্যাগপূর্ব্বক অগ্নিতে, গুরুতে, আত্মাতে ও সর্ব্ব প্রাণীতে পরমেশ্বর আমার উপাসনা করিবেন। অগৃহস্থ ব্যক্তি স্ত্রীদিগের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, ও পরিহাসাদি [২০] (ত্যাগ করিবেন ;) মিথুনীভূত প্রাণিগণকে অগ্রে পরিত্যাগ করিবেন। [২১] শৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, আমার অর্চ্চনা, তীর্থসেবা, জপ ; অস্পৃশ্য, অভক্ষ্য, ও অনালপ্য পরিত্যাগ ; আর সর্ব্ব প্রাণীতে

১৬। অর্থাৎ, তিনি গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবেন ; তিনি নিদ্রা যাইলে তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাবধান হইয়া তাঁহার নিকটে শয়ন করিবেন ; তিনি শ্রান্ত হইলে পাদসেবন করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে উপবেশন করিবেন।

১৭। চারি বর্ণের মধ্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিতে-ছেন। ব্রহ্মচারী দুই প্রকার ; (১) উপকুর্ব্বাণ ; (২) নৈষ্ঠিক। "দ্বিজ (গর্ভাধানাদি সংস্কার) ক্রমে" ইত্যাদি দ্বারা আরম্ভ করিয়া "গুরুকুলে বাস করিবেন" ইত্যন্ত দ্বারা উপকুর্ব্বাণের ধর্ম্ম সকল বলা হইল। পরে "যদি ইনি" ইত্যাদি দ্বারা দ্বিতীয়ের ধর্ম্ম সকল কহিতেছেন।

১৮। অর্থাৎ, নৈষ্ঠিক ব্রত।

১৯। অথবা, যাহা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছেন, সেই সকল নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত।

২০। অর্থাৎ, ভোগস্পৃহাযুক্ত দর্শনাদি।

২১। অর্থাৎ, তাহাদিগকে দর্শন করিবেন না।

আমায় ভাবনা; এবং মন, বাক্য ও দেহ সংযম; হে কুরু-নন্দন! এই নিয়ম সকল আশ্রমেই প্রযুক্ত।

এইরূপ-ব্রত-ধারী, অগ্নির ন্যায় জ্বলনশীল ব্রাহ্মণ যদি নিষ্কাম হন, তাহা হইলে কঠোর তপস্যা দ্বারা দগ্ধান্তঃকরণ হইয়া আমার ভক্ত হন [২২]।

যদি দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, (তাহা হইলে) বেদার্থ যথাবৎ বিচার করিয়া গুরুকে দক্ষিণা দিয়া গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া স্নান করিবেন [২৩]।

মৎপর (ব্রহ্মচারী) যদি (সকাম হন, তবে) গৃহে প্রবেশ করিবেন; (যদি নিষ্কাম হন, তবে) বনে প্রবেশ করিবেন; (যদি শুদ্ধান্তঃকরণ) দ্বিজশ্রেষ্ঠ হন, (তবে) প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন; (অথবা) এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন; [২৪] অন্যথা (আচরণ করিবেন না) [২৫]।

গৃহার্থী (ব্যক্তি) সবর্ণা, অনিন্দিতা, [২৬] বয়সে কনিষ্ঠা ভার্য্যাকে বিবাহ করিবেন; (কামহেতু) যাহাকে (বিবাহ করিবেন; তাহাকে) সবর্ণার পরে যথাক্রমে [২৭]। যজ্ঞ, অধ্য-

২২। অর্থাৎ, নিষ্কাম নৈষ্ঠিকের মোক্ষফল লাভ হয়।

২৩। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী পাঠ শেষ করিয়া কিপ্রকারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এক্ষণে তাহাই বলা হইল।

২৪। অর্থাৎ, এক এক করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল আশ্রম অবলম্বন করিবেন। অর্থাৎ, ইচ্ছানত আশ্রম অবলম্বন না করিয়া ক্রমঅনুসারে প্রথমতঃ গৃহস্থাশ্রম; পরে বাণপ্রস্থাশ্রম; পরে ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিবেন।

২৫। অর্থাৎ, কোনও আশ্রম অবলম্বন করিবেন না, এরূপ করিবেন না। কিম্বা প্রথমতঃ পরের আশ্রম অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ পূর্ব্বের আশ্রম গ্রহণ করিবেন না।

২৬। অর্থাৎ, যাঁহার কুলগত বা লক্ষণগত কোনও দোষ নাই।

২৭। অর্থাৎ, বর্ণানুবর্ণক্রমে।

য়ন এবং দান, সকল দ্বিজের (ধর্ম্ম;) প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন এবং যাজন ব্রাহ্মণের। প্রতিগ্রহকে তপস্যা, তেজ ও যশের নাশক বুঝিয়া অন্য দুই (বৃত্তি) দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন; ঐ দুইয়ের দোষ [২৮] দেখিয়া অধিকারী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ক্ষেত্রপতিত কণিকা সকলের দ্বারাই বা (জীবিত থাকিবেন।) [২৯] ব্রাহ্মণের এই দেহ ক্ষুদ্র অভিলাষের জন্য উদ্দিষ্ট হয় না; (কিন্তু) ইহ কালে কষ্ট ও তপস্যার; এবং পর কালে অনন্তসুখের নিমিত্ত। শিল-বৃত্তি ও উঞ্ছবৃত্তি [৩০] দ্বারা পরিতুষ্টচেতা হইয়া নিষ্কাম মহৎ ধর্ম্ম [৩১] সেবন করত আমাতে আত্মা সমর্পণপূর্ব্বক অনতি-প্রসক্তভাবে গৃহেতেই থাকিয়া মোক্ষের অধিকারী হন। যেমন নৌকা সাগর হইতে, তেমনি যাঁহারা কষ্টভোগকারী মৎপরায়ণ ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করেন, আমি শীঘ্র তাঁহাদিগকে আপদ্ হইতে উদ্ধার করিব। ধীর রাজা [৩২] পিতার ন্যায় সমুদায় প্রজাকে; এবং যেমন গজপতি গজদিগকে, তেমনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবেন। এইপ্রকার নর-পতি ইহ লোকে সমুদায় অশুভ বিধূনন করত সূর্য্যদীপ্তি রথ দ্বারা (গমন করিয়া) ইন্দ্রের সহিত আমোদ প্রমোদ করেন।

কষ্ট পাইলে ব্রাহ্মণ বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বিক্রয়-যোগ্য [৩৩] দ্রব্য দ্বারাই আপদ উত্তীর্ণ হইবেন; (তাহাতেও)

২৮। কার্পণ্যাদি।

২৯। প্রধানা ও প্রধানতমা জীবিকা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

৩০। অর্থাৎ, বিপণি (বাজার) প্রভৃতিতে পতিত কণিকাদি সংগ্রহ করণ।

৩১। অর্থাৎ, আতিথ্যকরণাদিরূপ।

৩২ অর্থাৎ, ক্ষত্রিয়।

৩৩। মদ্য ও লবণাদি নহে।

আপদশান্তি না হইলে খড়্গ দ্বারাই ৩৪ বা (উত্তীর্ণ হইবেন) কুক্কুরবৃত্তি দ্বারা ৩৫ কখনই নহে। আপদ কালে ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৃত্তি এবং মৃগয়া দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন ; কিম্বা ব্রাহ্মণরূপে আচরণ করিবেন ৩৬ ; কুক্কুরবৃত্তি দ্বারা কখনই (জীবিত থাকিবেন না।) বৈশ্য শূদ্রবৃত্তি ; এবং শূদ্র কারুদিগের কটক্রিয়া ৩৭ অবলম্বন করিবেন। আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলে (কেহ) নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা ইচ্ছা করিবেন না।

বেদাধ্যয়ন, স্বধা, স্বাহা, বলি ও অন্নাদি ৩৮ দ্বারা প্রত্যহ মদীয়রূপ দেবতা, ঋষি, পিতৃ ও ভূতগণকে আরাধনা করিবেন। উদ্যম বিনা প্রাপ্ত, অথবা নিজ-বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত ধন দ্বারা, পোষ্যদিগকে পীড়ন না করিয়া, ন্যায়পূর্ব্বকই যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করিবেন। কুটুম্বগণে আসক্ত হইবেন না ; কুটুম্বী হইয়াও ঈশ্বরনিষ্ঠা ভুলিবেন না ; পণ্ডিত (ব্যক্তি) দৃষ্ট (পদার্থের) ন্যায় অদৃষ্টকেও নশ্বর দেখিবেন। পুত্র, জায়া, স্বজন ও বন্ধুগণের মেলন, পান্থদিগের মেলন ; ইহারা নিদ্রানুগামী স্বপ্নের ন্যায় দেহের পরেই নাশ পায়।

যোগী এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া উদাসীনের ন্যায় মমতাহীন ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া গৃহে বসতি করত গৃহে বদ্ধ হইবেন

৩৪। অর্থাৎ, ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধাদি করিয়া।

৩৫। অর্থাৎ, নীচের সেবা দ্বারা।

৩৬। অর্থাৎ, পাঠনাদি করিবেন।

৩৭। মাদুর দরমা প্রভৃতি বয়ন করা।

৩৮। এক্ষণে গৃহস্থের কর্ত্তব্য যাগ যজ্ঞ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিদিগকে ; স্বধা দ্বারা পিতৃদিগকে ; স্বাহা দ্বারা দেবতাদিগকে ; বলি দ্বারা ভূতগণকে ; এবং অন্নাদি দ্বারা মনুষ্যদিগকে আরাধনা করিবেন।

না। ভক্তিমান্ হইয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলের দ্বারা আমারই যাগ করত (গৃহাশ্রমেই) অবস্থিতি করিবেন ; অথবা বনে প্রবিষ্ট হইবেন ; পুত্রবান্ হইলে প্রব্রজ্যাই বা অবলম্বন করিবেন। যাহার বুদ্ধি গৃহে আসক্ত ; এবং যে পুত্র ও ধন-চেষ্টায় কাতর ; স্ত্রৈণ ও কৃপণ-বুদ্ধি ; সেই মূঢ় "আমার" ও "আমি" এই ভাবনা করিয়া বদ্ধ হয়। "অহো ! আমার মাতা পিতা বৃদ্ধ ! স্ত্রী বালকসন্ততিগুলিন লইয়া রহিয়াছে ! আমা বিনা দীন পুত্রকন্যাগুলিন অনাথ হইয়া কিরূপে জীবিত থাকিবে !" এই রূপ গৃহবাসনায় আক্ষিপ্ত-হৃদয় মূঢ়বুদ্ধি এই (গৃহস্থ) অতৃপ্ত হইয়া তাহাদিগকে চিন্তা করিতে করিতে মরিয়া অতি তামসী যোনি প্রাপ্ত হয়।

বর্ণাশ্রম-বিভাগ-কথন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—00—

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, বনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে পুত্রগণের উপর পত্নীর ভার অর্পণ করিয়া, অথবা (তাঁহার) সহিতই, শান্ত হইয়া আয়ুর তৃতীয় ভাগ বনেই বাস করিবেন। পবিত্র বন্য কন্দ, মূল ও ফল দ্বারা জীবিকা সমাধান করিবেন। বল্কল, বস্ত্র, তৃণ, পর্ণ, বা মৃগচর্ম্ম পরিধান করিবেন। কেশ, লোম, নখ, শ্মশ্রু, ও মল। ধারণ করিবেন; দন্ত সকল ধাবন করিবেন না। তিন সময় জলে স্নান করিবেন,[১] ভূমিশায়ী হইবেন। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি মধ্যে[২] তপ্ত হইবেন; বর্ষাকালে ধারাপাত সহ্য করিবেন; শিশিরসময়ে জলে আকণ্ঠ মগ্ন (হইয়া থাকিবেন;)· এইরূপ আচরণ করত তপস্যা করিবেন। অগ্নি-পক্ক, কিম্বা কালপক্ক[৩] আহার করিবেন। উলুখল বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা কুট্টিত করিবেন; অথবা দন্তকেই উলুখল করিবেন। নিজের জীবিকাসাধন সমুদায় (দ্রব্য) নিজেই আহরণ করিবেন। দেশ, কাল ও বল বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়া অন্যকালে আহৃত (সামগ্রী) কালান্তরে গ্রহণ করিবেন না। বন্য চরুপুরোডাশাদি দ্বারা কালবিহিত অন্নাদি[৪] পিতৃদেবোদ্দেশে নিবেদন করিবেন; বর্ণা-শ্রমী (ব্যক্তি) বেদবিহিত পশু দ্বারা[৫] আমার যাগ করিবেন

১। গাত্রমার্জ্জনাদি করিবেন না। মুষলের ন্যায় স্নান করিবেন।
২। চারিদিকে চারি অগ্নি, এবং উপরে সূর্য্য।
৩। যথাযোগ্য সময়ে আপনাপনিই পক্ক ফলাদি। ৪। নবান্নাদি।
৫। অর্থাৎ, বেদে যে পশু বলি দিবার বিধি আছে, সেই বিধির বশ-বর্ত্তী হইয়া পশু দান দ্বারা।

না। বেদবাদিগণ মুনির পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় [৬] অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস ও চাতুর্ম্মাস্য সকল উপদেশ করিয়াছেন। শিরা-সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত [৭] মুনি এইরূপ আচরিত তপস্যা দ্বারা তপোময় আমার আরাধনা করিয়া ঋষিলোক হইতে আমাকে প্রাপ্ত হন [৮]। যিনি দুঃখেতে আচরিত, মোক্ষ-ফল-বিশিষ্ট এই মহৎ তপস্যা অল্প অভিলাষের জন্য প্রয়োগ করেন, তাঁহার অপেক্ষা আর মূর্খ কে? যখন ইনি জরাহেতু জাতকম্প হইয়া নিয়মবিষয়ে অক্ষম হইবেন, তখন আপনাতে অগ্নি সমারোপণ করিয়া আমাতে চিত্ত আধানপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন। যখন ধর্ম্মের বিপাকভূত, দুঃখ-পরিণামি লোক সকলে [৯] বিরক্ত হইবেন, তখন অগ্নি পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক তাহা হইতে বহির্গত হইবেন। উপদেশক্রমে আমার পূজা করিয়া [১০] সর্ব্বস্ব ঋত্বিক্‌কে দান করত আত্মাতে অগ্নিনিধানপূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন। "ইনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবেন" (এই ভাবিয়া) দারাদি-রূপী দেবতা সকল সন্ন্যাস অবলম্বনে উদ্যুক্ত ব্রাহ্মণের বিঘ্ন করেন। মুনি যদি বস্ত্র পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যাবন্মাত্রে কৌপীন আচ্ছাদিত হইতে পারে, তাবন্মাত্র (বস্ত্র পরিধান করিবেন;) আপৎ উপস্থিত

৬। অর্থাৎ, যখন আশ্রমে ছিলেন।

৭। অর্থাৎ, যাবজ্জীবন তপস্যা করিয়া যাঁহার মাংস শুষ্ক হইয়াছে।

৮। অর্থাৎ, মহর্লোকাদিক্রমে।

ভাবার্থ এই;— অন্তঃকরণশুদ্ধি ভক্তি দ্বারা এই লোকেই মুক্ত হন; কিন্তু অনেক প্রতিবন্ধক হেতু এইরূপ ক্রম অনুসারে মুক্ত হইয়া থাকেন।

৯। ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত যাবতীয় লোকে।

১০। শ্রাদ্ধাষ্টকপূর্ব্বক প্রাজাপত্য যাগ দ্বারা আমার যাগ করিবেন।

না হইলে, দণ্ড ও পাত্র[11] ভিন্ন, পরিত্যক্ত[12] অন্য কিছু ধারণ করিবেন না। দৃষ্টিপূত পাদ বিক্ষেপ করিবেন;[13] বস্ত্র-পূত[14] জল পান করিবেন; সত্যপূত বাক্য বলিবেন; মনঃ-পূত[15] আচরণ করিবেন। মৌন, চেষ্টাহীনতা ও প্রাণায়াম বাক্য, দেহ এবং চিত্তের দণ্ড; হে উদ্ধব! যাঁহার এই সকল নাই, (তিনি কেবল) বেণুযষ্টিসমূহ দ্বারা যতি হইতে পারেন না। চারি বর্ণের মধ্যে নিন্দনীয়দিগকে[16] পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বে অনুদ্দিষ্ট[17] সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করিবেন; (তদ্দ্বারা যাহা) লব্ধ হইবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন। (গ্রামের) বহির্ভাগস্থ জলা-শয়ে গমন করত, তথায় বাগ্‌যত হইয়া স্নান করিয়া পবিত্রী-কৃত[18] সমস্ত আহৃত দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিয়া[19] অব-শিষ্ট ভোজন করিবেন। সঙ্গহীন, সংযতেন্দ্রিয়, আত্মারাম, আত্মনিরত, ধীর ও সমদর্শী হইয়া একাকী এই পৃথিবী পর্য্য-টন করিবেন। নির্জ্জন-নির্ভয়-স্থানবাসী, আমাতে ভক্তি হেতু মলশূন্যচেতা মুনি আত্মাকে অভেদক্রমে আমার সহিত এক চিন্তা করিবেন। জ্ঞান-নিষ্ঠা দ্বারা আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ বিচার করিবেন। ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্য, বন্ধন; আর

১১। ইহা দ্বারা আবশ্যকীয় জলপাত্রাদিরও বিধান করা হইল।

১২। সন্ন্যাস অবলম্বন কালে।

১৩। অর্থাৎ, অগ্রে দেখিয়া পশ্চাৎ পাদবিক্ষেপ করিবেন; কারণ আপদে না পতিত হন, এবং জীবাদি না মরে।

১৪। অর্থাৎ, বস্ত্রদ্বারা ছেঁকিয়া।

১৫। অর্থাৎ, সম্যক বিচার করিয়া।

১৬। অভিশপ্ত ও পতিতাদি।

১৭। অর্থাৎ, এই গৃহে যাইলে ভিক্ষা পাইব, পূর্ব্বে এরূপ অভিপ্রায় যে সকল গৃহের উদ্দেশে ছিল না।

১৮। জলপ্রোক্ষণাদি দ্বারা।

১৯। বিষ্ণু, ব্রহ্মা, সূর্য্য ও প্রাণীদিগকে।

ইহাদিগের দমন, মোক্ষ। সেই হেতু মুনি আমাতে ভক্তি দ্বারা ষড়্‌ইন্দ্রিয় জয় করত ক্ষুদ্র অভিলাষ সকল হইতে বিরক্ত হইয়া আত্মাতে মহৎ সুখ লাভ করিয়া বিচরণ করিবেন। ভিক্ষার জন্য নগর, গ্রাম, ব্রজ ও সার্থ[২০] সকলে প্রবেশ করত পুণ্য-দেশ-নদী-পর্ব্বত-বন-আশ্রম-শালিনী পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন। বানপ্রস্থদিগের আশ্রম সকলে পুনঃ পুনঃ ভিক্ষা করিবেন; (যেহেতু শিলবৃত্তি দ্বারা প্রাপ্ত অন্ন[২১] দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব ও নিবৃত্ত-মোহ হইয়া মুক্ত হইবেন। এই দৃশ্যমান (মিষ্টান্নাদি) বস্তুরূপে দর্শন করিবেন না; (কারণ ইহা) নাশ পাইবে; (অতএব) ইহ ও পরলোকে অসক্তচেতা হইয়া তন্নিমিত্তক কার্য্য হইতে বিরত হইবেন। মন, বাক্য ও প্রাণ দ্বারা এই যে জগৎ আত্মাতে বিরচিত হইয়াছে, ইহাকে; অহঙ্কারাস্পদ শরীরকে; এবং তজ্জন্য সমুদায় সুখকে "মায়া" এই বিবেচনা করিয়া ত্যাগ করত আত্মনিষ্ঠ হইয়া (আর) তাহাকে চিন্তা করিবেন না। মুমুক্ষু হইয়া (যিনি) জ্ঞাননিষ্ঠ, কিম্বা (মুক্তি বিষয়ে) অপেক্ষাশূন্য মদীয় ভক্ত (হন, তিনি) চিহ্ন[২২]-সহিত আশ্রম সকল পরিত্যাগ করিয়া বিধিসমূহের কিঙ্কর না হইয়া আচরণ করিবেন। বিবেকী হইয়া(ও) বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিবেন;[২৩] নিপুণ হইয়া(ও) জড়ের ন্যায় আচরণ করিবেন। পণ্ডিত হইয়া(ও) উন্মত্তের ন্যায় বাক্য বলিবেন; বেদনিষ্ঠ হইয়া(ও) গোচর্য্যা[২৪] আচরণ করিবেন। কর্ম্মকাণ্ড ব্যাখ্যা-

২০। যাত্রিকগণের দল। ২১। অর্থাৎ, ঐ বানপ্রস্থদিগের অন্ন।
২২। আশ্রমবিশেষে ধার্য্য দণ্ডাদি বিশেষ বিশেষ চিহ্ন।
২৩। অর্থাৎ, মানাপমান-শূন্য হইয়া।
২৪। অর্থাৎ, নিয়মশূন্য হইয়া আচরণ করিবেন।

করণাদিতে নিষ্ঠ ; শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ অর্থের অনুষ্ঠানকর্ত্তা; এবং কেবল তর্কেই নিষ্ঠাসম্পন্ন হইবেন না ; প্রয়োজনশূন্য বিবাদে কোনও পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। ধীর ব্যক্তি লোক হইতে উত্ত্যক্ত হইবেন না ; এবং লোককেও উত্ত্যক্ত করিবেন না। দুর্ব্বাক্য সকল সহ্য করিবেন ; কাহাকেও অবজ্ঞা করিবেন না ; দেহকে উদ্দেশ করিয়া পশুর ন্যায় কাহারও শত্রুতা করিবেন না। যেমন চন্দ্র নানা জলপাত্রে, তেমনি একমাত্র পর আত্মা ভূতগণে ও নিজ দেহে অবস্থিতি করিতেছেন ; সমুদায় ভূত একাত্মক [২৫]। বুদ্ধিমান্ সময়ে সময়ে কখনও খাদ্য না পাইলে বিষণ্ন হইবেন না ; পাইলে(ও) হৃষ্ট হইবেন না ; উভয় [২৬] দৈবের অধীন। আহারের নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন ; (কারণ) তাঁহার প্রাণ-ধারণ কর্ত্তব্য ; (যে হেতু) তদ্দ্বারা তত্ত্ববিচার করিবেন; তাহা [২৭] জানিয়া মুক্ত হইবেন। মুনি যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত অন্ন, শ্রেষ্ঠই হউক, অপকৃষ্টই হউক, ভোজন করিবেন ; এইরূপ বস্ত্র, এবং এইরূপ শয্যা(ও), যেমন যেমন পাইবেন, ব্যবহার করিবেন। জ্ঞাননিষ্ঠ (ব্যক্তি) বিধিবিধানহেতু শৌচ, আচমন, স্নান ; বা অন্যান্য নিয়ম সকলও আচরণ করিবেন না; যেমন ঈশ্বর আমি, তেমনি লীলাপূর্ব্বক (অনুষ্ঠান করিবেন।) তাঁহার ভেদজ্ঞান নাই ; যাহাও ছিল, (সেও) জ্ঞান দ্বারা হত হইয়াছে, যত দিন দেহের অন্ত না হয়, তত দিন কখন কখনও প্রতীতি (হয় ;) তাহার পরে আমার সহিত মিলিত হন। যে পণ্ডিত দুঃখ-পরি-

---

২৫। অতএব, আত্মদৃষ্টি এবং দেহদৃষ্টি ; উভয়দৃষ্টিতেই কাহাকেও অবজ্ঞা করা হইতে পারে না।

২৬। পাওয়া এবং না পাওয়া।

২৭। অর্থাৎ, তত্ত্ব।

গামি কাম সকলে নির্ব্বিণ্ণ হইয়াছেন, (তিনি যদি) মদীয় ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকেন, (তাহা হইলে) মুনিকে গুরু আশ্রয় করিবেন। শ্রদ্ধাবান্-হইয়া, এবং অসূয়াকারী না হইয়া, যত দিন ব্রহ্ম না জানিতে পারেন, তত দিন, আমার স্বরূপ দেখিয়া, ভক্তি ও আদরপূর্ব্বক গুরুর সেবা করিবেন। যিনি ইন্দ্রিয় জয় করেন নাই; প্রচণ্ড ইন্দ্রিয়কে সারথি করিয়াছেন; এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য-হীন হইয়াছেন; অথচ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, (এতাদৃশ) ধর্ম্মবিঘাতী (ব্যক্তি) দেবতাদিগকে, আত্মাকে, এবং আত্মস্থ আমাকে বঞ্চনা করেন; এবং অসম্পূর্ণাভিলাষ হইয়া ইহ ও পরলোক হইতে চ্যুত হন। ভিক্ষুকের ধর্ম্ম শম ও অহিংসা; বাণ-প্রস্থের (ধর্ম্ম) তপশ্চর্য্যা; গৃহীর (ধর্ম্ম) ভূত ও রাক্ষসদিগকে বলিদান করা; দ্বিজের (ধর্ম্ম) আচার্য্যের সেবা করা। ব্রহ্ম-চর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, এবং ভূতগণের প্রতি সৌহার্দ্দ ঋতুকালে গমন করিতে উদ্যুক্ত গৃহস্থের (ধর্ম্ম;) আমার উপাসনা সকলের (ধর্ম্ম)।

সকল ভূতে আমাকে ভাবনা করত অন্যকে ভজনা না করিয়া যিনি স্বধর্ম্মানুসারে নিত্য আমাকে ভজনা করিবেন, তিনি মদ্বিষয়িণী দৃঢ়াভক্তি প্রাপ্ত হইবেন। হে উদ্ধব! অন-পায়িনী ভক্তি দ্বারা তিনি সর্ব্বলোকের মহেশ্বর সকলের উৎ-পত্তি ও নাশের প্রবৃত্তিস্থান, কারণরূপী, বৈকুণ্ঠনিবাসী আমাকে লাভ করিবেন।

এইপ্রকার স্বধর্ম্ম দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হওয়াতে আমার গতি জানিতে পারিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন ও বিরক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। বর্ণ-আশ্রম-ধারীদিগের এই (যে) আচার-লক্ষণ

ধর্ম্ম, ইহাই মদীয়-ভক্তির সহিত হইয়া শ্রেষ্ঠ মুক্তিসাধক (হয়)। হে সাধো! যেপ্রকারে নিজধর্ম্মসংযুক্ত হওয়াতে ভক্ত হইয়া পরমেশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে, তুমি আমাকে (এই) যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তোমাকে এই তাহা কহিলাম।

যতি-ধর্ম্ম-নির্ণয় নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

ঊনবিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যিনি অনুভব-পর্য্যন্ত-শাস্ত্র-সম্পন্ন, (অতএব) আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেবল পরোক্ষ-জ্ঞান-শালী নহেন, তিনি ইহাকে[১] মায়ামাত্র জানিয়া জ্ঞানকে ও জ্ঞানের সাধনকে আমাতে সমর্পণ করিবেন[২]। আমিই জ্ঞানীর অভিমত অপেক্ষিত স্বার্থ, ফল ও হেতু; এবং অভ্যুদয় ও মুক্তি; আমা ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম (তাঁহার) প্রিয় নহে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংযুক্ত ব্যক্তি সকল আমার শ্রেষ্ঠ পদ জানিয়াছেন; যেহেতু জ্ঞানী জ্ঞান দ্বারা আমাকে ধারণ করেন; অতএব ইনি আমার প্রিয়তম। জ্ঞানের লেশ দ্বারা যে শুদ্ধি (উৎপন্ন হয়,) তপস্যা, তীর্থসেবা, জপ, দান, এবং অন্যান্য পবিত্র পদার্থ সকল সে (শুদ্ধি) সম্পূর্ণরূপে উৎপাদন করিতে পারে না।

১। এই দ্বৈত; এবং এই দ্বৈত-নিবর্ত্তক জ্ঞানকে।
২। ইহারই নাম বিদ্বান্ সন্ন্যাসী।

অতএব উদ্ধব! যত দূরে জ্ঞানে পর্য্যবসিত হন, নিজ আত্মাকে ততদূর জানিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও ভক্তিপূরিত হইয়া আমাকে ভজনা কর। মুনিগণ সর্ব্বযজ্ঞপতি আত্মা আমাকে জ্ঞানবিজ্ঞানময় যজ্ঞ দ্বারা আত্মাতে যাগ করিয়া সিদ্ধিস্বরূপে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে উদ্ধব! যে ত্রিবিধ বিকার [৩] তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে, (সে) মায়া; যে হেতু মধ্যে উপস্থিত হইতেছে, আদিতে, অবসানে (থাকিতেছে না! [৪] অতএব) যখন ইহার [৫] এই জন্মাদি সকল রহিয়াছে, তখন ইহার কি তোমার? ভ্রমের আদিতে ও অগ্রেতে যাহা থাকে, [৬] মধ্যেতে তাহাই।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে বিশ্বমূর্ত্তে! বিশুদ্ধ এই জ্ঞান যে প্রকারে নিশ্চিত, বৈরাগ্য-বিজ্ঞান-সংযুক্ত ও পুরাণ হয়, বল। (ব্রহ্মাদি) মহৎব্যক্তিগণের অন্বেষণীয় ত্বদীয় ভক্তিযোগ (বল।) হে ঈশ্বর! ঘোর সংসারপথে তাপত্রয় দ্বারা অভিহত, (অতএব) সংতপ্যমান ব্যক্তির পক্ষে চতুর্দ্দিকে অমৃতবর্ষণকারী ত্বদীয় পাদযুগল রূপ আতপত্র হইতে, অন্য শরণ দেখি না। সংসারকূপে পতিত, কালসর্প কর্ত্তৃক দষ্ট, (তথাপি) ক্ষুদ্রসুখে সাতিশয় তৃষ্ণাসম্পন্ন এই ব্যক্তিকে অনুগ্রহপূর্ব্বক উদ্ধার কর; হে মহানুভাব! অপবর্গবোধক বাক্য সকলের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন কর।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে ধার্ম্মিকগণের

৩। আধ্যাত্মিকাদি। অর্থাৎ, দেহাদি।

৪। যেমন, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম। এস্থলে সর্পটা ভ্রমের পূর্ব্বে ছিল না; ভ্রমের অবসানেও থাকিতেছে না।

৫। অর্থাৎ, দেহাদি-বিকারের।

৬। যেমন, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম স্থলে রজ্জু। ভ্রমের আদিতে রজ্জু ছিল; ভ্রমের অবসানে রজ্জুই রহিতেছে। অতএব ভ্রমকালে সেই রজ্জুই বাস্তবিক ছিল; সর্পটা যে উপস্থিত হইয়াছিল, সেটা ভ্রান্তি।

শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে, আমাদিগের সকলের সম্মুখে ইহা এইপ্রকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভারত যুদ্ধ শেষ হইলে পর বন্ধু-নিধনজন্য কাতর হইয়া বহু ধর্ম্ম শ্রবণ করত পশ্চাৎ মোক্ষধর্ম্ম সকল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভীষ্মের মুখ হইতে শ্রুত; জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা বর্দ্ধিত সেই সকল ধর্ম্ম আমি তোমাকে বলিব।

যদ্দ্বারা নয়, একাদশ, পঞ্চ ও তিন তত্ত্ব[৭] সকলকে ভূত-নিকরে অনুগত, এবং এককে এই সকলেও (অনুগত) দর্শন করিবে, উহাই জ্ঞান, আমার নিশ্চিত। যে (জ্ঞান) দ্বারা (পূর্ব্বে সকলকে) যে একের সহিত (অনুগত দেখিয়া ছিলেন, তদ্দ্বারা) যখন সেপ্রকার (না দেখিবেন, তখন) ইহাই বিজ্ঞান (হইবে।) সাবয়ব পদার্থ সকলের স্থিতি, উৎপত্তি ও নাশ দর্শন করিবে[৮]। যাহা আদিতে, অন্তে, ও মধ্যে কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে অনুগত হয়,[৯] তাহাকে পুনর্ব্বার তথায় লইয়া যাইবে[১০]; যাহা অবশিষ্ট থাকিবে,[১১] তাহাই সৎ। বেদ;

৭। প্রকৃতি, পুরুষ মহৎ, অহঙ্কার ও গন্ধরসাদি পঞ্চ তন্মাত্র; এই "নয়"; হস্ত পদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; আর মন; এই "একাদশ;" স্থূল পৃথিব্যাদি "পঞ্চ;" আর সত্ত্বাদি তিন গুণ; এই "তিন" তত্ত্ব।

৮। অর্থাৎ, "পদার্থ সকল বিরুদ্ধ-বুদ্ধিযুক্ত; কারণ সাবয়ব বলিয়া ইহাদি-গের উৎপত্ত্যাদি আছে; যেমন ঘটাদির"। এইরূপ তর্ক করিয়া বুঝিবে।

৯। "আদিতে" অর্থাৎ, উৎপত্তি-সময়ে, এবং "অন্তে" অর্থাৎ, অন্য প্রকার পরিণাম-প্রাপ্ত হইলে পর; কারণ রূপে; এবং "মধ্যে" আশ্রয়-রূপে যে পদার্থ যাহার অনুগত হইবে; যেমন;—মহৎতত্ত্ব অহঙ্কারের অনুগত।

১০। অর্থাৎ, যে পদার্থের যে পদার্থ কারণ ও আশ্রয়, তাহাকে সেই পদার্থে লইয়া মিশাইবে।

১১। অর্থাৎ, এইরূপে সমস্ত পদার্থ এক এক করিয়া পরস্পরে লয় পাইলে পর যাহা "অবশিষ্ট থাকিবে"; অর্থাৎ, পদার্থান্তরে বিলীন হইবে না।

প্রত্যক্ষ; মহাজন-প্রসিদ্ধি; আর মনুমান[১২]; (এই) চারি (প্রমাণ।) এই সকল প্রমাণের সহিত বাধ হওয়াতে, তিনি বিকল্প[১৩] হইতে বিরক্ত হন। কর্ম্ম সকল পরিণামি, এই বলিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত (যাবতীয় লোকের) অদৃষ্ট (সুখকেও) দৃষ্ট (সুখের) ন্যায় দুঃখস্বরূপ ও নশ্বর দেখিবেন। হে অনঘ! পূর্ব্বেই সন্তোষ-অনুভবকারী তোমাকে ভক্তিযোগ বলিয়াছি; পুনর্ব্বার আমার ভক্তির একমাত্র কারণ বলিব;—নিরন্তর[১৪] আমার অমৃত কথায় শ্রদ্ধা; আমার অনুকীর্ত্তন; আমার পূজায় পরিনিষ্ঠা; স্তুতি বাক্যসকলের দ্বারা (আমার) স্তবকরণ; (আমার) পরিচর্য্যায় আদর; সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা (আমার) বন্দন; আমার ভক্তদিগের অধিক পূজা; সর্ব্ব ভূতে আমায় বোধ করা; আমার নিমিত্ত লৌকিকী ক্রিয়া; বাক্য দ্বারা[১৫] আমার গুণ-কথন; আমাতে মনঃসনর্পণ; সর্ব্ব অভিলাষ পরিবর্জ্জন; আমার নিমিত্ত অর্থ, ভোগ ও সুখ[১৬] পরিত্যাগ; (আর) আমার নিমিত্ত যে যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যা। হে উদ্ধব! এইপ্রকার ধর্ম্ম সকলের দ্বারা আত্মনিবেদনকারী মনুষ্যদিগের

১২। "নানা কিছুই নাই," ইত্যাকার "বেদ"। "বস্ত্রাদিকার্য্য সূত্রাদি ব্যতিরেকে দৃষ্ট হয় না; এইরূপ চৈতন্য ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই দৃষ্ট হয় না," ইত্যাকার "প্রত্যক্ষ"। জ্ঞানী ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, যে, "ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য নাই" ইত্যাকার মহাজন-প্রসিদ্ধি। "বিরুদ্ধ-বুদ্ধিহেতু প্রতিভাত বিশ্ব মিথ্যা; কারণ দৃশ্য; যেমন শুক্তিতে রজত" ইত্যাকার অনুমান।

১৩। "তিনি" অর্থাৎ, জ্ঞানী। "বিকল্প" অর্থাৎ, দেহাদি।

১৪। পরে বক্ষ্যমাণ সমুদায় কারণ গুলিরই বিশেষণ।

১৫। লৌকিক বাক্য দ্বারাও।

১৬। মদ্ভজনের বিরোধি "অর্থ"। "ভোগ" অর্থাৎ ভোগের কারণ চন্দনাদি। "সুখ" অর্থাৎ পুত্রপালনাদি।

আমাতে ভক্তি জন্মে; অন্য কোন্ অর্থ[17] ইহাঁর অবশিষ্ট থাকে? যখন শান্ত ও সত্ত্বগুণ দ্বারা পরিপূরিত চিত্ত আত্মাতে অর্পিত (হয়, তখন) ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। যখন চিত্ত উহার বিকল্পে অর্পিত হইয়া ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা পরিধাবিত হয়, (তখন অধিকতর) রজঃপরিপূর্ণ এবং অসন্নিষ্ঠ হইয়া থাকে; জানিবে, তাহা হইতে (অধর্ম্মাদি) বিপর্য্যয়। (যাহা) আমাতে ভক্তি উৎপাদন করে, (তাহাই) ধর্ম্ম; সেই হেতু প্রকৃষ্টরূপে কথিত হইয়াছে[18]। ঐকাত্ম্য-দর্শন জ্ঞান; গুণগণে সঙ্গহীনতা বৈরাগ্য; এবং অণিমাদি ঐশ্বর্য্য।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে শত্রুকর্ষণ! যম কয়প্রকার কথিত হইয়াছে? নিয়মই বা (কতিবিধ?) হে কৃষ্ণ! শম কি? দম কি? প্রভো! ধৈর্য্য কি? তিতিক্ষা কি? দান কি? তপস্যা কি? শৌর্য্য কি? সত্য ও ঋত কাহাকে কহে? ত্যাগ কি? ইষ্ট ধন কি? যজ্ঞ কি? দক্ষিণা কি? হে শ্রীমন্! পুরুষের বল কি? হে কেশব! দয়া কি? লাভ কি? উৎকৃষ্টা বিদ্যা, লজ্জা ও শ্রী কি? সুখ কি? দুঃখই বা কি? পণ্ডিত কে? মূর্খ কে? পথ কি? উৎপথই বা কি? স্বর্গ কি? নরকই বা কি? বন্ধু কে? গৃহই বা কি? ধনী কে? দরিদ্রই বা কে? কৃপণ কে? ঈশ্বর কে? হে সাধুদিগের পতি! আমার এই সকল প্রশ্ন ব্যাখ্যা কর; বিপরীত সকলও[19] (বল।)

শ্রীভগবান্ কহিলেন, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য,[20] অসঙ্গ,

১৭। স্বর্গাদি। ১৮। শাস্ত্র সকলে।

১৯। "শম" নহে কি? "দম" নহে কি? ইত্যাদি।

২০। মনোদ্বারাও পরের দ্রব্য গ্রহণ না করা।

লজ্জা, অসঞ্চয়, স্বধর্ম্মে বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা ও ভয় [২১]; আর শৌচ, [২২] জপ, তপস্যা; হোম, ধর্ম্মে আদর, আতিথ্য, আমার অর্চ্চনা, তীর্থপর্য্যটন, পরের নিমিত্ত চেষ্টাকরণ, তুষ্টি, এবং আচার্য্যের সেবাকরণ; [২৩] উভয়ের [২৪] এই দ্বাদশটী যম ও নিয়ম বলিয়া জানিত। তাত! (এইসকল) সেবিত হইয়া অভিলাষ অনুসারে পুরুষদিগকে ফলদান করে। আমাতে বুদ্ধির নিষ্ঠতা শম; ইন্দ্রিয়-সংযম দম; দুঃখ-সহন তিতিক্ষা; জিহ্বা-ও-উপস্থ-জয় [২৫] ধৈর্য্য; দণ্ড-পরিত্যাগ [২৬] পরম দান। কাম-বিসর্জ্জন তপস্যা বলিয়া জানিত। স্বভাব-বিজয় বীরতা; সমদর্শন সত্য; কবিগণ কর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত সত্যবাক্যও (সত্য[২৭];) কর্ম্মে অনাসক্তি শৌচ [২৮]। সন্ন্যাস ত্যাগ কথিত হইয়া থাকে [২৯]। ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের ইষ্ট-ধন; পরমেশ্বর আমিই যজ্ঞ [৩০]; জ্ঞানোপদেশ দক্ষিণা; প্রাণায়াম উৎকৃষ্ট-বল; আমার ঐশ্বর্য্যাদি ষাড়্গুণ্য ভাগ্য;

২১। এই দ্বাদশটী "যম" একটী কবিতায় উল্লেখ করা হইল।

২২। দুই-প্রকার;—(১) বাহ্য; (২) আভ্যন্তরিক।

২৩। এই দ্বাদশটী "নিয়ম" আর একটী কবিতায় উল্লেখ করা হইল।

২৪। অর্থাৎ, প্রবৃত্ত, আর, নিবৃত্ত ব্যক্তিদিগের।
কেহ কেহ বলেন, দুইটী কবিতায় যাহা বলা হইল।

২৫। "জয়" অর্থাৎ, বেগ-ধারণ।

২৬। অর্থাৎ, কোন জীবের দণ্ড না করা।

২৭। ঋত ও সত্যের ভেদ করা হইল।

২৮। ক্রম-অনুসারে বলিতে হইলে এস্থলে "ত্যাগ" বলা উচিত ছিল; তাহা না বলিয়া "শৌচ" বলিলেন; কারণ, মলত্যাগরূপ "শৌচের" ত্যাগের সহিত অভেদতা আছে।

২৯। সন্ন্যাস, অর্থাৎ, আশ্রমাদি-পরিত্যাগ।

৩০। অর্থাৎ, আমাকে বোধ করিয়াই যজ্ঞ করিবে; কর্ম্ম বোধ করিয়া করিবে না।

আমাতে ভক্তি উত্তম লাভ[৩১]; আত্মাতে ভেদের বাধ বিদ্যা[৩২]; অকর্ম্মে হেয়তাদর্শন লজ্জা; অপেক্ষাহীনতাদি গুণরাজি শ্রী; সুখ-দুঃখের অতিক্রম সুখ; বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা দুঃখ; বন্ধ-মোক্ষ-বেত্তা পণ্ডিত; দেহাদিতে অহং-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি মুর্খ। যাহা আমাকে পাওয়ায়, সেই পথ[৩৩] বলিয়া জানিত। চিত্তের বিক্ষেপ উৎপথ[৩৪]; সত্ত্বগুণের উদ্রেক স্বর্গ; তমোগুণের উদ্রেক নরক। সখে! গুরু বন্ধু; আমিই (সেই গুরু।) মনুষ্যশরীর গৃহ; গুণাঢ্যই আঢ্য। যিনি অসন্তুষ্ট, (তিনিই) দরিদ্র; যিনি অজিতেন্দ্রিয় (তিনিই) শোচ্য; যাঁহার চিত্ত বিষয়সমূহে অনাসক্ত, (তিনিই) ঈশ্বর; গুণগণে যাঁহার আসক্তি, (তিনি উহার) বিপরীত।

হে উদ্ধব! তোমার এই সকল প্রশ্ন সমুদায় উত্তমরূপে[৩৫] ব্যাখ্যা করিলাম। গুণ ও দোষের লক্ষণ আর অনেক বর্ণন করিবার প্রয়োজন কি?—গুণ-দোষ-দর্শন দোষ; আর উভয়-(দর্শন-) পরিত্যাগ গুণ।

মঙ্গল সকলের ভেদ-নির্ণয় নামক উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo——

৩১। "দয়া" লোকে প্রসিদ্ধই আছে। ক্রমানুসারে "লাভ" ব্যাখ্যা করা উপস্থিত হইলে, লোকে লাভের সহিত ভাগ্যের অভেদ-প্রসিদ্ধি থাকাতে ভাগ্যও ব্যাখ্যা করিলেন। ৩২। সকল জ্ঞানই বিদ্যা নহে।

৩৩। অর্থাৎ, নিবৃত্তি-পথ। ৩৪। প্রবৃত্তি-পথ।

৩৫। যেরূপে মোক্ষের উপযোগী হয়, সেইরূপ করিয়া।

বিংশ অধ্যায়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে পদ্মনয়ন! বিধি এবং নিষেধ; ঈশ্বর তোমার ইত্যাকার আজ্ঞারূপ বেদ কর্ম্ম সকলের গুণ দোষে; বর্ণ ও আশ্রম সকলের ভেদে; প্রতিলোমানুলোমজ (গুণ-দোষে;) দ্রব্য, দেশ, বয়ঃক্রম ও কালে; আর স্বর্গ ও নরকে দৃষ্টি রাখে [১]। গুণ-দোষ-ভেদে দৃষ্টি ভিন্ন তোমার বিধিনিষেধরূপ বাক্য কিপ্রকারে (সম্ভবে?) মনুষ্যদিগের মুক্তি কিরূপে (হয় [২]?) হে ঈশ্বর! অনুপলব্ধ অর্থে [৩]; এবং সাধ্যে আর সাধনেতেও [৪] তোমার (বাক্যরূপ) বেদ পিতৃ, দেবতা ও মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ চক্ষু। গুণদোষ-ভেদে দৃষ্টি তোমার

১। পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে যে, গুণ-দোষ-দর্শন দোষ; আর উভয়-দর্শন-পরিত্যাগ গুণ। সেই বাক্য সঙ্গত নহে, এই বলিবার জন্য বলা হইতেছে যে, বেদ তোমারই আজ্ঞা; কিন্তু বেদেও গুণ-দোষ নির্দ্ধারণ রয়িহাছে।

উত্তম বর্ণা স্ত্রীতে নিকৃষ্ট বর্ণ পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত সন্তান "প্রতি-লোম"; —সূত প্রভৃতি। আর নিকৃষ্টবর্ণা স্ত্রীতে উত্তমবর্ণ পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত সন্তান "অনুলোম;"—অম্বষ্ঠাদি। বেদে বলে "জানিবে, অনুলোমেরা সৎ; আর প্রতিলোমেরা অসৎ।

আরও বেদে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য ও কালাদির, কার্য্যে উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা নির্দ্ধারণ করা আছে।

২। অর্থাৎ, বিধিও নিষেধ যদি না মানা যায়, তাহা হইলে লোকের মুক্তিও সম্ভবে না; কারণ এবিষয়ে বেদে বিধি আছে, যে "আত্মাকে মনন ও শ্রবণ করিতে হইবে"। আর নিষেধ আছে, যে "অনেক শব্দ চিন্তা করিবে না"।

৩। মোক্ষ ও স্বর্গাদিতে।

৪। এই বিষয় ইহার সাধ্য, আর এই বিষয় ইহার অসাধ্য, ইহা নিশ্চয় করিতে।

আজ্ঞা হইতে; নিজে নহে; আবার ভেদের অপবাদও তোমার আজ্ঞা হইতে; এই (আমার) ভ্রম।

শ্রীভবান্ কহিলেন, মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃ-সাধনেচ্ছায় আমি তিন যোগ কহিয়াছি;—জ্ঞান; কর্ম্ম; এবং ভক্তি;—কোথাও অন্য উপায় নাই। দুঃখ বোধ করত সংসারে কর্ম্ম সকলের ফলসমূহে বিরক্ত; (অতএব কর্ম্ম-)পরিত্যাগকারীদিগের জ্ঞান যোগ; এবং সেই সকলে দুঃখ-বুদ্ধি-শূন্য, (সেই হেতু) উহাদিগের ফল সকলে অবিরক্তদিগের কর্ম্মযোগ (সিদ্ধি-দায়ক। আর,) কোনও ভাগ্যোদয়ক্রমে যে পুরুষের মদীয় কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; কর্ম্মফলে বিরক্তও নহেন, অতিশয় আসক্তও নহেন; তাঁহার ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ। যত দিন কর্ম্ম-ফলে বিরক্ত না হইবে, অথবা মদীয় কথাশ্রবণাদিতে যত দিন শ্রদ্ধা না জন্মিবে, তত দিন কর্ম্ম সকল করিবে। হে উদ্ধব! ফলকামনা না করিয়া যজ্ঞ সকলের দ্বারা যাগকারী স্বধর্ম্মস্থ ব্যক্তি যদি অন্য আচরণ না করেন, (তাহা হইলে) স্বর্গেও যান না; নরকেও (যান না); [৫] (কিন্তু) স্বধর্ম্মস্থ, নিষিদ্ধত্যাগী এবং পবিত্র [৬] হইয়া এই দেহেই অবস্থিতি করত বিশুদ্ধ জ্ঞান, অথবা কোনও ভাগ্যোদয়ক্রমে আমাতে ভক্তি প্রাপ্ত হন [৭]। যেমন নার-কীরা, তেমনিস্বর্গবাসীরাও জ্ঞানের এবং ভক্তির সাধন এই দেহ

৫। কোনও ফলে কামনা নাই, সুতরাং স্বর্গে যান না। আর বিহিত কর্ম্মের অতিক্রম কিম্বা অবিহিত আচরণ করেন না, সুতরাং নরকেও যান না।

৬। অর্থাৎ, যাঁহার রাগাদি মলা নিবৃত্ত হইয়াছে।

৭। "হে উদ্ধব!" ইত্যাদি "প্রাপ্ত হন।" ইত্যন্তদ্বারা, কর্ম্মযোগী কি করিয়া জ্ঞান-ও-ভক্তি ভূমিতে আরোহণ করিবেন, তাহাই বলা হইল।

ইচ্ছা করেন; উভয়ই ঐ দুই সাধন[৮] করিতে পারে না। বিচক্ষণ মনুষ্য নারকী গতির ন্যায় স্বর্গগতিও প্রার্থনা করিবেন না; এই দেহও কামনা করিবেন না; দেহে আসক্তি হেতু স্বার্থ-বিষয়ে অবধান-শূন্য হন। ইহা জ্ঞাত হইয়া,[৯] এবং এই (দেহকে) অর্থের সিদ্ধিপ্রদ হইলেও, মর্ত্ত্য জানিয়া, সাবধান হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন করিবেন। যাহাতে নীড় নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, নিজের আশ্রয় সেই বনস্পতিকে যমের ন্যায় নির্দ্দয় মনুষ্যগণ ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অনাসক্ত পক্ষী (উহাকে) পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই মঙ্গললাভ করে। দিবা ও রাত্রি সকল আয়ুঃছেদন করিতেছে, (ইহা) বুঝিয়া, ভয়হেতু জাত-কম্প হইয়া, আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক, পরমেশ্বরকে জানিয়া চেষ্টা পরিত্যাগ করিলে সুখী হন। সর্ব্ব ফলের মূল[১০], সুদুর্ল্লভ, (অথচ) সুলভ[১১], পটুতর, গুরুরূপ-কর্ণধার-বিশিষ্ট, মৎস্বরূপ অনুকূল বায়ু কর্ত্তৃক চালিত মনুষ্যদেহকে তরণি পাইয়া (যে) পুরুষ ভবসাগর পার না হন, তিনি আত্মঘাতী। যোগী যখন আরব্ধ কর্ম্ম সকলে নির্ব্বিণ্ণ ও বিরক্ত (হইবেন, তখন) ইন্দ্রিয়-সংযমন-পূর্ব্বক আত্মবিষয়িণী বৃত্তি বিস্তার দ্বারা মনকে একরূপে ধারণ করিবেন, যেন বিচলিত না হয়। ধার্য্যমান মন যদি শীঘ্র ভ্রমণে প্রবৃত্ত

৮। "উভয়" অর্থাৎ, স্বর্গিনারকি শরীর। "ঐ দুই" অর্থাৎ, জ্ঞান, আর ভক্তি।

৯। অর্থাৎ, এই মনুষ্য-দেহই জ্ঞান ও ভক্তির সাধন, ইহা জানিয়া।

১০। কারণ, ইহা দ্বারা উপার্জ্জিত কর্ম্ম সকলের দ্বারা সর্ব্ব-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১১। কোটি কোটি উদ্যম দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অথচ আবার অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হইয়া চঞ্চল হইয়া পড়ে, (তাহা হইলে) অনলস হইয়া কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ-বাসনা-পূরণ দ্বারা আত্মবশে আনিবেন। মনের গতি উপেক্ষা করিবেন না;[১২] প্রাণ-জয় ও ইন্দ্রিয়-জয়পূর্ব্বক সত্ত্বসম্পন্না বুদ্ধি দ্বারা মনকে আপন বশে আনিবেন। মনের এইপ্রকার দমনই পরম যোগ বলিয়া জানিত; যেমন (অশ্বধাবক) দমনীয় অশ্বের হৃদয়জ্ঞতা বারম্বার অপেক্ষা করে। তত্ত্ববিবেক দ্বারা অনুলোম এবং প্রতিলোমক্রমে সর্ব্ব-পদার্থের উৎপত্তি ও নাশ চিন্তা করিবেন;[১৩] যত দিন মন নিশ্চল না হয়। নির্ব্বিণ্ণ; (অতএব সংসারে) বিরক্ত; (সেই হেতু) গুরূপদিষ্ট আত্মার আলোচনাকারী পুরুষের মন চিন্তিত (গুরূপদেশের পুনঃ পুনঃ) চিন্তা দ্বারা দেহাদি অভি-মান পরিত্যাগ করে। মন, পরমাত্মাকে যমাদি যোগমার্গ সকল, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, বা মদীয় অর্চ্চনা ও ধ্যানাদি দ্বারা চিন্তা করিবে; অন্য (উপায়) সকলের দ্বারা নহে। যোগী যদি প্রমাদ বশতঃ নিন্দিত কর্ম্ম করেন, (তাহা হইলে) জ্ঞানা-ভ্যাস দ্বারাই পাপ দাহ করিবেন; সে বিষয়ে কখনও অন্য (কিছু)[১৪] করিবেন না। নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, সেই গুণ কথিত হইয়াছে। সঙ্গসকল ত্যাগ করাইবার ইচ্ছায়, এই গুণদোষবিধান দ্বারা, উৎপত্তিতে করিয়াই অশুদ্ধ-কর্ম্ম-

---

১২। অর্থাৎ, সর্ব্বদা সাবধান হইয়া দেখিবেন, মন কিপ্রকারে কোন্ পথে গমন করিতেছে, বা করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

১৩। অনুলোমক্রমে উৎপত্তি; যেমন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ইত্যাদি।

প্রতিলোম ক্রমে নাশ; যেমন—অহঙ্কার মহতে, মহৎ প্রকৃতিতে; ইত্যাদি-রূপে বিলীন হয়।

১৪। অর্থাৎ, প্রায়শ্চিত্তাদি।

সকলের সঙ্কোচ করা হইয়াছে। আমার কথাতে যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; (অতএব) সর্ব্ব কর্ম্মে উদাসীন হইয়াছেন; (কিন্তু যদ্যপিও) জানিয়াছেন যে, কাম সকল দুঃখাত্মক, তথাপি ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না; (এরূপ ব্যক্তি) শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় [১৫] হইয়া পরে প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করিবেন; সেই সকল দুঃখ-পরিণামি বিষয় ভোগ করিতে থাকিলেও নিন্দা করিবেন।

বিশেষ বিশেষ স্থলে যে ভক্তিযোগ কহিলাম, তদ্দারা নিত্য আমাকে ভজনাকারী মুনির, আমি হৃদয়ে স্থিত হওয়াতে, হৃদ্গত সমুদায় কাম নাশ পায়। অখিলাত্মা আমি দৃষ্ট হইলে, ইহাঁর হৃদয়গ্রন্থি ত্রুটিত হয়; সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয়; এবং সমুদায় কর্ম্ম নাশ পায়। অতএব সংসারে জ্ঞান বা বৈরাগ্য মদীয় ভক্তিযুক্ত মদাত্মক যোগীর প্রায় শ্রেয়ঃসাধন হইতে পারে না। যাহা কর্ম্মকাণ্ড ও তপস্যা দ্বারা; যাহা জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা; (যাহা) যোগ ও দান দ্বারা; এবং (যাহা) অন্যান্য মঙ্গল-অনুষ্ঠান দ্বারাও (সিদ্ধ হয়,) মদীয় ভক্ত মদীয় ভক্তিযোগ দ্বারা (সে) সমুদায় অনায়াসে প্রাপ্ত হন; যদি বাঞ্ছা করেন, (তাহা হইলে) স্বর্গ, মুক্তি এবং বৈকুণ্ঠ (ত প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।) ভক্তিহেতু আমাতে প্রীতি যুক্ত, (অতএব) ধীমান্ সাধু সকল, আমি আত্যন্তিক কৈবল্য দান করিলেও, কিছু ইচ্ছা করেন না। আকাঙ্ক্ষা-হীনতাকেই মহৎ উৎকৃষ্ট ফল, ও ফলের সাধন কহিয়াছেন; অতএব আকাঙ্ক্ষাশূন্য প্রার্থনাহীন ব্যক্তির(ই) মদীয় ভক্তি জন্মিবে। নিরন্ত-

১৫। ভক্তি দ্বারাই সকল হইবে, এইরূপ দৃঢ়-নিশ্চয়-সম্পন্ন।

রাগ, (অতএব) সমচেতা, (অতএব) প্রকৃতির পরবর্ত্তী ঈশ্বরকে প্রাপ্ত, আমাতে একান্ত ভক্তদিগের বিহিত-ও-প্রতিসিদ্ধ-কর্ম্ম-নিকর-জন্য পাপ পুণ্য সকল (হয় না।) আমা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, আমাকে প্রাপ্ত হইবার এই প্রকার এই সকল উপায় (যাঁহারা) অনুষ্ঠান করেন, (তাঁহারা) কাল-মায়াদি-রহিত মদীয় লোক প্রাপ্ত হন; এবং যাহা পরম ব্রহ্ম, (তাহা) জানিতে পারেন।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo——

একবিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার এই সমুদায় ভক্তি-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক উপায় পরিত্যাগ করিয়া চঞ্চল ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা ক্ষুদ্র অভিলাষসমূহ সেবন করে, তাহারা সংসারে প্রবর্ত্তিত হয়। নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাকেই গুণ বলা হইয়াছে; বিপর্য্যয় দোষ হইবে; উভয়ের নির্ণয় এই। হে অনঘ! "যোগ্য, কি অযোগ্য?" এই-প্রকার সন্দেহ দ্বারা দ্রব্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মের জন্য, ব্যবহারের জন্য, এবং প্রাণরক্ষার জন্য একবিধ বস্তু সকলেও শুদ্ধি, অশুদ্ধি; গুণ, দোষ; এবং

শুভ, অশুভ বিধান করা হয় [১]। ধর্ম্মরূপ ভারবহনকারীদিগের [২] এই আচার আমি প্রদর্শন করিলাম। শরীরের আরম্ভক, আত্মার সহিত সংযুক্ত [৩] পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ; (এই) পঞ্চ, ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত ভূতগণের কারণ। উদ্ধব! এই সকলের [৪] স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য [৫], একবিধ দেহসমূহেও বেদ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপ সকল কল্পিত হইয়া থাকে। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! কর্ম্মসকল সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত, আমি দেশকালাদি ভাব [৬] সকলের ও বস্তুসমূহের গুণ-দোষবিধান করিয়া থাকি। দেশ সকলের মধ্যে কৃষ্ণসার-বিহীন, (এবং) ব্রাহ্মণ-ভক্তশূন্য (দেশ) অশুচি হইবে। কৃষ্ণসার দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইলেও, সৎপাত্র-বিহীন কীকট [৭], অপরিস্কৃত [৮] ও ঊষর (দেশ অশুচি।) দ্রব্যসম্পাত্তিতে করিয়া, অথবা স্বভাবতঃ কর্ম্মযোগ্য [৯] কাল গুণবান্। যাহাতে কর্ম্ম নিবৃত্তি পায় [১০], এবং যাহা কর্ম্মের অযোগ্য বলিয়া জানিত [১১], সেই অশুদ্ধ (কাল)।

১। "ধর্ম্মের জন্য" শুদ্ধি ও অশুদ্ধি যথা;—এক বস্তু শুদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা ধর্ম্ম হয়; আবার অশুদ্ধ হইলে, উহা দ্বারাই অধর্ম্ম হয়। "ব্যবহারের নিমিত্ত" গুণ ও দোষ যথা—অশুদ্ধেতেও রাজাদির ব্যবহার দেখা যায়। "প্রাণরক্ষার জন্য" শুভ অশুভ যথা;—চুরি করা অশুভ; কিন্তু প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত আবার যাবন্মাত্রে শরীর ধারণ হইতে পারে, তাবন্মাত্র চুরি করা শুভ।

২। অর্থাৎ, কর্ম্মেতে করিয়া মুগ্ধ ব্যক্তিদিগের।

৩। এই দুই বিশেষণ দ্বারা শরীরতঃ ও জীবতঃ সকলের পরস্পর সাম্য বলা হইল।

৪। অর্থাৎ, প্রাণী সকলের।

৫। অর্থাৎ, প্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিয়া পুরুষার্থ সাধন করিবার জন্য।

৬। অর্থাৎ, নিত্য পদার্থ।

৭। সৎপাত্র-বিহীন বঙ্গাদি।

৮। যবনভূম্যাদি।

৯। পূর্ব্বাহ্নাদি।

১০। দ্রব্য না পাওয়ার বা রাষ্ট্র বিপ্লবাদির জন্য।

১১। সূতিকাশৌচাদি বশতঃ।

দ্রব্য, বচন, সংস্কার ; কিম্বা কাল ; অথবা মহত্ত্ব ও অল্পত্ত্ব ; বা শক্তি, অশক্তি; কিম্বা বুদ্ধি ও সমৃদ্ধি দ্বারা দ্রব্যের শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি হইয়া থাকে[১২]। (এই সকল দ্রব্যাদি) আত্মার প্রতি যে পাপ উৎপাদন করে, সে দেশ ও অবস্থা অনুসারেই যথাবৎ করিয়া থাকে। ধান্য, দারু,[১৩] অস্থি,[১৪] তন্তু; এবং রস,[১৫] তৈজস, ও চর্ম্মের ; আর পার্থিব পদার্থ[১৬] সকলের কাল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা ও জল একত্রে বা একে একে (শোধক।) অপবিত্র (বস্তু) দ্বারা লিপ্ত বস্তু যাহা যাহা দ্বারা গন্ধ ও লেপ পরিত্যাগ করে, এবং পুনর্ব্বার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই তাবৎমাত্র শৌচ বিবেচিত হইয়া থাকে। স্নান, দান, তপস্যা, অবস্থা,[১৭] শক্তি, সংস্কার,[১৮] কর্ম্ম এবং আমার স্মরণ দ্বারা

১২। দ্রব্য দ্বারা শুদ্ধি, অশুদ্ধি যথা ;—জলাদি দ্বারা শুদ্ধি, আর মূত্রাদি দ্বারা অশুদ্ধি।

বচন দ্বারা যথা ;—"শুদ্ধ কি অশুদ্ধ ?" কোনও বস্তুর উপর এরূপ সন্দেহ হইলে, যদি কোনও ব্রাহ্মণ বলেন, শুদ্ধ, তাহা হইলেই উহা শুদ্ধ ; আর যদি বলিলেন, অশুদ্ধ, তাহা হইলেই অশুদ্ধ হইল।

সংস্কার দ্বারা যথা ;—জলাদিসেক দ্বারা পুষ্পাদির শুদ্ধি, আর ঘ্রাণকরণাদি দ্বারা অশুদ্ধি।

কাল দ্বারা যথা ;—দশ দিনে নবজলাদির শুদ্ধি ; আর রাত্রি-অতি-ক্রমণ দ্বারা অন্নাদির অশুদ্ধি।

মহত্ত্ব অল্পত্বাদি দ্বারা যথা ;—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনুসারে অন্ত্যজ ব্যক্তিগণের স্পর্শন দ্বারা জলাশয়াদির শুদ্ধি ও অশুদ্ধি।

শক্তি ও অশক্তি দ্বারা যথা ;—যিনি জ্ঞানী, তিনি শুদ্ধি অশুদ্ধি মানেন না।

বুদ্ধি দ্বারা যথা ;—দশাহের মধ্যে জানিয়া, যাঁহার পুত্র জন্মিয়াছে, তাঁহার অন্ন আহার করিলে অশুদ্ধি জন্মে ; দশাহের পর হইলে জন্মে না।

সমৃদ্ধি দ্বারা যথা ;—মলিন বস্ত্র ধনীর পক্ষে অশুদ্ধ, কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে শুদ্ধ।

১৩। কাষ্ঠ ; বা গ্রহ ও চমসাদি।

১৪। গজদন্তাদি।

১৫। তৈলঘৃতাদি।

১৬। পথাদির কর্দ্দম ; এবং ঘটটাদির ইষ্টকাদি।

১৭। কৌমারাদি।

১৮। উপনয়নাদি।

আত্মার শৌচ (হয়; এইরূপে শুদ্ধ হইয়া) দ্বিজ কর্ম্ম আচরণ করিবেন। বিশেষ জ্ঞান, মন্ত্রের (শুদ্ধি;) আমাতে অর্পণ, কর্ম্মের শুদ্ধি; ছয়[১৯] দ্বারা ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়; (ছয়ের) বিপর্য্যয় অধর্ম্ম। বিধিবলে দোষও কখন গুণ, এবং গুণও দোষ হয়[২০]; এইপ্রকারে গুণদোষের নিয়ামক শাস্ত্রই ঐ উভয়ের ভেদকে বাধিয়া থাকে। একবিধ কর্ম্মেরই আচরণ পতিত ব্যক্তিদিগের পাতক নহে; পূর্ব্বস্বীকৃত সঙ্গ গুণ[২১]; শয়ান ব্যক্তি আর অধঃপতিত হয় না। যাহা যাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা তাহা হইতেই মুক্ত হইবে; এই ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের শোক-মোহ-ভয়-নাশক মঙ্গল। গুণ বিবেচনা করাতে, তাহা হইতে বিষয় সকলে পুরুষেয় আসক্তি জন্মিবে; আসক্তি হইতে সেই সকলে অভিলাষ জন্মিবে; অভিলাষ হইতেই মনুষ্যগণের কলহ; কলহ হইতে দুর্ব্বিষহ ক্রোধ; অবিবেক উহার অনুবর্ত্তন করে। অবিবেক কর্ত্তৃক পুরুষের অনপায়িনী চেতনা শীঘ্র গ্রস্ত হয়। সাধো! উহা কর্ত্তৃক হীন হইয়া, জীব অসৎতুল্য হয়; তাহার পর মূর্চ্ছিততুল্য ও মৃততুল্য ইহার পুরুষার্থ-হানি হয়। যে ব্যক্তি বিষয়সকলে অভিনিবেশ হেতু আপনাকে এবং পরমাত্মাকে জানে না, (সে) বৃক্ষজীবনের ন্যায় বৃথা জীবন ধারণ, এবং ভস্ত্রার ন্যায় (বৃথা) নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে। মনুষ্যগণের এই ফলশ্রুতি[২২] পরম পুরুষার্থপরা নহে; রুচি উৎপাদন করা ইহার উদ্দেশ্য; মোক্ষ উদ্দেশে

১৯। দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্ত্তা, মন্ত্র ও কর্ম্ম।

২০। যেমন, প্রাণসংহার স্থলে চৌর্য্য গুণ; অন্য স্থলে দোষ।

২১। যেমন, ঋতুতে ভার্য্যা গমন করিবে। গৃহস্থের পক্ষে ইহা গুণ; কিন্তু যতির পক্ষে স্ত্রীগমন দোষ। ২২। অর্থাৎ, কর্ম্মফল-প্রতিপাদক বেদবাক্য।

বলা হইয়াছে; যেমন ঔষধে রুচি উৎপাদন করা। অভি-লষিত বস্তু; প্রাণ; এবং স্বজন; নিজের অনর্থের কারণী-ভূত (এই) সকলে স্বভাবতঃই মর্ত্ত্যদিগের মন আসক্ত। (অত-এব) পরম সুখকে জ্ঞাত নহে। (সুতরাং,) "বেদ যাহা বুঝাইবে, তাহাই মোক্ষ," যাহাদিগের এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে; (এইরূপ হইয়া যাহারা) দেবাদি যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে, (পরে) বৃক্ষাদি-যোনিতে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, তাহাদিগকে বেদ (স্বয়ং) কি করিয়া আবার ঐ সকল (কামেতেই) প্রবর্ত্তিত করিবে? (বেদের) এই-রূপ অভিপ্রায় না জানিয়া কতকগুলিন কুবুদ্ধি কুসুমিতা[২৩] ফলশ্রুতি বিধান করিয়া থাকে; বেদজ্ঞেরা[২৪] (করেন না।) (যাহারা) কামী; (অতএব) কৃপণ; (সেই হেতু) লুব্ধ হইয়া পুষ্পকেই ফল বোধ করে,[২৫] (অবএব অগ্নিসাধ্য কর্ম্মে অভিনিবেশ দ্বারা বিবেকহীন হয়; (সেই-হেতু) ধূমমার্গ যাহাদিগের শেষে (রহিয়াছে,) তাহারা নিজ লোক জানে না। অহে! কর্ম্মই তাহাদিগের শাস্ত্র[২৬]; (সুতরাং) প্রাণই পরিতোষ করিয়া থাকে। যাঁহা হইতে, (অতএব) যিনি, এই জগৎ, তাহারা সেই হৃদিস্থিত আমাকে জানে না;[২৭] যেমন অন্ধকার দ্বারা আবৃত-চক্ষুঃ ব্যক্তি (নিকটস্থ পদার্থকেও দেখিতে পায়

২৩। অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের প্ররোচনা দ্বারা দেখিতে রমণীয়া।

২৪। ব্যাসাদি।

২৫। অর্থাৎ, "পুষ্পস্বরূপ" আপাতমনোরম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলকেই পরম ফল বোধ করে। সুতরাং তাহারা কুবুদ্ধি।

২৬। অর্থাৎ, কথনীয়; কিম্বা পশু-হিংসা-সাধন।

২৭। "নিজ লোক কি?" তাহাই ব্যাখ্যা করা হইল। অর্থাৎ, আমিই নিজ লোক।

না।) বিষয়াত্মক সেই সকল খল "যদি হিংসাতে অনুরাগ হয়, তাহা হইলে যজ্ঞেতেই (হিংসা করিবে;) বিধি নহে; [২৮] আমার এই অস্ফুট মত না জানিয়া, হিংসা-বিহারী হইয়া প্রাপ্ত পশু সকলের দ্বারা নিজসুখেচ্ছায় দেবতা, পিতৃ ও ভূতপতি-দিগের যাগ করে। স্বপ্নোপম, অসৎ, কর্ণপ্রিয় এই লোককে [২৯] মনে "অখিল মঙ্গল" কল্পনা করিয়া, বণিকের ন্যায়, অর্থ সকল পরিত্যাগ করে [৩০]। রজঃ-সত্ত্ব-তমোনিষ্ঠেরা রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ-সেবী ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা করে; আমার যথাবৎ [৩১] (উপাসনা করে না।) "ইহ লোকে দেবতাদিগের যাগ করিয়া, স্বর্গে গমন করত বিহার করিব," (হৃদয়ে সেইরূপ কল্পনা করে;) উহার [৩২] অবসানে পুনরায় ইহ লোকেই মহাকুলোদ্ভব মহাগৃহস্থ হয়। উক্তপ্রকার পুষ্পিত বাক্য দ্বারা বিচালিতমনাঃ, অভিমানী, অতিলুব্ধ মনুষ্যদিগের আমার বার্ত্তাও ভাল লাগে না। ত্রিকাণ্ড-[৩৩]বিষয়ক এই সকল বেদ ব্রহ্মাত্মপর; [৩৪] মন্ত্রসকল পরোক্ষবাদক; পরোক্ষই আমার প্রিয়। শব্দ-ব্রহ্ম নিতান্ত দুর্ব্বোধ; [৩৫] প্রাণময়,

২৮। "ইহা অবশ্যই করিতে হইবে," হিংসায় এরূপ বিধি নাই।

২৯। অর্থাৎ, পর লোককে, "মঙ্গল" কল্পনা করিয়া; তাহাও আবার নিশ্চয় করিয়া নহে।

৩০। অর্থাৎ, কর্ম্ম করিয়া ক্ষয় করে।

৩১। ইন্দ্রিয় সকল আমার অংশ; সুতরাং ইন্দ্রিয় সকল সেবন করিলে যদিও আমার সেবা করা হইল বটে, তথাপি "যথাবৎ" অর্থাৎ যেরূপ উচিত, সেরূপ করে না; কারণ ভেদ দর্শন করিয়া থাকে।

৩২। অর্থাৎ, ভোগের।

৩৩। কর্ম্ম কাণ্ড; দেবতা কাণ্ড; ও ব্রহ্ম কাণ্ড।

৩৪। অর্থাৎ, "ব্রহ্মই আত্মা; সংসারী জীব আত্মা নহেন।" এই নির্দ্ধারণই ইহার উদ্দেশ্য।

৩৫। স্বরূপতঃ এবং অর্থতঃ। শব্দ ব্রহ্ম দুই প্রকার;—(১) সূক্ষ্ম; (২) স্থূল।

ইন্দ্রিয়ময় ও মনোময়;[৩৭] এবং সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত-পার; গম্ভীর;[৩৮] ও দুর্ব্বিগাহ্য[৩৯]। ভূমা অনন্তশক্তি ব্রহ্ম আমা কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়া মৃণালসকলে উর্ণার ন্যায়, প্রাণিগণে নাদ-রূপে লক্ষিত হয়। যেমন উর্ণনাভি হৃদয় হইতে মুখ দ্বারা উর্ণা বমন করে, তেমনি (প্রাণরূপে) বেদ-মূর্ত্তি, কিন্তু স্বয়ং অমৃত-ময় প্রাণোপাধিক হিরণ্যগর্ভরূপ ভগবান্ নাদরূপ-উপাদান-সম্পন্ন হইয়া স্পর্শাদি-বর্ণ-সংকল্পকারী মনো দ্বারা (হৃদয়-) আকাশ হইতে বহুপথা; বক্ষঃ-ও-কণ্ঠাদি-সম্বন্ধ দ্বারা ব্যঞ্জিত স্পর্শবর্ণ,[৪০] স্বরবর্ণ,[৪১] উষ্মবর্ণ,[৪২] ও অন্তস্থ বর্ণ[৪৩] দ্বারা ভূষিতা; বিবিধ ভাষা[৪৪] দ্বারা বিস্তৃতা; উত্তরোত্তর চারি চারি অক্ষরে পরিবর্দ্ধিত ছন্দ সকলের[৪৫] দ্বারা চিহ্নিতা; (এইরূপে) অপারা বৃহতী[৪৬] সৃজন, এবং স্বয়ং সংহরণ করেন। গায়ত্রী,[৪৭] উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতিছন্দ, অত্যষ্টি,

৩৭। এক্ষণে বলিতেছেন, সূক্ষ্ম শব্দব্রহ্ম স্বরূপতঃও দুর্ব্বোধ।

৩৮। কাল ও দেশতঃ পরিচ্ছিন্ন নহেন বলিয়া অর্থতঃও তাঁহার দুর্জ্ঞে-য়তা বলিতেছেন॥ "গম্ভীর" অর্থাৎ, যাঁহার অর্থ নিগূঢ়।

৩৯। অর্থাৎ, প্রবেশের যোগ্য নহে॥ বেদ যথা;—"শব্দ ব্রহ্মের চারি রূপ পণ্ডিতেরাই জানেন; কারণ, "পর" "পশ্যন্তী" "মধ্যম" এই তিন রূপ অভ্যন্তরে নিহিত। মনুষ্যেরা যাহা বলে, তাহা চতুর্থ বৈখরী নামক রূপ। তাহাও কেবল বলে মাত্র; তাহার স্বরূপ জ্ঞাত নহে।

৪০। ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ, ত বর্গ এবং প বর্গ।

৪১। অকারাদি ষোড়শ।

৪২। শ ষ স এবং হ। ৪৩। য র ল ব।

৪৪। বৈদিক ভাষা ও লৌকিক ভাষা।

৪৫। পরেই প্রদর্শন করা হইবে।

৪৬। অর্থাৎ, মুখ দ্বারা উচ্চারিত ব্যক্ত শব্দ।

৪৭। চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরে গ্রথিতা॥ পরে উত্তরোত্তর যে সকল ছন্দ বলা হইতেছে, তাহার পরপরটী পূর্ব্ব পূর্ব্বটীর অপেক্ষা চারি চারিটী অধিক-তর অক্ষরে গ্রথিত।

অতিজগতী, এবং অতিবিরাট্; (বৃহতী, ইত্যাদি ছন্দ সকলের দ্বারা চিহ্নিতা।) কি বিধান করে[৪৮]; কি প্রকাশ করে; [৪৯] কি বলিয়া, আবার তাহার অন্যথা করে; আমি ভিন্ন ইহার[৫০] এইপ্রকার তাৎপর্য্য লোকে অন্য কেহ জানেন না। আমাকে বিধান করে; আমাকে প্রকাশ করে; এবং আমিই বাদীর তর্কিত-অর্থ-রূপে অভিহিত হইয়া প্রতিবাদী কর্ত্তৃক কথিত তর্কান্তর দ্বারা নিরস্ত হই।

সকল বেদের অর্থ এই মাত্র; বেদ আমাকে[৫১] আশ্রয় করত "ভেদ সকল মায়ামত্র" এই প্রতিপাদন করিয়া পরে নিষেধ করত[৫২] প্রসন্ন হয়[৫৩]।

একবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

৪৮। কর্ম্মকাণ্ডে;—বিধিবাক্য সকলের দ্বারা।
৪৯। দেবতাকাণ্ডে;—মন্ত্রবাক্য সকলের দ্বারা।
৫০। অর্থাৎ, বেদ বাক্যের।
৫১। অর্থাৎ, পরমাত্মস্বরূপ আমাকে।
৫২। "ইহ সংসারে নানা কিছুই নাই।" ইত্যাকার নিষেধ।
৫৩। অর্থাৎ, উহার ব্যাপার নিবৃত্তি পায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে দেবেশ! হে প্রভো! ঋষিগণ তত্ত্ব সকলের (বিবিধ) সংখ্যা করিয়াছেন; (তন্মধ্যে) কত গুলিন (যুক্ত?) নয়, একাদশ, পঞ্চ, ও তিন; তুমি এই বলিয়াছ, আমরা শ্রবণ করিয়াছি। কেহ কেহ ষড়বিংশতি (তত্ত্ব) কহিয়াছেন; অপরেরা পঞ্চবিংশতি; এক সম্প্রদায় সাত; কেহ কেহ ছয়; অপরেরা চারি; এবং একাদশ। কেহ কেহ সপ্তদশ ও ষোড়শ কহেন; এক সম্প্রদায় ত্রয়োদশ। হে নিত্যমূর্ত্তে! ঋষিরা যে প্রয়োজনে অভিপ্রায় রাখিয়া পৃথক্ পৃথক্ সংখ্যাসকলের এতাবত্ত্ব কীর্ত্তন করেন, তাহা আমাদিগকে বলা তোমার উচিত হইতেছে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যেপ্রকার ব্রাহ্মণেরা বলেন, তাহা যুক্তই; (যেহেতুক সমুদায় তত্ত্ব) সমুদায় তত্ত্বে (অন্তর্ভূত হইয়া) আছে। (আর,) আমার মায়াকে স্বীকার করিয়া সংখ্যাকারীদিগের দুর্ঘট কি[১]? তুমি যেপ্রকার বলিলে, ইহা এপ্রকার নহে; যেপ্রকার আমি বলিতেছি, উহা সেইপ্রকার। কারণ লইয়া এইপ্রকারবিবাদকারীদিগের পক্ষে আমার (সত্ত্বাদি) শক্তি সকল দুরত্যয়[২]। যে সকলের ক্ষোভ

১। অর্থাৎ, যখন সকলই মায়া, তখন যিনি যত সংখ্যা করেন, সকলই সম্ভাবিত হইতে পারে। মরীচিকার জল লইয়া যে যেরূপ বিবাদ করে, সকলই সঙ্ঘটিত হয়।

২। অর্থাৎ, আমার শক্তি সকল অন্তঃকরণাদি-বৃত্তি-রূপে পরিণত হইয়াই তাহাদিগের সম্বন্ধে কারণস্বরূপ হয়॥ অর্থাৎ, যাঁহার যেরূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তি, তিনি সেইরূপ বুঝিয়া সংখ্যা করেন।

হইতে বাদীদিগের বিষয়ীভূত ভেদ উৎপন্ন হইয়াছিল, শমদম প্রাপ্ত হইলে (সেই প্রকারে ক্ষোভ হইতে জাত সেই ভেদ) বিলীন হয়; তাহার পরেই বাদ নিরস্ত হয়। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পরস্পরে অনুপ্রবেশহেতু, বক্তার যেপ্রকার উদ্দেশ্য, তদনুসারে তত্ত্বসকলের কার্য্যকারণভাবে গণনা হইয়া থাকে। এক তত্ত্বে অন্যান্য সমুদায় তত্ত্বকে প্রবিষ্ট দেখা যায়;—কারণতত্ত্বে বা কার্য্যতত্ত্বে [৩]। অতএব এই সকলের কার্য্যকারণতা এবং ন্যূনাধিক্য ইচ্ছাকারী (বাদীদিগের) মধ্যে যে অভিপ্রায়ে যাঁহার মুখ প্রবর্ত্তিত হয়, যুক্তির সম্ভাবনা আছে, এই বলিয়া আমরা (সে সমুদায়) গ্রহণ করিয়া থাকি। অনাদি-অবিদ্যা-সম্পন্ন পুরুষের আত্মজ্ঞান নিজ হইতে সম্ভবে না; তত্ত্বজ্ঞ অন্য ব্যক্তিকে তাঁহার জ্ঞানদাতা হইতে হইবে [৪]। এবিষয়ে [৫] পুরুষ ও ঈশ্বরের [৬] অণুমাত্রও বৈলক্ষণ্য নাই; (অতএব) তাঁহাদিগের উভয়ের ভেদকল্পনার অর্থ নাই; [৭] জ্ঞান প্রকৃতিরই গুণ [৮]। গুণগণের সমতাই প্রকৃতি [৯]; স্থিতি, উৎপত্তি,

৩। যেমন কার্য্য তত্ত্ব ঘট কারণ তত্ত্ব মৃত্তিকায় সূক্ষ্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট; আর কারণ তত্ত্ব মৃত্তিকা কার্য্য তত্ত্ব ঘটে অনুপ্রবিষ্ট।

৪। অতএব এক জ্ঞানময় পরমেশ্বররূপ তত্ত্ব স্বীকার করা হয়। এই পক্ষে ষড়বিংশ সংখ্যাও হইয়া থাকে;—পরমেশ্বর; পুরুষ; প্রকৃতি; মহৎ; অহঙ্কার; পঞ্চতন্মাত্র; একাদশ ইন্দ্রিয়; ও পঞ্চ মহাভূত।

৫। অর্থাৎ, তত্ত্ববিষয়ে। ৬। জীবাত্মা ও পরমাত্মার।

৭। এ পক্ষে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। পূর্ব্বোক্ত ষড়বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে ১ম দুই তত্ত্ব পরমেশ্বর ও পুরুষকে এক ধরিতে হইবে।

৮। "আচ্ছা। ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞান ত এক পৃথক্ তত্ত্ব। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দুই পক্ষই ত ঘটিতে পারে না।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "জ্ঞান প্রকৃতিরই গুণ"।

৯। "আচ্ছা জ্ঞান জীবের ধর্ম্ম; সে প্রকৃতির গুণ কি করিয়া হয়?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল "গুণগণের সমতাই প্রকৃতি" ইত্যাদি দ্বারা।

ও নাশের হেতুভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সকল প্রকৃতির, আত্মার নহে। ইহ সংসারে জ্ঞান, সত্ত্ব; কর্ম্ম, রজঃ; এবং অজ্ঞান, তমঃ কথিত হইয়া থাকে। গুণগণের ক্ষোভ, কাল; আর স্বভাব, মহত্তত্ত্ব।

পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল এবং পৃথিবী; আমি এই নয় তত্ত্ব কহিয়াছি। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, নাসিকা, ও জিহ্বা, এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্য, হস্ত, উপস্থ, পায়ু, ও পদ; এই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়; এবং উভয়াত্মক মন; অহে! (এই প্রকারে এই একাদশ তত্ত্ব।) শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রূপ তত্ত্বজাতীয়; গতি, উক্তি, মলত্যাগ, ও শিল্প কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলের ফল [১০]। প্রকৃতি এই (বিশ্বের) সৃষ্টির আদিতে কার্য্যকারণরূপিণী হইয়া সত্ত্বাদি গুণগণ দ্বারা (সৃজ্যত্বাদি অবস্থা সকল) ধারণ করে; পুরুষ অপরিণামী; (কেবল) দর্শন করেন [১১]। মতৎ-আদি কারণতত্ত্ব সকল বিকৃত হইতে প্রবৃত্ত হইয়া পুরুষের দৃষ্টি দ্বারা লব্ধবীর্য্য এবং মিলিত হইয়া প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া অণ্ড সৃজন করে। "সাতটীই কারণতত্ত্ব" এই মতে আকাশাদি পঞ্চ; জীব; এবং ঐ দুইয়ের আধার পরমাত্মা; এই সকল তত্ত্ব। তাহা-দিগের হইতে দেহ, ইন্দ্রিয়, ও প্রাণ [১২]। "ছয়" এই মতেও

১০। ইহারা পৃথক্ তত্ত্ব নহে।

১১। অতএব, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন।

এক্ষণে, যে অভিপ্রায়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিরা ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা কীর্ত্তন করেন, তাহা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিতেছেন।

১২। অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্ত সাত তত্ত্বে উহাদিগের অন্তর্ভাব আছে, ইহা প্রদর্শন করা হইল।

পঞ্চভূত; আর পরম পুরুষ। (ঈশ্বর) নিজ হইতে সম্ভূত ঐ সকলের সহিত যুক্ত হইয়া এই (বিশ্ব) সৃজন করত প্রবেশ করিয়াছেন। "চারি" এই মতেও তেজ, জল, পৃথিবী ও আত্মা, (এই কয়) তত্ত্ব। তাহাদিগের দ্বারা এই বিশ্ব জন্মিয়াছে; অয়ববীরই জন্ম। সপ্তদশগণনাতে পাঁচ পাঁচ ভূত, তন্মাত্র, ও ইন্দ্রিয়; এবং মন। আত্মা সপ্তদশ জানিত। সেইরূপ ষোড়শগণনাতে আত্মাকেই মন বলা হয়। (ত্রয়োদশ পক্ষে) পঞ্চভূত; (পঞ্চ) ইন্দ্রিয়; মন; এবং আত্মা; [১৩] (এই) ত্রয়োদশ [১৪]। ঋষিরা তত্ত্বসকলের এইপ্রকার নানা গণনা করিয়াছেন; যুক্তিযুক্ততাহেতু সকলই ন্যায্য; পণ্ডিতদিগের কি অশোভন?

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে কৃষ্ণ! প্রকৃতি এবং পুরুষ যদিও স্বভাবতঃ [১৫] ভিন্ন, (তথাপি) পরস্পরকে পরিত্যাগ করিয়া উহাদিগের প্রতীতি হয় না, এই জন্য উহাদিগের ভেদ দৃষ্ট হয় না। আত্মা প্রকৃতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। সেইরূপ প্রকৃতিও আত্মাতে [১৬]। হে পদ্মনয়ন! হে সর্ব্বজ্ঞ! আমার হৃদিস্থিত এইপ্রকার মহৎ সন্দেহকে, উক্তিবিষয়ে যে সকলের প্রবীণতা আছে, সেই সকল বাধ্য দ্বারা ছেদন কর।

১৩। আত্মা দুইপ্রকার; (১) পরমাত্মা; (২) জীবাত্মা।

১৪। একাদশ পক্ষে, উপরে উক্ত ত্রয়োদশ তত্ত্বের মধ্যে জীবাত্মা ও মনকে পরমাত্মার অন্তর্ভূত ধরিতে হইবে।

নয় পক্ষে, পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার; পঞ্চতন্মাত্র।

১৫। জড়স্বভাব এবং অজড়স্বভাব হেতু।

১৬। আত্মা "প্রকৃতিতে" অর্থাৎ, তৎকার্য্য দেহে। প্রকৃতি "আত্মাতে" অর্থাৎ, আত্মা ব্যতীত দেহের প্রতীতি হয় না॥ ইহা দ্বারা উপরে যে বলা হইয়াছে যে, "পরস্পরকে পরিত্যাগ করিয়া উহাদিগের প্রতীতি হয় না" তাহাই স্পষ্টীকৃত করা হইল।

তোমার উচিত হইতেছে। জীবগণের জ্ঞান নিশ্চয়ই তোমা হইতে; জ্ঞানে ভ্রংশও তোমার শক্তি হইতে; তুমিই নিজের মায়ার গতি জান; অপরে (জানেন) না।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! প্রকৃতি এবং পুরুষ, এই অত্যন্ত ভেদ; এই সৃষ্টি [১৭] বিকার-সম্পন্ন; (কারণ,) গুণগণের ক্ষোভ দ্বারা কৃত। অহে! গুণময়ী মদীয়া মায়া অনেক-বিধ; গুণগণ দ্বারা বিবিধ ভেদ ও ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করে [১৮]। (সৃষ্টি বিবিধ-) বিকার-সম্পন্ন হইলেও ত্রিবিধ;— অধ্যাত্ম এক (রূপ;) পরে অধিভূত; অধিদৈব অন্য [১৯]। চক্ষু, [২০] রূপ, [২১] এবং চক্ষুর্গোলকে প্রবিষ্ট সূর্য্যের অংশ [২২] পরস্পরসাপেক্ষে প্রকাশিত হয় [২৩]; আকাশে যিনি [২৪], (তিনি) স্বয়ং (প্রকাশ পান [২৫]।) এই সকলের কারণ; (অতএব এক এবং অভিন্ন;) সেই হেতু ইহাদিগের হইতে) ভিন্ন এই আত্মা স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ দ্বারা অখিল প্রকা-

---

১৭। অর্থাৎ, দেহাদি-সমূহ।

১৮। বিকারিত্ব এবং অবিকারিত্ব দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ প্রদর্শন করা হইল।

১৯। নানাত্ব ও একত্ব দ্বারা উভয়ের ভেদ প্রদর্শন করা হইল।

২০। অধ্যাত্ম।

২১। অধিভূত।

২২। অধিদৈব।

২৩। যথা;—চক্ষুর্দ্বারা রূপ দেখা গেল;—চক্ষু না থাকিলে রূপ দেখা যাইত না; এই বুঝিয়া চক্ষু জানা গেল;—আবার, চক্ষু জড়; সুতরাং তাহার ব্যাপার সম্ভবে না, এই বলিয়া উহার এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জানা গেল। সুতরাং তিনের জ্ঞান পরস্পরের জ্ঞানের সাপেক্ষ হইতেছে।

২৪। অর্থাৎ, স্বয়ং সূর্য্যদেব।

২৫। অর্থাৎ, চক্ষু সূর্য্যের অংশ; তাঁহারই অংশ দ্বারা তিনি প্রকাশিত হইলেন; সুতরাং " নিজেই " প্রকাশ পাইলেন।

শকেরও প্রকাশক[২৬]। যেমন চক্ষু; তেমনি ত্বগাদি,শ্রবণাদি, জিহ্বাদি, নাসাদি, এবং চিত্ত[২৭]। গুণগণের ক্ষোভকারী (পরমেশ্বরকে) নিমিত্ত করিয়া প্রকৃতি-মূলক মহত্তত্ত্ব হইতে যে এই অহঙ্কার বিকার উৎপন্ন হইয়াছে, (সে) বৈকারিক, তামস ও ঐন্দ্রিয়, এই ত্রিবিধ;—মোহময় বিকারের হেতু। আত্মা বিশেষ-জ্ঞানময়; "আছেন" "নাই" এইপ্রকার বিবাদ ভেদাত্ম-নিষ্ঠ; (ভেদ) নিরর্থক হইলেও, নিজ গতি আমা হইতে যাহাদিগের চিত্ত পরাবৃত্ত হইয়াছে, সেই সকল মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে নিবৃত্ত হইবে না।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, প্রভো! যাহাদিগের চিত্ত তোমা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা নিজকৃত কর্ম্ম সকলের দ্বারা যেপ্রকারে উচ্চ নীচ দেহ সকল গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করে, হে গোবিন্দ! তাহা আমাকে বল; যাহাদিগের আত্মা নিকৃষ্ট, তাহারা উহা বুঝিতে পারে না; নিশ্চয়ই ইহলোকে প্রায় বিদ্বান্ নাই; (কারণ সকলে) মায়ায় মোহিত।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, মনুষ্যগণের কর্ম্মময় মন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের[২৮] সহিত সংযুক্ত হইয়া এই লোক হইতে অন্য লোকে, (পরে) অন্যত্রও গমন করে; আত্মা তাহার অনুবর্ত্তন করেন। কর্ম্মতন্ত্র মন দৃষ্ট বা বেদোক্ত বিষয়সমূহ[২৯] চিন্তা করিতে

২৬। সাপেক্ষ-প্রকাশতা ও নিরপেক্ষ-প্রকাশতা দ্বারাও উভয়ের ভেদ প্রদর্শন করা হইল।

২৭। অর্থাৎ, ইহাদিগেরও অধিভূততা, অধ্যাত্মতা এবং অধিদৈবতা আছে।

২৮। পঞ্চ ইন্দ্রিয় উপলক্ষণ মাত্র; অন্যান্যও ধরিতে হইবে।

২৯। কর্ম্ম সকলের দ্বারা প্রাপিত বিষয়সমূহ।

পরে আর্বির্ভূত ও বিলীন হয়; তাহার পর স্মৃতি [৩০] নাশ পায়। বিষয় সকলে [৩১] অভিনিবেশহেতু কোনও কারণ বশতঃ (মন) যে আর পূর্ব্ব দেহকে স্মরণ করে না, (সেই) অত্যন্ত-বিস্মরণই জন্তুর মৃত্যু। হে ভূরিদ! অভেদক্রমে দেহকে যে আত্মস্বরূপে স্বীকারকরণ, তাহাকেই পুরুষের জন্ম কহিয়া থাকে, যেমন স্বপ্ন ও মনোরথ। এইপ্রকারে এ [৩২] স্বপ্ন এবং মনোরথকে পূর্ব্বসিদ্ধ বলিয়া দেখে না; বর্ত্তমান স্বপ্নাদিতে পূর্ব্বসিদ্ধ আপনাকে, যেন এইমাত্র জন্মিল, এইপ্রকার দর্শন করে [৩৩]। মনের যে সৃষ্টি, তদ্দ্বারা এই প্রকারত্রয় [৩৪] আত্মাতে অসৎরূপেই প্রকাশ পায়; (এবম্ভূত আত্মা) বাহিক ও আভ্যন্তরিক ভেদের [৩৫] হেতু; যেমন জনের সৃষ্টিকারী জন [৩৬]।

৩০। যে সকল বিষয় চিন্তা করিতে ছিল, তাহাতে "আবির্ভূত" হয়; অর্থাৎ তাহা প্রাপ্ত হয়; পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ের অধিকারী ছিল, সেই সকলে "বিলীন হয়, অর্থাৎ সেই সকল পরিত্যাগ করে; তাহার পর "স্মৃতি নাশ পায়" অর্থাৎ, পূর্ব্বে যে সেই সকল তাহার ছিল, তাহা আর স্মরণ থাকে না।

৩১। অর্থাৎ, কর্ম্ম দ্বারা প্রাপিত দেবাদি দেহ সকলে।

৩২। অর্থাৎ, এই পুরুষ।

৩৩। স্বপ্ন ও মনোরথের দৃষ্টান্ত স্পষ্ট করা হইল।

৩৪। উত্তমতা; মধ্যমতা; নীচতা।

৩৫। বাহ্য ভেদ, বিষয় সকল; আর, আভ্যন্তরিক ভেদ, সুখাদি।

৩৬। "জনের সৃষ্টিকারী" অর্থাৎ স্বপ্নে বিবিধ জন, অর্থাৎ দেহ সৃজন-কারী "জন" অর্থাৎ, স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি।। অর্থাৎ যেমন স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি স্বপ্নে বিবিধ দেহকল্পনা করিয়া আপনাকে বহুরূপ দেখে।

এ স্থলে, "প্রকারত্রয়" ইহার, "অধ্যাত্ম, অধিভূত, এবং অধিদৈব, এরূপও অর্থ করা হয়। আর, "অসৎ" এইটী "জনের" এবং "বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ভেদের হেতু" জন, এই শব্দের বিশেষণও দেওয়া যায়। সে পক্ষে অর্থ, যথা;—"অসৎ জনের সৃষ্টিকারী" অর্থাৎ, অসৎ পুত্রের উৎপাদক। অর্থাৎ, যেমন অসৎ পুত্রের উৎপাদক পিতা স্বয়ং সমদর্শী হইয়াও পুত্রে অভিমান বশতঃ তাহার অরিমিত্রভেদের হেতু হন।

অহে! অলক্ষ্যবেগ কালেতে করিয়া ভূতসকল নিত্যই হই-তেছে, এবং নাশ পাইতেছে; সূক্ষ্মত্বহেতু লক্ষিত হইতেছে না [৩৭]। যেমন অর্চ্চির, শ্রোতের, অথবা বনস্পতির ফলসকলের, তেমনিই সমুদায় জীবের বয়স ও অবস্থাদি কৃত হইয়াছে [৩৮]। যেমন অর্চ্চির সেই এই প্রদীপ; এবং শ্রোতের সেই এই জল; তেমনি শরীরীসকলের সেই এই শরীরী, অবিবেকীদিগের এই-রূপ বৃথা বাক্য ও বুদ্ধি (হইয়া থাকে)। অজ এবং অমর হইয়াও যে, জীব নিজের কর্ম্ম দ্বারা জন্ম গ্রহণ করেন, কি মরেন, তাহা নহে; (কিন্তু) ভ্রান্তি দ্বারা (জন্মিয়া থাকেন ও নাশ পান;) যেমন কাষ্ঠেতে সংস্থিত অগ্নি [৩৯]। জঠরে প্রবেশ, জঠর-মধ্যে বৃদ্ধি, জন্ম, বাল্য, কৌমার, যৌবন, মধ্য বয়স, [৪০] জরা, ও মৃত্যু; শরীরের এই নয় অবস্থা। স্বাভাবিক অবিবেক হেতু (জীব) অন্যের [৪১] এই সকল মনোরথময়ী উচ্চ নীচ অবস্থা গ্রহণ করে; ক্বচিৎ কেহ পরিত্যাগ করে [৪২]। পিতা ও পুত্রের দ্বারা নিজের নাশ এবং উৎপত্তি অনুমান করা যায় [৪৩]; (যখন এপ্রকার হইল, তখন) জন্ম-মরণ-সম্পন্ন দেহসকলের

৩৭। "সূক্ষ্মত্ব হেতু" অর্থাৎ, কালের সূক্ষ্মত্ব হেতু; অবিবেকী ব্যক্তি-গণ কর্ত্তৃক "লক্ষিত হয় না"।

৩৮। অর্থাৎ, কাল কর্ত্তৃক "কৃত হইয়াছে"।

৩৯। অর্থাৎ, অগ্নি কল্পান্ত পর্য্যন্ত অবস্থিত; কিন্তু জ্বলৎ কাষ্ঠের নাশেতে তাহারও নাশ বিবেচিত হইতেছে।

৪০। পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত "বাল্য"; ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত "কৌমার"; পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত "যৌবন"। ষষ্টিবর্ষ পর্য্যন্ত "মধ্য বয়স"।

৪১। অর্থাৎ, আত্মভিন্ন দেহের।

৪২। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ হইলে।

৪৩। যখন পিতার সৎকারাদি করা যায়; এবং যখন পুত্র জন্মে; তখন তদ্দ্বারা নিজের নাশ ও জন্ম অনুমান করিতে হইবে। পিতাই পুত্র হইয়া জন্মান।

দ্রষ্টা উভয়-লক্ষণ-সম্পন্ন নহেন। যিনি বীজ এবং বিপাক হইতে ওষধির জন্ম ও নাশ জানিয়াছেন, তিনি ওষধির ভিন্নতা দেখিয়াছেন[৪৪]; এইরূপ দেহের দ্রষ্টা পৃথক্। অবিবেকী পুরুষ প্রকৃতি হইতে আত্মাকে তত্ত্বতঃ পৃথক্ বিচার না করিয়া দেহাভিমান দ্বারা মূঢ় হইয়া সংসার প্রাপ্ত হয়। স্বত্বসঙ্গহেতু ঋষি ও দেব; রজঃসঙ্গহেতু অসুর ও নর; এবং তমঃসঙ্গহেতু ভূত ও পশুপক্ষ্যাদি; কর্ম্ম দ্বারা (ইত্যাদি) যোনিতে ভ্রামিত হইয়া (সংসার) প্রাপ্ত হয়। যেমন মনুষ্য নর্ত্তক ও গায়কদিগকে দেখিয়া তাহাদিগের অনুকরণ করে; এইরূপ অনীহ (জীব) বুদ্ধির গুণসকল দর্শন করিয়া অনুকরণ করিতে বাধ্য হন[৪৫]। যেমন জল কম্পিত হইলে (তীরস্থিত) বৃক্ষসকলকেও যেন কম্পিত দেখায়; যেমন চক্ষু ভ্রাম্যমাণ হইলে যেন পৃথিবীকেও ভ্রমিত (দেখায়।)[৪৬] হে দাশার্হ! যেমন মনোরথ দ্বারা ব্যাপৃতচেতা ব্যক্তির বিষয়ানুভব, এবং স্বপ্নদৃষ্ট (বিষয়) সকল মিথ্যা, তেমনি আত্মার সংসার। এই (পুরুষ) বিষয়সমূহ চিন্তা করিতেছে; অতএব বিষয় সকল বর্ত্তমান না থাকিলেও, ইহার পক্ষে সংসার নিবৃত্তি পায় না; যেমন, স্বপ্নে অর্থপ্রাপ্তি। অতএব, উদ্ধব! ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়নিকর দ্বারা বিষয়সকল ভোগ করিও না; দেখ, বিকল্পসম্বন্ধীয় ভ্রম, আত্মাকে না জানাতেই অবভাসিত (হইতেছে।)

৪৪। অর্থাৎ, জন্ম ও মরণ যে ওষধির নহে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

৪৫। গুণগণ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বাধ্য করে।

৪৬। পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দ্বারা, দৃশ্যের ধর্ম্ম দ্রষ্টাতে স্ফূর্ত্তি পায়, ইহা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই দুই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করা হইল যে, উপাধির ধর্ম্ম সকলও উপহিতেতে স্ফূর্ত্তি পায়। যেমন; উপাধি জলের চঞ্চলতা ধর্ম্ম উপহিত বৃক্ষ সকলে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে।

অসৎ জনগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত, অবমানিত; বঞ্চিত অথবা অসূয়িত, তাড়িত, বন্ধন করিয়া রক্ষিত, অথবা ভূতি সকল হইতে হীনীকৃত; কিম্বা অজ্ঞজন কর্ত্তৃক নিষ্ঠীবন দ্বারা ব্যাপ্তীকৃত; অথবা মূত্র দ্বারা আর্দ্রীকৃত; এইরূপ বহুপ্রকার কষ্টে পতিত হইয়াও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করত পরমেশ্বরে নিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে [৪৭]।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! (তোমার) এইপ্রকার (উক্তি) যেপ্রকারে অনুষ্ঠান করিব, আমাদিগকে বল। হে বিশ্বাত্মন্! ত্বদীয়-ধর্ম্মাবলম্বী, ত্বদীয়চরণাশ্রয়ী, শান্ত (সাধুগণ) ব্যতিরেকে, অসৎ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আত্মার এইপ্রকার তিরস্করণকে পণ্ডিতদিগেরও সুদুঃসহ মনে করি; স্বভাব বলবান্।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, যাঁহার বীর্য্য শ্রবণের যোগ্য, সেই দাশার্হশ্রেষ্ঠ মুকুন্দ, ভাগবতপ্রধান উদ্ধব কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ভৃত্যের বাক্যে আদর করিয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে বৃহস্পতির শিষ্য! ইহ সংসারে সে সাধু নিশ্চয়ই নাই, যিনি দুর্জ্জন কর্ত্তৃক উচ্চারিত দুরুক্তি-

৪৭। অর্থাৎ, নারায়ণকে স্মরণ করিবে।

সকলের দ্বারা ক্ষুভিত মনকে শান্ত করিতে সমর্থ। অসাধু-দিগের কটু বাক্যরূপ বাণসকল মর্ম্মস্থ হইয়া যেরূপ কষ্ট দেয়, পুরুষ মর্ম্মগামী বাণসমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সেরূপ কষ্ট পান না। হে উদ্ধব! এবিষয়ে মহৎ পবিত্র ইতিহাস কহিয়া থাকে; আমি তাহা বলিব; যথোচিত মনোযোগী হইয়া শ্রবণ কর;—কোনও এক ভিক্ষুক দুর্জ্জনগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক নিজের কর্ম্মসকলের বিপাক স্মরণ করিয়া কহিয়াছিলেন।

মালবদেশে কোন এক ধন-সম্পত্তি দ্বারা আঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন; কৃষিবাণিজ্যাদি তাঁহার জীবিকা ছিল; (তিনি) কদর্য্য[১]; কামী; লুব্ধ এবং অতি-কোপণস্বভাব ছিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ এবং অতিথিগণ বাক্যমাত্রেও অর্চ্চিত হইতেন না; ধর্ম্মকামহীন আবাসে[২] (তাঁহার) আত্মাও যথাকালে ভোগসকলের দ্বারা তর্পিত হইতেন না। পুত্র ও বান্ধবগণ দুঃশীল কদর্য্যের অনিষ্ট-চিন্তা করিত; স্ত্রী, কন্যা এবং ভৃত্যগণ বিষণ্ণ হইয়া অভীষ্ট আচরণ করিত না। এইপ্রকার যক্ষ-বিত্ত[৩], উভয় লোক হইতে চ্যুত, ধর্ম্মকামবিহীন সেই (ব্রাহ্মণের) উপর পঞ্চভাগীরা[৪] ক্রুদ্ধ হই-লেন,। হে ভূরিদ! তাঁহাদিগের অনাদর দ্বারা পুণ্যের অংশ[৫]

১। স্মৃতি যথা;
"আপনাকে; ধর্ম্মকার্য্যকে; স্ত্রীপুত্রকে; দেবতাকে; অতিথিকে; এবং ভৃত্যদিগকে যে পীড়ন করে, (অর্থাৎ, তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের প্রাপ্য দান না করে) সেই "কদর্য্য" এই নামে জানিত হইয়াছে।"

২। গেহে; বা দেহে।

৩। অর্থাৎ, যাহার বিত্ত, অর্থাৎ ধন, যক্ষের ন্যায় কেবল রক্ষণীয়।

৪। পঞ্চ যজ্ঞের দেবতা সকল;—ঋষি, পিতৃ, দেব, নর ও অন্যান্য প্রাণী।

৫। যদ্দ্বারা তাঁহার কেবল অর্থলাভমাত্র হইয়াছিল।

ভ্রষ্ট হইলেপর, যাহাতে বহু আয়াস দ্বারা পরিশ্রমমাত্র হইয়াছিল, তাঁহার সেই ধনও নিধন পাইল। হে উদ্ধব! জ্ঞাতিগণ ব্রহ্মবন্ধুর কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিল; দস্যুরা কিঞ্চিৎ; মনুষ্য, রাজা, দৈব এবং কাল হইতেও কিঞ্চিৎ নাশ পাইল। এই-প্রকারে সম্পত্তি নষ্ট হইলে, তিনি ধর্ম্ম-কাম-বর্জ্জিত, এবং স্বজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া দুরতিক্রমণীয় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। নষ্ট-ধন, সন্তপ্ত, খেদকারী, এবং বাষ্পকণ্ঠ হইয়া অনেক ক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সাতিশয় মহৎ নির্ব্বেদ জন্মিল; এবং তিনি কহিতে লাগিলেন, অহো; কি কষ্ট! আমি অনর্থক আত্মাকে অনুতাপগ্রস্ত করিয়াছি! আমার ঈদৃশ অর্থায়াস ধর্ম্মের নিমিত্ত বা ভোগের নিমিত্ত হয় নাই! কদর্য্যদিগের ধন প্রায় কখনই সুখের নিমিত্ত হয় না; ইহ-লোকে আত্মার উপতাপের নিমিত্ত;—মরিলে নরকের নিমিত্ত। যশস্বীদিগের যশ, এবং গুণিগণের যে গুণ সকল, লোভ, স্বল্প হইলেও সে সকল নাশ করে; যেমন কুষ্ঠ বাঞ্ছিত রূপ। অর্থের উপার্জ্জনে; এবং উপার্জ্জিত (অর্থের) উৎকর্ষে, রক্ষণে, ব্যয়ে, নাশে, ও উপভোগে, মনুষ্যদিগের আয়াস, ত্রাস, চিন্তা ও ভ্রম [৬] জন্মিয়া থাকে।

চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, শঠতা, কাম, ক্রোধ, গর্ব্ব, মোহ, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা এবং ব্যসনবর্গ [৭]; এই পঞ্চদশ মনুষ্যদিগের অনর্থমূলক বলিয়া বিবেচিত। অতএব শ্রেয়ঃ-প্রার্থী অর্থ-নামক অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন।

৬। উপার্জ্জনে এবং উৎকর্ষ সাধনে আয়াস; তাহাপর পরিচিন্তা ও ত্রাস; পরে, নাশে ভ্রম। ৭। স্ত্রী, দ্যুত এবং মদ্য।

কাকিনীর[৮] জন্য ভ্রাতৃগণ, স্ত্রী, পিতা, মাতা এবং বন্ধুগণ বিচ্ছিন্ন হয়; এবং তৎক্ষণমাত্রে একপ্রাণ ও সাতিশয় প্রিয় সকলে শত্রু হইয়া উঠে। অল্প অর্থের জন্য ইহারা ক্ষুভিত, ও দীপ্তক্রোধ হইয়া হঠাৎ সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করত শীঘ্র (পরস্পরকে) ত্যাগ ও নাশ করে। অমর-প্রার্থনীয় মনুষ্য জন্ম, তাহাতে আবার ব্রাহ্মণমুখ্যতা, প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অনাদর করিয়া যে আপনার হিতসাধন না করে, (সে) অশুভা গতি প্রাপ্ত হয়। স্বর্গের ও মুক্তির দ্বার ইহ-লোক প্রাপ্ত হইয়া, কোন্ মর্ত্ত্য পুরুষ অনর্থের ধাম ধনে আসক্ত হইবে? যক্ষ-বিত্ত ব্যক্তি ভাগী দেবতা, ঋষি, পিতৃ ও ভূত-গণকে; এবং জ্ঞাতি ও বন্ধুগণকে; আর, আপনাকেও (প্রাপ্য) বিভাগ করিয়া না দিয়া অধঃপতিত হন। বিবেকীরা যদ্দ্বারা মুক্ত হন, অনর্থক অর্থ-চেষ্টা দ্বারা প্রমত্ত (এই ব্যক্তির) সেই ধন, বয়ঃক্রম, ও বল (গত হইয়াছে;) বৃদ্ধ আর কি সাধন করিবে? জানিয়াও, (মনুষ্য) কিহেতু নিরর্থক অর্থচেষ্টায় বার বার ক্লেশ পায়? নিশ্চয়ই এই লোক কাঁহাও মায়া দ্বারা সাতিশয় মোহিত। মৃত্যুলোককে গ্রাস করিতে যাইতেছে; তাহার ধনেতে কি হয়; ধনদাতৃগণেতেই বা কি? কাম সকলে অথবা কামপ্রদাতৃগণেতেই বা কি? জন্মপ্রদ কর্ম্মসকলেতেই বা কি? নিশ্চয়ই, সর্ব্বদেবময় ভগবান্ হরি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন; যিনি আমাকে এইরূপ দশা পাওয়া-ইয়াছেন, এবং আত্মার ভেলক[৯] নির্ব্বেদ উপস্থাপিত করিয়া-ছেন। অতএব, যদি থাকে, তাহা হইলে বয়সের অবশেষ

৮। কুড়ি কড়া। ৯। অর্থাৎ জীব যদ্দারা ভবসাগর পার হইবে।

ভাগের মধ্যে আত্মাতেই সন্তুষ্ট, এবং নিখিল স্বার্থে [১০] সাবধান হইয়া আপনার অঙ্গ শুষ্ক করিব [১১]। সেই বিষয়ে ত্রিভুবনেশ্বর দেবেরা আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। খট্বাঙ্গ মুহূর্ত্তের মধ্যেই ব্রহ্ম লোক উপার্জ্জন কয়িয়াছিলেন [১২]।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, মালবদেশীয় দ্বিজসত্তম মনোমধ্যে এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া, হৃদয়গ্রন্থি [১৩] সকল ছেদন করত শান্ত ও ভিক্ষুক মুনি হইলেন। আত্মা, ইন্দ্রিয়, ও প্রাণ জয় করিয়া, তিনি এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। আসক্তি-শূন্য এবং অলক্ষিত [১৪] হইয়া ভিক্ষার নিমিত্ত নগর ও গ্রাম সকলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অসজ্জনেরা সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুক অবধুতকে বহুপ্রকার তিরস্কার বাক্যসকলের দ্বারা তিরস্কার করিতে লাগিল। কতকগুলা ত্রিবেণু; কতকগুলা কমণ্ডলু ও (ভোজন-)পাত্র; কতকগুলা পীঠ ও অক্ষসূত্র; কেহ কেহ কন্থা ও চীরখণ্ড সকল লইয়া যায়। দেখাইয়া প্রত্যর্পণ করিয়া আবার মুনির নিকট হইতে লয়। নদীর তটে ভিক্ষা-লব্ধ অন্ন ভোজন করিতে বসিলে, (কেহ কেহ তাহা কাড়িয়া লয়; অন্যান্য) পাপিষ্ঠেরা গাত্রে মূত্র পরিত্যাগ, এবং মস্তকে নিষ্ঠীবন করে। বাক্য সংযত করিয়া থাকিলে, তাঁহাকে কথা কওয়ায়; যদি কথা না কহেন, তাহা হইলে

১০। ধর্ম্মাদি সাধন।

১১। তপস্যা দ্বারা॥ অথবা, বিদ্যা দ্বারা লয় পাওয়াইব।

১২। "দেবেরা অনুগ্রহ করিলেন; কিন্তু তুমি ত বৃদ্ধ হইয়াছ; আর কি সাধন করিবে?" এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল।

১৩। "আমি ও আমার," ইত্যাদি অভিমান সকল।

১৪। তিনি যে শ্রেষ্ঠ, তাহা না জানাইয়া।

শ্রীমদ্ভাগবতের সূচীপত্র।

——00——

উপসংহার।

বিগত ১২৭৭ সাল আষাঢ় মাসে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম খণ্ড প্রচারিত হয়। ১২৮২ জৈষ্ঠ মাসে উহার শেষ খণ্ড—ষড়বিংশ খণ্ড—প্রচারিত হইল। আমার শারীরিক, ও বৈষয়িক ব্যাঘাত বশতঃ ভাগবত শেষ করিতে এত অসঙ্গত বিলম্ব হইয়াছে। তাহাতে গ্রাহক মহাশয়দিগকে নিতান্ত বিরক্ত করা হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ অপরাধী হইয়াছি। কিন্তু মনুষ্য-জীবন ব্যাঘাত-ময়, এবং কার্য্য অতি গুরুতর; বোধ হয় আমাদিগের সদাশয় ও বিজ্ঞ গ্রাহক মহোদয়েরা সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। তজ্জন্য ভরসা আছে, তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা পাইতে পারি। সবিনয়ে প্রার্থনাও করি তাঁহারা নিজ নিজ মহত্ত্ব গুণে ক্ষমা করিবেন।

এক্ষণে ভাগবতের অনুবাদ শেষ করিলাম। আদ্যো-পান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে বলিতে হইবে জ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তিমাত্রেরই ভাগবত অবশ্য-পাঠ্য। সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিই ইহা হইতে নিজ অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন। ভাগবতের অনুবাদ বিশদ ও প্রাঞ্জল করিতে আমি কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সহৃদয় ও গুণগ্রাহী পাঠকেরাই তাহা বলিতে পারেন। আমি

এই মাত্র বলিতে পারি যে আশানুরূপ বিশদ ও প্রাঞ্জল হয় নাই। আশা রহিল, যদি গ্রাহকদিগের, অনুগ্রহে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে পাই তাহা হইলে তদ্বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচাঁদ সাবুই মহাশয় আমার ধন্যবাদের প্রথম পাত্র। তিনি ব্যয় স্বীকার করাতেই আমি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হই। প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ সৎকার্য্য সাধন করুন। পরে দেশ-হিতৈষী, গুণী গ্রাহক মহোদয়গণের প্রতি আমার ধন্যবাদ দেয়। তাঁহারা কৃপা করিয়া এক এক খানি ভাগবত গ্রহণ করিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। যথেষ্ট সহিষ্ণুতাও প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগবত শেষ হওয়া তাঁহাদিগেরই কৃপার উপর অনেক নির্ভর করিয়াছে . ইতি

কলিকাতা
জ্যৈষ্ঠ ১২৮২

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

তাড়ন করে। অপরেরা "এ চৌর" এই বলিয়া বিবিধ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে তর্জ্জন করে। কেহ কেহ "বধ কর; বধ কর" এই (বলিয়া) তাঁহাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে। কতকগুলা "এ শঠ; ধর্ম্ম-চিহ্ন সকল ধারণ করিতেছে; ধনহীন এবং স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে" (এই বলিয়া) অবজ্ঞা করত তাঁহার নিন্দা করে। "অহো! এ অতি-শয়-বলিষ্ঠ, এবং গিরিরাজের তুল্য ধৈর্য্য-শালী; দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বকের ন্যায় প্রয়ো-জন সাধন করিতেছে!" এই বলিয়া কতক গুলা ইহাঁকে উপ-হাস করে; কতকগুলা (তাঁহার উপর) অধোবায়ু পরিত্যাগ করে; (কেহ কেহ) ক্রীড়ণক পক্ষীর ন্যায় তাঁহাকে বন্ধন ও রুদ্ধ করে।

তিনি যতই, আত্মার ভোক্তব্য দৈবপ্রাপ্ত এই প্রকার ভৌতিক, দৈহিক, ও দৈবিক[১৫] দুঃখ প্রাপ্ত হইতে লাগি-লেন, তাঁহার জ্ঞান ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। তিনি, (ধর্ম্ম হইতে) পাতনকারী নরাধম জনগণ কর্ত্তৃক অধঃকৃত হইয়া সাত্ত্বিক-ধৈর্য্য-অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া এই কথা কহিয়াছিলেন;—এই জন; বা দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম ও কাল আমার দুঃখের কারণ নহেন; মনকেই একমাত্র কারণ কহিয়া থাকেন; যে সংসারচক্র পরিবর্ত্তন করে[১৬]। বলবান্ মনই নিশ্চয় গুণবৃত্তিসকল সৃজন করে; সেই সকল হইতে

১৫। "ভৌতিক," দুর্জ্জনাদি কৃত; "দৈহিক," জরাদি-জন্য; "দৈবিক," শীতোষ্ণাদি-জন্য।

১৬। বেদ যথা;—"মনোদ্বারাই দর্শন করে; মনোদ্বারাই শ্রবণ করে" ইত্যাদি।

পরস্পর-বিভিন্ন সাত্ত্বিক, তামস, এবং রাজস কর্ম্ম সকল। সেই সমুদায় হইতে অনুরূপা গতি সকল হইয়া থাকে। আত্মা অনীহ; (কারণ,) মদ্রূপী জীবের নিয়ন্তা; (সেই হেতু) বিদ্যাশক্তি-প্রধান; (অতএব) চেষ্টাকারী মনোদ্বারা উচ্চে চেষ্টা করেন।[১৭] (কিন্তু আবার) ইনি, যে ইহাঁর নিজেতে সংসার প্রকাশ করে, সেই মনেক আত্মস্বরূপে স্বীকার করিয়া গুণসঙ্গহেতু কাম সকল সেবন করত নিবদ্ধ হন। দান, স্বধর্ম্ম,[১৮] নিয়ম, যম, বেদাধ্যয়ন, কর্ম্মসমূহ, এবং সদ্‌ব্রতনিচয়;[১৯] সকলেরই মনোদমন শেষ ফল; মনের দমনই পরম যোগ। যাঁহার মন দান্ত হইয়া শান্ত হইয়াছে, তাঁহার দানাদিতে কি প্রয়োজন বল। যাহার মন দান্ত না হইয়া (আলস্যাদি দ্বারা) বিলীন হইতে যাইতেছে, তাহার দানাদি দ্বারা আর কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? অন্যান্য দেবতারা[২০] মনেরই বশীভূত হইয়াছেন; মন অন্যের বশতা প্রাপ্ত হন না। (মনোরূপ) দেব, বলী হইতেও অধিকতর বলিষ্ঠ; (অতএব যোগিদিগেরও) ভয়ঙ্কর; (যিনি) তাঁহাকে বশে আনিতে পারিবেন, তিনিই দেবের দেব[২১]। সেই শত্রু, মর্ম্ম-পীড়াদায়ক; এবং তাহার বেগ[২২] সহ্য করা যায় না; কতকগুলিন বিমূঢ় ব্যক্তি তাহাকে জয় না করিয়া মর্ত্ত্যদিগেরই সহিত অনর্থক কলহ করে;—(কতকগুলিকে) মিত্র, (কতকগুলিকে) উদা-

---

১৭। অর্থাৎ, জ্ঞান দ্বারা কেবল দর্শন করেন।
১৮। নিত্যনৈমিত্তিকাদি।
১৯। একাদশীর উপবাসাদি।
২০। ইন্দ্রিয়বর্গ। অথবা উহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল।
২১। অর্থাৎ, সর্ব্বেন্দ্রিয়-জেতা। ২২। রাগাদি।

সীন, (কতকগুলিকে বা) শত্রু (করে।) মনোমাত্র-কল্পিত এই দেহকে অবলম্বন করিয়া "আমি" ও "আমার" এইপ্রকার মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্যেরা "এ আমি" "এ অন্য" এই ভ্রমে দুরন্তপার সংসারে ভ্রমণ করে। যদি মনুষ্যই সুখ ও দুঃখের কারণ হয়; তাঁহা হইলেও, আত্মার কি?[২৩] দুই ভূবিকার (দেহেরই[২৪]) তাহা[২৫]; (মনুষ্য) কখনও নিজের দন্ত সকলের দ্বারা জিহ্বা দংশন করিয়া থাকে; তজ্জন্য বেদনা উপস্থিত হইলে কাহার উপর কোপ করিবে[২৬]? যদি দেবতারাই[২৭] দুঃখের হেতু হন; সে পক্ষেও আত্মার কি? বিক্রিয়মাণ উভয় (দেবতারই[২৮]) তাহা; যখন কচিৎ নিজের দেহে অঙ্গ দ্বারা আর এক অঙ্গ আহত হয়, (তখন) পুরুষ কাহার উপর কোপ করে? আত্মা যদি সুখ ও দুঃখের হেতু হন; সে পক্ষে, অন্য হইতে কি হইল? নিজেরই স্বভাব[২৯]; আত্মা হইতে নিশ্চয়ই অন্য নাই; যদি থাকে, তাহা হইলে সে মিথ্যা; (অতএব) কি হেতু কোপ করিবে? সুখও নাই; দুঃখও নাই[৩০]। গ্রহগণ যদি সুখ ও দুঃখের কারণ হয়; আত্মার কি? তিনি জন্মান

২৩। অর্থাৎ, আত্মা সুখ ও দুঃখের কর্ত্তাও নহেন, বিষয়ও নহেন।

২৪। উভয় শত্রুদেহের।

২৫। অর্থাৎ, কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব।

২৬। "যাহা বল, চরমে আত্মাই কিন্তু দুঃখ ভোগ করেন," এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া জিহ্বা ও দন্তের দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা হইল যে, সেরূপ হইলেও, কাহারও প্রতি কোপ করা উচিত হয় না; কারণ উভয়ের আত্মা এক।

২৭। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

২৮। যথা;—হস্ত দ্বারা মুখ আহত হইলে; অথবা মুখ দ্বারা হস্ত দৃষ্ট হইলে, ঐ দুইয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি ও ইন্দ্রেরই দুঃখকর্ত্তৃত্ব ও দুঃখভোক্তৃত্ব।

২৯। সুতরাং কোপ কাহারও উপর হয় না।

৩০। সুতরাং কোপের হেতু নাই।

না; উৎপত্তি-শীল (দেহেরই) ঐ দুই; (দৈবজ্ঞেরা) গ্রহগণ দ্বারা গ্রহেরই পীড়া কহিয়া থাকেন [৩১]; (অতএব) পুরুষ কাহার উপর কোপ করিবেন? (তিনি) উহা হইতে ভিন্ন। যদি কর্ম্মই সুখ ও দুঃখের হেতু হয়; আত্মার কি? কারণ, জড়তা ও অজড়তা, (উভয় একের হইলেই) উহা [৩২] (সম্ভাবিত হয় [৩৩];) দেহ জড়; আর এই পুরুষ শুদ্ধ-জ্ঞান-স্বরূপ; (অতএব [৩৪]) কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইবে? (সুখ ও দুঃখের) মূল কর্ম্মই নাই। কালই যদি সুখ ও দুঃখের হেতু হন; সে পক্ষেও আত্মার কি? ইনি তদাত্মক [৩৫]; অগ্নি হইতে (অগ্নির অংশ শিখাদির) তাপ! বা হিম হইতে (হিমের অংশ করকাদির) উহা [৩৬] (হয় না। অতএব) কাহার উপর কোপ করিবে? ভিন্নের (সুখ দুঃখাদি) দ্বন্দ্ব নাই; ইনি অন্য [৩৭]। সংসার-প্রকাশকারী অহঙ্কার হইতে যেরূপ, অন্যত্র হইতে কাহারও দ্বারা, কোথাও, কোনও প্রকারে ইহাঁর সেরূপ দ্বন্দ্ব দ্বারা গ্রাস হয় না; (যিনি) এইরূপ বুঝিয়াছেন, ভূতগণের

৩১। দেহ যে যে লগ্নে উৎপন্ন হয়, সেই সেই গ্রহ উহাকে স্বয়ং বোধ করেন। সুতরাং গ্রহের পীড়া দেহেও আসিয়া অবস্থিতি করে।। পুরুষ দেহ এবং গ্রহ হইতে ভিন্ন।

৩২। অর্থাৎ, কর্ম্ম।

৩৩। জড়তাতে করিয়া বিকার সম্ভাবিত হয়; আর অজড়তাতে করিয়া প্রবৃত্তি সম্ভাবিত হয়।। বিকারিতা ও প্রবৃত্তি, উভয় একের হইলেই, উহার কার্য্য সম্ভবে।

৩৪। যে হেতু উভয় একের হইল না; সুতরাং কর্ম্মই সম্ভাবিত হইল না; "অতএব"।

৩৫। সুতরাং নিজের অংশ কাল হইতে, নিজেরই দুঃখ সম্ভবে না।। দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিতেছেন।

৩৬। অর্থাৎ, শৈত্য।

৩৭। অর্থাৎ, দেহ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন।

নিমিত্ত তাঁহাকে ভীত হইতে হয় না। অতএব আমি প্রাচীনতম মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সেবিতা এই পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া মুকুন্দের পাদসেবা দ্বারাই দুরন্ত-পার সংসার উত্তীর্ণ হইব।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ধর্ম্ম নষ্ট হইলে পর নির্ব্বেদ অবলম্বন করত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, মুনি প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে অসজ্জনগণ কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়াও স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হইয়া এই গাথা কহিয়াছিলেন;—" পুরুষের সুখ-দুঃখ-প্রদাতা অপর নাই; মিত্র, উদাসীন ও রিপু, এবং সমুদায় সংসারই অজ্ঞান হেতু মনের বিভ্রমমাত্র; ও কল্পিত "।

অতএব বৎস! আমাতে আবেশিত বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইয়া সর্ব্বরূপে মনকে নিয়মন কর;—যোগসংগ্রহ এতাবন্মাত্র।

যিনি ভিক্ষুক কর্ত্তৃক গীতা এই ব্রহ্মনিষ্ঠা মনোযোগপূর্ব্বক ধারণ করিবেন; এবং শ্রবণ করিবেন, ও শ্রবণ করাইবেন; তিনি দ্বন্দ্ব সকলের দ্বারা অভিভূত হইবেন না।

ভিক্ষুকগীতা নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, অনন্তর তোমাকে প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে নিশ্চিত সাংখ্য বলিব, যাহা জানিয়া-পুরুষ তৎক্ষণ-মাত্রে ভেদনিবন্ধন ভ্রম পরিত্যাগ করিবে। যখন (জনগণ) সত্য-নিপুণ (ছিলেন, তখন ;) আদিতে যে সত্যযুগ হয়, তাহাতে ; এবং প্রলয়সময়ে, সমুদায় অর্থ অভিন্ন, একমাত্র জ্ঞানস্বরূপে ছিল। সেই একমাত্র, অভিন্ন, সত্যস্বরূপ, বৃহৎ (ব্রহ্ম,) যেপ্রকারে বাক্যের ও মনের গোচর হন, সেইপ্রকারে মায়া ও বিলাসরূপ দুইপ্রকার হন। সেই দুই (অংশের) একতর প্রকৃতি ; তিনি উভয়াত্মিকা[১] ; জ্ঞান আর এক পদার্থ ; তাহাকে পুরুষ বলে। আমি ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলে, পুরুষের অনুমতিক্রমে[২] প্রকৃতির তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব, এই সকল গুণ হইল। সেই সকল হইতে ক্রিয়াশক্তি হইল ; (তাহা) হইতে ক্রিয়াশক্তি-সংযুক্ত মহৎ[৩]। বিকারপ্রবৃত্ত তাহা হইতে অহঙ্কার জন্মিল ; যাহা ভ্রম উৎপাদন করে। বৈকারিক, তৈজস, ও তামস ; অহঙ্কার এই তিন-প্রকার ;—তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় ও মনের[৪] কারণ ; —চিন্ময় ও অচিন্ময়[৫]। তন্মাত্র সকলের কারণীভূত তামস

১। অর্থাৎ, কার্য্যকারণরূপিণী।

২। সৃষ্টি সমুদায় পুরুষের অনুমত।

অথবা, প্রকৃতিকে দর্শন করা রূপ যে পুরুষের অবস্থা, তদ্দ্বারা।

৩। অর্থাৎ, জ্ঞানশক্তি।। "আচ্ছা, প্রকৃতির প্রথম বিকারই ত মহৎ ?" এই তর্কের উত্তরচ্ছলে বিশেষণ "ক্রিয়াশক্তি-সংযুক্ত"। অর্থাৎ উভয় অভিন্ন।

৪। দেবতাও বিবক্ষিত।

৫। অহঙ্কার নিজে জড় ; কিন্তু চিত্তের আভাস দ্বারা ব্যাপ্ত ; অতএব উভয়ের গ্রন্থিরূপ।

(অহঙ্কার) হইতে (মহাভূত-রূপ) পদার্থ জন্মিল। তৈজস হইতে ইন্দ্রিয় সকল; এবং বৈকৃত হইতে একাদশ [৬] দেবতা হইলেন। আমা কর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া পদার্থসমূহ সকলে একত্রিত হইয়া কার্য্য করত আমার উত্তম বিশ্রামস্থান অণ্ড সৃজন করিল। সলিলে সংস্থিত সেই অণ্ডে আমি জন্ম গ্রহণ করিলাম; আমার নাভিতে বিশ্বনামক পদ্ম, এবং তাহাতে আত্মযোনি উৎপন্ন হইলেন। সেই বিশ্বাত্মা তপস্যাযুক্ত হইয়া আমার অনুগ্রহে রজো দ্বারা লোকপালসহিত লোক সকল; এবং ভূঃ, ভুবঃ, ও স্বঃ; এই তিন লোক সৃজন করিলেন [৭]। স্বর্লোক দেবতাদিগের আবাসস্থান; আর, ভুবর্লোক ভূতগণের; ভূর্লোক মর্ত্ত্যদিগের; এবং ত্রিতয়ের পরবর্ত্তী (মহর্লোকাদি) সিদ্ধগণের আবাসভূমি হইল। প্রভু পৃথিবীর অধোভাগে অসুর ও নাগগণের নিবাস সৃজন করিলেন। ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মসকলের যাবদীয় গতি ত্রিলোকীতে। যোগ, তপস্যা, ও ন্যাসের বিমলা গতি, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, এবং সত্যলোক;—ভক্তিযোগের গতি বৈকুণ্ঠ। কালরূপী ধাতা আমাকে হেতু করিয়া, কর্ম্মসহিত এই জগৎ এই গুণপ্রবাহে [৮] উঠিতেছে; [৯] আবার মগ্ন হইতেছে [১০]। অণু, বৃহৎ, সূক্ষ্ম, স্থূল যে যে পদার্থ প্রসিদ্ধ আছে, সকলই উভয়ের দ্বারা সংযুক্ত;—প্রকৃতি দ্বারা এবং পুরুষের দ্বারা।

৬। দিক, বাত, অর্ক, প্রচেতস্, অশ্বিন, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্রক, এবং চন্দ্র।

৭। অতলাদি; এবং মহর্লোকাদিও উদ্দিষ্ট।

৮। অর্থাৎ, সংসারে।

৯। অর্থাৎ, সত্যলোক পর্য্যন্ত উত্তমা গতি প্রাপ্ত হইতেছে।

১০। অর্থাৎ, স্থাবর পর্য্যন্ত নিকৃষ্ট যোনি লাভ করিতেছে।

যে (পদার্থ) যাহার কারণ এবং লয়স্থান, সেই তাহার মধ্যাবস্থা;[১১] (অতএব) উহাই সৎ; বিকার ব্যবহারের নিমিত্ত; যেমন (কটক কুণ্ডলাদি) তৈজস, আর (ঘটশরাবাদি) পার্থিব (বিকার সকল।) পূর্ব্ব (পদার্থ) যাহাকে উপাদানকারণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া পর (পদার্থ) সৃজন করে, এবং যাহা যখন যাহার কারণ ও প্রলয়স্থান হয়, তাহাই সত্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে[১২]। এই কার্য্যের উপাদান যে প্রকৃতি; অধিষ্ঠাতা যে পরম পুরুষ; আর অভিব্যঞ্জক যে কাল; ব্রহ্মরূপী আমিই এই তিন[১৩]। (পরমেশ্বরের) যত দিন দৃষ্টি থাকে, তত দিন স্থিতি; সেই স্থিতির অন্ত পর্য্যন্ত জীবের ভোগের নিমিত্ত সৃষ্টি পিতৃপুত্রাদিরূপে অবিচ্ছেদে প্রবৃর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্যমান ব্রহ্মাণ্ড, লোকের বিবিধ সৃষ্টি ও প্রলয়ের রচনাভূমি হইয়াও, ভুবনসকলের সহিত পঞ্চত্বরূপ বিভাগের উপযুক্ত হয়। শরীর অন্নে লীন হয়; অন্ন অঙ্কুরে লয় পায়; অঙ্কুর ভূমিতে বিলীন হয়; ভুমি গন্ধে লয় পায়; গন্ধ জলে লীন হয়; জল নিজের গুণ রসে লয় পায়; রস জ্যোতিতে লীন হইয়া যায়; জ্যোতি রূপে বিলীন হয়; রূপ বায়ুতে, এবং তাহা স্বর্গে লয় পায়। হে সৌম্য! তাহাও আকাশে; আকাশ শব্দতন্মাত্রে; ইন্দ্রিয়বর্গ নিজের প্রবর্ত্তক (দেবতা-

---

১১। অর্থাৎ, স্থিতিস্থান।

১২। বেদে কথিত হইয়া থাকে।। অতএব পূর্ব্বোক্তঅনুসারে মহদাদির নিজ নিজ কার্য্য অহঙ্কারাদির পক্ষে কারণতা ও প্রলয়স্থানভূততা থাকিলেও, মহদাদি সৎ হইল না।

১৩। কারণ, প্রকৃতি শক্তিমাত্র; আর পুরুষ ও কাল অবস্থামাত্র।

দিগেতে ;) প্রবর্ত্তক (দেবতা সকল) নিয়ন্তা মনে ; এবং (মন) বৈকারিক (অহঙ্কারে) লীন হয়। শব্দ ভূতগণের কারণ (তামস অহঙ্কারে) লয় পায় ; সমর্থ[১৪] ভূত-কারণ মহত্তে (লীন হয়।) সেই মহৎ নিজের কারণীভূত গুণসকলে (গিয়া) গুণমাত্রস্বরূপ হয় ; ঐ সকল (গুণ) প্রকৃতিতে লয় পায় ; উহা অব্যয় কালেতে লীন হয়। কাল জ্ঞানময় মহা-পুরুষে ; এবং মহাপুরুষ অজ আত্মা আমাতে (লয় পায়।) আত্মা বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় দ্বারা (স্থিতি-ভূমি ও সীমারূপে) লক্ষিত হইয়া থাকেন ; এই জন্য (তিনি) নিরুপাধিক ; অতএব আত্মাতেই অবস্থিত[১৫]।

যিনি এইপ্রকার দর্শন করেন, সূর্য্যোদয় হইলে আকাশে অন্ধকারের ন্যায়, তাঁহার মনে ভেদজন্য ভ্রম কিপ্রকারে হইবে? (হইলেই বা কিপ্রকারে) থাকিতে পারিবে?

পরাবরদ্রষ্টা আমি প্রতিলোম ও অনুলোমক্রমে এই সন্দেহ-গ্রন্থি-চ্ছেদক সাংখ্য বিধি কহিলাম।

সাংখ্যযোগ-কথন-নামক চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—00—

১৪। কারণ, উহা সর্ব্ব জগৎকে মোহিত করিয়া থাকে।
১৫। অর্থাৎ, তাঁহার আর অন্যত্র লয় হয় না।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পরস্পর-বিভক্ত-ভাবে বর্ত্তমান গুণগণের মধ্যে যাহা দ্বারা পুরুষ যাদৃশ হইবে, তাহা আমি এই বলিতেছি, আমার নিকট হইতে জান। মনোনিগ্রহ, বাহেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সহিষ্ণুতা, বিবেক, স্বধর্ম্ম-বর্ত্তিতা, সত্য, দয়া, (পূর্ব্বাপর-) স্মৃতি, যথালাভে সন্তোষ, ব্যয়শীলতা, বৈরাগ্য, আস্তিকতা, অনুচিত কর্ম্মে লজ্জা, দানাদি,[১] ও আত্মরতি; (এবং) অভিলাষ, চেষ্টা, দর্প, লাভ হইলেও অসন্তোষ, গর্ব্ব, ধনাদির অভিলাষে দেবতাদির নিকট প্রার্থনা, (আমি এ ব্যক্তি নহি, এইরূপ) ভেদবুদ্ধি, বিষয়-ভোগ, মদনিবন্ধন যুদ্ধাদিতে অভিনিবেশ, স্তুতিপ্রিয়তা, উপহাস, প্রভাবপ্রকটন, ও বল আছে বলিয়া উদ্যম; আর, অসহিষ্ণুতা, ব্যয়-পরাঙ্মুখতা, অশাস্ত্রীয় কথন, হিংসা, যাচ্ঞা, ধর্ম্মধ্বজিতা,[২] শ্রম, কলহ, অনুশোচন, ভ্রম, দুঃখ, দীনতা, তন্দ্রা, আশা, ভয় ও উদ্যম-রাহিত্য; আনুপূর্ব্বিকক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের এই বৃত্তি সকল প্রায়[৩] বর্ণিত হইল। অনন্তর মেলনসম্ভূতা বৃত্তি শ্রবণ কর।

উদ্ধব! "আমি" ও "আমার" এই যে বুদ্ধি, উহা মেল-

১। "আদি" শব্দে সরলতা, ও বিনয়াদি বুঝিতে হইবে॥

২। জীবিকার নিমিত্ত জটাদি ধর্ম্ম-চিহ্ন সকল ধারণ-করণ।

৩। অর্থাৎ, এতদ্ভিন্ন আরও আছে।

নের কার্য্য ৪। (এই বুদ্ধিপূর্ব্বক) মন, দ্রব্য, ও ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা (যাবতীয়) ব্যবহার (ও) সন্নিপাতের কার্য্য ৫। এই (পুরুষ) যখন ধর্ম্মে, অর্থে, ও কামে অভিরত হন, উহাই সন্নিপাতের কার্য্য৬; —শ্রদ্ধা, আসক্তি, ও ধন উৎপাদন করিয়া থাকে। যখন (পুরুষের) কাম্য ধর্ম্মে নিষ্ঠা হয়; যখন পুরুষ গৃহাশ্রমে (আসক্ত হইয়া অবস্থিতি করেন; এবং পরে যখন, (নিত্য নৈমিত্তিক) নিজ ধর্ম্মে নিষ্ঠিত থাকেন; উহা সন্নিপাত-কার্য্য; কারণ, (কাম্য ধর্ম্ম, গৃহে আসক্তি, ও স্বধর্ম্ম, ক্রমান্বয়ে রজ-স্তমঃ-ও-সত্ত্ব-ময়।) শমাদি দ্বারা পুরুষকে সত্ত্ব-যুক্ত; কামাদি দ্বারা রজোযুক্ত; আর, ক্রোধাদি দ্বারা তমো-যুক্ত অনুমান করিবে। যখন নিরপেক্ষ হইয়া নিজ কর্ম্ম সকলের দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করিবেন, তখন পুরুষই হউন, বা স্ত্রীই হউন, তাঁহাকে সত্ত্ব-স্বভাব বলিয়া জানিবে। যখন নিজের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া নিজ কর্ম্ম সকলের দ্বারা আমাকে ভজনা করিবেন, (তখন) তাঁহাকে রজঃ-প্রকৃতি; (আর যখন) হিংসা ৭ কামনা করিয়া (নিজ কর্ম্ম সকলের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিবে, তখন তাঁহাকে) তামস জানিবে। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ; এই সকল গুণ জীবেরই, আমার নহে; (কারণ, এই সকল) চিত্তে জন্মিয়া থাকে; ৮ যে

৪। "আমি শান্ত;" "আমি কামী;" "আমি ক্রোধী;" এবং "আমার শান্তি, কাম ও ক্রোধ আছে" এইরূপ বুদ্ধিতে পূর্ব্বেও বৃত্তিত্রয়েরই সন্নিপাত দেখা যাইতেছে।

৫। মন, সাত্ত্বিক; দ্রব্য, রাজস; ইন্দ্রিয়, তামস; সুতরাং ঐ তিনের দ্বারা যে ব্যবহার হয়, সেও তিনের সন্নিপাতজন্য।

৬। ধর্ম্ম,—সাত্ত্বিক; অর্থ,—তমঃ; কাম, রজঃ। ৭। শত্রুর মরণাদি।

৮। চিত্ত, জীবের উপাধি।

সকলের দ্বারা (জীব) ভূতগণের মধ্যে লিপ্ত হইয়া বদ্ধ হইয়া থাকেন।

প্রকাশক, স্বচ্ছ, ও শান্ত সত্ত্বগুণ যখন অপর দুই (গুণকে) জয় করে, পুরুষ তখন সুখ, ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির [৯] সহিত যুক্ত হন [১০]। যখন সঙ্গের হেতুভূত, ভেদের নিমিত্ত, প্রবৃত্তি-স্বভাব রজোগুণ, তমঃ ও সত্ত্বগুণকে জয় করে, তখন (পুরুষ) দুঃখ, কর্ম্ম, এবং যশ ও শ্রীর সহিত সংযুক্ত হন [১১]। যখন বিবেক-ভ্রংশ-কারক, আবরণাত্মক, [১২] ও অনুদ্যমাত্মক তমোগুণ, রজঃ ও সত্ত্বগুণকে জয় করে, তখন (পুরুষ) শোক, মোহ, নিদ্রা, হিংসা ও আশার সহিত যুক্ত হন [১৩]।

যখন চিত্ত প্রশান্ত হইবে; এবং ইন্দ্রিয় সকলের নিবৃত্তি, দেহের ভয়-রাহিত্য, ও মনের সঙ্গহীনতা জন্মিবে, (তখন) উহাকে মদীয় উপলব্ধি-স্থান সত্ত্ব জানিবে। যখন ক্রিয়া দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হওয়াতে (পুরুষের) চিত্ত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে; বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকলের অনিবৃত্তি (জন্মিবে;) কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলের সমধিক বিকার (উপস্থিত

৯। "আদি" শব্দে শমদমাদি বুঝিতে হইবে।

১০। প্রকাশকতা, স্বচ্ছতা, ও শান্ততা ক্রমান্বয়ে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখের কারণ।

১১। রজঃ সঙ্গের হেতু বলিয়া, পুরুষ যশঃ ও স্ত্রীর সহিত সংযুক্ত হন;—অর্থাৎ তত্তৎ বস্তুতে অভিলাষী হন॥ রজঃ ভেদের নিমিত্ত বলিয়া, পুরুষ দুঃখের সহিত সংযুক্ত হন;—শ্রুতি আছে 'দ্বিতীয় হইতেই ভয় হয়।' রজঃ প্রবৃত্তি-স্বভাব বলিয়া, পুরুষ কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত হন।

১২। অর্থাৎ, যাহার স্বভাব, বুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া রাখা।

১৩। তমঃ বিবেক-ভ্রংশ-কারক বলিয়া, শোক, মোহ ও হিংসার; আবরণাত্মক বলিয়া, নিদ্রার; এবং অনুদ্যমাত্মক বলিয়া, কেবল আশার সহিত যুক্ত হন।

হইবে ;) মন ভ্রান্ত (হইবে ; তখন) এই সকলের দ্বারা রজঃ (উৎকট হইয়াছে) বুঝিবে। চিত্ত, তিরোভূত হইবার কালে চিদাকাররূপ পরিণাম গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিলীন হইবে ; (সঙ্কল্পাত্মক) মনও লীন (হইবে ;) অজ্ঞান ও বিষাদ (জন্মিবে ;) তাহাকে (প্রকটিত) তমো জানিবে। উদ্ধব ! সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে পর দেবতাদিগের বল বৃদ্ধি পায়। রজঃ (বর্দ্ধিত হইলে) অসুরগণের, এবং তমঃ (বৃদ্ধি পাইলে) রাক্ষসদিগের (বল পরিবর্দ্ধিত হয়[১৪]।) সত্ত্ব হইতে জন্তুর জাগরণ জানিবে ; আর, রজঃ হইতে স্বপ্ন ; এবং তমো হইতে সুষুপ্তি বুঝিবে। চতুর্থ অবস্থা তিনেতে বিস্তৃত[১৫]। লোকেরা সত্ত্ব দ্বারা ক্রমশঃ উপরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ; (এবং) তমো দ্বারা ক্রমশঃ নিম্নগতিতে স্থাবর পর্য্যন্ত গমন করেন ; রজো দ্বারা মধ্যচারী[১৬] (হন)। যাঁহারা সত্ত্বে প্রলীন হন, তাঁহারা স্বর্গে ; যাঁহাদিগের রজোতে লয় হয়, তাঁহারা নরলোকে ; যাঁহাদিগের তমোতে লয় হয়, তাঁহারা নরকে যান। যাঁহারা নির্গুণ, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। আমার প্রীতির উদ্দেশে কৃত, বা কেবল দাসভাবে কৃত (যে) নিজ কর্ম্ম, সেই সাত্ত্বিক ; ফলকামনায় কৃত রাজস ; হিংসাদির[১৭] উদ্দেশে কৃত তামস। দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান সাত্ত্বিক ; যাহা দেহাদি-বিষয়ক, (তাহা) রাজস ; প্রাকৃত

১৪। ইন্দ্রিয় সকলই নিবৃত্তি-স্বভাব ও প্রবৃত্তি-স্বভাব ধারণ করিলে দেবতা, অসুর ও রাক্ষস শব্দে কথিত হইয়া থাকে।

১৫। অর্থাৎ, একরূপ আত্মতত্ত্বই।

১৬। অর্থাৎ, মনুষ্য।

১৭। "আদি" শব্দে দম্ভমাৎসর্য্যাদি বুঝিতে হইবে।

জ্ঞান,[১৮] তামস; এবং মন্নিষ্ঠ জ্ঞান, নির্গুণ (বলিয়া) জানিত। বনবাস, সাত্ত্বিক; গ্রাম্য (বাস,) রাজস; দ্যূতাদিস্থলে বাস, তামস; এবং আমাতে বাস, নির্গুণ কথিত হইয়া থাকে।

সঙ্গহীন কর্ত্তা, সাত্ত্বিক; রাগান্ধ, রাজস; অনুসন্ধানশূন্য, তামস; এবং আমিই যাঁহার একমাত্র শরণ, তিনি নির্গুণ জানিত হইয়াছেন। আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিকী; কর্ম্মে শ্রদ্ধা, রাজসী; অধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা, (তাহা) তামসী; এবং আমার সেবাতে (শ্রদ্ধা,) নির্গুণা।

হিতজনক, শুদ্ধ, অনায়াসে প্রাপ্ত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি, সাত্ত্বিক; ইন্দ্রিয়গণের প্রিয়তম[১৯] রাজস; দুঃখদায়ক ও অশুচি, তামস (বলিয়া) জানিত।

আত্মা হইতে উত্থিত সুখ, সাত্ত্বিক; বিষয় হইতে উত্থিত, রাজস; মোহ ও দীনতা হইতে উত্থিত, তামস; এবং আমাকে আশ্রয়ি, নির্গুণ। দ্রব্য, দেশ, ফল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, আকৃতি, ও নিষ্ঠা;[২০] সকলই ত্রিগুণাত্মক। পুরুষ ও প্রকৃতিতে অবস্থিত; অথবা দৃষ্ট, শ্রুত, কিম্বা বুদ্ধি দ্বারা

১৮। বালক ও মূকাদির জ্ঞান।

১৯। অর্থাৎ, ভোগকালে সুখকর।

২০। পূর্ব্বে কথিত, হিতজনক ভোজনাদি, "দ্রব্য"; বনগ্রামাদি, "দেশ"; আত্মা হইতে উৎথিত সুখ সাত্ত্বিক ইত্যাদি, "ফল"; যখন আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করিবে, ইত্যাদি, "কাল"; দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান সাত্ত্বিক, ইত্যাদি, "জ্ঞান"; আমার প্রীতির উদ্দেশে কৃত কর্ম্ম-সাত্ত্বিক, ইত্যাদি, "কর্ম্ম"; অসঙ্গী কর্ত্তা সাত্ত্বিক, ইত্যাদি, "কর্ত্তা"; আত্মার উপর শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, ইত্যাদি, "শ্রদ্ধা"; সত্ত্ব হইতে জাগরণ, ইত্যাদি "অবস্থা"; সত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উপরে উপরে গমন করেন, ইত্যাদি, "আকৃতি"; যাঁহারা সত্ত্বে লীন হন, তাঁহারা স্বর্গে যান, ইত্যাদি, "নিষ্ঠা"।

চিন্তিত; সমুদায় পদার্থ গুণময়। পুরুষের এই সকল সংসার গুণ-ও-কর্ম্ম-জন্য; হে সৌম্য! যে জীব চিত্তজন্য এই সকল গুণ জয় করিয়াছেন, তিনি (পশ্চাৎ) ভক্তিযোগ দ্বারা আমাতে নিষ্ঠ হইয়া মোক্ষের যোগ্য হন। অতএব, যাহাতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই এই দেহ লাভ করিয়া, বিচক্ষণ ব্যক্তি সকল গুণসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করুন্। বিদ্বান্ মুনি সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, আর, অপ্রমত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া আমাকে ভজনা করিবেন; এবং সত্ত্বগুণ ভজনা করিয়া রজঃস্তম জয় করিবেন। শান্তবুদ্ধি (বিদ্বান্) উপাশমাত্মক সত্ত্ব দ্বারাই আবার সত্ত্বকে জয় করিবেন। জীব, গুণগণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া লিঙ্গ শরীর, পরিত্যাগ করত আমাকে প্রাপ্ত হন। লিঙ্গ শরীর ও অন্তঃকরণ-সম্ভূত গুণগণ হইতে মুক্ত হইয়া, ব্রহ্ম আমা কর্ত্তৃকই সম্যক্‌রূপে পূর্ণ হইয়া, জীবকে বাহিরে বা অভ্যন্তরে[২১] বিচরণ করিতে হইবে না।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

২১। "বাহিরে" অর্থাৎ, বিষয়-ভোগে; "অভ্যন্তরে" অর্থাৎ, বিষয়-স্মরণ দ্বারা মনোমধ্যে বিষয়-ভোগে।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যদ্দ্বারা আমার স্বরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেই এই (নর-)দেহ লাভ করত (ভক্তিরূপ) মদীয় ধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক আত্মাতে অবস্থিত, পরমানন্দ-স্বরূপ, আত্মা আমাকে প্রাপ্ত হন[১]। জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা গুণময় জীবোপাধি হইতে মুক্ত হইয়া পুরুষ অবস্তুস্বরূপে দৃশ্যমান, মায়ামাত্র গুণ সকলে বর্ত্তমান হইয়াও গুণবস্তু সকলের সহিত যুক্ত হন না। শিশ্ন, ও উদরের তর্পণকারী অসৎ (পদার্থ) সকলের কখনও সাহচর্য্য করিবে না। তাহার একটীরও অনুগামী (ব্যক্তি,) অন্ধের অনুগামী অন্ধের ন্যায়, ঘোর অন্ধকারে পতিত হয়। চক্রবর্ত্তী, বিপুল-কীর্ত্তি পুরূরবা উর্ব্বশীর বিরহহেতু মোহে পতিত হইয়া তাঁহার পুনঃপ্রাপ্তি জন্য শোকের নাশ হইলে পর নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া[২] এই গাথা কহিয়াছিলেন। সেই (উর্ব্বশী) তাঁহার নিজেকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নৃপ বিহ্বল হইয়া তাঁহার উদ্দেশে শোক করিতে করিতে "হে জায়ে! হে ঘোরে! থাক!" এই বলিয়া উলঙ্গ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। অতৃপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র কাম সমূহ সেবা করত বর্ষ ও যামিনী সকলকে আসিতে বা যাইতে অনুভব করেন নাই; উর্ব্বশী তাঁহার চেতনা আকর্ষণ করিয়াছিল।

১। জীবন্মুক্তের কথা উল্লেখ করা হইল; এবং বলা হইল যে, তাঁহার সঙ্গ ভজবে না। ২। ৯ম স্কন্ধে পুরূরবার উপাখ্যানে বিস্তার দ্রষ্টব্য।

পুরূরবা কহিয়াছিলেন, অহো! কাম সকলের দ্বারা মূর্চ্ছিত-চেতা আমার কি মোহ-বিস্তার! দেবী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতকণ্ঠ হইয়া আমি পরমায়ুর এই সকল (দিবারাত্রিরূপ) খণ্ড অনুভব করি নাই! কি খেদের বিষয়; আমি ইহাঁ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া সূর্য্যকে উদিত হইতে, বা অস্ত গমন করিতে জানি নাই! বৎসরসমূহের দিবসসকলকেও গত হইতে (অনুভব করি নাই!) অহো; আমার কি আত্মভ্রম! আমি রাজগণের শিখামণি চক্রবর্ত্তী আপনাকে কামিনীদিগের ক্রীড়ামৃগ করিয়াছি! (রাজ্যাদি-) পরিচ্ছদ-সহিত, চক্রবর্ত্তী আপনাকে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তসদৃশ ক্রন্দন করিতে করিতে, (পরিত্যাগ করিয়া) গমন-কারিণী [৩] স্ত্রীর অনুগমন করিয়াছিলাম! যে আমি পাদ-তাড়িত গর্দ্দভের ন্যায়, গমন-কারিণী স্ত্রীর অনুগমন করিয়াছিলাম, সেই আমার প্রভাব, তেজ, ও বল কোথায় (ছিল?) স্ত্রীগণ যাঁহার মন হরণ করি-য়াছে, তাঁহার বিদ্যায় কি? তপস্যায় কি? সন্ন্যাসে কি? শাস্ত্রজ্ঞানে কি? একান্ত সেবায় কি? বাক-দমনে কি? নিজ-প্রয়োজন বিষয়ে অজ্ঞ, মূর্খ, পণ্ডিতাভিমানী আমাকে ধিক্; যে আমি চক্রবর্ত্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া গো এবং গর্দ্দভের ন্যায়, স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছি। অনেক বৎসর ব্যাপিয়া উর্ব্বশীর অধরসুধা পান করিয়াও আমার কাম পরিতৃপ্ত হয় নাই;—আহুতিসকলের দ্বারা অগ্নির ন্যায়, মনোমধ্যে পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি পাইয়া উঠিয়াছে। আত্মা-রাম,

৩। অতএব, প্রণয়-কুপিতা নহে। প্রণয়-কুপিতা স্ত্রীর মানভঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রন্দনাদি করিলে, বরং এক দিন কথা ছিল। তাঁহার প্রণয় ছিল না; আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন।

অধোক্ষজ, ভগবান্, ঈশ্বর ভিন্ন, পুংশ্চলী কর্ত্তৃক অপহৃত চিত্তকে অন্য কোন্ ব্যক্তি মোচন করিতে পারেন? আমি দেবী কর্ত্তৃক যথার্থ বচন দ্বারা বোধিত হইতেছি; তথাপি অজিতেন্দ্রিয় দুর্ব্বুদ্ধির মনোগত মোহ দূর হইতেছে না। এই বা কি অপরাধ করিয়াছে? আমারই রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছে! দ্রষ্টার স্বরূপ বুঝিতে পারি নাই!—আমি অজিতেন্দ্রিয়। এই মলিন, দৌর্গন্ধ্যাত্মক, অশুচি দেহ কোথা! আর কুসুমের ন্যায় সৌগন্ধ্যাদি গুণ সকল কোথা! অবিদ্যা হেতু (ঐরূপ দেহে ঐ সকল গুণের) আরোপ করা হইয়াছে[৪]। দেহ কি পিতামাতার?[৫] অথবা ভার্য্যার[৬]? কিম্বা স্বামীর[৭]? কিম্বা অগ্নির[৮]? অথবা কুক্কুর ও গৃধ্রের[৯]? কিম্বা নিজের[১০]? কিম্বা বন্ধুগণের[১১]? যিনি এইরূপ নিশ্চয় না করেন, "অহো! রমণীর মুখ কি সুন্দর! উহাতে নাসিকাটি কি সুগঠন! উহার হাস্য কি মনোহর!" (এই ভাবিয়া) তুচ্ছ বস্তুতে[১২] যাহার অন্ত-হইবে, সেই অপবিত্র কলেবরে বিশেষ আসক্ত হন। ত্বক্, মাংস, রুধির, স্নায়ু, মেদ, মজ্জা ও অস্থির সমষ্টিতে যাহারা বিহার করে, বিষ্ঠা, মূত্র ও পূয়ে (বিহারকারী) কৃমিসকলের হইতে তাহাদিগের দূরতা কত? এই জন্য বিবেকী (ব্যক্তি,) স্ত্রী

৪। "যাহাই বলুন, সৌগন্ধ্য এবং প্রেমাদিসদ্গুণসকলের দ্বারা সেই উর্ব্বশীই মোহের কারণ," এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল। ৫। জনক বলিয়া। ৬। ভোগ-প্রদাত্রী বলিয়া।

৭। অধীন বলিয়া। ৮। অন্ত্যেষ্টিকালে দাহক বলিয়া।

৯। ভোক্ষ্য বলিয়া।

১০। নিজে দেহেরশুভাশুভভাগী বলিয়া।

১১। উপকারক বলিয়া। ১২। কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে।

ও স্ত্রৈণসকলে আসক্ত হইবেন না। অন্য কারণে নহে, মন, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগহেতুই ক্ষুব্ধ হয়। অশ্রুত ও অদৃষ্ট পদার্থ হইতে মনঃক্ষোভ উৎপন্ন হয় না[১৩]। (অতএব) যাঁহারা ইন্দ্রিয়কে সংযত করেন, তাঁহাদিগের মন নিশ্চল হইয়া শান্ত হয়। সেই জন্য ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা স্ত্রী ও স্ত্রৈণগণের সাহায্য করিবে না। মাদৃশ (ব্যক্তিদিগের) কথা কি? ষড়্বর্গ, পণ্ডিতদিগেরও অবিশ্বসনীয়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, জ্ঞান দ্বারা মোহ দূর হওয়াতে রাজগণ ও দেবগণের মধ্যে প্রধান সেই (পুরুরবা) পরে উর্ব্বশীলোক পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে আত্মাকে, অর্থাৎ, আমাকে অবগত হইয়া উপরত হইলেন। সেই হেতু বুদ্ধিমান্, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুদিগেতে আসক্ত হইবেন। সাধুরাই হিতোপদেশসকলের দ্বারা ইহাঁর মনের একপরা আসক্তি ছেদন করিয়া থাকেন। সাধু সকল (কিছুরই) অপেক্ষা রাখেন না; তাঁহাদিগের চিত্ত আমাতে অবস্থাপিত; তাঁহারা প্রশান্ত; সমদর্শী; মমতাহীন; অহঙ্কার-শূন্য; দ্বন্দ্ব-শূন্য; এবং পরিগ্রহ-শূন্য। হে মহাভাগ! তাঁহাদির মধ্যে নিত্য হিতজনিকা মদীয়া কথা সকল হইয়া থাকে; (ঐ সকল কথা) শ্রবণকারীদিগের পাপ নাশ করে। যাঁহারা আদরপূর্ব্বক সেই সকল শ্রবণ করেন, গান করেন, এবং অনুমোদন করেন, তাঁহারা মৎপর ও (আমাতে) শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাতে ভক্তি প্রাপ্ত হন। যে সাধু, অনন্ত-গুণ, আনন্দানুভবাত্মক

১৩। "আচ্ছা, যাঁহারা নেত্র নিমীলন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরও মনঃক্ষোভ দেখা যায়"। এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল। অর্থাৎ, সে স্থলেও পূর্ব্ব-দর্শনাদিকে কারণ মানিতে হইবে।

আমাতে ভক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কি অবশিষ্ট আছে? যেমন ভগবান্ অগ্নিকে আশ্রয়-কারী ব্যক্তির, তেমনি সাধুগণের সেবাকারীর শীত, ভয় ও অন্ধকার[১৪] নষ্ট হয়। যেমন, যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদিগের নৌকা, তেমনি, ঘোর সংসার-সাগরে নিমজ্জন-ও-উন্মজ্জনকারী (জীবগণের) ব্রহ্ম-বিৎ সাধুসকল পরম আশ্রয়। (যেমন) অন্ন, প্রাণীগণের প্রাণ; (যেমন) আমি, পীড়িত জনসমূহের শরণ; যেমন ধর্ম্ম, পরকালে মনুষ্যগণের ধন; তেমনি সাধুসকল, সংসার-পতন হইতে ভীত (পুরুষের) শরণ। সাধুসকল অশেষ চক্ষু প্রদান করেন; সূর্য্য উত্থিত হইয়া বাহ্যিক (চক্ষু দান করিয়া থাকেন।) সাধুগণ; দেবতা ও বান্ধব; এবং সাধুগণ, আত্মা আমি।

তাহার পর পুরূরবা এইপ্রকারে উর্ব্বশীলোকে নিস্পৃহ হইয়া সঙ্গ পরিত্যাগ করত আত্মারাম হইয়া এই পৃথিবী বিচরণ করিয়াছিলেন।

পুরূরবার গীতনামক ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo——

১৪। "শীত," অর্থাৎ কর্ম্মাদি-জন্য জড়তা; "ভয়" অর্থাৎ আগামি সংসারভয়; "অন্ধকার," অর্থাৎ সংসার-মূলক অজ্ঞান।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে সত্ত্বগুণাবলম্বীদিগের শ্রেষ্ঠ! যদ্দ্বারা, যাহাতে, যে ভক্তগণ তোমাকে ভজনা করেন, তুমি সেই ত্বদীয় আরাধনরূপ ক্রিয়াযোগ বল। নারদ, ভগবান্ ব্যাস, এবং অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি; (এই সকল মুনি) ইহাকে মনুষ্যগণের মুক্তিসাধন বলিয়া বারম্বার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ভৃগু প্রভৃতি নিজ পুত্রদিগকে; এবং ভগবান্ ভব দেবীকে তোমার মুখ হইতে বিনিঃসৃত ইহা কহিয়াছিলেন। হে মানদ! ইহা সর্ব্ব বর্ণের, ও আশ্রমের; এবং শূদ্র ও স্ত্রীগণেরও মঙ্গল সকলের মধ্যে উত্তম বলিয়া সুনিশ্চিত। হে কমল-পত্রাক্ষ! হে বিশ্বেশ্বরের ঈশ্বর! ভক্ত ও অনুরক্ত (আমাকে) কর্ম্ম-বন্ধনের মুক্তিসাধন ইহা বল।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! অনন্তপার কর্ম্মকাণ্ডের অন্ত নাই। আনুপূর্ব্বিকক্রমে যথাবৎরূপে সংক্ষিপ্ত বর্ণন করিব। বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র; আমার এই তিনপ্রকার পূজা। তিনের মধ্যে যে বিধি বাঞ্ছিত, তাহা দ্বারাই আমার অর্চ্চনা করিবে। যখন নিজের অধিকারমত দ্বিজত্ব লাভ করিয়া পুরুষ ভক্তি-পূর্ব্বক যেপ্রকারে আমাকে ভজনা করিবেন, আমার নিকট তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ কর। দ্বিজ অকাপট্যভাবে প্রতি-মাতে, বালুকাময়ী বেদিতে, অগ্নিতে; অথবা সূর্য্যে, জলে ও হৃদয়ে নিজ গুরু আমাকে দ্রব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। দন্ত ধৌত করিয়া শুদ্ধির নিমিত্ত অগ্রে স্নান করিবেন;—উভয় মন্ত্র

দ্বারাই মৃত্তিকাগ্রহণাদিতে করিয়া স্নান হইয়া থাকে। যাঁহার পরমেশ্বর বিষয়েই সংকল্প, তিনি বেদ কর্ত্তৃক বিহিত যে সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম সকল, সেই সকলের সহিত আমার কর্ম্মপাবনী পূজা [১] করিবেন। শৈলময়ী, দারুময়ী, লৌহ-ময়ী, লেপময়ী, লেখময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী, এবং মণিময়ী; আমার এই অষ্ট প্রতিমা জানিত (আছে।) চলা; আর, অচলা; এই দ্বিবিধা প্রতিমা ভগবানের মন্দির উদ্ধব! অচলাতে অর্চ্চনায় বিসর্জ্জন ও আবাহন নাই। চলাতে থাকিতেও পারে; না থাকিতেও পারে [২]। বালুকাময়ীতে দুইই থাকিবে [৩]। মৃণ্ময়ী ও লেখময়ী ব্যতিরিক্তের স্নান করান বিধেয়; অন্যের পরিমার্জ্জন কর্ত্তব্য। নিষ্কাম ভক্তেরা প্রতিমাদিতে শোভন দ্রব্য সকলের দ্বারা; (কিম্বা) হৃদয়ে ভাবনা দ্বারাই আমার পূজা (করিবেন।) উদ্ধব! প্রতিমাতে এইপ্রকার স্নপন ও অলঙ্করণ প্রিয়তম; আর, বালুকাবেদিতে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র সকলের দ্বারা অঙ্গ দেবতা ও প্রধান দেবতাগণের স্থাপন; অগ্নিতে ঘৃতসিক্ত হবনীয়দ্রব্য; সূর্য্যেতে নমস্কার ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজন; এবং জলে জলাদি দ্বারা অর্চ্চন প্রিয়তম। ভক্ত কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত জলও আমার প্রিয়তম; অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত ভূরি (দ্রব্যও) আমার তুষ্টি প্রদান করিতে পারে না; গন্ধ, ধূপ, পুষ্প, দীপ ও অন্নাদির কথা কি? শুচি হইয়া অগ্রে পূজাসাধন দ্রব্যসকল আহরণ করিয়া কুশা দ্বারা আসন বিরচণ করত উপবেশন করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া অর্চ্চনা

১। অর্থাৎ, উহা সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মের ব্যাঘাত-কারিণী হইবে না।

২। যথা;—শালগ্রামে করিবে না; বালুকাময়ীতে করিবে। অন্যান্য প্রতিমাতে ইচ্ছা হয়, করিবে; না হয়, না করিবে।

করিবেন; (স্থিরা) প্রতিমাতে পূজা করিতে হইলে, (প্রতিমার) সম্মুখীন হইয়া উপবেশন করত পূজা করিবেন। যাহাতে মূলমন্ত্র ন্যাস করা হইয়াছে, ন্যাস করিয়া, সেই মদীয়া প্রতিমাকে হস্ত দ্বারা মার্জ্জনা করিবেন [৩]; এবং পূর্ণ-কুম্ভ ও প্রোক্ষণ জলপাত্রের যথাবৎ সংস্কার সাধন করিবেন। সেই জল দ্বারা দেবপূজা-স্থান, দ্রব্যসমূহ, এবং আপনাকে প্রোক্ষণ করিয়া, জল এবং তাবৎ দ্রব্যসকলের দ্বারা তিন পাত্রের [৪] সংস্কার করিবেন। পূজক, তিন পাত্রকে হৃন্মন্ত্র, শিরোমন্ত্র, শিখামন্ত্র ও গায়ত্রী দ্বারা মন্ত্রপূত করিবেন। বায়ু ও অগ্নি [৫] দ্বারা শোধিত দেহে হৃৎ-পদ্মে অবস্থিত, আমার শ্রেষ্ঠা, সূক্ষ্মা, নারায়ণমূর্ত্তি ধ্যান করিবেন; সিদ্ধেরা ওঁকারের পর যাহা ধ্যান করিয়া থাকেন। নিজের সহিত একীভূত করিয়া চিন্তিতা সেই (মূর্ত্তি) দ্বারা দেহ ব্যাপ্ত হইলে পর, [৬] (অগ্রে তাহাতেই মানস উপচার দ্বারা) পূজা করত তন্ময় হইয়া প্রতিমাদিতে আবাহন ও (স্থাপন মুদ্রা দ্বারা) স্থাপন করিয়া অঙ্গন্যাসপূর্ব্বক আমার পূজা করিবেন। ধর্ম্মাদি, ও নয় (শক্তি [৭]) দ্বারা আমার আসন,

---

৩। অর্থাৎ, উহা হইতে নির্ম্মাল্যাদি অপসারণ করিবেন।

৪। পাদ্যপাত্র; অর্ঘ্যপাত্র; আচমনীয়পাত্র॥
তন্মধ্যে শ্যামাক, দূর্ব্বা, পদ্ম ও অপরাজিতাদি দ্বারা পাদ্য; চন্দন, পুষ্প, আতপতণ্ডুল, যব, কুশাগ্র, তিল, সর্ষপ, এবং দূর্ব্বা; এই অষ্ট দ্রব্য দ্বারা অর্ঘ্য; আর, জাতী, লবঙ্গ, ও কক্কোল, দ্বারা আচমনীয় বিরচিত হইয়া থাকে।

৫। কোষ্ঠগত "বায়ু"; আর, আধারস্থানগত "অগ্নি"।

৬। যেমন দীপালোক দ্বারা গৃহ।

৭। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য; এই চারিটী আসনরূপ পর্য্যঙ্কের চারি পাদ। অধর্ম্মাদি পূর্ব্বাদিক্রমে পর্য্যঙ্কের গাত্র। গুণত্রয় তাহার ফলক। আর মধ্যভাগে বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানযোগা, ক্রিয়া-যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা, এবং অনুগ্রহা; এই নয় শক্তি।

(এবং তন্মধ্যে) কর্ণিকা ও কেশর সকলের দ্বারা উজ্জ্বল অষ্টদল-পদ্ম [৮] কল্পনা করিয়া বেদ ও তন্ত্র দ্বারা উভয়[৯]-সিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে পাদ্য, আচমনীয়, ও অর্ঘ্যাদি উপচার সকল নিবেদন করিবেন। পরে, সুদর্শন, পাঞ্চজন্য (শঙ্খ), গদা, খড়্গ, বাণ, ধনুঃ, হল, মুষল, কৌস্তুভ, মালা ও শ্রীবৎসের পূজা করিবেন। সুনন্দ, নন্দ, প্রচণ্ড, চণ্ড, মহাবল, বল, কুমুদ, কুমুদ, কুমুদেক্ষণ, গরুড়, দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস, বিষ্বক্সেন, গুরুগণ, এবং দেবগণ, (দেবের) এই সকল সহচরগণের যথাস্থানে [১০] প্রোক্ষণাদি দ্বারা পূজা করিবেন। বিভব থাকিলে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক, সর্ব্বদা উশীর, কর্পূর, কুঙ্কুম ও অগুরু-বাসিত জল দ্বারা স্নান করাইবেন। স্বর্ণ অর্ঘ্য মন্ত্র, মহা-পুরুষ-বিদ্যা, পৌরুষসূক্ত, সাম, ও রাজনাদি [১১] দ্বারা পূজা করিবেন। বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, পত্র, [১২] মাল্য, চন্দন ও লেপন দ্বারা অলঙ্কৃত করিবেন। (যদি) আমার ভক্ত (হন, তাহা হইলে) প্রেমের সহিত যথোচিতরূপে (অল-ঙ্কৃত করিবেন)। পূজক আমাকে পাদ্য, আচমনীয়, চন্দন, পুষ্প, আতপতণ্ডুল, ধূপ, দীপ, ও উপহার সকল শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিবেদন করিবেন। থাকিলে, গুড়, পায়স, ঘৃত,

---

৮। তন্মধ্যস্থ সূর্য্যাদি মণ্ডল। ৯। বেদতন্ত্রোক্ত ভোগ ও মুক্তি।

১০। নন্দাদি অষ্ট পার্ষদগণের অষ্ট দিকে ; গরুড়ের সম্মুখে ; দুর্গাদির কোণ সকলে ; গুরুগণের বামে ; এবং ইন্দ্রাদি লোকপাল দেবগণের পূর্ব্বাদি দিক্‌ক্রমে পূজা করিবেন।

১১। "আদি" শব্দে রোহিণী প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।
স্বর্ণ অর্ঘাদি বেদের মন্ত্র বিশেষ।

১২। কপোলহৃদয়াদি স্থলে লিখিত পত্রভঙ্গ ;—অর্থাৎ, ছাবা। বাং।

শষ্কুলী,[১৩] অপূপ-সমূহ, মোদক, সংযাব, দধি, ও ব্যঞ্জনের নৈবেদ্য দিবেন। অভিষেক, উন্মর্দ্দন, আদর্শ, দন্তধাবন, পঞ্চামৃত স্নান, এবং অন্নাদিপূর্ব্বক গীত ও বাদ্য পর্ব্ব দিবসে করিবেন; অথবা [১৪] প্রতিদিন (করিবেন)। নিজ নিজ অধিকারভুক্ত বেদোক্ত-কর্ম্মজ্ঞাপক সূত্র অনুসারে মেখলা, কুশ, ও বেদিদ্বারা কুণ্ড বিরচিত হইলে পর, (তাহার) চারি দিকে অগ্নি স্থাপন করত হস্ত দ্বারা দীপিত করিয়া একত্র মেলন করিবেন। অনন্তর চতুষ্পার্শ্বে কুশ বিস্তার করত অন্বাধা নামক ব্যাহৃতি [১৫] দ্বারা যথাবিধি সমিৎ-প্রক্ষেপাদিরূপ কর্ম্ম করিয়া (অগ্নির উত্তর দিকে) হোমোপযোগি দ্রব্য সকল রাখিয়া প্রোক্ষণী-পাত্রস্থ জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া অগ্নিতে আমাকে (বক্ষ্যমাণরূপে) ভাবনা করিবেন;—দেখিতে তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়; শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম দ্বারা শোভমান; চতুর্ভুজ; শান্ত; পদ্মকিঞ্জল্কের বসনপরিধায়ী; (অঙ্গে) স্ফূর্ত্তিশীল কিরীট, কটক, কটিসূত্র ও শ্রেষ্ঠ অঙ্গদ; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস; শোভমান-কৌস্তুভধারী; বনমালী। (এই রূপ) ধ্যান করত পূজা করিয়া ঘৃত দ্বারা সংসিক্ত শুষ্ক সমিধ্ প্রক্ষেপ করত আঘার (নামক) দুই যাগ, ও তন্নিমিত্তক আহুতি সকল প্রদান, করিয়া প্রতি মন্ত্রে আহুতিগ্রহণপূর্ব্বক মুলমন্ত্র এবং পুরুষসূক্ত দ্বারা ঘৃতসিক্ত হবনীয় দ্রব্য হোম করিবেন। পণ্ডিত ন্যায়ানুসারে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র দ্বারা ধর্ম্মাদির উদ্দেশে স্বিষ্টিকৃত [১৬] হোম

১৩। তৈলপক্ব মিষ্টান্ন বিশেষ। ১৪। বিভব থাকিলে।
১৫। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সপ্ত মন্ত্র।
১৬। হোম বিশেষ।

করত, অনন্তর (অগ্নিমধ্যস্থ ভগবান্‌কে) পূজা, পরে নমস্কার করিয়া, (অবশেষে) পার্ষদদিগকে বলি প্রদান করিবেন। নারায়ণাত্মক ব্রহ্মকে স্মরণ করত মূল মন্ত্র জপ করিবেন। (তাহার পর) আচমনীয় প্রদান করিয়া নৈবেদ্যভাগ বিষ্বক্‌সেনকে দান করিবেন; (পশ্চাৎ আপনি ভোজন করিবেন। তদন্তর) সুগন্ধ-বিশিষ্ট তাম্বূলাদি মুখশুদ্ধি নিবেদন করিয়া, তাহার পরেও পূজা করিবেন। (আমাকে) গান, (আমার নামকর্ম্মাদি-) কীর্ত্তন, নৃত্য, আমার কর্ম্মসকলের অভিনয়করণ, আমার কথা শ্রবণ ও শ্রাবণ করত ক্ষণকাল অবসর লাভ করিবেন। উচ্চাবচ পৌরাণ ও প্রাকৃত স্তবস্তুতি দ্বারা স্তব করত "ভগবন্! প্রসন্ন হউন্" এই বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। দক্ষিণ ও বাম বাহু দ্বারা ক্রমান্বয়ে আমার দক্ষিণ ও বাম পাদ মস্তকে লইয়া "হে ঈশ্বর! আমি প্রপন্ন; মৃত্যু ও গৃহরূপসাগর হইতে ভীত; আমাকে ত্রাণ করুন"; (এই বলিয়া নমস্কার করিবেন।)

এইপ্রকার প্রার্থনা হেতু আমি নির্ম্মাল্য প্রদান করিলে, আদরপূর্ব্বক তাহা মস্তকে করিয়া, যদি বিসর্জ্জনীয় হয়, তাহা হইলে (প্রতিমাতে যে জ্যোতিঃ ন্যাস করা হইয়াছিল, সেই) জ্যোতিকে আবার (হৃৎপদ্মস্থ-) জ্যোতিতে বিসর্জ্জন করিবেন। প্রতিমাদির মধ্যে যখন যাহাতে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে তাহাতে অর্চ্চনা করিবেন। আমি সকলের আত্মা; সর্ব্বভূতে এবং আত্মাতেও অবস্থিত। পুরুষ এইপ্রকার বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগমার্গ দ্বারা পূজা করিয়া আমার নিকট বাঞ্ছিত

সিদ্ধি লাভ করেন। আমার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করাইয়া দৃঢ় মন্দির নির্ম্মাণ করাইবে। পূজাদির প্রবাহের নিমিত্ত পূজা-যাত্রা-ও-উৎসব-সমন্বিত রম্য পুষ্পোদ্যান, এবং ক্ষেত্র, আপণ, নগর ও গ্রাম সকল মহাপর্ব্ব দিবসে, অথবা প্রত্যহ দান করিয়া আমার সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে। প্রতিষ্ঠা দ্বারা চক্রবর্ত্তিপদ; মন্দির দ্বারা ত্রিভুবন; পূজাদি দ্বারা ব্রহ্মলোক; এবং (এই) তিনের দ্বারা আমার সহিত সমতা প্রাপ্ত হইবে। আকঙ্ক্ষাশূন্য ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়; যিনি এইরূপ পূজা করেন, তিনি ভক্তিযোগ লাভ করেন। যিনি নিজের দত্ত বা অন্যের দত্ত দেববৃত্তি বা ব্রাহ্মণবৃত্তি হরণ করেন' তিনি অযুত বৎসর বিষ্ঠাভোজী (ক্রিমি) হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরকালে কর্ত্তার (যে ফল,) সহকারীর এবং অনু-মোদনকর্ত্তারও সেই ফল; যে হেতু ইহাঁরা কর্ম্মের অংশী অধিক কর্ম্মে অধিক (ফল)।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

অষ্টাবিংশধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, প্রকৃতি ও পুরুষ দ্বারা বিশ্বকে একাত্মক দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্মসকলের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। যিনি পরের স্বভাব ও কর্ম্মসকলের নিন্দা বা প্রশংসা করেন, তিনি অনর্থক্-অভিনিবেশ হেতু শীঘ্র নিজ প্রয়োজন হইতে ভ্রষ্ট হন। রাজস অহঙ্কারের কার্য্য (ইন্দ্রিয়গণ) নিদ্রা দ্বারা অভিভূত হইলে, দেহস্থ জীব (স্বপ্নরূপ) মায়া, অথবা (তাহার পর) চেতনাশূন্য হইয়া (সুষুপ্তিরূপ) মৃত্যু প্রাপ্ত হন; সেইরূপ দ্বৈতবিষয়ে অভিনিবেশকারী পুরুষ (বিক্ষেপ ও লয়) প্রাপ্ত হয়। দ্বৈত, বস্তু নহে; তাহার মধ্যে ভালই কি? আর মন্দই কি? যাহা বাক্য দ্বারা কথিত, এবং মনোদ্বারা চিন্তিত, তাহা মিথ্যা। প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি ও (শুক্তিতে রজত-ভ্রমাদি) ভ্রম, বস্তু না হইয়াও বস্তু জ্ঞান করায়; এইরূপ দেহাদি পদার্থসকলও মৃত্যুপর্য্যন্ত ভয় উৎপাদন করে। সেই প্রভু ঈশ্বর আত্মাই এই বিশ্ব হইয়া সৃষ্ট হন, ও সৃজন করেন; পালিত হন ও পালন করেন; সংহৃত হন ও সংহার করেন। অতএব সৃজ্যাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মা হইতে অন্য পদার্থ নিরূপিত হয় না। আত্মাতে এই (যে) ত্রিবিধা[১] প্রতীতি, (ইহা) নির্ম্মূলা নিরূপিতা হইয়াছে। এই গুণময় ত্রিবিধকে মায়াকৃত বলিয়া জান। আমি (যে) জ্ঞানবিজ্ঞানবিষয়ে নিষ্ঠা কহিলাম, (যিনি) ইহা জানিয়াছেন, (তিনি)

১। অধ্যাত্ম, অধিদৈব, এবং অধিভূত।

নিন্দাও করেন না, স্তবও করেন না; সূর্য্যের ন্যায়[২] সংসারে বিচরণ করেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, নিয়ম এবং নিজের অনুভব দ্বারা (আত্মভিন্নকে) আদ্যন্তশালী ও অসৎ জানিয়া সঙ্গপরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারে বিচরণ করিবে।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, সংসার না আত্মার, না দেহের, (কাহারই ঘটে না; কারণ,) এক, দ্রষ্টা, (অপর,) দৃষ্ট; (অতএব) অজড়, আর জড়। হে ঈশ্বর! তবে কাহার ঘটে? ইহার ত উপলব্ধি হইয়া থাকে[৩]। আত্মা অব্যয়, গুণহীন, শুদ্ধ, জ্যোতিঃ-স্বরূপ, এবং অনাবৃত[৪] ও অগ্নিতুল্য; (আর,) দেহ জড়;—কাষ্ঠসদৃশ। লোকে সংসার কাহার হয়?

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যত দিন দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, তত দিন সংসার, পদার্থ না হইলেও, অবিবেকীর সম্বন্ধে স্ফূর্ত্তি পায়। পদার্থ নাই বটে, কিন্তু ইঁহার পক্ষে সংসার নিবৃত্তি পায় না; (কারণ ইনি) বিষয়সকল চিন্তা করিয়া থাকেন; যেমন স্বপ্নে অর্থবোধ হয়। যেরূপ স্বপ্ন, নিদ্রিত ব্যক্তির সম্বন্ধে বিবিধ পদার্থ সৃজন করে; আবার সেই (স্বপ্নই) জাগ্রত ব্যক্তির মোহ করিতে পারে না। শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এবং স্পৃহাদি, (আর) জন্ম ও মৃত্যু, দেহাদিসন্নিকর্ষেরই দেখা যায়[৫]; আত্মার

২। অর্থাৎ, সর্ব্বত্র সমান ভাবে।

৩। সুতরাং উভয়েরও ঘটিল না।

৪। অব্যয়াদি ৫টী বিশেষণ দ্বারা ক্রমান্বয়ে আত্মাতে নাশাদি, ভোগাদি, পুণ্যাপুণ্যাদি, অজ্ঞান, ও পরিচ্ছেদের অসম্ভাবনীয়তা প্রতিপাদন করা হইল।

৫। অর্থাৎ, অহঙ্কারের। কারণ, সুষুপ্তিকালে ঐ সকলের অনুভব হয় না।

নহে। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনেতে অভিমানশালী আত্মাই অন্তঃস্থ জীব; (অতএব) গুণ-কর্ম্ম-মূর্ত্ত; (সুতরাং তিনিই) "প্রকৃতি," "মহান্" ইত্যাদি বিবিধপ্রকারে কীর্ত্তিত হইয়া ঈশ্বরের বশে সংসারের সর্ব্বত্র ধাবিত হন[৬]। অমূল, (তথাপি) বহুরূপে প্রকাশিত এই মন, বাক্য, প্রাণ, শরীর ও কর্ম্মকে[৭] গুরূপাসনাতে করিয়া শাণিত জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা ছেদন করত মুনি, বিতৃষ্ণ হইয়া, পৃথিবী পর্য্যটন করেন। "এই (বিশ্বের) আদিতে ও অন্তে যে কারণ ও প্রকাশক (বস্তু ছিল, ও থাকিবে,) মধ্যেও কেবল তাহাই;" বেদ, স্বধর্ম্ম, প্রত্যক্ষ, উপদেশ ও তর্ক দ্বারা (এইপ্রকার যে) বিবেক (উৎপন্ন হয়, তাহাই) জ্ঞান। যেমন, যে সুবর্ণ, সমুদায় সুবর্ণ-নির্ম্মিত দ্রব্যের পূর্ব্বে (ছিল,) এবং পরেও (থাকিবে;) তাহাই সুন্দররূপে গঠিত নানা নামে ব্যবহৃত হইয়া উহাদিগের মধ্যেতেও থাকে; তেমনি আমিও এই (বিশ্বের)। অহে! অবস্থা-ত্রয়-সম্পন্ন মন; গুণত্রয়; এবং কারণ, কার্য্য, ও কর্ত্তা যে শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত অন্বয়ব্যতিরেক[৮] দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাই সত্য। যে কার্য্য ও প্রকাশ্য[৯] পূর্ব্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না, তাহা মধ্যেও নাই;—কেবল নামমাত্র; কারণ, যাহা যাহা অন্যের দ্বারা জাত ও প্রকাশিত, তাহা তাহা তাহাই

৬। অতএব মুক্তি জড়দেহের না হইয়া আত্মারই হইতেছে; সুতরাং মুক্তিতে দেহাদি-উৎপাদক অহঙ্কার থাকিতে পারিতেছে না।

৭। অথবা, মনঃ (প্রভৃতিতে যাহা করা যায়) অর্থাৎ, অহঙ্কার।

৮। অর্থাৎ, থাকিলে থাকা, এবং না থাকিলে না থাকা। যেমন;—চুল্লীতে ধূমের অন্বয়; এবং জলে ব্যতিরেক।

৯। অর্থাৎ, প্রপঞ্চ।

হইবে; আমার এই বুদ্ধি। এই যে বিকারসমূহ, ইহা পূর্ব্বে ছিল না; ব্রহ্ম রজোগুণ দ্বারা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন;—প্রকাশও করিয়াছেন। ব্রহ্ম স্বতঃ-সিদ্ধ; এবং প্রকাশক; অতএব ব্রহ্মই ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র, মন ও পঞ্চভূত ইত্যাদি নানারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মবিবেকের সাধন [১০] সকলের দ্বারা, এবং গুরুকে নিমিত্ত করত দেহে আত্মজ্ঞান-দূরী-করণ দ্বারা এইপ্রকারে স্পষ্টরূপে আত্মসন্দেহ ছেদন করত আত্মানন্দে সন্তুষ্ট হইয়া সমুদায় কামুকের [১১] সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। পার্থিব শরীর আত্মা নহে; ইন্দ্রিয়বর্গ, দেবতা, প্রাণ, বায়ু, জল, অগ্নি, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, এবং অহঙ্কার (আত্মা নহে; কারণ অন্নমাত্র [১২]) আকাশ, পৃথিবী, অর্থ, এবং প্রকৃতিও (আত্মা নহে, কারণ জড়।) যাঁহার পক্ষে আমার স্বরূপ সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে, গুণাত্মক ইন্দ্রিয়সকল সমাহিত হওয়াতে তাঁহার কি গুণ হয়? চঞ্চল হওয়াতেই বা কি দোষ ঘটে? মেঘ সকল আগমন বা গমন করাতে রবির কি হয়? যেমন আকাশ বায়ু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবীর গুণগণের সহিত, কিম্বা আগত ও বিগত ঋতু-গুণ-সমূহের সহিত আসক্ত হয় না, তেমনি অহঙ্কারের পরবর্ত্তী অক্ষর (আত্মা) সংসারের হেতুভূত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোমলার সহিত যুক্ত হন না। তথাপি, যত দিন মদীয় দৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা মনোরঞ্জন রাগ নিরস্ত না হয়, তত দিন মায়ারচিত গুণগণের সঙ্গ

১০। পূর্ব্বে কথিত বেদ, স্বধর্ম্ম, প্রত্যক্ষ, উপদেশ ও তর্ক।

১১। ইন্দ্রিয়াদির।

১২। অর্থাৎ, অন্ন দ্বারা তাহাদিগের পুষ্টি হয়।

পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যেমন মনুষ্যদিগের রোগ অসম্যক্-রূপে চিকিৎসিত হইলে পুনঃ পুনঃ প্ররোহিত হইয়া বিশেষ যাতনা দেয়, এইপ্রকার যাহার রাগ ও (রাগমূলক) কর্ম্ম সকল দগ্ধ হয় নাই, অতএব (পুত্রাদি) সমুদায়ের প্রতি আসক্ত, এতাদৃশ মন কুযোগীকে বিদ্ধ করে। যে সকল কুযোগী দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত মনুষ্যভূত [১৩] বিঘ্নসকলের দ্বারা ভ্রষ্ট হন, তাঁহারা জন্মান্তরে প্রাক্তনঅভ্যাসবলে যোগই প্রাপ্ত হন, কর্ম্মবিস্তার (প্রাপ্ত হন না। বিদ্বান্ ভিন্ন অন্য) এই জীব কোনও সংস্কার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্ম্ম করে, এবং কৃত হয় [১৪]; বিদ্বান্ (কিন্তু) দেহেতে অবস্থিত হইয়াও আত্মানন্দসম্ভোগ দ্বারা নিবৃত্ত-তৃষ্ণ হইয়া তাহাতে (আসক্ত হন) না। যাঁহার বুদ্ধি আত্মাতে অবস্থিত, দেহ অবস্থিতই থাকুক; উপবিষ্টই থাকুক; গম-নই করুক্; শয়ানই থাকুক্; মূত্র পরিত্যাগই করুক্; অন্নই ভক্ষণ করুক্; স্বভাব-সিদ্ধ (দর্শন স্পর্শনাদি) অন্য কোনও কর্ম্মই করুক্; উহাকে অবগত হয় না। পণ্ডিত, যদিও বহির্মুখ ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় দেখিতে পান, তথাপি অনু-মান দ্বারা বাধিত হওয়াতে, [১৫] আত্ম-ব্যতিরিক্তকে বস্তুস্বরূপ বোধ করেন না। যেমন (নিদ্রিত ব্যক্তি) জাগ্রত হইয়া, তিরোভূত হইতেছে যে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু, তাহাকে (বস্তু জ্ঞান করেন না)। অহো! পূর্ব্বে [১৬] গুণকর্ম্মসকলের দ্বারা বিবিধ

১৩। পুত্রাদি।
১৪। অর্থাৎ, সেই কর্ম্ম দ্বারা পুষ্টি আদি প্রাপ্ত হয়।
১৫। যথা ;—" ইহা মিথ্যা ; কারণ নানা ;—যেমন স্বপ্ন।
১৬। অর্থাৎ, বদ্ধাবস্থায়।

প্রকার যে (দেহ-ইন্দ্রিয়াদিরূপ) অজ্ঞান আত্মাতে অভেদ-স্বরূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাহাই আবার জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়; আত্মা গৃহীতও হন না; ত্যক্তও হন না। যেমন সূর্য্যের উদয় মনুষ্য-চক্ষু-সমূহের অন্ধকারই দূর করে, কিন্তু পদার্থ সৃজন করে না; এইরূপ সাধ্বী, নিপুণা, আত্মবিদ্যা পুরুষের বুদ্ধির অন্ধকার নাশ করে। এই আত্মা জ্যোতিঃ-স্বরূপ, অজ, অপ্রমেয় এবং সমুদায়-অনুভূতি[১৭]-স্বরূপ, (অতএব) মহা-অনুভূতি; এবং এক; অদ্বিতীয়; আর বাক্যের অগোচর; (কারণ,) বাক্য ও প্রাণ ইহঁা দ্বারা প্রেরিত হইয়া কার্য্য করিতেছে। অভিন্ন আত্মাতে যে বিকল্প, এই মনের ভ্রম; যে হেতু নিজ আত্মা ভিন্ন ইহার আশ্রয় নাই। নামরূপ দ্বারা উপলক্ষিত, পঞ্চভূতাত্মক যে দ্বৈত, ইহা বাধিত নহে; এই বিষয়ে যাঁহারা "আমরাই পণ্ডিত" এইরূপ বোধ করেন, তাঁহাদিগের (এই প্রতীতি হয় যে, "দ্বৈত কেবল নামমাত্র" বেদান্তেতে এই যাহা কথিত আছে) ইহা অর্থবাদ[১৮]; (তত্ত্ববেত্তাদিগের এরূপ প্রতীতি হয় না; কারণ) অর্থ বাস্তবিক নাই, (তথাপি পণ্ডিতাভিমানী-দিগের ঐ প্রতীতি হইতেছে)। যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, (কিন্তু) এখনও যোগ পক্ক হয় নাই, এরূপ যোগীর

১৭। অর্থাৎ, প্রমাণ॥
"প্রমাণ" নৈয়ায়িকমতে চারিপ্রকার;—(১) প্রত্যক্ষ; (২) অনুমান; (৩) উপমা; (৪) শাব্দ॥ বৈশেষিকেরা এবং বৌদ্ধেরা দুই প্রমাণ স্বীকার করেন, (১) প্রত্যক্ষ; (২) অনুমান। সাংখ্যাদি তিন প্রমাণ স্বীকার করেন;—(১) প্রত্যক্ষ; (২) অনুমান; (৩) শাব্দ। নাস্তি-কেরা প্রত্যক্ষ মাত্র এক প্রমাণ স্বীকার করেন। সাংখ্য এবং বৈদান্তিকেরা বুদ্ধিকেও প্রমাণ বলেন।

১৮। অর্থাৎ, অতিরিক্ত নিন্দা।

শরীর (অভ্যন্তর হইতেই) উত্থিত উপদ্রব[১৯] সকলের দ্বারা যদি বিঘ্নীকৃত হয়, সে বিষয়ে এই[২০] বিধি বিহিত হইয়াছে ;—কতকগুলিন উপসর্গকে যোগধারণা[২১] দ্বারা; কতকগুলিকে ধারণাসংযুক্ত আসন[২২] দ্বারা; কতকগুলিকে[২৩] তপস্যা, মন্ত্র এবং ঔষধ দ্বারা বিশেষরূপে দাহ করিবেন। কতকগুলি অশুভদায়ক (উপদ্রবকে[২৪]) আমার চিন্তা ও নাম-সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা; (কতকগুলিকে[২৫]) বা যোগেশ্বরদিগের অনুবৃত্তি দ্বারা অল্পে অল্পে নাশ করিবেন। কতকগুলিন পণ্ডিত বিবিধ উপায় দ্বারা এই দেহকে জরারোগাদিরহিত, এবং যৌবনে অবস্থাপিত করিয়া, পরে সিদ্ধির[২৬] নিমিত্ত যোগ[২৭] করেন। প্রাজ্ঞ জনেরা তাহার আদর করেন না কারণ, বনস্পতির ফলের ন্যায়, শরীরের নাশ আছে[২৮]। নিত্য যোগাচরণ করিতে করিতে (যোগীর) দেহ যদি জরা-রোগাদিরহিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে মৎ-পর বুদ্ধিমান্

১৯। রোগাদি।

২০। বক্ষ্যমাণ।

২১। অর্থাৎ, চন্দ্র-সূর্য্যাদি-ধারণা। এতদ্দ্বারা সন্তাপ ও শৈত্যাদি উপদ্রব সকল নাশ করিবে।

২২। অর্থাৎ, বায়ুধারণাসংযুক্ত আসন। এতদ্দ্বারা বায়ুরোগাদি উপদ্রব সকল নাশ করিবেন।

২৩। পাপ, গ্রহ ও সর্পাদি দ্বারা কৃত উপদ্রব সকলকে।

২৪। কামাদিকে।

২৫। দম্ভাদিকে।

২৬। পরের শরীরে প্রবেশকরণ-সামর্থ্য-রূপ যোগসিদ্ধির।

২৭। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধির অনুরূপ "যোগ"।

২৮। অর্থাৎ, যেমন বনস্পতি (বৃহৎ বৃক্ষ) স্থায়ী ;—এবং তাহার ফল অস্থায়ী, তেমনি আত্মা স্থায়ী ;—শরীর অস্থায়ী। অতএব বনস্পতির ন্যায় স্থায়ী আত্মারই উৎকর্ষ সাধন কর্ত্তব্য ; ফলের ন্যায় নশ্বর শরীরের উৎকর্ষ সাধন বিধেয় নহে।

(যোগী,) যোগ পরিত্যাগ করিয়া উহাকে[২৯] বিশ্বাস করিবেন না। যে যোগী আমার শরণ লইয়াছেন, তাঁহাকে বিঘ্ন-সকলের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না; (তিনি) নিস্পৃহ এবং আত্মসুখে অনুভবশালী।

পরমার্থ-নির্ণয়নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, যাঁহার মন বশীভূত হয় নাই, বোধ করি, তাঁহার পক্ষে এরূপ যোগাচরণ নিতান্ত দুশ্চর। হে অচ্যুত! যাহাতে পুরুষ অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারিবে, যেন সুন্দররূপে বুঝিতে পারি, এইরূপ করিয়া, তাহা আমাকে বল। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রায়ই মনোযোগকারী যোগিগণ ধ্যেয় বস্তুতে নিরন্তরমনোধারণা করিতে না পারা হেতু মনোনিগ্রহবিষয়ে কাতর হইয়া ক্লেশ পান। হে পদ্ম-নয়ন! হে বিশ্বেশ্বর! এই হেতু, যাঁহারা সারাসার-বিচারে চতুর, তাঁহারা তোমার সমস্ত-আনন্দ-পরিপূরক পাদপদ্ম ভজনা করেন। ইহাঁরা তোমার মায়া দ্বারা বিহত নহেন; (অতএব) যোগকর্ম্মসকলের জন্য গর্ব্বিত হন না।

২৯। অর্থাৎ, ঐ যোগসিদ্ধিকে।

হে অচ্যুত! হে অশেষবন্ধো[১]! যাঁহাদিগের অন্য শরণ নাই, তোমার সেই সকল দাস যে তোমার এইরূপ বশীভূত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? (ব্রহ্মাদি-) ঈশ্বরগণের শোভমান কিরীটের অগ্রভাগ তোমার চরণে বিলুলিত; তথাপি তুমি নিজে[২] বানরগণের সহিত সখ্য করিয়াছিলে[৩]। যিনি স্বীয় জনের[৪] প্রতি তোমার কার্য্য জানেন, রূপ কোন্ ব্যক্তি জগতের চেতনপ্রদাতা, (অতএব) ঈশ্বর, আশ্রিতদিগের সর্ব্বার্থ-প্রদ, প্রিয়তম[৫] তোমাকে, পরিত্যাগ করিবেন? কিনিই বা ঐশ্বর্য্য এবং (সংসার-) বিস্মৃতির জন্য অন্য কোনও (দেবতাকে) ভজন করিবেন? তোমার পাদ-রজঃ-সেবী আমাদিগের কি না হইবে? হে ঈশ্বর! তুমি বাহ্যে গুরুরূপে এবং অভ্যন্তরে অন্তর্যামীরূপে শরীরীদিগের বিষয়বাসনা দূর করত নিজ রূপ প্রকাশ করিয়া থাক; (অতএব) যাঁহাদিগের ব্রহ্মার ন্যায় পরমায়ু, সেই ব্রহ্মবেত্তারাও তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হন না; (কারণ, তোমার কৃত) উপকার স্মরণ করিলে, তাঁহাদিগের আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, যিনি নিজ শক্তিসকলের[৭] দ্বারা মূর্ত্তিত্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; এবং জগৎ যাঁহার ক্রীড়ার উপ-

---

১। অর্থাৎ, অশেষপ্রকারে বন্ধু।
২। অর্থাৎ, প্রীতিপূর্ব্বক।
৩। রাম অবতারে।
৪। বলি ও প্রহ্লাদাদির প্রতি।
৫। অতএব, অবশ্য-ভজনীয়।
৬। অর্থাৎ, সুসেব্য।
৭। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ।

করণসামগ্রী; সেই ঈশ্বরের ঈশ্বর, সাতিশয়-অনুরক্ত-চেতা উদ্ধব কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রেমসহিত মনোহর হাস্য করিয়া কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আচ্ছা; সুখস্বরূপ মদীয় ধর্ম্ম সকল তোমাকে কহিব; যে সকল শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আচরণ করিয়া মর্ত্ত্য দুর্জ্জয় সংসার জয় করে। আমাতে মন ও চিত্ত সমর্পণ করিলে আমার ধর্ম্মে আত্মা ও মনের রতি হইবে। এইরূপ হইয়া আমাকে স্মরণ করত আমার নিমিত্ত নিরুদ্বেগ হইয়া সকল কর্ম্ম করিবে। মদীয় ভক্ত সাধুগণ কর্ত্তৃক আশ্রিত পুণ্য দেশ সকল, এবং দেব, অসুর ও মনুষ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা আমার ভক্ত, তাঁহাদিগের কর্ম্ম সকল আশ্রয় করিবে। পৃথক্, অথবা মিলিত হইয়া আমার উদ্দেশে নৃত্য-গীতাদি মহারাজ-বিভূতিসকলের দ্বারা পর্ব্ব, যাত্রা, ও মহোৎ-সব সকল করাইবে। বিমলাশয় হইয়া, আকাশের ন্যায় আবরণশূন্য, (অতএব) পূর্ণ আত্মা আমাকেই সর্ব্বভূতে এবং আপনাতে দর্শন করিবে। হে অতি-প্রাজ্ঞ! এইপ্রকারে কেবল জ্ঞানদৃষ্টি আশ্রয় করিয়া যিনি সকল ভূতকে আমার স্বরূপ বোধ করত সভাজন করেন; এবং ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে; ব্রহ্মস্বাপহারীতে ও ব্রাহ্মণদিগকে দান কর্ত্তাতে; সূর্য্যে ও স্ফুলিঙ্গে; অক্রূরে ও ক্রূরে যাঁহার সমান দৃষ্টি, তিনি পণ্ডিত সম্মত। যে পুরুষ নিত্য মনুষ্যসকলে আমার স্বরূপ ভাবনা করেন, নিশ্চয় তাঁহার স্পর্দ্ধা, অসূয়া, তির-স্কার, ও অহঙ্কার শীঘ্র নাশ পায়। হাস্যকারী বন্ধুকে; ("আমি উত্তম, সে নীচ") দেহের প্রতি এই দৃষ্টিকে; এবং

(এই-দৃষ্টিজন্য) লজ্জাকে পরিত্যাগ করিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, এবং গর্দ্দভপর্য্যন্তকে ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে। যত দিন সমুদায় ভূতে আমারস্বরূপজ্ঞান না জন্মে, তত দিন বাক্য, মন ও দেহের বৃত্তি দ্বারা এইপ্রকারে উপাসনা করিবে। সর্ব্বত্র ঈশ্বর-দৃষ্টিতে করিয়া যে বিদ্যা (জন্মিবে,) তদ্দ্বারা তাঁহার পক্ষে সমুদায় ব্রহ্মময় হইবে। (অতএব) সর্ব্ব-দিকেই ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া সংশয় মুক্তি পাওয়াতে, ক্রিয়া মাত্র হইতে উপরত হইবেন। মন, বাক্য ও দেহবৃত্তি দ্বারা সমুদায় ভূতের প্রতি যে আমাকে ভাবিয়া আচরণ, আমি ইহাকেই সমুদায় কল্পের মধ্যে সমীচীন বলিয়া মানি। অহে উদ্ধব! নিষ্কাম মদীয় ধর্ম্মের উপক্রম হইলে, অণু-মাত্রও ধ্বংস হয় না; (কারণ,) নিগুর্ণ বলিয়া, আমি এই ধর্ম্মকে সমীচীন স্থির করিয়াছি। ভয়াদির আয়াসের ন্যায় (ব্যর্থ) যে যে (লৌকিক আয়াস,) সেও যদি ফলকামনা ব্যতীত আমাতে অর্পিত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মই হইয়া থাকে। অসত্য, বিনাশী (মনুষ্যদেহ দ্বারা) এই জন্মেই সত্য ও অবিনাশী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই যে, ইহাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি; এবং পণ্ডিতদিগের চতুরতা। সংক্ষেপ ও বিস্তারপূর্ব্বক দেবগণেরও দুর্গম এই ব্রহ্মবাদ সমগ্ররূপে তোমাকে কহিলাম। বিস্পষ্ট-যুক্তি-যুক্ত জ্ঞান তোমাকে বারম্বার কহিলাম; ইহা জ্ঞাত হইয়া সন্দেহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পুরুষ মুক্ত হইবেন। তোমার এই যে সনাতন, বেদেও গুপ্ত, পরম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল; যিনি এই প্রশ্নেরও অনুসন্ধান করিবেন, তিনি ব্রহ্ম

প্রাপ্ত হইবেন। যিনি ইহা সুস্পষ্টরূপে আমার ভক্তদিগকে প্রদান করিবেন, আমি সেই জ্ঞানোপদেষ্টাকে আপনি আপনাকে দান করিব। যিনি অহরহঃ পবিত্র ও পরম শুচি ইহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবেন, তিনি জ্ঞানদীপ দ্বারা আমাকে প্রদর্শন করত শুদ্ধ হইবেন। যে মনুষ্য স্থিরভাবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য ইহা শ্রবণ করিবেন, তিনি আমাতে ভক্তিমান্ হইয়া কর্ম্মসকলের দ্বারা বদ্ধ হইবেন না। সখে উদ্ধব! তুমি আত্মজ্ঞান ধারণা করিতে পারিয়াছ ত? তোমার মনোজাত এই শোক এবং মোহ কি দূরীভূত হইয়াছে? তুমি ইহা দাম্ভিককে, নাস্তিককে, শঠকে, শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুককে, অভক্তকে এবং দুর্ব্বিনীতকে দান করিও না। এই-সমস্ত-দোষবিহীন, ব্রাহ্মণের হিতেচ্ছু, প্রিয়, পবিত্র সাধুকে দান করিবে; যদি শ্রদ্ধা থাকে, শূদ্রকে এবং স্ত্রীদিগকেও (অর্পণ করিবে)। ইহা জ্ঞাত হইলে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না; অমৃত পান করিলে পেয় অবশিষ্ট থাকে না। জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, বার্ত্তা, এবং দণ্ডধারণবিষয়ে মনুষ্যের যত চতুর্ব্বিধ অর্থ, বৎস! আমি তোমার তত। মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে আত্মা সমর্পণ করত আমার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়, নিশ্চয় তখন অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত এক হইবার যোগ্য হইয়া থাকে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, যোগমার্গের এইপ্রকার উপদেশ পাইয়া তখন উত্তমশ্লোকের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই (উদ্ধবের) অঙ্গ অশ্রুজলে অভিষিক্ত; এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হইল; কিছুই বলিলেন না; অঞ্জলি বন্ধন করিয়া (অবস্থিতি করিতে

লাগিলেন)। রাজন্! (অনন্তর) প্রণয় দ্বারা ক্ষুভিত চিত্তকে ধৈর্য্যপূর্ব্বক প্রতিরোধ করত আপনাকে কৃতার্থ মানিয়া মস্তক দ্বারা যদুপ্রবীরের চরণারবৃন্দ স্পর্শ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, আমি যে মোহময় অন্ধকারকে আশ্রয় করিয়াছিলাম, তোমার সন্নিধান হেতুই তাহা দুরীকৃত হইয়াছে; হে ব্রহ্মার জনক! অগ্নির নিকটবর্ত্তী (ব্যক্তির) পক্ষে শীত এবং অন্ধকারজন্য ভয় কি প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে? (তথাপি) তুমি অনুগ্রহ করিয়া ভৃত্য আমাকে বিজ্ঞানময় প্রদীপ প্রদান করিয়াছ; যিনি তোমার কৃত উপকার জানিয়াছেন, এরূপ কোন্ ব্যক্তি তোমার পাদমূল পরিত্যাগ করিয়া অন্য শরণ আশ্রয় করিবেন? তুমি সৃষ্টিবর্দ্ধনের নিমিত্ত নিজ মায়া দ্বারা দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও সাত্বতগণের প্রতি আমার যে সুদৃঢ় স্নেহপাশ বিস্তার করিয়াছিলে, তাহা (তুমিই আবার) আত্মজ্ঞানরূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিলে। হে মহাযোগিন্! তোমাকে নমস্কার করি; প্রপন্ন আমাকে শিক্ষা দেও, যাহাতে তোমার চরণপদ্মে নিশ্চলা আসক্তি জন্মে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, উদ্ধব! আমার আজ্ঞায় বদরি নামক আশ্রমে গমন কর; সেই স্থানে আমার পাদতীর্থ জলে স্নান ও স্পর্শন দ্বারা পবিত্র হইবে; এবং অলকনন্দার দর্শন দ্বারা বিবিধ বল্কল সকল পরিধান করতঃ তোমার অশেষ পাপ ধৌত হইবে। অহে! (এইরূপ হইয়া তুমি) বল্কল পরিধান করিয়া থাকিবে; বন্য (ফল মূলাদি) আহার করিবে; সুখে

স্পৃহা রাখিবে না; (শীতোষ্ণাদি) দ্বন্দমাত্র সহ্য করিবে; সুশীল হইবে; ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিবে; শান্ত হইবে; সমাহিত চিত্ত দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংযুক্ত হইবে; আমি তোমাকে যাহা শিক্ষা দিলাম, নির্জ্জনে তাহা চিন্তা করিবে; বাক্য ও চিত্ত আমাতে আবিষ্ট করিয়া রাখিবে; এইরূপে আমার ধর্ম্মে নিরত হইবে। তাহার পর তিন[৮] গতি অতিক্রম করিয়া পরমগতি আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, যাঁহাকে স্মরণ করিলে সংসার নাশ পায়, সেই (শ্রীকৃষ্ণ) কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া, উদ্ধব তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, এবং তাঁহার পদদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া, সুখ-দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেও, প্রস্থানসময়ে আর্দ্রচিত্ত হইয়া অশ্রুবারি দ্বারা সেক করিতে লাগিলেন। যাঁহাতে স্নেহ পরিত্যাগ করা যায় না, তাঁহার বিয়োগহেতু ভীত; (অতএব) তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া বিহ্বল হইয়া কষ্টভোগ করিতে লাগিলেন; (অনন্তর) স্বামিপ্রদত্ত পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণ করত বারম্বার নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে মহাভাগবত তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে নিবেশিত করিয়া জগতের প্রধান গুরু যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে বদরিকা আশ্রমে গমন করত তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক হরির স্বরূপ লাভ করিলেন।

যোগেশ্বরেরা যাঁহার পদ ভজনা করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভক্তের প্রতি কথিত, আনন্দসমুদ্রের[৯] সহিত একীকৃত

৮। সত্ত্ব-রজ-স্তমোময়ী।
৯। ভগদ্ভক্তিমার্গের।

এই জ্ঞানামৃত যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্বল্প করিয়াও পান করেন, তিনি মুক্ত হন; (তাঁহার সঙ্গ পাইয়া) জগৎও (মুক্তি পায়)। যে নিগমকর্ত্তা, সংসার ও (জরারোগাদি) ভয় নাশ করিবার নিমিত্ত, যেমন ভৃঙ্গ (পুষ্প হইতে মধু উত্তোলন করে,) তেমনি সাগর হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানরূপ শ্রেষ্ঠ বেদসার অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন; এবং ভৃত্যবর্গকে পান করাইয়াছিলেন; সেই কৃষ্ণনামক আদ্য পুরুষশ্রেষ্ঠকে নমস্কার করিলাম।

উদ্ধবের বদরিকাশ্রমে প্রবেশ নামক
ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

ত্রিংশ অধ্যায়।

———

শ্রীরাজা কহিলেন, তাহার পর মহাভাগবত উদ্ধব বনে প্রস্থান করিলে, ভূতভাবন ভগবান্ দ্বারকাতে কি করিয়াছিলেন; নিজ কুল ব্রহ্মশাপযুক্ত হইলে, যাদবশ্রেষ্ঠ সমুদায় ইন্দ্রিয়ের প্রিয়তম দেহ কিপ্রকারে ত্যাগ করিয়াছিলেন? অবলাগণ যাঁহাতে লগ্ন চক্ষু প্রত্যাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত না; যাহা কর্ণ দ্বারা প্রবেশ করত সাধুদিগের চিত্তে সংলগ্ন হইয়া তাহা হইতে বিচলিত হয় না; যাহার শোভা কীর্ত্তিত হইতে থাকিলে কবিবাক্যের উল্লাস জন্মায়; এবং যাহাকে

অর্জ্জুনের রথস্থিত দর্শন করিয়া যুদ্ধে (মৃত যোদ্ধৃগণ) তাঁহার সারূপ্য লাভ করিয়াছিল; (সেই শরীর কিপ্রকারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন)।

শ্রীঋষি কহিলেন, স্বর্গে, পৃথিবীতে এবং অন্তরীক্ষে সমুত্থিত মহা উৎপাতসকল দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুধর্ম্মা (সভায়) উপবিষ্ট যদুদিগকে এইরূপ কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, দ্বারকায় এই সকল ভয়ানক মহা উৎপাত যমের কেতুস্বরূপ। হে যদুশ্রেষ্ঠসকল! এস্থানে আমাদিগের মুহর্ত্তকালও অবস্থিতি করা উচিত হয় না। স্ত্রী, বালক এবং বৃদ্ধগণ এ স্থান হইতে শঙ্খোদ্ধারে গমন করুক। আমরা প্রভাসে যাইব, যেস্থানে সরস্বতী পশ্চিমবাহিনী। তথায় স্নান করত পবিত্র হইয়া উপবাস করিয়া এবং সুসংযত হইয়া অভিষেক, লেপন ও অর্চ্চন দ্বারা দেবতাসকলের পূজা করিব। আমরা স্বস্ত্যয়ন করিয়া গো, ভূমি, সুবর্ণ, বসন, গজ, অশ্ব, রথ ও গৃহ দ্বারা মহাভাগ ব্রাহ্মণসকলের (অর্চ্চনা করিব)। এই বিধি অশুভ-নাশক; এবং মঙ্গলের উত্তম আলয়। দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং গোগণের পূজা প্রাণীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উৎপত্তির[১] হেতু।

মধুরিপুর এই (বাক্য) শ্রবণ করত সমুদায় যদুবংশের বৃদ্ধ "তাহাই হউক্" এই (বলিয়া) নৌকাসকলের দ্বারা পার হইয়া রথযোগে প্রভাস যাত্রা করিলেন। সেই স্থানে যাদবগণ পরম ভক্তিপূর্ব্বক (অনুক্ত) সমুদায় মঙ্গলকার্য্যের সহিত ও যদুদেবের আজ্ঞা সম্পাদন করিলেন। অনন্তর দৈব কর্ত্তৃক

১। অর্থাৎ, অর্থাৎ দেবলোকে উৎপত্তির।

ভ্রষ্ট-বুদ্ধি হইয়া, যে রসে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়, সেই স্থানে সেই সুরস মৈরেয়ক পেয় পান করিলেন। কৃষ্ণের মায়ায় বিমোহিত, মহাপান দ্বারা সাতিশয় মত্ত, নষ্টচেতন বীরগণের মধ্যে মহা কলহ উৎপন্ন হইল। (তাহার পর) ক্রোধযুক্ত বধোদ্যত হইয়া ধনুঃ, খড়্গ, ভল্ল, গদা, তোমর, ও ঋষ্টি সকলের দ্বারা তীরে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্ম্মদ সকল, ইতস্ততঃ চঞ্চল-পতাকাশালী, রথ ও গজাদির সহিত; গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গো, মহিষ, এবং মনুষ্যদিগের সহিত; এবং অশ্বতরসমূহের সহিত পরস্পর মিলিতি হইয়া, যেমন বনমধ্যে হস্তিগণ দন্ত সকলের দ্বারা, তেমনি শরনিকর দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে জাত-মৎসর হইয়া প্রদ্যুম্ন এবং সাম্ব, অক্রূর এবং ভোজ; অনিরুদ্ধ এবং সাত্যকি; সুভদ্র এবং সংগ্রামজিৎ; দারুণ দুই গদ; আর সুমিত্র ও সুরথ মিলিত হইলেন। অন্যান্য যে নিশঠ ও উল্মুকাদি এবং সহস্রজিৎ, শতজিৎ ও ভানু প্রভৃতি, তাঁহারা মুকুন্দ কর্ত্তৃক বিমোহিত এবং মদ দ্বারা অন্ধীকৃত হইয়া পরস্পরকে পাইয়া সাতিশয় প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি, সাত্বত, মধু, অর্বুদ, মাথুর, শূরসেন, বিসর্জ্জন, কুকুর, ও কুন্তিবংশীয় সকল সৌহার্দ পরিত্যাগ করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। বিমোহিত হইয়া পুত্রগণ পিতৃদিগের সহিত; ভ্রাতৃগণ ভ্রাতৃদিগের সহিত; ভাগিনেয়গণ মাতুলদিগের সহিত; ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পিতৃব্যদিগের সহিত; মিত্রগণ মিত্রদিগের সহিত; এবং সুহৃদ্গণ[২] সুহৃদ্দিগের সহিত

২। যাঁহাদিগের হৃদয় মিত্রেতেই অর্পিত।

যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; এবং জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতিদিগকে প্রহার করিতে থাকিলেন। শরসমূহ শেষ হইলে; ধনুক সকল ভগ্ন হইলে; এবং শস্ত্রনিকর ক্ষয় পাইলে পর, মুষ্টি বদ্ধ করিয়া এরকাতৃণ আঘাত করিতে লাগিলেন। মুষ্টি দ্বারা ধৃত হইয়া সেই সকল (তৃণ) বজ্রতুল্য লৌহদণ্ড হইল। কেই সকল শক্র (তদ্দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন)। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া তাঁহারা তাঁহাকেও (প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন)। রাজন্! মোহিত হইয়া তাঁহাকে এবং বলভদ্রকে প্রতিপক্ষ বোধ করিয়া, বধ করিতে মানস করত বধোদ্যত হইয়া ধাবিত হইলেন। হে কুরুনন্দন! তাঁহারা দুই জনেও সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এরকামুষ্টিরূপ লৌহ-দণ্ড উত্তোলন করত যুদ্ধে বিচরণ করিয়া বধ করিতে লাগি-লেন। যেমন বেণুজাত অগ্নি বনকে, তেমনি স্পর্দ্ধাজন্য ক্রোধ শ্রীকৃষ্ণের মায়া দ্বারা আচ্ছন্নচেতা, ব্রহ্মশাপগ্রস্ত (যাদবগণকে) সংহার করিল।

এইরূপে নিজের সমুদায় বংশ নাশ পাইলে, কেশব অবশিষ্ট থাকিয়া স্বীকার করিলেন, পৃথিবীর ভার অবতারিত হইল। রাম তীরে পরম পুরুষের চিন্তনরূপ যোগ অবলম্বন করত আত্মাতে আত্মা যোজনা করিয়া মানুষ লোক পরিত্যাগ করিলেন। রামের নির্যাণ দর্শন করিয়া ভগবান্ দেবকীনন্দন অশ্বত্থতলে উপস্থিত হইয়া নিজ প্রভা দ্বারা দীপ্তিশালী; শ্রীবৎস-চিহ্ন-ধারী; মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ; তপ্ত-সুবর্ণ-কান্তি; কৌশেয় বস্ত্রযুগল দ্বারা বেষ্টিত; সুমঙ্গল; সুন্দর; হাস্য-বদন-পদ্ম-বিশিষ্ট; নীলকুন্তলে অলঙ্কৃত; পদ্ম-তুল্য-

মনোহর-নয়ন-শালি; স্ফূর্ত্তি-যুক্ত-মকর-কুণ্ডল-সমন্বিত; কটিসূত্র, ব্রহ্মসূত্র, কিরীট, কটক, অঙ্গদ, হার, নূপুর, মুদ্রা[৩] ও কৌস্তুভ দ্বারা শোভিত; অঙ্গে বনমালা দ্বারা এবং মূর্ত্তি-মৎনিজ অস্ত্র সকলের দ্বারা বেষ্টিত; এবং দক্ষিণ উরুতে পঙ্কজ-রক্ত বাম পদ রাখিয়া উপবিষ্ট চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করত, বিধূমিত পাবকের ন্যায়, তূষ্ণীম্ভাবে উপবেশন করিলেন। জরা নামে এক ব্যাধ মূষলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ড দ্বারা বাণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল; (সে) মৃগ আশঙ্কা করিয়া মৃগের আকার তদীয় চরণ বিদ্ধ করিল। সেই অপরাধকারী সেই পুরুষকে চতুর্ভুজ দর্শন করিয়া ভীত হইয়া অসুর-শত্রুর পদযুগলে মস্তক দিয়া পতিত হইল। হে মধুসূদন! পাপ আমি না জানিয়া এই কর্ম্ম করিয়াছি। হে উত্তম-শ্লোক! হে নিষ্পাপ! আমাকে ক্ষমা করা উচিত হইতেছে। যাঁহার স্মরণকে মনুষ্যসকলের অজ্ঞানান্ধকারনাশক বলিয়া থাকে, হে প্রভো! আমি সেই বিষ্ণু আপনার অমঙ্গল করিয়াছি। অতএব, হে বৈকুণ্ঠ! পাপ মৃগলুব্ধককে শীঘ্র সংহার করুন, যাহাতে আমি আর এরূপ সাধুদিগের অতিক্রম না করি। যাঁহার স্বাধীন-মায়া-রচনা বিরিঞ্চি, এবং ইহাঁর পুত্র রুদ্রাদি; আর (অন্যান্য) যে বেদদ্রষ্টৃগণ, তাঁহারাও জানেন না, সেই আপনাকে এই আমরা কি বর্ণনা করিব? আমাদিগের দৃষ্টি তোমার মায়া দ্বারা বিহত; এবং (আমরা) যথার্থ নীচ জাতি।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে জরে! তুমি ভয় করিও না; উত্থান কর; ইহা আমার অভিলাষ সম্পাদন করা হইয়াছে;

৩। নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক।

আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি সুকৃতিদিগের গতি স্বর্গে গমন কর।

ইচ্ছা-শরীরী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ আজ্ঞপ্ত হইয়া তিন বার প্রদক্ষিণ করত তাঁহাকে নমস্কার করিয়া (জরা) বিমানযোগে স্বর্গে গমন করিল।

দারুক শ্রীকৃষ্ণের পদবী অনুসন্ধান করিতেছিলেন; তুলসীর সদ্গন্ধ-সম্পন্ন বায়ু আঘ্রাণ করত উহা প্রাপ্ত হইয়া অভিমুখে গমন করিলেন। সেই স্বামী সেই স্থানে তীক্ষ্ণদ্যুতি-সম্পন্ন এবং অস্ত্রসকলের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অশ্বত্থের মূলে বাস করিয়া আছেন, (দেখিয়া) স্নেহ দ্বারা অভিষিক্তচেতা হইয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক বাষ্পপূরিত লোচনে পাদ-যুগলে পতিত হইলেন; (এবং কহিলেন;) প্রভো! আপনার চরণাম্বুজ না দেখিয়া আমার দৃষ্টি অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষরূপে নষ্ট হইয়াছে। (অতএব,) যেমন তারা-পতি অস্তগমন করিলে পর রাত্রিতে, তেমনি দিক্ সকল স্থির করিতে পারিতেছি না; শান্তিও পাইতেছি না।

হে রাজেন্দ্র! সূত এই কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে গরুড়চিহ্নিত রথ দেখিতে দেখিতে অশ্ব ও ধ্বজের সহিত আকাশে উত্থিত হইল; এবং বিষ্ণুর দিব্য অস্ত্র সকল তাহার অনুগমন করিল। তাহাতে সূতের চিত্ত সাতিশয়-আশ্চর্য্যান্বিত হইলে জনার্দ্দন তাঁহাকে কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, সূত! দ্বারকায় গমন কর; জ্ঞাতি-গণের পরস্পর নিধন; সঙ্কর্ষণের তিরোভাব, এবং আমার দশা বন্ধুদিগকে বল। আর, তোমরা বন্ধুদিগের সহিত দ্বার-

কায় অবস্থিতি করিবে না; সমুদ্র আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা যদুপুরীকে প্লাবিত করিবে। সকলে আপন আপন পরিগ্রহ এবং আমার পিতা মাতাকে লইয়া অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিবে। তুমি আমার ধর্ম্ম অবলম্বন করত জ্ঞাননিষ্ঠ এবং উপেক্ষাকারী হইয়া ইহাকে আমার মায়া দ্বারা বিরচিত জানিয়া উপশম প্রাপ্ত হইবে।

(দারুক) এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে বারম্বার প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করত তাঁহার পাদযুগল মস্তকে স্থাপন করিয়া দুর্ম্মনা হইয়া নগরী যাত্রা করিলেন।

কুলক্ষয় নামক ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo———

একত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীশুক কহিলেন, রাজন্! অনন্তর ব্রহ্মা; ভবানীর সহিত ভব; মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবতা; মুনিগণ; প্রজাপতিগণ; পিতৃগণ; সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর, মহোরগ, চারণ, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরগণ; এবং ব্রাহ্মণগণ ভগবানের তিরোধান দর্শন করিতে অভিলাষী ও সাতিশয় উৎসুক হইয়া শৌরীর জন্ম ও কর্ম্মসকল গান ও বর্ণন করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন। পরম ভক্তি-যুক্ত হইয়া বিমান-শ্রেণী দ্বারা আকাশকে সংকুল করত পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বিভু ভগবান্ পিতামহকে এবং আপনার বিভূতি দেবতা-সকলকে দর্শন করত আপনাতে আপনাকে যোজনা করিয়া পদ্ম-নয়ন-যুগল নিমীলন করিলেন। যাহার সর্ব্বত্র লোকের স্থিতি ; এবং যাহা ধারণা ও ধ্যানের শোভন বিষয় ; সেই নিজ দেহকে আগ্নেয়ী যোগধারণা দ্বারা দগ্ধ না করিয়াই[১] নিজ ধামে প্রবেশ করিলেন। স্বর্গে দুন্দুভিসকল বাজিতে থাকিল ; এবং আকাশ হইতে পুষ্পসমূহ পতিত হইতে লাগিল। পৃথিবী হইতে সত্য, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী তাঁহার অনুগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের গতি জানা যায় না ; (অতএব) ব্রহ্মাপ্রভৃতি দেবতারা তাঁহাকে নিজ ধামে প্রবিষ্ট হইতে দেখিতে পাইলেন না। (কখনও কেহ কেহ দেখিলেন ; তাঁহারা) আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যেমন মনুষ্যগণ, আকাশে মেঘমণ্ডলকে পরিত্যাগ করিয়া গমনকারিণী চপলার গতি জানিতে পারে না ; তেমনি দেবতারা শ্রীকৃষ্ণের (গতি জানিতে সমর্থ হইলেন না)। তখন সেই সকল ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি হরির যোগগতি চিন্তা করিলেন ; এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উহার প্রশংসা করিতে করিতে নিজ নিজ ধামে গমন করিলেন। রাজন্ ! নটের ন্যায় ; পরমেশ্বরের শরীরধারণকে, এবং (যাদবাদি) শরীরীদিগের মধ্যে জন্ম, মৃত্যু, ও কার্য্যকে

১। অর্থাৎ, সশরীরে॥ যোগীরা আগ্নেয়ী যোগধারণা দ্বারা শরীর দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করিয়া থাকেন ; ইনি কিন্তু শরীর দগ্ধ করিলেন না ; কারণ উহার সর্ব্বত্র লোকের স্থিতি „ সুতরাং দগ্ধ করিলে সমস্ত জগৎ দগ্ধ হইয়া যায়। আরও উঃ। “ধারণা ও ধ্যানের শোভন বিষয় ;„ সুতরাং উহাকে দগ্ধ করিলে উপাসকদিগের তত্ত্ব প্রদর্শন রূপ ফললাভের সম্ভাবনা থাকে না অতএব ধ্যান ও ধারণার স্থল থাকে না।

মায়া দ্বারা অনুকরণ বলিয়া জানিবে। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করত ইহার মধ্যে প্রবেশ, এবং ইহাকে বিকৃত ও অন্তে সংহার করিয়া উপরত হইয়া অবস্থিতি করেন। যিনি যমলোকে নীত গুরুপুত্রকে মর্ত্ত্যশরীরেই আনয়ন করিয়াছিলেন; যে শরণাগতরক্ষক পরম অস্ত্র [২] দ্বারা দগ্ধ তোমাকেও রক্ষা করিয়াছিলেন; এবং অন্তকসকলেরও অন্তকারক মহাদেবকে জয় করিয়াছিলেন; [৩] যিনি ব্যাধকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন; এই ঈশ্বর কি নিজের রক্ষাবিষয়ে অসমর্থ? তথাপি অশেষ-শক্তিধারী, অতএব অশেষ স্থিতি, উৎপত্তি ও নাশের অনন্য কারণ (ভগবান্,) "মর্ত্ত্য শরীরে প্রয়োজন কি?" আত্মনিষ্ঠ (সাধু-)দিগকে এই গতি প্রদর্শন করত এই স্থানে শরীরকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না। যে মনুষ্য প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া প্রযত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের এই পদবী কীর্ত্তন করিবেন, তিনি উহাই প্রাপ্ত হইবেন; উহা হইতে উত্তম আর নাই।

রাজন্! (এ দিকে) কৃষ্ণবিচ্যুত দারুক দ্বারকায় আসিয়া বসুদেব এবং উগ্রসেনের চরণযুগলে পতিত হইয়া নয়নবারি দ্বারা অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন; এবং বৃষ্ণিদিগের সাকল্যে নাশের কথা কহিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া লোকেরা উদ্বিগ্ন-হৃদয়, ও মূর্চ্ছিত হইলেন; এবং কৃষ্ণবিচ্ছেদে বিহ্বল হইয়া মুখে আঘাত করিতে করিতে শীঘ্র সেই স্থানে গমন করিলেন, যে স্থানে জ্ঞাতিগণ প্রাণহীন হইয়া শয়ন করিয়া আছেন।

২। অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র।
৩। বাণ রাজার যুদ্ধে।

দেবকী, রোহিণী এবং বসুদেব, পুত্র কৃষ্ণরামকে না দেখিয়া শোকে কাতর হইয়া চেতনা পরিত্যাগ করিলেন। ভগবদ্বিরহে কাতর হইয়া প্রাণও পরিত্যাগ করিলেন। বৎস! স্ত্রীসকল স্বামীদিগকে আলিঙ্গন করিয়া চিতায় আরোহণ করিলেন। রামের পত্নীসকল তাঁহার দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। বসুদেবের কামিনীসকল তাঁহার গাত্রকে; এবং হরির পুত্রবধূসকল প্রদ্যুম্নপ্রভৃতিকে (আলিঙ্গন করিয়া হুতাশনে প্রবিষ্ট হইলেন। রুক্মিণী আদি করিয়া কৃষ্ণাত্মিকা কৃষ্ণপত্নীসকল অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। প্রিয়তম সখা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর অর্জ্জুন যথার্থ-বাক্য-সমন্বিতা[৪] শ্রীকৃষ্ণের গীতি সকলের দ্বারা আপনাকে সান্ত্বনা করিলেন। অর্জ্জুন, নিহত নষ্টবংশ বন্ধুসকলকে আনুপূর্ব্বিকক্রমে পিণ্ড-জলাদি প্রদান করাইলেন। মহারাজ! সমুদ্র, ভগবানের শ্রীসম্পন্ন আলয় পরিত্যাগ করিয়া, হরি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা দ্বারকাকে তৎক্ষণাৎ প্লাবিত করিল। (ভগবানের পূর্ব্বোক্ত আলয়) সর্ব্ব মঙ্গলের মঙ্গল; স্মৃত হইলে, অশেষ অশুভ হরণ করে; ভগবান্ মধুসূদন সর্ব্বদা উহার সন্নিহিত।

ধনঞ্জয়, নিহতের অবশিষ্ট স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করিয়া তথায় বজ্রকে অভিষেক করিলেন। রাজন্! তোমার পিতামহগণ অর্জ্জুনের মুখে সুহৃদ্বধ শ্রবণ করত তোমাকে বংশধর করিয়া সকলে মহাপথে যাত্রা করিলেন।

৪। "আমি যোগমায়া দ্বারা আচ্ছন্ন; অতএব সকলের সম্বন্ধে প্রকাশমান নহি। মূঢ় লোক আমাকে জন্মহীন ও মৃত্যুহীন বলিয়া জানে না" ইত্যাদি।

যে মনুষ্য দেবদেব বিষ্ণুর এই জন্ম ও কর্ম্মসকল কীর্ত্তন করিবেন, ও শ্রবণ করাইবেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

ভগবান্ হরির এইপ্রকার, এবং অন্যত্র ও ইহ লোকে বিশ্রুত পরমমঙ্গল মনোহর অবতার, বীর্য্য ও বাল্যচরিত সকল কীর্ত্তন করিলে, মনুষ্য পরম হংসগণের গতি (শ্রীকৃষ্ণে) পরম ভক্তি লাভ করিবেন।

মৌষলনামক একত্রিংশ অধ্যায়ে

একাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত।

——oo——

শ্রীমদ্ভাগবত।

দ্বাদশস্কন্ধ।

——oo——

প্রথম অধ্যায়।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, পুরঞ্জয়, যিনি বৃহদ্রথবংশের শেষ[১] তাঁহার মন্ত্রী শুনক স্বামীকে সংহার করিয়া প্রদ্যোত-নামক নিজ পুত্রকে রাজা করিবেন। পালক তাঁহার পুত্র। বিশাখ তাঁহার পুত্র হইবেন। তাঁহা হইতে রাজক। তাঁহার পুত্র নন্দিবর্দ্ধন। এই পঞ্চ প্রদ্যোতবংশীয় রাজা এক শত অষ্টত্রিংশৎ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। তাঁহার পুত্র শিশুনাগ হইবেন। তাঁহার পুত্র কাকবর্ণ। তাঁহার তনয় ক্ষেমধর্ম্মা। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেমধর্ম্মার আত্মজ। তাঁহার পুত্র বিধিসার। অজাতশত্রু তাঁহার পুত্র হইবেন। তাঁহার

১। বৈবস্বত-মনু-বংশ বর্ণনে চন্দ্রবংশপ্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বিস্তার-পূর্ব্বক বর্ণন করিয়া আবার সেই বংশ বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন। নবম-স্কন্ধে ইহাঁকে রিপুঞ্জয় বলা হইয়াছে। ৯ম স্কন্ধ ১১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

তনয় দর্ভক হইবেন। দর্ভকের পুত্র অজয় নামে জানিত। নন্দিবর্দ্ধন অজয়ের তনয়। তাঁহার তনয় মহানন্দি। হে কুরু-শ্রেষ্ঠ! এই দশ শিশুনাগবংশীয় রাজা কলিতে তিন শত ষষ্টি বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। রাজন্! মহানন্দির পুত্র শূদ্রাগর্ভোৎপন্ন, বলবান্, মহাপদ্মপতি[২], ক্ষত্রিয়দিগের বিনাশ-কর্ত্তা এক নন্দ। তাঁহা হইতে শূদ্রপ্রায় অধার্ম্মিক রাজগণ উৎপন্ন হইবেন। তাঁহার শাসন কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। এতাদৃশ হইয়া সেই মহাপদ্ম, দ্বিতীয় পরশু-রামের ন্যায়, একচ্ছত্রা পৃথিবী শাসন করিবেন। তাঁহার সুমাল্যপ্রভৃতি অষ্ট পুত্র হইবেন; যে সকল রাজা শত বৎসর এই পৃথিবী ভোগ করিবেন। কোনও ব্রাহ্মণ[৩] বিখ্যাত নয় নন্দকে[৪] উন্মূলিত করিবেন। তাঁহাদিগের অভাবে মৌর্য্যেরা কলিতে পৃথিবী ভোগ করিবেন। সেই ব্রাহ্মণই চন্দ্র গুপ্তকে[৫] রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। তাঁহার পুত্র বারিসার। তাঁহা হইতে অশোকবর্দ্ধন। সুযশা তাঁহার (পুত্র) হইবেন। সঙ্গত সুযশার পুত্র। তাঁহা হইতে শালিশুক। সোমশর্ম্মা তাঁহার (পুত্র) হইবেন। শতধন্বা তাঁহার পুত্র। বৃহদ্রথ তাঁহার (পুত্র) হইবেন। (তাঁহার পুত্র দশরথ)। হে কুরুকুলধর! মৌর্য্যবংশীয় এই দশ রাজা কলিতে এক শত সপ্তত্রিংশৎ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। তাহার পর

২। মহাপদ্মনামক সেনার, বা ধনের অধিপতি। এই জন্য তাঁহার আর একটী নামও মহাপদ্ম।

৩। চাণক্য।

৪। নন্দ ও তাঁহার আট পুত্রকে।

৫। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যদিগের প্রথম রাজা।

অগ্নিমিত্র [৬]। তাঁহা হইতে সুজ্যেষ্ঠ (জন্মিবেন।) বসুমিত্র, ভদ্রক ও পুলিন্দ তাঁহার পুত্র হইবেন। সেই (পুলিন্দ) হইতে ঘোষ নামে পুত্র উৎপন্ন হইবেন। তাঁহা হইতে বজ্রমিত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তাঁহা হইতে ভগবত; এবং তাহা হইতে দেবভুতি[৭]। এই দশ শুঙ্গ একশত দ্বাদশ বৎসর ভূমি ভোগ করিবেন। রাজন্! তাহার পর এই পৃথিবী স্বল্প-গুণসম্পন্ন কণ্বদিগের হস্তে যাইবেন। শুঙ্গবংশীয় কামী দেব-ভূতিকে সংহার করিয়া, তাঁহার মন্ত্রী কণ্ব নিজে রাজ্য করি-বেন। মহামতি বসুদেব (তাঁহার পুত্র)। তাঁহার পুত্র ভূমিত্র। তাঁহা হইতে নারায়ণ পুত্র (জন্মিবেন)। এই সকল কণ্ববংশীয়—কলিযুগে তিন শত পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর ভূমি ভোগ করিবেন।. কণ্ববংশীয় সুশর্ম্মাকে [৮] সংহার করিয়া তাঁহার ভৃত্য কোনও অন্ধকবংশীয় অসত্তম শূদ্র বলী কিছুকাল পৃথিবী ভোগ করিবেন। অনন্তর কৃষ্ণনামে তাঁহার ভ্রাতা পৃথিবীর পতি হইবেন। শ্রীশান্তকর্ণ তাঁহার পুত্র। তাঁহার পুত্র পৌর্ণমাস। লম্বোদর তাঁহার তনয়। তাঁহা হইতে রাজা চিবিলিক। চিবিলিক হইতে মেঘস্বাতি। তাঁহার (পুত্র) দৃঢ়মান। তাঁহার পুত্র অনিষ্টকর্ম্মা, হালেয়, এবং তল। সেই (তলের) পুত্র পুরীষভেরু। তাঁহা হইতে রাজা সুনন্দন, চকোর, বটক (ইত্যাদি, [৯]) যাহাদিগের

৬। বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র স্বামীকে বধ করিয়া রাজ্য করি-বেন। তিনি শুঙ্গদিগের প্রথম।

৭। পুষ্পমিত্রকে লইয়া।

৮। কণ্ব বংশের শেষ।

৯। আট জন। শিবস্বাতি নবম।

মধ্যে অরিন্দম শিবস্বাতি। তাঁহার পুত্র গোমতী। তাঁহা হইতে পুরীমান্ জন্মিবেন। তাঁহার পুত্র মেদঃশিরা, শিরস্কন্ধ, ও যজ্ঞশ্রী। সেই (যজ্ঞশ্রীর) পুত্র বিজয়। চন্দ্রবীজ এবং লোমধি তাঁহার পুত্র হইবেন। হে কুরুনন্দন! এই ত্রিংশৎ নরপতি চারি শত ষট্‌পঞ্চাশৎ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। অবভৃতা নগরীর রাজা সপ্ত আভীর; দশ গর্দ্দভী; এবং ষোড়শ কঙ্ক, অতিলোলুপ রাজা হইবেন। তাহার পর অষ্ট যবন; চতুর্দ্দশ চতুঃস্বর; দশ গুরুণ্ড; এবং একাদশ মৌল রাজারা (রাজা) হইবেন। (মৌলব্যতিরিক্ত আভীরাদি) এই সকল রাজা এক সহস্র নবনবতি বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। একাদশ মৌল তিন শত বৎসর ভোগ করিবেন। তাঁহারা মৃত হইলে পর কিলকিলা নগরীতে ভূতনন্দ ও বঙ্গিরি; এবং তাঁহাদিগের ভ্রাতা শিশুনন্দি, যশোনন্দি ও প্রবীরক রাজা হইবেন। ইহাঁরা ষড়ধিক একশত বৎসর ভোগ করিবেন। তাঁহাদিগের আহ্লিকাদি ত্রয়োদশ পুত্র হইবেন। তাঁহার পর পুষ্পমিত্র ক্ষত্রিয়। ইহাঁর (পুত্র) দুর্ম্মিত্র। সপ্ত অন্ধ্রক; সপ্ত কোশল; বিদূরপতিগণ; এবং নৈষধাধিপগণ; এই সকল এককালেই রাজা হইবেন। বিশ্বস্ফূর্জ্জি মাগধদিগের রাজা; এবং (পূর্ব্বোক্ত পুরঞ্জয়ের ন্যায়) পুরঞ্জেতা হইবেন। (তিনি) নীচ পুলিন্দ, যদু, ও মদ্রকদিগকে বর্ণভুক্ত করিবেন। বীর্য্যবান্ দুর্ব্বুদ্ধি ক্ষত্রিয়দিগকে দূরীকৃত করিয়া পদ্মাবতী নগরীতে যে সকল প্রজা স্থাপিত করিবেন, তাহাদিগের অধিকাংশই ত্রিবর্ণব্যাতরিক্ত। (তিনি) গঙ্গাদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রয়াগপর্য্যন্ত পালিতা

পৃথিবী ভোগ করিবেন। সুরাষ্ট্র, অবন্তী, আভীর, শূর, অর্ব্বুদ, ও মালবদেশীয় দ্বিজ রাজারা উপনয়াদি-বিহীন শূদ্রপ্রায় হইবেন। বেদাচারশূন্য, শূদ্র, উপনয়ন-হীনাদি ম্লেচ্ছেরা সিন্ধুর তট, চন্দ্রভাগা, কৌণ্ডী ও কাশ্মীরমণ্ডল ভোগ করিবেন। রাজন্! এই সকল ম্লেচ্ছপ্রায় রাজা এক-কালীন। ইহাঁরা অধার্ম্মিক; মিথ্যাপর; অল্প-দাতা; তীক্ষ্ণ-ক্রোধী; স্ত্রী-বালক-গো-দ্বিজ-ঘাতী; পরের দারাতে ও ধনেতে অভিলাষী। (ইহাঁদিগের) হর্ষশোকাদি অতি বহুল; বল অল্প; আয়ু অল্প; সংস্কার নাই; ক্রিয়া নাই। (ইহাঁরা) রজঃ এবং তমোগুণে আচ্ছন্ন। ক্ষত্রিয়রূপী ম্লেচ্ছ এই সকল প্রজাদিগকে ভক্ষণ করিবে[১০]। ইহাঁদিগের অধীনস্থ জনপদসকলের চরিত্র ও আচার ইহাঁদিগের সমান হইবে। (ঐ সকল জনপদ) পরস্পর ও রাজগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া নাশ পাইবে।

রাজবংশ-বর্ণননামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

১০। অর্থাৎ, অতিরিক্ত কর আদায় এবং পুত্রদারাধনাদি হরণ করত পীড়ন করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! তাহার পর বলবান্ কাল-হেতু ধর্ম্ম, সত্য, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মৃতি নাশ পাইবে। কলিতে ধনই মনুষ্যদিগের জন্ম, আচার ও গুণাদি, ধর্ম্ম ও ন্যায় নির্দ্ধারণ বিষয়ে বলই কারণ। দম্পতী-ভাবে রুচি; ক্রয় বিক্রয় বিষয়ে ছল; স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব বিষয়ে রতি[১]; এবং ব্রাহ্মণত্ববিষয়ে (যজ্ঞ-) সূত্রই কারণ। আর, চিহ্ন[২], আশ্রমজ্ঞান, এবং এক আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর গ্রহণ বিষয়ে কারণ (হইবে)। মুদ্রাপ্রদানাদিতে অসামর্থ্য হইলে, পরাজয় (হইবে)। বহুকথন, পাণ্ডিত্যের হেতু (হইবে)। ধনহীনতাই অসাধুতা-অভিযোগ বিষয়ে; দম্ভই সাধুতা বিষয়ে; এবং স্বীকরণই বিবাহ বিষয়ে (হেতু) হইবে। স্নানই অলঙ্কার হইবে। দূরস্থ জলাশয়ই তীর্থ; কেশধারণ লাবণ্য; এবং উদরম্ভরিতা পুরুষার্থ হইবে। বাচাল-তাই সত্যতা বিষয়ে (কারণ হইবে)। কুটুম্বভরণ দক্ষতার জন্য, এবং ধর্ম্মসাধন যশের নিমিত্ত হইবে। পৃথিবীমণ্ডল এইপ্রকার দুষ্ট প্রজাগণ দ্বারা আকীর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রদিগের মধ্যে যিনি বলবান্, (তিনিই) রাজা হইবেন। লুব্ধ, নির্দ্দয়, দস্যুর ন্যায় আচরণকারী

১। অর্থাৎ, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাঁহার রতিকৌশল অধিক, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

২। দণ্ড ও মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি।

ক্ষত্রিয়গণ স্ত্রী ও ধন হরণ করাতে, প্রজারা গিরিকাননে পলায়ন করিবে। শাক, মূল, আমিষ, মধু, ফল, পুষ্প, অষ্টি[৩] তাহাদিগের ভক্ষ্য হইবে; এবং অনাবৃষ্টিনিবন্ধন দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া (তাহারা) নাশ পাইবে। প্রজাসকল শীত, বাত, রৌদ্র, বর্ষা, ও হিম দ্বারা; পরস্পর দ্বারা; এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধিসমূহ, ও চিন্তা দ্বারা সাতিশয় তপ্ত হইবে। কলিতে, মনুষ্যদিগের পরমায়ু পঞ্চাশৎ বৎসর।

—কলির দোষ হেতু দেহীদিগের দেহ সকল ক্ষীণ হইতে থাকিলে; আর, মনুষ্যদিগের মধ্যে বর্ণ-ও-আশ্রমশালীদিগের বেদপ্রথ নষ্ট; ধর্ম্ম পাষণ্ডবহুল; রাজগণ দস্যুতুল্য; মনুষ্যগণের আচরণ চৌর্য্য, মিথ্যা, ও বৃথা হিংসা প্রভৃতি বিবিধপ্রকার; বর্ণ শূদ্রতুল্য; ধেনুসকল ছাগসম;[৪] আশ্রম সকল গৃহের ন্যায়; বিবাহ সম্বন্ধে সম্বন্ধীরাই প্রায় বন্ধু; ওষধিসকল প্রায়শঃ গুণে ক্ষীণ; মেঘরাজি বিদ্যুৎবহুল; এবং গৃহসকল প্রায়শঃ শূন্য হইলে;—এইপ্রকারে কলি প্রায় শেষ হইলে; এবং জনগণ গর্দ্দভের ন্যায় আচরণ করিতে থাকিলে; ধর্ম্ম ত্রাণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করত অবতীর্ণ হইবেন। অখিলাত্মা, চরাচরগুরু, ঈশ্বর বিষ্ণুর জন্ম, সাধুদিগের কর্ম্মনাশের উদ্দেশে ধর্ম্ম পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত। সম্ভল গ্রামের মধ্যে প্রধান, ব্রাহ্মণ, মহাত্মা বিষ্ণুযশার ভবনে কল্কি প্রাদুর্ভূত হইবেন। অষ্ট-ঐশ্বর্য্য-গুণ-সমন্বিত, অসাধুদমন, অপ্রতিম-কান্তি জগৎপতি শীঘ্রগামী দেবদত্ত অশ্বে

৩। আঁটি। বাং। ৪। প্রমাণে ও দুগ্ধে।

আরোহণ করিয়া সেই শীঘ্রগামী অশ্ব দ্বারা পৃথিবীতে বিচরণ করত রাজচিহ্নধারী কোটি কোটি দস্যুদিগকে খড়্গ দ্বারা নাশ করিবেন। অনন্তর সমস্ত দস্যু নিহত হইলে, বাসুদেবের অঙ্গরাগ (চন্দনাদি) দ্বারা অতিশয়-পুণ্যগন্ধী বায়ু স্পর্শ করিয়া পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের মনসকল নির্ম্মল হইবে; এবং সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ বাসুদেব হৃদয়ে অবস্থিত হইলে, তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি অনেক হইবে। যখন ধর্ম্মপতি, ভগবান্ কল্কি অবতীর্ণ হইবেন, তখন সত্য যুগ (আরম্ভ) হইবে; এবং যে সকল প্রজা সৃষ্ট হইবে, তাহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী হইবে। যখন চন্দ্র ও সূর্য্য, এবং পুষ্য ও বৃহস্পতি এক রাশিতে মিলিত হইবেন, তখন সত্য যুগের আরম্ভ হইবে।

চন্দ্র ও সূর্য্যের বংশজাত যে সকল রাজা অতীত হইয়াছেন, বর্ত্তমান আছেন, এবং হইবেন, উদ্দেশতঃ তাঁহাদিগকে তোমায় কহিলাম। তোমার জন্ম আরম্ভ করিয়া নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত এই এক সহস্র এক শত পঞ্চদশ বৎসর [৫]। সপ্তর্ষিগণের মধ্যে আকাশে উদয়সময়ে যে দুই (ঋষি) প্রথমে উদিত দৃষ্ট হইয়া থাকেন; সেই দুই (ঋষির) মধ্যে নিশাকালে (অশ্বিনী প্রভৃতির মধ্যে) যে নক্ষত্রকে সমসূত্রে অবস্থিত দেখা যায়, ঋষিগণ তাহার সহিত যুক্ত হইয়া মনুষ্যদিগের (পরিমাণে) এক শত বৎসর অবস্থিতি করেন।

৫। এইটী অবান্তর সংখ্যা; এরূপ সংখ্যার কোনও বিশেষ অভিপ্রায় থাকিবে। বাস্তবিক পরীক্ষিৎ হইতে নন্দ পর্য্যন্ত এক সহস্র চারিশত অষ্ট নবতি বৎসর। পূর্ব্বের কথিত রাজাদিগের ভোগকাল সমষ্টি করিলে দেখা যাইবে।

তোমার সময়ে এক্ষণে সেই সকল ঋষি মঘাকে আশ্রয় করিয়া আছেন। (তাঁহারা মঘাকে আশ্রয় করিলে) ভগবান্ বিষ্ণুর শুদ্ধসত্ত্বাত্মক এই দেহ (যখন) স্বর্গে গমন করিয়াছে, তখন কলিযুগ প্রবেশ করিয়াছে; যাহাতে লোক পাপে বিহার করিয়া থাকে। সেই রমাপতি যত দিন পাদপদ্ম-যুগলের দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করত অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তত দিন কলি পৃথিবীতে পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। যত দিন সপ্ত দেবর্ষি মঘাতে বিচরণ করেন, তখন দ্বাদশশতবর্ষাত্মক কলি প্রবিষ্ট হন [৬]। যখন মহর্ষি-গণ মঘ হইতে পূর্ব্বাষাঢ়াতে গমন করিবেন, তখন নন্দা অবধি কলি বৃদ্ধি পাইবেন। যে দিনে শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সেই দিনেই তখনিই কলিযুগ আরদ্ধ হইয়াছে, পুরাবিত্ত-বেত্তারা এই কহিয়া থাকেন। সহস্র দিব্য বৎসর অতীত হইলে, চতুর্থ ভাগে [৭] পুনর্ব্বার সত্য যুগ হইবে। তখন মনুষ্যদিগের মন আত্ম-প্রকাশক হইবে। এই প্রকার এই মানব বংশ যুগে যুগে পৃথিবীতে যে প্রকার গণ্য হইয়া থাকে, বৈশ্য, শূদ্র ও ব্রাহ্মণদিগের সেই সেই (অবস্থাও সেইপ্রকার সংখ্যাত হইয়া থাকে)। এক্ষণে এই সকল মহাপুরুষের নামই জ্ঞাপক; এবং ইহাঁরা কথামাত্রেই অবশিষ্ট; (ইহাঁদিগের) কেবল কীর্ত্তিই পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছে।

শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি, এবং ইক্ষ্বাকু-বংশজাত মরু মহৎ-যোগ-বল-সমন্বিত হইয়া কলাপ গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন।

৬। এত বৎসর কলির সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ।

৭। অর্থাৎ প্রবেশবৎসর দ্বারা পরিমিত অংশের সহিত কলি অতীত হইলে।

বাসুদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বর্ণাশ্রম-সংযুক্ত ধর্ম্ম প্রথিত করিবেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি; এই চারি যুগ এইপ্রকার ক্রম অনুসারে প্রাণিগণেতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। রাজন্! আমি যাঁহাদিগকে কহিলাম, ইহাঁরা এবং অন্যান্য নরপতি সকল পৃথিবীতে মমতা-(বন্ধন) করত, শেষে এই (পৃথিবী) পরিত্যাগ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহার নাম রাজা, অন্তে (তাঁহারও) কৃমি, বিষ্ঠা, ও ভস্ম নাম হইবে; সেই (রাজনামধারী দেহের) জন্য যিনি, যাহা হইতে নরক হয়, সেই প্রাণি-হিংসা করেন, তিনি কি স্বার্থ বুঝিয়াছেন? "আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহাকে অধিকার করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে সেই এই পৃথিবী অধিকার করিতেছি; আমা কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-ভুক্তা ইহা কিপ্রকারে আমার পুত্রের, পৌত্রের, বা বংশজাতের হইবে," রাজগণ এইপ্রকারে পৃথিবীতে মমতা বন্ধন করিয়া থাকেন। অন্ন-জল-ময় শরীরকে আত্মস্বরূপ, এবং পৃথিবীকে আপন বলিয়া গ্রহণ করত মূর্খেরা (শেষে) উভয় পরিত্যাগ করিয়া অদর্শন হইয়াছেন। রাজন্! যে যে নরপতি বলে পৃথিবী ভোগ করিতেছেন, কাল তাঁহাদিগের সকলকে ইতিবৃত্তে কথামাত্র (করিবে)।

কলিধর্ম্ম-কথননামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo——

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! হে বিভো! এই পৃথিবী তাঁহার আপনাতে রাজগণকে জয়কার্য্যে ব্যগ্র দেখিয়া, এই বলিয়া হাস্য করিয়া থাকেন;—"অহো; মৃত্যুর ক্রীড়াসামগ্রীভূত রাজগণ আমাকে জয় করিতে অভিলাষ করিতেছে। যে সকল রাজারা ফেণতুল শরীরে সাতিশয় বিশ্বাস করিয়া থাকেন, পণ্ডিত হইলেও, সেই সকল রাজার এই অভিলাষ ব্যর্থ হইবে। প্রথমে ষড়্বর্গ[১] জয় করিয়া রাজমন্ত্রীদিগকে বশীভূত করিব; তাহার পর অমাত্যগণ, নাগরিক, বিশ্বস্ত, হস্তিপক, পরে প্রতিপক্ষদিগকে (জয় করিব)। ইত্যাদিক্রমে সাগরবেষ্টিতা পৃথিবী জয় করিব। এই প্রকার আশাতে হৃদয় বদ্ধ হওয়াতে নিকটে যমকে দেখিতে পান না। সমুদ্রবেষ্টিতা আমাকে জয় করিয়া বলে সাগরে প্রবেশ করেন; (কিন্তু) আত্মজয়ের পক্ষে এ কতটুকু? মুক্তি আত্মজয়ের ফল। মনুসকল এবং তাঁহার পুত্রগণ যাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই স্থানেই গমন করিয়াছেন, বুদ্ধিহীনেরা সেই আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে ইচ্ছা করেন। মমতা দ্বারা রাজ্যে বদ্ধচিত্ত অসাধু পিতা ও পুত্রদিগের, এবং ভ্রাতাদিগের মধ্যে আমার নিমিত্ত কলহ হইয়া থাকে। "এই পৃথিবী সমুদায় আমার; মূঢ়

১। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়বর্গ।

তোমার নহে” এই কথা কহিয়া পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করত রাজগণ আমার নিমিত্ত নাশও করেন ও নষ্ট হন। পৃথু, পুরূ-রবা, গাধি, ভরত, নহুষ, অর্জ্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম, খট্টাঙ্গ, ধুন্ধুমার, রঘু, তৃণবিন্দু, যযাতি, শর্য্যাতি, শান্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, কুকুৎস্থ, নৈষধ, নৃগ; এবং হিরণ্য-কশিপু, বৃত্র, লোকের ভয়াবহ রাবণ, নমুচি, শম্বর, হির-ণ্যাক্ষ, তারক ও অন্যান্য অনেক রাজা ও দৈত্য যাঁহারা আমার অধীশ্বর ছিলেন, (তাঁহারা) সকলেই সর্ব্ববেত্তা, বীর ও সর্ব্বজেতা; (তথাপি) জিত হইয়াছিলেন। যে সকল মর্ত্ত্যধর্মী আমাতে সাতিশয় মমতা বন্ধন করিয়া জীবিত ছিলেন, কাল তাঁহাদিগকে কথামাত্রে অবশিষ্ট করিয়াছে; (সুতরাং) তাঁহারা কৃতকার্য্য হন নাই।

বিভো! লোকসকলের মধ্যে যশ বিস্তার করিয়া পর-লোক-প্রস্থিত মহৎ ব্যক্তিদিগের এই যে সকল কথা তোমাকে কহিলাম, এই সকল বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রতিপাদন করি-বার উদ্দেশে বাক্যের বিলাসমাত্র; পরমার্থযুক্ত কথা নহে। কিন্তু উত্তমশ্লোকের যে অমঙ্গল-নাশক গুণানুবাদ বারম্বার কথিত হইয়া থাকে; যিনি শ্রীকৃষ্ণে অমলা ভক্তি ইচ্ছা করেন, তিনি নিত্য বারম্বার উহাই শ্রবণ করিবেন।

শ্রীরাজা কহিলেন, ভগবন্! লোকেরা কলিতে পরি-বর্দ্ধিত দোষসকলকে কি উপায়ে নাশ করিবে? হে মুনে! আমাকে যথার্থরূপে উহা বলুন। যুগ, ও যুগধর্ম্ম-সকল; সংহার কাল ও স্থিতি কালের পরিমাণ; এবং ঈশ্বররূপী কালের ও মহাত্মা বিষ্ণুর গতি (বলুন)।

শুকদেব কহিলেন, সত্যযুগে তৎকালীন লোকেরা যে ধর্ম্ম ধারণ করিয়া থাকেন, উহা চতুষ্পাদ। রাজন্! সত্য, দয়া, তপস্যা ও অভয়দান; সংপূর্ণ ধর্ম্মের এই চারি পাদ। (সত্যযুগে) লোকেরা প্রায় সন্তুষ্ট, দয়ালু, মৈত্রীযুক্ত, শান্ত, দান্ত, ক্ষমাশীল; আত্মারাম, সমদর্শী, ও আত্মাভ্যাসশালী।

ত্রেতায় মিথ্যা, হিংসা ও কলহ, অধর্ম্মের এই সকল পাদ দ্বারা ধর্ম্মের পাদ সকলের চতুর্থ অংশ অল্পে অল্পে ক্ষীণ হইতে থাকে। রাজন্! তখন (লোকেরা) ক্রিয়া ও তপস্যায় নিষ্ঠ; অধিক হিংস্র নহে; লম্পট নহে; ত্রিবর্গনিষ্ঠ; বেদবৃদ্ধ। বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই অধিক।

দ্বাপরে অধর্ম্মের পাদ মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহ দ্বারা ধর্ম্মের (পাদ) তপস্যা, সত্য, দয়া ও অভয়দানের মধ্যে অর্দ্ধ হ্রাস পায়। (তখন) বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ অধিক; (ইঁহারা) তপঃপ্রিয়, মহৎ-চরিত্র, স্বাধ্যায়[২]-অধ্যয়নে রত, ধনবান্, পরিবারী, ও আনন্দিত।

কলিতে ধর্ম্মের পাদ সকলের মধ্যে চতুর্থাংশ (অবশিষ্ট থাকে)। অধর্ম্মের কারণ সকল বৃদ্ধি পাওয়াতে তদ্দ্বারা ক্ষীণীকৃত হইয়া অবশেষে উহাও নাশ পায়। তৎকালে প্রজাসকলের মধ্যে শূদ্র ও কৈবর্ত্তাদি অধিক। (ইহারা) লোভী, দুরাচার, নির্দ্দয়, অনর্থক-শক্রতাকারী, দুর্ভাগা, ও সাতিশয়-স্পৃহাশীল।

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, পুরুষে এই সকল গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আত্মাতে

২। অবশ্য কর্ত্তব্য বেদাধ্যয়ন।

প্রবর্ত্তিত হয়। যখন মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল সত্ত্বগুণে অধিকতররূপে অবস্থিতি করে, তখন সত্যযুগ জানিবে; যাহা হইতে জ্ঞানে ও তপস্যায় রুচি (জন্মে)। যখন কাম্য কর্ম্ম-সকলে দেহীদিগের ভক্তি (থাকে,) হে বুদ্ধিমন্! তখন রজো-বৃত্তি-প্রধান ত্রেতাযুগ জানিবে। যখন লোভ, অসন্তোষ, অভিমান, দম্ভ, মাৎসর্য্য এবং কাম্য কর্ম্ম সকলেও (ভক্তি থাকে,) সেই রজ-স্তমঃ-প্রধান দ্বাপর। যখন ছল, মিথ্যা, আলস্য, নিদ্রা, হিংসা, দুঃখ, শোক, মোহ, ভয় ও দৈন্য, সেই তমঃপ্রধান কলি জানিও,—যাহার প্রভাবে, মানুষগণ ক্ষুদ্রদর্শী, অল্পভাগ্য, অধিক-আহারকারী, কামী ও ধনহীন, এবং স্ত্রী সকল অসতী। নগর সকল দস্যুবহুল; ও পাষণ্ডগণ দ্বারা দূষিত। রাজাসকল প্রজাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ শিশ্ন ও উদর চরিতার্থ করিতে তৎপর। ব্রহ্মচারী সকল শৌচ-শূন্য; পরিবারী সকল ভিক্ষুক। তপস্বী সকল গ্রামবাসী। সন্ন্যাসীসকল লোভী। (নারীজন) খর্ব্বকায়, অধিকভোজী, অনেক পুত্র প্রসবকারী; লজ্জাহীন, নিরন্তরকটুভাষী, এবং চৌর্য্য-ছল-ও-সমধিক সাহসশালী। ক্ষুদ্র ছলকারী বণিকেরা ক্রয়বিক্রয়াদি করিবে। (লোকেরা) আপৎকাল উপস্থিত না হইলেও নিন্দিত জীবিকাকে উত্তম বোধ করিবে। স্বামী সর্ব্বোত্তম হইলেও যদি নির্ধন হন, তাহা হইলে ভৃত্যেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। স্বামীসকল বিপদ্‌গ্রস্ত, কুলক্রমাগত ভৃত্যকে এবং দুগ্ধহীনা গাভীকে ত্যাগ করিবেন। কলিতে মনুষ্যেরা স্ত্রৈণ ও দীন হইবে; এবং তাহাদিগের সৌহার্দ্দ সুরতনিমিত্তক

হইবে। (অতএব) ভার্য্যার ভগিনী ও শ্যালকদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবে। শূদ্রেরা তপো-বেশোপজীবী হইয়া প্রতিগ্রহ করিবে। ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উত্তম ব্যক্তির আসনে অধিরোহণ করিয়া ধর্ম্ম বলিবে। রাজন্! কলিতে অন্নহীন ভূতলে প্রজাদিগের মন নিত্য উদ্বিগ্ন থাকিবে। (তাহারা) দুর্ভিক্ষের কর দ্বারা কষ্ট পাইবে। অনাবৃষ্টির ভয়ে কাতর হইবে। (তাহাদিগের) বস্ত্র, অন্ন, পান, শয্যা, ব্যবহার, স্নান ও ভূষণ থাকিবে না। দেখিতে পিশাচের সদৃশ হইবে। বিংশতি কপর্দ্দকমাত্র অর্থ লইয়া বিবাদ করত সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ এবং আত্মীয়দিগকেও নাশ করিবে। মনুষ্যেরা নীচাশয়, এবং শিশ্নের ও উদরের ভরণে নিরত হইয়া বৃদ্ধ পিতা মাতা, পুত্র এবং সৎকুলজাতা পত্নীকেও ভরণ করিবে না। রাজন্! কলিতে পাষণ্ডগণ চিত্ত অন্যথা করাতে, অধিক মনুষ্য, ত্রিলোকনাথেরা যাঁহার পাদপদ্মে নমস্কার করেন, সেই জগৎ সকলের পরমগুরু ভগবান্ অচ্যুতের পূজা করিবে না। ম্রিয়মাণ, পীড়িত, পতিত, স্খলিত বা বিবশ হইয়া যে পুরুষ যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে কর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধ হইতে মুক্তি পাইয়া উত্তম গতি প্রাপ্ত হন্, কলিতে মনুষ্যেরা তাঁহার পূজা করিবে না। ভগবান্ পুরুষোত্তম চিত্তে সংস্থাপিত হইলে পুরুষদিগের কলিকৃত এবং দ্রব্য, দেশ, ও আত্মা হইতে সমুদ্ভূত সমুদায় দোষ হরণ করেন। হৃদিস্থিত ভগবান্ শ্রুত, কীর্ত্তিত, চিন্তিত, পূজিত বা আদৃত হইলে মনুষ্যদিগের দশ সহস্র বৎসরের অশুভ ক্ষয় করেন। যেমন সুবর্ণে অবস্থিত অগ্নি ধাতুজন্য দুর্ব্বর্ণ নাশ করে,

তেমনি চিত্তস্থিত বিষ্ণু যোগীদিগের অশুভ বাসনা হরণ করেন দেবতার উপাসনা, তপস্যা, বায়ু-সংযম, মিত্রতা, তীর্থস্নান ব্রত, দান জপ, দ্বারা অন্তরাত্মা সেরূপ অত্যন্ত শুদ্ধি প্রাপ্ত হন না, যেরূপ অনন্ত ভগবান্ হৃদিস্থিত হইলে। অতএব রাজন্! কায়মনোবাক্যে কেশবকে হৃদয়ে অবস্থাপিত কর। ম্রিয়-মাণ ব্যক্তি যদি তাহাতে মন ধারণ করেন, তাহা হইলে সেই ধারণামাত্রে পরম গতি প্রাপ্ত হন। হে (রাজন্!) ম্রিয়-মাণ ব্যক্তিসকল যদি সকলের আত্মা, সকলের উৎপত্তি-স্থান ভগবান্ পরমেশ্বরকে ধ্যান করেন, তাহা হইলে (তিনি তাঁহাদিগকে) নিজস্বরূপ প্রাপ্ত করান। কলি দোষের নিধি; (কিন্তু তাহার) এক মহৎ গুণ আছে; (মনুষ্য) শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণমাত্রে বন্ধনমুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ (পুরুষকে) প্রাপ্ত হইবে। সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করণ, ত্রেতায় যজ্ঞ সকলের দ্বারা অর্চ্চনা করণ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা এবং কলিতে নামোচ্চারণ হইতে ঐ (মুক্তি) হইয়া থাকে।

যুগধর্ম্ম-বর্ণননামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! পরমাণু আদি করিয়া দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত, কাল, এবং যুগের পরিমাণও তোমাকে কহিয়াছি;[১] অনন্তর কল্প ও লয় শ্রবণ কর।——চারি সহস্র যুগ ব্রহ্মার দিন কথিত হইয়া থাকে। রাজন্! সেই কল্প; যাহাতে চতুর্দ্দশ মনু (ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকেন)। তাহার পর প্রলয়; তাহার পরিমাণ তত[২]; সেই ব্রহ্মার রাত্রি কথিত হইয়া থাকে, যাহাতে এই ত্রিলোক প্রলয়ে লীন হয়। ইহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়, যাহাতে বিশ্বস্রষ্টা আত্মযোনি বিশ্বকে আপনাতে সংহরণ করিয়া অনন্ত আসনে নিদ্রা যান[৩]। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ (বৎসর) অতিক্রান্ত হইলে, তখন সপ্তপ্রকৃতি[৪] লয়ের উপযুক্ত হয়। রাজন্! এই প্রাকৃতিক প্রলয়, যাহাতে বিঘাতের কারণ[৫] উপস্থিত হওয়াতে মহদাদির কার্য্যভূত ব্রহ্মাণ্ড লয় পায়। রাজন্! মেঘ শত বৎসর পৃথিবীতে বর্ষণ করে না; তখন কালের উপদ্রবগ্রস্ত প্রজারা অন্নহীন (ভূমিতলে) ক্ষুধায় কাতর হইয়া পরস্পরকে ভক্ষণ করত ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পায়। প্রলয়কালীন রবি সামুদ্রিক, দৈহিক, ও ভৌম, সমুদায় রস ঘোর রশ্মিজাল দ্বারা পান করেন, ত্যাগ করেন না।

১। ৩য় স্কন্ধ দেখ।　　২। চারি সহস্র যুগ পরিমিত।

৩। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অভিন্ন।।

৪। মহৎ, অহঙ্কার, ও পঞ্চতন্মাত্র।

৫। বক্ষ্যমাণ মেঘাদি কারণ সকল।

তাহার পর সঙ্কর্ষণের মুখজাত প্রলয়কালীন অগ্নি বায়ুবেগে উত্থিত হইয়া পৃথিবীর শূন্য বিবর সকল দাহ করে। ব্রহ্মাণ্ড উপরি ও নিম্নভাগে চতুর্দ্দিকে সূর্য্য ও অগ্নির জ্বালা-সমূহ দ্বারা দগ্ধ হইতে থাকিয়া দগ্ধ গোময়পিণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পায়। পরে প্রলয়কালের পরম প্রচণ্ড বায়ু এক শত বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল বহিতে থাকে; (তখন) আকাশ ধূলি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ধূম্র হয়। হে (রাজন্!) তাহার পর চিত্রবর্ণ অনেকানেক মেঘকুল একশত বৎসর বর্ষণ, এবং ভীমস্বরে গর্জ্জন করিতে থাকে। পরে ব্রহ্মাণ্ড-বিবরে প্রবিষ্ট বিশ্ব এক মাত্র সাগর জলে প্লাবিত হয়। জল দ্বারা প্লাবিত হইলে পর জল পৃথিবীর গুণ গন্ধ গ্রাস করে। গন্ধ গ্রস্ত হইলে পর পৃথিবী প্রলয়ের যোগ্য হন। পরে তেজ জলের রস (গ্রাস করে)। উহা রসহীন হইয়া লয় পায়। (অনন্তর) বায়ু তেজের রূপ গ্রাস করে, তখন ঐ রূপে রহিত হইয়া তেজ বায়ুতে লীন হয়। আকাশ বায়ুর গুণ গ্রাস করে। রাজন্! ঐ (বায়ু) আকাশে প্রবেশ করে। তাহার পর তামস অহঙ্কার আকাশের গুণ শব্দ গ্রাস করে। আকাশ তৎপশ্চাৎ লয় পায়। হে (কুরুশ্রেষ্ঠ!) তৈজস (অহঙ্কার) ইন্দ্রিয়বর্গকে, এবং বৈকারিক (অহঙ্কার) বৃত্তি-সমূহ সহ দেবতাদিগকে (গ্রাস করে)। মহৎ তত্ত্ব অহঙ্কা-রকে, এবং সত্ত্বাদি গুণগণ উহাকে (গ্রাস করে)। রাজন্! প্রকৃতি কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত গুণ সকলকে (গ্রাস করে)। কালের অবয়ব (দিবারাত্রি) সকলের দ্বারা তাঁহার পরি-ণামাদি গুণগণ নাই; (তিনি) অনাদি, অনন্ত, অস্তিত্বের

বিকার সকল হইতে রহিত, সর্ব্বদাই একরূপ; এবং অপ-ক্ষয়শূন্য, (যেহেতু) কারণ। যাঁহাতে বাক্য নাই; মন নাই; সত্ত্ব নাই; তমঃ নাই; রজঃ নাই; এই সকল মহৎতত্ত্বাদি নাই; প্রাণ নাই; বুদ্ধি নাই; ইন্দ্রিয়দেবতা সকল নাই। লোকরূপ রচনাবিশেষ নাই; স্বপ্ন নাই; জাগরণ নাই; সুষুপ্তি নাই; আকাশ নাই; জল নাই; পৃথিবী নাই; বায়ু নাই; অগ্নি নাই; সূর্য্য নাই;— যেন সাতিশয়রূপে নিদ্রিত;—যেন শূন্য;—অপ্রতর্ক্য উহাঁকেই; মূলীভূত পদ কহিয়া থাকে। ইহাই প্রাকৃতিক প্রলয়, যাহাতে পুরুষ ও প্রকৃতির শক্তি সকল কাল কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া লয় পায়।

বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও পদার্থের আশ্রয় জ্ঞান তত্তদ্রূপে প্রকাশ পায়। যাহা আদ্যন্তশালী, তাহা দৃশ্য এবং কারণ হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া বস্তু নহে। দীপ, চক্ষু ও রূপ তেজ হইতে ভিন্ন নহে; এই প্রকার বুদ্ধি, আকাশ ও তন্মাত্র সকল অত্যন্ত-ভিন্ন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। জাগরণ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি, এই কয় বুদ্ধিরই কথিত হইয়া থাকে। রাজন্! প্রত্যগাত্মাতে এই নানাবিধতা মায়া মাত্র। যেমন মেঘ সকল আকাশে থাকে এবং নাও থাকে, তেমনি অবয়বের উৎপত্তি ও নাশ হেতু বিশ্ব সকল আত্মাতে। হে রাজন্! সত্য সংসারে সমুদায় অবয়বীর কারণ; যে হেতু অবয়বী ব্যতিরেকেও অবয়বের প্রতীতি হইয়া থাকে, যেমন বস্ত্রে তন্তু-সকলের [৬]। কার্য্যকারণ রূপে পরস্পর সাপেক্ষে

৬। শ্রুতি আছে, "বিকার (প্রপঞ্চ) বাক্য মাত্রে আরব্ধ এবং নাম-মাত্রই"। যুক্তিও প্রদর্শন করা হইল "অবয়বী ব্যতিরেকেও" ইত্যাদি।

যাহা জ্ঞাত হয় তাহাই ভ্রম[৭]; যাহা কিছু আদ্যন্ত-শালী, সে সমস্তই অবাস্তবিক। প্রকাশমান হইলেও, প্রত্যগাত্মার প্রকাশ ব্যতিরেকে অণুমাত্র প্রপঞ্চকেও নিরূপণ করা যায় না; যদিও কোনটীকে যায়, তাহা হইলে সেও আত্মার তুল্য,—আত্মার সহিত একরূপ হইবে। (যে হেতু) সত্যের নানাত্ব নাই। মূর্খ ব্যক্তি যদি নানাত্ব মনে করে সে যেমন দুই অবকাশের[৮]; দুই জ্যোতিঃ পদার্থের,[৯] দুই বায়ুর[১০]। যেমন সুবর্ণ ব্যবহারমার্গে মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক বিশেষ বিশেষ রচনা দ্বারা বিবিধপ্রকার প্রতীত হইয়া থাকে, তেমনি অধোক্ষজ ভগবান্ জনগণ কর্ত্তৃক লৌকিক ও বৈদিক বাক্য সকলের দ্বারা এই প্রকার (বিবিধ) ব্যাখ্যাত হন। যেমন সূর্য্যসম্ভূত, সূর্য্য-প্রকাশিত মেঘ সূর্য্যের আবরক হয়, তেমনি ব্রহ্মের কার্য্যভূত, ব্রহ্ম কর্ত্তৃকই প্রকাশিত অহঙ্কার ব্রহ্মের অংশ জীবাত্মার পক্ষে স্বরূপপ্রকাশের আবরক হইয়া থাকে। যখন সূর্য্যসম্ভূত মেঘ বিশ্লিষ্ট হয়, তখন চক্ষু নিজরূপ সূর্য্যকে দর্শন করে। (এইরূপ) যখন আত্মার উপাধিভূত অহঙ্কার বিচারণা দ্বারা নাশ পায়, (জীব) তখনই আত্মাকে

৭। একের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য অপরের জ্ঞান অপেক্ষা করে সুতরাং একটীকেও নিরূপণ করা যায় না; অতএব "ভ্রম"।

৮। যেমন ঘটের মধ্যস্থ আকাশ এক অবকাশ আর প্রধান আকাশ এক অবকাশ। উপাধি ভেদে ঘটের মধ্যস্থ আকাশ ভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু বাস্তবিক ভিন্ন নহে। ঘট ভাঙ্গিলেই আকাশের সহিত এক হইয়া যায়।

৯। জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য আর গগণচারী সূর্য্য।

১০। বহির্ব্বায়ু আর দেহের অভ্যন্তরস্থ বায়ু।

স্মরণ করিতে পারেন*। যখন এই রূপে এই প্রকারে বিবেচনাস্ত্র দ্বারা মায়াময় অহঙ্কাররূপ আত্মবন্ধন ছেদন করিয়া পরিপূর্ণ আত্মাকে অনুভব করত অবস্থিতি হয়, রাজন্! তাহাকেই, আত্যন্তিক প্রলয় বলে।

হে শত্রুতাপন! কতকগুলিন সূক্ষ্ম-বেত্তা ব্রহ্মাদি সর্ব্ব ভূতের সার্ব্ব কালীন উৎপত্তি ও প্রলয় কহিয়া থাকেন। (নদীর প্রবাহ ও দীপাদি) পরিণামি বস্তু সকলের যে সকল অবস্থা সেই সকল অবস্থা কালের স্রোতের বেগ দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র ক্ষীয়মাণ দেহের সর্ব্বদা জন্ম ও নাশের কারণ। এই কাল অনাদি ও অনন্ত, ইহার জন্যই অবস্থা সকল দৃষ্ট হয় না; যেমন আকাশে জ্যোতির্গণের (গতি)।—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, ও আত্যন্তিক প্রলয় কহিলাম;—কালের গতি এই প্রকার। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! জগৎস্রষ্টা অখিল সত্ত্বের আবাসস্থান, নারায়ণের এই সকল নানা কথা তোমাকে সংক্ষেপে কহিলাম, সম্পূর্ণ রূপে কহিতে পদ্মযোনিও সমর্থ নহেন। বিবিধ-দুঃখ-রূপ দাবাগ্নি দ্বারা পীড়িত, (অতএব) অতিদুস্তর সংসার সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী পুরুষের পুরুষোত্তম ভগবানের লীলাকথা-রস নিসেবন ভিন্ন অন্য ভেলক নাই। পূর্ব্বে অব্যয় নারায়ণ ঋষি নারদকে এই পুরাণসংহিতা কহিয়াছিলেন,—তিনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে। মহারাজ সেই ভগবান্ বেদব্যাসই প্রীত হইয়া বেদতুল্যা ভাগবতী সংহিতা (কহিয়াছিলেন)। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! নৈমিষ ভবনে দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞে

* অর্থাৎ, "আমি ব্রহ্ম" এই রূপ দর্শন করেন।

শৌনকাদি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এই সূত[১২] এই (সংহিতা) ঋষিদিগকে কহিবেন।

পরমার্থ-নির্ণয়-নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo——

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, ব্রহ্মা যাঁহার হর্ষ হইতে জাত এবং রুদ্র যাহার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন[১] সেই ভগবান্ ইহাতে[২] বারম্বার বর্ণিত হইয়া থাকেন[৩]। রাজন্! "মরিব" এই যে অবিবেক, তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর। দেহ পূর্ব্বে ছিলনা, অদ্য জন্মিল,—(নাশ পাইবে;) তুমি[৪] তাহার মত নাশ পাইবে না[৫]। তুমি বীজাঙ্কুরের ন্যায় পুত্র পৌত্রাদি রূপী হইয়াও বর্ত্তমান থাকিবে না, কারণ তুমি দেহব্যতিরিক্ত,—যেমন অগ্নি (কাষ্ঠ ভিন্ন)। যে হেতু (জীব) স্বপ্নে আপনি আপনার শিরশ্ছেদ এবং (জাগরণাবস্থাতেও) দেহাদির পঞ্চত্ব দর্শন করিয়া থাকে, সেই হেতু আত্মা অজ ও অমর। ঘট ভগ্ন হইলে ঘটমধ্যস্থ আকাশ পূর্ব্বের ন্যায় আকাশই হইবে। এইরূপ দেহ নষ্ট হইলে জীব আবার ব্রহ্ম হইবেন। মন আত্মার দেহ, গুণ ও কর্ম্মসকল সৃজন করে; মায়া সেই মনকে সৃজন করে; তাহা

১২। সম্মুখে উপবিষ্ট।

১। অতএব তাঁহারা স্বতন্ত্র নহেন। ২। অর্থাৎ এই সংহিতার।

৩। অতএব, যিনি এই সংহিতা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার অন্য হইতে ভয়ের আশঙ্কা কি?

৪। অর্থাৎ, আত্মা তুমি।

৫। কারণ তুমি পূর্ব্বে ছিলে না, জন্মাও নাই; অতএব মরিবে না।

হইতে জীবের সংসার হয়। তৈলাধিষ্ঠানবর্ত্তী অগ্নির সংযোগ যত কাল থাকে, তত কাল দীপের দীপতা *। এইরূপ দেহজন্য সংসার। (দেহই) রজঃ তমঃ সত্ত্ব বৃত্তি দ্বারা জন্মায় ও নাশ পায়; যিনি আত্মা, তিনি জন্মান না, তিনি সাক্ষাৎ জ্যোতিঃ। (অতএব) সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের পরবর্ত্তী। আকাশের ন্যায় আধার, নির্ব্বিকার এবং অন্তহীন ও উপমাহীন। প্রভো! তুমি বাসুদেবের চিন্তা পূর্ব্বক অনুমানগর্ভ বুদ্ধি দ্বারা আত্মস্থ আত্মাকে আপনিই বিচার কর। বিপ্র বাক্যে আজ্ঞপ্ত হইয়া তক্ষক তোমাকে দগ্ধ করিবে না; মৃত্যুর কারণ সকলও তোমাকে দগ্ধ করিবে না; তুমি মৃত্যুরও ঈশ্বর (হইবে)। "আমি পরম পদ ব্রহ্ম; এবং পরম পদ ব্রহ্ম আমি;" এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া অখণ্ড ব্রহ্মে আত্মা যোজনা করত পদে দংশন-কারী বিষপূর্ণ মুখসকলের দ্বারা লেহনকারী তক্ষককে, শরীরকে এবং বিশ্বকে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখিবে না। বৎস! তুমি আমাকে বিশ্বাত্মা হরির যে লীলার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তোমাকে (তাহা) এই কহিলাম; আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর?

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* অর্থাৎ, তত দিন দীপপ্রজ্বলিত থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সেই বিষ্ণুদত্ত পরীক্ষিৎ ভগবদ্দর্শী সমজ্ঞানী ব্যাসনন্দন মুনি কর্ত্তৃক কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার পদে অবনত মস্তকে তাঁহার পাদমূলে স্থাপন করত অঞ্জলি বিরচনপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা কহিলেন।

শ্রীপরীক্ষিৎ কহিলেন, আমি সিদ্ধ হইলাম;—অনুগৃহীত হইলাম;—যে হেতু আপনি দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া আমাকে অনাদি অনন্ত সাক্ষাৎ হরির কথা শ্রবণ করাইলেন। আপনারা মহাত্মা; আপনাদিগের চিত্ত বিষ্ণুতে নিরত; অজ্ঞ, (সংসার) তাপে তপ্ত প্রাণীদিগের প্রতি যে আপনাদিগের অনুগ্রহ, আমি উহাকে অতি আশ্চর্য্য মনে করি না। যাহাতে উত্তমশ্লোক ভগবানের গুণকীর্ত্তন করা হইয়া থাকে, (সেই) এই পুরাণসংহিতা আমরা আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম। ভগবন্! আমি তক্ষকাদি মৃত্যুর কারণ হইতে ভীত নহি; যেহেতু যাহা হইতে (মুক্তি স্বরূপ) অভয় প্রবর্ত্তিত হয়, আমি আপনা কর্ত্তৃক কথিত সেই ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছি। ব্রহ্মন্! আজ্ঞা করুন, আমি বাক্য [১] সংযমন করি।—মন কামবাসনা পরিত্যাগ করিয়াছে; উহাকে অধোক্ষজ (ভগবানে) প্রবেশ করাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি। বিজ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা আমার অজ্ঞান এবং তজ্জন্য সংস্কার নিরস্ত হইয়াছে। মঙ্গলরূপ ভগবানের পরম পদ আপনি প্রদর্শন করিয়াছেন।

১। বাক্য উপলক্ষণ মাত্র। অর্থাৎ, সমুদায় ইন্দ্রিয় ব্যাপার

সূত কহিলেন, এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে আজ্ঞা করিয়া ভগবান্ বেদব্যাসনন্দন রাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ভিক্ষুকদিগের সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। রাজর্ষি পরীক্ষিৎও বুদ্ধি দ্বারা মনকে প্রত্যেক্ আকাশেই যোজনা করিয়া প্রাণ বিলীন করত বৃক্ষের ন্যায় (বসিয়া) পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। গঙ্গার তীরে পূর্ব্বাগ্র দর্ভের উপর উত্তর মুখে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মভূত, মহাযোগী, নিঃশব্দ ও নিঃসন্দেহ হইয়া (পরমাত্মাকে ধ্যান করিতে থাকিলেন)। হে দ্বিজগণ! ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণতনয় কর্ত্তৃক প্রেরিত তক্ষক রাজাকে নাশ করিবার নিমিত্ত যাইতে যাইতে পথে কাশ্যপকে (ধন্বন্তরিকে) দেখিতে পাইলেন। বিষহারী সেই (কাশ্যপকে) অর্থদান দ্বারা নিবর্ত্তিত করিয়া [২] কামরূপী (তক্ষক) ব্রাহ্মণরূপে লুক্কায়িত হইয়া রাজাকে দংশন করিল। রাজর্ষির ব্রহ্মভূত দেহ দর্শনকারী সর্ব্বজনের সমক্ষে তৎক্ষণমাত্রে গরলাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইল [৩]। পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ, সর্ব্বত্র মহান্ হাহাকার হইতে লাগিল। দেবতা, অসুর ও নরাদি সকলে বিস্ময়ান্বিত হইলেন। দেবদুন্দুভি

২। এই স্থানে প্রসিদ্ধ গল্প উল্লেখ করিতে হইবে।—পরীক্ষিৎকে তক্ষক দংশন করিলে পর, তাঁহাকে চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ করিয়া অনেক ধন পাইব এই উদ্দেশে ধন্বন্তরি পরীক্ষিৎ নিকটে গমন করিতে ছিলেন। পথে তক্ষক তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছেন। তিনি তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর তক্ষক উপহাস করিয়া কহিলেন ফিরিয়া যাউন্, আমি দংশন করিলে আপনার সাধ্য কি সুস্থ করেন। ধন্বন্তরি স্বক্ষমতার গৌরব করায় তক্ষক নিকটস্থ বটবৃক্ষে দংশন করিলেন। বটবৃক্ষ তৎক্ষণমাত্রে জ্বলিয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন তক্ষক ধন্বন্তরিকে কহিলেন এই বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করুন। ধন্বন্তরি তৎক্ষণমাত্রে ঐ বৃক্ষকে পূর্ব্বাবস্থ করিলেন। উহার উপর একজন কাষ্ঠ ছেদন করিতেছিল, সেও পূর্ব্বের মত সেই প্রকারে বৃক্ষের উপর দৃষ্ট হইতে থাকিল। তখন তক্ষক বিশ্বস্ত হইয়া প্র[illegible] অর্থের অধিকতর প্রদান করিয়া ধন্বন্তরিকে নিবর্ত্তিত করিলেন।
[illegible]ল যেন তক্ষক পুত্রের কার্য্য [illegible]লেন।

সকল বাজিতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ গান করিতে থাকিল। দেবতা সকল সাধুবাদ করিতে করিতে পুষ্প বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

নিজ পিতাকে তক্ষক ভক্ষণ করিয়াছেন শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া জন্মেজয় দ্বিজগণের সহিত যথাবিধানে যজ্ঞে সর্পসকলকে আহুতি দান করিয়াছিলেন। সর্পযজ্ঞে প্রজ্বলিত অগ্নিতে মহাসর্প সকল দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া তক্ষক ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া ইন্দ্রের শরণাগত হইলেন। রাজা পরীক্ষিৎনন্দন তথায় তক্ষককে না দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, সর্পাধম তক্ষককে কেন দগ্ধ করা হইতেছে না। (ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,) হে রাজেন্দ্র! শরণাগত তাহাকে ইন্দ্র রক্ষা করিতেছেন। এই সর্প তৎ কর্তৃক রুদ্ধ হইয়াছে; সেই জন্য অগ্নিতে পতিত হইতেছে না। উদারবুদ্ধি পরীক্ষিন্নন্দন ইহা শ্রবণ করিয়া ঋত্বিক্‌দিগকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে কেন অগ্নিতে পাতন করিতেছেন না? তাহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ "হে তক্ষক! মরুদ্‌গণ-সহিত ইন্দ্রের সহিত এই অগ্নিতে পতিত হও" (এই বলিয়া) ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে যজ্ঞে আহুতি দান করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কথিত এইপ্রকার পরুষ বাক্য সকলের দ্বারা ইন্দ্রের বুদ্ধি বিচলিত হইল এবং তিনি বিমান ও তক্ষকের সহিত স্বস্থান হইতে চলিত হইলেন। তক্ষকের সহিত তিনি বিমানযোগে আকাশ হইতে পতিত হইতেছেন দেখিয়া অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি সেই রাজাকে কহিলেন;— হে মনুষ্যেন্দ্র! তুমি এই সর্পরাজকে বধ করিতে পার না, ইনি অমৃত পান করিয়াছেন; (এই ইন্দ্র ও) অজর ও অমর।

কর্ম্ম নিবন্ধনই মনুষ্যের জীবন, মরণ, ও পরলোক (হইয়া থাকে।) অতএব রাজন্! ইহার সুখদাতা বা দুঃখদাতা অপর কেহ নাই। রাজন্! জীব (যে) সর্প, চৌর, অগ্নি, জল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং রোগাদি দ্বারা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সে কেবল প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিয়া থাকে। অতএব রাজন্! এই যজ্ঞ সমাপন কর; ইহার ফল হিংসা। নিরপরাধী সর্প সকল দগ্ধ হইয়াছে; লোক সকল পূর্ব্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে।

এইরূপ কথিত হইয়া সেই (রাজা ধনঞ্জয়) মহর্ষির বাক্যের মাননা করিয়া সর্প যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হইয়া বৃহস্পতিকে অর্চ্চনা করিলেন। ইহাই সেই বিষ্ণুর অপ্রতর্ক্যা অবাধ্যা মহামায়া, যদ্দ্বারা এই বিষ্ণুরই অংশভূত লোক সকল (ক্রোধাদি) গুণবৃত্তি সকলের দ্বারা প্রাণিগণে বাধ্যবাধকতা প্রাপ্ত হয়। আত্মবিদ্ (পণ্ডিতগণ) কর্ত্তৃক আত্মতত্ত্ব বিচারিত হইলে যাহাতে দম্ভরূপা মায়া ভয়হীনা হইয়া প্রকাশ পাইয়া অবস্থিতি করিতে পারে না; যাহাতে সেই মায়ার আশ্রয় বিবিধ বিবাদও নাই; সঙ্কল্প ও বিকল্প যাহার বৃত্তি, সেই মন নাই; এবং যাহাতে কারণবর্গ ও কার্য্য; উভয়ের সাধ্য ফল; আর এই তিনে সমন্বিত (অহঙ্কারাত্মক) জীবও নাই, এই প্রসিদ্ধ আত্মস্বরূপ। মুনি অহঙ্কারাদির প্রতিসেধ করিয়া ইহাতে বিশেষে ক্রীড়া করিবে। দেহাদিতে অহম্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অন্যের বন্ধু না হইয়া সমাহিত ভাবে চিত্তে আত্মস্বরূপে আলিঙ্গন করিয়া "ইহা নহে" "উহা নহে" এই প্রকারে আত্মভিন্নকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হন্, তাঁহারা (উপরে) এই যে (বলিয়াছি,)

ইহাকেই বিষ্ণুর পরম স্বরূপ কহিয়া থাকেন। যাহাদিগের দেহজন্য এবং গেহজন্য "আমি" "আমার" এরূপ দুর্জ্জনতা নাই, তাঁহারা বিষ্ণুর এই যে পরম স্বরূপ, ইহাকে অবগত আছেন। কটুবাক্য সকল সহ্য করিবে; কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না, এবং এই দেহকে আশ্রয় করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না।

যাঁহার পাদ পদ্ম ধ্যান হেতু আমি এই সংহিতা প্রাপ্ত হইয়াছি সেই অকুণ্ঠিত-মেধাসম্পন্ন ভগবান্ ব্যাসদেবকে নমস্কার করি।

শ্রীশৌনক কহিলেন, হে সৌম্য! বেদাচার্য্য মহাত্মা পৈলাদি ব্যাস-শিষ্যেরা বেদ সকলকে কয় ভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন, ইহা আমাদিগকে বল।

শ্রীসূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা আত্মসংযম করিলে পর তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল; (ইন্দ্রিয়) বৃত্তি বোধ করিলে আমরাও বিতর্ক করিতেও পারি। ব্রহ্মন্! উহার উপাসনা করিয়া যোগী সকল আত্মার অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব মলা বিধূনন করিয়া মুক্তিলাভ করেন। তাহার পর ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ওঁকার উৎপন্ন হইল; উহার উৎপত্তি গূঢ়; উহা (হৃদয়ে) স্বতঃ প্রকাশমান; এই যে ইহাই ভগবান্ পরমাত্মা ব্রহ্মের বোধক। এই পরমাত্মার কর্ণের ব্যাপার না থাকিলেও এবং এই পরমাত্মা ব্যাপারহীন ইন্দ্রিয়শালী হইলেও এই অব্যক্ত ওঁকার শ্রবণ করিয়া থাকেন। এই ওঁকার দ্বারা বৃহতীস্বর ব্যক্তীভূত হয়; হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহা নিজের

আশ্রয় পরমাত্মা সাক্ষাৎ ব্রহ্মের বাচক। এবং সর্ব্ব মন্ত্র ও উপনিষধস্বরূপ ও বেদের সনাতন বীজ। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! ইহার অকারাদি তিন বর্ণ হইয়াছিল; যে সকলের দ্বারা গুণ, নাম, অর্থ ও বৃত্তি এই সমস্ত ত্রিসংখ্যাসংযুক্ত[৪] পদার্থ-বর্গ ধৃত হইয়া থাকে। সেই সকল হইতে ব্রহ্মা অন্তস্থ, উষ্ম, স্বর, স্পার্শ, হ্রস্ব ও দীর্ঘাদি রূপ অক্ষরসমষ্টি সৃজন করিলেন। বিভু ঋত্বিক্ সকলের কার্য্যের উদ্দেশে ঐ (অক্ষরসমষ্টি) দ্বারা ব্যাহৃতি এবং ওঁকারের সহিত চারি মুখে চারি বেদ সৃজন করিলেন, এবং বেদবিৎ[৫] পুত্র মহর্ষিদিগকে সেই সকল (বেদ) অধ্যাপন করাইলেন। সেই সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা আবার নিজ নিজ পুত্রদিগকে উপদেশ করিলেন। ঐ ঐ মহাত্মাদিগের ব্রতাচারী শিষ্য ঋষি সকল ঐ সকল বেদ চতুর্যুগে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে দ্বাপরের আদিতে বিভক্ত হয়। ঋষিগণ প্রাণিদিগকে কালেতে করিয়া অল্পায়ু, মেধাশূন্য, ও সত্বশুন্য দর্শন করিয়া হৃদিস্থিত অচ্যুত কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বেদসকলকে বিভাগ করিলেন। হে ব্রহ্মন্ মহাভাগ! এই অবসরে ব্রহ্মা ও ঈশানাদি লোকপাল কর্ত্তৃক ধর্ম্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া লোকভাবন ভগবান্ সত্যের অংশ দ্বারা পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদকে চারি প্রকার করিলেন। ঋক্, অথর্ব্ব, যজুঃ, ও সাম সকলের রাশি তত্তৎপ্রকরণ ভেদে মণিগণের ন্যায় উদ্ধার করিয়া মন্ত্র

৪। তিন গুণ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। তিন নাম ঋক্, যজুঃ, এবং সাম। তিন অর্থ ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বর্লোক। তিন বৃত্তি জাগ্রৎ, সুষুপ্তি এবং স্বপ্ন।

৫। বেদাদির উচ্চারণে নিপুণ।

সকলের দ্বারা চারি সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। ব্রহ্মন্! মহামতি বিভু চারি শিষ্যকে আহ্বান করিয়া প্রত্যেককে সেই সকল (সংহিতার) এক একটী প্রদান করিলেন। বহ্বৃচা নামে আদ্যা সংহিতা পৈলকে উপদেশ করিলেন। নিগম নামক যজুঃসমূহ বৈশম্পায়ন নামাকে কহিলেন। সাম-সকলের ছন্দোগ সংহিতা জৈমিনিকে বলিলেন; এবং নিজ-শিষ্য সুমন্তকে আঙ্গীরসী অথর্ব্ব (সংহিতা) উপদেশ করি-লেন। পৈল মুনি নিজ সংহিতা ইন্দ্রপ্রমতি এবং বাস্কলকে কহিলেন। হে ভার্গব! সেই (বাস্কল ও) নিজ সংহিতাকে চারি ভাগে বিভাগ করিয়া শিষ্য বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরা-শর, এবং অগ্নিমিত্রকে উপদেশ করিলেন। আত্মজ্ঞানী ইন্দ্রপ্রমতি পণ্ডিত মাণ্ডুকেয় ঋষিকে নিজ সংহিতা অধ্যাপন করিলেন। সেই (মাণ্ডুকেয়ের) শিষ্য দেবমিত্র সৌভরি প্রভৃতিকে কহিলেন। সেই (মাণ্ডুকেয়ের) পুত্র সাকল্য নিজ সংহিতা পাঁচ ভাগে বিভাগ করিয়া বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য এবং শিশিরকে অধ্যাপন করিলেন। সেই (সাকল্যের) শিষ্য জাতুকর্ণ মুনি নিরুক্তের সহিত নিজ সংহিতাকে বলাক, পৈল, জাবাল, এবং বিরজদিগকে দান করিলেন। বাস্কলির পুত্র উক্ত সমুদায় শাখা হইতে বালিখিল্য নামে সংহিতা প্রণয়ন করিলেন; বালায়নি, ভজ্য, এবং কাশার[৩] উহা অধ্যয়ন করিল। এই সকল বহ্বৃচ সংহিতা, এই সকল ব্রহ্মর্ষি ধারণ করিয়াছেন। বেদের এই সকল বিভাগ শ্রবণ করিলে (পুরুষ) সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি পান।

৩। কয় দৈত্য।

বৈশম্পায়নের শিষ্য সকলের নাম অধ্বর্য্য এবং চরক হইয়াছিল; (তাঁহারা) গুরুর আচরণীয় ব্রহ্মহত্যাপাপনাশক ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন (বলিয়া তাঁহাদের নাম চরক)। সেই (বৈশম্পায়নের) শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, অহো ভগবন্! এই সকল অল্পসার (শিষ্যের ব্রত) আচরণ দ্বারা কি ফল দর্শিবে? আমি সুদুশ্চর (ব্রত) আচরণ করিব। এইরূপ কথিত হইয়া গুরুও কুপিত হইয়া কহিলেন, যাও, তোমাতে প্রয়োজন নাই, তুমি ব্রাহ্মণের অবমাননকর্ত্তা শিষ্য, আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ শীঘ্র পরিত্যাগ কর। দেবরাতের পুত্র সেই (যাজ্ঞবল্ক্যও) যজুঃ সকল বমন করিয়া, পরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মুনিগণ সেই সকল যজুঃ দর্শন করিলেন। সেই সকলে লোভী হইয়া তিত্তির (পক্ষীর) রূপ ধারণ করত (মুনিগণ) যজুঃ সকল গ্রহণ করিলেন; তাহা হইতে মনোরম তৈত্তীরিয় শাখা হইল। ব্রহ্মন্! তাহার পর যাজ্ঞবল্ক্য গুরুতে অবিদ্যমান বেদ সকলের অন্বেষণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সম্যক্‌রূপে ঈশ্বর সূর্য্যের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, ভগবান্ আদিত্যকে নমস্কার; আপনি একাকীই আত্মরূপে ও কালরূপে আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ প্রাণিগণের নিবাসভূত সমস্ত জগতের হৃদয়াভ্যন্তরে এবং বাহিরে আকাশের ন্যায় উপাধি দ্বারা অনাচ্ছাদিত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন; আর ক্ষণ, লব, ও নিমিষরূপ অবয়ব সমূহে পরিপুষ্ট বৎসর সকলের প্রতি বৎসর জল গ্রহণ ও বর্ষণ করিয়া লোক যাত্রা সম্পাদন করিতেছেন। হে দেবশ্রেষ্ঠ!

হে সবিতঃ! হে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা বেদবিধি দ্বারা স্তবকারী (ভক্তদিগের) নিখিল দুষ্কর্ম্মের, দুঃখের, ও (এই উভয়ের) বীজের বিনাশক! হে তপন! ভগবান্ আপনার এই যে মণ্ডল তাপ দান করিতেছে, সম্যক্ প্রকারে অভিমুখী হইয়া ইহাকে ধ্যান করি। আপনি এই জগতে স্বয়ং অন্তর্যামী হইয়া নিজের আশ্রয়ভূত স্থাবর ও জঙ্গমসমূহের মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণগণকে এবং জড়দিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। এই সকল লোককে অন্ধকার নামক ভীমবদন অজগর কর্ত্তৃক গিলিত, অতএব মৃতের ন্যায় বিচেতন দর্শন করিয়া পরম কারুণিক আপনি অনুকম্পাদৃষ্টি দ্বারাই উৎথাপন করিয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্বধর্ম্মনামক যে আত্মাবস্থান রূপ মঙ্গল, তাহাতে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। রাজার ন্যায় অসাধুদিগের ভয় উৎপাদন করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন; যে যে দিকে গমন করিতেছেন, সেই সেই দিকের দিক্পাল সকল পদ্মকোষযুক্ত অঞ্জলি দ্বারা আপনার অর্চ্চনা করিতেছেন। ভগবন্! আমি অন্যকর্ত্তৃক অজ্ঞাত যজুঃসকলের প্রার্থী হইয়া ত্রিভুবনের গুরুগণ কর্ত্তৃক অভিবন্দিত ভবদীয় চরণনলিনযুগল ভজনা করি।

শ্রীসূত কহিলেন, (যাজ্ঞবল্ক্য) এইরূপ স্তব করিলে পর সেই ভগবান্ সূর্য্য প্রসন্ন হইয়া ঘোটকরূপ ধারণ করত অন্য কর্ত্তৃক অবিজ্ঞাত যজুঃ সকল মুনিকে প্রদান করিলেন। সেই বিভু (যাজ্ঞবল্ক্য) সেই সকল যজুর্দ্বারা পঞ্চদশ শাখা করিলেন; কা, ও মাধ্যন্দিনাদি (ঘোটকভূত রবি কর্ত্তৃক কেশর হইতে পরিত্যক্ত) সেই সল অধ্যয়ন করিলেন।

প্রাপ্তসাম জৈমিনি মুনির সুমন্ত নামে পুত্র ছিলেন। (তাঁহার পুত্র সুত্বান্; সেই জৈমিনি) পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে এক এক সংহিতা কহিলেন? হে দ্বিজ! তাহার পর সেই (জৈমিনির) অতিমেধাবী শিষ্য সুকর্ম্মা সামবেদ-তরুর সামসকলের সহস্র সংহিতা ভেদ করিলেন। কোশল-দেশ-জাত হিরণ্যনাভ এবং পৌষ্পঞ্জি নামে সুকর্ম্মার দুই শিষ্য এবং বেদবিত্তম আবন্ত্যও (ঐ সংহিতা) গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৌষ্পঞ্জি, আবন্ত্য এবং হিরণ্যনাভের উত্তর দেশীয় পঞ্চশত সামপারগ শিষ্য হইয়াছিলেন; তাঁহা-দিগকে উদীচ্য বলিয়া থাকে; (কাহাকে কাহাকে প্রাচ্যও বলে)। লোকাক্ষি, লাঙ্গলি, কুল্য, কুশীদ এবং কুক্ষি, পুষ্পঞ্জির এই কয় শিষ্য শত শত সংহিতা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। হিরণ্যনাভের শিষ্য কৃত নিজ শিষ্যদিগকে চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা উপদেশ করিয়াছিলেন। অন্য অন্য যে সকল শাখা, সে সকল আত্মজ্ঞানী আবন্ত্য (আপন শিষ্যদিগকে কহিয়াছিলেন)।

শাখা-প্রণয়ন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীসূত কহিলেন, অথর্ব্ববিৎ সুমন্তু নিজ সংহিতা শিষ্য (কবন্ধকে) অধ্যাপন করাইয়াছিলেন। তিনিও পথ্য এবং বেদদর্শকে কহিয়াছিলেন। শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ, এবং পিপ্পলায়নি এই সকল বেদদর্শের শিষ্য। ব্রহ্মন্! পরে পথ্যের শিষ্যদিগকে শ্রবণ করুন;— অথর্ব্ববিৎ কুমুদ, শুনক, এবং জাজলি। শুনকের শিষ্য বভ্রু এবং সৈন্ধবায়ন দুই সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সাবর্ণ্য প্রভৃতি অন্যান্য (কএক জন সৈন্ধবায়নের শিষ্য)। নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প, কশ্যপ, ও আঙ্গিরসাদি, ইহাঁরা অথর্ব্ব বেদের আচার্য্য। মুনে পৌরাণিকদিগকে শ্রবণ করুন;—ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন, এবং হারীত, এই ছয় পৌরাণিক ব্যাসের শিষ্য আমার পিতার মুখ হইতে[১] এক এক (পুরাণ) সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আমি ইহাঁদিগের (ছয় জনেরই) শিষ্য,—সমুদায় (পুরাণ সংহিতাই) অধ্যয়ন করিয়াছি। কশ্যপ, সাবর্ণি, রামের শিষ্য অকৃতব্রণ এবং আমি, (আমরা) ব্যাসের শিষ্যের নিকটে চারি মূল সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছি। ব্রহ্মন্! বেদের শাখা অনুসারে ব্রহ্মর্ষিগণ পুরাণের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন; বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া শ্রবণ করুন। সর্গ,

১। ব্যাসদেব প্রথমতঃ ছয় সংহিতা প্রণয়ন করিয়া মদীয় পিতাকে অধ্যাপন করেন। তিনি এই ছয় জনকে ঐ ছয় সংহিতা অধ্যয়ন করান।

বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, অন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু, এবং অপাশ্রয়, এই (পুরাণের এই সকল লক্ষণ)। যাঁহারা পুরাণ জানেন, তাঁহারা দশলক্ষণযুক্তকে পুরাণ কহিয়া থাকেন; ব্রহ্মন্! মহৎ ও অল্প ব্যবস্থা ক্রমে কেহ কেহ (লক্ষণকে) পঞ্চবিধও কহিয়া থাকেন। প্রকৃতির গুণগণের ক্ষোভ হইতে (জাত) মহৎ হইতে (যে) অহঙ্কার (উৎপন্ন হয়,) তাহা হইতে প্রাণীদিগের, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় বর্গের, স্থূল পদার্থ সকলের (এবং তত্তৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের) উৎপত্তিকে "সর্গ" কহে। জীবের (পূর্ব্ব কর্ম্মের) বাসনা হইতে জাত, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অনুগৃহীত এই সকল (মহদাদির) যে বীজ হইতে বীজের ন্যায় প্রবাহপ্রাপ্ত চরাচর রূপ সমাহার হইয়া থাকে, ইহাকেই "বিসর্গ" বলে। ইহ সংসারে চর প্রাণিগণের চর এবং অচর প্রাণীসকল বাসনা হেতু,—(তন্মধ্যে) মনুষ্যদিগের স্বভাব, কাম বা প্রেরণা হেতু,—যে জীবিকা করা হইয়াছে, ইহাকেই "বৃত্তি" কহে। যুগে যুগে পশু, পক্ষী, মনুষ্য, ঋষি ও দেবগণের মধ্যে ভগবানের যে বেদবিদ্বেষিঘাতিনী ইচ্ছা, ইহাকেই বিশ্বের "রক্ষা" কহে। মনু, দেবতা সকল, মনুর পুত্রগণ, সুরেশ্বরগণ, ঋষিগণ, এবং হরির অংশাবতার সকল (যাহাতে নিজ নিজ অধিকারে বর্ত্তমান থাকে,) তাহাকেই "মন্বন্তর কহে"। (ইহা এই প্রকারে) ষড়্‌বিধ। ব্রহ্মের নিকট হইতে যাঁহাদিগের উৎপত্তি,[২] সেই সকল রাজাদিগের ত্রৈকালিক বংশকে "বংশ" কহে। ঐ সকল (রাজার) এবং উহাঁদিগের বংশধরগণের চরিত্রকে

২। অর্থাৎ শুদ্ধ।

"বংশানু-চরিত" বলে। এই (বিশ্বের) স্বভাব হেতু যে নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য এবং আত্যন্তিক; (এই) চারিপ্রকার লয় (হইয়া থাকে,) পণ্ডিতেরা ইহাকেই "সংস্থা" কহেন। অবিদ্যা দ্বারা কর্ম্মকারী জীব এই বিশ্বের সৃষ্টি আদির কারণ; ইহাঁকেই "হেতু" বলে। ইহাকেই অনুশায়ি, আর কেহ অব্যাকৃত[৩]ও কহিয়া থাকেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই কয় অবস্থায় যাঁহারা জীব রূপে বর্ত্তমান থাকেন,[৪] সেই মায়াময় সকলে (সাক্ষী স্বরূপে) যাঁহার সম্বন্ধ; এবং (সমাধি প্রভৃতিতে) যাঁহার সম্বন্ধাভাব, তিনিই ব্রহ্ম; তাঁহাকেই "অপাশ্রয়" কহে। যেমন (ঘটাদি) পদার্থ সকলে (মৃত্তিকাদি) দ্রব্য এবং রূপ ও নামেতে সত্তামাত্র তেমনি যিনি দেহের গর্ভাধান হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবদীয় অবস্থাতেই যুক্ত[৫] এবং অযুক্ত[৬]ও আছেন, (তিনি ঐ অপাশ্রয়)। যখন চিত্ত নিজে[৭] অথবা যোগ দ্বারা[৮] বৃত্তিত্রয়[৯] পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হয়, তখন আত্মাকে জানিতে পারে; এবং (অবিদ্যা নিরস্ত হওয়াতে তখন) চেষ্টা নিবৃত্তি পায়।

পুরাবিৎ মুনিগণ এই সকল লক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য ছোট বড় পুরাণ সকলের সংখ্যা অষ্টাদশ গণনা করিয়াছেন;—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদ, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ,

৩। চৈতন্য প্রাধান্যে অনুশায়ি; উপাধি প্রাধান্যে অব্যাকৃত।

৪। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ।

৫। আশ্রয় বলিয়া। ৬। সাক্ষী বলিয়া।

৭। সৃষ্টি আদির মায়াময়তা পর্য্যালোচনা করিয়া। বামদেবাদির ন্যায়।

৮। দেবহূতী প্রভৃতির ন্যায়।

৯। জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি।

ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য ,কূর্ম্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড, এই অষ্টাদশ। ব্রহ্মন্! (ব্যাস) ঋষির শিষ্যের শিষ্য এবং প্রশিষ্যদিগের শাখাকরণ এই সম্যকরূপে কহিলাম, (ইহা শ্রুত হইলে) ব্রহ্মতেজঃ বৃদ্ধি করে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

অষ্টম অধ্যায়।

হে সাধো সূত! চিরজীবী হও। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! আমাদিগকে বল; অপার সংসারে ভ্রমণকারী মনুষ্যদিগের তুমি পারদর্শক। লোকে বলে মৃকণ্ডুর পুত্র ঋষি (মার্কণ্ডেয়) চিরজীবী, যিনি কল্পের শেষে অবশিষ্ট ছিলেন; কিন্তু সমুদায় জগতেরই ত নাশ হইয়াছিল। আর, তিনি আমাদিগের বংশেই উৎপন্ন; ভৃগুসন্তানদিগের শ্রেষ্ঠ; এক্ষণে ত প্রাণীদিগের কোনও প্রলয় হয় নাই। পুনশ্চ, তিনি বিশ্বব্যাপী একমাত্র সাগর জলে ভ্রমণ করিতে করিতে বটপত্রে শয়ান এক অদ্ভুত বালক পুরুষকে দেখিয়াছিলেন। এই আমাদিগের মহৎ সন্দেহ; সেই জন্য (জানিতে) আমাদিগের কৌতূহল জন্মিয়াছে; তুমি আমাদিগের (সন্দেহ) ছেদন কর; তুমি মহাযোগী (বট, কিন্তু) পুরাণে তোমার ব্যুৎপত্তি আছে, ইহাও কহিয়া থাকে।

শ্রীসূত কহিলেন, মহর্ষে! আপনি এই (যে) প্রশ্ন করিলেন, ইহা দ্বারা লোকের ভ্রম দূরীভূত হয়; ইহাতে নারায়ণের কলিমলনাশিনী অনেক কথা কথিত আছে।—(গর্ভাধানাদি) ক্রমে পিতার নিকট হইতে দ্বিজাতিসংস্কার লাভ করত বেদ সকল অধ্যয়ন করিয়া (মার্কণ্ডেয়) ধর্ম্মপূর্ব্বক তপস্যায় ও বেদপাঠে নিরত হইলেন; বৃহৎ ব্রত আচরণ করিতে লাগিলেন; শান্ত হইলেন; জটা ধারণ করিলেন; বল্কলের বস্ত্র পরিধান করিলেন; কমণ্ডলু, দণ্ড, উপবীত, মেখলা, কৃষ্ণসার চর্ম্ম, যজ্ঞসূত্র এবং কুশ ধারণ করিলেন; ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি, সূর্য্য, গুরু, ব্রাহ্মণ ও আত্মাতে সন্ধ্যাদ্বয়ে হরির অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন; যতবাক্ হইয়া প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে ভিক্ষাদ্রব্য আহরণ করিয়া গুরুকে অর্পণ করিতে লাগিলেন; গুরু অনুমতি করিলে আহার করেন, নতুবা উপবাস করিয়া থাকেন। এই প্রকারে তপস্যায় ও বেদপাঠে নিরত হইয়া অযুত অযুত বৎসর হৃষীকেশের আরাধনা করিয়া সুদুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করিলেন। ব্রহ্মা, মহাদেব, ভৃগু, দক্ষ, অপরাপর ব্রহ্মপুত্রগণ, এবং দেবতা, পিতৃ, ও ভূতগণ তাহাতে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তপস্যা ও বেদাধ্যয়ন যোগে এইরূপ মহাব্রত আচরণ করত মনের (রাগাদি) ক্লেশ সমুদয় দূর করিয়া তদ্দ্বারা অধোক্ষজ পুরুষকে চিন্তা করিলেন। মহাযোগাবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তকে এইরূপে নিযুক্ত রাখিয়া যোগীর ছয়মন্বন্তরপরিমিত কাল অতিবাহিত হইল। ব্রহ্মন্! ইন্দ্র এই (বৃত্তান্ত) অবগত হইয়া সপ্তম মন্বন্তরে তপস্যার ভয়ে ভীত হইয়া উহার

বিঘ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগকে; মদন, বসন্ত ও মলয় পবনকে; এবং লোভ ও মদকে মুনির তপস্যা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। প্রভো! তাঁহারা হিমাচলের উত্তর পার্শ্বে সেই (মুনির) আশ্রমে গমন করিলেন। যথায় পুষ্পভদ্রা নদী এবং চিত্রানামে শিলা। তাঁহার আশ্রম পদ পবিত্র; পবিত্র বৃক্ষলতায় ব্যাপ্ত; পবিত্র পক্ষিনিকরে সমাকীর্ণ; পবিত্র-নির্ম্মল-জলাশয়-সমন্বিত। উহাতে মত্ত ভ্রমরকুল গান; মত্ত কোকিল সকল রব; এবং মত্ত ময়ূররূপ নট সকল গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছে। উহা মত্ত পক্ষিকুলে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। বায়ু উহাতে প্রবেশ করিয়া হিমনিকরের কণাসকল গ্রহণ করিয়া এবং পুষ্পসকলকে আলিঙ্গন দিয়া কামকে জাগরণ করত বহিতে লাগিল। তথায় বসন্ত প্রাদুর্ভূত হইলেন; রজনীর প্রারম্ভে চন্দ্র উদিত হইলেন;—বৃক্ষ ও লতা সকল কুসুমস্তবক ধারণ করত পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। স্বর্গীয় কামিনী-দলের দলপতি কাম দর্শন দিলেন। সমুদায় যন্ত্র বাদন, ও গান করিতে করিতে গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন। ইন্দ্রের কিঙ্কর সকল দর্শন করিলেন, (মুনি) অগ্নিতে হোম কার্য্য সমাধা করিয়া চক্ষু উন্মীলন করত মূর্ত্তিমান্, দুর্দ্ধর্ষ পাবকের ন্যায় উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে স্ত্রী সকল নৃত্য, এবং গায়কেরা গান, আর মনোহররূপে মৃদঙ্গ, বীণা ও পণবাদি যন্ত্র সকল বাদন করিতে লাগিলেন। কাম নিজ ধনুকে পঞ্চমুখ বাণ যোজনা করিলেন। তখন বসন্ত, মদ, লোভ, এই সকল ইন্দ্রের ভৃত্য (মুনিকে) বিশেষ

রূপে কম্পিত করিতে চেষ্টা করিলেন। পুঞ্জিকস্থলী (নামে এক অপ্সরা) কন্দুক ক্রীড়া করিতেছিল; স্তনের গুরুতা হেতু তাহার কটিদেশ সাতিশয় চঞ্চল হইয়াছিল; তাহার কেশ হইতে মালা খসিয়া পড়িতেছিল; কন্দুকের অনুসরণ করিয়া তাহার চক্ষু ইতস্ততঃ ঘূর্ণিত হইতেছিল;—বায়ু তাহার কটিবন্ধন হইতে বিগলিত সূক্ষ্ম বস্ত্র হরণ করিলেন। কাম সেই (মুনিকে) নিজের বশতাপন্ন মনে করিয়া বাণ পরিত্যাগ করিলেন। (কিন্তু) অসমর্থ ব্যক্তির উদ্যমের ন্যায় সে সমুদায় বিফল হইল। হে মুনে! তাঁহারা এই রূপে মুনির অপকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার তেজো দ্বারা দগ্ধ হইয়া যেমন বালক সকল নিদ্রোত্থিত সর্পকে, তেমনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ব্রহ্মন্! ইন্দ্রের অনুচরগণ কর্ত্তৃক এইরূপে আক্রান্ত হইয়াও যে মহামুনি অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলেন না, মহৎ ব্যক্তি সকলে ইহা আশ্চর্য্যের নহে। ভগবান্ ইন্দ্র অনুচরগণের সহিত মদনকে নিস্তেজ দেখিয়া এবং মহর্ষির প্রভাব শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তপস্যা এবং বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক এইরূপে চিত্ত যোজনা করিয়া রাখিলে তাঁহাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত নরনারায়ণ হরি আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা দুই জন শুক্ল ও কৃষ্ণ; তাঁহাদিগের লোচন নূতন পদ্মের সদৃশ; বাহু চারি; বস্ত্র রুরুচর্ম্ম ও বল্কল; হস্তে কুশ; তাঁহারা নবগুণ-যজ্ঞোপবীত-ধারী; কমণ্ডলু, বংশের দণ্ড, পদ্ম ও অক্ষমালা ধারী। দর্ভমুষ্টিধারী। দীপ্যমান বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গল কান্তি থাকাতে সাক্ষাৎ, মূর্ত্তিমান্ তপস্যাস্বরূপ।

উন্নত কলেবর। দেবশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক বন্দিত। ভগবানের অবতার সেই দুই নরনারায়ণ ঋষিকে দর্শন করিয়া (মুনি) উত্থান করত সমধিক সাদরে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডের ন্যায় নমস্কার করিলেন। তাঁহাদিগের সন্দর্শন জন্য আনন্দে তাঁহার ইন্দ্রিয়, আত্মা ও চিত্ত সুখিত হইল;—রোম সকল হর্ষিত হইয়া উঠিল;—নয়ন (আনন্দ) জলে পরিপূর্ণ হইল।—(এতাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়া) তিনি তাঁহাদিগের দুই জনকে দেখিতে পাইলেন না। উত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলি ও বিনীত হইয়া ঔৎসুক্য বশতঃ যেন আলিঙ্গনই করিয়া গদ্গদস্বরে দুই ঈশ্বরকে কহিলেন "নমস্কার; নমস্কার"। তাঁহাদিগের দুই জনকে আসন দান করত পাদ প্রক্ষালণ করিয়া দিয়া অর্ঘ্য, চন্দন, ধূপ ও মালা দ্বারা পূজা করিলেন। অনুগ্রহে অভিমুখী হইয়া সেই পূজ্যতম দুই জন আসনে সুখে উপবিষ্ট হইলে পর মুনি পুনর্ব্বার পদে প্রণাম করিয়া এই কথা কহিলেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বিভো! আপনাকে কি বর্ণনা করিব? প্রসিদ্ধ আছে, (সাধারণ) প্রাণিগণের, ব্রহ্মার, শিবের এবং আমার নিজেরও প্রাণ আপনা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং যদিও কাহারই স্বাতন্ত্র্য নাই, তথাপি কাষ্ঠযন্ত্রের ন্যায় আপনা কর্ত্তৃকই প্রেরিত হইয়া যাঁহারা আপনাকে ভজনা করেন, আপনি তাঁহাদিগের আত্মার[১] বন্ধু হন। হে ভগবান্! ভগবান্ (আপনার) এই দুই মূর্ত্তি ত্রৈলোক্যের, মঙ্গলের, তাপশান্তির ও মুক্তির নিমিত্ত। যেমন এই (বিশ্বকে) রক্ষা করি-

১। অর্থাৎ, পিত্রাদির মত কেবল দেহেরই বন্ধু নহেন।

বার নিমিত্ত অন্যান্য (মৎস্যাদি) নানা দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। (আর আপনি) ঊর্ণনাভির ন্যায়, সমুদায় সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার গ্রাস করেন। সেই পালনকর্ত্তা, স্থাবর-জঙ্গম সকলের ঈশ্বর আপনার চরণমূল ভজনা করি। যিনি উহাতে অবস্থিত, কর্ম্ম, গুণ, কাল, পাপ, (এবং পূর্ব্বোক্ত তাপাদি) তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। (যে হেতু) বেদ যাঁহাদিগের হৃদয়ে অবস্থিত, সেই সকল মুনি প্রাপ্তির নিমিত্ত উহাকে বার বার স্তব, নমস্কার, ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। হে ঈশ্বর! মুক্তিস্বরূপ আপনার চরণপ্রাপ্তি ভিন্ন সর্ব্বত্র ভয়শালী মনুষ্যের অন্য উপায় দেখি না; দ্বিপরার্দ্ধকাল যাঁহার অবস্থিতি, সেই ব্রহ্মাও কালরূপী আপনাকে সাতিশয় ভয় করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার সৃষ্ট প্রাণীসকলের কথা আর কি বলিব? অতএব আত্মার আবরক, নিষ্ফল, নশ্বর, তুচ্ছ, (তবে) আত্মামাত্র[২] দেহাদি পরিত্যাগ করিয়া সত্যজ্ঞান স্বরূপ, জীবের নিয়ন্তা, অতএব পরম আপনার এই পাদমূলই ভজনা করি। (যদি মনুষ্যেরা ইহা) প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেই সমুদায় অভী-প্সিত প্রাপ্ত হইলেন। হে ঈশ্বর! আত্মার বন্ধু আপনার সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ। আপনি যদিও মায়াময় এই সকল ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তথাপি আপনার যে সত্ত্বময়ী লীলা উহাই মনুষ্যগণের মুক্তিসাধন করিতে সমর্থ,—অপর দুই নহে; কারণ ঐ দুই হইতে দুঃখ, মোহ, এবং ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভগবন্!

২। কারণ আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নাই।

অতএব পণ্ডিতেরা আপনার, এবং আপনার ভক্তদিগের নারায়ণ নামক রূপ ভজনা করিয়া থাকেন; যে হেতু ভক্তেরা অন্যকে নহে, সত্ত্বকেই পুরুষের রূপ বলিয়া মানেন, যাহা হইতে লোক অভয় এবং আত্মসুখ (লাভ করিয়া থাকে)। সেই অন্তর্যামী, ভূমা, বিশ্বময়, বিশ্বের গুরু, পরম দেবতা, নারায়ণ ঋষি, নরোত্তম ঋষি, নারায়ণ, যতবাক্, অথচ বেদের প্রবর্ত্তক ভগবান্‌কে নমস্কার করি। আপনার মায়া দ্বারা (আত্মনিষ্ঠা বুদ্ধি) আচ্ছন্ন হওয়াতে কপট ইন্দ্রিয়মার্গ সকলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া (পুরুষ) আপনাকে জানিতে পারে না। যে পূর্ব্বে জানিত না, সেই আবার যদি অখিল-গুরু আপনা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বেদ জানিতে পারে, তাহা হইলে সাক্ষাৎ আপনাকে জানিতে পারে। আপনার জ্ঞান দেহাদি-সঙ্ঘাত দ্বারা গুপ্ত; অতএব (সাংখ্যাদি) সমুদায় বাদের যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, আপনার স্বভাব সেই সকলেরই অনুরূপ; (এই জন্য) ব্রহ্মা প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আপনাকে জানিতে সমর্থ হন না; এতাদৃশ আপনি বেদে প্রকাশ পাইয়া থাকেন; ঐ প্রকাশ আপনার গূঢ় স্বরূপকে জানাইয়া দেয়; আমি তদ্রূপভূত আপনাকে নমস্কার করি।

নারায়ণের স্তব নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

নবম অধ্যায়।

শ্রীসূত কহিলেন, বুদ্ধিমান্ মার্কণ্ডেয় এই প্রকার স্তব করিলে পর নরনারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া ভৃগুশ্রেষ্ঠকে কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ওহে ওহে ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ! তপস্যা, ও বেদাধ্যয়ন, ও নিয়ম এবং আমাতে অবিচলিতা ভক্তি, ও চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছ। তোমার বৃহৎ ব্রত আচরণ হেতু আমরা তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক্; তোমার বাঞ্ছিত বর যাচ্ঞা কর। আমি তোমাকে বর দান করিব।

ঋষি কহিলেন, হে দেবদেবেশ্বর! হে বিপন্নের পীড়ানাশক! হে অচ্যুত! আপনি শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিলেন[১]। (কিন্তু) এই বরে আমার প্রয়োজন নাই; যে হেতু আপনি দর্শন দিলেন। যোগ-পক্ক মনোদ্বারা যে আপনার শ্রীমৎ পাদপদ্মের দর্শন লাভ করিয়া (প্রাকৃত জনেরাও) ব্রহ্মাদি হন্, সেই আপনি আমার নয়নের গোচরে! হে পদ্মপত্রাক্ষ! হে পুণ্যশ্লোকের শিখামণে! তথাপি মায়া দেখিতে ইচ্ছা করি; যদ্দ্বারা লোক ও লোকপাল সকল বস্তুতে ভেদ দর্শন করেন।

শ্রীসূত কহিলেন, মুনে! ঋষি কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত এবং সম্পূর্ণ রূপে পূজিত হইয়া ভগবান্ ঈশ্বর "তাহাই হইবে" হাসিয়া এই কথা কহিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। সেই

১। "বর যাচঞা কর" স্বয়ংই যাচিয়া আমাকে এই কথা বলাতে।

ঋষি সেই বিষয়ই চিন্তা করত আপনার আশ্রমেই বাস করিয়া অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ ও আত্মা (প্রভৃতি) সর্ব্বত্রে হরিকে চিন্তা করত মনোময় দ্রব্য সকলের দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। কখন প্রেমস্রোতে অভিষিক্ত হইয়া, পূজা ভুলিয়া যান। হে ব্রহ্মন্! হে ভৃগু-শ্রেষ্ঠ! সেই মুনি একদা সন্ধ্যার সময় পুষ্পভদ্রার তীরে উপবেশন করিয়া আছেন, ইতি মধ্যে মহান্ বাত্যা উত্থিত হইল। সেই বাত্যা প্রচণ্ড শব্দ করিতে লাগিল। তাহার পরেই ভয়ানক মেঘরাজি (প্রাদুর্ভূত এবং) বিদ্যুতের সহিত মিলিত হইয়া উচ্চৈঃ স্বরে গর্জ্জন করত চতুর্দ্দিকে অক্ষের২ ন্যায় স্থূল বৃষ্টিধারা সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পর দৃষ্ট হইল, প্রচণ্ডনক্রসঙ্কুল, মহাভয়ের আকর, আবর্ত্তসম্পন্ন, গভীর-শব্দশালী চতুর্দ্দিকস্থ চতুঃ সমুদ্র বায়ু-বেগজন্য তরঙ্গ সকলের দ্বারা পৃথিবী গ্রাস করিতেছে। মুনি আপনার সহিত চতুর্ব্বিধ প্রাণীকে অভ্যন্তরে ও বাহ্যে আকাশাচ্ছাদক জল, প্রচণ্ড (বায়ু,) এবং বিদ্যুতের দ্বারা বিশেষরূপে পীড়িত, এবং পৃথিবীকে জলে নিমগ্ন দর্শন করত ব্যাকুলিতমনাঃ হইয়া ভীত হইলেন। তরঙ্গ দ্বারা ভীষণ, বায়ু দ্বারা ঘূর্ণিত-জলশালী মহাসমুদ্র তাঁহার সমক্ষে এই রূপ দৃষ্ট হইল,—ধারাবর্ষী মেঘ সকলের দ্বারা ক্রমে ক্রমে পূরিত হইয়া দ্বীপ, বর্ষ ও পর্ব্বত সকলের সহিত পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিল। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, তারাগণ ও দিঙ্মণ্ডলের সহিত ত্রৈলোক্য জলে নিমগ্ন হইল। কেবল

২। চাকার ধুরা। বাং।

সেই মহামুনি একাকী অবশিষ্ট থাকিয়া জটাসকল বিকীরণ করিয়া জড় ও অন্ধের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় পরিবৃত, মকর ও তিমিঙ্গিলগণের উপদ্রবে উপদ্রবগ্রস্ত, তরঙ্গ ও বায়ু দ্বারা আহত, এবং পরিশ্রম দ্বারা আক্রান্ত এবং অপার অন্ধকারে পতিত হইয়া ভ্রমণ করত (ঋষি) দিক্‌সকল, আকাশ ও পৃথিবী জানিতে সমর্থ হইলেন না। নিজে কখন মহাসাগরে মগ্ন; কখন তরঙ্গ সকলের দ্বারা তাড়িত; কখন (ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত) পরস্পর বিবাদকারী মকর কুম্ভীরাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হন;—কখনও দুঃখ, (কখন) সুখ, (কখন) ভয়, কখনও ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হইয়া পঞ্চত্ব পান। বিষ্ণুর মায়া দ্বারা আত্মা আচ্ছন্ন হইয়া সেই (সাগরে) ভ্রমণ করিতে করিতে (ঋষির) শত সহস্র অযুত বৎসর অতিবাহিত হইল। সেই দ্বিজ একদা ভ্রমণ করিতে করিতে সেই (সাগরের) মধ্যে পৃথিবীর উন্নতভাগে ফলপুষ্প দ্বারা শোভিত বটের নৌকা দর্শন করিলেন। দেখিলেন সেই নৌকার ঈশানদিকের শাখায় পর্ণপুটে (এক) শিশুও শয়ন করিয়া আছেন; (শিশু) প্রভা দ্বারা অন্ধকার নাশ করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ মহামরকতের ন্যায় শ্যাম; বদনপদ্ম শ্রীসম্পান্ন; গ্রীবা কম্বুসদৃশ; বক্ষঃস্থল বিস্তৃত; নাসিকা সুন্দর; ভ্রু সুন্দর। নিশ্বাস দ্বারা কম্পমান অলকজাল দ্বারা শোভা হইয়াছে। দুইখানি কর্ণ, (অভ্যন্তরে) কম্বুর ন্যায় বলয় দ্বারা শোভমান; তাহাতে দাড়িমী পুষ্প (সংলগ্ন রহিয়াছে)। হাস্য শুভ্র, কিন্তু বিদ্রুমতুল্য অধরের কান্তি দ্বারা ঈষৎ অরুণীকৃত অপাঙ্গদ্বারা পদ্মগর্ভের ন্যায়

অরুণ বর্ণ। অবলোকন মনোহর-হাস্য-সংযুক্ত। অশ্বত্থ পত্র সদৃশ উদরে গভীর নাভি নিশ্বাস বশে কম্পমান বলি সকলের দ্বারা চঞ্চল। হে বিপ্রেন্দ্র! (বালক) মনোহর-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট পাণিযুগলের দ্বারা চরণাম্বুজ আকর্ষণ করত মুখে প্রদান করিয়া, চুষিতে ছিলেন। (মুনি) সেই বালককে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করাতে যে আনন্দ জন্মিল, তদ্দ্বারা তাঁহার পরিশ্রম দূর হইল; হৃৎপদ্ম ও লোচনপদ্ম বিকসিত হইল; লোমাঞ্চ হইল; অত্যাশ্চর্য্যরূপ দর্শন করিয়া শঙ্কা হইল, তথাপি জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। অমনি সেই ভৃগুসন্তান শিশুর নিশ্বাস যোগে মশকের ন্যায় (তাঁহার) শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায়ও দেখিতে পাইলেন; (প্রলয়ের) পূর্ব্বের ন্যায় এই (বিশ্ব) সমুদায় বিন্যস্ত রহিয়াছে (দেখিয়া) সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুগ্ধ হইলেন। আকাশ, অন্তরীক্ষ, তারাগণ, পর্ব্বতনিকর, সাগর সমুদয়, দ্বীপ-সমূহ, বর্ষনিকর, দিক্‌চয়, দেবতা ও অসুর সকল, বনসমস্ত, দেশ সমস্ত, নদীবর্গ, নগরনিচয়, আকর-সমূহ, খেট-সমূহ, ব্রজসমূহ, আশ্রমবর্গ, বৃত্তি সকল, মহাভূতনিকর, ভৌতিক পদার্থ সমূহ, কাল, যুগ, কল্প, এবং যাহা কিছু লোকযাত্রার কারণীভূত অন্য দ্রব্য ইত্যাদি বিশ্বকে দিব্য দ্বারা প্রকাশিত দর্শন করিলেন। এই ঋষি তথায় হিমালয়, সেই পুষ্পবহা নদী, এবং তাঁহার নিজের আশ্রমস্থান দেখিলেন। সেই (ঋষি) বিশ্বকে দর্শন করিতে করিতে শিশুর শ্বাস দিয়া বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রলয়সাগরে পতিত হই-

লেন। সেই পৃথিবীর উচ্চপ্রদেশে সংলগ্ন বটবৃক্ষকে, তাহার পত্রপুটে শয়ান বালককে (দর্শন করিয়া ;) এবং প্রেমহেতু শুভ্র হাস্যসংযুক্ত দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হইয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নয়নযুগল দ্বারা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত সেই অধোক্ষজ বালককে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত নিকটে যাইলেন। অমনি যোগের অধীশ্বর; শরীরশায়ী সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ দুর্দ্দৈব বিরচিত চেষ্টার ন্যায় ঋষির নিকট হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। ব্রহ্মন্ ! তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বট, জল, এবং লোকপ্রলয় ক্ষণমধ্যে অন্তর্হিত হইল, (ঋষি) পূর্ব্বের ন্যায় উহাঁর নিজের আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

মার্কণ্ডেয়ের ভগবন্মায়া দর্শন নামক নবম
অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

দশম অধ্যায়।

শ্রীসূত কহিলেন, সেই (ঋষি) এই (বিশ্বকে) নারায়ণের মায়া দ্বারা বিনির্ম্মিত অনুভব করিয়া এবং যোগমায়ার প্রভাব (বুঝিতে পারিয়া,) সেই (বিষ্ণুরই) শরণাগত হইলেন।

শ্রীঋষি কহিলেন, হে হরে ! আপনার প্রপন্ন জনের অভয়প্রদ পাদ মূলের শরণাগত হইলাম; যে আপনার জ্ঞানবৎ প্রকাশমানা মায়া দ্বারা পণ্ডিতগণও মুগ্ধ হইয়া থাকেন।

শ্রীসূত কহিলেন, তিনি এইরূপে চিত্তসংযত করিয়া কাল-যাপন করিতে ছিলেন, ইতিমধ্যে ভগবান রুদ্র গণগণে পরিবৃত হইয়া রুদ্রাণীর সহিত বৃষভারোহণে আকাশে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। অনন্তর উমা সেই ঋষিকে দর্শন করিয়া গিরিশকে কহিলেন, ভগবন্! দেখুন এই ঋষি আত্মা ও ইন্দ্রিয়বর্গ ও মনকে সংযত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন;—যেমন ঝটিকার অবসানে সমুদ্র;—জল স্থির,—মৎস্যাদি সমুদায় নিশ্চল। ইহাঁর তপস্যার ফলদান করুন;—আপনি সাক্ষাৎ ফলদাতা।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ব্রহ্মর্ষি কোনও ফল, অন্য কি মুক্তিও বাঞ্ছা করেন না; ভগবান্ অব্যয় পুরুষে উৎকৃষ্টা ভক্তি লাভ করিয়াছেন। তথাপি ভবানি! এই সাধুর সহিত কথোপকথন করিব; এই সাধুসমাগমই মনুষ্যদিগের পরম লাভ। সর্ব্ব বিদ্যার নিয়ন্তা, সর্ব্বশরীরীর ঈশ্বর, (অতএব) সাধুদিগের গতি সেই ভগবান্ এই কথা কহিয়া সেই (ঋষির) নিকটবর্ত্তী হইলেন। ঋষি অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল রুদ্ধ করিয়াছিলেন, (অতএব) জগতের আত্মা সেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর ঈশ্বরীর সমাগম, আত্মা ও বিশ্বকে জানিতে পারিলেন না। ভগবান্ ঈশ্বর গিরিশ তাহা জানিয়া, বায়ু যেমন ছিদ্রে, তেমনি যোগমায়াযোগে তাঁহার হৃদয়াকাশে প্রবেশ করিলেন। বিদ্যুৎ-সদৃশ পিঙ্গল-জটাধারী; ত্রিনয়ন; দশ-ভুজ; উন্নত; উদয়োন্মুখ ভাস্করতুল্য; ব্যাঘ্রচর্ম্মের বসন পরিধায়ী; শূলী; শরাসন, বাণ, খড়্গ, চর্ম্ম, অক্ষমালা, ডমরু, কপাল, পরশু ধারণকারী শিবকে

শরীরের অভ্যন্তরেও [১] হৃদয়মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত দর্শন করত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুনি! এ, কি! কোথা হইতে; (এই ভাবিয়া) সমাধি হইতে বিরত হইলেন। নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, ত্রৈলোক্যগুরু রুদ্র গণ-গণ ও উমার সহিত আগমন করিয়াছেন; (পরে) মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন; (তদনন্তর) স্বাগত জিজ্ঞাসা, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, চন্দন, মালা, ধূপ ও দীপ দ্বারা গণ-গণের ও উমার সহিত তাঁহার পূজা করিলেন; এবং কহিলেন, আপনি আত্মাকে অনুভব করিয়া থাকেন; তাহাতে করিয়াই আপনার সমুদায় বাসনা পরিপূর্ণ হইয়াছে; জগৎ আপনা দ্বারা সুখিত হইয়া থাকে। বিভো! ঈশান! আমরা এতাদৃশ আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? নির্গুণ, শান্ত, সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতা, (অতএব) প্রমীঢ়; (আবার) রজঃসেবী, তমঃসেবী ঘোর আপনাকে নমস্কার নমস্কার।

শ্রীসূত কহিলেন, সাধুদিগের গতি সেই ভগবান্ মহাদেব এইরূপে স্তুত হইয়া সাতিশয় তুষ্ট ও প্রসন্নচেতা হইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; আমরা তিন বরদাতাদিগের অধীশ্বর; আমাদিগের দর্শন নিষ্ফল হয় না; মনুষ্য আমাদিগের নিকট মুক্তি পাইয়া থাকে। যে সকল ব্রাহ্মণ সদাচার, মাৎসর্য্যাদি-রহিত, নিষ্কাম, প্রাণিগণের প্রতি দয়ালু; আমাদিগেতে একান্ত ভক্ত, শত্রুতাহীন ও সমদর্শী, সমুদায়

১। যেমন পূর্ব্বে বাহিরে দেখিলেন, তেমনি "অভ্যন্তরেও"।

লোক ও লোকপাল গণ তাঁহাদিগের বন্দনা, অর্চ্চনা, ও উপাসনা করিয়া থাকে; (কেবল ইহারাই নহেন) আমি, ভগবান্ ব্রহ্মা, এবং স্বয়ং ঈশ্বর হরি, (আমরাও করিয়া থাকি)। তাঁহারা আমাতে, হরিতে ও ব্রহ্মাতে এবং আত্মাতে ও (অন্যান্য) জনেতেও অণুমাত্রও ভেদ দর্শন করেন না; (অতএব এতাদৃশ) তোমাদিগকে আমরা ভজনা করি। জলময় (নদীনদাদি) তীর্থ নহে; শিলাময় (শালগ্রামাদি) দেবতা নহেন;—তাঁহারা বহুকালে পবিত্র করিয়া থাকেন; আপনারা দর্শনমাত্রেই। ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করি;—যাঁহারা চিত্তৈকাগ্রতা, আলোচনা, অধ্যয়ন ও বাক্যাদিসংযম দ্বারা আমাদিগের বেদময় রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। আপনাদিগের (নামাদি) শ্রবণ বা আপনাদিকে দর্শন করিলে মহাপাতকী অন্ত্যজগণও শুদ্ধ হয়; সম্ভাষণাদি দ্বারা (যে কি ফল ফলে, তাহা আর কি বলিব?)

শ্রীসূত কহিলেন চন্দ্রশেখরের এই ধর্ম্ম রহস্য-যুক্ত, অমৃতের নিধান বাক্য কর্ণপুটে পান করিয়া ঋষির পিপাসা পরিতৃপ্ত হইল না; বিষ্ণুর মায়া অনেক দিন ধরিয়া তাঁহাকে ভ্রমণ করাইতেছিল এবং কষ্ট দিতেছিল; শিবের বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা তাঁহার সমুদায় ক্লেশ নষ্ট হইল; (এতাদৃশ হইয়া) তিনি তাঁহাকে কহিলেন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন, অহো ঈশ্বর! জগদীশ্বরেরা, তাঁহারা নিজে যাহাদিগকে শাসন করিবেন, তাহাদিগের স্তব করিয়া থাকেন, এই যে লীলা, শরীরীরা ইহা বুঝিতে পারে

না। (অথবা) লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত (ধর্ম্মের) বক্তারা প্রায় (নিজ) ধর্ম্ম আচরণ, অনুমোদন এবং ক্রিয়মাণ (ধর্ম্মের) স্তব (প্রশংসা) করিয়া থাকেন। এই সকল (নমনাদিতে) আপনার নিজের মায়ার আচরণ সকল বর্ত্তমান; এই সকল, যেমন ভান ভানকারী ব্যক্তির, তেমনি (মায়াবী) ভগবান্ আপনার প্রভাবকে খর্ব্বিত করিতে পারে না। আপনি মনোদ্বারা এই বিশ্ব সৃজন করিয়া আত্মারূপে ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করত, যেমন স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি, তেমনি কার্য্যকারী গুণগণ দ্বারা কর্ত্তার ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। ত্রিগুণ, গুণনিয়ন্তা, একমাত্র, অদ্বিতীয়, গুরু, ব্রহ্মমূর্ত্তি সেই ভগবান্ (আপনাকে) নমস্কার। হে ভূমন্! আপনার দর্শনই বর; (অতএব অন্য আর) কি বর প্রার্থনা করিব। আপনার দর্শনে পুরুষের বাসনা চরিতার্থ ও সফল হইয়া থাকে। তথাপি পূর্ণ-বাসনা-বর্ষী আপনার নিকট এক বর যাচ্ঞা করি;—আপনাতে এবং আপনার ভক্ত ব্যক্তিগণে অবিচলিতা ভক্তি।

শ্রীসূত কহিলেন, মুনি কর্ত্তৃক এইপ্রকারে পূজিত, এবং বেদবাক্য দ্বারা এইরূপে স্তুত হইয়া ভগবান্ মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন; দেবী উহার অভিনন্দন করিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমাদিগের নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর আমরা দেবতাদিগের ঈশ্বর; যাঁহাদিগের দর্শন নিষ্ফল হয় না,—যাঁহাদিগের হইতে মনুষ্য মুক্তি লাভ করে, (আমরা সেই)।

হে মহর্ষে! হে ব্রহ্মন্! তুমি যে অধোক্ষজ পুরুষে সদ্ভক্তিমান্ এই তোমার সমুদায় (আরও) কল্প শেষ পর্য্যন্ত

ব্রহ্মতেজস্বী তোমার কীর্ত্তি, পুণ্য, অজরতা, অমরতা, ত্রৈকালিক জ্ঞান, ও বিরাগসহিত জ্ঞান হউক; তুমি পুরাণে আচার্য্য হও।

সূত কহিলেন, সেই ত্রিলোকের ঈশ্বর মুনিকে এইপ্রকার বরদান করিয়া, তাঁহার কার্য্য [২] এবং ইতিপূর্ব্বে যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, [৩] সেই সমস্ত দেবীকে কহিতে কহিতে চলিয়া গেলেন। সেই (মুনিও) মহাযোগের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া ভাগবতের মধ্যে প্রধান হইয়া এবং সাক্ষাৎ হরিতে ঐকান্তিকতা লাভ করিয়া এখনও বিচরণ করিতেছেন। ধীমান্ মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক অনুভূত ভগবানের অদ্ভুত মায়াবৈভব এই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। যাঁহারা মনুষ্যদিগের সৃষ্টি ও প্রলয়স্বরূপা ভগবন্মায়া না জানেন, তাঁহারা বলেন, (মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক অনুভূত) এই (মায়া) বহুকাল ব্যাপিয়া পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত; (যাঁহারা জানেন, তাঁহারা কিন্তু মনে করেন) ইহা আকস্মিক [৪]।

হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! যিনি চক্রপাণির প্রভাব দ্বারা পরিবর্দ্ধিত এই প্রকার এই (উপাখ্যান) শ্রবণ করেন, বা করান, অথবা এই উভয়, ইহাঁদিগের কর্ম্ম, চিত্ত, ও সংসার হয় না।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

———00———

২। তপস্যাদি।
৩। ভগবন্মায়া।
৪। অর্থাৎ, তৎক্ষণমাত্রে প্রবর্ত্তিত।

একাদশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে ভগবদ্ভক্ত সূত! তুমি সমুদায় তন্ত্রসিদ্ধান্তের তত্ত্ববিৎ, ও বহুবিজ্ঞ; অতএব এক্ষণে তোমাকে একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করি। শ্রীপতি নারায়ণ কেবল চৈতন্যঘনমাত্র; কিন্তু তান্ত্রিক উপাসকেরা উপাসনাকালে তাঁহার হস্তপদাদি অঙ্গ, গরুড়াদি উপাঙ্গ, সুদর্শনাদি অস্ত্র, ও কৌস্তুভাদি আভরণ সকল যে যে পদার্থে কল্পনা করেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন কর। আমি ক্রিয়া-যোগ জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব যে ক্রিয়ানিপুণতা দ্বারা মনুষ্যেরা মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাও বর্ণন কর।

সূত কহিলেন, গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মাদি আচার্য্য কর্ত্তৃক বেদ ও তন্ত্রে বিষ্ণুর যে বিভূতি কথিত হইয়াছে, তাহা বর্ণন করি। প্রথমতঃ প্রকৃতি, সূত্র, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই নয় তত্ত্ব এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত, এই ষোড়শ বিকার দ্বারা বিরাট মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই চেতনাধিষ্ঠিত বিরাট মূর্ত্তিতে ভুবনত্রয় দৃষ্ট হইল। ইহাই বিরাট পুরুষের রূপ। পৃথিবী ইহাঁর পাদদ্বয়, স্বর্গ-লোক ইহার মস্তক, আকাশ ইহাঁর নাভি, সূর্য্য ইহাঁর চক্ষু, বায়ু ইহাঁর নাসা, ও দিক্ ইহাঁর কর্ণ। প্রজাপতি ইহাঁর মেঢ্র, কাল ইহাঁর অপান বায়ু, লোকপাল ইহাঁর বাহু, চন্দ্র ইহাঁর মন, যম ইহাঁর ভ্রূ, লজ্জা ও লোভ ইহাঁর অধরওষ্ঠ, জ্যোৎস্না ইহাঁর দন্ত, ভ্রম ইহাঁর হাস্য, বৃক্ষসকল

ইহাঁর রোম, ও মেঘ ইহাঁর কেশ। এই ভূলোকস্থ মানব দেহ যেরূপ নিজের সপ্ত বিতস্তি পরিমাণে পরিমিত, সেইরূপ এই বিরাট পুরুষও স্বীয় সপ্তবিতস্তি-পরিমিত অবয়ব-সংস্থানে পরিমিত। ইনি কৌস্তুভচ্ছলে বিশুদ্ধ জীবচৈতন্য ধারণ করেন; আর উহার ব্যাপিনী প্রতিভারূপ সাক্ষাৎ শ্রীবৎস হৃদয়ে ধারণ করেন। বনমালারূপিণী নানাগুণময়ী স্বীয় মায়াকে ধারণ করেন; এবং ছন্দোময় পীতবাস ও ব্রহ্মসূত্র রূপ ত্রিমাত্র প্রণব ধারণ করেন। আর মকর-কুণ্ডলরূপ সাংখ্যযোগ ও শিরোভূষণরূপ সর্ব্বলোকনমস্কৃত ব্রহ্মপদ ধারণ করেন। প্রধান অনন্তনামক আসন, যাহাতে উপবেশন করিয়া আছেন, সেই আসনভূত পদ্ম জ্ঞানাদি-যুক্ত সত্ত্বগুণ। তেজঃ-সাহস-ও-বলযুক্ত প্রাণতত্ত্বরূপ গদা, জলতত্ত্বরূপ শঙ্খ, তেজস্তত্ত্বরূপ সুদর্শন, (শরীরস্থ আকাশ রূপ) আকাশতত্ত্ব, তমোময় অসিচর্ম্ম, কালরূপ শার্ঙ্গধনু, এবং কর্ম্মময় তূণীর ধারণ করিয়া আছেন। ইন্দ্রিয়গণকে ইহাঁর শর, ক্রিয়াশক্তিযুক্ত মনকে ইহাঁর রথ, পঞ্চতন্মাত্রকে ইহাঁর রূপ কহিয়া থাকে; মুদ্রা দ্বারা ইনি বরদ-অভয়াদি রূপ সকল ধারণ করেন। সূর্য্যমণ্ডল এই দেবের পূজার ভূমি [১], দীক্ষা সংস্কার আত্মার [২]; ভগবানের পরিচর্য্যা আপনার পাপক্ষয় [৩] জানিবে। হে দ্বিজ! ভগবান্ ঐশ্ব-

---

১। অর্থাৎ, সূর্য্যমণ্ডলরূপে ইহাঁকে ভাবনা করিবে।

২। অর্থাৎ, গুরুকৃত নিজের মন্ত্রদীক্ষাকে সেই দেবতার পূজাযোগ্য রূপে ভাবনা করিবে।

৩। অর্থাৎ, পরিচর্য্যাকে নিজের পাপক্ষয় রূপে ভাবনা করিবে।

র্য্যাদি-ছয়গুণ-রূপ হস্তস্থ লীলাকমল ধারণ করেন; এবং ভগবান্ ধর্ম্ম ও যশ রূপ চামর ও ব্যজন ভজনা করেন। বৈকুণ্ঠ ধাম ছত্র; এবং কৈবল্যরূপ গৃহ ভজনা করেন। বেদত্রয়ের নাম গরুড়; স্বয়ং পুরুষই ইহাঁর যজ্ঞরূপ। সাক্ষাৎ শ্রী এই আত্মারূপ নারায়ণের অনপায়িনী শ্রী। পঞ্চরাত্রাদি আগমরূপ ইহাঁর পার্ষদাধিপতি বিশ্বক্সেন; অণিমাদি অষ্টগুণ ইহাঁর দ্বারস্থ নন্দাদি। হে ব্রহ্মন্! বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, ও অনিরুদ্ধ, এই চারি পুরুষমূর্ত্তি ইহাঁর চারি মূর্ত্তিব্যূহ কথিত হয়। ভগবন্! সেই নারায়ণ (বাহ্য)-পদার্থ-মন-সংস্কার-ও-জ্ঞানোপাধিক (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি,) এই সকল বৃত্তি দ্বারা বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, তুরীয় চিন্তিত হন। তত্তন্মূর্ত্তিস্থ ভগবান্ ঈশ্বর হরি অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র, শস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা উপলক্ষিত ঐ ব্যূহমূর্ত্তিচতুষ্টয় ধারণ করেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই ভগবান্ বিষ্ণু বেদরাশির কারণ, সর্ব্বদ্রষ্টা ও স্বীয় মহিমাতে পরিপূর্ণ। ইনি স্বীয় মায়া দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার করেন বলিয়া ব্রহ্মাদি নামে ব্যক্ত হন; কিন্তু ভক্তজন কর্ত্তৃক অনাবৃত জ্ঞানরূপে আত্মাতে জানিত হন। "হে কৃষ্ণ! হে অর্জ্জুনসখ! হে বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ! তুমি পৃথিবীর বিঘ্নকারী ক্ষত্রিয় বংশ নাশ করিয়াছ। হে অক্ষীণ-বীর্য্য! হে গোবিন্দ! গোপ-বনিতারা ও নারদাদি ঋষিরা তোমার নির্ম্মল যশ সর্ব্বত্র গান করেন, তোমার নামশ্রবণেই মঙ্গল হয়; এই ভক্তদিগকে রক্ষা কর" যে ব্যক্তি প্রাতঃ-কালে গাত্রোত্থান করিয়া মচ্চিত্ত হইয়া এই মহাপুরুষলক্ষণ বার্ত্তা জপ করেন, তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন।

শৌনক কহিলেন, বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করাতে ভগবান্ শুকদেব যাহা কহিয়াছিলেন, মাসে মাসে পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্যের যে নানা মূর্ত্তিব্যূহ সপ্ত সংখ্যায় উদিত হয়, অধীশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত সূর্য্যাত্মা হরির সেই সকল মূর্ত্তিব্যূহের নাম ও কর্ম্ম আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর।

সূত কহিলেন, সর্ব্বদেহীর আত্মা বিষ্ণুর অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন লোকপরতন্ত্র এই সূর্য্য লোকেতেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। জগদাত্মা আদিকর্ত্তা নারায়ণ সূর্য্য একমাত্র হইয়াও লোকদিগের সমুদায় বেদোক্ত ক্রিয়ার মূলরূপে ঋষিগণ কর্তৃক উপাধিবশতঃ বহুরূপে কীর্ত্তিত হন। সেই নারায়ণ সূর্য্য মায়া দ্বারা কাল, দেশ, ক্রিয়া, কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য, মন্ত্র, দ্রব্য ও ফলরূপে কীর্ত্তিত হন। কালরূপধারী ভগবান্ আদিত্য লোকযাত্রানির্ব্বাহের জন্য চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসে পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশ গণের সহিত বিচরণ করেন। সূর্য্য, অপ্সরা, রাক্ষস, বাসুকি, যক্ষ, পুলস্ত্য, তুম্বুরু, এই সাত গণ চৈত্র মাসে বিচরণ করেন। অর্য্যমা, পুলহ, যক্ষ, রাক্ষস, নারদ, গন্ধর্ব্ব ও নাগ, ইহাঁরা বৈশাখ মাসে বিচরণ করেন। সূর্য্য, অত্রি, রাক্ষস, তক্ষক, মেনকা, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ, ইহাঁরা জ্যৈষ্ঠ মাসে বিচরণ করেন। বশিষ্ঠ, সূর্য্য, রম্ভা, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও যক্ষ, ইহাঁরা আষাঢ় মাসে বিচরণ করেন। সূর্য্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, অঙ্গিরা, প্রম্লোচ ও রাক্ষস, ইহাঁরা শ্রাবণ মাসে বিচরণ করেন। সূর্য্য, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, ভৃগু, অনুম্লোচা ও নাগ, ইহাঁরা ভাদ্র মাসে বিচরণ করেন। সূর্য্য, নাগ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ঘৃতাচী ও গৌতম, ইহাঁরা মাঘ মাসে বিচরণ করেন।

যক্ষ, রাক্ষস, ভরদ্বাজ, সূর্য্য, অপ্‌সরা, গন্ধর্ব্ব ও নাগ, ইহাঁরা ফাল্গুন মাসে বিচরণ করেন। সূর্য্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, নাগ, উর্ব্বশী ও কশ্যপ, ইহাঁরা অগ্রহায়ণ মাসে বিচরণ করেন। সূর্য্য, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ঋষি, নাগ ও পূর্ব্বচিত্তি, ইহাঁরা পৌষ মাসে বিচরণ করেন। বিশ্বকর্ম্মা, যমদগ্নি, নাগ, রাক্ষস, তিলোত্তমা, যক্ষ, ও গন্ধর্ব্ব, ইহাঁরা আশ্বিন মাসে বিচরণ করেন। আদিত্য, নাগ, গন্ধর্ব্ব, রম্ভা, যক্ষ, বিশ্বামিত্র ও রাক্ষস, ইহাঁরা কার্ত্তিক মাসে বিচরণ করেন। ভগবান্ বিষ্ণু আদিত্যের এই সকল বিভূতি যিনি প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যায় স্মরণ করেন, দিনে দিনে তাঁহার পাপ নষ্ট হয়। সূর্য্যদেব এইরূপে গন্ধর্ব্বাদির সহিত দ্বাদশ মাসে এইলোকের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করত লোকদিগকে ইহ পরলোকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করেন। ঋষিরা সাম-ঋক্-যজুর্ম্মন্ত্র দ্বারা ইহাঁর স্তব করেন। গন্ধর্ব্বেরা ইহাঁর গুণ গান করেন। ইহাঁর অগ্রে অপ্সরোগণ নৃত্য করেন। নাগগণ ইহাঁর রথের দৃঢ় বন্ধন করেন, যক্ষোগণ ইহাঁর রথ যোজনা করেন, এবং বলশালী রাক্ষসেরা ইহাঁর রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হন। ষষ্টিসহস্র নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষি বালিখিল্য ঋষিগণ অভিমুখ হইয়া ইহাঁর রথের অগ্রে অগ্রে স্তব করিতে করিতে গমন করেন। অনাদি অনন্ত ভগবান্ হরি ঈশ্বর এই রূপে কল্পে কল্পে স্বীয় আত্মাকে বিভাগ করত লোকসকলকে প্রতিপালন করেন।

ইতি দ্বাদশ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

——oo——

দ্বাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন মহৎ ধর্ম্মকে নমস্কার, বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার, এবং ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া সনাতন ধর্ম্ম সকল কহিতে আরম্ভ করি। পুরুষদিগের শ্রবণযোগ্য বিষয় যাহা তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, হে বিপ্রগণ! ভগবান্ বিষ্ণুর সেই অদ্ভুত চরিত্র আমি তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলাম। ভগবান্ হৃষীকেশ ভক্তপতি নারায়ণ সর্ব্ব-পাপ-হরণশীল হরির স্বরূপও আমি তোমাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম। জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, গুহ্য, পরব্রহ্মের স্বরূপ, এবং জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত তদীয় আখ্যানও বর্ণন করিয়াছি। ভক্তিযোগ এবং তদাশ্রয় বৈরাগ্যও বর্ণন করিয়াছি। পরীক্ষিৎ রাজার উপাখ্যান, নারদের উপাখ্যান, এবং ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের সহিত রাজা পরীক্ষিতের সংবাদও ব্যক্ত করিয়াছি। রাজা পরীক্ষিতের যোগদ্বারা প্রাণত্যাগ, এবং ব্রহ্মনারদ-সংবাদ, অবতারানুগীত ও প্রধান হইতে জগতের উৎপত্ত্যাদি পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি। বিদুরোদ্ধব প্রভৃতির কথোপকথন, বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ, পুরাণসংহিতাপ্রশ্নোত্তর, ও মহাপুরুষ-সংস্থান ব্যাখ্যা করিয়াছি। অনন্তর প্রাকৃতিক সর্গ, মহদাদি সপ্ত সর্গ, বিকার সর্গ, পরে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও ব্রহ্মাণ্ডে বিরাট পুরুষের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছি। স্থূল সূক্ষ্ম কালের গতি, নাভি পদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উদ্ধার, ও হিরণ্যাক্ষ-বধ উক্ত হইয়াছে। স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল-সৃষ্টি, স্বায়ম্ভুব

মনুর সৃষ্টি, শতরূপা ও আদ্যাপ্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কর্দ্দম প্রজাপতির ধর্ম্মপত্নীগণের সন্তান বর্ণন, ভগবান্ কপিল মহামুনির অবতার, এবং তাঁহার সহিত দেবহূতীর কথোপকথন, নবব্রহ্ম-সমুৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞবিনাশ, ধ্রুব-চরিত, এবং প্রাচীন-বর্হি ও পৃথুর চরিত বর্ণিত হইয়াছে। নারদ-সংবাদ, প্রিয়ব্রত-চরিত, নাভি রাজার চরিত, ও ভরতচরিত বর্ণিত হইয়াছে। দ্বীপ, সমুদ্র, পর্ব্বত, বর্ষ ও নদ্যাদির বর্ণন, জ্যোতিশ্চক্রের সংস্থান, এবং পাতাল নরকের স্থান বর্ণন, দক্ষের জন্ম ও প্রচেতাগণ হইতে দক্ষকন্যাদিগের সন্তানোৎপত্তি, এবং তাঁহাদিগ হইতে দেব, অসুর, নর, তির্য্যক, নগ ও খগাদির উৎপত্তি বর্ণন, বৃত্রা-সুরের জন্মবিনাশ, দিতির পুত্রগণের বর্ণন, দৈত্য রাজার চরিত ও প্রহ্লাদের চরিত-বর্ণন উক্ত হইয়াছে। মন্বন্তর কথন, গজেন্দ্র-বিমোক্ষণ, বিষ্ণুর হয়গ্রীবাদি মন্বন্তরের অবতার সকল, এবং জগদ্বিধাতার মৎস্য-কূর্ম্ম-নরসিংহ-বামনাদি-অবতার-বর্ণন, এবং দেবতাদিগের অমৃত লাভের জন্য ক্ষীরসমুদ্র মন্থন, দেবা-সুরগণের মহাযুদ্ধ, রাজবংশকীর্ত্তন, ইক্ষাকুর জন্ম ও বংশ কথন, সুদ্যুম্নরাজার বংশ কথন, ইলোপাখ্যান, তারোপাখ্যান, সূর্য্যবংশ, শশাদাদি ও নৃগাদির বংশবিস্তার কথন এবং সর্যাতি, ধীমান্ ককুৎস্থ, খট্টাঙ্গ, সৌভরি, সগর, রামচন্দ্র প্রভৃতির পাপক্ষালক চরিত বর্ণন, নিমির অঙ্গপরিত্যাগ, জনক-দিগের উৎপত্তি, পরশুরামের নিঃক্ষত্রীকরণ উক্ত হইয়াছে। ঐল, সোমবংশ, যযাতি, নহুষ, দুষ্মন্ত, ভরত, শান্তনু, ও তাঁহার পুত্রের চরিত, এবং যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশানুকীর্ত্তন, যে যদুবংশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাখ্য জগদীশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,

এবং তাঁহার বসুদেব-গৃহে জন্ম ও গোকুলে বৃদ্ধি কথিত হই-য়াছে। সেই অসুরঘাতী কৃষ্ণের অশেষ কর্ম্ম; শিশুকালে পূতনার প্রাণ-সহিত স্তন্যপান, এবং শকটোচ্চাটন; আর তৃণা-বর্ত্ত ও বকবৎসের নিধন বর্ণিত হইয়াছে। বিধাতা কর্ত্তৃক অঘা-সুরবধ, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বৎসপাল-চৌর্য্য, ভ্রাতার সহিত ধেনুক ও প্রলম্বের নিধন, দাবাগ্নি হইতে গোকুলের পরিত্রাণ, কালিয়-দমন, নন্দমোক্ষণ, কন্যাগণের ব্রতচর্য্যা, যজ্ঞপত্নী-সন্তোষ, ও বিপ্রানুতাপ কথিত হইয়াছে। গোবর্দ্ধনোদ্ধার, ইন্দ্র এবং সুরভির যজ্ঞ ও অভিষেক, রাত্রি সকলে স্ত্রীদিগের সহিত ক্রীড়া, দুর্বুদ্ধি শঙ্খচূড়-অরিষ্ট, কেশিনিধন, অক্রূরাগমন, রামকৃষ্ণ-প্রস্থান, ব্রজস্ত্রীবিলাপ, মথুরাদর্শন, গজ-মুষ্টিক-ও-চানূর-ও-কংশাদির বধ, সান্দীপনি গুরুর মৃত পুত্রের পুনরানয়ন, হে দ্বিজগণ! মথুরায় বাসকালে হরি রাম ও উদ্ধবের সহিত যদু-বংশীয়দিগের যে প্রিয় করিয়াছিলেন, জরাসন্ধ কর্ত্তৃক বহুবার আনীত সৈন্য সকলের বধ, যবনরাজবধ, কুশস্থলীতে বাস-করণ, ও স্বর্গের সুধর্ম্মা (পুরী) হইতে পারিজাত-হরণ উক্ত হইয়াছে। যুদ্ধে প্রমত্ত শত্রুদিগ হইতে হরির রুক্মিণী-হরণ, যুদ্ধে হরের পরাজয়, বাণভুজচ্ছেদ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিকে হনন করিয়া তাঁহার কন্যাহরণ, চৈদ্য পৌণ্ড্রক শাল্ব ও দুর্ম্মতি দন্তবক্র শম্বর, দ্বিবিদ, পীঠ, মুর ও পঞ্চ জনাদির মাহাত্ম্যও নিধন, বারাণসী-দাহন, পাণ্ডবদিগকে নিমিত্ত করিয়া ভূমিভারাবতারণ, বিপ্রশাপচ্ছলে স্বীয়কুলের সংহার, বাসুদেবের অদ্ভুত উদ্ধব-সংবাদ,—যাহাতে আত্মজ্ঞানকথন, কর্ম্ম-নির্ণয়, কথিত আছে—এবং যোগপ্রভাবে মর্ত্ত্যলীলা পরিত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে।

যুগলক্ষণ, কলিতে মনুষ্যদিগের উপপ্লব, চতুর্ব্বিধ প্রলয়, ত্রিবিধ উৎপত্তি, ধীমান্ রাজা পরীক্ষিতের দেহত্যাগ, বেদ-শাখা-প্রণয়ন, মার্কণ্ডেয়-সৎকথা, মহাপুরুষবিন্যাস ও জগদাত্মা সূর্য্যের দেহ-ব্যূহ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যাহা তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সে সমুদায় এই তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলাম, এ স্থলে ঈশ্বরের লীলাবতার ও কর্ম্মাদি সমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছি। পতিত, স্খলিত, পীড়িত এবং ক্ষুধায় বিবশ হইয়াও যদি কেহ উচ্চৈঃস্বরে "হরয়ে নমঃ" এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রভাব শ্রবণ এবং নামকর্ম্মাদি কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ অনন্ত তাঁহার চিত্তে প্রবেশ করিয়া, তমোমধ্যে সূর্য্যের ন্যায় ও মেঘ-মধ্যে অতিবাতের ন্যায়, অশেষ বিঘ্ন নাশ করেন। যে কথাতে ভগবান্ অধোক্ষজের প্রসঙ্গ নাই, সে সকল কথা অসৎ ও মিথ্যা, আর যাহাতে ভগবদ্গুণের প্রসঙ্গ আছে, তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, এবং তাহাই পুণ্যজনক। যাহাতে উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যশোগান বিস্তৃত হয়, তাহাই রমণীয় ও বার বার নূতন; তাহাই মনের মহোৎসব; তাহাই মনুষ্যদিগের শোকার্ণবশোষক। চিত্রপদ দ্বারা বিন্যস্ত যে সকল বাক্য হরির জগতের পবিত্রতাজনক যশোবিস্তার না করে, তাহা কাকতুল্য নরের রতিস্থান, জ্ঞানিগণ তাহা সেবন করেন না; যে স্থানে অচ্যুত, সেই স্থানেই নির্ম্মলাশয় সাধুরা। বদ্ধ না হইলেও, যে বাক্যের প্রতিশ্লোকে অনন্তের যশোঙ্কিত নাম সকল থাকে, সেই (বাক্যের প্রয়োগই) বাক্যপ্রয়োগ;

(কারণ) সাধুরা শ্রবণ, গান ও গ্রহণ করেন। নৈষ্কর্ম্ম্য এবং (তৎপ্রকাশক,) সম্যক্ নির্ম্মল জ্ঞানও অচ্যুতভক্তিবর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, নিরন্তর অসৎ (জ্ঞানের) কথা কি বলিব; সর্ব্বোত্তম কর্ম্মও ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে দুঃখাত্মক, বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও শ্রুত্যাদিতে যে মহান্ পরিশ্রম, সে কেবল যশোযুক্ত কীর্ত্তির নিমিত্তমাত্র; আর গুণানুবাদ-শ্রবণ ও আদর-করণাদি দ্বারা শ্রীধর-পাদপদ্মের অবিস্মৃতি হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দের যে অবিস্মৃতি, তাহা অশুভক্ষয় এবং কল্যাণ সত্ত্বশুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি, ও বৈরাগ্যজ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞান বিস্তার করে। যেহেতু তোমরা অন্তঃকরণে স্থাপন করিয়া অখিলের আত্মভূত সর্ব্বোপাস্য, এবং যাঁহার অন্য দেবতা নাই, সেই ঈশ্বর নারায়ণ দেবকে নিরন্তর ভজনা করিয়া থাক, সেই হেতু তোমরা অতিশ্রেষ্ঠ দ্বিজ ও মহাভাগ। আমারও তোমাদিগের দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল, যাহা পূর্ব্বে আমি রাজা পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশে ঋষিগণের সভায় ঋষির মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম।

হে বিপ্রগণ! সর্ব্বাশুভবিনাশকারী মহাত্মা বাসুদেবের মাহাত্ম্য এই আমি তোমাদিগের নিকট প্রকাশ করিলাম। যে ব্যক্তি এক প্রহর কাল বা ক্ষণকাল অনন্যমনা হইয়া ইহা শ্রবণ করান, আর যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ইহার এক শ্লোক বা অর্দ্ধ শ্লোক, কি পাদ, বা পাদার্দ্ধ মাত্র শ্রবণ করেন, তাঁহার আত্মা পবিত্র হয়। দ্বাদশীতে বা একাদশীতে ইহা শ্রবণ করিলে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়। উপবাস করত যত্নবান্ হইয়া পাঠ করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে পবিত্র হন। পুষ্কর তীর্থে, মথুরায়

বা দ্বারকায় যত্নবান্ হইয়া উপবাস করত এই সংহিতা পাঠ করিলে ভয় হইতে মুক্ত হন। যিনি এই সংহিতা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়া দেবতা, মুনি, সিদ্ধ, পিতৃ, মনুষ্য ও রাজারা তাঁহার কামনা পূর্ণ করেন। ব্রাহ্মণ ইহা অধ্যয়ন কারণে ঋক্, যজু ও সাম-(পাঠের ফল) প্রাপ্ত হন। হে দ্বিজগণ! মধুকুল্যা, পয়ঃকুল্যা, ঘৃতকুল্যার যে ফল, যত্নবান্ হইয়া এই পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করিলেও সেই ফল এবং ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত যে পরম পদ, তাহাও প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিলে জ্ঞান; ক্ষত্রিয় (অধ্যয়ন করিলে) সাগর বেষ্টিতা (পৃথিবী); বৈশ্য নিধি-পতিতা লাভ করেন; এবং শূদ্র পাপ হইতে মুক্ত হয়। কলিকলুষ-সমষ্টিহন্তা অখিলেশ্বর হরির নাম অন্য শাস্ত্রে প্রতিপদে উচ্চারিত হয় নাই; কিন্তু এই পুরাণসংহিতাতে প্রতিকথা-প্রসঙ্গে প্রতিপদে অশেষমূর্ত্তি ভগবানের নাম বিশেষরূপে পঠিত হইয়াছে। স্বর্গপতি ব্রহ্মা ইন্দ্র ও শঙ্করাদি দেবতা কর্ত্তৃক যাঁহার স্তোত্র সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন হয় না, সেই অজ, অনন্ত, অচ্যুত, জগতের উৎপত্তিস্থিতি-ও-লয়াত্মকশক্তি-সম্পন্ন নারায়কে আমি নমস্কার করি। উদ্রিক্ত নবশক্তি[১] দ্বারা স্বীয় আত্মাতেই উপরচিত স্থাবর জঙ্গম যাঁহার আলয়; যিনি উপলব্ধি-মাত্রস্বরূপ, সনাতন, ভগবান্ নারায়ণকে প্রণাম করি। স্বীয় সুখে পূর্ণচিত্ত, সেইহেতু অন্য (বস্তুতে) রতি-বর্জ্জিত, ভগবান্ নারায়ণের মনোহর লীলা যাঁহার ধৈর্য্য আকৃষ্ট করিয়াছে, যিনি তদীয় এই পরমার্থ-প্রকাশক

১। প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র।

পুরাণসংহিতা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অখিলপাপনাশক ব্যাসপুত্র শুকদেবকে প্রণাম করি।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, মরুত ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতারা দিব্য স্তুতি সকলের দ্বারা যাঁহার স্তব করেন; সামবেদীরা অঙ্গ, পদ, ক্রম, ও উপনিষদের সহিত বেদ দ্বারা যাঁহার স্বরূপ গান করেন; যোগীরা ধ্যানাবস্থায় তদ্গতচিত্ত হইয়া যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন; এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত পান না, সেই দেবতাকে প্রণাম করি। পৃষ্ঠদেশে ভ্রাম্যমান গুরুতর মন্দর পর্ব্বতের পাষাণাগ্রের কণ্ডূয়নহেতু নিদ্রাভিভূত কূর্ম্মাকৃতি ভগবানের দীর্ঘ নিশ্বাস বায়ু তোমাদিগকে পালন করুক; সমুদ্র-মন্থন অবধি অদ্যাপি যাহার সংস্কার বশতঃ স্রোতোরূপে সমুদ্রজলের বেগের যাতায়াত নিবৃত্ত হইতেছে না। পুরাণ-সংখ্যাসমাহার; এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের বাচ্য ও প্রয়োজন; ইহার দান; দানের মাহাত্ম্য; এবং পাঠাদির মাহাত্ম্য এক্ষণে শ্রবণ করুন,—ব্রহ্মপুরাণে দশ সহস্র, পদ্মপুরাণে পঞ্চ পঞ্চাশৎ সহস্র, বিষ্ণুপুরাণে ত্রয়োবিংশতি সহস্র, শিবপুরাণে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র, শ্রীভাগবতে অষ্টাদশ সহস্র, নারদপুরাণে পঞ্চবিংশতি সহস্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নয় সহস্র, অগ্নি

পুরাণে চতুঃশতাধিক পঞ্চদশ সহস্র, ভবিষ্য পুরাণে পঞ্চশতাধিক চতুর্দ্দশ সহস্র, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে অষ্টাদশ সহস্র, লিঙ্গ পুরাণে একাদশ সহস্র, বরাহ পুরাণে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র, স্কন্দপুরাণে একাধিক শতাধিক একাশীতি সহস্র, বামন পুরাণে দশসহস্র, কূর্ম্মপুরাণে সপ্তদশ সহস্র মৎস্য পুরাণ চতুর্দ্দশ সহস্র, গরুড় পুরাণে একোনবিংশতি সহস্র, এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক; এইরূপে উক্তপুরাণ সমুদায়ে চারি লক্ষ শ্লোক নিরূপিত আছে; তাহার মধ্যে শ্রীভাগবতের অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক কথিত হয়। পূর্ব্বে ভগবান্ নারায়ণ নাভিপঙ্কজে অবস্থিত ভবভীত ব্রহ্মাকে দয়া করিয়া এই (ভাগবত) প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার আদিতে, মধ্যে ও অবসানে বৈরাগ্যবর্ণনসহিত হরিলীলা-কথামৃতের বিস্তার থাকাতে ইহা দেবতাদিগেরও আনন্দকর। সর্ব্ববেদান্তসার যে আত্মৈকত্বস্বরূপ অদ্বিতীয় বস্তু, তন্নিষ্ঠ কৈবল্যই ইহার প্রয়োজন। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমাতে হেম-সিংহাসনারূঢ় এই ভাগবত যে ব্যক্তি দান করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন। যত কাল অমৃতসাগর এই ভাগবত শ্রুত না হয় তত কাল পর্য্যন্ত সাধু-সমাজে অন্যান্য পুরাণ সমাদৃত হয়। এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব বেদান্তের সার; যে ব্যক্তি ইহার রসামৃতে তৃপ্ত, তাঁহার আর কখন ও অন্যত্র প্রবৃত্তি হয় না। নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা; দেবতার মধ্যে যেমন বিষ্ণু; ভক্তের মধ্যে যেমন মহাদেব; পুরাণের মধ্যে তেমনি এই। এই নির্ম্মল ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবদিগের অতিপ্রিয়; ইহাতে পরমহংসপ্রাপ্য নির্ম্মল অদ্বিতীয় পরম জ্ঞান গীত আছে, এবং জ্ঞানবৈরাগ্য-